









জ্ঞানেশ্বরী





জানদেব

শিল্পী শ্রীমূলগাওকরের সৌজাত্যে



জ্ঞানদেব-বিরচিত  
জ্ঞানেশ্বরী

অনুবাদক  
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

পূর্বভাষ  
ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ



সাহিত্য অকাদেমী  
নিউ দিল্লী

*Jñaneswari*—Bengali translation by Girishchandra Sen of Jñanadeva's commentary in Marathi on the *Bhagavadgita*. Frontispiece : an adaptation by R. S. Mulgaonkar from a traditional portrait of Jñanadeva. Sahitya Akademi, New Delhi, 1963. Price Rs. 20.

প্রদেশক চিত্র : জ্ঞানদেব । প্রাচীন চিত্র হইতে শ্রীমূলগাঁওকর কর্তৃক অঙ্কিত ।  
শিল্পীর সৌজন্ত্রে প্রাপ্ত ।

প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী

মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাতানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১২

মূল্য ২০.

## পূর্বভাষ

জগতের ধর্মসাহিত্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি প্রধান গ্রন্থ। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ভাষাতেই ইহা অনূদিত হইয়াছে, এবং প্রচুর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছে। গীতা শত শত বৎসর যাবৎ বহু লোকের ধর্মপিপাসা পূরিতৃপ্ত করিয়াছে, শোকার্ভকে সান্ত্বনা দিয়াছে, এবং দর্শনের গহনারণ্যে সত্যের পথ দেখাইতে সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও অশেষ গুঢ় তত্ত্বময় বলিয়া সাধারণ লোকের নিকট ইহা সহজবোধ্য নহে। ভারতের সকল ভাষায় ইহার অমুবাদ প্রকাশিত হইলেও ইহা বুঝিবার জ্ঞাত উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষায় ইহার বহু ভাগ আছে। কিন্তু অত্যাগত ভাষায় অধিক নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশে জ্ঞানেশ্বরী গীতা নামে যে গীতাভাষ্য রচিত হয়, মহারাষ্ট্র দেশে তাহা বহুল প্রচারিত, কিন্তু বাংলাদেশে তাহা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনূদিত হয় নাই। জ্ঞানেশ্বরী গীতায় গীতার প্রত্যেক শ্লোক অতি সুন্দর ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমার আশঙ্ক্যে বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থের বাংলায় যে অমুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে গীতার দুর্লভ তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরও বোধগম্য হইবে। এইজন্ত গিরীশচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ অদ্বৈত মতেই গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ ভক্তিরস পূর্ণ। ইহা দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই তৃপ্তি সাধন করিবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

১৪/৩/৫২





## ভূমিকা

‘জ্ঞানেশ্বরী’ ভারতীয় প্রতিভার এক বিশ্বয়কর সৃষ্টি। মাত্র পনের বৎসর বয়সে মহারাষ্ট্রীয় যুবক গীতা ব্যাখ্যা করিয়া বাহা লিখিয়াছেন তাহা একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক বলা যায়, আবার উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থও বলা যায়। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা মহারাষ্ট্র ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভাষার ব্যবধান বেশী বাধা সৃষ্টি না করিলে ইহা ভারতে কতকটা তুলসীদাসের রামায়ণ, রামচরিত মানসের, অমরুপ স্থান অধিকার করিত।

‘জ্ঞানেশ্বরী’-প্রণেতা জ্ঞানদেব ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষদের নিবাসস্থল ঔরঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরীর তীরে আপেগাঁও নামক গ্রাম। ইহার যজুর্বেদের মাধ্যম্ভিন শাখার অন্তর্গত। তাঁহার পিতা বিট্ঠলপন্থ কুলকর্ণী অল্প বয়সেই বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম রুক্মিণীবাঈ। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বিট্ঠলপন্থের অত্যন্ত অর্থকষ্ট হয়। বিট্ঠলপন্থের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার অধিকাংশ সময় ঈশ্বরোপাসনায় কাটিয়া যাইত। রুক্মিণীবাঈ পিতাকে সাংসারিক অভাবের সংবাদ দিলে তাঁহার পিতা আসিয়া কষ্টা ও জামাতাকে নিজ গ্রাম আলন্দীতে লইয়া যান।

একদিন বিট্ঠল গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি বলিয়া বাটা হইতে বাহির হন এবং কাশী গিয়া, রামানন্দ স্বামীর নিকট সম্যাস গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া রুক্মিণীবাঈ কঠোর তপস্যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিতেন, প্রত্যহ সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের পূজা করিতেন এবং অশ্বথ বৃক্ষ পরিক্রমা করিতেন। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। এই সময় রামানন্দ স্বামী শিষ্যদের সহিত রামেশ্বর যাইবার পথে আলন্দী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। মারুতির মন্দিরে বিট্ঠলের পত্নী রুক্মিণীবাঈ তাঁহার দর্শন পাইল এবং চরণ বন্দনা করিল। তিনি আশীর্বাদ করিলেন, “পুত্রবতী হও,” কিন্তু রুক্মিণীর মুখে ঈষৎ ব্লান হাসি দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি জানিলেন যে তাঁহার শিষ্য বিট্ঠল রুক্মিণীর স্বামী। ইহা শুনিয়া রামানন্দ স্বামী রামেশ্বর যাইবার

সকল পরিত্যাগ করিলেন। তিনি কুঞ্জিনী এবং তাহার পিতামাতাকে লইয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন, এবং বিট্ঠলকে ভৎসনা করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাঁহতে বলিলেন। সম্যাস আশ্রম হইতে পুনরায় সংসারে ফিরিবার জন্য আলন্দীর ব্রাহ্মণসমাজ বিট্ঠলকে পতিত করিলেন। ক্রমে বিট্ঠলের তিন পুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্র নিবৃত্তিনাথ ১২৭২ খৃঃ অব্দে, জ্ঞানদেব ১২৭৫ খৃঃ অব্দে, সোপানদেব ১২৭৭ খৃঃ অব্দে, ও কন্যা মুক্তাবাদী ১২৭৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভিক্ষালব্ধ অন্ন সকলের জীবিকা নির্বাহ হইত। পুত্রকন্যাগণ অসাধারণ ধী-সম্পন্ন ছিল। তাহারা বিট্ঠলের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া সুপণ্ডিত হইল। আলন্দীর ব্রাহ্মণসমাজ বিট্ঠলকে জাতিতে ভুলিতে অস্বীকার করায় বিট্ঠল সপরিবারে ত্র্যম্বকেশ্বরে গমন করিলেন। এইখানে আচার্য্য গহিনীনাথ নিবৃত্তিনাথকে যোগমার্গে দীক্ষা প্রদান করেন এবং ভাগবত ধর্ম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন। কিছুকাল পরে বিট্ঠল সপরিবারে নিজগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং সম্যাস গ্রহণের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার দেহপাতই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত জানিয়া প্রয়াগে গিয়া জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নীও স্বামীর অস্থগামিনী হন। তখন জ্ঞানদেবের বয়স ১২ বৎসর। তিন ভ্রাতা ও ভগিনী ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা আহমদনগর জেলায় প্রবরা নদীর তীরে নেবাসা নামক একটি গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই নেবাসা গ্রামে জ্ঞানদেব ভাবার্থদীপিকা বা জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ১২১২ শকে রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করিবার পর জ্ঞানদেব নামদেবের সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং অনেক স্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। পরে আলন্দী ফিরিয়া আসিয়া ১২২৮ শকে জীবন্ত সমাধি লাভ করেন। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন তাঁহার দেহ এখনও জীবন্ত আছে এবং তিনি মধ্যে মধ্যে সমাধিমন্দিরের বাহিরে আসেন।

জ্ঞানদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ নিবৃত্তিনাথের শিষ্য ছিলেন। নিবৃত্তিনাথ তাঁহাকে যোগমার্গে দীক্ষা প্রদান করেন এবং কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। ‘জ্ঞানেশ্বরী’র প্রায় প্রতি অধ্যায়ে তিনি নিবৃত্তিনাথের প্রশংসা গাহিয়াছেন। নিবৃত্তিনাথ তাঁহার প্রভু, দেবতা। গুরুর কৃপাতেই তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে।

গুরু চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াই তিনি গীতার মৰ্য্যাদা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জ্ঞানদেবের দার্শনিক মত শঙ্করাচার্যের অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহাই সংক্ষেপে অদ্বৈতমত। এই মতে ভক্তির প্রসঙ্গ হইতে পারে না বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ভক্তিমূলক বহু উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন, ইহা সুবিদিত। ইহার কারণ এই যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর ইহা উপলব্ধি করা যায় যে জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন নহেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত জগৎকে অস্বীকার করা যায় না, এবং মায়াযুক্ত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অবস্থায় ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্বক পূজা করা উচিত। তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এইভাবে যদিও শঙ্করাচার্য্য ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন নাই, যদিও তাঁহার মতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ভক্তির কোনও অবসর থাকে না, তথাপি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-বলে ভক্তিবিষয়ক বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জ্ঞানদেবও সেইরূপ অদ্বৈতদর্শনের অনুরাগী হইলেও গীতার ব্যাখ্যা করিবার সময় ভক্তি-প্রতিপাদক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনে সক্ষম হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার নবম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্লোকটি এই—

পত্রং পুষ্পং ফলং তেয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যু পুত্ৰতমশ্চামি প্রযতাত্মনঃ ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল—যে আমাকে ভক্তিপূর্বক প্রদান করে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপ্রদত্ত উপহার আমি গ্রহণ করি।

আমরা এখানে ‘অশ্রামি’ শব্দের অর্থ করিলাম ‘গ্রহণ করি’। কিন্তু ‘অশ্রামি’র ‘ভোজন করি’ এরূপ অর্থও করা যায় এবং জ্ঞানদেব এই অর্থই করিয়াছেন। তিনি শ্লোকটির যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্ত-ভাবে দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আমি ভক্তি পাইতে বড় ভালবাসি। ভক্তিপূর্বক আমাকে যে যাহা দেয় আমি তাহাই সাদরে গ্রহণ করি। কেহ যদি ভক্তিপূর্বক আমাকে ফল একটি দেয় আমি বোটাশুদ্ধ তাহা

ভক্তি করিয়া ফেলি। কেহ যদি আমাকে ভক্তিপূর্বক একটি পুষ্প প্রদান করে, তাহার গন্ধ আভ্রাণ করাই ত আমার উচিত, কিন্তু আমি ভক্তিপূর্বকপ্রদত্ত সেই পুষ্পটি পাইয়া এত আনন্দিত হই যে তাহা কেবল আভ্রাণে করিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, আমি উহাও ভোজন করিয়া ফেলি। সামান্য তুলসীপত্র যদি কেহ আমাকে ভক্তিপূর্বক প্রদান করেন এবং তাহা যদি ছিন্ন বা শুষ্কও হয়, আমি তাহাও সাদরে ভোজন করি। বৈশী কি বলিব, জল অতি সাধারণ বস্তু, সর্বত্র পাওয়া যায়, অর্থব্যয় করিয়া ক্রয় করিতে হয় না, কিন্তু কেহ যদি পবিত্র হৃদয়ে (যে হৃদয়ে কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিনতা নাই) ভক্তিপূর্বক আমাকে এক গুণ্ড জলও প্রদান করে তাহাতে কত আনন্দ হয় তাহা আমি বলিতে পারি না, আমার মনে হয় যেন উৎকৃষ্ট মন্দির নির্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে মণিময় সিংহাসন স্থাপন করিয়া ভক্ত আমাকে প্রদান করিতেছে।” আমরা অনেকেই পূজা করিবার সময় ফুল, পাতা জল প্রভৃতি বিগ্রহের সম্মুখে অর্পণ করি, কতকটা গতাহুগতিকভাবেই করিয়া যাই, মনে বিশেষ কোনও ভাবের উদয় হয় না, কিন্তু জ্ঞানদেবের এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় এই পূজাপদ্ধতির মধ্য দিয়া আমরা ভক্তির সোপান বাহিয়া কত উচ্চে উঠিতে পারি। আমরা গল্প শুনিয়াছি, কোনও ভক্তের আকুল প্রার্থনায় ভগবান সত্যসত্যই নৈবেদ্য ভোজন করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের ব্যাখ্যা পড়িয়া মনে হয়, এই সকল কাহিনী সত্য হইতে পারে।

নবম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নামকীর্তন সম্বন্ধে জ্ঞানদেব লিখিয়াছেন, “কীর্তনের নৃত্যানন্দে এইরূপ ভক্তের পাপের নাম পর্যন্ত নষ্ট হয়।” “আমার নামকীর্তন বিশ্বের দুঃখনাশ করে, সমস্ত জগৎ মহান্নত্রে পূর্ণ করিয়া দেয়।” “বৈকুণ্ঠে কচিং কেহ যাইতে পারে, পরন্তু এই সকল ভক্ত সারা জগৎকেই বৈকুণ্ঠ করিয়া ফেলে,—নামকীর্তনের প্রভাবে বিশ্বকে শুভ আলোকে উদ্ভাসিত করে।” “হে পাণ্ডব, আমাকে আর কোথাও যদি নাও পাওয়া যায়, তবে যেখানে প্রেম সহকারে আমার নাম সঙ্কীৰ্তন করা হয় সেখানে আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।”

এইরূপ কথা জ্ঞানদেবের রচনায় বহুল পরিমাণে দেখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে জ্ঞানদেবের মত অদ্বৈতবাদীসুযায়ী হইলেও তিনি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ‘জ্ঞানেশ্বরী’র

নানাস্থানে তিনি তাঁহার অগ্রজ এবং গুরু নিবৃত্তিনাথের উদ্দেশ্যে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচায়ক।

একপ মনে হয় যে কোনও মন্দিরে ভক্ত ও সাধুদের সভায় জ্ঞানদেব তাঁহার গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিতেন। ‘জ্ঞানেশ্বরী’তে মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচায়ক সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের উল্লেখ আছে। ‘জ্ঞানেশ্বরী’তে ইহাও দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানদেবকে তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস সংযত করিতে বলিতেছেন।

‘জ্ঞানেশ্বরী’র উপমাগুলি অতিশয় সুন্দর। ইহারা চিত্তের উপর গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং মানবের মনস্তত্ত্ব জ্ঞানদেব কি গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উপমাগুলি পাঠ করিলে জানা যায়।

স্বাহারা নিজে অবৈতমত গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা জ্ঞানদেবের অবৈত-দর্শনপ্রতিপাদক অংশগুলির সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে জ্ঞানদেব তাঁহার প্রতিভার সাহায্যে দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রগাঢ় অহুবাগ এবং প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিয়া ‘জ্ঞানেশ্বরী’র একটি মূল্যবান ইংরেজী এবং সুন্দর অহুবাদ রচনা করিয়াছেন—ইহার জন্য তিনি বাঙ্গালী সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় যে, এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গোপাল ভবন

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রাট

কলিকাতা-২০

মহালয়া—১৩৬৫

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়



## অনুবাদের নিবেদন

১২১২ শকে 'ইং ১২৯০ সালে 'জ্ঞানেশ্বরী' রচিত হয়। শ্রীনাথ বায় জ্ঞানদেব তখন অল্পবয়স্ক কিশোর বালক মাত্র। কিন্তু এই অল্প বয়সেই পরম জ্ঞানী, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জ্ঞানদেবের জীবনী, তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। ইহা সর্বজনসম্মত যে রচনার উৎকর্ষে কবিত্বমহিমায় ও উপমাশৈলীতে 'জ্ঞানেশ্বরী' মহারাষ্ট্র সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

জ্ঞানদেবের সমসাময়িক শ্রীনাথদেবের রচিত 'অভঙ্গ' হইতে জানা যায় ইং ১৩৫০ সাল পর্যন্ত 'জ্ঞানেশ্বরী'র পঠন, পাঠন ও লেখন প্রচলিত ছিল। ইহার পর প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত মারাঠী ভাষার একটি অঙ্ককারময় যুগ। এই সময়ে প্রকাশ্যভাবে 'জ্ঞানেশ্বরী'র প্রবচন বন্ধ থাকিলেও, হস্তলিখিত পুথির প্রচলন হয়, এবং তাহাতে কিছু কিছু পাঠভেদের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত ও প্রক্ষিপ্ত ওবীও কিয়ৎ পরিমাণে সংযোজিত হয়। ইহার পরে জ্ঞানদেবের ভক্ত একনাথ 'জ্ঞানেশ্বরী'র প্রচলিত পুথিগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়া একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। 'জ্ঞানেশ্বরী'র মূল গ্রন্থ কিম্বা তৎকালিক কোনও সংস্করণ এখন পাওয়া যায় না; একনাথের সংশোধিত মূল সংস্করণও দুর্লভ। এই মূল সংস্করণ নষ্ট হইবার পূর্বে উহা নকল করিবার সময় অনেক নূতন পাঠ সংযোজিত হইয়াছে। ওবীসংখ্যাও বাড়িয়াছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত পাঠভেদগুলি পরীক্ষা করিয়া এই গ্রন্থের সংশোধনের চেষ্টা হয়। তন্মধ্যে ১৮৯৪ সালে কুটের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাড়গাঁওকার ও রাজবাড়ের সংশোধিত সংস্করণও এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৯০৮-০৯ সালে রাজবাড়ের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ইহাই মহারাষ্ট্রীয় বিদ্বজ্জনসমাজে সর্বাধিক আদৃত। রাজবাড়ের প্রকাশিত গ্রন্থ সংশোধিত করিবার জন্ত গত ১৯৫৬ সালে মারাঠী সংশোধন-মণ্ডলের প্রচেষ্টায় বহু গভর্ণমেন্ট কর্তৃক জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডল নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই



কমিটি প্রচলিত সংস্করণগুলি ও কয়েকটি পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি পরীক্ষা করিয়া রাজবাড়ের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৬০ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট কর্তৃক অমুমোদিত হইয়াছে। সাহিত্য অকাদেমীর নির্দেশে এই সংশোধিত সংস্করণকেই অবলম্বন করিয়া ‘জ্ঞানেশ্বরী’র এই বঙ্গানুবাদ রচিত হইয়াছে। রাজবাড়ের মূল সংস্করণে যেখানে দু-একটি বা একত্রে অনেকগুলি ওবী বাদ পড়িয়াছে, জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডল সেখানে + চিহ্ন দিয়া সেই ওবীগুলি পাদটীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন; অনুবাদেও অনুরূপ রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডলের অমুমোদিত সংস্করণে পাঠভেদগুলি পাদটীকায় দেখান হইয়াছে; যেখানে পাঠান্তরে অর্থভেদ হইয়াছে, শুধু সেইখানেই অনুবাদের পাদটীকায় তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মূল মারাঠীগ্রন্থের ওবীগুলির ক্রমানুসারেই তাহাদের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। গীতার মূল শ্লোক-গুলিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদের ভাষা যথাসম্ভব সরল, ও মূলানুবায়ী করিয়া অর্থসঙ্গতিরক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছি।

ঋীহারা এই প্রমসাদ্য কার্যে সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ বেলিকারের প্রণীত ‘জ্ঞানেশ্বরীর শব্দভাণ্ডার’ আমার অনুবাদকার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। কলিকাতা মহারাষ্ট্রনিবাসের শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঠাকুর আমার এই কার্যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছেন। মোদরোপেম শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা লিখিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীবাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি পূর্বভাষ লিখিয়া এই কার্যে তাঁহার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও নানা বিষয়ে গ্রন্থকারকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই পুস্তক ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত হইল।

পরিশেষে জ্ঞানেশ্বরী-মণ্ডল ও মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টকে সর্ব বিষয়ে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অলমিতি—

## প্রথম অধ্যায়

॥ শ্রীমহাগণপতয়ে নমঃ ॥

ওঁ নমো 'আত্ম', 'বেদপ্রতিপাত্ত' পরমাত্মনু আপনি 'স্বসংবেত্ত'—আপনাকে আত্মাত্মভব দ্বারাই জানা যায়, আপনি আত্মস্বরূপ, আমি আপনার ঐয়গান করিতেছি। হে দেব, 'আপনিই সেই সকল অর্থপ্রকাশক' ত্রীগণেশ; নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে, আপনারা সকলে অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন। এই অশেষ (সম্পূর্ণ) শব্দত্রয় (বেদ) আপনারাই সুন্দর মূর্তি, ইহার অক্ষররূপ শরীর নির্দোষ ভাবে দেদীপ্যমান। স্মৃতিসমূহ এই মূর্তির অবয়ব, কাব্যপংক্তি এই অবয়বের হাবভাব, ইহার অর্থ-সৌন্দর্য্য লাভণ্যের সম্ভার। অষ্টাদশ পুরাণ ইহার গণিভূষণ (রত্নখচিত অলঙ্কার), পদপদ্ধতি বা শব্দ-যোজনা (পদবিগ্রহাস) ইহার তত্ত্বসিদ্ধান্তরূপ রত্নের জড়োয়া অলঙ্কার। উত্তম ও সুন্দর কাব্যরচনা ইহার রঙ্গীন বস্ত্র (পীতাম্বর), যাহার সাহিত্য (ভাষার অলঙ্কার) রূপ বুননি (ভূমি) উজ্জল্যে পরিপূর্ণ। আরও দেখুন, এই কাব্যনাটক সকৌতুকে (সরসভাবে) যোজনা করা হইয়াছে বলিয়া তাহার অর্থধ্বনি ক্ষুদ্র ঘটিকার (ঘুঁঘুরের) ত্রায় রুণরুণ করিয়া বাজিতেছে। এই কাব্যনাটকের তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি নিপুণভাবে, দক্ষতার সহিত বিশ্লেষণ করিলে যে পদসৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় তাহা এই ঘটিকার মধ্যে খচিত উত্তম রত্নের ত্রায়। ব্যাসাদি কবির প্রতিভা মেখলার ত্রায় শোভা পায়, যাহার প্রান্তভাগের ঝালর উজ্জল ভাবে ঝক্‌ঝক্‌ করে। যাহাদের ষড়দর্শন বলে তাহারা ইহার (গণেশমূর্তির) ষড়ভুজ, এইজন্ত ছয় হস্তে ধৃত আয়ুধগুলিও (বিভিন্ন মতভেদে) বিসংবাদী। (১০) (আয়ুধের মধ্যে) তর্কশাস্ত্র পরশু, ত্রায়শাস্ত্র অক্ষুশ, বেদান্ত মহা (মিষ্ট) রসে ভরা মোদকের ত্রায় শোভা পাইতেছে। ত্রায়শাস্ত্রের ভাষ্যকার দ্বারা যে বৌদ্ধমত স্বভাবতঃ খণ্ডিত হইয়াছে সেই খণ্ডিত বৌদ্ধমতের চিহ্নস্বরূপ এক হস্তে ধৃত একটা ভগ্ন দস্ত। সহজক্রমাঙ্কসারে, সৎতর্কবাদ (ব্রহ্মবাদ—সম্বাদ) তাঁহার বরদ পদ্মহস্ত, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা তাঁহার সিদ্ধ অভয়হস্ত। সুবিমল

বিবেক (সুবিচার)¹ তাঁহার সরল শুণ্ডগু ( শুঁড় ), যাহা মহান্বয়ের অকৃত্রিম পরমানন্দ প্রাপ্ত করায়। উত্তম সংবাদ (সন্তোষণ) তাঁহার সরল শুণ্ডকান্তি দশনরাজি, ‘উন্মেষ’ ( জ্ঞানের স্ফূরণ ) সেই বিঘ্নরাজ দেবের ( গণেশজীর ) স্মৃতি নেত্র। আমার মনে হয়, মীমাংসা দুটি ( উত্তরং পূর্ব মীমাংসা ) তাঁহার কর্ণদ্বয়, যেখানে মূনিকপী ভ্রমরদল ( তাঁহার গুণনিঃসৃত ) বোধমদামৃত সেবন করিতেছে। ‘দ্বৈতাদ্বৈত’ তাঁহার তত্ত্বার্থরূপ প্রবালে মণ্ডিত উজ্জল গুণস্থল-যুগল, তাঁহার হস্তীমস্তকোপরি পাশাপাশি অদ্বিত হইয়া একরূপ ( একার্থ-বোধক ) হইয়াছে। উপরে, উদার জ্ঞানমকরন্দে পূর্ণ দশোপনিষদ স্নগন্ধ কুসুমের স্নায় তাঁহার মুকুটে² অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। ‘অ’কার তাঁহার চরণ-যুগল, ‘উ’কার তাঁহার বিশাল উদর ‘ম’কার তাঁহার মস্তকের মহামণ্ডল ( রাজ-মুকুট )। এই তিনটি ( অকার, উকার ও মকার ) একত্র হইয়া ( ওঁকার রূপে ) শব্দরূপে সমাবিষ্ট হইয়া আছে, শ্রীগুরুর রূপায় আমি সেই আদিবীজকে নমস্কার করিতেছি। ( ২০ )

এখন আমি বাণীর অভিনব ( নীতি-নূতন ) বিলাসপ্রকটকারিণী, চাতুর্ঘ্য ও কলার অধিকারিণী, বিশ্বমোহিনী শারদাদেবীর বন্দনা করিতেছি। যে সঙ্গুরু আমাকে সংসারসাগর পার করাইয়াছেন, তিনি আমার হৃদয়ে অবস্থান করেন, সেইজগৎ আমার মনে বিবেকের উপর অত্যধিক আদর ( প্রীতি, আস্থা )। চক্ষুতে দিব্যজ্ঞান লাগাইলে যেমন দৃষ্টি অপূর্ণ বলপ্রাপ্ত হয়, এবং খুঁজিলেই ( ‘যেখানেই দেখা যায়’ ) গুপ্ত মহানিধি প্রকট হয়। কিম্বা, চিন্তামণি হস্তে আসিলেই যেমন মনোরথ সঙ্গী সিন্ধ হয়, তেমনি আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি শ্রীনিবৃত্তিনাথের রূপায় আমি পূর্ণকায় হইয়াছি। জ্ঞানী ( বুদ্ধিমান ) পুরুষ মাত্রই শ্রীগুরুর ভজনা করিবে, ইহাতেই কৃতকার্য হইবে—যেমন ( বৃক্ষের ) মূলে জল সিঞ্চন করিলে শাখাপল্লব স্বাভাবিকভাবে নির্গত হয়। কিম্বা, ত্রিভুবনের ( সমস্ত ) তীর্থে স্নান করিলে যাহা হয়, সমুদ্রে অবগাহন করিলে তাহাই হয়,—অথবা, অমৃতরস সেবনে যেমন সকল রসের আনন্দ হয়, তেমনি যিনি আমার অভিলষিত মনোরথ পূর্ণ করেন সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি।

এখন এক গহন ( গভীর, দুর্বোধ্য ) কথা শ্রবণ করুন,—যাহা সকল কলাবিলাসের জন্মস্থান, অথবা, বিবেকতরুর অভিনব উদ্যান ( উপবন ) কিম্বা, যাহা সর্বস্বথের আদি ( মূল বা উৎপত্তিস্থান ), প্রমেয় ( তত্ত্বসিদ্ধান্ত )-রূপ মহানিধি, অথবা নবরসে পরিপূর্ণ অমৃতসিন্ধু । কিম্বা, ইহা প্রকটিত মোক্ষধাম, সর্ববিচার মূলপীঠ, সর্বশাস্ত্রের আশ্রয়স্থল । ( ৩০ ) অথবা, ইহা সকল ধর্মের মাতৃ-গৃহ ( জন্মভূমি ), সজ্জনের ( আধ্যাত্মিক ) জীবন, বা শারদাদেবীর লাগ্যরত্নভাণ্ডার । কিম্বা, ব্যাসদেবের মহামতি ( প্রতিভা ) স্মরণ করিয়া স্বয়ং দেবী ভারতী এই কথারূপে ত্রিঙ্গগতে প্রকটিত হইয়াছেন । এইজন্ত, এই কথা সমস্ত কাব্যের রাজা, গ্রন্থগৌরবের আধার,—ইহা হইতেই নব রস রসালত ( সরসতা ) প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য শুধুন, ইহা দ্বারাই শকতী ( বৈভব ) শাস্ত্রশুদ্ধ হইয়াছে, আর আত্মজ্ঞানরূপ মহাবোধের কোমলতা দ্বিগুণ হইয়াছে । চাতুর্য্য এই কথা দ্বারা চতুরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভক্তিরস স্মৃতি ( কটিকর ) হইয়াছে, এবং স্বথের সৌভাগ্য পুষ্ট হইয়াছে । মাধুর্য্য মধুরতা, শৃঙ্গার সৌন্দর্য্য, ও যোগ্যতা ( শ্রেষ্ঠত্ব ) লোক-প্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়া উত্তমরূপে শোভা পাইতেছে । ইহা দ্বারা কলা কুশলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, পুণ্যের প্রতাপ বাড়িয়াছে, সেইজন্ত জনমেজয় রাজার ( ব্রহ্মহত্যাজনিত ) দোষ ( পাপ ) সহজে ক্ষালন হইয়াছে । আর কণমাত্র বিচার করিলে ( উপলব্ধি হয় যে, ) এই কথা দ্বারা ‘রঞ্জে’র ( কথাকৌশলের, ভাষার অলঙ্কারের ) ‘স্বরঙ্গতা’ ( কুশলতা, শোভা ) বুদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে, গুণের সঙ্গুণত্বের সামর্থ্য বহু গুণে বাড়িয়াছে । সূর্য্যের তেজ ( প্রভা ) প্রকাশিত হইলে যেমন ত্রিভুবন উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি, ব্যাসদেবের বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সকল ( বিশ্ব ) প্রকাশিত হইয়া শোভা পাইতেছে । অথবা, সূক্ষ্মে বীজ বপন করিলে যেমন আপনা হইতেই তাহার বিস্তার হয়, তেমনি এই ‘ভারত’কথায় সমস্ত ( তৎস্বার্থ ) বিষয় প্রাঞ্জল হইয়াছে । ( ৪০ ) অথবা, নগরে বসতি করিলে যেমন ‘নাগর’ ( চতুর, সভ্য ) হয়, তেমনি, সারা জগৎ শ্রীব্যাসদেবের বাণীর তেজে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়াছে । কিম্বা, প্রথমবয়সে উদ্ভিগ্নযৌবনা অঙ্গনার অঙ্গে যেমন লাগ্যের ( নব যৌবনের ) অপূর্ণ শোভা বিশেষ ভাবে প্রকট হয় । অথবা, যেমন উদ্ভানে বসন্ত ঋতুর আগমনে, বনশোভার খনি উদ্ঘাটিত হইয়া পূর্বাশ্রয় অধিকতর

(বিশেষ) শোভা হয়। অথবা, ঘনীভূত স্বর্ণের পিণ্ড যেমন সাধারণ (বৈশিষ্ট্যহীন)—ই দেখায়, পরন্তু, অলঙ্কারে পরিণত হইয়া তাহার সৌন্দর্য নিশ্চিতভাবে সমধিক প্রকটিত হয়। তেমনি, ব্যাসদেবের বাণীর অলঙ্কারে স্বশোভিত হইয়া (এই ‘ভারত’কথা) মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে— ইহা জানিয়াই কি ইতিহাস ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে? অথবা, সমস্ত পুরাণ-সমূহ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জগৎ, অঙ্গে নম্রতা (হীনতা) স্বীকার করিয়া, এই ভারত-গ্রন্থে আখ্যানরূপ গ্রহণ করিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্তবরাং যাহা মহাভারতে নাই, তাহা দ্বিভুবনে নাই—এইজগৎই লোকে বলে “ব্যাসোচ্ছিষ্ট জগৎরয়”। এই ভাবে, মুনি বৈশম্পায়ন নৃপনাথ জনমেজয়কে এই সরস কথা বলিলেন—যাহা এই জগতে সকল পরমার্থের জন্মভূমি (উৎপত্তিস্থান)। এই কথা আপনারা অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন— ইহা অদ্বিতীয়, উত্তম, একমাত্র পবিত্র বস্তু, নিরূপম (অপ্রতিম) ও পরম মঙ্গলধাম। এখন, এই গীতাখ্যাপ্রসঙ্গ (গীতা নামে এই গ্রন্থ) যাহা ত্রীরঙ্গ (ত্রিকৃষ্ণ) অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা এই ‘ভারত’কথারূপ কমলের পরাগসদৃশ। (৫০) অথবা, ত্রীব্যাসদেবের বুদ্ধি শব্দব্রহ্ম (বেদ)-রূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া (গীতারূপ) অহুপমেয় (অবর্ণনীয়) নবনীত তুলিয়াছে। অনন্তর, তাহাকে জ্ঞানায়ি সংযোগে, বিবেকরূপ মন্দজালে ফুটাইয়া স্থাপিত পদে পরিণত করা হইয়াছে অর্থাৎ পাক করিয়া স্বগন্ধ ঘৃতে পরিণত করা হইয়াছে; যাহা বিরাগী সন্ন্যাসী আকাজ্জল করেন, সন্তজন যাহা প্রত্যক্ষানুভব করেন, যেখানে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী সোহং ভাবে রমণ করেন; ভক্তগণ যাহা শ্রবণ করেন, যাহা ত্রিজগতে আদিবন্যা (আদিবন্দনীয়), যাহার কথা ভীষ্মপর্বে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে; যাহাকে ভগবদগীতা বলা হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা ও শঙ্কর যাহার প্রশংসা (স্তুতি) করেন, মনকাদি ঋষিগণ যাহা আদরে সেবন করেন। চকোর শিশুগণ যেমন শরৎঋতুর চন্দ্রকলার কোমল অমৃতকণা (কোমল, প্রীতিপূর্ণ মনে) অহুর্বাগভরে সেবন করে; তেমনি ভাবে, শ্রোতাগণ চিত্তে অত্যন্ত কোমলতা আনয়ন পূর্বক (একাগ্র চিত্তে) এই কথার (মাধুর্য্য) অহুভব করিবেন। শব্দ বিনাই ইহা প্রতিপাদন (উপদেশ) করা যায়, ইন্দ্রিয়গ্রামকে না জানাইয়াই ইহা অহুভব করা যায়, বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্বেই ইহার তৎস্বার্থ গ্রহণ করা যায়।

ভ্রমর যেমন কমলের পরাগ লইয়া যায়, পরস্তু কমলদল তাহা জানিতেও পারে না, এই গ্রন্থের তত্ত্বগ্রহণও তেমনি ভাবে করিতে হয়। কিম্বা, কুমুদিনী যেমন আপনার স্থান ত্যাগ না করিয়া, চন্দ্রমা উদ্ভিত হইলে, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অমুরাগ (প্রেম) উপভোগ করিতে জানে। (৬০) তেমনি, ঐহার অন্তঃকরণ গাভীরূপে স্থির ও অটল হইয়াছে, তিনিই ইহার মর্ম্মার্থ জানিতে পারেন। অহো, গীতা শুনিবার জন্য ঐহার অর্জুনের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য, সেই সন্তগণই এখন রূপা করিয়া অবধান করুন।

আমার কথায় হয়তো কিছু অমর্যাদা (ধৃষ্টতা) প্রকাশ পাইল, হে প্রভুগণ, আপনাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত; সেইজন্যই আমি আপনাদের চরণ ধরিয়া বিনতি করিতেছি। পিতামাতার স্বভাবই এই যে সন্তান যদি অক্ষুট প্রলাপবাক্যও বলে, তাহা তাঁহাদের অধিকতর সন্তোষের কারণ হয়। তেমনি, সজ্জন আপনারা আমাকে অঙ্গীকার করিয়া আমাকে ‘আপনার জন’ বলিয়াছেন,—আমার বাক্যে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে তাহা সহজেই সহ্য করিবেন, (আমি) প্রার্থনা কেন করিব? পরস্তু, অপরাধ আমার একটি হইয়াছে, তাহা এই যে আমি গীতার্থ প্রকট করিবার (স্পর্শ) করিয়াছি, এইজন্য আপনারা অবধান করুন, ইহাই বিনতি করিতেছি। ইহার (গীতার্থ প্রকট করিবার) কাঠিগ্ধ ভালভাবে বিচার না করিয়াই, আমার চিত্তে বৃথা এই উৎকট ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে, নতুবা, স্বর্ঘ্যের তেজের কাছে খণ্ডোত কি শোভা পায়? অথবা, টিট্টিত পক্ষী যেমন চঞ্চুদ্বারা লাগরের জল মাপিতে যায়, তেমনি ভাবে অজ্ঞানী আমিও এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আরও শুধুন, আকাশকে আচ্ছাদন করিতে হইলে অগ্নকে (আচ্ছাদনকারীকে) তদ্রূপ (বৃহদাকার) হইতে হইবে, তেমনি, বিচার করিতে গেলে, এই সমস্ত (গীতার্থ প্রকট করা) একটি দুর্লভ ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান শঙ্কর যখন এই গীতাশাস্ত্রের মহত্ত্ব বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন ভবানী চমৎকৃত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। (৭০) তাহাতে শঙ্কর বলিলেন : “হে দেবি, তোমার স্বরূপ যেমন জানা যায় না, তেমনি, এই গীতা-তত্ত্বও নিত্য নূতনরূপে দেখা যায়। এই বৈদ্যার্থসাগর (গীতা) ঐহার যোগনিদ্রায় নাসিকাধ্বনি হইতে উদ্ভূত, সেই সর্বেশ্বর স্বয়ং এই গীতাতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন।” এইপ্রকার যে গহন তত্ত্ব, যেখানে বেদের মতিভ্রংশ হয়, সেখানে ক্ষুদ্র, মন্দমতি আমি,

আমার কি কথা? এই অপার তত্ত্ব কেমন করিয়া আয়ত্ত করা যায়? মহাতেজকে কি করিয়া আরও উজ্জ্বল করা যায়? মশক কেমন করিয়া গগনকে মূঠার মধ্যে ধরিবে? পরন্তু, আমার এক ‘আধার’ ( আশ্রয়-ভরসা ) আছে, যাহার বলে বলীয়ান হইয়া আমি এই গীতার্থ বলিতেছি,—তাহা এই যে শ্রীগুরু ( নিবৃত্তিনাথ ) আমার প্রতি অমুকুল—জ্ঞানদেব ইহাই বলিতেছে। নতুবা, আমি তো মূর্থ ও অববেকী ( বিবেকহীন ), তথাপি ( আমার প্রতি ) সমস্তকুপারূপ দীপ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। লোহকে স্বর্ণ করিবার সামর্থ্য এক পরশমণিরই আছে, কিম্বা, অমৃতই মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করিতে পারে। সরস্বতী প্রসন্ন হইলে মুকও কংখা বলিতে পারে,—ইহা কেবল ‘বস্তু সামর্থ্য শক্তি’ ( বস্তুবিশেষের বিশিষ্ট শক্তি বা বস্তুমাহাদ্ব্য )—ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? কামধেনু যাহার মাতা, তাহার অপ্রাপ্য কি আছে? এই জগ্গই আমি এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে যদি কোনও ন্যূনতা থাকে, আপনারা তাহা পূরণ করিবেন, যদি অধিক কিছু বলিয়া ফেলি, আপনারা তাহা সরাইয়া ( সমান, প্রসঙ্গোচিত করিয়া ) দিবেন। ( ৮০ ) এখন, আপনারা অবধান করুন, আপনারা যাহা বলাইবেন আমি তাহাই বলিব—যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকা সূত্রাধীন হইয়া ( সূত্রের দ্বারা ) চালিত হয়। এইভাবে, আমি আপনাদের অমৃগৃহীত, সাধুসন্ত আপনাদের আজ্ঞাবহ ( আশ্রিত ), আপনাদের ইচ্ছানুসারে আমাকে অলঙ্কারে সজ্জিত করুন।

তখন শ্রীগুরু ( নিবৃত্তিনাথ ) কহিলেন : “কান্ত হও, তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না, এখন তুমি শীঘ্র গ্রন্থ-রচনায় মর্ন দাঁও।” নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব শ্রীগুরুর আজ্ঞা পাইয়া পরম উল্লসিত হইয়া বলিলেন—“আপনারা সুস্থচিত্তে শ্রবণ করুন।”

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবানৈশ্চব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

পুত্রস্নেহে মোহিত ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিতেছেন—“হে সঞ্জয়, আমাকে কুরুক্ষেত্রের কথা বল। এই কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্র বলে—পাণ্ডবগণ ও আমার

পুত্রগণ সেখানে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। তাহারা এতক্ষণ পরস্পর কি করিতেছে তাহাই আমাকে শীঘ্র বল।”

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বাতু পাণ্ডুবানীকং ব্যাঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যামুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

পঠ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুম্ ।

ব্যাঢ়াং ঋপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

তখন সঞ্জয় বলিলেন—মহাপ্রলয়কালে-কৃতান্তের মুখব্যাধানের জ্ঞায় পাণ্ডবসৈন্য ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কালকূট বিষ যেমন উছলিয়া উঠে, তেমনি এই ঘনসংবদ্ধ সৈন্যদল একসঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে,—ইহাদের কে রোধ করিবে? অথবা, প্রজ্জ্বলিত বড়বানল যেমন প্রলয়বাতায় বাড়িয়া উঠে এবং সাগর শোষণ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হয়; (২০) তেমনি, এই দুর্দ্ধৰ্ষ সৈন্যদল নানাপ্রকারের সংবদ্ধ বাহ রচনা করিয়া সেই সময় অতি ভীষণ ও ভয়প্রদ দেখাইতেছিল। হস্তীবাহকে সিংহ যেমন অবজ্ঞা করে, ঐ সৈন্যবাহকেও দুৰ্য্যোধন তেমনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিল। অনন্তর, ভ্রোণাচার্য্যের কাছে গিয়া বলিল—“পাণ্ডবগণের সৈন্যদল কেমন উচ্ছলিত হইয়াছে, দেখিয়াছেন কি? বুদ্ধিমান ঋপদকুমার (ধৃষ্টদ্যুম্ন) বিবিধ বাহ এমন কৌশলে রচনা করিয়াছে যে তাহাদের চলন্ত গিরিভূর্গের জায় দেখাইতেছে। যাহাকে আপনি অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া যুদ্ধবিজ্ঞান পারদর্শী (যুদ্ধবিজ্ঞান আশ্রয়স্থল) করিয়াছেন, সেই (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কেমন সৈন্যসিদ্ধি বিস্তার করিয়াছে, দেখুন।

অত্র শূরা মহেষ্ঠাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুযুধানো বিরাটশ্চ ঋপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

আরও অন্য অসাধারণ বীর আছেন, যাহারা শস্ত্রাশ্রবিজ্ঞান প্রবীণ (পারদর্শী) এবং ক্ষাত্রধর্ম্মও নিপুণ (শ্রেষ্ঠ); যাহারা বলবীৰ্য্যে ও পৌরুষে



ভীমার্জুনের সদৃশ, তাঁহাদেরই কথা প্রসঙ্গক্রমে, ‘কৌতুকে’ (সহজে) বলিতেছি। ইহাদের মধ্যে, মহাযোদ্ধা যুধামান, বিরাটরাজ, ও মহারথী বীরশ্রেষ্ঠ ক্রপদও আসিয়াছেন।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এক মহীরথাঃ ॥ ৬

চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, পরাক্রমী বীর কাশীরাজ, উত্তমোজা আর নৃপনাথ (নৃপশ্রেষ্ঠ) শৈব্যকে দেখুন। দেখুন, কুন্তিভোজ ও যুধামন্যুও আসিয়াছেন, আর পুরুজিতাদি সকল রাজাগণকেও দেখুন। (১০০)—হৃষ্যোধন বলিল—দ্রোণাচার্য্য, দেখুন, ঐ শ্রুভদ্রাহৃদয়ানন্দ, দ্বিতীয় নবার্জুন সদৃশ অভিমন্যু। ইহা ব্যতীত, দ্রোপদীর পুত্রগণ, এবং আরও অনেক মহারথী বীর আসিয়া একত্র হইয়াছেন, যাহাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না।

অস্ম্যকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়কা মম সৈন্যস্ত সত্ত্বার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

এখন, আমাদের সৈন্যদের নায়ক যে সব প্রসিদ্ধ বীর সৈনিক আছেন, তাঁহাদের নাম প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শুভন। আপনার তায় যে সকল প্রথমশ্রেণীর মুখ্য বীর আছেন, উদ্দেশে (চিনাইবার জন্ত) তাঁহাদেরি দু এক জনের কথা বলিতেছি।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮

হৃষ্যের তায় প্রতাপশালী ও তেজস্বী ঐ গদানন্দন ভীষ্ম, বিপুগজ পঞ্চানন (শক্ররূপী হস্তীসংহারকারী সিংহ) ঐ বীর কর্ণ। ইহাদের প্রত্যেকে মনে ইচ্ছা করিলে একাই বিশ্ব সংহার করিতে পারেন—এই কৃপাচার্য্য কি একাই সফল হইতে পারেন না? ঐ বীর বিকর্ণ, আর ওদিকে ঐ অশ্বখামাকে দেখুন, যাহাকে স্বয়ং কৃতান্তও সর্ব্বদা মনে ভয় করেন। সমিতিজ্ঞ, সৌমদত্তি

প্রভৃতি অল্প অনেক বীর আছেন, ষাঁহাদের পরাক্রমের পরিমাণ অল্প ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানে ন।

অন্তে চ বহবঃ শূরা মদর্থেত্যুক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বেষ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

ষাঁহারা শস্ত্রবিজ্ঞায় পারদর্শী, সাক্ষাৎ মহাবীর, অহো, ইহাদের ১-২ জনই কি সমস্ত অস্ত্রবিজ্ঞা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে? জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অঙ্গে পূর্ণপ্রতাপশালী, এই সব বীরগণ সর্বাস্ত্রঃকরণে আমারি পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ( ১১০ ) পতিব্রতীর হৃদয় যেমন-পতি ভিন্ন অস্ত্র কাহাকেও স্পর্শ করে না, তেমনি এই বীর ষোড়শগুণের আমিই সর্বস্ব। ইহাদের স্বামিভক্তি এমন নিঃসীম ও নির্মল, যে আমার কাজের জন্য ইহারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ ( অল্পমূল্য ) জ্ঞান করিতেছেন। ইহারা যুদ্ধকৌশলে নিপুণ, যুদ্ধকলার কীর্ত্তি ইহারাই জীবিত রাখিয়াছেন, আর অধিক কি বলিব? ইহাদের হইতেই ক্ষাত্রধর্মের উৎপত্তি। এইভাবে, আমাদের সৈন্তদলে এমন সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ বীর আছেন, এখন তাঁহাদের গণনা করিয়া কি হইবে? তাঁহারা অসংখ্য।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং হিমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

তারপর, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, জগৎবরেণ্য মহাবীর ভীমকে আমাদের দলের সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছি। এখন, ইহারি বলে বলীমান ( কর্তৃত্বাধীনে ) আমাদের সৈন্তদল গুর্গের দ্বারা বাহ্যকারে সজ্জিত হইয়াছে, ষাঁহার তুলনায় লোকজয়ই তুচ্ছ ( স্বল্পবল ) মনে হইতেছে। সমুদ্রকে প্রথমে দেখিলে কি অলজ্ঞ্য মনে হয় না? তাহার উপর বড়বানলের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে যেমন হয়, অথবা, প্রলয়বহি ও প্রচণ্ড বায়ু—এই দুটির সংযোগ হইলে যেমন হয়, গন্ধানন্দনও সেনাপতি হইয়া তেমনি ( দুর্দর্শ ) হইয়াছেন। এখন এইরূপ সৈন্তদলের সম্মুখে কে ভিড়িতে ( দাঁড়াইতে ) পারে? ( অপর পক্ষে ) পাণ্ডবসৈন্ত বাস্তবিকই সামান্ত ( তুচ্ছ ), পরন্তু এই দুর্বল সৈন্তদলই অপার ( অসংখ্য )

দেখাইতেছে। তাহার উপর দৃঢ়কায় ( বলবান ) ভীমসেন তাহাদের সেনানায়ক হইয়াছে”—এই কথা বলিয়া ( ছুর্যোধন ) তাহার বক্তব্য শেষ করিল। (১২০)

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

অতঃপর, পুনরায় সকল সৈনিকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, “আপনারা আপন আপন সেনাদল সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত করুন। যাহার যত অশ্বোহিণী সেনা, তিনি তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনি রাখিবেন,—মহারথীদের মধ্যে যেমন যেমন বিভাগ করা আছে, তেমনি তাঁহারা ঐ সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন ; এবং ভীষ্মের আজ্ঞাধীন থাকিবে” ; দ্রোণের দিকে ফিরিয়া বলিল, “ওহুন, আপনারা সকলে ইহাকে ( ভীষ্মকে ) রক্ষা করিবেন, ইহাকে আমার শ্রায় দেখিবেন কারণ ইনিই আমাদের সমস্ত সৈন্যদলের একমাত্র আশ্রয়।”

তস্ম সঞ্জয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনত্বোচ্চৈঃ শঙ্খাং দধ্বৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি সন্তোষ লাভ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। সেই অদ্ভুত নির্যোষ ত্রিলোকের মধ্যে এমনভাবে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করিল যে তাহা উহাদের মধ্যে সীমিত হইল না। ঐ প্রতিধ্বনির সহিত ভীষ্মদেবের বীরবৃত্তির স্মরণ হইল, এবং তিনি (তাঁহার) দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন সেই দুইটি নির্যোষ মিলিত হইয়া ত্রৈলোক্যের কর্ণ বধির করিল, আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল। আকাশ গর্জ্জন করিতে লাগিল, সমুদ্র উছলিয়া উঠিল, সারা চরাচর ক্ষোভিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই মহাঘোষের গর্জ্জন গিরিকন্দরে ( প্রতিধ্বনিত হইয়া ) হুম্‌হুম্‌ করিতে লাগিল, তখন সৈন্যদলের মধ্যে রণবাত্ত বাজিয়া উঠিল। ( ১৩০ )

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাভ্যহন্তু স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩

অনেক প্রকারের ভয়ানক ও কর্কশ বাত্ম একসঙ্গে বাজিয়া উঠায় মহাবীরগণেরও মনে হইল যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। ভেরী, নিশান ( ডঙ্কা ),

মাদল, শঙ্খ, টাবিলা ( একপ্রকার চামড়ার বাজ ), শিলা প্রভৃতি রণবাণের ধ্বনি মহাবীরগণের ভয়ঙ্কর রণকোলাহলের সহিত মিলিত হইল। কেহ আবেশে বাহুরাশ্ফোট করিতে লাগিল, কেহ যুদ্ধাবিষ্ট হইয়া সশব্দে ছকার দিতে লাগিল, বাহাতে মদোন্নত হস্তীগুলি বেসামাল হইয়া পড়িল। ভীকৃগণের কথা আর কি বলিব ? তাহারা হান্ধা তুষের গ্রায় উড়িয়া গেল, কৃতান্ত পর্য্যন্ত ভীত হইয়া অগ্রসর হইল না। কাহারও দাঁড়াইয়াই প্রাণ গেল, কোনও বীরপুরুষের দাঁতকপাটি লাগিল, প্রসিক্ক যোদ্ধাগণও ( ভয়ে ) কাঁপিতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত রণবাজধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মা ব্যাকুল ( ভীত ) হইলেন, আর দেবগণ বলিতে লাগিলেন “আজ বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত হইল।” এই অনর্থ দেখিয়া ( রণকোলাহল, শুনিয়া ) স্বর্গের এইরূপ অবস্থা হইলে, তখন পাণ্ডব সৈন্যদলের মধ্যে কি হইল ?

ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়ুর্ভুতৈঃ মহতি স্তূন্দনে স্থিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

( যে রথ ) বিজয়ের উপযোগী এবং সারসর্কস্ব, কিম্বা মহাতেজের ভাণ্ডার, বাহাতে গরুড়ের গ্রায় ( বেগবান ) চারিটি অশ্ব যুক্ত আছে ; কিম্বা, বাহাকে পক্ষযুক্ত মেরুর গ্রায় দেখাইতেছিল, সেই উত্তমরথ ( তেজে ) দশদিক আলোকিত করিল ( ভরিল )। যে রথের সারথি অয়ং বৈকুণ্ঠের পতি, সেই রথের গুণ কিভাবে বর্ণনা করিব ? ( ১৪০ ) রথের পতাকা উপর মূর্তিমান শঙ্করের অবতার মারুতি, আর অয়ং শাক্ষের ত্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পাশে সারথি। আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন—ভক্তের প্রতি প্রভুর কি অদ্ভুত প্রেম—বাহা তাঁহাকে পার্থের সারথ্য স্বীকার করাইয়াছে।

পাঞ্চজন্মং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দ্রোণো মন্থীশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

সেবককে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে সম্মুখে রহিলেন, এবং অবলীলাক্রমে ( আপন শঙ্খ ) পাঞ্চজন্ম বাজাইলেন। পরন্তু শঙ্খের মহাঘোষ গম্ভীরভাবে গর্জন করিল, এবং সূর্য্যের উদয়ে নক্ষত্রগুলি যেমন লুপ্ত হয়, তেমনি, কৌরবদলের রণবাজধ্বনি কোথায় মিলাইয়া গেল, কেহই বলিতে পারে

না। সেইভাবে, ধর্ম্মের অর্জুনও মহাগন্তীরনিদায়ুক্ত আপন শত্ৰু দেবদত্ত বাজাইলেন। এই দুই প্রচণ্ড শব্দ একত্র হইয়া সারা ব্রহ্মকটাছ (ব্রহ্মাণ্ড) শতধা বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। তখন ভীমসেন যুদ্ধের আবেশে মহাকালের ত্রায় উত্তেজিত হইলেন এবং পৌণ্ড্র নামক মহাশত্ৰু বাজাইলেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

ঐ শত্ৰুনাগ মহাপ্রলয়ের মেঘের-ত্রায় গন্তীর গর্জন করিল,—তখন যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শত্ৰু বাজাইলেন। নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক বাজাইলেন—ইহাদের শত্ৰুনাগ স্বয়ং যমকেও ভীত করিল (যমেরও অস্বস্তি উৎপন্ন করিল)। (১৫০)

কাশ্যশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকির্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধাুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

সেখানে দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়, মহাবাহু কাশীরাজ প্রভৃতি অনেক রাজা উপস্থিত ছিলেন। অর্জুনের পুত্র (অভিমহা), অপরাজিত সাত্যকি, নৃপনাথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী আর বিরাটাদি নৃপশ্রেষ্ঠ ও মুখ্য বীর সৈনিকগণ অবিরত বিবিধ শত্ৰুধ্বনি করিতে লাগিলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।

নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

সেই মহানির্ঘোষধ্বনিতে শেষনাগ ও কৃষ্ণ অকস্মাৎ ঘাবড়াইয়া তাহাদের ভায় ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। ইহাতে দ্বিভুবন টলমল করিতে লাগিল, মেরু ও মন্দর পর্ব্বত আন্দোলিত হইল, সমুদ্রের জল আকাশ পর্য্যন্ত উছলিয়া উঠিল। পৃথ্বীতল যেন উল্টাইয়া গেল, আকাশ ভীত হইল এবং

নক্ষত্রগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া নীচে পড়িতে লাগিল ( নক্ষত্রের বৃষ্টি আরম্ভ হইল ) । সত্যলোকে এক রব উঠিল যে “সৃষ্টি গেল রে গেল, রসাতলে গেল, দেবতারা আশ্রয়চ্যুত হইল।” দিন থাকিতেই সূর্য্য ডুবিল এবং ত্রিলোকে এমন হাহাকার উঠিল যেন প্রলয়দীপ নিবিল ( প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে ) । তখন আদিপুরুষ ( শ্রীকৃষ্ণ ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “সৃষ্টি যেন লোপ না পায়” এবং এই অদ্ভুত ক্ষোভ শাস্ত করিলেন । ইহাতে বিশ্ব রক্ষা পাইল, নতুবা কৃষ্ণাদির মহাশঙ্খজ্ঞানে যুগান্ত হইতে পারিত । ( ১৬০ ) শঙ্খনাদ বন্ধ হইল, পরন্তু তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, এবং তাহাতে কৌরব সৈন্যদল বিধ্বস্ত ( বিপর্য্যস্ত ) হইল । সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে গজবাহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করে তেমনি ( ঐ প্রতিধ্বনি ) বীরপুরুষদের হৃদয় ভেদ করিল । ঐ ( প্রতিধ্বনির ) গর্জন শুনিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াই ধৈর্য্য হারাইল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, “সাবধান রে সাবধান ।”

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃন্তে শত্রুসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

তখন বলবিক্রমে প্রোঢ় মহারথী বীরগণ পুনরায় আপন আপন সৈন্যদলকে একত্র করিয়া আশ্রয় করিলেন । অনন্তর ইহারা একসঙ্গে চলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইল, এই সৈন্যদল ত্রিভুবনকে ক্ষোভিত করিল । প্রলয় কালের অবিরাম মেঘবর্ষণের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী বীরগণ নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল । ইহা দেখিয়া অর্জুনের মনে সন্তোষ হইল, এবং তিনি সমস্ত ( আগ্রহের সহিত ) সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন সকল কৌরব সৈন্যদলকে সংগ্রামের জন্ত সসজ্জিত দেখিয়া পাণ্ডুকুমার অর্জুন সহজে আপনার ধনুক তুলিয়া লইলেন ।

শ্রবীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ।

অর্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১

তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“হে দেব, এখন শীঘ্র রথ চালাইয়া দুই দলের মধ্যে স্থাপন করুন।

যাবদেতান্নিরীক্ষেহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুত্তমে ॥ ২২

যাহাতে এখানে যেসব বীর সৈনিক যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহাদের আমি সমগ্রভাবে একবার ক্ষণকালের জন্ত দেখিয়া লইতে পারি। ( ১৭০ ) সবাই এখানে ( যুদ্ধের জন্ত ) আসিয়াছে, পরন্তু তাহাদের মধ্যে এই রণে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা দেখিয়া লইব।

যোৎস্মানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রস্তু দুর্ব্বুদ্ধেযুর্দু প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

কৌরবসৈন্যের বহুলাংশই অসহিষ্ণু, দুঃস্বভাব ও বীর্ষাহীন হইয়াও যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত ( উৎসুক ) হইয়াছে। ইহাদের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে, পরন্তু সংগ্রামে দাঁড়াইবার ধৈর্য্য ( সাহস ) নাই;” রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ( অর্জুনের ) এই কথা বলিয়া সজ্জয় বলিতে লাগিলেন।

সজ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

শুভ্রন, অর্জুন এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ রথ চালাইয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।

উবাচ পার্থ পশ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫

যেখানে কাছে, সম্মুখে, ভীষ্মদ্রোণাদি এবং আরও অল্প অনেক রাজকুলবর্গ ছিলেন; সেখানে রথ থামাইয়া অর্জুন সম্মুখের ( উৎসুক্যের ) সহিত ঐ সমস্ত সৈন্যদলকে দেখিতে লাগিলেন; এবং বলিলেন, “দেখুন, ইহার সবাই আমাদের গোত্রজ ( আত্মীয় ) গুরুস্থানীয়;” তখন শ্রীকৃষ্ণ

কিছুক্ষণের জগ্ন বিস্মিত হইলেন ; এবং আপন মনে বলিলেন, “কে জানে ইহার মনে এ কি ভাবের উদয় হইল, পরন্তু, নিশ্চয় কিছু হইয়াছে।” এইভাবে, সর্বাস্তর্ঘামী ভগবান ভবিষ্যৎ জানিয়া অর্জুনের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিলেন, পরন্তু, ঐ সময় ( কিছু না বলিয়া ) স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬

তখন অর্জুন আপনার সব পিতৃস্থানীয়, পিতামহ, গুরু, বন্ধু, মাতুল প্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন । ( ১৮০ ) আপন ইষ্ট মিত্র, বংশের কুমারগণ, শ্যালক প্রভৃতি যাহারা ঐ সৈন্যদলের মধ্যে ছিল, তাহাদের দেখিলেন ।

শ্বশুরান্ সুহৃদশৈচব সেনয়োরুভয়োৱপি ।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ॥ ২৭

সেখানে ধর্ম্মের অর্জুন নিজ সুহৃদ, সখা, শ্বশুর প্রভৃতি ও অগ্নাত আত্মীয়-স্বজন, কুমার, পৌত্রাদি সকলকেও দেখিলেন । যাহাদের উপকার করিয়াছেন, আপদে রক্ষা করিয়াছেন, এইরূপ ছোটবড় সবাই সেখানে সমবেত হইয়াছে । অর্জুন তখন দেখিলেন দুই দলেই আপন গোত্রজ আত্মীয়গণ যুদ্ধে উগ্ৰত হইয়া আসিয়াছে ।

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদম্নিদমব্রবীৎ—

অর্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষং যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮

তখন অর্জুনের মনে বিস্ময়তা আসিল, এবং আপনা হইতেই দয়ার উদ্বেক হইল—তাহাতে বীরবৃত্তি অপমানে ( তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ) বাহির হইয়া গেল । উত্তম কুলে জাতা, গুণলাবণ্যবতী কোনও স্ত্রীলোক আপন চরিত্রের গৌরবে অপর কোনও স্ত্রীলোককে ( স্ত্রীলোকের প্রাধান্ত ) সহ্য করিতে পারে না । কামুক পুরুষ যেমন নবীন স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়িয়া নিজের ধর্ম্মপত্নীকে ভুলিয়া যায় এবং মোহবশে ভ্রান্ত পুরুষের ত্রায় যোগ্যতা



না থাকিলেও তাহাকে অমুসরণ করে; অথবা তপোবলে ঋক্সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধিব্রংশ হইলে তপস্বী যেমন বৈরাগ্যসাধনার কথা ভুলিয়া যায়; অর্জুনেরও ঠিক ঐ অবস্থা হইল, তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্যের উদয় হওয়ায় পৌরুষ চলিয়া গেল। মন্ত্রস্ত তুল মন্ত্র উচারণ করিলে যেমন তাহার মধ্যেই ( ভূতের ) সঞ্চার হয়, তেমনি ধনুর্ধর অর্জুন মহামোহে আচ্ছন্ন হইলেন। (১২০) এইজগত তাঁহার ধৈর্য্য গেল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল, যেমন—শীতল<sup>১</sup> চন্দ্রকিরণের স্পর্শে চন্দ্রকাস্তমণি বিগলিত হয়। তাহার স্বর পার্থ অতিশ্নেহে ( করুণায় ) মোহগ্রস্ত হইয়া সখেদে ক্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, শুভুন, এখানে সমবেত সৈন্যগণকে দেখিলাম, তবে দেখিতেছি ইহারা সবাই আমার গোত্রবর্গ ( আত্মীয়স্বজন )। ইহারা সত্যই সকলে, সংগ্রামে উত্তম হইয়া আসিয়াছে, পরন্তু, ( ইহাদের সহিত ) আমাদের যুদ্ধ করা কিরূপে উচিত হইবে? ইহার ( যুদ্ধের ) নামেই না জানি কেন আমার আত্মবিস্মৃতি হইতেছে। আমার মন ও বুদ্ধি স্থির নাই।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুশ্রুতি।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহতে।

ন চ শক্ৰোম্যবস্থা তুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০

দেখুন, আমার দেহ কাঁপিতেছে, মুখ শুকাইয়াছে, সর্বাঙ্গ বিকল হইয়াছে। সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইয়াছে, এবং শরীর অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গাণ্ডীবের হস্ত বিহ্বল ( শিথিল ) হইয়াছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, পরন্তু আমার হৃদয় এমন মোহগ্রস্ত হইয়াছে যে আমি তাহা জানিতেও পারি নাই। ইহা বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, দুর্দ্বিধ, ও অতি ভয়ঙ্কর, পরন্তু, এই আশ্চর্য্য স্নেহের ( মোহের ) সামর্থ্য তাহা হইতেও অসাধারণ।”<sup>২</sup> যিনি সংগ্রামে শত্রুরকে জয় করিয়াছেন, কৃতান্তকে জয় করিয়াছেন, সেই অর্জুন ক্ষণকালের মধ্যেই মোহাবিষ্ট হইলেন। ( ২০০ ) ভ্রমর যেমন সহজেই

১ চন্দ্রকিরণের স্পর্শে

২ যিনি সংগ্রামে শত্রুরকে জয় করিয়াছেন, নিবাতকবচকে বিনাশ করিয়াছেন

যে কোনও শুদ্ধ কাষ্ঠ ভেদ করে, পরন্তু, কোমল কমলকলির মধ্যে আবদ্ধ হয় ; আর প্রাণ গেলেও সেই কমলদল ভেদ করিতে জানে না, স্নেহমমতার কোমলতাও তেমনি কঠিন ( কোমল স্নেহপাশ ছিন্ন করাও তেমনি কঠিন ) । —সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজন, শুভ্রন, ইহা আদিপুরুষ ভগবানের মায়া, স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহাকে বশে আনিতে পারেন না, এইজন্ত ইহা অর্জুনকেও ভুলাইল । শুভ্রন, আত্মীয়স্বজন সকলকে দেখিয়া অর্জুন সংগ্রামের অভিমান বিন্ধিত হইলেন । তাঁহার চিন্তে কি করিয়া এই সদয়তার ( দয়ার ) উদয় হইল তাহা বুঝা যায় না । তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“এখন আর এখানে থাকা যায় না । আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, ইহাদের সকলকে বধ করিতে হইবে এই ভাবনায়ই আমার বাকরোধ হইতেছে ( বাক্য শ্লিষ্ট হইতেছে ) ।

নিমিস্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১

১-২ এই কৌরবগণকে যদি আক্রমণ করিতে হয়, তবে যুদ্ধিষ্ঠিরাদিকে কেন ধরিতে না ? ইহারাই সবাই পরস্পর আমাদের আত্মীয় । এই জন্ত, দিক্ এই যুদ্ধে—এই মহাপাপে কি কাজ তাহা আমি বুঝিতে পারি না । হে দেব, অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম এই যুদ্ধ করিলে তাহার পরিণাম মন্দ হইবে, পরন্তু ইহাকে এড়াইতে পারিলেই লাভ ।

ন কাজ্জেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।

\* কিং নো রক্ষ্যেয়ং গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩২

এইভাবে বিজয় লাভ করিবার আমার কোনও প্রয়োজন নাই, এখানে রাজ্য পাইলেই বা কি হইবে ?” ( ২১০ )

যেষামর্থো কাজ্জিক্তং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ।

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩

পার্শ্ব বলিলেন—“এই সকলকে বধ করিয়া আমাদের যে সুখভোগ হইবে, তাহাতে দিক্ ( তাহা সব জলিয়া যাউক ) । এই সুখ বিনা যে অবস্থাই

১-২ “কৌরবগণকে যদি বধ করিতে হয়”

আত্মক না কেন, তাহা সহ্য করিব, এজ্ঞ যদি প্রাণত্যাগ করিতে হয় তাহাও ভাল। পরন্তু, ইহাদের বধ করিয়া আপনারা রাজ্যস্বত্ব ভোগ করিব, ইহা স্বপ্নে ও মনে করনা করিতে পারি না। যদি মনে পুণ্যীয় গুরুজনের অনিষ্টচিন্তাই করিতে হয়, তবে জন্মগ্রহণ করাই বা কেন, আর বাঁচিয়া থাকাই বা কিসের জ্ঞ? বংশে পুত্র জন্মগ্রহণ করুক ইহা সবাই ইচ্ছা করে,—ইহাই কি তাহার ফল, যে তাহারা আপন গোত্রের সবাইকে বধ করুক? বজ্রের গ্রায ব্যবহার<sup>১</sup> করিব ইহা কি করিয়া মনেও আনা যায়? বরং যাহাতে তাহাদের উপকার হয় তাহাই করা উচিত। আমরা যাহা অর্জন করিব, সে সমস্তই উহাদের উপভোগের জ্ঞ দিব, শুধু তাহাই নহে, উহাদের উপকারের জ্ঞ নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিব। দিগন্তের (দেশ বিদেশের) নৃপতিগণকে জয় করিয়া আপন কুলের (গোত্রবর্গের) সম্ভ্রাম বিধান করিব। পরন্তু, কর্ণের কি বিপরীত গতি! তাহারা সকলে (আমাদের সহিত) যুদ্ধ করিতে উত্তত হইয়াছে। জ্ঞী, পুত্র, ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ইহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে। (২২০) ইহাদের কেমন করিয়া বধ করিব? কাহাদের উপর শস্ত্রধারণ করিব? নিজের হৃদয় কি করিয়া ভেদ করিব?

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্রালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪

ইহারা কে তাহা কি আপনি জানেন না? ঐ দেখুন, ওদিকে, ভীষ্ম, দ্রোণ—যাহারা আমাদের অসাধারণ (প্রভূত) উপকার করিয়াছেন। এদিকে—শ্রালক, শ্বশুর, মাতুল, ও সকল বন্ধুবর্গ, পুত্র, পৌত্রাদি—সকলেই আমাদের স্বজন। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, ইহারা সকলেই আমাদের অতি নিকট আত্মীয়, সুতরাং (ইহাদের অনিষ্টের) কথা বলিলেই দোষ হইবে।

এতান্ন হস্তমিচ্ছামি স্নাতোহপি মধুসূদন ।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ হেতোঃ কিং নু মহীকূতে ॥ ৩৫

ইহাপেক্ষা, ইহারা বাহাই করুক না কেন—আমাদের যদি মারিয়াও ফেলে, তথাপি উহাদের বধ করিবার কথা মনেও চিন্তা করি না। জৈলোক্যের নিষ্কটক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি এই অসুচিত আচরণ করিতে পারিব না।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রানঃ কা প্রীতিঃ শ্রাজ্জনর্দন।

পাপমেবাত্ময়েদম্মান্ হতৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬

আজ যদি আমরা এই কাজ করি, তবে কাহাদের মনে (আমাদের প্রতি অন্ধা) থাকিবে? হে কৃষ্ণ, বল, তোমার মূখের দিকেই বা কি করিয়া তাকাইব? গোত্রজ আত্মীয়গণকে বধ করিলে আমি পাপের ‘ঘর’ হইব (দোষের ভাগী হইব), এবং তুমি যে আমার নিকটে আছ, তুমিও আমার হাত হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। কুলক্ষয়কৃত অশেষ পাপ আমার অঙ্গে লাগিবে, তখন তোমাকে কে কোথায় দেখিতে পাইবে? উত্তানের মধ্যে অগ্নি প্রবলভাবে সঞ্চারিত হইলে যেমন কোকিল ক্ষণভরও সেখানে থাকে না; (২৩০) কিম্বা, সর্কর্ম সরোবর দেখিয়া চকোর যেমন তাহার জল পান না করিয়া উপেক্ষাপূর্বক চলিয়া যায়। তেমনি ভাবে, হে দেব, আমার পুণ্যের আর্দ্রতা শুকাইয়া গেলে (পুণ্যক্ষয় হইলে) তুমি আমাকে মায়ায় ভুলাইয়া পরিত্যাগ করিবে।

তস্মান্নান্না বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ শ্রাম মাধব ॥ ৩৭

সেইজন্য, আমি এই যুদ্ধ করিব না, এই সংগ্রামে অস্ত্রধারণ করিব না, কারণ ইহা অত্যন্ত দুষণীয় কর্ম বলিয়া মনে হইতেছে। তুমিই যদি আমাদের আর কি রহিল? তোমার বিহনে দুঃখে আমাদের স্বয়ং ফাটিয়া যাইবে। অর্জুন বলিলেন—সুতরাং কৌরবদের বধ করিব, আর আমরা (রাজ্য) সুখ ভোগ করিব—ইহা হইতেই পারে না।

যত্তপ্যোতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রজোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রণশ্চিদ্ভিজ্জনার্দন ॥ ৩৯

ইহারা (কৌরবগণ) যদিও অভিমানমদে ভুলিয়া (মত্ত হইয়া) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমাদের আপন হিত দেখিতে হয়। নিজেরা নিজ আত্মীয়গণকে বধ করিব—ইহা কিরূপে করা যায়? জানিয়া শুনিয়াও কি কালকূট সেবন করিব? অহো, পথে চলিতে গিয়া অকস্মাৎ যদি সিংহ সামনে আসিয়া যায়, তবে এড়াইতে পারিলে তাহাকে এড়াইয়া গেলেই বাঁচা যায়। এখন, প্রকাশ (আলোক) ছাড়িয়া অন্ধকূপকে আশ্রয় করিলে কি লাভ হইবে, হে দেব, তুমিই বল। কিম্বা, সম্মুখে (প্রজ্জলিত) অগ্নি দেখিয়া যদি তাহাকে এড়াইয়া না যাওয়া যায়, তবে মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ অগ্নি গ্রাস করিয়া জ্বালাইতে পারে; (২৪০) তেমনি, এই প্রত্যক্ষ দোষ অন্ধ স্পর্শ করিবে দেখিয়াও—জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্চিদ্ভিজ্জনার্দনঃ সনাতনাঃ ।

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভবত্যত ॥ ৪০

যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে সামান্য একটু অগ্নি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া সমুদায় কাষ্ঠগুলি জ্বালাইয়া ফেলে; তেমনি, একই গোত্রের গোষ্ঠী যদি মৎসর (দেব) প্রযুক্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করে, তবে সেই মহাপাপে সমগ্র বংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য, এই (কুলক্ষয়কৃত) পাপে কুলধর্মই লুপ্ত হইবে, এবং বংশে অধর্ম প্রবেশ করিবে।

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রভৃষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু ছষ্টাস্তু বামোঃ জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১

এই অবস্থায়, সারাসার বিচার, কে কেমন আচরণ করিবে, (এ সম্বন্ধে) বিধিনিষেধ সমস্তই লোপ পাইবে। হাতের দীপ নিবাইয়া অন্ধকারে চলিলে যেমন সোজা পথেও হেঁচট খাইতে হয়; তেমনি, কুলক্ষয় হইলে, সনাতন ধর্মই নষ্ট হয়, তখন পাপ ভিন্ন আর কি থাকে? যমনিয়ম ত্যাগ করিলে

ইন্দ্রিয়ের স্বৈরাচার আরম্ভ হয়, সেইজন্ত কুলদ্বীগণের ব্যভিচারদোষ ঘটে। উত্তম অধমে সঞ্চার করে, তাহাতে বর্ণাবর্ণ মিশিয়া একাকার হয়, তখন জাতিধর্ম সমূলে উৎপাটিত হয়। চৌরাস্তার উপর বলি ( নৈবেদ্য ) রাখিলে যেমন চতুর্দিক হইতে কাক আসিয়া তাহার উপর পড়ে, তেমনি ( যুদ্ধে আত্মীয়স্বজন বধ করিলে ) কুলে মহাপাপ সঞ্চার করিবে ; ( ২৫০ )

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলশ্চ চ ।

পতন্তি পিতরো হোঁষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২

তখন, সমস্ত কুল ও কুলঘাতক উভয়কেই নরকে যাইতে হইবে। দেখুন, এইভাবে সমস্ত বংশবৃদ্ধি দূষিত হইবে এবং স্বর্গস্থ পূর্বপুরুষগণের পতন হইবে। যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে কে কাহাকে তিলোদক অর্পণ করিবে? তখন পিতৃপুরুষগণ কি করিবেন? স্বর্গে কেমন করিয়া বাস করিবেন? স্ততরাং তাঁহাদেরও ( নরকে ) কুলের লোকজনের নিকট যাইতে হইবে। নখাগ্রে সর্প দংশন করিলে যেমন ( তাহার বিষ ) মস্তকের শিখা পর্যন্ত দ্রুতবেগে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি ( এই কুলক্ষয়কৃত পাপ ) আব্রহ্ম ( মূলপুরুষ হইতে ) সমস্ত কুলকেই ডুবাইয়া দেয়

দৌষেরৈতৈঃ কুলদ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাগ্রস্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪৩

উসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশ্রম ॥ ৪৪

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হস্তং স্বজনমুত্ততাঃ ॥ ৪৫

হে দেব, শুভন, ইহাতে অল্প এক মহাপাতক হইবে, সঙ্গদোষে অল্প লোকও আচারভ্রষ্ট হইবে ( লৌকিক সদাচার নষ্ট হইবে )। আপনার ঘরে অকস্মাৎ<sup>১</sup> অগ্নি লাগিলে যেমন তাহা প্রজ্বলিত হইয়া অন্ত ঘরকেও জ্বলাইয়া দেয়; তেমনি এই কুলের সংসর্গে যে যে লোক আসিবে, তাহারও ইহাদের জন্ত কষ্ট ভোগ করিবে।—অর্জুন বলিলেন—এইভাবে,

নানা দোষে ব্যাপ্ত (দূষিত) হইয়া এই কুল কেবল মহাঘোরনরকভোগী হইবে। এই নরকে পড়িলে কল্লাস্তেও সেখান হইতে উদ্ধার হইবে না—কুলক্ষয়কৃত পাপে এমনিই পতন হয়—অর্জুন বলিলেন ( ২৬০ )—হে দেব, আমার এই নানাবিধ কথা শুনিয়াও এখনও আপনার চিত্তে ত্রাস হয় নাই—আপনি কি আপনার হৃদয় বজ্রের গ্রায় (কঠোর) করিয়াছেন? আরও শুধুন, যাহার জ্ঞান এই রাজ্যস্থ ইচ্ছা করিতেছি, তাহা ক্ষণভঙ্গুর জানিয়াও কি এই দোষ (পাপ)-কে অবজ্ঞা করা উচিত নহে (এড়ান উচিত নহে)? আমাদের পূজনীয় সব গুরুজন, তাঁহাদের বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি, বলুন,—ইহাতেও কি আমাদের কম পাতক হইয়াছে?

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং<sup>১</sup> শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রী রণে হন্যস্তন্মে ক্ষেমতয়ং ভবেৎ ॥ ৪৬

( আমার মনে হয় ) এইভাবে জীবিত থাকা অপেক্ষা শস্ত্রত্যাগ করিয়া উহাদের (কোরবদের) বাণাঘাত সহ্য করাও ভাল। ইহার ফলে যদি মরণও হয় তাহাও অধিকতর বাঞ্ছনীয়, পরন্তু, এই পাপের ভাগী হইবার ইচ্ছা নাই।”\*

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থমুপাविशৎ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—হে রাজন, শুধুন, ঐ সময়ে অর্জুন রণক্ষেত্রে এই কথা বলিলেন; এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে, ক্ষোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রথ হইতে ভূমিতে নাফাইয়া পড়িলেন। রাজপুত্র পদচ্যুত হইলে যেমন সর্বপ্রকারে হতবীর্য্য হয়, কিশা, রবি রাহুগ্রস্ত হইলে যেমন প্রভাহীন হয়; অথবা, মহাসিদ্ধিপ্রাপ্তির মোহে ভ্রমে পতিত হইয়া তপস্বী যেমন কামবাসনার পাশে বদ্ধ হইয়া দীন (নিন্দার পাত্র) হয়; তেমনি

১ মুক্তি

\* এখানে পাঠান্তরে অল্প একটা ভ্রম আছে : এইভাবে আপনার কুলের সকলকে দেখিয়া অর্জুন বলিলেন, ‘এই রাজ্যই শুধু নরকভোগ’।

ধর্ম্মের অর্জুন রথত্যাগ করিলে, তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখ-জর্জরিত দেখাইতে লাগিল ; ( ২৭০ ) তিনি ধর্ম্মর্ষণ ত্যাগ করিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজন্, শুভ্রন, এই প্রকার অবস্থা হইল । এখন, ইহার পর বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুঃখাবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে কি ভাবে পরমার্থ ( তত্ত্বজ্ঞান ) সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন ; সে কথা সবিস্তারে পরের অধ্যায়ে অতি সকৌতুকে শ্রবণ করিবেন—নিরুত্তির্দাস জ্ঞানদেব এখন ইহাই বলিলেন ॥ ২৭০ ॥ • .

।

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

অর্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়

সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষাদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—হে রাজন, শুহন পার্শ্ব সেখানে শোকাকুল হইয়া বোদন করিতে, লাগিলেন । আপন কুলের সমস্ত লোককে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অদ্ভুত স্নেহের উদয় হইল—তাহাতে তাঁহার চিত্ত কি ভাবে দ্রবীভূত হইল ? যেমন নবণ জলে গুলিয়া যায়, অথবা, মেঘ যেমন বায়ুতে উড়িয়া যায়, তেমনি ধৈর্য্যশালী হইলেও তাঁহার হৃদয় গুলিয়া গেল<sup>১</sup> । এইজন্ত কদমে আবদ্ধ রাজহংসকে যেমন দেখায়, কৃপাবিষ্ট তাঁহাকেও তেমনি অত্যন্ত স্নান দেখাইতে লাগিল । তখন, পাণ্ডুকুমার অর্জুনকে সম্পূর্ণভাবে মহা-মোহগ্রস্ত দেখিয়া শাঙ্গধর ত্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন ।

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকৌন্তিকরমর্জুন ॥ ২

বলিলেন—“হে অর্জুন, তোমার এই যুদ্ধক্ষেত্রে কি এক্রপ করা উচিত ? তুমি কে, কি করিতেছ তাহাই বিচার কর । বল, তোমার কি হইয়াছে ? কিসে কি কম পড়িল ? কোন্ কার্য্য আরম্ভ করিয়া ‘অসম্পূর্ণ’ রাখিলে ? তুমি কেন এমন শোক করিতেছ ? তুমি চিন্তে কোনও অস্থিচিহ্ন ভাবনা আসিতে দেও না, কখনও ধৈর্য্যহারা হও না, তোমার<sup>২</sup> নাম আপনা হইতেই দিগন্ত উল্লঙ্ঘন করে । তুমি শৌর্য্যের আশ্রয়, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে রাজা ( অগ্রগণ্য ) । তোমার পরাক্রমের খ্যাতি ত্রিভুবনে বিদিত । তুমি সংগ্রামে শত্রুরকে জয় করিয়াছ, নিবাতকবচকে<sup>৩</sup> সমূলে বিনাশ করিয়াছ, তোমার আপন যশোগাথা গন্ধর্ব্বগণদ্বারা গান করা হইয়াছে । ( ১০ ) হে পার্শ্ব,

১ ঠাণ্ডা হইল, শান্ত হইল

২ নামে অশয়ন দিগন্ত উল্লঙ্ঘন করে

৩ অধ্যায় ১—২০০ পাদটীকা দেখ

তোমার পরাক্রম এমন অপ্রতিম ও বিস্তৃত যে তোমার শৌর্যের তুলনায় ত্রৈলোক্য অকিঞ্চিৎকর দেখায়। সেই তুমি আজ এখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) বীরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অধোমুখে বোদন করিতেছ। হে অর্জুন, কারুণ্য তোমাকে কতদূর দীন করিয়াছে তাহাই বিচার কর,—বল, অন্ধকার কি সূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারে? অথবা, পবন কি মেঘকে ডরায়? অমৃতের কি মরণ আছে? কাষ্ঠখণ্ড কখনও কি অগ্নিকে গিলিয়া খায়? কিম্বা, লবণ কি জলকে গলাইয়া দেয়? কালকূট কি অগ্নি বিষের সংস্পর্শে মরিয়া যায়? বল, ভেদ কি মহাসর্পকে গিলিয়া ফেলে? শৃগাল সিংহকে আক্রমণ করিল একরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে কি? পরন্তু, তুমি আজ ইহাকে সত্য করিলে! স্মৃতরাং, হে অর্জুন, তুমি এখনও এই হীনবৃত্তিকে চিন্তে স্থান দিও না, শীঘ্রই মনে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সাবধান হও। মূর্থতা ত্যাগ করিয়া ধূর্বারূপ উঠাইয়া লও, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এ কি কারুণ্য? তুমি জানী হইয়াও এখন বিচার করিতেছ না কেন? বল, যুদ্ধের সময় কি সদয়তা (দয়া) উপযোগী হয়? ইহা (ইহলোকের) বর্তমান কীৰ্ত্তি নাশ করিবে ও পরলোকের হানি করিবে”—জগন্নিবাস শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন। (২০)

ক্লেব্যং মান্স গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয়ুপপত্ততে।

ক্ষুদ্ভং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তে দ্ব্যুত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

“স্মৃতরাং, হে পাণ্ডুকুমার, শোক করিও না, অবিচলিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এই শ্রেণে পরিত্যাগ কর। ইহা তোমার যোগ্য নহে, ইহাতে এ পর্য্যন্ত অনেক যাহা কিছু (কীৰ্ত্তি, যশঃ) পাইয়াছ, তাহা নষ্ট হইবে, স্মৃতরাং এখনও বিচার করিয়া যাহাতে কল্যাণ হইবে তাহাই কর। এই সংগ্রামের সময় রূপা প্রদর্শন (রূপালুতা) উপযোগী হইবে না,—ইহারা কি এখনই তোমার আত্মীয় হইয়া গেলেন? ইহা কি প্রথম হইতেই জানিতে না? ইহাদের কি গোত্রজ বলিয়া চিনিতে না? এখন এই তুচ্ছ বিষয় বৃথা কেন বাড়াইতেছ? আজিকার এই যুদ্ধ কি তোমার জীবনে নূতন? তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের কারণ তো সর্ব্বদাই আছে। তোমার এখন কি হইল, কেনই বা এই স্নেহের উদয় হইল—আমি তাহা বুঝিতে পারি না, পরন্তু, হে অর্জুন, তুমি বড়ই হীন ও অজ্ঞায় কণ্ঠ করিতেছ। মোহাবিষ্ট

থাকিলে এই ফল হইবে যে, যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে তাহা চলিয়া যাইবে, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক (কল্যাণও) অন্তর্হিত হইবে। সংগ্রামে হৃদয়ের দৌর্বল্য কখনও কল্যাণকর হয় না, পরস্তু ক্ষত্রিয়ের অধঃপতনের কারণ হয়।” এইভাবে, কৃপালু ভগবান তাহাকে নানা ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া পাণ্ডুহৃত অর্জুন কি বলিলেন (তাহাই শ্রবণ করুন)।

অর্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যো দ্রোণং চ মধুসূদন।

ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্লামি পূজাহাবরিসূদন ॥ ৪

অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, এত কৃথা বলিবার প্রয়োজন নাই, শুধুন, প্রথমে আপনি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে চিন্তে বিচার করুন। (৩০) ইহা যুদ্ধ নহে, প্রমাদ,—এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের দোষ হইবে, ইহা স্পষ্টতঃ আমাদের বংশের পূজনীয় গুরুজনের (আরাধ্য দেবতাগণের) উচ্ছেদরূপ মহাপাপে লিপ্ত করিবে। দেখুন, যে পিতামাতাকে পূজা করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাঁহাদের আপন হস্তে কি করিয়া বধ করা যায়? হে দেব, সাধুসন্তদের নমস্কার করা উচিত, যদি সম্ভব হয়, তাঁহাদের পূজা করা কর্তব্য, তাহানা করিয়া নিজের মুখে কেমন করিয়া তাঁহাদের নিন্দা করা যায়? তেমনি ইহারা আমাদের কুলগুরু এবং নিত্য নিয়মিতভাবে আমাদের পূজা, বিশেষতঃ ভীষ্ম ও দ্রোণ হইতে আমাদের বহু লাভ হইয়াছে। হে দেব, ইহাদের বিরুদ্ধে আমি স্বপ্নেও বৈরভাব পোষণ করিতে পারি না তাঁহাদের কেমন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বধ করিব? এই জীবনেই ধিক্—আজ এখানে সকলের কি হইল? ইহাদের কাছে আমরা শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছি, তাঁহাদের উপরই ঐ বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া গৌরব বোধ করিব? আমি পার্থ দ্রোণের স্বহস্তে গঠিত শিষ্য, আমাকে তিনি ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার উপকারের ঋণ কি তাঁহাকে বধ করিয়া শেষ করিব?” অর্জুন বলিলেন—“ইহাব কৃপায় বরলাভ হইবে, তাঁহার প্রতি মনে কৃতঘ্নতা পোষণ করিয়া আমি কি ভ্রমাস্বর হইব? হে দেব, শুনিয়াছি সমুদ্র গভীর<sup>১</sup> ও শাস্ত্র, পরস্তু, উহা

আপাতদৃষ্টিতেই ঐরূপ দেখায় (বস্তুতঃ ইহা প্রায়শঃ বিহ্বল হয়), কিন্তু, দ্রোণাচার্য্যের মনে কখনও স্ফোভ হয় না। আকাশ অনন্ত (অপার), তাহারও মাপ সম্ভব হইতে পারে, পরন্তু দ্রোণাচার্য্যের হৃদয় অগাধ ও গহন (অপরিমেয়)। (৪০) অমৃতও নষ্ট (স্বাদহীন) হইতে পারে, বজ্রও কালের গতিতে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, পরন্তু, তাহার মানসিক শাস্তি চেষ্টা করিলেও বিচলিত করা যায় না। স্নেহ সত্বকে মাতৃস্নেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকে বলে, ইহা ঠিকই, পরন্তু, দ্রোণাচার্য্যের অন্তরে কৃপা (প্রেম) মৃত্তিমতী হইয়া আছে। তিনি কারুণ্যের আদি (মূল), সকল গুণের নিধি, এবং বিচার সীমাহীন সমুদ্র। ইহার মহত্বের মান এমনই—তাহার উপর ইনি আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, এখন বলুন, ইহাকে বধ করিবার চিন্তাও কি করিতে পারি ?

গুরুনহস্তা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং তৈশ্চৈক্যমপীহলোকে ।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব ..

ভূঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্শান্ ॥ ৫

ইহাদের রণে বধ করিয়া আমরা স্বর্থে রাজ্যভোগ করিব, জীবন থাকিতে এইরূপ চিন্তা আমার মনে আসিবে না। ইহা (এই চিন্তা) এমন ‘হৃৎবর’ (অসহ্য) যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রাজ্যভোগও আমি চাহি না (দূরে থাকুক), ভিক্ষা মাগিয়া খাওয়াও ভাল। অথবা, দেশত্যাগ করিয়া যাইব, বা ত্রিগুণহায় বাসু করিব, পরন্তু, ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না। হে দেব, নবনিশিত শরে ইহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তাহার রক্তে রঞ্জিত রাজ্য ভোগ করিতে হইবে। ইহা পাইয়া কি লাভ হইবে? শোণিত-লিপ্ত রাজ্য কি করিয়া ভোগ করিব? এইজন্ত, এই (যুদ্ধ করিবার) যুক্তি আমার ভাল লাগিতেছে না।”

ন চৈতদ্ বিদ্বঃ কতরম্মো গরীয়ে

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।

যানৈব হস্তা ন জিজীবিষাম-

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

এইভাবে অর্জুন ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে অবধান করিতে বলিলেও, তিনি উহা শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। ( ৫০ ) ইহা জানিয়া পার্থ ভীত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—“হে দেব, আপনি আমার কথায় কেন মনোযোগ দিতেছেন না? আমার মনে যাহা হইল, আমি বিচার করিয়া তাহাই বলিলাম, পরন্তু, ইহাপেক্ষা ভাল যদি কিছু থাকে, তাহা আপনিই জানেন। দেখুন, যাহাদের সহিত বিরুদ্ধতার কথা শুনিলেই আমাদের প্রাণভাগ করিতে হয়, তাহারাই সংগ্রামের জগ্ন এখানে দাঁড়াইয়া আছে। এখন, ইহাদের বধ করিব, বা স্বরায় যুদ্ধভাগ করিয়া চলিয়া যাইব—এই দুইটির মধ্যে কোন্টি করা উচিত তাহা আমি জানি না।

কার্পণ্যদোষোপহতস্তবাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্মান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং

প্রপন্নম্ ॥ ৭

আমাদের কি করা উচিত তাহা বিচার করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ এই মোহে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। অন্ধকারে বেষ্টিত হইয়া যেমন দৃষ্টির তেজ নষ্ট হয়, আর নিকটে অবস্থিত বস্তুগুলিও দেখা যায় না ; হে দেব, আমারও তেমনি হইয়াছে, কারণ আমার মনকে ভ্রান্তি গ্রাস করিয়াছে, এখন আপন হিত কিসে হইবে তাহাই জানি না। এইজন্য, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি যাহা ভাল বলিয়া জানিবেন তাহাই আমাকে বলুন— কারণ আমাদের সখা, সর্বস্ব—সমস্তই আপনি। আপনিই আমাদের গুরু, বন্ধু, পিতা, আপনিই আমাদের ইষ্টদেবতা, আপনিই আমাদের আপদে সর্বদা রক্ষা করিয়াছেন। গুরু যেমন শিষ্যকে কখনও উপেক্ষা ( ত্যাগ ) করেন না, কিম্বা, সমুদ্র যেমন নদীকে ত্যাগ করে না। ( ৬০ ) অথবা, হে কৃষ্ণ, আপনি শুভ্র—মাতা যদি সন্তানকে ত্যাগ করিয়া যায়, তবে সে কি করিয়া বাঁচে? তেমনি, হে দেব, সকলের উপরে আপনিই আমাদের একমাত্র ( আশ্রয় ), আর, আমার পূর্বের কথাগুলি আপনি যদি মানিয়া না লন, তবে, হে পুরুষোত্তম, যাহা আমাদের পক্ষে উচিত, এবং যাহা ধর্ম-বিরুদ্ধ হইবে না, তাহাই এখন শীঘ্র করিয়া বলুন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপমৃত্যুং যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিল্লিয়াণাম্ ।

অবাংপ্য ভূমাবসপত্নমুদ্বং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

এই সকল কুলগোষ্ঠীকে দেখিয়া আমার মনে যে শোকের উদয় হইয়াছে, তাহা আপনার উপদেশ ভিন্ন অল্প কিছুই দূর করিতে পারিবে না। সমস্ত পৃথিবীর রাজত্বই লাভ করি, বা মহেন্দ্রপদই প্রাপ্ত হই, মনের এই দুঃখ দূর হইবে না। উত্তমরূপে ভুক্তি বীজ যদি সূক্ষ্মে বণন করা হয়, এবং তাহাতে যথেষ্ট জলসেচনও করা হয়, তথাপি যেমন তাহা অঙ্কুরিত হয় না; অথবা, আয়ু ফুরাইলে যেমন ঔষধে কোনও ফল হয় না, একমাত্র পরমামৃতই তখন উপযোগী হয়; সেইরূপ, রাজ্যভোগসমৃদ্ধি (আমার) এই বুদ্ধিকে উজ্জীবিত (সজীবিত) করিতে পারিবে না, এ অবস্থায়, হে রূপানিধি, আপনার করুণাই আমাদের জীবিত রাখিতে পারে।” কণকালের জন্ম ভ্রাস্তি (মোহ) দূর হইলে, অর্জুন এইভাবে বলিলেন, পরন্তু পুনরায় সেই (উশ্মি) মোহতরঙ্গ তাঁহাকে ব্যাপিয়া ফেলিল। বিচার করিয়া দেখিলে, আমার মনে হয় ইহা উশ্মি (মোহতরঙ্গ) নহে, ইহা হইতে ভিন্ন অল্প কিছু,—মহামোহরূপ কালসর্প তাঁহাকে গ্রাস করিল। (৭০) কারুণ্যরসে ভরা তাঁহার কোমল হৃদয়কমলের স্নর্গস্থানে ঐ কালসর্প দংশন করিল, এইজন্ত ঐ বিবলহরী থামিল না (বন্ধ হইল না)। এই (বিপজ্জনক) অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, ত্রিহরিরূপ গারুড়ী (সাপুড়ে)—ঐহার এমন সামর্থ্য যে দৃষ্টিদ্বারাই বিষ নষ্ট করিতে পারেন,—তখন (অর্জুনের কাছে) দৌড়িয়া উপস্থিত হইলেন। পাতকুমার অর্জুন এমনভাবে ব্যাকুল হইলেও, তাঁহার পার্শ্বে শোভিত শ্রীকৃষ্ণ রূপাবশে অবলীলাক্রমে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। এইজন্তই, এ সমস্ত বিষয় জানিয়াই আমি “পার্থকে মোহরূপ সর্প গ্রাস করিয়াছে” এই কথা বলিয়াছি। সেই সময়, ঘনমুঘের পরদা যেমন সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনি ফাল্গুনীও মোহ (ভ্রাস্তি) দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে পর্বতে দাবানল জ্বলিলে যেমন হয়, ষড়্ভুজ অর্জুনও তেমনি দুঃখে জর্জরিত হইয়াছিলেন। এইজন্ত, স্বাভাবিক জলদগ্ধাম, রূপামৃতরূপ জলে পূর্ণ, মহামেঘ-রূপী শ্রীগোপাল তাঁহার প্রতি রূপাবৃষ্টি করিলেন। তাঁহার হৃদয়ন দীপ্ত

বিদ্যাতের শ্রায় বাক্যক্ করিতেছিল, তাঁহার গভীর বাক্য মেঘগর্জনের শ্রায় ঘোষিত হইল (বিস্তারলাভ করিল)। এখন ঐ উদার মেঘ কিভাবে বর্ষণ করিয়া অর্জুনরূপ পর্বতের দাবানল নির্বাপিত করিলেন, ও জ্ঞানের নব অঙ্কুর ফুটাইলেন, সেই কথাই মনস্থির করিয়া শুভ্রন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন। (৮০)

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ শুড়াকেশঃ পরস্তপ।

ন যোৎস্র ইতি গোবিন্দমুক্তা তৃষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

এইভাবে বর্ণনা করিয়া সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্, পার্থ পুনরায় শোকাবল হইয়া কি বলিলেন—শুভ্রন,—তিনি সখেদে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“আপনি আমাকে আর পীড়াপীড়ি (অহরোধ) করিবেন না, আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিব না—এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।” এই কথা একবার বলিয়াই তিনি মোনাবলম্বন করিলেন ;—তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।

সেনয়োরুভয়োৰ্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

তখন, নিজমনে বলিলেন—“অর্জুন এ কি আরম্ভ করিল? তাহার কি করা উচিত এসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। এখন কি উপায়ে ইহাকে বুঝান যায়? কেমন করিয়া ইহার মনে ধৈর্য্য আনয়ন করা যায়?” পঞ্চানকী মাস্তিক যেমন ভূত তাড়াইবার জন্ত বিচার করে; অথবা ব্যাধি অসাধ্য দেখিয়া বৈজ্ঞ যেমন তাহা সারাইবার জন্ত অমৃতের শ্রায় ঔষধি কালবিলম্ব না করিয়া প্রয়োগ করে; তেমনি, পার্শ্বের ভ্রান্তি (মোহ) বাহাতে দূর হয়,—তাই সৈন্যদলের মধ্যে দাড়াইয়া শ্রীঅনন্ত তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। মনে তাহার কারণ স্থির করিয়া, তখন সরোষে বলিতে আরম্ভ করিলেন—যেমন মাতার ক্রোধের মধ্যে স্নেহ লুক্কায়িত থাকে; কিম্বা, যেমন ঔষধের কটুত্বের মধ্যে অমৃত গুপ্তভাবে ভরিয়া থাকে,—যাহা উপরে (বাহ্যতঃ) দেখা যায় না, পরন্তু পরিণামে গুণে প্রকট হয়; তেমনি,

হৃষীকেশ, বাহিরে ‘উদাস’ (নিরপেক্ষ, ক্ষোভপূর্ণ) দেখাইলেও অন্তরে মধুর রসপূর্ণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । ( ৯০ )

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাস্মনগতাস্মংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

তখন অৰ্জুনকে বলিতে লাগিলেন—“ইহার মধ্যে তুমি যে কি আরম্ভ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তুমি যদি আপনাকে জ্ঞানী মনে কর, তবে অজ্ঞানকে ত্যাগ কর নাই, আর তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে গেলে বহু প্রকারের ( নীতি ) বাক্য বলিতেছ। জন্মান্তর যখন পাগল হইয়া এদিকে ওদিকে দৌড়ায়, তঁোমার বিজ্ঞতাও তেমনি দেখাইতেছে। তুমি আপনাকেই জান না, অথচ কৌরবগণের জন্ত শোক করিতেছ, ইহাতে আমি বারবার অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতেছি। হে অৰ্জুন, বল দেখি, এই ত্রিভুবন কি তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে? ( লোকে যে বলে ) এই বিশ্বরচনা আদিকাল হইতেই আছে, তাহা কি মিথ্যা? এই জগতে সমর্থ ( দীক্ষর ) একজনই আছেন, তাঁহা হইতেই ভূতগ্রামের উৎপত্তি,—লোকে কি ইহা বৃথাই বলে? এখন হইতে কি বুঝিতে হইবে যে যাহা কিছু জন্মিয়াছে তুমিই সৃজন করিয়াছ, আর তুমি নাশ করিলেই সব নাশ পাইবে? —ইহার বিচার কর। তুমি ভ্রমবশতঃ অহঙ্কারে যদি উহাদের বধ করিতে না চাও, তবে কি উহারা চিরজীবী হইয়া যাইবে? বল। তুমিই কি একমাত্র বধকর্ত্তা, আর ( তোমা দ্বারা ) ইহারা সকলে মরিবে? এমন ভ্রান্তি ভুলিয়াও চিন্তে আসিতে দিও না। এই সারা বিশ্ব অনাদিসিদ্ধ, স্বভাবের নিয়মেই জন্মমৃত্যু হয়,—ইহার জন্ত তুমি কেন শোক করিবে আমাকে বল। ( ১০০ ) পরন্তু, তুমি মূৰ্খতার জন্ত বুঝিতে পারিতেছ না, যাহা চিন্তা করা উচিত নয় তাহাই চিন্তা করিতেছ, আর আমাকে তোমার নীতিবাক্য শুনাইতেছ। যাহারা বিবেকী, তাহারা জন্ম ও মৃত্যু ভ্রান্তি জানিয়া, এ দুটির জন্ত শোক করে না।



ন ত্বেবাং জাতু নাসং ন তং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্ব্বৈ বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

হে অৰ্জুন, আমি বাহা বলিতেছি শুন,—এই সংসারে তুমি, আমি, আর এই সব নৃপতিগণ, ও অগ্ন্যাগ্ন সকলেই ; যে নিত্য এইরূপই থাকিবে, কিম্বা নিশ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে,—ইহা (এই কল্পনা) ভ্রান্তি মাত্র, এই ভ্রান্তি ত্যাগ করিলে দেখিবে এ দুটির একটিও ঠিক নহে। ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এই কল্পনা মায়াবশেই সৃষ্ট হয়, নতুবা, তত্ত্বতঃ (মূল) বস্তু অবিনাশী। জল যখন বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া তরঙ্গাকার ধারণ করে, বল তখন কি উৎপন্ন হয়? তেমনি, বায়ুর ক্ষুরণ (গতি) বন্ধ হইলে জল যখন শান্ত ও সমতল হয়, তখন কি কোনও বস্তুর বিনাশ হয়? ইহাই বিচার কর।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহুতি ॥ ১৩

আরও শুন, শরীর এক হইলেও বয়সভেদে অনেক দেখায় (অনেক পরিবর্তন হয়), এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। প্রথমে শরীরে কৌমারদশা দেখা যায়, পরে তাক্রণ্য (যৌবন) তাহাকে নাশ করে, পরন্তু তাহার কোনটির সঙ্গে (এই অবস্থাভেদে) দেহের নাশ হয় না। তেমনি, চৈতন্য বস্তুতেও (আত্মার) দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়—ইহা যে জানে তাহার মোহজনিত দুঃখ হয় না। (১১০)

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণশুখদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

আমরা ইন্দ্রিয়ের অধীন বলিয়াই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারি না, ইন্দ্রিয়-গ্রামই অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইলেই তাহাতে হর্ষ, শোক উৎপন্ন হয়, এবং তাহাদের সঙ্গ-দোষেই অন্তঃকরণ প্রাবিত (মোহাচ্ছন্ন) হয়। এই বিষয়ভোগে একনিষ্ঠা নাই, তাই কখনও সুখ কখনও দুঃখ দেখা যায়। দেখ, নিন্দা ও স্তুতি এ দুটিই শব্দের ব্যাপ্তি (শব্দস্বরূপ) শ্রবণদ্বারে তাহারাই ঘেঁষাঘেঁষ (যে

ও শাস্তি) উৎপন্ন করে। 'মুদু' ও 'কঠিন' এ দুটি স্পর্শের গুণ, ইহারা স্বকের সংস্পর্শে সন্তোষ ও খেদের কারণ হয়। 'ভয়ঙ্কর' ও 'সুন্দর' ইহারা রূপের স্বরূপ, নেত্রদ্বারে ইহারা স্বেদঃখ উৎপন্ন করে। 'স্বগন্ধ' ও 'দুর্গন্ধ' এ দুটি গন্ধের ভেদ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে ইহারা সন্তোষ ও বিষাদ উৎপন্ন করে। তেমনি, দ্বিবিধ রস (মিষ্ট ও তিক্ত) প্রীতি ও দ্রাব উৎপন্ন করে। সুতরাং বিষয়সঙ্গেই (মূল স্বরূপের) অপভ্রংশ হয়। দেখ, যাহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়, তাহারা শীতোষ্ণাদি অস্বস্তব করে, এবং আপনাদের স্বেদঃখে জড়াইয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই (স্বাভাবিক ধর্মই) এই যে বিষয় ভিন্ন তাহাদের অগ্র কিছুই রম্য বস্তু নাই ॥ ১২০ ॥ আর, এ বিষয় কেমন? যুগল বা স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীর আভাসের গ্রায়—বিষয় অনিত্য, এই জ্ঞত, হে ধর্মজ্ঞ, তুমি বিষয়কে সমস্তে পরিহার কর এবং কখনও তাহার সঙ্গ করিও না।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

যে বিষয়ের বশীভূত হয় না, তাহাকে স্বেদঃখ স্পর্শ করে না, আর তাহাকে গর্ভবাসের কষ্টও ভোগ করিতে হয় না। হে পার্থ, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের পাশে আবদ্ধ হয় না, তাহাকে সর্বথা নিত্যস্বরূপ বলিয়া জানিবে।

নাসতো বিত্ততে ভাবো নাভাবো বিত্ততে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

এখন, হে অর্জুন, আর একটি কথা বলিতেছি, শুন—যাহা বিচারশীল লোকই জানিতে পারে। এই উপাধিযুক্ত (মায়াময়) বিশ্বজগতে যে সর্ব-ব্যাপক চৈতন্য গুণ আছে, তত্ত্বজ্ঞ সত্ত্বগণ তাহাকে স্বীকার করেন। হৃৎ জলে মিশিয়া যেমন এক হইয়া যায়, পরন্তু রাজহংস তাহাদের পৃথক করে; কিংবা, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন ধাক্কা সোনারকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ সোনা বাহির করে; অথবা, বুদ্ধির নৈপুণ্যে (চাতুর্যের সহিত) দধি মখন করিলে যেমন অবশেষে নবনীত দৃষ্ট হয় (পাওয়া যায়); কিংবা, ভূষি ও বীজ (ধান) একত্রে থাকে, কিন্তু ঝাড়িয়া লইলে যেমন তুষ (ভূষি) উড়িয়া যায় এবং বাহা সার অর্থাৎ ধানই থাকে ॥ ১৩০ ॥ তেমনি বিচার

দ্বারা<sup>১</sup> সৰ্বিস্তার বর্ণনার নিরসন হয় ও তাহা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে শুদ্ধতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। এইজন্য, অনিত্য বিষয়ে জ্ঞানীপুরুষের আন্তরিক্যবুদ্ধি থাকে না, কারণ তাঁহারা এ দুটিরই (সৎ ও অসৎ বস্তুর) পরিণাম দেখিতে পান (নির্ণয় করিয়াছেন)।

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

সারাসার বিচার করিয়া দেখ, ভ্রান্তিই অসার ও অনিত্য,<sup>২</sup> আর যাহা সার তাহাই স্বভাবতঃ নিত্য, জানিবে। যাহা হইতে এই লোকত্রয়ের (দৃশ্য) আকার বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে নাম, বর্ণ, আকারাদি চিহ্নমাত্র নাই। যাহা সৰ্বদা সৰ্বব্যাপী জগৎকয়ের অতীত, তাহাকে আঘাত করিলেও কখনই তাহার বিনাশ হয় না।

অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

আর শরীরধারী সমস্তই স্বভাবতঃ বিনাশশীল, হতরাং হে পাণ্ডুকুমার, তোমার যুদ্ধ করা উচিত।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতৌ নাযং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

তুমি দেহাভিমান ধরিয়া, এবং শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া “আমি হস্তা”, “উহার বধ্য” এইসব কথা বলিতেছ। পরন্তু, হে অৰ্জুন, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না,—যদি তত্ত্বতঃ বিচার করা হয়, তবে তুমি বধকর্ত্তা নও, উহারও বধ্য নহে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নাযং ভূত্বা ভবিতা বা

ন ভুয়ঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ত্রতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে

শরীরে ॥ ২০

১ প্রপঞ্চের নিরসন হয় ও উহা সহজেই পরিত্যক্ত হয়।

২ ভ্রান্তিই অসার।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজ্জমব্যয়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১

যেমন স্বপ্নের মধ্যে যাঁহা দেখা যায়, তাঁহা স্বপ্নেই সত্য বলিয়া মনে হয়, পরন্তু জাগিয়া উঠিয়া দেখিলে কিছুই থাকে না; তেমনি, ইহাকে মায়া বলিয়া জানিবে, তুমি বুখাই ভ্রমে পড়িয়াছ, অস্ত্রদ্বারা ছায়াকে আঘাত করিলে যেমন অঙ্গে বিক্ট হয় না; কিম্বা, যেমন পূর্ণকুণ্ড উল্টাইয়া দিলে তাহার জলে (সূর্য্যের) প্রতিবিম্ব নষ্ট হয়, পরন্তু তাহার সহিত সূর্য্যের নাশ হয় না; অথবা, আকাশ যেমন মঠের মধ্যে মঠাকৃতি ধারণ করে, পরন্তু মঠ ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার মূল স্বরূপ থাকিয়া যায়; তেমনি, শরীর গেলেও স্বরূপের (আত্মার) নাশ কখনই হয় না, অতএব, হে বৎস, তুমি (এই স্বরূপের উপর) মিথ্যা কল্পনারূপ ভ্রান্তি আরোপ করিও না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরানি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণাণ্ডস্থানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিতে হয়, তেমনি চৈতন্ত্য-নাথ (জীবাত্মা) দেহান্তর (এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ) স্বীকার (গ্রহণ) করে। ১৪৪

নৈনং হিন্দস্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেতোহয়মদাহোহয়মক্লেতোহশোণ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাশ্বুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

ইহা অনাদি, নিত্যসিদ্ধ, নিরুপাধি, বিশুদ্ধ, স্তত্রাং শস্ত্রাদি দ্বারা ইহার ছেদন হয় না। ইহাকে প্রলয়ের জল প্রাণিত করে না, অগ্নিদ্বারা ইহার দহন সম্ভব নহে, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না (বায়ুর মহাশোষণ শক্তি ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না)। হে অর্জুন, ইহা নিত্য, অচল, শাস্ত, সদা সর্ব্বব্যাপী এবং পরিপূর্ণ (অয়ংপূর্ণ)।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

হে কিরীটি, ইহা তর্কের দৃষ্টিগোচর হয় না, ধ্যান ইহার দর্শনলাভের জন্ত উৎকর্ষা পোষণ করে। ইহা মননদ্বারা সদা দুর্লভ, সাধনাদ্বারাও অপ্রাপ্য, হে অর্জুন, এই আত্মা অসীম, পুরুষোত্তম। ইহা গুণত্রয়রহিত, “ব্যক্তি”র (ব্যক্তরূপের, আকারের) অতীত, অনাদি, অবিকৃত, সর্বস্বরূপ (সর্ব-ব্যাপক) ॥১৫০॥ হে অর্জুন, ইহাকে এইভাবে জানিবে, সর্বাত্মক বলিয়া দেখিবে—তাহাতেই তোমার সমস্ত শোক সহজেই দূর হইবে।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

অথবা, যদি তুমি ইহা না বুঝিয়া আত্মাকে বিনাশশীলই মনে কর, তথাপি, হে পাণ্ডুকুমার, তুমি শোক করিতে পার না। কারণ, গন্ধাজলের অথও প্রবাহের ত্রায়, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নিরন্তর (শাস্ত) ও নিত্য। গন্ধাজলের প্রবাহ যেমন আদিতে অখণ্ডিত, সমুদ্রে গিয়া মিশিলেও তদ্রূপ, প্রবাহের মধ্যস্থলেও তেমনি দেখায়; এই তিনটি অবস্থাও (উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ) তেমনি সদা প্রবহমান জানিবে, ভূতাদির মধ্যে কোন সময়েই এই প্রবাহ বন্ধ হয় না। অতএব, এই সমস্ত ব্যাপারের জন্ত তোমার শোক করা উচিত নহে, কারণ এই স্থিতি স্বভাবতঃই এইরূপ অনাদি। অথবা, হে অর্জুন, এই সর্বলোক জগৎকরের অধীন দেখিয়াও যদি তোমার মন না মানে তথাপি ইহাতে তোমার শোকের কোনও কারণ নাই, কারণ জগৎমৃত্যু অপরিহার্য।

জাতস্ত হি ক্রবো মৃত্যুক্রবং জন্ম মৃতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

যাহার উৎপত্তি আছে তাহারি নাশ হয়, যাহার নাশ হয় তাহাকে পুনরায় দেখা যায়—যটিকাষস্কের\* ত্রায় ইহা ঘুরিতে থাকে। অথবা, (সূর্যের

উদয় অন্ত যেমন নিরন্তর আপনা আপনিই হইতে থাকে, তেমনি জন্মমরণও এই জগতে অনিবার্য ॥ ১৬০ ॥ মহাপ্রলয়কালে এই ত্রৈলোক্যের নাশ হয়, সেইজন্ত ‘আদি’ ও ‘অন্ত’ কে পরিহার করা সম্ভব নয়। ইহাই যদি তুমি মানিয়া লও তবে শোক করিতেছ কেন? হে ধর্ম্মের, জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞানীর ত্রায় আচরণ করিতেছ কেন?

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনাত্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

হে পার্থ, আর একটি কথা—তুমি যে ভাবেই বিচার করিয়া দেখ না কেন (‘বহুভাবে বিচার করিয়া দেখ’), ইহাতে দ্বন্দ্ব করিবার কোনও বিষয় (কারণ) নাই। এই সমস্ত ভূতাদি প্রাণী জন্মের পূর্বে অমূর্ত (আকারহীন) থাকে, জন্মগ্রহণ করিলে আকারপ্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন লয়-প্রাপ্ত হয়, তখন নিঃসংশয়ে তাহারা অস্ত কিছু হয় না, তাহারা আপনাদের পূর্বস্থিতিতেই ফিরিয়া যায়। পরন্তু, (জন্ম ও মৃত্যুর) মধ্যে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা নিখিত ব্যক্তির স্বপ্নের ত্রায়—মায়ার প্রভাবে স্বরূপে<sup>১</sup> (ব্রহ্মস্বরূপে) ভাসমান আকার। অথবা, পবন স্পর্শ করিলে জল যেমন তরঙ্গাকার ধারণ করে (দেখায়), কিম্বা, অপরের ইচ্ছায় স্বর্ণ যেমন অলঙ্কারের রূপ গ্রহণ করে; তেমনি এই সকল মূর্ত (আকারধারী) ভূতমাত্রই মায়াদ্বারা গঠিত—জানিবে,—আকাশে যেমন অভ্রপটল (মেঘের পরদা) ভাসমান হয়; তেমনি, যাহার (জন্মমৃত্যুর) আদিই (মূল) নাই, তাহার জন্ত তুমি কেন রোদন করিতেছ? তুমি অক্ষয়, অব্যয় যে একস্বরূপ চৈতন্য (ব্রহ্ম), তাহার কথা চিন্তা কর।

আশ্চর্য্যবৎ পশুতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চাত্তঃ।

আশ্চর্য্যবচৈনমন্তঃ শৃণোতি শ্রদ্ধাপ্যোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় সমস্তগণ বিষয়বাসনা ত্যাগ করেন, যাহার জন্ত মুমুক্শুগণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া বনবাসী হইয়া থাকেন; (১৭০) যাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মুনীশ্বরগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ও তপ আচরণ করেন; কেহ

১ সংস্বরূপ = ব্রহ্মস্বরূপ

কেহ নিশ্চল ( শুদ্ধ ) অস্তঃকরণে এই শুদ্ধ ( কেবল ) পরমাত্মার ধ্যান করিয়া সারা সংসারই ভুলিয়াছেন ; কেহ বা তাঁহার গুণাহ্ববাদ ( গুণ কীর্তন ) করিতে করিতে, চিত্তে উপরতি ( বৈরাগ্য ) হওয়ায়, নিরন্তর ও পূর্ণভাবে তাঁহাতে লীন হইয়া আছেন ; কেহ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা অহুভবদ্বারা তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সমস্ত নদীর প্রবাহগুলি যেমন সমুদ্রের মধ্যে মিলিত হয়, পরন্তু তাহার মধ্যে স্থান না পাইয়া ফিরিয়া আসে না ; তেমনি, যোগীশ্বরগণের বুদ্ধি চৈতন্যের সহিত মিলিয়া সমরস হইয়া যায়, পরন্তু, বিচার করিয়া দেখিলে আর পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না ( ফিরিয়া আসে না ) ।

দেহী নিত্যমবধোহয়ং দেহে সর্ব্বশ্চ ভারত ।

তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

যিনি সর্বত্র সর্বভূতে বিরাজমান, বাহাকে ইচ্ছা করিলেও নাশ করা যায় না, সেই অদ্বিতীয় চৈতন্যই বিশ্বাত্মক ( সর্ব বিশ্বের আত্মা ), জানিয়া রাখ । ইহারই স্বভাবগুণে সারা বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে, তুমি তাহার জ্ঞান শোক করিবে কেন, বল ? হে পার্থ, যথার্থ বলিতে গেলে, এইসব কথা কেন তোমার মনে ধরিতেছে না, জানি না ; পরন্তু সকল দিক দিয়া দেখিলে, তোমার এই শোক করা নিন্দনীয় ।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধর্ম্ম্যাদ্বি যুদ্ধাচ্ছ্রয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়শ্চ ন বিতুতে ॥ ৩১

তুমি এখনও কেন বিচার করিতেছ না ? তোমাকে চিন্তিত দেখাইতেছে কেন ? যে স্বধর্ম্ম মহুগ্ধকে জ্ঞান করে, তুমি সেই স্বধর্ম্ম ভুলিয়াছ । ( ১৮০ ) যদি কৌরবগণের কিছু ঘটয়া যায়, অথবা তোমারি কিছু হয়, কিম্বা যদি প্রলয়ই উপস্থিত হয়, তথাপি, এক স্বধর্ম্ম বলিয়া যাহা আছে তাহা কদাচ ত্যাগ্য নহে ; তোমার রূপালুতা ( দয়াদ্রুতা ) কি তোমাকে জ্ঞান করিবে ? হে অর্জুন, তোমার চিত্ত যদিও দ্রবীভূত হইয়াছে, তথাপি, তাহা এই সংগ্রামের সময় অহুচিত । গোহৃদ্য যদিও ভাল, তবুও তাহাকে পথ্য বলা যায় না, জরে\*

\* নবজ্বরে সেবন করিতে দিলে তাহা বিষ হইয়া যায় ।

সেবন করিতে দিলে কি তাহা বিষ হইয়া যায় না? তেমনি ( বিচার না করিয়া ), যাঁহা খুসী তাহাই করিলে, নিজের কল্যাণের নাশ হয়, স্ততরাং তুমি এখন সাবধান হও। বৃথা কেন ব্যাকুল হইয়াছ? যে স্বধর্ম আচরণ করিলে কোন কালেই কোন দোষ হয় না, সেই নিজের ধর্মের দিকে তাকাও; যেমন ( ভাল ) পথে চলিলে কোনও বিপদ হয় না, কিম্বা, দীপের আলোতে চলিলে হোঁচট খাইতে হয় না; তেমনি, হে পার্থ, স্বধর্মে থাকিলে সকল কামনাই সহজে পূর্ণ হয়। স্ততরাং তুমি বুঝিয়া রাখ, ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ ভিন্ন অস্ত্র কিছুই করা উচিত নহে। নিরুপট হইয়া সরলমনে, নিঃশঙ্কচিত্তে, তৎপরতার সহিত আঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধ কর,—যাহা প্রত্যক্ষ ( স্পষ্ট প্রতীয়মান ) সে সহজে আর বেশী কি বলিব? ( ১২০ )

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

হে অর্জুন, দেখ, এই যে যুদ্ধ ( এখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত )—ইহা যেন তোমার দৈব ( সৌভাগ্য ), অথবা, সকল ধর্মের ‘নিধান’ ( ভাণ্ডার ) প্রকটিত হইয়াছে। ইহাকে সংগ্রাম কেন বলিব? প্রত্যক্ষ স্বর্গই যেন রূপগ্রহণ করিয়াছে, কিম্বা মূর্তিমান প্রতাপের উদয় হইয়াছে; অথবা তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া, প্রেমের আতিশয্যে, স্বয়ং কীর্তি স্বয়ংবরা হইয়া তোমাকে বরণ করিতে আসিয়াছে। অনেক পুণ্য করিলে ক্ষত্রিয়ের এইরূপ সংগ্রাম লাভ হয়,—যেমন পথ চলিতে চলিতে ( দৈবযোগে ) চিন্তামণি প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথবা ভৃগুণ করিবার সময় মুখ ব্যাদান করিলে অকস্মাৎ তাহাতে অমৃত পড়ে, তেমনি ( অকস্মাৎ ) এই যুদ্ধ তোমার ভাগ্যে জুটিয়াছে।

অথ চেষ্টমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তি চ হি হা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

এখন যদি এই যুদ্ধকে উপেক্ষা করিয়া অনর্থক শোক করিতে থাক তবে কি নিজেই নিজের ক্ষতি করিবে না? যদি আজ এই রণে শত্রু ত্যাগ কর,



তবে পূর্বার্জিত কীর্তি লোপ পাইবে ; তোমার যে কীর্তি আছে তাহাও যাইবে, জগৎ অভিশাপ দিবে, এবং মহাদোষ তোমাকে গ্রাস করিবে। পতিহীনা স্ত্রী যেমন সর্বপ্রকারে অপমানিত হয়, স্বধর্মচ্যুত মহুয়েরও জীবিতকালে তেমনি দশা হয়। অথবা রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শবকে যেমন গৃধ্বেরা চতুর্দিক হইতে বিদারণ করে, তেমনি স্বধর্মহীন মহুয়কে মহাপাতক অভিভূত করে। (২০০) স্তত্রাং স্বধর্ম ত্যাগ করিলে পাপে লিপ্ত হইবে এবং এই অপযশ কল্লাস্ত পর্য্যন্তও দূর হইবে না। .

অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।

সম্ভাবিতস্ত চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

যতদিন অপযশের কলঙ্ক অঙ্গে স্পর্শ না করে ততদিনই জ্ঞানী পুরুষের জীবিত থাকা উচিত। এখন বল, এই যুদ্ধ হইতে কি করিয়া বাহির হইবে? তুমি নির্মাৎসর (বৈরভাবশূন্য) হইয়া দয়ার্জচিত্তে এখান হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া যাইবে, পরন্তু তোমার মনের ভাব ইহারা সবাই বুঝিবে না। ইহারা চতুর্দিক হইতে তোমাকে বেঁটন করিবে এবং তোমার উপর বাণ বর্ষণ করিবে। হে পার্থ, তুমি কৃপালুতা দ্বারা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। এই প্রকার প্রাণসঙ্কট হইতে যদি কোনও উপায়ে বাহির হও (রক্ষা পাপ), তবে সেই বাঁচা মরণ হইতেও ঘৃণ্য হইবে।

ভয়াঙ্গণাছুপরতং মংস্তন্তে স্বাং মহারথাঃ।

যেবাং চ স্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিগ্যন্তি তবাহিতাঃ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

আর একটি কথা তুমি বিচার করিতেছ না। তুমি এখানে মহা আড়ম্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ ; এখন যদি করুণাবশে ফিরিয়া যাও, তবে, হে অর্জুন, এই দুর্জন বৈরিগণ কি তাহা মনে বিশ্বাস করিবে? আমাকে বল। ইহারা বলিবে—“গেল রে গেল! অর্জুন আমাদের ভয়ে পলাইয়া গেল”—বল ইহারা এই কথা বলিলে কি ভাল হইবে? হে ধনুর্ধর, লোকে বহু আয়াস করিয়া, কিসা নিজের জীবন দিয়াও কীর্ত্তি বাড়াইতে চেষ্টা করে। আর তুমি সেই

কীর্তি সহজে ও অনায়াসে লাভ করিয়াছে ; গগন যেমন অদ্বিতীয় ( অশরিমেষ ), (২১০) তোমার কীর্তিও তেমন নিঃসীম ও নিরূপম ; তোমার উত্তম গুণজিহ্বাবনে বিখ্যাত । দ্বিগন্তের ( দূর দেশান্তরের ) নূপতিগণ ভাট হইয়া তোমার গুণের ব্যাখ্যান করে—যাহা শুনিয়া কৃতান্তাদি ভয়ে কম্পমান হয় । তোমার মহিমা গন্ধার প্রবাহের ত্রায় এমন গভীর ও নির্মল যে তাহা দেখিয়া জগতের বড় বড় বীরগণ অহুশ্চরিতা পাইয়া থাকেন । তোমার অদ্ভুত পৌরুষের কথা শুনিয়া এই সমস্ত লোক ( শত্রুপক্ষের ঘোড়াগণ ) জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছে । সিংহের গর্জনে শুনিয়া মদমত্ত হস্তিগণেরও যেমন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তেমনি সমস্ত কোরবগণ তোমার ভয়ে ভীত হইয়াছে । পর্বত বজ্রকে, সর্প গরুড়কে যেমন মনে করে, ইহারাও সর্বদা তোমাকে তেমনি মনে করে ( ভয় করে ) । যুদ্ধ না করিয়া যদি তুমি পশ্চাৎপদ হও, তবে তোমার এই প্রতিষ্ঠা ( শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ) নষ্ট হইবে, এবং হীনত্ব তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে । আর পলাইতে গেলেও তোমাকে পলাইতে দিবে না ; তোমাকে ধরিয়া আনিয়া অপমান করিবে, আর তোমাকে শুনাইয়া অগণিত কটুক্তি করিবে । তখন তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে,—তবে এখন বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ করিবে না কেন ? যুদ্ধে জয় হইলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করিবে ।

হতো বা প্রাপ্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।

তস্মাদ্ভুক্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

অথবা বর্ণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে গিয়া যদি জীবন যায়, তবে অনায়াসে নিকটক স্বর্গস্থ প্রাপ্ত হইবে । ( ২২০ ) হুতরাং, হে কিরীটি, এ বিষয়ে আর বিচার না করিয়া, এখন যুদ্ধধারণ করিয়া উঠ এবং ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ কর । দেখ, স্বধর্মের আচরণ করিলে অজিত পাণও নষ্ট হয়,—ইহাতে যে পাণ হইতে পারে এই ভ্রান্তি তোমার চিন্তে কি করিয়া উৎপন্ন হইল ? বল, নৌকার আশ্রয় হইলে কি ডুবিতে হয় ? অথবা ( উত্তম ) মার্গে চলিলে কি হৌচট খাইতে হয় ? পরন্তু, কদাচিৎ চলিতে না জানিলে তাহাই হয় । বিষের সহিত মিশাইয়া অমৃত সেবন করিলে তাহাতে মৃত্যু হয়, তেমনি ফলাশা করিয়া স্বধর্ম্যাচরণ করিলেও দোষপ্রাপ্তি হয় । হুতরাং,

হে পার্থ, সর্বথা উদ্দেশ্য ( ফলাকাজ্জা ) ত্যাগ করিয়া ক্ষাত্ৰধৰ্ম্মাহুসারে যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে না ।

সুখদুঃখে সমে কৃতা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৮

সুখে উৎফুল্ল হইবে না, দুঃখে বিষণ্ণ হইবে না, আর মনে লাভালাভের চিন্তাও আসিতে দিবে না । এই যুদ্ধে জয় হইকে, বা দেহ সর্বথা নষ্ট হইয়া যাইবে, এই সব ভবিষ্যতের কথা আগে হইতে কখনই চিন্তা করিবে না । স্বধৰ্ম্মের আচরণ করাই নিজের কর্তব্য,—ইহাতে যাহাই প্রাপ্ত হওয়া যাউক না কেন, তাহা প্রশান্তচিত্তে সহন করিতে হইবে । এইভাবে, মনকে বাঁধিলে স্বভাবতঃ কোনও দোষ হইবে না, অতএব, এখন নিঃসংশয় হইয়া তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।

এষা তেহিতিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্রিমাং শূনু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯

এপর্যন্ত তোমাকে সাংখ্যস্থিতির ( জ্ঞানযোগের ) কথা সংক্ষেপে বলিলাম । এখন বুদ্ধিযোগের ( কৰ্ম্মযোগের ) কথা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি, অবধান কর । ( ২৩০ ) হে পার্থ, যে বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইলে কখনও কৰ্ম্মবন্ধন হইতে পারে না ।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্বতে ।

স্বল্পমপ্যস্তু ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

যেমন বজ্রকবচ ধারণ করিলে শস্ত্রের বর্ষণ সহ করা যায়, এবং অবশেষে বিজয়লাভ অবধি হয়, তেমনি ( বুদ্ধিযোগে ) ঐহিক স্রুতের নাশ হয় না, আর অস্ত্রে মোক্ষলাভ হয়—ইহাতে পূর্বাভ্যুক্রম ( পূর্বের বর্ণিত সাংখ্যযোগের অস্তনিহিত ভাব বা ধারা ) স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় । ‘কৰ্ম্মাধারে’ ( কৰ্ম্মের আশ্রয়ে, কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত ) থাকিবে, পরন্তু কৰ্ম্মফল<sup>১</sup> ভোগ করিবে না,—

যেমন মাত্তিকের ( মস্তজের ) ভূতবাধা হয় না, তেমনি, যাহার পূর্ণভাবে বুদ্ধিযোগপ্রাপ্তি হইয়াছে ( যে কৰ্মফলের আশা পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছে ) তাহাকে এই অসৎ ( অনিত্য ) জগতের উপাধি বশীভূত করিতে পারে না । যাহাতে পাণের সঞ্চার হয় না, যাহা স্পন্দ, অতি নিশ্চল ( অটল ), যাহাতে গুণত্রয়াদির লেপ ( দোষ ) স্পর্শ করে না ; হে অৰ্জুন, পুণ্যবশে যদি হৃদয়ে স্বল্প পরিমাণেও সেই বুদ্ধির প্রকাশ হয়, তবে সংসারভয় সমূলে নাশ-প্রাপ্ত হয় ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হ্রনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

যেমন দীপের জ্যোতি ছোট হইলেও বহুপরিমাণে তেজ প্রকাশ করে, তেমনি, সদবুদ্ধি অল্প হইলেও তাহাকে ছোট মনে করা উচিত নহে । হে পার্থ, জ্ঞানী ( বিচারশীল ) পুরুষগণ নানা উপায়ে যে সদ্বাসনার সাধনা করেন, যাহা চরাচরে দুর্লভ ; অত্র প্রস্তরের ত্রায় যেমন বহু পরশপাথর জোটে না, কিম্বা দৈবযোগেই যেমন অমৃতের এক কণা প্রাপ্ত হওয়া যায় ( ২৪০ ), তেমনি, পরমাত্মায় যাহার পর্য্যবসান, সেই সদবুদ্ধি জগতে দুর্লভ ; গঙ্গার ( নদীর ) প্রবাহ যেমন নিরন্তর সমুদ্রের দিকে ধাবিত, তেমনি, হে অৰ্জুন, ঈশ্বর ভিন্ন যাহার অত্র কোনও লক্ষ্য ( সাধ্য বিষয় ) নাই, জগতে সেই বুদ্ধিই একমাত্র সুবুদ্ধি । ইহা ভিন্ন যে বুদ্ধি, তাহা দুৰ্ম্মতি ( দুৰ্ব্বুদ্ধি ), তাহার বহুবিধ বিকার হয়—এবং অবिवেকিগণ তাহাতে নিরন্তর রমণ করে । এইজন্ত, হে পার্থ, তাহাদের স্বর্গ ও সংসারস্বখেই আস্থা ( উৎকট ইচ্ছা ), আত্মস্ব তাহাদের কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২

ইহার। বেদের আশ্রয় লইয়া কেবল কৰ্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে, পরন্তু কৰ্ম্মফলে আসক্তি পোষণ করে । বলে—“সংসারে জন্মগ্রহণ করিব, যজ্ঞাদিকৰ্ম্মের আচরণ করিব, এবং মনোহর স্বর্গস্থ উপভোগ করিব ।” হে অৰ্জুন, এই দুৰ্ব্বুদ্ধি মনুষ্যগণ বলে—“এখানে ইহা ( স্বর্গস্থ ) ভিন্ন অত্র কোনও স্থলভ বস্তু নাই ।”

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবজ্রলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

দেখ, তাহারা কেবল ভোগের মধ্যে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, মনে<sup>১</sup> অভিভূত<sup>২</sup> হইয়া, কর্মের আচরণ করে, নানাপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাহারা বিধি ( শাস্ত্রের বিধান ) উল্লঙ্ঘন করে না এবং নিপুণভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে । পরন্তু, তাহারা একটি অমুচিত ( অসৎ ) কর্ম্ম করে—মনে স্বর্গকামনা করিয়া, যজ্ঞের ভোক্তা যজ্ঞ-পুরুষকে ভুলিয়া যায় । (২৫০) রাশীকৃত কর্পূরে অগ্নি লাগাইয়া দিলে যেমন হয়, অথবা মিষ্টানে কালকূট বিষ মিশাইলে যেমন হয় ; অথবা অমৃতকুন্ড পাইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া উন্টাইয়া দিলে যেমন হয়, তেমনি ইহারা সহেতুক কর্ম্ম আচরণ করিয়া অজ্ঞিত ধর্ম্মের নাশ করে । কষ্ট ( পরিশ্রম ) করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবে, অথচ সংসারের অপেক্ষা ( ইচ্ছা ) কেন করিবে ? পরন্তু, যাহারা ‘অপ্রাপ্ত’ ( অবিবেকী ) তাহারা কি করিবে বুঝিতে পারে না । রাধুনী যেমন উত্তম অন্নপাক করিয়া অর্থের জন্ত তাহা বিক্রয় করে, তেমনি, এই অবিবেকী ব্যক্তিগণ ভোগের জন্ত ধর্ম্মকে হারায় ; এইজন্ত, হে পার্শ্ব, যাহারা বেদার্থ প্রতিপাদনে রত ( যত্ন ) তাহারা মনে সর্ব্বথা দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে ।

ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নিদ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

ইহা নিশ্চয় জানিও যে বেদ গুণত্রয়দ্বারা আবৃত, সেইজন্ত ( শুধু ) উপনিষদাদি সমস্ত সাত্ত্বিক । হে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব, ইহা ভিন্ন অত্র যাহা কিছু ( কর্ম্মকাণ্ড ) কর্ম্মাদি নিরূপণ করে এবং যাহা কেবল স্বর্গহৃৎক ( স্বর্গস্থখের লোভ দেখায় ) তাহা রজঃ ও তমোগুণাত্মক । এইজন্ত, ইহাকে ( এই কর্ম্মকে ) স্থখ-হৃৎখের কারণ বলিয়া জানিবে, ইহার মধ্যে তোমার অন্তঃকরণকে প্রবেশ করিতে দিবে না । তুমি গুণত্রয়কে পরিহার করিয়া, “আমি” “আমার” ( এই

ভাব পোষণ) না করিয়া, সর্বদা আত্মহুতের চিন্তায় মগ্ন থাকিবে ( “অন্তঃকরণে আত্মহুতের কথা বিশ্বৃত হইবে না” ) ।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ ॥ ৪৬

যদিও বেদ অনেক কথা বলিয়াছে এবং বিবিধ ভেদের সূচনা করিয়াছে, তথাপি উহাদের মধ্যে শাস্ত্র আপনার হিতকারী, তাহাই গ্রহণ করিবে । ( ২৬০ ) যেমন সূর্য্যের উদয় হইলে সমস্ত পথই দেখা যায়, কিন্তু সকল পথেই কি চলিতে হইবে ? তাহাই আমাকে বল । কিঞ্চিৎ, যদি সমস্ত পৃথিবীই জলময় হইয়া যায়, তখন যেটুকু জল নিজের প্রয়োজন হয় শুধু তাহাই গ্রহণ করা হয় । তেমনি, যাহারা জ্ঞানী তাঁহারা বেদার্থ বিচার করিয়া যাহা অপেক্ষিত ( অভীষ্ট ) ও সারাংশ তাহাই স্বীকার ( গ্রহণ ) করেন ।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্ম্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্তকর্ম্মণি ॥ ৪৭

অতএব, হে পার্থ, শুন ; এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এখন তোমার স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত । সমস্ত বিচার করিয়া আমার মনে হইতেছে তোমার আপন বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে । পরন্তু, কর্ম্মফলের আশা করিবে না, আর কুকর্ম্মের ( নিষিদ্ধ কর্ম্মের ) সহিত সম্পর্ক রাখিবে না, নিকাম সৎকর্ম্মের আচরণ করিবে ।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

হে অর্জুন, তুমি যোগযুক্ত হইয়া, ফলের সঙ্গ ( আশা ) ত্যাগ করিয়া, মনোযোগপূর্ব্বক স্বকর্ম্মের আচরণ কর । পরন্তু, কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দৈব-যোগে যদি\* তাহা সমাপ্ত না হয়, তবে তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইও না । কিঞ্চিৎ, কোনও এক কারণের জগ্ন যদি কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তবে

\* যদি সমাপ্ত হয় তবে তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইও না

তাহাতেও অসন্তোষে ক্ষুব্ধ হইও না। আচরিত কর্ম যদি সমাপ্ত হয়, তবে কার্যসিদ্ধি তো ঠিকই হইল, পরন্তু, অসম্পূর্ণ হইলেও উহা সফল হইল, ইহাই মনে করিবে। ( ২৭০ ) দেখ, যত কিছু কর্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহা সমস্তই যদি আদি পুরুষ ভগবানকে অর্পণ করা যায়, তবে তাহা সহজেই পরিপূর্ণ হইল, জানিবে। কর্ম ভালই হউক বা মন্দই হউক ( সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই হউক ), তাহার প্রতি মনোধর্মের সাম্যভাবেকেই যোগস্থিতি বলে ; উত্তম ( জ্ঞানী ) পুরুষগণ তাহার প্রশংসা করেন।

দূরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাঙ্কনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমঘিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃততদ্বৃকৃতে।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

হে অর্জুন, মন ও বুদ্ধির ঐক্য হইলে চিত্তের যে সমস্ত হয়, তাহাকেই যোগের সার বলিয়া জানিবে। হে পার্থ, বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, বুদ্ধিযোগের তুলনায় কর্মযোগের যোগ্যতা কম বলিয়া মনে হয়। পরন্তু, ঐ কর্মের আচরণ করিয়াও, ( বুদ্ধি ) যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ ( নিকাম ) কর্মসিদ্ধি হইলেই তাহাই সহজে যোগস্থিতি হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য, হে অর্জুন, বুদ্ধিযোগই ( মনুষ্যের ) দৃঢ় আশ্রয়, মনে ফলহেতু ( ফলাশা ) উপেক্ষা করিয়া তুমি এই বুদ্ধিযোগেই স্থির হইয়া থাক। অতএব, যাহারা বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

হে অর্জুন, তাহারা কর্ম করিলেও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না এবং তাহাদের জন্মমরণের যাতায়াত চুকিয়া যায়। হে ধর্মধর, তাহারা বুদ্ধিযোগযুক্ত হইয়া নিরাময় ( শান্তি ) পূর্ণ অচ্যুত ( শাস্ত ) পদ প্রাপ্ত হয়।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্ব্যতিতরিণ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যান্ত্র ঞ্চ তন্ত্ৰ চ ॥ ৫২

যখন তুমি মোহ পরিত্যাগ করিবে এবং তোমার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার করিবে, তখন তুমিও এইরূপ হইয়া যাইবে। (২৮০) তখন নিষ্কলক (নির্দোষ) গহন (গভীর) আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, এবং তাহাতে আপনা হইতেই তোমার মন বাসনারহিত হইবে। হে অৰ্জুন, এই অবস্থায় আর কি জানিতে চাহিবে? পূর্বের কথা কি স্মরণ করিবে? তখন এ সমস্ত (কল্পনাই) শান্ত হইয়া যাইবে।

ঞ্চতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদা স্থাস্ত্যতি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

যে মতি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে চঞ্চল হয় (বিস্তার লাভ করে) তাহা পুনরায় আত্মস্বরূপে স্থির হইবে। শুধু সমাধিস্থখেই যখন তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হইবে, তখনই তুমি সম্পূর্ণভাবে যোগস্থিতি প্রাপ্ত হইবে।

অৰ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্ব কা ভাষা সমাধিস্থস্ত্ব কেশব ।

স্থিতথীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

তখন অৰ্জুন বলিলেন—হে দেব, এই সব বিষয়ে এখন আমি কিছু প্রশ্ন করিতে চাহি, হে রূপানিধি, আপনি বলুন। তখন অচ্যুত ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—হে কিরীটি, তোমার যাহা ভাল লাগে, মন খুলিয়া তাহাই জিজ্ঞাসা কর। এই কথার পর পার্থ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে, এবং তাঁহাকে কি করিয়া জানা যায়, তাহাই বলুন। আর যাহাকে স্থিরবুদ্ধি বলে তাঁহাকে কেমন লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পারা যায়?—যিনি অথগু সমাধিস্থ ভোগ করেন—তাঁহারই বা কোন স্থিতি? কি রূপেই বা তিনি শোভা পান? হে দেব লক্ষ্মীপতি, তাহাই বলুন।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্ সৰ্ব্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মগোবান্ধনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫



তখন, পরব্রহ্মের অবতার, ষড়্গুণের আধার, নারায়ণ কি বলিতে লাগিলেন ( শুভ্র ) । ( ২০০ ) বলিলেন—হে অৰ্জুন, শুন, মনে প্রবল বিষয়-বাসনা ( ‘অভিলাষ’ ) আত্মস্থত্বের অন্তরায় হয় । যিনি সদা ‘নিত্যতৃপ্ত’, ষাঁহার অন্তঃকরণ ( আত্মজ্ঞানে ) পূর্ণ; পরন্তু, ষাঁহার ( যে কামের ) সঙ্গ করিলে বিষয়মধ্যে পতিত হইতে হয়, সেই কামের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া ষাঁহার মন আত্মানন্দে মগ্ন থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ, জানিবে ।

দুঃখেদমুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেযু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যাতে ॥ ৫৬

নানা দুঃখপ্রাপ্ত হইলেও ষাঁহার চিত্তে উদ্বেগ হয় না, আর সুখপ্রাপ্তির আৰ্ত্তি ( ইচ্ছা ) ষাঁহাকে অভিভূত করে না, হে অৰ্জুন, তাঁহার কাছে কাম, ক্রোধ সহজে আসিতে পারে না, আর, সেই ( আত্মানন্দে ) পরিপূর্ণ পুরুষ ভয় কি তাহা কখনও জানেন না । ষাঁহার নিরবধি এইপ্রকার স্থিতি, তাঁহাকেই স্থিরবুদ্ধি বলিয়া জানিবে—সেই মুনি সৰ্ব্বথা উপাধিভেদরহিত ( উপাধিত্যাগ করিয়া ভেদরহিত হইয়াছেন ) ।

যঃ সৰ্ব্বত্রানভিন্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দোষ্টি তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

পূর্ণচক্রে যেমন অধমোত্তম বিচার না করিয়া জ্যোৎস্না প্রকাশ করে, তেমনি যিনি সৰ্বত্র সদা সমভাবাপন্ন; এমনি ষাঁহার অবিচ্ছিন্ন সমতা, ভূতুমাট্রেই ( সৰ্ব্বজীবে ) ষাঁহার সদয়তা, আর কোনও সময়ে ষাঁহার চিত্তের স্বৈর্য্য নষ্ট হয় না; উত্তম কিছু লাভ হইলে সন্তোষ ( আনন্দ ) ষাঁহাকে অভিভূত করে না, অন্তত স্থিতি ষাঁহার মনে বিষাদ উৎপন্ন করে না; হে ধৰ্ম্মর্জুন, এইরূপ হর্ষশোকরহিত, আত্মবোধে পূর্ণ পুরুষকে “প্রজ্ঞায়ুক্ত” বলিয়া জানিবে । ( ৩০০ )

যদা সংহরতে চায়াং কুর্শ্মোহঙ্গানীব সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

কুর্শ্বের ‘রীতি দেখ’,—সে আনন্দে নিজের অবয়ব প্রসারিত করে, পরন্তু,

ইচ্ছামত নিজের মধ্যে টানিয়া লয় (সঙ্কচিত করে); তেমনি ইন্দ্রিয়সকল অধীন হইয়া বাহ্যর আজ্ঞা পালন করে, তাঁহার প্রজ্ঞা স্থিতি (স্থৈর্য্য) প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিবে।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

হে অর্জুন এখন আর একটা চমৎকার কথা বলিতেছি, শুন,—যে সাধক নিয়মের সাধনা করিয়া বিষয় ত্যাগ করে; শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দমন করে, পরস্তু, রসনার সংযম করে না, তাহাকে এই জগতে বিষয় নানাভাবে (সহস্রধা) কবলিত করে। পত্রপল্লবগুলি উপর উপর ছেদন করিয়া যদি বৃক্ষের মূলে জল দেওয়া হয়, তবে তাহার নাশ হইবে কেমন করিয়া? এই জ্বলের বলে (সাহায্যে) যেমন শাখাপল্লবগুলি অধিকতর রূপে আড়াআড়িভাবে বিস্তার লাভ করে, তেমনি রসদ্বারা দিয়া মনে বিষয়ের পুষ্টি হয়। অস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে ছাড়ান যায়, পরস্তু, তেমনি নিয়মের (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) দ্বারা রসের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কারণ, ইহা বিনা জীবন ধারণ করা যায় না। তবে, হে অর্জুন, পরব্রহ্মের অমুভব হইয়া গেলে, ইহাকেও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যখন সোহম্ (‘ব্রহ্মান্দি’) ভাবের প্রতীতি (অমুভূতি) প্রকট হয়, তখন শরীরভাব (দেহধর্ম্ম) নষ্ট হইয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয় তুলিয়া যায়।

যন্তোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

নতুবা, হে অর্জুন, সাধনার দ্বারা ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; বাহ্যরা ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য নিরন্তর প্রযত্ন করে; বাহ্যরা যোগাভ্যাসকে আশ্রয় করিয়া (পাহারায় রাখিয়া) যম-নিয়মের বেড়া দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, মনকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখে; এই ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তাহাদেরও ব্যাকুল করিয়া তোলে—যেমন বক্ষিণী মন্ত্রজ্ঞকে তুলায়; তেমনি ভাবে বিষয়-

বুদ্ধি সিদ্ধির বেশ ধরিয়া উপস্থিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে মনকে বিভ্রান্ত করে। ঐ সময়ে মন ঐ বিষয়ে প্রবেশ করে, অভ্যাসও ( স্তব্ধ ) নিফল হয়— ইন্দ্রিয়ের শক্তি এতই অধিক।

তানি সর্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যশ্চেন্দ্রিয়ানি তস্মা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

অতএব, হে পার্থ, শুন,—সর্ববিষয়ে আস্থা ( মালসা ) ত্যাগ করিয়া যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বথা দমন ( দমন ) করে, সেই যোগনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় জানিবে ; বাহার অন্তঃকরণ বিষয়স্থখে আকৃষ্ট হয় না, সে সতত আত্মবোধযুক্ত হইয়া থাকে, এবং হৃদয়ের মধ্যে আমাকে কখনও বিশ্বত হয় না। নতুবা, বাহ্যতঃ বিষয়ভোগ না থাকিলেও, যদি মনে বিষয়ভোগের কোনও ইচ্ছা থাকে, তবে আত্মস্ত সংসারই থাকিয়া যায় ( জন্মমৃত্যুর কবল হতে মুক্তি পাওয়া যায় না )। যেমন বিষের লেশমাত্র পান করিলে বহুপরিমাণে বাড়িয়া যায়, এবং নিশ্চিতভাবে জীবন নাশ করে ; তেমনি মনে বিষয়ের কল্পনা থাকিলে, তাহা বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ( ৩২০ )

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২

ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্রুতি ॥ ৬৩

হৃদয়ে বিষয়ের স্মৃতি থাকিলে তাহা নিঃসঙ্গ লোকেরও বিষয়ের সহিত সঙ্গ ( সম্বন্ধ ) ঘটায়, সঙ্গ হইতেই কামের মূর্তি প্রকট হয়। কাম উৎপন্ন হইলেই প্রথমে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধের মধ্যেই 'সন্মোহ' ( মোহ, ভ্রম ) অবস্থান করে। মোহের উদয়ে স্মৃতিভ্রংশ হয়,—যেমন প্রচণ্ড বায়ুতে দীপের জ্যোতি নিবিয়া যায় ; কিম্বা, সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রি যেমন সূর্য্যের তেজকে গ্রাস করে, স্মৃতিভ্রংশ হইলে প্রাণীর দশাও ঐরূপ হয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে সব কিছু ডুবিয়া গেলে, হৃদয়ের মধ্যে বুদ্ধি ব্যাকুল হয়। অজ্ঞান যেমন পলাইতে চাহিলে নিরুপায় হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে, তেমনি, হে ধনুর্দ্ধর, বুদ্ধিও ভ্রমে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। এইভাবে, স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি সর্বতোভাবে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহাতে

জ্ঞান (বিচারশক্তি) সমূলে উৎপাটিত হয়। চৈতন্যের লোপ হইলে শরীরের যে দশা হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্যেরও সেইরূপ দুর্দশা হয়। এইজন্য, হে অর্জুন, শুন,—ইহ্মনে অগ্নিস্কলিঙ্গ লাগিয়া জলিয়া উঠিলে, যেমন অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া ত্রিতুবন জ্বালাইতে সক্ষম হয়, তেমনি, কদাচিত যদি মনে বিষয়ের চিন্তাও আসিয়া যায়, তবে তাহাতেই এই প্রকার পতন হইতে পারে। ( ৩৩০ )

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্ত্বং বিষয়ানিচ্ছিস্যৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

অতএব, এই সমস্ত বিষয়গুলি মন হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে, তাহাতে রাগদ্বেষও আপনা আপনি নষ্ট হইবে। হে পার্থ, আর একটি কথা—রাগদ্বেষের নাশ হইলে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ে রমণ করিলেও, তাহাতে কোনও বাধা হয় না। আকাশস্থ সূর্য্য যেমন আপনার কিরণজালদ্বারা জগৎকে স্পর্শ করে, তথাপি তাহাদ্বারা সঙ্গদোষে লিপ্ত হয় না, তেমনি যিনি ইচ্ছিয়ার্থে ( ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ) উদাসীন, এবং কামক্রোধবিহীন হইয়া সদা আত্মানন্দে নিমগ্ন ( সমরস হইয়াছেন ), তিনি বিধে আপন স্বরূপ ভিন্ন অস্ত্র কিছুই দেখিতে পান না—তাঁহাকে কোন বিষয় কি করিয়া বন্ধন করিবে ? জল যদি জলে ডুবিতে পারে, কিম্বা অগ্নি যদি অগ্নিকে জ্বালাইতে সক্ষম হয়, তবেই এই ( আত্মানন্দে ) পরিপূর্ণ পুরুষকে বিষয়সঙ্গ ডুবাইতে পারে। এই-ভাবে যিনি কেবল আত্মস্বরূপে নিশ্চল হইয়া থাকেন ( সর্বভূতে আত্মস্বরূপ দর্শন করেন ), তিনি নিঃসংশয়ে অচলপ্রজ্ঞ ( স্থিতপ্রজ্ঞ ) জানিবে।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরশ্রোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যুপ্তা বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

দেখ, যেখানে চিন্তে অধঃ প্রসন্নতা আছে, সেখানে এই সমস্ত সংসারদুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না। বাহার উদরে অয়ুতের নির্ঝর উৎপন্ন হয়, তাহার যেমন ক্ষুধাতৃষ্ণার কোনও ভয় থাকে না, তেমনি, হৃদয় প্রসন্ন থাকিলে, দুঃখ কেমন করিয়া কোথায় হইবে ? তখন বুদ্ধি আপনা হইতেই পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিবে। ( ৩৪০ ) যেমন 'নির্ঝাত' ( বায়ুহীন ) স্থানে প্রদীপ

সর্বথা নিরুপ্ত থাকে, তেমনি, স্থিরবুদ্ধি ( স্থিতপ্রজ্ঞ ) পুরুষ স্বরূপে সর্বদা যোগযুক্ত থাকেন ।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্ত কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

যাহার অন্তঃকরণে এই যুক্তির বিচার নাই, সেই ত্রিগুণাত্মক বিষয়পাশে আবদ্ধ হয়, জানিবে । হে পার্থ, তাহার বুদ্ধি কখনও স্থির হয় না । আর স্থৈর্য্যের জন্ম আস্হা ( ইচ্ছা ) ও তাহার মনে উৎপন্ন হয় না ; মনে যদি নিশ্চলতার ( স্থিরতার ) কল্পনাই না থাকে, তবে, হে অর্জুন, কি করিয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইবে ? আর যেখানে শাস্তির জন্ম অম্বরাগ নাই<sup>১</sup> সেখানে সুখ কখনও প্রবেশ করে না,—যেমন পাপীর কাছে মোক্ষ কখনও ঘেঁসে না ( থাকিতে পারে না ) । দেখ, অগ্নিদগ্ধ বীজে যদি অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয়, তবেই অশাস্ত হৃদয়ে সুখপ্রাপ্তি ঘটে । অতএব, মনের অস্থিরতাই দুঃখের মূল কারণ, এইজন্য ইন্দ্রিয়ের দমনই বাঞ্ছনীয় ( উত্তম ) ।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭

ইন্দ্রিয়ের কথাহুসারে যে পুরুষ কার্য্য করে, সে বিষয়সিদ্ধি পায় হইয়াও পায় হয় না । নৌকা তীরে পৌছিয়া যদি ঝড়ের মুখে পড়ে তবে যেমন যে বিপদ হইতে আগে রক্ষা পাইয়াছে তাহাই পুনরায় প্রাপ্ত হয় ; তেমনি, ‘প্রাপ্ত’ ( যাহার আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইয়াছে ) পুরুষ যদি কোঁতুকেও ইন্দ্রিয়ের লালন করে ( প্রশ্রয় দেয় ), তবে তাহাকে সাংসারিক দেহদুঃখ আক্রমণ করে । ( ৩৫০ )

তস্মাদ্ যস্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, ইন্দ্রিয়গুলি যদি আপনা হইতেই নিজের বশীভূত হয়, তাহা হইতে আর অধিক কি সার্থক হইতে পারে ? এমনভাবে, যাহার ইন্দ্রিয়-

<sup>১</sup> সেখানে সুখ ভুলিয়াও কখন প্রবেশ করে না

গ্রাম বশে থাকিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করে, তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। এখন, হে অৰ্জুন, 'পূর্ণ' (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) পুরুষের আর একটি গুণ লক্ষণের কথা তোমাকে বলিতেছি, শুন।

যা নিশা সৰ্বভূতানাং তস্তাং জাগৰ্দ্ধি সংযমী  
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥ ৬৯

দেখ, সৰ্ব প্রাণী যে বিম্বে নিদ্রিত (যে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ), সেই বিষয়ে যিনি জাগিয়া থাকেন আর জীব' যে বিষয়ে জাগ্রত, সেই বিষয়ে যিনি নিদ্রিত, হে অৰ্জুন, তাহাকেই নিরুপাধি, স্থিরবুদ্ধি ও নিঃসীম মুনীশ্বর বলিয়া জানিবে।

আপূৰ্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সৰ্ব্বৈ স শাস্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

হে পার্থ, আর এক লক্ষণ দ্বারা ইহাকে জানা যায়, তাহা শুন—সমুদ্রের অক্ষোভতা (স্থৈর্য, শাস্ত্যভাব) যেমন অখণ্ডিত, সমস্ত নদীর প্রবাহ (দুহুল ভরিয়া) পরিপূর্ণ হইয়াও যদি সমুদ্রে মিলিত হয়, তথাপি যেমন তাহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না এবং সমুদ্র তাহার সীমা লঙ্ঘন করে না; অথবা, হে পার্থ, গ্রীষ্মকালে সমস্ত নদী শুকাইয়া গেলেও যেমন সমুদ্র ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় না; তেমনি ঋত্বিসিদ্ধিপ্রাপ্তি হইলেও, তাহার (স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের) বুদ্ধি ক্লব (বিচলিত) হয় না, আর প্রাপ্তি না হইলেও তাহার ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। সূর্যের ঘরে কি একটি ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশ বিকিরণ করে? কিবা, (দীপ) না জ্বলিইলে কি অন্ধকার সূর্যকে ঘিরিয়া ফেলে? (৬৬০) দেখ, ঋদ্ধি আসিল বা গেল, তাহা তাহার স্রবণে থাকে না, তিনি অন্তরে মহান্ধে (আত্মানন্দে) নিমগ্ন থাকেন। যিনি নিজের গৃহশোভার তুলনায় ইন্দ্রভুবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, ভীলের পর্ণকুটীর তাহার মনোরঞ্জন করিবে কি প্রকারে? যে অমৃতের দোষ ধরে, সে কখনও কাঁজী (ফেন) সেবন করে না। তেমনি, বাহার আত্মস্থখাত্মক হইয়াছে, তিনি ঋদ্ধিস্থ (লৌকিক বৈভব) ভোগ করিতে চান না। হে পার্থ, আরও আশ্চর্য্য দেখ, যেখানে স্বর্গস্থখই নগণ্য, সেখানে 'প্রাকৃত' (সামান্য) ঋত্বিসিদ্ধি কি তুচ্ছ নয়?

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নির্গমো নিরহংকারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এইভাবে, যিনি আত্মজ্ঞানে তুষ্ট, পরমানন্দে পুষ্ট, তাঁহাকেই প্রকৃত ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’ বলিয়া জানিবে; তিনি অহংকারকে জয় করিয়া সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপ হইয়া বিচরণ করেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুরতি ।

স্থিত্বাত্ম্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২

যে নিষ্কাম পুরুষ এই নিঃসীম ব্রহ্মস্থিতি অমুভব করেন, তিনি অনায়াসে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। যে ব্রহ্মস্থিতিতে (যাহার আজ্ঞায় বা প্রভাবে) চিদ্রূপে মিলিত হইবার সময় দেহান্তের (মরণকালের) ব্যাকুলতা চিন্তে বাধা উৎপন্ন করিতে পারে না—ত্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে সেই স্থিতির কথা অর্জুনের উপদেশ করিয়াছিলেন—সঞ্জয় (ধৃতরাষ্ট্রকে) এই কথাই বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন মনে মনে বলিলেন—“এই যুক্তি এখন আমার পক্ষে উপযোগীই” হইল। (৩৭০) ভগবান সমস্ত কর্মই ‘নিরাকরণ’ (নিষেধ) করিয়াছেন, আমার যুদ্ধ করাও তেমনি নিষিদ্ধ হইয়া গেল।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুনের চিত্ত প্রশান্ত হইল,—এখন তিনি সশঙ্কচিত্তে কতকগুলি উত্তম (সুচিন্তিত) প্রশ্ন করিবেন। সেই সুন্দর প্রশ্নসকল ধর্ম্মের আগার (উৎপত্তিস্থান), কিসা, বিবেকামৃতের অসীম সমুদ্র। সর্বজ্ঞ-নাথ শ্রীঅনন্ত স্বয়ং এই সংবাদ নিরূপণ করিবেন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব তাহা বর্ণনা করিবেন। (৩৭৪)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত ।

## তৃতীয় অধ্যায়

অৰ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কৰ্মগন্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনাদ্দন ।

তৎ কিং কৰ্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

তখন অৰ্জুন বলিলেন—হে কমলাপতি, আপনি যে কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। বিচার করিয়া দেখিলে, কৰ্ম ও কৰ্ত্তা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—হে অনন্ত, ইহাই যদি আপনার নিশ্চিত মত হয়, তবে, হে হরি, আমাকে কেমন করিয়া বলিতেছেন—“সংগ্রাম কর” ? আমাকে এই ঘোর কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিতে কি আপনার লজ্জা (সংকোচ) বোধ হইতেছে না? আপনি সমস্ত কৰ্ম্মই নিঃশেষে নিরাকরণ (নিষেধ) করিয়াছেন, তবে আমি দ্বারা কেন এই হিংসাপূর্ণ কৰ্ম্ম করাইতেছেন? হে হৃষীকেশ, আপনিই বিচার করুন, লেশমাত্র কৰ্ম্মকেই আপনি মানিতে চান না, আর আপনি এমনি এক হিংসার কৰ্ম্ম করাইতেছেন।

ব্যামিশ্ৰেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্ৰেয়োহহমাপ্নয়াম্ ॥ ২

হে দেব, আপনিই যখন এইরূপ বলিতেছেন, তখন আমরা অজ্ঞানী লোক কি করি? এখন সমস্ত বিবেকই (বিচারবুদ্ধি) নষ্ট হইল, দেখিতেছি। উপদেশই যদি এমন হয়, তবে অপভ্রংশ (ভ্রষ্টাচার, ভ্রম) আর কাহাকে বলে? আমার আত্মবোধের আকাজ্ঞা এখন পূর্ণ হইল। বৈজ্ঞ যদি কুপথ্য বারণ করিয়া নিজেই বিষ প্রদান করে, তবে যোগী বাঁচে কি করিয়া—বলুন। অন্ধকে বিপথে লইয়া গেলে, কিবা মৰ্কটকে মাছকলব্য পান করাইলে যেমন হয়, আপনার এই উত্তম উপদেশ লাভ করিয়া আমারও তেমনি হইল। আমি পূৰ্ব্ব হইতেই কিছু জ্ঞানি না, তাহার উপর মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, সেইজন্যই, হে কৃষ্ণ, আপনাকে বিচারের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। (১০) আপনার প্রত্যেক কথাই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, আপনার উপদেশের মধ্যে কি গোলমাল (বিশৃঙ্খলা)। এই উপদেশ অনুসারে



কাজ করিলে কি ফল হইবে? আমি কায়মনোপ্রাণে আপনার কথাশ্রিত, আপনি যদি একরূপ বলেন, তবে তো সবই গেল! এখন, এইভাবে বুঝাইয়া আপনি তো আমার ভালই করিলেন দেখিতেছি। ইহাতে জ্ঞানের আশা কোথায়?—অর্জুন বলিলেন—জ্ঞান (জ্ঞানের আশা) তো গেলই, পরন্তু আর একটা (লাভ) হইল এই যে আমার মন, যাহা স্থির (শান্ত) ছিল, তাহাও এখন বিক্ষুব্ধ (বিচলিত) হইল। হে কৃষ্ণ, আপনার চরিত্র বুঝিতে পারি না,—যদি এই ছলনা দ্বারা আমার চিত্ত পরীক্ষা করিতে চান; অথবা, আমাকে ধাপ্পা মারিয়া প্রতারণা করিতেছেন কিম্বা ইঙ্গিতে (ধ্বনিদ্বারা) তত্ত্বকথা বলিতেছেন,—ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। সুতরাং হে দেব, শুভ্রন, আমাকে ভাবার্থ না বলিয়া, সরল প্রাকৃত ভাষায় আপনার বিচার (সিদ্ধান্ত) সম্বন্ধে উপদেশ করুন। হে কৃষ্ণ, আমি অত্যন্ত মনবুদ্ধি, আপনি আমাকে এমনি একনিষ্ঠ (সরল) ভাবে বলুন, যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। দেখুন, রোগ সারাইবার জন্ত ঔষধ দিতে হয়, পরন্তু তাহা মধুর ও রুচিকর হওয়া আবশ্যক। তেমনি সকলার্থপূর্ণ ও উচিত (আচরণের যোগ্য) তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন, যাহা আমি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। (২০) হে দেব, আপনার মত গুরু পাইয়া আজ আমি আমার আকাঙ্ক্ষা কেন পূর্ণ করিব না? ইহাতে সন্দোহ করিবার কি আছে? আপনি তো আমার মাতার সদৃশ। দৈবযোগে যদি দুঃখবতী কামধেনু পাওয়া গেল, তবে কামনা অপূর্ণ (কম) রাখিব কেন? চিন্তামণি হাতে আসিলে, ইচ্ছা করা আর কি কঠিন? নিজের খুসীমত কেন ইচ্ছা করিব না? দেখুন, অমৃতসিঙ্গুর কাছে গিয়াও যদি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইতে হয়, তবে সেখানে যাইবার পরিশ্রম করা কেন? তেমনি, হে লক্ষীপতি, জন্মান্তরে অনেক উপাসনা করিয়া যদি আজ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে, হে পরমেশ্বর, আপন ইচ্ছামত বস্তু কেন চাহিয়া লইব না? হে দেব, আমার মনোরথের স্বকাল উপস্থিত হইয়াছে। দেখুন, আমার সকল আকাঙ্ক্ষা নবজীবন লাভ করিয়াছে, আর আমার পুণ্য যশস্বী হইল (প্রতিষ্ঠা লাভ করিল), আমার মনোরথ বিজয়ী হইল। কারণ, হে পরমমঙ্গলধাম, হে দেবদেবেশ্বর, আজ আপনি আমার অধীন হইয়াছেন। মাতার সন্তানপানের জন্ত যেমন সন্তানের সময় অসময় নাই (অবসরের অভাব

নাই), তেমনি, হে কৃপানিধি দেব, আমার মনের ইচ্ছা অমুসায়েই আপনাকে প্রণ করিতেছি। (৩০) পার্থ বলিলেন—আপনি এরূপ একটা নিশ্চিত উপদেশ করুন—যাহা পরলোকে হিতকারী হয় এবং (ইহলোকে) আচরণের যোগ্য হয়।

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅচ্যুত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—হে অৰ্জুন, আমার অভিপ্রায়ের (বক্তব্যের) গূঢ়ার্থ শুন। বুদ্ধিযোগের কথা বলিতে গিয়া আমি প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমতসংস্থার (জ্ঞানযোগের) কথাও প্রকট করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য তুমি বুঝিতে পার নাই, তাই বৃথা ক্লেভ করিতেছ, এখন তুমি শুন, আমি ঐ দুটির (জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগ) কথাই বলিয়াছি। হে বীরশ্রেষ্ঠ, অবধান কর,—এই লোকে এই দুই (প্রকার সহিত অমুষ্ঠিত) পন্থাই অনাদিসিদ্ধ, আমি হইতেই প্রকট হইয়াছে। একটিকে জ্ঞানযোগ বলে, সাংখ্যবাদিগণ তাহার অমুসরণ করে,—ইহাতে জ্ঞানলাভ হইলেই তদ্রূপতা প্রাপ্তি হয়। অমুটিকে কৰ্মযোগ বলিয়া জানিবে,—যাহাতে নিপুণ (তৎপর) হইয়া সাধকগণ উপযুক্ত সময়ে নির্কারণ লাভ করে। সিদ্ধ (তৈয়্যারী অন্ন) ও সাধ্য (যে অন্ন পাক করা হইবে) ভোজনে যেমন সমান তৃপ্তি হয়, তেমনি এই দুইটি মার্গ, ভিন্ন হইলেও, পরিণামে এক হইয়া যায়। কিম্বা, পূর্ব ও পশ্চিম বাহিনী নদী, দেখিতে ভিন্ন হইলেও, যেমন সমুদ্রে মিলিয়া অবশেষে এক্যপ্রাপ্ত হয়; তেমনি, এই দুটি মত একই তত্ত্ব (ধ্যেয়, পরমার্থ) স্মৃতিত করে, পরস্তু উহাদের সাধনা (উপাসনাপ্রণালী) সাধকের যোগ্যতার অধীন। (৪০) দেখ, পক্ষী উড়িয়াই কলের উপর গিয়া পড়ে,—মহুত্ব সেই প্রকার গতি কেমন করিয়া পাইবে, বল? সে তো ভাল হইতে ভাল, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, কিছু সময়ের পর, মার্গের সামর্থ্যে, নিশ্চিতভাবে ঐ কলটা পায়। তেমনি, সাংখ্যবাদী জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া বিহঙ্গমগতিতে সত্ত্ব মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। অমু (কৰ্ম) যোগী কৰ্মমার্গ আশ্রয় করিয়া বিহিত বধর্থাচ্ছত্তান করিতে করিতে বথাসময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ন কর্মণামনারন্তান্ নৈকর্ম্যং পুরুষোহশুতে ।

ন চ সংহ্রাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

উচিত ( বিহিত ) কর্ম না করিয়া কেহই সিদ্ধপুরুষের আশ্রয় নিশ্চিতভাবে কর্মহীন হইতে পারে না ( কর্ম ত্যাগ করিয়া নৈকর্ম্য লাভ করিতে পারে না ) । কিম্বা হে অর্জুন, প্রাপ্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া নৈকর্ম্য লাভ হইবে, মূর্খের আশ্রয় একথা বলাও বুঝা । বল তো, ( নদীপার হইয়া ) ওপারে যাইতে হইবে এইরূপ সরু উপস্থিত হইলে কি নৌকা ত্যাগ করা যায় ? অথবা, তৃপ্তি পাইতে ইচ্ছা হইলে রন্ধন কেন করিবে না ? কিম্বা, রন্ধন করা অন্ন কেন গ্রহণ করিবে না ? বল । যতক্ষণ না নিরাকাজ্ঞার উদয় হয় ( বাসনার বিনাশ হয় ), ততক্ষণ ( কর্মের ) ব্যাপার চলিবেই, আর সন্তোষ লাভ হইলেই উহা সহজেই বন্ধ হইবে । অতএব, হে পার্থ, শুন,—নৈকর্ম্যপদে আস্বা ( নৈকর্ম্যসাধনের ইচ্ছা ) থাকিলে উচিত ( বিহিত ) কর্ম কোনমতেই ত্যাজ্য নহে । ( ১৫০ ) আর, আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, বা ত্যাগ করিলে কর্মেরও নাশ হইবে—এই যে কথা ; ইহা ব্যর্থ ও স্বেচ্ছাচার-প্রণোদিত—বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কর্ম ত্যাগ করিলেই কর্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—ইহা নিশ্চিত বলিয়া জানিবে ।

ন হি কশ্চিৎ ক্রণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হ্রবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈষ্ঠং নৈঃ ॥ ৫

যতদিন প্রকৃতির অধিষ্ঠান ( আধার ) থাকিবে, ততদিন ( কর্মের ) ত্যাগ বা স্বীকারের কথা বলাই অজ্ঞানের লক্ষণ, কারণ কর্মের ব্যাপার স্বভাবতই গুণাধীন । দেখ, যত বিহিত কর্ম আছে সে সমস্তই যদি ত্যাগ করা হয়, তথাপি ইন্দ্রিয়ের স্বভাব কি যাইবে ? বল, অবশ্যই কি শূন্যতার কার্য্য বন্ধ করিবে ? নেত্রের তেজ কি চলিয়া যাইবে ? কি, নাসারন্ধ্র বুজিয়া আর গন্ধ লইবে না ? কিম্বা, প্রাণাপানবায়ুর গতি ( বন্ধ হইবে ) ? মন নির্বিকল্প হইবে ? কি স্মৃতিতৃষ্ণাদির আর্তি ( ইচ্ছা ) নষ্ট হইবে ? স্বপ্ন ও জাগৃতি

কি বন্ধ হয়? চরণ তাহার গতি ভুলিয়া যায়? আর অধিক কি বলিব? জন্মমৃত্যু কি ঠেকান যায়? এই সব যদি বন্ধ না হয়, তবে কি ত্যাগ করিবে? হুতরাং প্রকৃতির অধীন পুরুষের কর্মত্যাগ হয় না। কর্ম পরাধীন, এবং প্রকৃতির গুণাহুসারেই অহুষ্ঠিত হয়, অত্ৰ কেহ কর্ম করিল, কি কর্মত্যাগ করিল, এইরূপ মনে করা বৃথা। দেখ, রথে চড়িয়া যদি নিশ্চল হইয়াও বসিয়া থাকা যায়, তথাপি ‘পরতন্ত্র’ (রথের অধীন) হইয়া রথের গতির সহিত চলিতে হয়। (৬৩) কিস্বা, শুকপত্র নিশ্চেষ্ট (ব্যাপারহীন) হইলেও বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া যেমন আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তেমনি, (প্রকৃতির) মায়ার আধারে (প্রভাবে), কর্মেন্দ্রিয়ের বিকার হয়, এবং নিষ্কর্মা পুরুষও নিরন্তর কর্ম করিতে থাকে। অতএব, যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গ থাকে, ততক্ষণ কর্মের ত্যাগ হয় না,—ইহা সন্দেহও বাহারা বলে “কর্ম ত্যাগ করিব”, তাহাদের আগ্রহই সার হয়।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য় আস্তে মনসা স্মরন ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়ান্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যাহারা উচিত (বিহিত) কর্ম ত্যাগ করিয়া কর্মেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে নিরোধ (দমন) করিয়া নৈষ্কর্মা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কর্মত্যাগ হয় না, কারণ তাহাদের মনে কর্ম করিবার চিন্তা থাকিয়া যায়,—বাহিরে লোক-দেখানো ত্যাগ, দারিদ্র্যের (ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টার) জ্বা, বিড়ম্বনা মাত্র জানিবে। হে পার্থ, এই প্রকার মহত্ব সর্বথা বিষয়াসক্ত, ইহা নিঃসন্দেহে জানিবে। এখন, হে ধর্মুর্জর, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে নৈরাশ্রের (সর্বপ্রকার আশা হইতে মুক্তপুরুষের) লক্ষণ বলিব, অবধান কর।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

যে অন্তরে দৃঢ়, পরমাত্মস্বরূপে সমরসে লীন, (অথচ) বাহার বাহ্য ব্যবহার লোকাচারসম্মত; যে ইন্দ্রিয়ের আজ্ঞা পালন করে না, বিষয়ের ভয়ে ভীত নহে, প্রাপ্ত (কর্তব্য) বিহিত কর্ম করিতে অবহেলা করে না; কর্মেন্দ্রিয়-

গুলি কৰ্ম কৰিতে থাকিলে তাহাদের নিয়ন্ত্ৰণ<sup>১</sup> (দমন) করে না<sup>২</sup>, পরন্তু তাহাদের বিকারের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। (৭০) কোনও কামনার বশীভূত হয় না, মোহরূপ মলদ্বারা লিপ্ত (দূষিত) হয় না—যেমন পদ্মপত্র জলের মধ্যে থাকিয়াও জলে ভিজিয়া যায় না; তেমনি, সংসারের মধ্যে (মিলিপ্ত) থাকিয়া অল্প সাধারণ মহুয়ের দ্বায় আচরণ করে; জলের সংসর্গে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখায়; তেমনি, সামান্য দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাকে সাধারণ মহুয়ের দ্বায়ই দেখায়, পরন্তু, বিচার করিলে তাহার স্বরূপ ও স্থিতি বিষয়ে কল্পনা করা যায় না। এইরূপ লক্ষণযুক্ত মহুয়কে দেখিলে, তাহাকে আশাপাশরহিত মুক্তপুরুষ বলিয়া জানিবে। হে অৰ্জুন, এইরূপ পুরুষই জগতে যোগী বলিয়া বৈশিষ্ট্য লাভ করে, সেইজন্তই আমি তোমাকে এই প্রকার যোগী হইতে বলিতেছি। মনের নিয়ন্ত্ৰণ করিয়া অন্তরে নিশ্চল (শান্ত) হইয়া থাক, কৰ্ম্মেদ্রিয়গুলি স্থখে আপন আপন ব্যাপার কৰিতে থাকুক।

নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বং, কৰ্ম্ম জ্যায়ো হ্যকৰ্ম্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যৈদকৰ্ম্মণঃ ॥ ৮

তাই বলিতেছি এই জগতে নিষ্কৰ্ম্ম হইয়া থাকা সম্ভব নয়; আর নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম কি করিয়া করা যায় তাহাই বিচার কর। এই জন্ত, যে যে উচিত কৰ্ম্ম অবসরমত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই নিকামভাবে আচরণ কর। হে পার্থ, আর একটি আশ্চর্য্য কথা তুমি জান না,—এইরূপ কৰ্ম্ম আপনা হইতেই কৰ্ম্ম-মোচক (মুক্তির কারণ) হয়। দেখ, অহুক্রমাহুসারে (বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মাহুসারে) যে স্বধৰ্ম্মের আচরণ করে, সে ঐ কৰ্ম্মদ্বারাই নিশ্চিত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। (৮০)

যজ্ঞার্থাং কৰ্ম্মণোহিহুত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

হে বৎস, স্বধৰ্ম্মকেই “নিত্যযজ্ঞ” বলিয়া জানিবে, হুতবাং তাহার আচরণে পাণের সঙ্গার হয় না। যখন স্বধৰ্ম্ম পরিত্যক্ত হয়, এবং কুকৰ্ম্মে রত্তি হয়,

তখনই গংসারের বন্ধন আনিয়া পড়ে। অতএব, যে স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানরূপ অখণ্ড বজ্র যাজন করে, তাহার কোনও কর্ম্মবন্ধন হয় না। মায়ায় অধীন (পরতন্ত্র) বলিয়া এই সমস্ত জগৎ কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ, সেইজন্ত (স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানরূপ) নিত্যযজ্ঞ হইতে বিচ্যুত। হে পার্থ, এখন তোমাকে এ বিষয়ে একটা কাহিনী বলিতেছি,—যখন ব্রহ্মা এই সৃষ্টি আদি সংস্থা রচনা করিয়াছিলেন ;

সহযজ্ঞাঃ প্রজ্ঞাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজ্ঞাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিশ্রুধ্বমেব বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

তখন, তিনি নিত্যযজ্ঞের সহিত এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; পরন্তু এই যজ্ঞের রহস্য অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহারা (প্রাণিগণ) ইহা বুঝিতে পারে নাই। সেই সময় প্রজাগণ বিনতিপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে দেব, এখানে আমাদের আশ্রয় কি ?” তখন কমল-ঘোনি ব্রহ্মা প্রাণিগণকে বলিলেন—তোমাদের বিশেষ বর্ণাভাসারে আমি তোমাদের স্বধর্ম্মরূপ যজ্ঞের ব্যবস্থা (নিয়ম) করিয়াছি, তোমরা ইহারই উপাসনা (আচরণ) কর, তাহাতে আপনা হইতেই তোমাদেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তোমাদের ব্রত-নিয়ম পালন করিতে হইবে না, শরীরকেও (তপস্যা দ্বারা) পীড়া দিতে হইবে না, তীর্থের জন্ত দূরে কোথায়ও যাইতে হইবে না। যোগাদির সাধন, সকাম আরাধনা বা মন্ত্রতন্ত্রাদির অহুষ্ঠান তোমরা করিও না। (২০) অগ্নি দেবতার ভজনা করিও না,—এ সব কিছুই করিতে হইবে না, শুধু তোমরা অনায়াসে (কষ্ট না করিয়া) স্বধর্ম্মরূপ যজ্ঞের অহুষ্ঠান কর। নিষ্কামচিত্তে এই যজ্ঞের অহুষ্ঠান কর—পতিব্রতা যেমন পতির সেবা করে ; তেমনি, স্বধর্ম্মরূপ যজ্ঞই তোমাদের একমাত্র সেবা—এইভাবে সত্যলোকনায়ক ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন। হে প্রজাবর্গ, দেখ, স্বধর্ম্মের সেবা করিলে তাহা কামধেনুর জায় ফলপ্রসূ হইবে, এবং কখনও তোমাদের পরিত্যাগ করিবে না।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাংস্যথ ॥ ১১

এইরূপ করিলে সমস্ত দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া তোমাদের দীপ্তি বস্তু প্রদান করিবেন। এই স্বধর্মরূপ পূজা দ্বারা পূজিত হইয়া সমস্ত দেবতাগণ নিশ্চিতভাবে তোমাদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) সাধন করিবেন। তোমরা যে দেবতাকে ভজনা করিবে সেই দেবতা তোমাদের তুষ্ট করিবেন, এইভাবে যখন পরস্পর স্রীতির সম্বন্ধ ঘটিবে; তখন, তোমরা যাহা করিতে চাহিবে, তাহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে, মনের কামনা পূর্ণ হইবে। তোমরা বাকসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং ‘আজ্ঞাপক’ (আজ্ঞাকর্তা) হইবে, মহাসিদ্ধি তোমাদের আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে (আজ্ঞাবাহী হইবে)। বসন্ত ঋতুর দ্বারে যেমন বনশ্রী নিরন্তর লাবণ্যের ফলভার লইয়া (সেবার জগ্ন) উপস্থিত থাকে; (১০০)

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্তান্ প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

তেমনি মূর্ত্তিমান্ দৈব সর্কস্বথের সহিত তোমাদের খোজ করিতে কাছে আসিবে। হে বৎসগণ, যদি তোমরা স্বধর্মনিরত থাক, তবে এই প্রকার সমস্ত ভোগে পূর্ণ হইয়া তোমরা অনার্ত (ক্লেশহীন, সুখী) হইবে। পরন্তু, সকল সম্পত্তি লাভের পর যে বিষয়ের স্বাদে লুপ্ত হইয়া প্রমত্ত ইন্দ্রিয়ের অমুসরণ করে; যজ্ঞভাবিত (যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট) দেবগণ যে সম্পত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রদান করেন, সেই সম্পত্তি দ্বারা যে স্বধর্মে থাকিয়া সর্কস্বথের পূজা করে না; যে (অগ্নিমুখে) অগ্নিতে হবন করে না, দেবতার পূজা কুরে না, যথাকালে ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় না; যে গুরুভক্তিতে বিমূখ হয়, অতিথির আদর করে না, আপন জ্ঞাতিদের সন্তোষ বিধান করে না; এইভাবে, যে স্বধর্মক্রিয়ারহিত, (লব্ধ) সম্পত্তির অভিমানে প্রমত্ত, এবং কেবল ভোগাসক্ত হইয়া থাকে; তাহার এমন ঘোর দুঃখ (সকট) হয় যে হস্তগত সকল বৈভব নষ্ট হয়, এবং প্রাপ্ত ভোগও ভোগে আসে না; যেমন গতায়ু ব্যক্তির শরীরে চৈতন্য থাকে না, কিম্বা দৈবহীন (দুর্ভাগা) মহুগ্নের ঘরে লক্ষী বাস করেন না; তেমনি, স্বধর্মের লোপ হইলে সর্কস্বথের আধার ভাদ্রিয়া যায়,—যেমন দীপ নির্ঝাঁপ হইলে সন্ধে সন্ধে প্রকাশও যায়; (১১০) তেমনি, স্বধর্মবৃত্তি ছাড়িলে, সেখানে স্বতন্ত্রতা (স্বাতন্ত্র্য)ও থাকে না—ব্রহ্মা বলিলেন—হে

প্রজাগণ, এই সত্য কথা শুন। স্ততরাং যে স্বধর্ম ত্যাগ করিবে কাল তাহাকে দণ্ড দিবে, এবং তাহাকে চোর মনে করিয়া তাহার সর্বস্ব হরণ করিবে। সর্বপ্রকারের দোষ (পাপ) চতুর্দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে,—রাত্রিকালে শাশানে যেমন ভূতের আগমন হয়; তেমনি, ত্রিভুবনের দুঃখ, দৈন্ত ও নানাবিধ পাপ আসিয়া তাহার কাছে বাস করিবে। হে প্রাণিগণ, যাহারা বিষয়-বৈভবে উন্মত্ত হয়, তাহাদের এই দশাই হইয়া থাকে, তখন বোদন করিলেও কল্লাস্ত পর্য্যন্ত তাহারা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। অতএব, নিজবৃত্তি (স্বধর্ম) ছাড়িবে না, ইন্দ্রিয়গ্রামকে সৈরাচার করিতে দিবে না—এইভাবে চতুরানন (ব্রহ্মা) প্রজাগণকে উপদেশ দিলেন। জলচর জীব জল ছাড়িলেই যেমন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্বধর্ম তুলিলে জীবেরও তেমনি দশা হয়। সেইজন্ত আমি বারবার বলিতেছি তোমরা সবাই আপন আপন উচিতকর্মে নিরত থাকিবে ॥ ১১৮

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ভবাং পাপা যে পচন্ত্যাম্বকারণাং ॥ ১৩

দেখ, যে নিষ্কাম বুদ্ধিতে, বিহিত কর্মাহুষ্ঠানে নিজের সম্পত্তি ব্যয় করে; গুরু, গোমাতা ও অগ্নির পূজা করে, যথাকালে ব্রাহ্মণের সেবা করে, পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্ত ভ্রাতাদি নৈমিত্তিক কর্ম করে; (১২০) এইভাবে যে উচিত যজ্ঞাহুষ্ঠান করে, এবং যজ্ঞেশ্বরকে আহুতি প্রদান করিয়া যাহা কিছু যজ্ঞশেষ অবশিষ্ট থাকে; তাহা স্থখে আপনার গৃহের কুটুম্বগণের সহিত ভোজন করে, যে (যজ্ঞশেষ) ভোজন তাহার সর্বপাপ নিবারণ (দূর) করে; যজ্ঞাবশিষ্টভোজী তেমনি ভাবে পাপ হইতে মুক্ত হয়, যেমন অমৃত সেবনে মহারোগ দূর হয়। তত্বনিষ্ঠ পুরুষকে যেমন ভ্রান্তির লেশমাত্র স্পর্শ করে না, তেমনি যজ্ঞশেষভোজী ব্যক্তিকে কোনও দোষ অভিভূত করে না। এই জন্ত, স্বধর্মে থাকিয়া যাহা অর্জন করা যায়, তাহা স্বধর্ম্যাচরণেই ব্যয় করিতে হয়,—যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সন্তোষের সহিত ভোগ করা উচিত। শ্রীমুবারি বলিলেন—হে পার্শ্ব, ইহা ভিন্ন অজ্ঞ কোনও পন্থা নাই, ইহাই আদি কথা। যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মানে, আর বিষয়কেই ভোগ্য বলে, এবং ইহা ভিন্ন অজ্ঞ কিছুই জানে না; এ সমস্তই যজ্ঞোপকরণ, ইহা না



বুঝিয়া ভ্রান্তিবশতঃ কেবল অহঙ্কারবুদ্ধিতে বিষয় ভোগ করিতে চায় ; আপনি ইন্দ্রিয়ের কুচি অনুসারে যাহারা উত্তম অন্ন পাক করে তাহারা পানী—এবং পাপই সেবন করে, জানিবে। এই সমস্ত সম্পত্তিই ( স্বধর্মযজ্ঞে ) আহুতি দিবার সামগ্রী বলিয়া জানিবে, এবং স্বধর্মযজ্ঞে আদিপুরুষ ( পরমেশ্বর )কে অর্পণ করিবে। ( ১৩০ ) ইহা না করিয়া ( এই তত্ত্ব না বুঝিয়া ) মূললোক দেখ, নিজের জ্ঞান নানাবিধ অন্ন পাক করে। যে অন্নদ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয় এবং পরমেশ্বরের সন্তোষ হয়, তাহা সামান্য অন্ন নহে।<sup>১</sup> সুতরাং ইহাকে নাধারণ মনে করিও না, অন্নই ব্রহ্মরূপ এবং এই বিশ্বের জীবনের কারণ<sup>২</sup>।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্ঞানাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্ঞন্যো যজ্ঞঃ কর্মসম্ভবঃ ॥ ১৪

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসম্ভবম্ ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

অন্ন হইতেই সমস্ত প্রাণিগণের বৃদ্ধি ( প্রবাহ ) হয়, পর্জন্মই ( বৃদ্ধি ) সর্বত্র অন্ন উৎপাদন করে। যজ্ঞ হইতেই পর্জন্মের জন্ম, যজ্ঞকে কর্মই প্রসূত করে ( কর্মদ্বারাই যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ), সুতরাং বেদরূপ ব্রহ্মই কর্মের আদি ( উৎপত্তিস্থল )। পরাৎপর অক্ষর ( ব্রহ্ম ) হইতেই বেদের উৎপত্তি, অক্ষর এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মবদ্ধ ( ব্রহ্মদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট, ব্যাপ্ত )। পরব্রহ্ম, হে স্বভূতাপতি, শুন, কর্মের মূর্তি যজ্ঞের মধ্যেই শ্রুতি ( বেদব্রহ্ম ) নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

হে ধনুর্ধর, এইভাবে স্বধর্মযজ্ঞের আদিপরম্পরার ( মূল হইতে ক্রম-বিস্তারের ) কথা তোমাকে সংক্ষেপে শুনাইলাম। এইজন্য, যে ( অহঙ্কারে ) প্রমত্ত পুরুষ এই সংসারে স্বধর্মরূপ পূর্ণ ও উচিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না ; এবং কুর্কর্মে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, তাহাকে পাপের রাশি এবং পৃথিবীর ভার

বলিয়া জানিবে। (১৪০) হে অৰ্জুন, তাহার জয়, কৰ্ম সকলি অতি নিষ্ফল, যেমন অকালের অশ্রপটল (মেঘপুঞ্জ); অথবা, (অজাগলন্তন) ছাগলীর গলায় স্তন (বৃথা হয়); যে স্বধর্মের অহুষ্ঠান করে না, তাহার জীবনও তেমনি (নিষ্ফল) হয়। সুতরাং, হে পাণ্ডব, স্বধর্ম কাহারও ত্যাগ করা উচিত নয়, সর্বভাবে শুধু এক স্বধর্মেরই অহুষ্ঠান করিবে। শরীর ধারণ করিলেই কর্তব্য কর্মের প্রবাহ আসিয়া যাইবে, তখন আপন উচিত কর্ম কেন ছাড়িবে?

যস্তাত্মরতিরেব শ্রাদাত্মতৃপ্ত মানবঃ ।

আত্মাত্মেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিচ্যতে ॥ ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

দেখ, দেহধর্ম চলিতে থাকিলেও যে পুরুষ নিরন্তর আত্মস্বরূপে রমণ করে, সে কখনই কর্মদ্বারা লিপ্ত হয় না; কারণ, সে আত্মজ্ঞানে সন্তোষ লাভ করিয়া কৃতকার্য হইয়া যায়, এবং এইজন্ম সহজেই কর্মসজ্জ হইতে মুক্ত হয়। তৃপ্তি হইলে যেমন সমস্ত সাধন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়, তেমনি, আত্ম-ভুষ্টি হইলে (আত্মানন্দ লাভ হইলে) কর্মেরও নাশ হয়। হে অৰ্জুন, যতক্ষণ না মনে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, ততক্ষণ এইসব সাধনার আচরণ করিতে হয়।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

এইজন্ম তুমি সকল কামনাবর্জিত হইয়া নিয়ত উচিত স্বধর্মের আচরণ করিবে। হে পার্থ, বাহ্যেরা নিকাম হইয়া (বিহিত) স্বধর্মের অহুষ্ঠান (আচরণ) করে তাহার, এই সংসারে থাকিয়াও তত্ত্বতঃ কৈবল্যরূপ পরম পদ লাভ করে। (১৪০)

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্তিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্ণন্ কৰ্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

দেখ, জনকাদি পুরুষগণ সমস্ত বিহিতকর্ম ত্যাগ না করিয়াই মোক্ষস্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে, হে পার্থ, কর্মে আস্থা রাখিবে,—ইহাতে আর

একটা অর্থেও উপকার হইবে ; কারণ তোমাকে কর্ম করিতে দেখিয়া অস্ত্র লোকেও তাহাতে আকৃষ্ট হইবে ( তোমার আদর্শ অনুসরণ করিবে )—তাহা দ্বারা প্রসঙ্গতঃ তাহাদেরও দুঃখকষ্ট দূর হইবে। দেখ, যে কৃতার্থ হইয়া নিকামতা লাভ করিয়াছে, তাহারও লোকশিক্ষার জন্ত কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে। পথ দেখাইবার জন্ত চক্ষুমান্ ব্যক্তি যেমন অন্ধের সহিত তাহার আগে আগে চলে, তেমনি জ্ঞানী পুরুষেরও ( স্বীয় আচরণের দ্বারা ) অজ্ঞানী লোককে স্বধর্মাচরণ শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইরূপ না করিলে, অজ্ঞানী কিরূপে শিক্ষা লাভ করিবে ? এই কর্তব্য মার্গের কথাই বা কি করিয়া জানিবে ?

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

সংসারে শ্রেষ্ঠ লোক যে আচরণ করে, তাহাকেই ধর্ম বলিয়া থাকে, এবং অস্ত্র সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে। ইহাই স্বাভাবিক, এইজন্য সাধুসন্তদেরও কর্মত্যাগ না করিয়া বিশেষভাবে কর্মাচরণ করিতে হয়।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২

যদি হুহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতল্লিতঃ ।

মম বজ্রানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।

সঙ্করস্ত চ কর্ত্তা স্ত্রামুপহন্ত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

এখন, হে কিরীটি, অস্ত্রের কথা কি বলিব ? দেখ, আমি নিজেই এই ( স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানের ) পথে চলি। আমি কি কোনও সঙ্কটে পড়িয়াছি ? কিবা, যদি বল—কোনও এক ইচ্ছা পূরণের জন্ত ( স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ) আমি কর্মের আচরণ করিতেছি ; ( ১৬০ ) তবে, তুমি তো জান, আমার এমন সামর্থ্য, যে পূর্ণত্ব হিসাবে এই জগতে ( আমার সমান ) দ্বিতীয় আর কেহ নাই। পরন্তু, আমি যে সকাম পুরুষের দ্বারা স্বধর্ম্মের আচরণ করিতেছি, ইহার এক উদ্দেশ্য আছে ; তাহা এই—যে এই সমস্ত প্রাণিগণ কেবল আমারই অধীনে ( আমাকেই আশ্রয় করিয়া ) আছে, ইহারা যেন 'কর্ম্মভট্ট না হয়। পূর্ণকাম

হইয়া আমি যদি আত্মস্থিতিতে অবস্থান করি, তবে এই প্রজাগণ কিরূপে ( সংসারসমুদ্র ) পার হইবে ? আমি বেরূপ আচরণ করি সেই আদর্শে তাহারা আচরণ করে, ( আমি কৰ্ম না করিলে ) সমস্ত লোকস্থিতি বিনষ্ট হইবে ।

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।

কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

এইজন্যই, যাহারা কৰ্ম্ম এবং সৰ্বজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের বিশেষতঃ কৰ্ম্ম-ত্যাগ করা উচিত নহে । ফলের আশা করিয়া মূৰ্খ যেমন কৰ্ম্মের আচরণ করে, নিজাম পুরুষও তেমনিভাবে কৰ্ম্মে ভরিয়া থাকিবে ( কৰ্ম্ম করিতে থাকিবে ) । কারণ, হে পার্থ, আমি তোমাকে বার বার বলিতেছি, এই সকল লোকসংস্থা ( সমাজসংস্থা ) সৰ্ব্বথা বন্ধনীয় । শাস্ত্রোক্ত মার্গে চলিবে, এবং জগতের লোককেও সেই আদর্শে চালাইবে,—লোকের প্রতি অলৌকিক ( লোকবিরুদ্ধ ) ব্যবহার করিও না ( ‘লোকের দৃষ্টিতে অলৌকিক হইও না’ ) ।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

জোষয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

যাহাকে কষ্ট করিয়া স্তম্ভপান করিতে হয়, সে পকায় খাইবে কি করিয়া ? এইজন্য, হে ধনুর্ধর, বালককে যেমন উহা ( পকায় ) দেওয়া উচিত নহে ; ( ১৭০ ) তেমনি, যাহার কৰ্ম্ম করিবার যোগ্যতা<sup>১</sup> নাই, তাহাকে, এমনকি ঠাট্টাচ্ছলেও, নৈকর্ম্যের ( কৰ্ম্মত্যাগ করিবার ) উপদেশ দিবে না । তাহাকে সংকৰ্ম্মে নিযুক্ত করিবে, শুধু তাহারই ( সংকৰ্ম্মের ) প্রশংসা করিবে,—নিজাম পুরুষও আপন আচরণ দ্বারা তাহাকে শিক্ষা দিবে । লোকসংগ্রহের ( সমাজ-সংস্থাসংরক্ষণের ) জন্ত কৰ্ম্মমার্গের আচরণ করিলে তাহাতে কৰ্ম্মবন্ধন হয় না ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মত্ততে ॥ ২৭

হে ধনুর্ধর, দেখ, যদি অপরের বোঝা নিজের মাথায় লওয়া যায়, তবে কি তাহা পীড়নীয়ক হইবে না ? তেমনি, প্রকৃতিবর্ধে ( প্রকৃতির গুণদ্বারা )

<sup>১</sup> যোগ্যতা আছে ।

যে শুভাশুভ কর্ম উৎপন্ন হয়, মূৰ্খ লোকে মতিভ্রমবশতঃ আপনাকে তাহার কর্তা মনে করে। এইরূপ অহঙ্কারাচ্ছন্ন, একদর্শী (স্বার্থপর, সঙ্কচিতদৃষ্টি) মূঢ়ব্যক্তির নিকট পরমার্থের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে।

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মহা ন সজ্জতে ॥ ২৮

যে প্রকৃতি হইতে সমস্ত কর্মের উৎপত্তি, সেই প্রকৃতির প্রভাব (অস্তিত্ব) হইতে যে তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত; সে দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া গুণ ও কর্মের সযত্ন সম্যকভাবে জানিয়া (গুণকর্মাভীত হইয়া), দেহে শুধু শাক্তীভূত হইয়া থাকে। এইজন্ত, সূর্য্য যেমন প্রাণিগণের কর্মব্যাপারে লিপ্ত হয় না, তেমনি শরীর ধারণ করিলেও সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

প্রকৃতে গুণসমুচ্চাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তানকুৎস্নবিদো মন্দান্ কুৎস্নবিদা বিচালয়েৎ ॥ ২৯

প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া যে গুণের বিকারের বশীভূত হয়, সেই কর্মের দ্বারা লিপ্ত হয় (১৮০); গুণের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু সে অপরের কর্ম নিজে করিতেছি বলিয়া বলপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লয়। এখনকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট : হে অর্জুন, এখন তোমার হিতার্থে যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

ময়ি সর্ব্বানি কর্ম্মানি সংশ্রুত্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

অতএব তুমি সমস্ত বিহিত কর্ম্ম আচরণ করিয়া আমাকে অর্পণ করিবে, পরন্তু, আত্মস্বরূপে আপন চিত্তবৃত্তি স্থাপন করিবে। “এই কর্ম্মের আমি কর্তা” কিম্বা “এই ফলপ্রাপ্তির জন্ত আমি কর্ম্ম করিতেছি”—এইরূপ অভিমান কখনও চিত্তে প্রবেশ করিতে দিবে না। তুমি শরীরে আগন্তু হইও না, সর্ব্ব কামনা ত্যাগ কর, এবং সময়োচিত ভোগসকল উপভোগ কর। এখন কোদণ্ড হস্তে লইয়া এই রথে আরোহণ কর, এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে বীরবৃত্তি আলিঙ্গন (অবলম্বন) কর। জগতে তোমার কীষ্টি বিস্তার কর, স্বধর্ম্মের

মান বৃদ্ধি কর, ও পৃথিবীকে ভারমুক্ত কর। এখন, হে পার্থ, নিশংক হইয়া সংগ্রামে চিত্ত দেও, এ সময়ে যুদ্ধ ভিন্ন অস্ত্র কিছুই করা উচিত নহে।

যে মে মতমিদং নিত্যমমুত্তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

অদ্বাবস্তোহনস্যস্তো মৃচ্যস্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩১

হে ধনুর্ধর, যে আমার এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট মত পরমান্বয়ে স্বীকার করে, এবং অদ্বাপূর্বক এই মতানুসারে আচরণ করে; সে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না), জানিবে,—এইজ্ঞা ইহা নিশ্চিতভাবে আচরণীয়। (১২০)

যে হেতদভ্যাস্যস্তো নানুত্তিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সৰ্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

অপরপক্ষে, যাহারা প্রকৃতির অধীন হইয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রশ্রয় দিয়া, আমার মত উপেক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করে; যাহারা উহাকে সামান্য মনে করিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, কিম্বা, বাচালতাবশতঃ উহাকে “অর্থবাদ” (বৃথা বাক্‌চাতুরী) বলে; তাহারা মোহমদিরায় মত্ত, বিষয়বিষে পূর্ণ (ব্যাগ্ধ), অথবা অজ্ঞানপক্ষে নিমজ্জিত,—ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবে। দেখ, মৃত মনুস্তের হস্তে রত্ন দিলে যেমন বৃথা হয়, অথবা অগ্ন্যাক্ত যেমন প্রভাত হইয়াছে বিশ্বাস করে না; কিম্বা, চন্দ্রের উদয় যেমন বায়সের পক্ষে উপযোগী হয় না, তেমনি, বিবেক (জ্ঞানের কথা) মূর্থ লোকের ক্রটিকর হয় না। সেইজন্ত, তাহারা ইহা (এই মত) মানে না, বরঞ্চ ইহার নিন্দা করিতে থাকে,—পতঙ্গ কি দীপের প্রকাশ সহিতে পারে? বল। তেমনি, হে পার্থ, যাহারা পরমার্থের প্রতি বিমূখ, তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করাও সর্বথা উচিত নহে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অতএব, কোনও জ্ঞানী পুরুষের কখনও, এমনকি কৌতুকেও, ইন্দ্রিয়-গুলিকে লালন করা (প্রশ্রয় দেওয়া) উচিত নয়। বল, সর্পের সহিত কি খেলা করা যায়? ব্যাঘ্রের সহিত সহবাস কি সম্ভব? (সহবাসে কি সিদ্ধি

হয় ? ) হলাহল সেবন করিয়া কি পরিপাক করা যায় ? দেখ, খেলিতে গিয়া আশুন লাগিয়া যদি তাহা প্রজ্জলিত হইয়া উঠে তখন যেমন তাহাকে সম্বরণ করা যায় না, তেমনি প্রকৃতিকে মান ( আদর, প্রশ্রয় ) দেওয়াও ভাল নহে । ( ২০০ ) বাস্তবিক পক্ষে, হে অৰ্জুন, এই পরাধীন শরীরের জন্ত নানা প্রকারের ভোগরচনা কেন করিবে ? অনেক পরিশ্রম করিয়া ( অজ্জিত ) সকল সম্পত্তি-দ্বারা কি উদ্যাস্ত দেহের প্রতিপালন করিতে হইবে ? এই পাঞ্চভৌতিক শরীর অবশেষে নিজের স্বভাবে ( পঞ্চভূতেই ) মিলাইবে ( পঞ্চপ্রাপ্ত হইবে ), তখন কি লোক আপন পরিশ্রমের ফল খুঁজিয়া পাইবে ? অতএব, কেবল দেহের পোষণ প্রত্যক্ষ ক্রতি ( লুপ্তন ) বলিয়া জানিবে,—উহার দিকে কখনও মন দিও না ।

ইন্দ্রিয়শ্চেন্দ্রিয়স্বার্থে রাগদ্বৈষৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্ত পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪

সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের রুচি অল্পসারে তাহাকে বিষয় সেবন করাইলে, চিত্তে সম্ভাষাই উৎপন্ন হয় । পরন্তু, ঠগের ( ভদ্রবেশী চোরের ) সহিত আলাপ করিলে যেমন যতক্ষণ না নগরের সীমা পার হওয়া যায়,—ততক্ষণই ( অল্প-ক্ষণের জন্ত ) স্থস্থির থাকা যায় ( অর্থাৎ নগর ছাড়াইয়া বনে চুকিলেই চোর সর্বস্ব হরণ করে ) ; হে বৎস, বিষের মধুরতা কদাচিৎ চিত্তে অহরাগ উৎপন্ন করে—পরন্তু পরিণাম বিচার না করিয়া তাহা কখনই সেবন করা উচিত নহে । দেখ, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কাম ( বিষয়বাসনা ) আছে তাহা মনে স্বথের দুরাশা জাগাইয়া দেয়—যেমন বঁড়শীতে গাথা আম্রিষ মাছকে ভুলায় ; পরন্তু, টোপের মধ্যে যে প্রাণঘাতক বঁড়শী থাকে, মৎস্য যেমন তাহা ঢাকা থাকে বলিয়া জানিতে পারে না ; বিষয়স্বথের কামনাও সেইরূপ করে,—বিষয়ের আশা করিলে ক্রোধানলের বশীভূত হইতে হয় । ( ২১০ ) শিকারী যেমন চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া মারিবার উদ্দেশ্যে হরিণকে তাড়াইয়া বধ্যভূমিতে ( বধ করিবার সন্ধিস্থলে ) লইয়া যায় ; এখানেও তাহাই হয় ; সেইজন্ত, হে পার্থ, কাম ও ক্রোধ এ দুটিকেই ঘাতক জানিয়া তাহাদের সঙ্গ করিবে না ; স্বতরাং তাহাদের আশ্রয় করিবে না, মনের মধ্যেও তাহাদের শ্রুতি রাখিবে না,—আত্মবৃত্তির ( আত্মবোধের আগৃতির ) অল্পভূতিকে নষ্ট হইতে দিবে না ।

শ্রোয়ান্ স্বধর্মো বিপ্লবঃ পরধর্মাৎ স্বসুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রোয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

আপনার স্বধর্ম যদি কঠিনও হয়, তথাপি তাহা আচরণ করাই ভাল। অপরের আচরণ (ধর্ম) দেখিতে যতই ভাল হউক না কেন, নিজে স্বধর্মেরই আচরণ করিবে। বল দেখি, শূজের ঘরে অনেক প্রকার উত্তম পকায় থাকিতে পারে, কিন্তু আশ্রম দুর্বল হইলেও কেমন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে? এই অসুচিত কর্ম কি করিয়া করিবে? যাহা গ্রহণের যোগ্য নয় তাহা কি (পাইবার) ইচ্ছা করা উচিত? অথবা, (কদাচিত্) ইচ্ছা হইলেও কি তাহা স্বীকার করিতে হইবে? তুমিই বিচার কর। অগ্নি লোকের মনোহর পাকা বাড়ী দেখিয়া নিজের পর্ণকূটার কি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? এ কথা থাকুক; নিজের স্ত্রী কুরূপা হইলেও যেমন তাহাকেই ভোগ করা ভাল; তেমনি, স্বধর্ম যতই সঙ্কটপূর্ণ হউক, ও আচরণে যতই কঠিন হউক না কেন, উহাই পরলোকের সহায়। (২২০) দেখ, শর্করা এবং দুগ্ধ মিষ্টতার জন্য প্রসিক, পরন্তু, কুমিদোষে বিরুদ্ধ, (কুমিরোগী) উহা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? হে ধর্মজ্ঞ, ইহা সত্ত্বেও যদি সে তাহা পান বা ভোজন করে তবে তাহার আগ্রহই (আসক্তিই) সার হয়, কারণ পরিণামে ইহা পথ্য হয় না (কুপথ্য হয়)। সেইজগুই, যদি আপনার হিত বিচার করা হয়, তবে যাহা অগ্নের পক্ষে বিহিত, আর নিজের পক্ষে অসুচিত, সেইরূপ কর্মের আচরণ করা উচিত নয়। স্বধর্মের আচরণে যদি জীবনও চলিয়া যায়, তথাপি উহা উভয় লোকে (ইহলোকে এবং পরলোকে) শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম বলিয়া গণ্য হয়।

অর্জুন উবাচ—

অথ কেন ঐযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাষ্পেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

সমস্তহরিশিরোমণি (দেবাদিদেব) শ্রীশাক্তপাণি এইভাবে বলিলে, অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, আমার একটা প্রার্থনা আছে। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই আমি শুনিয়াছি, এখন, আমার ইচ্ছামত আপনাকে কিছু প্রশ্ন



করিব। হে দেব, ইহা কেমন করিয়া হয়, যে জ্ঞানী পুরুষও স্থিতি-ভ্রষ্ট হইয়া নিজের মার্গ ত্যাগ করিয়া অন্ধ পথে চলে, দেখা যায়? বাহারা সর্বজ্ঞ, কোন্টা ত্যাক্য কোন্টা গ্রাহ্য তাহা জানে, তাহারা কোন্ গুণের জ্ঞ (কি কারণে) পরধর্মে ব্যতিচার করে? অন্ধ ভূমি হইতে বীজ বাছিয়া লইতে জানে না, কিন্তু চক্ষুমান ব্যক্তি ক্ষণকালের জ্ঞাই বা কেন ভুল করে? সংসার ত্যাগ করিয়াও যে সংসর্গে অতৃপ্ত (সংসারের জ্ঞ লালসিত), বনবাসী হইয়াও জনপদে আসিতে উৎসুক; (২৩০০) আপনি পলাইয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইলেও, পুনরায় বলপূর্বক (আকৃষ্ট হইয়া) সেই পাপেই লিপ্ত হয়। বাহা স্বর্ণার্থ, তাহাই অস্তঃকরণে লাগাইয়া রাখে (প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়), বাহা ছাড়িতে চায় তাহাই ফিরিয়া আসিয়া চাপিয়া ধরে। এই যে বলাৎকার দেখা যায়, ইহা কিসের জ্ঞ হয়, হে হৃষীকেশ, তাহাই আমাকে বলুন”—পার্থ কহিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

তখন, যাহাকে যোগিগণ কামনা করে, সেই হৃদয়কমলরাম<sup>১</sup> পুরুষোত্তম কহিলেন—“আমি বলিতেছি শুন। ইহার কাম ও ক্রোধ, ইহাদের দয়ার লেশমাত্র নাই, ইহাদের মূর্ত্তিমান কৃতান্ত বলিয়া মানিবে। ইহার জ্ঞাননিধির ভূজঙ্গ (জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারে কালসর্প), বিষয়রূপ জঙ্গলের ব্যাঘ্র, ভজনমার্গের প্রাণঘাতী চোর। ইহার দেহদুর্গের উপর প্রস্তর, ইন্দ্রিয়রূপ গ্রামের প্রাচীর, ইহা হইতেই জগতে ব্যামোহাদি ভ্রান্তি (অরিষ্ট) বিস্তার লাভ করে। ইহার রজোগুণের মাত্র (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন), দুর্ব্বুদ্ধির মূল, অবিজ্ঞাই (মায়ী) ইহাদের পৃষ্টিসাধন করে। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার তমোগুণের অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্ত তমোগুণ ইহাদের প্রমাদমোহরূপ নিজপদ (স্বভাবধর্ম) প্রদান করিয়াছে। জীবনের শত্রু বলিয়া ইহাদের মৃত্যুনাগের অত্যধিক সম্মান। (২৪০) ইহার ক্রোধিত হইলে সমগ্র বিশ্ব ইহাদের একগ্রাসও

নয়; ইহাদের ব্যাপার চলিলে ইহাদের “আশা” (বাসনা)ও অধিকাধিক বাড়িয়া চলে। কৌতুকে হস্তের মুষ্টির মধ্যে ধরিলে বাহার কাছে চতুর্দশ ভুবনই তুচ্ছ (অর্থাৎ যে চতুর্দশ ভুবনকে মুষ্টির মধ্যে অনায়াসে ধরিতে পারে) সেই ভ্রান্তি ইহারই (আশার) ছোট ভগ্নী এবং সেইরূপ মান প্রাপ্ত হয়। এই ভ্রান্তি ভাতুকলী\* খেলিতে খেলিতে সহজেই জিভুবন খাইয়া ফেলে, ইহারই দাসীস্বের জোরে ‘তৃষ্ণা’ জীবনধারণ করে। আর অধিক কি বলিব? মোহ ইহাদের (কাম-ক্রোধকে) মানিয়া চলে; অহংকারও ইহাদের সহিত লেনদেন করে,— যে অহংকার আপন ইচ্ছায় সমস্ত জগৎকে নীচায়। যে (দম্ভ) সত্যের উদয় কাটিয়া তাহার মধ্যে নিষিদ্ধকর্মরূপ তৃণকুটা ভরিয়া দেয়, সেই দম্ভকে ইহারাই জগতে প্রসিক্তি দান করিয়াছে। ইহারাই সাধবী শান্তিকে নিরাভরণা করিয়া মায়াক্রম মাদ্ধীর (নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের) অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়াছে, এবং তাহা দ্বারা সাধুবৃন্দকে অপবিত্র (ভ্রষ্ট) করিয়াছে। ইহারাই বিবেকের সামর্থ্য নষ্ট করিয়াছে, বৈরাগ্যের (অঙ্গের) চর্ম তুলিয়া লইয়াছে, এবং উপশমের (ইন্দ্রিয়নিগ্রহের) জীবননাশ করিয়াছে (গলা কাটিয়াছে)। ইহারাই সন্তোষরূপ বন কাটিয়াছে, ধৈর্য্যদুর্গ ভাঙ্গিয়াছে, আনন্দরূপ বৃক্ষের ঝড় উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারাই বোধের (জ্ঞানের) ভাঁজ ভাঙ্গিয়াছে\* (সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়াছে), স্বথের অক্ষর মুছিয়া দিয়াছে, এবং জীবের হৃদয়ে (মর্মস্থলে) তাপত্রয়ের অগ্নি লাগাইয়াছে। শরীর উৎপন্ন হইলেই ইহার জীবের হৃদয়ে আগিয়া লাগিয়া থাকে, পরন্তু ব্রহ্মাদিও তাহাদের খুঁজিয়া পান না। (২৫০) ইহার চৈতন্যের প্রতিবেশী, জ্ঞানের সহিত এক পংক্তিতে বসে, স্তবরাং মহামারী আবৃত্ত করিলেও কেহই ইহাদের রোধ করিতে পারে না। ইহার প্রাণিগণকে জল বিনাই ডুবাইয়া মারে, অগ্নি বিনাই জ্বালায়, এবং না বলিয়াই গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহার শত্রু ছাড়াই মারে, রজ্জু বিনাই বন্ধন করে, এবং বাজী রাখিয়া জানীদের বধ করে। বিনা কর্মমেই পুঁতিয়া ফেলে, পাশ বিনাই আবদ্ধ করে—অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তিতে কেহই ইহাদের সমান নহে।

\* ছোট ছেলেমেয়েদের রক্তনের খেলা

১ অসত্যরূপ;

২-৩ চারি ঊপড়াইয়াছে

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্হৃথাদর্শো মলেন চ ।

যথোদ্ধেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

চন্দনবৃক্ষের মূলে যেমন সর্প জড়াইয়া থাকে, অথবা, গর্ভাশয়ের আবরণ (খলী) যেমন গর্ভকে বেষ্টন করিয়া থাকে ; কিম্বা, যেমন প্রভা বিনা সূর্য্য, ধূম বিনা অগ্নি, বা ময়লা বিনা দর্পণ থাকে না ; তেমনি, ইহাদের ছাড়া (কাম-ক্রোধ বিনা) একা ( শুধু ) জ্ঞানকে ( স্বতন্ত্র ভাবে ) আমি দেখি নাই—যেমন বীজ খোসাদ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থাতেই উৎপন্ন হয় ।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কোষ্ঠেয়ং হুঁস্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

তেমনি জ্ঞান স্বভাবতঃই শুদ্ধ, পরন্তু ইহাদের দ্বারা আবদ্ধ ( আবৃত ) দেখায় বলিয়া গৃঢ় বা গহন হইয়া আছে । প্রথমে এই কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, তখন জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । তবে কেহই এই রাগদ্বेषকে নষ্ট করিতে সমর্থ নয় । ইহাদের নাশ করিবার জন্ত অন্ধে যে বল সঞ্চয় করা হয়, তাহা, অগ্নিতে ইন্ধনের ত্রায়, ইহাদেরই সাহায্য করে ( ২৬০ ) ।

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

তস্মাস্তমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়মা ভরতর্ষভ । .

পাপুমানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২

তেমনি, যে যে উপায় অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহারা ইহাদেরই সাহায্যকারী হয়, এইজন্ত ইহারা জগতে হঠাৎযোগিগণকে পরাজিত করে । এই-প্রকার সঙ্কটের মধ্যে একটি উত্তম উপায় আছে, যদি তোমার উপযোগী হয় তাই বলিতেছি । ইন্দ্রিয়গুলিই ইহাদের প্রথম আশ্রয়, ইন্দ্রিয় হইতেই কণ্ঠে প্রবৃতি হয়,—প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকেই সর্ব্বথা দলন করিতে হইবে ; তাহাতে

মনের চঞ্চলতা দূর হইবে এবং বুদ্ধিও মুক্তি হইবে,—ইহা দ্বারা এই পাণীদের  
আধার নষ্ট হইবে ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাস্থানমান্বনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্ ॥ ৪৩

( সূর্যের ) কিরণ বিনা যেমন যুগজল থাকিতে পারে না, তেমনি, অন্তর  
হইতে ইহাদের বাহির ক্রিয়া দ্বিগুণে ইহারা নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হয়, জানিবে ।  
রাগদ্বেষ নষ্ট হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের সাম্রাজ্য লাভ হয়, তখন জীব আপনিই  
আত্মস্বথ ভোগ করিতে থাকে । ইহাই গুরুশিষ্যের গুপ্ত রহস্য, জীব ও ব্রহ্মের  
মিলন, এই অবস্থায় জীব স্থির হইয়া থাকে এবং কখনও বিচলিত হয় না । ”  
( সঞ্জয় বলিলেন ) হে রাজন্, শুভ্রন, এইভাবে সকল সিদ্ধির রাজা, দেবী লক্ষ্মীর  
নাথ, দেবাদিদেব বলিয়াছিলেন । এখন, শ্রীঅনন্তদেব পুনরায় একটা আশ্চ-  
কথা বলিবেন, এবং পাণ্ডুহৃত অৰ্জুন প্রশ্ন করিবেন । এই সংবাদের যোগ্যতা  
ও উদার রসালতা শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণস্থখের অমূল্য হইবে । ( ২৭০ )  
নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে—আপনারা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে উন্মুখ  
করিয়া এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদের ( মাধুর্য ) উপভোগ করুন । ( ২৭১ )

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

কৰ্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত ।

## চতুর্থ অধ্যায়

আজ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাগ্যোদয় হইল, কারণ তাহার গীতারূপ ধন দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে,—এখন স্বপ্ন সত্যের ত্রায় মনে হইতেছে। প্রথমতঃ বিষয়টী (অধ্যাত্ম) বিচারের প্রসঙ্গ, তাহার উপর স্বয়ং জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন, এবং ভক্তরাজ কিরীটী তাহা শ্রবণ করিতেছেন। পঞ্চম স্বর যেন স্নগন্ধে ভরিয়াছে, অথবা 'পরিমল (স্নগন্ধ) যেন স্নস্বাদ হইয়াছে,—(ইহাদের সংযোগে) এই (গীতার) কথা-প্রসঙ্গ মনোহর হইয়াছে। কি অল্পম সৌভাগ্য যে অমৃতের গঙ্গালাভ হইল, অহো, শ্রোতৃবৃন্দের তপ অবশেষে সফল হইল'। এখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঘরে প্রবেশ করিবে, এবং গীতাখ্য সংবাদ (গীতারূপ কৃষ্ণার্জুনসংবাদ) সূখ উপভোগ করিবে। এখন অতিশয়োক্তি ও অপ্ৰাসঙ্গিক ভাষণ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্জুন উভয়ে যে কথোলাপ করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি। তখন সঙ্গয় রাজা (ধৃতরাষ্ট্র)কে বলিলেন—“অর্জুন নিশ্চয়ই দৈবীগুণমণ্ডিত ছিলেন, কারণ শ্রীনারায়ণ অতিপ্রেমসহকারে তাঁহাকে বলিতেছেন। লক্ষ্মীদেবী এত কাছে থাকিয়াও যে প্রেমস্বত্ব লাভ করেন নাই, আজ কৃষ্ণস্নেহের সেই সৌভাগ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জুন পাইয়াছেন। সনকাদি ঋষির (ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির) দূরাশা<sup>১</sup>ও অত্যধিক বাড়িয়াছিল, পরন্তু তাঁহারাও এই পরিমাণে যশ প্রাপ্ত হন নাই। পার্থ কি এমন সর্বোত্তম পুণ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি জগদীশ্বরের এমন নিরুপম প্রেম দেখা যাইতেছে। (১০) অহো, ইহারি প্রতি প্রীতিবশতঃ অমূর্ত (নিরাকার) ভগবান আকার ধারণ করিয়াছেন,—ইহাদের উভয়ের স্থিতি একরূপ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। সাধারণতঃ যিনি ষোগিগণের দুঃশ্রাপ্য, বেদার্থেরও দূরধিগম্য, ধ্যানের দৃষ্টিও যাহাকে দেখিতে পায় না; তিনি আত্মস্বরূপ, অনাদি, নিরূপ (অটল) হইয়াও কি পরিমাণে লয়ালু হইয়াছেন। যিনি ত্রৈলোক্যরূপ বস্তুর ভাঁজ (সমষ্টি), যিনি আকারের অতীত, তিনি কিরূপে ইহার (অর্জুনের) প্রেমের অধীন হইলেন, শুভন।

### শ্রীভগবান্‌বাবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্‌হমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিঙ্কাকবেহ্‌ব্রবীৎ ॥ ১

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—“হে পাণ্ডুহুত, এই যোগ আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়া-  
ছিলাম—পরন্তু ইহা অনেক দিনের কথা । বিবস্বান্‌ রবি এই সমস্ত যোগস্থিতি  
মন্ত্বে উত্তমরূপে বুঝাইয়াছিলেন । মন্ত্বে স্বয়ং এই যোগের অনুষ্ঠান করিয়া  
ইন্দ্ৰাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এই ভাবে এই আত্মযোগ পরম্পরাক্রমে  
বিস্তার লাভ করিয়াছে ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিহুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

অন্য কোনও কোনও রাজর্ষি এই যোগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন,  
পরন্তু, তাহার পর আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহা জানিতে পারে নাই । প্রাণিগণ  
বিষয়-বাসনায় ভরিয়া, দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, আত্মহিতের কথা  
একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে । ( আন্তিক্যবুদ্ধি ) আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অটুট  
বিশ্বাস টলিয়া গেলে, বিষয়মুখই পরম ঈপ্সিত মনে হয়, এবং লোকে তখন  
উপাধিকেই ( সংসারের বিকারকেই ) প্রাণপ্রিয় মনে করে । ( ২০ ) নতুবা,  
দিগম্বর ( জৈন ) সাধুদের গ্রামে বস্ত্রের কি প্রয়োজন ? জন্মান্বয়ের কাছে রবি  
কি উপযোগী হয় ? বল, কিষা, বধির লোকের ঘরে গানের কি মান ( আদর ) ?  
অথবা শৃগালের<sup>২</sup> কি চাঁদনীয় প্রতি প্রেম হয় ? কিষা, চন্দ্রোদয়ের পূর্বেই  
বাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, সেই কাক চন্দ্রমাকে চিনিবে কি করিয়া ? তেমনি,  
যে বৈরাগ্যের সীমানাও দেখে নাই, যে বিবেকের ভাবা বুঝিতে পারে না,  
সেই মূর্খ ঈশ্বরকে পাইবে কি করিয়া ? এই মোহ কে জানে কেমন করিয়া  
বাড়িয়া গেল, ইহাতেই অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে, এইজন্য ( কর্ম ) যোগও  
এই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে ।

স এবায়ং ময়া ভেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্তং হ্যেতদ্বস্তমম ॥ ৩

হে কুস্তীম্বত, সেই যোগ আজ এখন আমি তোমাকে তত্ত্বতঃ উপদেশ করিতেছি, ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই যোগ আমার অন্তরের গুহ্য রহস্ত, পরন্তু তোমার কাছে ইহা গোপন রাখা যায় না, কারণ তুমি আমার পরম প্রিয়। হে ধনুর্ধর, তুমি প্রেমের পুতলী, ভক্তির প্রাণ, আর মৈত্রীর কলা<sup>১</sup> (কৌশল)। তুমি প্রকার (বিশ্বাসের) আধার, এখন তোমাকে গোপন করিব কেন? যদিও আমরা সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছি; তথাপি ক্ষণকালের জন্ত তাহা তুলিয়া, যুদ্ধের কোলাহল ঢাকিয়া, (কোলাহলে বিভ্রান্ত না হইয়া) প্রথমে তোমাকে অজ্ঞানের<sup>২</sup> স্বরূপ বুঝাইয়া, তাহা দূর করা আবশ্যক।” (৩০)

অর্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

তখন অর্জুন বলিলেন—“হে হরি, মাতা আপনার সন্তানকে স্নেহ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? হে কৃপানিধি, শুভন। আপনি সংসারে প্রাস্তলোকের জন্ত (শীতল) ছায়া, অনাথ জীবের মাতা, আপনার কৃপাতেই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি (‘আপনার কৃপাই আমাদের প্রসব করিয়াছে’)। হে দেব, একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া মাতাকে আজন্ম তাহার ঝড়ট সহ্য করিতে হয়—আপনার সম্মুখে আর আপনার কথা কি বলিব? এখন আমি যে প্রশ্ন করিব তাহার দিকে উত্তমরূপে চিন্তাসংযোগ করুন—হে দেব, আমার প্রশ্নে আপনি ক্রোধ করিবেন না। হে অনন্ত, যে কথা আপনি পূর্বে বলিয়াছেন, তাহা ক্ষণকালের জন্তও আমার চিন্তে মানিতে পারিতেছি না। কারণ, বিবস্বান্ কে ছিলেন, আমার পূর্বপুরুষগণও তাহা জানিতেন না, তবে আপনি কেমন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন? শুনা যায়, তিনি বহুদিনের

পুরাতন, আর আপনি শ্রীকৃষ্ণ তো আধুনিক (সাম্প্রতিক), এইজন্ত ইহা (আপনার কথা) আমার নিকট বিরুদ্ধ মনে হইতেছে। তথাপি, হে দেব, আপনার চরিত্র কেহই বুঝিতে পারে না,—ইহা একেবারে মিথ্যা, তাহাই বা কি করিয়া বলি? আপনি যে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা আমাকে এমন ভাবে বলুন যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।” তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“হে পাণ্ডুসুত, যখন বিবস্বান্ (সূর্য্য) ছিল, তখন আমি ছিলাম না—তোমার চিন্তে যদি এই প্রকার প্রতীতি (প্রত্যয়) হইয়া থাকে; (৪০) তবে, তুমি কিছুই জান না;—তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, পরন্তু তোমার তাহা স্মরণ নাই। হে ধর্ম্মকর্ত্তর, আমি যে সময় যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি তাহা সমস্তই আমার স্মরণে আছে।

শ্রীভগবানুবাচ—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন স্বং বেথ পরস্তপ ॥ ৫

অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

এইজন্ত পূর্ব্বের সমস্ত কথাই আমার মনে আছে, আমি জন্মরহিত হইয়াও প্রকৃতিসংযোগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। আমার অব্যক্ত স্বরূপ (নিরাকারত্ব) নষ্ট হয় না, পরন্তু, আমার জন্মমৃত্যু যাহা দেখা যায় তাহা মায়াবশে আমারি মধ্যে (স্বাত্মস্বরূপে) প্রতিবিম্বিত হয়। আমার স্বতন্ত্রতা ভঙ্গ হয় না, (ভাস্তবুদ্ধিবশতঃ) ভাস্তিবশতঃই আমাকে কর্ম্মাধীন দেখায়, বস্ত্ততঃ আমি কর্ম্মাধীন নই। এক বস্ত্তকে দর্পণের মধ্যে (আধারে) দুইটি দেখায়, নতুবা, বাস্তবিক বিচারে কি দুটি বস্ত্ত থাকে? তেমনি, হে কিরীটি, আমি স্বয়ং নিরাকার, পরন্তু যখন প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন (জগতের) কার্য্যের জন্ত আকার ধারণ করিয়া নর্ত্তের স্থায় ব্যবহার করি।

যদা যদা হি ধর্ম্মশ্চ গ্রানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭



কারণ আদিকাল হইতে এই স্বাভাবিক ক্রম (রীতি) চলিয়া আসিতেছে, যে যুগে যুগে আমাকেই সমস্ত ধর্ম (ধর্মের ব্যবস্থা) রক্ষা করিতে হইবে সেইজন্তই, যখন অধর্ম ধর্মকে অভিভূত করে, তখন আমি আমার অজ্ঞ (জ্ঞানরাহিত্য) দূরে সরাইয়া রাখি এবং নিরাকারত্ব ভুলিয়া যাই।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

তখন আমার আপন ভক্তগণের রক্ষার্থে (পক্ষ লইয়া) আমি সাঁকার হইয়া অবতীর্ণ হই, এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে গ্রাস করি। (৫০) অধর্মের সীমা ভাঙ্গিয়া ফেলি (সমূলে নাশ করি), পাপের লেখা মুছিয়া ফেলি, (পাপ নিশ্চিহ্ন করি), সজ্জন লোকের হস্তে স্ব্থের ধ্বজা উড়াই। দৈত্য-কুলের নাশ করি, সাধুগণের মান প্রতিষ্ঠা করি, ধর্ম ও নীতির মধ্যে গাঁঠিছড়া বাধিয়া তাহাদের উপর অক্ষত ছড়াই (লাজ বর্ষণ করি); অজ্ঞানের অন্ধকার (কাজল) নাশ করিয়া বিবেকের দীপ জালি, তখন যোগিগণ নিরন্তর 'দিবালী'র আলোক উপভোগ করেন। আত্মস্থে বিশ্ব ভরিয়া যায়, জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়, ভক্তগণ সাস্থিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষীতোদর হন। হে পাণ্ডুকুমার, যখন আমার মূর্তি প্রকট হয় (আমি সাঁকার হইয়া অবতার গ্রহণ করি), তখন পাপের পর্কত<sup>১</sup> (রাশি) বিনষ্ট হয়, পুণ্যের প্রভাত (উদয়) হয়। এইপ্রকার কার্যের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, জগতে যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯

জন্মগ্রহণ করিলেও আমার অজ্ঞত্ব, কর্ম করিলেও আমার অক্রিয়ত্ব অবিকৃত থাকে—ইহা যিনি জানেন, তাঁহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়া মানি। তিনি সংসারে বাস করিলেও সঙ্গদোষে লিপ্ত হন না, দেহধারণ করিলেও দেহ-ভাবে বশীভূত হন না, পঞ্চপ্রাপ্ত হইলে, তিনি আমারই স্বরূপে মিলিত হন।

বীতরাগভয়ক্রোধা মদ্যা মাযুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্ডাবমাগতাঃ ॥ ১০

সাধারণতঃ, ষাঁহারা পূর্বাগরের জন্ত শোক করেন না, ষাঁহারা কামনাশূন্য, ষাঁহারা কখনও ক্রোধের পথে চলেন না (ক্রোধের বশীভূত হন না) ; ষাঁহারা সদা মদ্রপ হইয়া থাকেন (আমার স্বরূপে মদ্র হইয়া থাকেন), আমারই সেবা করিয়া জীবনধারণ করেন, এবং বীতরাগ (বিষয়প্রীতিরহিত) হইয়া আত্মবোধেই সন্তুষ্ট থাকেন ; (৬০) ষাঁহারা তপোভেদের রাশি, কিংবা জ্ঞানের একায়তন (আধার), ষাঁহারা তীর্থরূপ হইয়া তীর্থের পবিত্রতাস্বরূপ ; তাঁহারা সহজেই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এবং আমার সহিত এক হইয়া যান —আমাদের মধ্যে কোনও পরদা (পার্থক্য) থাকে না। বল, যখন পিতলের কলঙ্ক নিঃশেষে দূর হয়, তখন স্বর্ণ প্রাপ্তির<sup>১</sup> আর কি বাকী থাকে ? তেমনি, ষাঁহারা যমনিয়মের দ্বারা তপস্তা করিয়া তপোজ্ঞানে নির্মল হইয়াছেন, তাঁহারা আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ কি ?

যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বর্মানুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১

সাধারণতঃ, যে আমাকে যেমনভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে তেমনিভাবে ভজনা করি। দেখ, সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ এক আমার প্রতিই ভজনশীল ; পরন্তু, অজ্ঞান বুদ্ধি নাশ করিয়া বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করে,—যাহা এক আমাতে অনেকত্ব কল্পনা করে। সেইজন্ত, তাহারা অভেদে (অভিন্ন বস্তুতে) ভেদ দেখে, অনামীকে নাম দেয়, এবং অবাচ্যকে (অবর্ণনীয়কে) ‘দেব’ ‘দেবী’ আখ্যা দেয়। যাহা (যে আত্মস্বরূপ) সর্বত্র, সর্বকালে, সমান (একস্বরূপ), জ্ঞানিপূর্ণ বুদ্ধিতে তাহাতে অধমোত্তমরূপ বিভাগ (ভেদ) কল্পনা করে।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

কিপ্রং হি মানুষ্যে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কৰ্মজা ॥ ১২

তাহারা নানাপ্রকার কামনা পোষণ করিয়া যথোচিত উপচার দ্বারা আপনাদের মানিত দেবদেবীর উপাসনা করে। (৭০) এবং যে যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহা সমস্তই প্রাপ্ত হয়, পরন্তু, উহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল, ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবে। বস্তুতঃ ( ফল ) দাতা বা গ্রহীতা, ( কর্মভিন্ন ) অণু কিছুই নাই—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়,—মহুগ্গলোকে কর্মই একমাত্র ফল-সূচক ( ফলদাতা )। ক্ষেত্রে যেমন যাহা বপন করা যায় তাহা ভিন্ন অণু কিছুই উৎপন্ন হয় না, কিম্বা দর্পণে যে দেখে তাহাকেই ( তাহারই প্রতিবিম্ব ) দেখা যায়; অথবা, হে কিরীটি, পর্বতের তলায় ( নীচে ) কথা বলিলে আপনারই কথা যেমন প্রতিধ্বনি হইয়া উঠে। তেমনি, হে অর্জুন, এই সমস্ত উপাসনায় আমিই সাক্ষীভূত হইয়া থাকি, পরন্তু ( উপাসকের ) নিজের ভাবনা ( ইচ্ছা ) অহুসারেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।

তস্মৈ কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্ব্যকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

এখন, ইহাই জানিয়া রাখ—গুণকর্মবিভাগ অহুসারেই আমি চারিটা বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। কারণ, প্রকৃতির আধারে, গুণের মিশ্রণ হয়, এবং তদহুসারেই কর্মের ব্যবস্থা করা হয়। হে ধনুর্ধর, মূলতঃ সবাই এক, পরন্তু, গুণ ও কর্মের বিচার করিয়া, তাহারা সহজেই চারিটা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এইজন্য, হে পার্থ, শুন, আমি এই বর্ণভেদ সংস্থার মূল কৰ্ত্তা নহি—উহারাই তাহার কারণ।

ন মাং কর্ম্মানি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভিন্নং স বধ্যতে ॥ ১৪

এই সমস্ত ( বর্ণভেদ ) আমি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু, আমি তাহা করি নাই—এই তত্ত্ব যে সঠিকভাবে জানিতে পারে, সেই ( কর্ম্ম হইতে ) মুক্ত হয়। ( ৮০ )

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কর্ম্ম পূর্বৈরপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাস্থং পূর্বৈঃ পূর্বভরং কৃতম্ ॥ ১৫

হে ধর্মজ্ঞ, পূর্বে বাহারা মুমুক্ষু ছিল, তাহারা আমাকে এইভাবে জানিয়া সমস্ত কর্ম করিয়াছে। পরন্তু, দক্ষ বীজ বপন করিলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি তাহাদের কর্ম যোক্ত্যের কারণ হইয়াছে (বন্ধন-কারক হয় নাই)। হে অর্জুন, এ সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, জ্ঞানী পুরুষগণও আপন ইচ্ছানুসারে এই কর্মাকর্ম বিচার করিবার যোগ্য নহে।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।

তন্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্ব মোক্ষসেহুভ্যং ॥ ১৬

যাহাকে কর্ম বলে তাহা কি, অথবা অকর্মের লক্ষণ কি, ইহার বিচার করিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও বিভ্রান্ত হন। নকল মূত্রা আসনের মত দেখায় বলিয়া যেমন চক্ষুর দৃষ্টিকে সংশয়ে (ভ্রমে) ফেলিয়া দেয়; তেমনি, বাহারা মনে করিলেই দ্বিতীয় সৃষ্টি রচনা করিতে পারে তাহারা (সেই প্রকার সামর্থ্যশালী পুরুষও) নৈষ্কর্মেয় ভ্রমে (নিকাম কর্ম করিতেছি এই ভ্রমে) কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুখের কথা আর কি বলিব? এ বিষয়ে ক্রান্তদর্শী (দূরদর্শী) ব্যক্তিগণও মোহগ্রস্ত হন,—এইজন্য এখন তোমাকে তাহার কথাই বলিতেছি, শুন :—

কর্মণো হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭

যাহাতে সহজে এই বিষয়সৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহাকেই কর্ম বলে, তাহাই প্রথমে সম্যক (সম্পূর্ণ) ভাবে জানিতে হইবে। পরে, বর্ণাশ্রমের উপযুক্ত যে বিশেষ বিহিত (শাস্ত্রোক্ত) কর্ম আছে, তাহাও, তাহার উপযোগিতার সহিত, নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর, বাহাকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে, তাহার স্বরূপ জানিতে হইবে,—যাহাতে আপনাকে কখনও ভ্রমে না পড়িতে হয়। (২০) বাস্তবিক পক্ষে, এই জগৎ কর্মাধীন,—ইহার (কর্মের) ব্যাপ্তি এতই গহন (গভীর)—পরন্তু ইহা থাকুক, এখন প্রাপ্ত (যুক্ত, পূর্ণ) পুরুষের লক্ষণ শুন :—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

যে সকল কৰ্মে লিপ্ত থাকিয়াও আপনাকে নিৰ্দ্ধৰ্ম বলিয়া দেখে, কৰ্ম-সঙ্গ হইলেও যে ফলের আশা করে না ; আর, নৈৰ্দ্ধৰ্ম্য সৰ্ব্বদে বাহ্যর এমন উত্তম জ্ঞান হইয়াছে, যে জগতে কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি ভিন্ন ( কৰ্ম করিবার ) অন্য কোনও কারণ নাই, মনে করে ; অথচ, সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সুন্দরভাবে আচরণ করে, দেখা যায়—এই লক্ষণযুক্ত পুরুষকেই জ্ঞানী বলিয়া জানিবে। যেমন কেহ জলের ধারে দাঁড়াইয়া জলের মধ্যে আপনাকে ( নিজের প্রতিবিম্ব ) দেখে এবং নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে যে সে উহা ( প্রতিবিম্ব ) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ; অথবা, নৌকায় চড়িয়া বাইবার সময় যেমন তীরস্থ বৃক্ষ-গুলিকে বেগে চলিতে দেখা যায়, পরন্তু যে সঠিক বিচার করিয়া দেখে সে বলে “বৃক্ষগুলি অচল” ( স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ) ; তেমনি, সকল কৰ্মে লিপ্ত থাকিয়াও যে তাহা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা বলিয়াই জানে, এবং আপনাকে নিৰ্দ্ধৰ্ম্য বলিয়া দেখে ; আর, উদয় অস্তের প্রমাণ ধরিলে, সূর্য যেমন অচল ( স্থির ) থাকিয়াও চলিতেছে দেখায়, তেমনি যে কৰ্ম করিতে থাকিলেও আপনার নৈৰ্দ্ধৰ্ম্য জানে ; সে মহত্ত্বের স্থায় দেখাইলেও মহত্ত্ব তাহাকে স্পর্শ করে না,—যেমন সূর্যের বিম্ব জলের মধ্যে ডুবে না। কিছু না দেখিলেও সমগ্র বিশ্ব তাহার দেখা হইয়াছে, কিছু না করিয়াও তাহার সমস্ত কৰ্ম শেষ হইয়াছে, কিছু ভোগ না করিয়াও সমস্ত ভোগ্যবস্তুর উপভোগ হইয়াছে। ( ১০০ ) একস্থানে বসিয়া থাকিলেও সে সর্বত্র বিচরণ করে, আর কি বলিব ? সে নিজেরই বিশ্বরূপ হইয়া গিয়াছে।

যন্তু সৰ্ব্বৈ সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবজ্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকৰ্ম্মাণং তমাছঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১১

কৰ্ম্মাচরণ বিষয়ে যে পুরুষের কোনও খেদ নাই ( যিনি কৰ্ম্মবিমুখ নহেন ), পরন্তু বাহ্যর মনে কলাশা কখনও সঞ্চার করে না ; আর, “আমি এই কৰ্ম্ম করিব,” অথবা “এই কৰ্ম্ম আরম্ভ করিয়া ( সিদ্ধ ) শেষ করিব”—এই প্রকার সঙ্কল্প বাহ্যর মনকে দূষিত করে না ; যিনি জ্ঞানায়িত্তে সমস্ত কৰ্ম্ম জালাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে মহত্ত্ববেশে পরব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে।

তাত্কা কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং করোতি সঃ ॥ ২০

নিরাশীৰ্ষতচিন্তায়া ত্যক্তসৰ্ব্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিম্বিষম্ ॥ ২১

যদৃচ্ছালাভসম্বন্ধে দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্যপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

যিনি শরীর সম্বন্ধে উদাসীন, ফলভোগের আশা পোষণ করেন না, এবং সর্বদা আনন্দে মগ্ন থাকেন ; হে ধনুর্ধর, যিনি সন্তোষের গম্ভীরায় ( গৰ্ভগৃহে ) ভোজন করিতে বসিলে আত্মবোধরূপ অন্ন যতই পরিবেশন করা হউক না কেন, কখনও “বথেষ্ট হইয়াছে” বলেন না ; তিনি আত্মানন্দের ( মহানুশ্বেদ ) মাধুর্য্য নিত্য অধিকাধিক প্রেমে আত্মাহ্বন করেন, আশা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া ‘অহং’ভাবে তিলাঞ্জলি প্রদান করেন ; এইজন্ত, যিনি অবসরমত যাহা পান, তাহাতেই সুখী হইয়া থাকেন—যাহার আপন পর ভেদ নাই ; তিনি যাহা দেখেন বা শুনে, আপনি তাহাই হইয়া যান ; চরণের গতি, মুখের কথা, এসমস্ত ব্যাপার নিজেই হইয়া যান ; ( ১১০ ) অধিক কি বলিব ? এ সমস্ত বিষয়ই যাহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে কোন্ কৰ্ম কেমন করিয়া বন্ধন করিবে ? যে দ্বৈততাব হইতে ‘মৎসর’ উৎপন্ন হয়, তাহাই যাহার থাকে না, তাঁহাকে “নির্মৎসর” এই বাক্য দ্বারা অভিহিত করার কি প্রয়োজন ? অতএব, তিনি সৰ্ব্বা হইলেও কৰ্ম্মরহিত, সন্তুণ হইলেও গুণাতীত, তিনি সৰ্ব্বপ্রকারে মুক্ত, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।

গত্যজ্ঞশ্চ মুক্তশ্চ জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রাং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

দেহধারী হইলেও তাঁহাকে চৈতন্যস্বরূপ দেখায়, পরব্রহ্মরূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলে তাঁহাকে শুদ্ধ নির্দোষ মনে হয় । এইরূপ ( মুক্ত ) পুরুষ যদি কোতুকেও যজ্ঞাদি কোনও কৰ্ম্ম করেন, তবে সেই কৰ্ম্ম নিঃশেষে তাঁহার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় । অকালের মেঘ যেমন বর্ষণ না করিয়া উদয় হইয়া আপনা-আপনি আকাশে মিলাইয়া যায় ; তেমনি বিধিবিধানরহিত কোনও কৰ্ম্ম আচরণ করিলেও তাহা সমস্ত তাঁহার ঐক্যভাবে একরূপ হইয়া যায় ।

১ শাস্ত্রানুমোদিত বিহিত কৰ্ম্ম ;

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিত্রাক্ষাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ষসমাধিনা ॥ ২৪

কারণ, “ইহা যজ্ঞ”, “আমি হোতা” কিম্বা “এই যজ্ঞে ইনি ভোক্তা” এইরূপ কোনও ভেদভাব তাঁহার বুদ্ধিতে থাকে না বলিয়া ;—যষ্টা, যজ্ঞ, যজন, আহুতি, মন্ত্র ইত্যাদি সমস্তই তিনি আত্মস্বরূপ<sup>১</sup> হইতে অভিন্ন বলিয়া দেখেন । সেইজন্ত, হে ধনুর্ধর, যাহার “ব্রহ্মই কর্ষ” এই প্রকার সমজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার কাছে কর্ষ করাই নৈকর্ষ্য। ( ১২০ )

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।

ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

এখন, যিনি অবিবেকরূপ কোমারাবস্থা পার হইয়া বৈরাগ্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যোগাগ্নিতে উপাসনা ( যোগের অগ্নিহোত্র ) আরম্ভ করিয়াছেন ; যিনি অহনিশি যজনশীল, যিনি মনের সহিত অবিচ্ছাদে গুরুবাক্যরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন ; তিনি যোগাগ্নিতে যজন করিয়া এইভাবে দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,—হে পাণ্ডুকুমার, তাহা দ্বারা আত্মস্থ লাভ হয় । +

এখন অত্র এক যজ্ঞের কথা বলিতেছি, শুন ; যে অগ্নিহোত্রী ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞ দ্বারাই উপাসনা ( ব্রহ্মযজ্ঞ ) করেন ;

শ্রোত্রাদীনীল্লিঙ্গাণ্যগ্নৌ সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন বিষয়ানগ্নৌ ইল্লিঙ্গাগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

কেহ কেহ আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে অগ্নিহোত্রী, তাঁহার। ( কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ) যুক্তিভ্রয়ের ( নিয়মরূপ ) মন্ত্রের দ্বারা ইল্লিঙ্গরূপ ভ্রব্যের পবিত্র আহুতি দিয়া থাকেন । কেহ বা বৈরাগ্যরবি উদিত হইলে, ( ইল্লিঙ্গ )

১ অবিনাশী আত্মস্বরূপ, তাঁহার আত্মবুদ্ধি প্রকৃতি গুণজাত

+ এখানে পাঠান্তরে অস্থ একটা ওরী আছে :—

দৈব অর্থাৎ প্রাক্তন কৰ্ম্মবশতঃ দেহের পালন হইবে, যিনি এ বিষয়ে পূর্ণভাবে নিশ্চিত, যিনি দেহ পোষণেব চিন্তাও করেন না, তিনিই মহাবোগী ।

সংযমরূপ যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ারী করিয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়াগ্নি জ্বালাইয়া দেন। সেখানে বিরক্তির (বৈরাগ্যের) জ্বালা (শিখা) প্রজ্জলিত (প্রকাশিত) হইলে, বিকাররূপী ইচ্ছান জলিয়া যায়, এবং পাঁচটি (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) কুণ্ড হইতে আশারূপ ধূম বহির্গত হইয়া যায়। তখন, তিনি ইন্দ্রিয়াগ্নির কুণ্ডে বেদবিহিত মন্ত্রের যুক্তিদ্বারা বিষয়ের বিপুল আহতি দিয়া হবন করেন।

সর্বগাণ্ড্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

হে পার্থ, এই প্রকারে কেহ কেহ দোষ সর্বতোভাবে কালান করিয়া থাকে, অপরে হৃদয়রূপ অরণির উপর বিবেকরূপ মন্বনদণ্ড ব্যবহার করে। এই মন্বনদণ্ডকে ‘উপশম’ (শান্তি) রূপ বজ্জুতে বাঁধিয়া, ধৈর্যের ভাবে উত্তমরূপে দাঁবাওয়া গুরুব্যাক্যের শক্তিদ্বারা সজোরে মন্বন করে। (১৩০) এইভাবে সর্ববৃত্তির ঐক্যের সহিত মন্বন করিলে, শীঘ্রই কার্যাসিদ্ধি হয়, — কারণ জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। প্রথমে ঋদ্ধিসিদ্ধির মোহরূপ ধূম নির্গত হয়, তাহা চলিয়া গেলে, সূক্ষ্ম জ্ঞানাগ্নির স্ফুলিঙ্গ উদ্ভিত হয়। যমনিয়মের দ্বারা যে মনোবৃত্তি শুকাইয়া হাল্কা হইয়াছে, তাহা এই অগ্নিতে জলিয়া নির্দোষ হয়। সেই সজ্জিকণে অগ্নিশিখা (জ্বালা) প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে ভিন্ন ভিন্ন বাসনারূপ সমিধ নানাবিধ স্নেহে (মোহরূপ ঘূতে) সিক্ত হইয়া তাহাতে জলিয়া যায়। তখন “সোহহম্” মন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ সেই প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নিতে ইন্দ্রিয়কর্মগুলিকে আহতি প্রদান করে। তদনন্তর, প্রাণকর্মরূপ ‘ক্রবা’ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রে অগ্নিতে পূর্ণাহতি দিলে, ঐক্যবোধরূপ ‘অবতুং’ (যজ্ঞ-সমাপ্তির) স্নান সহজে হইয়া যায়। তখন এই সংযমাগ্নির (সংযমযজ্ঞের) হতশেষ (যজ্ঞাবশিষ্ট) যে আত্মজ্ঞানের আনন্দ—সেই ‘পুরোডাশ’ (যজ্ঞের চক্র) তিনি গ্রহণ করেন। এইভাবে যজ্ঞ করিয়া কেহ ত্রিভুবনে মুক্ত হয়,— এই যজ্ঞক্রিয়া বিবিধ হইলেও, তাহার প্রাপ্য (ফল) একই।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।

আধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশ্রিতব্রতাঃ ॥ ২৮



যে যজ্ঞের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটিকে “দ্রব্যযজ্ঞ” বলে, একটি তপশ্চারূপ সামগ্রীদ্বারা অর্চা করা হয়, একটিকে “যোগযজ্ঞ” বলে। একটিতে শব্দের দ্বারা শব্দের যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে “বাগ্‌যজ্ঞ” বলে, জ্ঞানদ্বারা যে “জ্ঞেয়” (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই “জ্ঞানযজ্ঞ”। ( ১৪০ ) হে অর্জুন, এ সকল যজ্ঞ অতি কঠিন, ইহাদের অর্চনায় অত্যন্ত কষ্টকর, পরন্তু, যোগ্যতা থাকিলে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ ইহা অর্চনা করিতে সক্ষম হয় ; যোগসমুদ্ভিসম্পন্ন ইহারা যজ্ঞ অর্চনায় অত্যন্ত প্রবীণ কারণ ইহারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার নিকট আছতি দেয়।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২২

কেহ অভ্যাসযোগদ্বারা অপানবায়ুরূপ অগ্নিতে প্রাণবায়ুরূপ দ্রব্য আছতি দেয়। কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু অর্পণ করে, কেহ বা উভয় বায়ুকেই নিরোধ করে,—হে পাণ্ডুকুমার, তাহাদের ‘প্রাণায়ামী’ বলে।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ।

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকপিতকল্যাণাঃ ॥ ৩০

কেহ কেহ “বজ্রযোগ” ( হঠযোগ ) প্রণালীতে সর্বপ্রকার আহার সংযম করিয়া আত্মা সহকারে প্রাণবায়ুরূপ অগ্নিতে প্রাণবায়ুকে আছতি দেয়। এইভাবে সমস্ত মোক্ষকামী পুরুষগণ নানা প্রকারের যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞদ্বারা মনের মল স্ফালন করিয়া থাকেন।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

যাহার সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট হইয়া কেবল সহজ আত্মস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, যে অবস্থায় অগ্নি ও হোতার মধ্যে ভেদ থাকে না; যে অবস্থায় যজ্ঞের কামনা পূর্ণ হয়, যজ্ঞক্রিয়াও সমাপ্ত হয়, এবং সমস্ত কর্মেরও শেষ হয়;

যেখানে বিচারবুদ্ধি বা ভাবনা ( কামনা ) প্রবেশ করে না, এবং দৈত্যভাবের দোষ স্পর্শ করিতে পারে না ; এই যে অমাদি সিদ্ধ নির্মল, জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞাবিশিষ্ট, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ “ব্রহ্মাহং” এই মন্ত্রদ্বারা সেবন করিয়া থাকেন । ( ১৫০ ) এইভাবে যাহারা যজ্ঞশেষরূপ অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন, তাঁহারা অনায়ালে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান । অপর যাহারা সংযমায়িত সেবা করে নাই, জগৎগ্রহণ করিয়া যাগযজ্ঞের অহুষ্ঠান করে নাই, তাহারা বৈরাগ্যের মালা ধারণ করে না ( প্রাপ্ত হয় না ) । হে পাণ্ডুকুমার, তাহাদের ঐহিক কল্যাণ হয় না, পরলোকের কথা বলিয়া কি হইবে ? স্মরণ্য তাহাদের কথা বলিয়া কাজ নাই ।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিতর্তা ব্রহ্মাণো মুখে ।

কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্বেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

এইভাবে, আমি যে তোমাকে অনেক প্রকারের যজ্ঞের কথা বলিলাম, বেদে সুন্দর ভাবে তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা আছে । পরন্তু, ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া কি হইবে ? এই সব যজ্ঞ কর্মদ্বারা সিদ্ধ হয় জানিবে, ইহাদ্বারা স্বভাবতঃ কর্মবন্ধন হয় না ।

শ্রেয়ান্ অব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ঞানযজ্ঞঃ পরমুপ ।

সর্বং কর্ম্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

হে অর্জুন, বেদ যাহার মূল, যাহা বাহ্যক্রিয়াপ্রধান স্থূলযজ্ঞ, স্বর্গস্থ যাহার অপূর্ব ফল ; তাহাই বাস্তবিক অব্যযজ্ঞ, পরন্তু ইহা জ্ঞানযজ্ঞের সমানত্ব প্রাপ্ত হয় না—যেমন রবির প্রকাশে নক্ষত্রের তেজপুঞ্জ খর্ব্ব হয় । দেখ, পরমাত্মস্বরূপ ধনপ্রাপ্তির জগৎ যোগিজ্ঞান যে জ্ঞানাজ্ঞান, উন্মেষ ( জ্ঞান ) নেত্রে লাগাইতে ভুলে না । যে জ্ঞান প্রচলিত ( চালু ) কর্মের শেষ ফল, নৈকর্য্যবোধের খনি, বৃত্তকৃত্ত ( আত্মপ্রাপ্তির জগৎ উৎস্রুত ) সাধনার তৃপ্তি ; যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে প্রেরিত পক্ষ হয়, তর্কের দৃষ্টি অন্ধ হয়, ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সজ্জ ভুলিয়া যায় ; ( ১৬০ ) মনের মনস্ব নষ্ট হয়, বাক্য বাকশক্তি হারায়, যাহার মধ্যে ‘জ্ঞেয়’ ( ব্রহ্ম ) বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যেখানে বৈরাগ্যের দৈন্ত চলিয়া যায়, বিবেকের উৎকর্ষ টুটিয়া যায়, না খুঁজিতেই যাহা

দ্বারা<sup>১</sup> আত্মতত্ত্ব সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সেই উত্তম জ্ঞান যদি মনের মধ্যে জানিতে চাও ( লাভ করিতে ইচ্ছা কর ), তবে সর্ব্বদা দিয়া উপরোক্ত সাধু সন্তগণের সেবা কর ।

তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

সাধুসেবাই জ্ঞানমন্দিরের প্রবেশদ্বার, হে বীরশ্রেষ্ঠ, সেবাদ্বারা এই জ্ঞানকে আয়ত্ত ( অধীন ) কর । কায়মনোপ্রাণে বিচার<sup>২</sup> করিবে এবং নিরন্তর হইয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সেবা করিবে । তখন, আপনার অপেক্ষিত ( ঈপ্সিত ) বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা উপদেশ করিবেন, এবং সেই উপদেশ দ্বারা অন্তঃকরণ জ্ঞানদীপ্ত হইলে আর সংকল্প উৎপন্ন হইবে না ।

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্ত্বাত্মো ময়ি ॥ ৩৫

যাহার প্রকাশে চিত্ত নির্ভয় হইয়া পরব্রহ্মের গ্রাম নিঃশঙ্ক ( বাধাহীন ) হইবে ; তখন, তুমি আপনার সহিত এই সমস্ত বিশ্বজগৎকে ( ভূতমাত্রকে ) আমার স্বরূপের মধ্যে নিরন্তর দেখিতে পাইবে । এইভাবে, হে পার্থ, শ্রীগুরুর কৃপা হইলে, তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞানের প্রকাশ ( জ্ঞানপ্রকাশের প্রভাত ) হইবে, এবং মোহান্ধকার দূর হইবে ।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লাবেনৈব বৃজিনং সন্তুরিয্যসি ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিক্ষোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্মাগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

যদি তুমি পাপের আগার, ভ্রান্তির ( অজ্ঞানের ) সাগর, অথবা ব্যামোহের ( বিকারের ) পর্ব্বতও হও ; ( ১৭০ ) তথাপি, জ্ঞানের শক্তির সহিত তুলনা করিলে, এই সমস্তই তুচ্ছ—এই জ্ঞানের সামর্থ্য এতই উত্তম ও নির্দোষ । দেখ,

এই বিশ্ববৈশ্ব ( বিশ্বাভাস )—যাহা নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিকলিত ছায়া মাত্র—যে জ্ঞানের প্রকাশে টিকিতে পারে না ; সেই জ্ঞানের সম্মুখে মনের অন্ধকার কি থাকিতে পারে ? একথা বলাই অত্যাশ্চর্য ; এ জগতে জ্ঞানের তুল্য অস্ত্র কোনও দ্বিতীয় বৃহৎ বা সমর্থ পদার্থ নাই । বল দেখি, যখন ভূতত্ত্ব ( ক্ষিতি, অপ, তেজ ) জলিয়া ধূমের আকারে আকাশে উড়িয়া যায়, সেই প্রলয়কালের ঘূর্ণিবাত্যার সম্মুখে কি যেখ টিকিতে পারে ? কিহা, যে প্রলয়ানল বায়ুর প্রচণ্ড সায়ার্থ্যে ( সহায়তায় ) জলকেও, জ্বালাইয়া দেয়, তাহাকে কি তৃণ দাবাইতে পারে ?

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাঙ্গনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অতএব ‘ইহা হইতে পারে না’ ( জ্ঞানের দ্বারা মনোমল দূর হয় না )—এই প্রকার বাক্য, বিচার করিলে, অসঙ্গতই মনে হয় ; জ্ঞানের সদৃশ অস্ত্র কোনও পবিত্র বস্তু দেখা যায় না । এক জ্ঞানই উত্তম ; যদি বলা যায় ‘এই জগতে জ্ঞানের সদৃশ অস্ত্র কিছু আছে, তবে, বল দেখি, চৈতন্যের ন্যায় কি অস্ত্র দ্বিতীয় বস্তু আছে ? অথবা, যদি সূর্য্যের মহাতেজের কণ্ঠিপাথরে তাহার প্রতিবিশ্ব ( সূর্য্যের ন্যায় ) উজ্জ্বল দেখায়, কিহা যদি আকাশকে আচ্ছাদন করা সম্ভব হয় ; অথবা, পৃথিবীর ওজন যদি তৌলদণ্ডে মাপ করা যায়, তবেই হে পাণ্ডুকুমার, জ্ঞানের উপমা মিলিতে পারে । স্বতরাং সব দিক দিয়া দেখিলে, এবং বারম্বার বিচার করিলে ( ইহাই নিশ্চিত জানা যায় যে ) জ্ঞানের পবিত্রতার তুলনা জ্ঞানেই আছে । ( ১৮০ ) অমৃতের স্বাদ যেমন অমৃতেরই ন্যায়, বলিতে হয়, তেমনি জ্ঞানের সহিতই জ্ঞানের উপমা দেওয়া যায় । এখন ইহার পর আর কিছু বলিলে ‘বৃথা সময় নষ্ট হইবে’—( শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ) অর্জুন বলিলেন—“আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য ।” পরন্তু “এই জ্ঞান কিরূপে জানা যায় ?” এই প্রশ্ন অর্জুনের মনে উঠিতেই, ভগবান তাঁহার মনোগত ইচ্ছা জানিতে পারিলেন ; এবং বলিলেন—“হে কিরীটি, এখন এই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় তোমাকে বলিব, তুমি এদিকে মনঃসংযোগ কর ।”

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেশ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

আত্মস্থখের মাধুর্য্য আশ্বাদন করিয়া যে বিষয়ে বীতরাগ হইয়াছে, যাহার কাছে ইন্দ্রিয়ের কোনও 'মান' (প্রতিষ্ঠা) নাই; যে কামনার কথা মনকে জানায় না (কোনও কামনা যাহার মনকে দোলায় না), প্রকৃতির ক্রিয়াকে যে স্বীকার করে না, যে শ্রদ্ধার সম্ভোগে স্থখী হইয়া থাকে; অথও শাস্তিতে পরিপূর্ণ এই জ্ঞান তাহাকে নিশ্চিতভাবে খুঁজিয়া বাহির করে। সেই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে শাস্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিস্তার বহুভাবে প্রকট হয়। তখন যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেইদিকেই শাস্তিময় হইয়া যায়,—তাহার অন্ত দেখা যায় না। এইভাবে উত্তরোত্তর জ্ঞানবীজের বিস্তার হয়,—যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না,—পরন্তু ইহা এখন থাকুক। (১২০)

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি ।

নায়াং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াগ্নয়ঃ ॥ ৪০

কিন্তু, যে প্রাণীর মধ্যে এই জ্ঞানের প্রকাশ নাই, তাহার জীবনে কি লাভ? বরং মৃত্যুই ভাল। শূন্যগৃহ যেমন, প্রাণহীন দেহ যেমন, জ্ঞানহীন জীবনও তেমনই মোহসংযুক্ত। অথবা, জ্ঞানপ্রাপ্তি না হইলেও যদি কাহারও জ্ঞান-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, সে অবস্থায়ও কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। জ্ঞান ভিন্ন অস্ত্র প্রসঙ্গের কি মূল্য? পরন্তু যাহার জ্ঞানের প্রতি মনে আত্মাই নাই, সে সংশয়রূপ অগ্নিতে পড়িয়াছে, জানিবে। কারণ, যখন এমন স্বাভাবিক অকুটি হয় যে অমৃতও ভাল লাগে না, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে। তেমনি বিষয়স্থখে যে রমণ করে, জ্ঞানের অহঙ্কারে যে মত্ত, সে সংশয়কে অঙ্গীকার করিয়াছে (সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে), ইহাতে কোনও ভুল নাই। আর, যে সংশয়ে পড়িয়া যায়, তাহার সর্বনাশ হয়, নিশ্চয় জানিবে, সে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ হারায়। যাহার অঙ্গে কালজর আছে, তাহার

যেমন শীতোরের বোধ থাকে না, অগ্নি ও চাঁদনী সমান মনে হয় ; তেমনি সংশয়গ্রস্ত লোক সত্য এবং মিথ্যা, বিরুদ্ধ ( প্রতিকূল ) অথবা অমুকূল, হিত বা অহিত, কিছুই বুঝিতে পারে না। জন্মান্তরের যেমন বাত্মিদিনের জ্ঞান নাই, তেমনি সংশয়গ্রস্ত লোক সত্য কিছুই বুঝিতে পারে না। ( ২০০ ) এইজন্ত, সংশয় হইতে বড় অস্ত্র কোনও ঘোর পাপ নাই,—ইহা প্রাণিগণের বিনাশের একটা ফাঁদ ( পাশ )। অতএব, জ্ঞানের অভাব হইতে উৎপন্ন এই সংশয়কে ত্যাগ করিতে হইবে,—এক ইহাকেই জয় করিতে হইবে। যখন অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসে, তখনই ইহা মনের মধ্যে বহুগুণ ( অত্যধিক ) বাড়িয়া যায়—এইজন্ত ইহা বিশ্বাসের ( শ্রদ্ধার ) পথ সর্বথা রুদ্ধ করে। হৃদয় ভরিয়া ইহার স্থান হয় না, ইহা বুদ্ধিকে গ্রাস করে, তখন লোকত্রয়ই সংশয়াত্মক হইয়া উঠে।

যোগসংক্রান্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।

আত্মবস্তুর ন কৰ্ম্মাণি নিবল্লন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

তস্মাদজ্ঞানসমুতং হ্রংস্থং জ্ঞানাসিনাম্বনঃ।

ছিষ্মৈবং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠি ভারত ॥ ৪২

এমনভাবে বাড়িয়া গেলেও এক উপায়ে ইহাকে দমন করা যায় ;—বদ্বি হাতে স্কন্দর ( শাণিত ) জ্ঞান-খড়গ থাকে ; তবে সেই তীক্ষ্ণধার জ্ঞানশস্ত্রদ্বারা ইহাকে সমূলে বিনাশ করা যায়, এবং মনের মলিনতা নিঃশেষে দূর হয়। অতএব, হে পার্শ্ব, হৃদয়ের সংশয় নাশ করিয়া শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াও।” ( সঞ্জয় বলিলেন ) “হে রাজন, শুনুন—এইভাবে সর্বজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন। তখন, পূর্বাপর সমস্ত কথা বিচার করিয়া পাণ্ডুকুমার অৰ্জুন কেমন সময়োচিত্ত প্রেরণ করিবেন ;+ বাহার উৎকর্ষ ( মাধুর্য ) অস্ত্র আটটা রসের দ্রবীভূত<sup>১</sup> সংমিশ্রণ, বাহা জগতে সজ্জনগণের বিশ্রাস্তি আনয়ন করে ( বিশ্রামস্থল )। ( ২১০ ) সেই ‘শাস্ত্র’র নবীনভাবে প্রকট হইবে,—বাহা সমুদ্র হইতেও গভীর অর্থপূর্ণ,—তাহাই মারাত্মক ভাষায় প্রবণ

+ পাঠান্তরে এখানে অস্ত্র একটি গুণী আছে :—

সেই কথার সঙ্গতি, ভাবের সম্পত্তি ( অর্থপ্রাচুর্য ) রসের উন্নতি ( গভীরতা ) পরে বলা হইবে।

১ রসকে হার মানায় ;

করুন। স্বর্ঘ্যের বিষ করতলের জায় ছোট দেখাইলেও, তাহার প্রকাশের কাছে ত্রৈলোক্যও অতিক্রম,—ইহার (ভাষার) শব্দার্থের ব্যাপ্তিও তেমনিভাবে অল্পভব করিবেন। অথবা, কল্পতরু যেমন প্রার্থীর ইচ্ছানুরূপ ফল দেয়, এই ভাষাও তেমনি ব্যাপক, এইজন্য আপনারা অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন। আর বলিবার কি প্রয়োজন? আপনারা সর্বজ্ঞ, স্বভাবতঃই সব জানেন; এখন আমার প্রার্থনা, আপনারা উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করুন। লাষণ্য ও গুণসংযুক্তা যুবতী পতিব্রতা হইলে যেমন হয়, সাহিত্য ( ললিত কলা, অলঙ্কার ) ও শাস্ত্ররসে পূর্ণ এই কাব্যও তেমনি দেখাইতেছে। শর্করা মূলতঃই মিষ্ট, তাহা যদি ঔষধরূপে দেওয়া হয়, তবে ( রোগী ) আনন্দের সহিত বারম্বার সেবন করিবে না কেন? মলয়ানিল স্বভাবতঃই মন্দ ( মৃদু )<sup>১</sup>, তাহাতে যদি অমৃতের স্বাদ হয়, এবং দৈবযোগে মধুরধ্বনিযুক্ত হয়, তবে, তাহার স্পর্শ সর্বদা জীবন সঞ্চার করিবে, স্বাদ জিহ্বাকে নাচাইবে, ( তাহার মধুর স্বর ) শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্তি প্রদান করিবে ( “বাহবা” বলাইবে )। তেমনি, এই কথা শ্রবণ করিলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ( ব্রতের ) পারণ হইবে ( ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ) এবং বিকৃতি বিনাই ( বিকার উৎপন্ন না করিয়া ) সংসারদুঃখ সমূলে নষ্ট হইবে। মৈত্রীদ্বারাই বৈরভাব<sup>২</sup> দূর হয়, তবে বৃথা কেন তরবারি বাধিবে? রোগ যদি দুঃখ ও অগ্নে<sup>৩</sup> যায়, তবে নিমের রস কেন পান করিতে হইবে? ( ২২০ ) তেমনি মনকে দমন না করিয়াই, ইন্দ্রিয়গুলিকে দুঃখ না দিয়াই এই কথা শ্রবণেই<sup>৪</sup> মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

এইজন্য, নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে—“শাস্ত্রচিন্তে এই উত্তম, গীতার্থ শ্রবণ করুন।”

ও তৎ সং

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়

সমাপ্ত।

অৰ্জুন উবাচ—

সংশ্রাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি ।

যচ্ছৈয় এতয়োৱেকং তন্মে ব্রাহ্মি স্তুনিশ্চিতম্ ॥ ১

তখন পার্থ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“আপনি এ সব কি বলিতেছেন ? একটি কথা হয়, তবে তাহা অন্তঃকরণে বিচার করা যায় । পূর্বে সকল কৰ্ম্মের সংশ্রাসের কথাই আপনি বহুভাবে বলিয়াছেন, তবে এখন অতি আগ্রহের সহিত কৰ্ম্মযোগের (পোষণ) প্রশংসা করিতেছেন কেন ? হে অনন্ত, আপনি এমন দ্ব্যর্থবোধক কথা বলিতেছেন, যে আমার ত্রায় অজ্ঞানীর চিত্ত আপনার ইচ্ছামত বুঝিতে পারিতেছে না । শুধুন, একভাবে বুঝাইতে হইলে, একনিষ্ঠ হইয়া ( একভাবেই ) বলিতে হয়, অপরকে কেন তাহা আপনাকে বলিতে হইবে ? এই জগুই, প্রেমাঙ্গদ<sup>১</sup> আপনাকে বিনতি করিয়া বলিয়া-ছিলাম যে পরমার্থের কথা ইন্দ্ৰিতে ( সংক্ষেপে ) উপদেশ করিবেন না । পরন্তু, হে দেব, পূর্বের কথা থাকুক,—এখন স্পষ্টভাবে বিচার করিয়া বলুন, এই দুটির মধ্যে কোন মার্গটি শ্রেষ্ঠ ( ভাল ) ; বাহা পরিণামে শুদ্ধ, নিশ্চিতভাবে ফলপ্রদ, এবং বাহার অনুষ্ঠান প্রাঞ্জল ও সহজ ; বাহাতে নিদ্রাস্থত্বের ব্যাঘাত হয় না, এবং বহু পথও অতিক্রম করা যায়—এমনি সুখপ্রদ বাহনের ত্রায় সহজ মার্গের কথা বলুন ।” অৰ্জুনের এই কথায় ভগবানের মনে আনন্দ হইল এবং তিনি সন্তোষের সহিত বলিলেন—“তুমি বাহা চাহিতেছ তাহাই হইবে, শুন ।” ( জ্ঞানদেব বলিতেছেন ) দেখুন, যে ভাগ্যবান সন্তানের মাতা কামধেনুর ত্রায়, সে খেলাই জগু চক্রেও পাইতে পারে । ( ১০ ) আরও দেখুন, শ্রীশঙ্কর, উপমহ্যর প্রতি প্রশংসা হইয়া, সে দুখভাত খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কি তাহাকে কীরসমুদ্র প্রশান করেন নাই ? তেমনি, ঔদার্যের ভাণ্ডার শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সুভট্টা ( বীরশ্রেষ্ঠ ) অৰ্জুন কেন সৰ্ব্বস্থত্বের বসতিস্থান হইবেন না ? ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ?



শ্রীলক্ষ্মীপতির দ্বায় স্বামীকে প্রাপ্ত হইয়া এখন নিজের ইচ্ছামত সব-  
কিছুই চাহিয়া লওয়া উচিত। এইজন্য, অর্জুন যাহা প্রার্থনা করিলেন,  
শ্রীকৃষ্ণ সহাস্তে তাহা পূর্ণ করিলেন, এখন শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছিলেন তাহাই  
বলিতেছি।

শ্রীভগবান্নুবাচ—

সংশ্রাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবৃত্তৌ ।

তয়োস্তু কৰ্ম্মসংশ্রাসাং কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্ট্যতে ॥ ২

শ্রীভগবান বলিলেন—“হে কৃষ্ণীহৃত, বিচার করিয়া দেখিলে, সংশ্রাস ও  
কৰ্ম্মযোগ উভয়ই তত্ত্বতঃ মোক্ষদায়ক। তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলের  
পক্ষেই কৰ্ম্মযোগ বাস্তবিক প্রাজ্ঞল ( সরল ও সুগম )—যেমন স্ত্রীলোক ও  
বালকদের নদীপার করিতে নোকাই প্রশস্ত ; তেমনি, সারাসার বিচার  
করিলে, ইহাকেই সহজ বা স্থলভ মনে হয়, ইহার ( কৰ্ম্মযোগের ) আচরণ  
করিলেই সংশ্রাসের ফল অনায়াসে লাভ করা যায়।

স্ত্রেয়ঃ স নিত্যসংশ্রাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বদ্ধাং প্রমুচ্যতে ॥ ৩

এখন, এইজন্যই তোমাকে সংশ্রাসীর লক্ষণ বলিতেছি—যাহাতে তুমি  
সহজেই বৃত্তিতে পার যে ইহার ( সংশ্রাস ও কৰ্ম্মযোগ ) অভিন্ন। যে হারাণ  
বস্ত্র স্মরণ করে না, অপ্রাপ্ত বস্ত্র আকাজ্ঞা করে না, যে অন্তরে মেরুপূৰ্ব্বতের  
দ্বায় স্থানিষ্ঠল ; আর যাহার অন্তঃকরণ “আমি” ও “আমার” এই প্রকার  
ভাবনাও তুলিয়া যায়, হে পার্থ, তাহাকে নিরন্তর ( নিত্য ) সংশ্রাসী বলিয়া  
জানিবে। ( ২০ ) যাহার মন এই প্রকার হয়, বিষয়সকলের আসক্তি তাহাকে  
ছাড়িয়া যায়, এইজন্য সে সুখে অথও সুখভোগ করে। এই অবস্থায়,  
তাহাকে গৃহাদি কোন কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না, কারণ সে সঙ্গহীন হইয়া  
স্বভাবে ( প্রকৃতি গুণধৰ্ম্মানুসারে ) ( বিষয় ) গ্রহণ করিতে থাকে। দেখ  
অগ্নি নির্বাপিত হইলে যে কেবল ভস্ম থাকিয়া যায়, তাহা দ্বারা যেমন ( সূতা  
তৈলসারীর জন্ত ) কাপাসের তুলা ধরা যায় ; তেমনি, যাহার বৃত্তিতে সংকল্প  
নাই, ( সংসারের ) উপাধি থাকিলেও তাহাকে কৰ্ম্মবন্ধন জড়াইতে পারে

না। এইজন্ত, সংকল্প বিকল্প চলিয়া গেলেই সংশ্রাস হয়,—এই কারণেই কর্ম-সংশ্রাস ও কর্মযোগ এ দুই-ই সমান।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

হে পার্থ, যাহারা সর্বতোভাবে মুর্থ, তাহারা জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের ব্যবস্থা কি করিয়া বুঝিবে? স্বভাবতঃই তাহারা অজ্ঞান, এইজন্তই ইহাদের ভিন্ন বলে, নতুবা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপ হইতে কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হয়? যাহারা স্বাতন্ত্র্যবদ্ধারা এই সমস্ত ( আত্ম ) তত্ত্ব সম্যক্ ভাবে বুঝিয়াছে, তাহারা এই দুটিকে এক বলিয়া মানিয়া লয়।

যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে।

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

আর, সাংখ্যে ( জ্ঞানমার্গে ) যাহা পাওয়া যায়, কর্মযোগেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—এইভাবে দুটির মধ্যে সহজ ঐক্য আছে। দেখ, আকাশ এবং অবকাশে ( শূন্যে ) যেমন ভেদ নাই, তেমনি, যে কর্মযোগ ও সংশ্রাসের ঐক্য বুঝিতে পারে; ( ৩০ ) যে জানে জ্ঞান ও কর্মযোগের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, জগতে তাহার জ্ঞানস্থলের প্রকাশ হইয়াছে, সে আত্মস্বরূপের দর্শন লাভ করিয়াছে।

সংশ্রাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

হে পার্থ, যে যুক্তি পথে ( কর্মমার্গে ) মোক্ষরূপ পর্বতে আরোহণ করে, সে শীঘ্রই ( আত্মানন্দরূপ ) মহাত্বের শিখরে উপস্থিত হয়। পরন্তু, যে এই যোগস্থিতি ( কর্মযোগ ) পরিত্যাগ করে, সে বৃথাই ( জ্ঞানপ্রাপ্তি বিষয়ে ) আকাজকা করে ( সচেষ্ট হয় ),—তাহার সংশ্রাসপ্রাপ্তি কখনই হয় না।

যোগযুক্তো বিপুলোহা বিজিতাশ্চ জিতেশ্চিরঃ।

সর্বভূতান্‌ভূতান্‌ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

যে আপনার মন ভ্রান্তি হইতে সরাইয়া, গুরুবাক্য (উপদেশ) দ্বারা শোধন করিয়াছে এবং তাহাকে শাস্ত করিয়া আত্মস্বরূপে লাগাইয়া রাখিয়াছে ; লবণ যতক্ষণ না সমুদ্রে পড়ে ততক্ষণ তাহাকে (সমুদ্রে হইতে) পৃথক ও ছোট দেখায়, পরন্তু সমুদ্রে মিলিয়া গেলে যেমন সমুদ্রের মতই হইয়া যায় ; তেমনি, বাহার মন সংকল্প-বিচ্যুত হইয়া চৈতন্ত্য-রূপ হইয়া যায়, সে একদেশীয় হইলেও (অর্থাৎ স্থানকালবিচারে একস্থানে থাকিলেও) লোকত্রয় ব্যাপিয়া থাকে। তখন তাহার কাছে “কর্তা,” “কর্ম,” “ক্রিয়া” স্বভাবতঃই লোপ পায়, আর সমস্ত কর্ম করিলেও সে অকর্তা থাকিয়া যায়।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তোত তত্ত্ববিৎ ।

পশুন্ শৃগুন্ স্পৃশন্ জিহ্নস্বশন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহুন্ উগ্নিষন্ নিমিষন্নপি ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্জন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

কারণ, হে পার্থ, তাহার দেহভাব সম্বন্ধে কোনও স্মরণ থাকে না, তাহার কর্তৃত্ব থাকবে কি করিয়া, বল। এইভাবে, যোগযুক্ত পুরুষের মধ্যে, তত্ত্বত্যাগ বিনাই অমূর্তের (পরব্রহ্মের) গুণ সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে, সে অস্ত্র লোকের জায় দেহ ধারণ করে এবং সর্বপ্রকারের কর্ম করিতে থাকে। (৪০) সে চক্ষু দ্বারা দেখে, কর্ণে শ্রবণ করে, পরন্তু আশ্চর্য্য দেখে, সে সেখানে মোটেই নাই (এ সব ব্যাপারে লিপ্ত হয় না)। তাহার স্পর্শজ্ঞান হয়, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আভ্রাণ করে, সময়োচিত কথাও বলে ; আহাৰ্য্যও গ্রহণ করে, বাহা ত্যাগ্য তাহা ত্যাগ করে, নিদ্রার সময় স্থখে নিদ্রাও যায় ; আপনার ইচ্ছামত তাহাকে চলিতে দেখা যায়, সকল কর্মই সে বাস্তবিক এই ভাবে করিতে থাকে। এক এক করিয়া আর কত বলিব ? দেখ, হাসপ্রশাস, (চক্ষু) উন্নীলন, নিম্নীলন, ইত্যাদি ; সমস্ত কর্মই, হে পার্থ, সে করিতে থাকে, পরন্তু আত্মাহুত্বের বলে সে কোন কর্মেরই কর্তা নহে। যখন ভ্রান্তিরূপ শয্যায় নিদ্রিত ছিল, তখন স্বপ্নস্থখে ভুলিয়াছিল, এখন জ্ঞানোদয় হওয়ার আগিয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাভুতসা ॥ ১০

এরূপ অবস্থায়, দেহের সহিত সঙ্গের জন্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি আপন আপন বিষয়ে ব্যাপার করিতে থাকে । দীপের প্রকাশে যেমন গৃহের ব্যাপার চলিতে থাকে, এই যোগযুক্ত পুরুষের দেহে সমস্ত কৰ্ম্মের ব্যাপারও তেমনি চলে । সে সকল কৰ্ম্মই “করিয়া যায়, পরন্তু কৰ্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না,— যেমন জলে থাকিয়াও পদ্মপত্র জলে ভিজিয়া যায় না । ( ১০ )

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাশ্চক্ষুর্যৈঃ ॥ ১১

দেখ, যে কৰ্ম্মে বুদ্ধির নামগন্ধও নাই, বাহাতে মনের অঙ্গুর ফুটে না, তাহাকেই “শারীর” কৰ্ম্ম বলা হয় । ( মারাঠী ) সহজ ভাষায় বলিতেছি, শুন—বালকের চেষ্টার শ্রায় যোগী কেবল শরীর দ্বারা কৰ্ম্ম করিয়া যায় । এই পঞ্চভূতে নিষ্পিত শরীর যখন নিষ্প্রিত থাকে, তখন মন যেমন স্বপ্ন রাজ্যে একাই কাজ করিতে থাকে । হে ধনুর্দ্ধর, আশ্চর্যের কথা শুন, বাসনার এমন বিস্তার হয় যে দেহকে আগিতে ( বুঝিতে ) না দিয়া তাহাকে স্বথঃখ ভোগ করায় । দশ ইন্দ্রিয়ের অগোচরে যে সব ব্যাপার ঘটে, তাহাকে কেবল মানস কৰ্ম্ম বলে । যোগিগণ এই সব কৰ্ম্ম করে, পরন্তু, অহংভাবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অকৰ্ত্তব্য মনে হয় । আর, পিশাচের চিত্তের শ্রায় মন ভ্রমসংযুক্ত ( মোহাবিষ্ট ) হইলে, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারগুলি ( ‘বিকল’ ) অব্যবস্থিত দেখায় । ‘স্বরূপ’ ( আকার ও রূপ ) দেখিতে পায়, ডাকিলেও শুনিতে পায়, মুখেও কথা বলে, পরন্তু জ্ঞান থাকে না । আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই,—কারণ বিনা যে যে কৰ্ম্ম করা হয় তাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম, জানিবে ।” শ্রীহরি অৰ্জুনকে বলিলেন—“আর সব জানিয়া বুঝিয়া যে কৰ্ম্ম করা হয়, তাহা নিষ্প্রিত বুদ্ধির কৰ্ম্ম, জানিবে । ( ৬০ ) তাহারা বুদ্ধিকে সন্মুখে রাখিয়া ( বুদ্ধি সহকারে ) মন দিয়া কৰ্ম্ম করে, পরন্তু, নৈকৰ্ম্ম্যবৃত্তির জন্ত তাহাদের মুক্ত দেখায় ।

তাহাদের কৰ্ম্ম বন্ধন হয় না

কারণ, বুদ্ধির সহিত যুক্ত থাকার জন্ত তাহাদের মেহে অহংকারের লেশমাত্র থাকে না, সেইজন্য কর্ম করিতে করিতে তাহারা শুদ্ধ হইয়া যায়। কর্তৃত্ব বিনা (কর্তৃত্বের অভিমানে) হইয়া) যে কর্ম করা যায় তাহাই ‘নৈকর্ম’—এই গুরুগম্য (গুরু হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়) তত্ত্ব তাহারা জানে। এখন, শাস্তিরসে পাত্র ভরিয়া উপচাইয়া পড়িতেছে,—আমি বাক্যের দ্বারা যাহা বলা যায় না, সেই তত্ত্বই বলিলাম। যাহাদের ইন্দ্রিয়ের আসক্তি পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে, তাহারা এই কথা শ্রবণ করিবার অধিকারী। (শ্রোতাগণ কহিলেন) “এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এখন থাকুক; কথার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না, ইহাতে শ্রোতাদের সঙ্গতি ভঙ্গ হইবে। যাহা মন-দ্বারা গ্রহণ করা কঠিন, যাহা অমুসন্ধানী বুদ্ধির অগম্য, তাহাই সৌভাগ্যক্রমে আপনি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা (যে তত্ত্ব) স্বভাবতঃই শব্দাতীত, তাহা যদি বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে আর কি করিবার থাকে? এখন (মূল) কথা বলুন।” শ্রোতাগণের এই বিশেষ আশ্রিত্তি (ইচ্ছা) জানিয়া নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—“এখন কৃষ্ণার্জুনের সংবাদ শুনুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—এখন প্রাপ্ত (যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে) যোগীর পূর্ণ লক্ষণের কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। (৭০)

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা শাস্তিমাশ্রোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

সর্বকর্মাণি মনসা সংশ্রান্ত্যন্তে সুখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্কর কারয়ন্ ॥ ১৩

যে আত্মযোগে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্মফলের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, জগতে শান্তি তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বরণ করে। হে কিরীটি, অপরে (যাহারা আত্মযোগী নয়) কর্মবন্ধনের জন্ত ফলভোগরূপ খুঁটির সহিত বাসনার ঐহিকদ্বারা আবদ্ধ হয়। সমস্ত বিষয়ে ফলকামী ব্যক্তির দ্বায় যে সর্ব কর্মের আচরণ করে, কিন্তু “আমি ত কর্মের কর্তা নই” এই ভাবে যে

তাহার ফল উপেক্ষা করে ; সেই পুরুষ যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেদিকেই স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, সে যেখানে থাকে সেখানেই মহাবোধের ( আত্মজ্ঞানের ) অধিষ্ঠান । এই ফলত্যাগী পুরুষ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে থাকিয়াও থাকে না, কর্ম করিয়াও কিছু করে না ।

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪

যেমন বিচারু করিয়া দেখিলে, সর্বেশ্বর ( পরমেশ্বর ) নির্ক্যাপার, পরন্তু তিনি এই ত্রিভুবনের বিস্তার রচনা করিয়াছেন ; আর, তাঁহাকে যদি কর্তা বলা হয়, তবে কোনও কর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্পর্ক হয় না, কারণ তাঁহার উদাস ( তটস্থ ) বৃত্তির হস্তপদ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না । তাঁহার বোগনিদ্রাভঙ্গ হয় না, তাঁহার অকর্তৃত্বে দাগ ( চিহ্ন, আওয়াজ ) পড়ে না, পরন্তু, মহাত্মত্ব-সমূহের এই সাকার রচনা তিনি ভাল ভাবেই করিয়াছেন । তিনিই এই জগতের জীবন, অথচ কাহারও কিছুই নন, জগৎ উৎপন্ন হয় ও লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি জানিতেও পারেন না ।

নাদন্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃকৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

পাপপুণ্যের রাশি তাঁহার কাছে থাকিলেও তিনি দেখেন না, আর তাহাদের উভয়ের ( তটস্থ ) সাক্ষী হইয়াও থাকেন না, অত্ৰ কথা আর কি বলিব ? ( ৮০ ) মূর্ত্তিধারণ করিয়া দেহী হইয়া ক্রীড়া করেন, পরন্তু এই প্রভুর নিরাকারত্ব কখনও মলিন হয় না । হে পাণ্ডুকুমার, চরাচর লোকে যে তাঁহাকে সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্তা বলে, তাহা অজ্ঞানপ্রসূত, জানিবে ।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬

যখন এই অজ্ঞানের সমূল নাশ হয়, তখন ভ্রান্তির কজ্জল ( অন্ধকার ) দূর হয়, এবং ঈশ্বরের অকর্তৃত্ব প্রকট হয় । যখন চিন্তে এই জ্ঞান হয় যে “ঈশ্বর

অকর্তা, এবং আমি তাঁহা হইতে অভিন্ন, সুতরাং স্বভাবতঃ আদি হইতেই অকর্তা আছি” ; বাহার চিন্তে এইরূপ বিবেকের (জ্ঞানের) উদয় হয়, ত্রিভুবনে তাহার ভেদদৃষ্টি কোথায় ? আশনার অল্পভূতি অল্পস্বারে সে জগৎকে মুক্ত দেখে । যেমন পূৰ্ব্বদিকের ঘরে সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশের দিবালী হয়, তখন কি অস্ত্রদিকের কালিমা (অন্ধকার) থাকিয়া যায় ? এইপ্রকার উত্তম ব্যাপক (সর্বব্যাপী) জ্ঞান বাহার হৃদয়ে ভরিয়া থাকে, তাহার সমতাদৃষ্টি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে,—বিশেষ আর কি বলিব ?\*

তদ্বুদ্ধয়ন্তদাত্মানন্তম্ভিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধুঁতকল্যাণাঃ ॥ ১৭

সে আপনাকে যেমন দেখে সারা বিশ্বকেও তেমন দেখে,—ইহা বলিলে আশ্চর্য্যের কি আছে ? পরন্তু, (দৈব) সৌভাগ্য যেমন কোতুকে ভুলিয়াও কোথায়ও দৈন্ত দারিদ্র্য দেখিতে পায় না ; কিম্বা বিবেক যেমন ভ্রান্তিকে চিনিতে পারে না ; অথবা, সূর্য্য যেমন স্বপ্নেও অন্ধকারের স্বরূপ জানে না, অমৃত যেমন মৃত্যুর কথা কানেও শুনে না ; (২০) আর অধিক কি বলিব ? সম্ভাপ (উচ্চতা) কি তাহা যেমন চল্লম্বা কখনও স্মরণ করে না, জ্ঞানিগণও তেমন ভূতমাত্রেয় মধ্যে ভেদ দেখিতে পান না ।

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নৈ ব্রাহ্মণৈ গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

তখন, এটি মশক, ঐটি হস্তী, এ চণ্ডাল, ও ঘিহ, এ আপন, ও পর,—এসব ভেদভাব কি থাকে ? অথবা, এটি গরু ঐটি কুকুর, এ বড় ও ছোট,—অধিক কি বলিব ? জাগ্রত মহুস্ত কি স্বপ্ন দেখে ? এসব ভেদ দেখা যায়, যদি অহংভাব অবশিষ্ট থাকে ; এই অহংভাবই যদি প্রথমেই চলিয়া যায়, তবে বৈষম্য (ভেদভাব) কোথা হইতে আসিবে ? সুতরাং, “সর্বত্র, সদা যে অদ্বয় ব্রহ্ম সমভাবে আছেন, আমিই সেই ব্রহ্ম”—এই তদ্বই সমদৃষ্টির সম্পূর্ণ মৰ্ম্ম—জ্ঞানিবে ।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

যিনি বিষয়সঙ্গ না ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ না করিয়া, কামনারহিত হইয়া নিঃসঙ্গ স্থিতি ভোগ করেন ; যিনি লোকের ( সংসারের ) মধ্যে থাকিয়া, লৌকিক ব্যাপার করিতে থাকিয়াও লৌকিক অজ্ঞান ত্যাগ করিয়াছেন ; খেচর ( পিজ্জাচ ) যেমন লোকের মধ্যে থাকিলেও কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, তেমনি তিনি শরীরধারী হইলেও সংসার তাঁহাকে চিনিতে পারে না। আর কি বলিব ? বায়ুর সংযোগে জল যেমন জলের উপরে লোটায়, এবং অগ্নি লোকে তাহাকে “তরঙ্গ” এই পৃথক আখ্যা দেয় ; তাঁহার নামরূপও তেমনি, নতুবা তিনি ব্রহ্মেই ব্রহ্ম স্বরূপ<sup>১</sup> ; যাহার মন সর্বত্র সাম্য ( সমদৃষ্টি ) লাভ করিয়াছে ; ( ১০০ )

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ্যেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

এইভাবে যিনি সমদৃষ্টি হইয়াছেন, সেই পুরুষের এক বিশেষ লক্ষণ আছে,— অচ্যুত বলিলেন—“হে অর্জুন, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন। মৃগজলের বগ্নায় যেমন পর্বত ধসিয়া যায় না, তেমনি শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যিনি বিকারগ্রস্ত হন না ; তিনি নিশ্চিতভাবে তত্ত্বতঃ সমদৃষ্টি হইয়াছেন”—তীহরি বলিলেন—“হে পাণ্ডুহৃত, তিনিই ব্রহ্ম ।”

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাশ্বনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়ামশ্নুতে ॥ ২১

যিনি আত্মস্বরূপ ত্যাগ করিয়া কখনও ইন্দ্রিয়গ্রামের বশীভূত হন না, তিনি বিষয় ভোগ করেন না,—ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে ? স্বাভাবিক আত্মস্বথের আনন্দে তাঁহার অন্তর সর্বদা অপার সুখে পূর্ণ থাকায়, তিনি স্বথের সন্ধানে বাহিরে পদক্ষেপ করেন না। বল দেখি, যে চকোর কুমুদনের



থালায় উত্তম চন্দ্রকিরণের স্থা আবাদন করিয়াছে, সে কি বালুকাভট চূষন করিতে যায়? তেমনি যিনি আত্মস্থখ লাভ করিয়া ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যে সহজেই বিষয় ত্যাগ করিবেন—ইহাতে বলিবার কি আছে?

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আত্মস্তবস্তঃ কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বৃধঃ ॥ ২২

অপর পক্ষে,—ইহাও কৌতুকে উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ—এইরূপ বিষয়স্থখে কে ফাঁসিয়া বাইতে চায়? যাহার আত্মদর্শন হয় নাই, এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় তাহাকে আনন্দিত করে,—যেমন কোনও ব্যক্তি<sup>১</sup> ক্ষুধার তাড়নায় তুষ ভোজন করে; অথবা, তৃষ্ণার্ত যুগ যেমন ভ্রমরশতঃ যুগজলের আভাসকে জল মনে করিয়া শুক ( উষর ) জমিতে আসিয়া পড়ে; ( ১১০ ) তেমনি, যাহার আত্মদর্শন হয় নাই, যে সদা আত্মস্থখে বঞ্চিত, বিষয়স্থখ তাহার কাছে সুন্দর ( প্রিয় ) মনে হয়। নতুবা বিষয়ে স্থখ আছে একথা বলিবার যোগ্য নহে—( যদি বিষয়ে স্থখ থাকে ) তবে বিদ্বাতের ক্ষুরণে ( চমকানিতে ) জগতের সমস্ত কাজ চলিবে না কেন? বল, যদি মেঘের ছায়ায় বায়ুর তাপ<sup>২</sup> নিবারণ হয়, তবে ত্রিতল সৌধ নির্মাণের কি প্রয়োজন? অতএব, “বিষয়স্থখ”—এই কথা অর্থহীন—বৃথাই অজ্ঞানবশতঃ বলা হয়—যেমন বিষকন্দকে “মহন” অর্থাৎ মধুর বলা হয়; অথবা, ভৌমগ্রহকে ‘মঙ্গল’ নাম দেওয়া হয়, যুগজলকে জল বলা হয়,—তেমনি বিষয়ে স্থখ আছে একথা বলাই বৃথা। এসব কথা থাকুক,—এখন বল দেখি, সর্পের ফণার ছায়া মূষিকের পক্ষে কতখানি শীতল হয়? হে পাণ্ডব, যতক্ষণ না মৎস্ত ( বড়শীতে গাঁথা ) আমিষের টোপ গলাধঃকরণ করে ততক্ষণই উহা সুন্দর ( লোভনীয় ) মনে হয়,—সমস্ত বিষয়সদৃশ তেমনি, ইহা নিশ্চিত জানিবে। হে কিরীটি, বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখিলে, ইহাকে ( বিষয়কে ) পাণ্ডুরোগের পুষ্টির স্থায় দেখায়। অতএব বিষয়ভোগে যে স্থখ, তাহাকে আত্মস্থ দুঃখ বলিয়াই জানিবে, পরস্তু মূর্খ লোক কি করিবে? তাহারাই এই বিষয় ভোগ না করিয়া পারে না। ইহার অন্তরের মর্ম না

বুঝিয়া বেচারী নিকণায় হইয়া বিষয় সেবন করে,—বল দেখি, পূজপঙ্কের কীট কি তাহা ঘৃণা করে ? ( ১২০ ) এই দুঃখিগণের দুঃখই জীবন, তাহারা বিষয়রূপ কর্দমের দর্দূর, জলে<sup>১</sup> জলচর—ইহা ত্যাগ করিবে কিরূপে ? আর জীবের যদি বিষয়ের উপর বিরক্তি হয়, তবে ( সংসারে ) যত দুঃখোনি আছে তাহা কি নিরর্থক হইবে না ? অথবা, গর্তবাসাদি সঙ্কট, কিম্বা জন্মমরণের কষ্ট—এই বিশ্রামবিহীন মার্গে কে চলিবে ? বিষয়ী যদি বিষয় ত্যাগ করে, তবে মহাপাপ কোথায় থাকিবে ? আর—“সংসার” এই শব্দই ( নাম ) কি জগতে মিথ্যা হইয়া যাইবে না ? সেইজন্য, যাহারা বিষয়দুঃখকে<sup>২</sup> হুখ বলিয়া মনে করে তাহারাই অবিজ্ঞানাতা মিথ্যাকে সত্য বানাইয়াছে । অতএব, হে বীরশ্রেষ্ঠ; বিচার করিয়া দেখিলে বিষয় অতি নিকৃষ্ট বস্তু, তুমি ছুলিয়াও ঐ পথে যাইও না । ‘বিরক্ত’ পুরুষ বিষয়কে বিষয় ছায়া ত্যাগ করেন, নিরাকাজ্ঞ বলিয়া তাঁহাকে দুঃখ ( হুখের বোধ ) আসিলেও প্রলোভিত করিতে পারে না ।

শক্লোত্তীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

যাহারা দেহী হইয়াও দেহভাব ( ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ) স্বরূপে রাখিয়াছে, সেই জ্ঞানিগণের কাছে ইহার ( বিষয়ের ) অস্তিত্বই নাই । তাহারা বাহ্য বিষয়ের ভাষা একেবারে জানে না, তাহাদের অন্তরে এক হুখ ( আত্মহুখ ) বিরাজ করে । পরন্তু, এই হুখ ভোগ করিবার রীতি স্বতন্ত্র ; পক্ষী যেমন ফল চূষন ( আশ্বাদন ) করে ইহা সেরূপ নহে,—( ভোগ-করিবার সময় ) ভোক্তৃভূই বিন্মত হয় ; ( ১৩০ ) সেই ( আত্মহুখ ) ভোগের সময় এমন এক অবস্থা হয় যে অহঙ্কারের পর্কত দূরে সরাইয়া হুখকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে । সেই আলিঙ্গনের ফলে ঐক্য আশিয়া যায় ( জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একরূপ হইয়া যায় )—জল যেমন জলে মিশিয়া পৃথক দেখায় না ; কিম্বা, বায়ু যেমন আকাশে মিলাইলে, তাহাদের বৈতসত্তার লোপ হয়, তেমনি এই আলিঙ্গনে হুখ আত্মস্বরূপেই লীন হয় । এইভাবে বৈতসত্তা মিটিয়া যায় ; যদি বলা যায়, একতা হইয়া যায় তবে তাহা জানিবার সাক্ষী কে থাকে ? অতএব

এ সমস্ত থাকুক ; বাহা বলিয়া বুঝান যায় না, তাহা কি করিয়া বলা যায় ? যিনি আত্মারাম হইয়াছেন, তিনি স্বভাবতঃই ইহার মৰ্ম বুঝিতে পারেন । বাহারা এইরূপ আত্মহুধে মত্ত হইয়াছেন এবং আত্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া আছেন, আমি জানি তাঁহারা এই শুদ্ধ সময়সের ( ব্রহ্মকরসের ) পুতলী । তাঁহারা আনন্দের মূর্তি ( প্রতিবিম্ব ), সুখের অঙ্কুর, কিম্বা যেন মহাবোধের বিকার<sup>১</sup> । তাঁহারা বিবেকের গ্রাম ( জগদ্ভূমি ), কিম্বা পরব্রহ্মের স্বভাব ( কেবল স্বরূপ ), অথবা ব্রহ্মবিজ্ঞার সুশোভিত অবস্থার । তাঁহারা সত্ত্বগুণের সাত্বিকভাব, কিম্বা চৈতন্তের উপাদান । ( শ্রোতাগণ বলিলেন ) “অনেক বলা হইল, এক এক করিয়া আর কত বর্ণনা করিবে ? তুমি সাধুগণের স্তুতি<sup>২</sup> করিতে আরম্ভ করিয়াছ, মূল কথাও ময়ম করিতেছ না, আর সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়া নিরাকার, নিগুণ বিষয়ের প্রতিপাদন করিতেছ । ( ১৪০ ) পরন্তু, এখন এই রসাতিশয়ের আবেগ বন্ধ কর, এই ( গীতা ) গ্রন্থার্থদীপকে উজ্জল করিয়া সাধুহৃদয়মন্দিরে মঙ্গল-উষা আনয়ন কর ।” ত্রীশুরুদেবের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া, নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণ কি বলিলেন, তাহাই শুনুন ।”

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমুখ্যঃ স্রীণকল্যাণাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাস্থানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

হে অর্জুন, আত্মানন্দের গভীর হৃদে ডুব দিয়া যে একেবারে তলার গিয়া পৌছিয়াছে, এবং স্থির হইয়া তদ্রূপ হইয়া গিয়াছে ; অথবা যে নির্মল আত্মজ্ঞানের প্রকাশে সমস্ত বিশ্বকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া দেখে, তাহাকে দেহ-ধারী পরব্রহ্ম বলিয়া সুখে মানিয়া লওয়া যায় । বাহা সত্যই পরম ( সর্ব-শ্রেষ্ঠ ) নিত্যবস্ত, অনন্ত<sup>৩</sup>, নিঃসীম, বাহা ( ব্রহ্মরূপ ) গ্রামের নিকায় অধিকারী — বাহা মহাবিগণের প্রাপ্য, বিরক্ত জনের লভ্য, বাহা নিঃসংশয়ে নিরন্তর সমুদ্ভিলাভ করিতে থাকে ।

১ বিজ্ঞার বিহারভূমি

২ স্তুতিতে রত হইয়াছে

৩ অক্ষয় ;

কামক্ৰোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্জতে বিদিতাশ্চনাম্ ॥ ২৬

যে বিষয় হইতে আপনার চিত্তকে সরাইয়া আনিয়া তাহাকে জয় করিয়াছে ( সম্পূর্ণ বশে আনিয়াছে ), সে চিন্তারহিত হইয়া যেখানে নিদ্রা যায় এবং পুনরায় আগিয়া উঠে না ; তাহাই ( সেই স্থিতিই ) “পরব্রহ্মনির্ব্বাণ” (কৈবল্য),—যাহা আত্মজ্ঞানিগণের ‘কারণ’ ( ধ্যেয় ) ;—হে পাণ্ডুসুহৃদ, সেই পুরুষ তাহাই ( সেই পরব্রহ্মস্বরূপ ), জানিবে । যদি প্রশ্ন কর, ইহা কি করিয়া হয়, দেহধারণ করিয়া কিরূপে ব্রহ্মস্বপ্রাপ্তি হয়, তবে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি ।

স্পর্শান্ কৃতা বহির্বাহ্যাস্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃতা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমূর্নির্মোক্শপরায়াণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ২৯

বৈরাগ্যের আশ্রয়ে ( সামর্থ্যে ) তিনি বিষয়কে বাহিরে তাড়াইয়া শরীরকে শুধু মনোময় করিয়া কেলেদ । ( ১৫০ ) যে দক্ষিণে দ্রুপদবৃগল সহজে মিলিত হয় সেখানে তিনি আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লাগাইয়া দেন । দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া, প্রাণাপানবায়ুকে সম ( একত্র ) করিয়া চিত্তকে ব্যোমগামী করেন ( চিদাকাশে লইয়া যান ) । বাস্তার ( ভালমন্দ ) সমস্ত জল লইয়া গঙ্গা সমুদ্রে মিলিত হইলে যেমন সেই জল এক এক করিয়া পৃথক্ করা যায় না ; তেমনি, হে অর্জুন, যখন প্রাণবায়ুর সহিত মনকে চিদাকাশে লয়প্রাপ্ত করান হয়, তখন পৃথক্ পৃথক্ বাসনাসমূহের চিন্তা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায় । যে মনোরূপ পটের উপর সংসারের চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা তখন ছিড়িয়া যায়,—যেমন সরোবর শুকাইয়া গেলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না ; তেমনি, যেখানে মনোরূপ মূলধনই চলিয়া যায়, সেখানে অহং-ভাবাদি কোথায় থাকিবে ? সুতরাং যাহার ( ব্রহ্মস্বরূপের ) অমৃতভূতি হইয়াছে,

তিনি শরীরী হইলেও আকাশ (ব্রহ্মরূপ) হইয়া বান। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেহ কেহ দেহধারণ করিয়াও ব্রহ্ম লাভ করে; তাহারা এই মার্গ অবলম্বন করিয়াই ঐ স্থিতি প্রাপ্ত হয়। যম নিয়মের পর্তত পার হইয়া, যোগাভ্যাসরূপ সাগর অতিক্রম করিয়া তাহারা ওপারে চলিয়া যায় (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়)। তাহারা আপনাদের নির্লেপ করিয়া (নির্লিপ্ত হইয়া) প্রপঞ্চের মাপ করে (জাগতিক ব্যাপার করিতে থাকে), এবং সত্যই স্ব-স্বরূপ হইয়া থাকে।” এই ভাবে, হৃষীকেশ যোগমার্গের উদ্দেশ্যের কথা বলিলেন; তাহাতে মর্মজ অর্জুন চমৎকৃত হইলেন। ( ১৬০ ) তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়া হাস্ত করিয়া পার্থকে কহিলেন—“এই কথায় কি তোমার চিত্ত প্রশন্ন হইল?” তখন অর্জুন বলিলেন—“হে দেব আপনি (পরচিত্তলক্ষণ বুঝিবার রাজা) অপরের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে নিপুণ, আপনি আমার মনের ভাবও জানিয়াছেন। আমি বাহা বিভূতভাবে প্রশ্ন করিতে চাহি, তাহা হে দেব, আপনি আগেই জানিয়াছেন, তবে আপনি বাহা বলিলেন, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলুন। শুধুন, আপনি যে সাধনমার্গের কথা উপদেশ করিলেন, তাহা তেমনি স্বগম—যেমন সম্ভরণ অপেক্ষা পায়ে হাঁটিয়া জল পার হওয়া সহজ। তেমনি, আমার শ্রায় নির্বোধের পক্ষে সাংখ্যযোগ হইতে এই পথটি অধিকতর প্রাঞ্জল, ইহাতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তাহাও বরং সহ্য করা যায়। অতএব, হে দেব, আর একবার প্রতীতি জন্মাইবার জন্ত, ইহা আশঙ্ক্য বিস্তারিত করিয়া বলুন।” তখন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“অহো, এই মার্গই তোমার ভাল মনে হইতেছে? তবে আর কি? আমি পুনরায় আনন্দের সহিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে অর্জুন, তুমি শুনিতে চাও, শুনিয়া যদি সেই অল্পসারে আচরণ কর, তবে আমার বলিবার ন্যূনতা হইবে কেন? ( আমি উপদেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? )” একে তো ( শ্রীকৃষ্ণের ) মায়ের চিত্ত, তাহাতে আবার সম্ভানের প্রতি প্রেম আসিয়া মিশিয়াছে,—এখন এই অদ্ভুত স্নেহের কথা কে জানে? ইহাকে কারুণ্যরসের বৃষ্টি বলিব, কি অদ্ভুত স্নেহরসের স্রষ্টি বলিব? কি আর বলিব? শ্রীহরির এই ( কৃপা ) দৃষ্টির বর্ণনা করা যায় না। ( ১৭০ ) সেই দৃষ্টি কি অমৃতের ( ছাঁচে ঢালা ) পুতলী? কিবা, প্রেমরস পান করিয়া

এমন মন্ত হইয়াছে যে অৰ্জুনের প্রতি মোহে ( প্রেমে ) বদ্ধ হইয়া আর বাহির হইতে পারিতেছে না ? এ সম্বন্ধে যত অধিক বর্ণনা করি না কেন, তাহা মূল কথা হইতে অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে, পরন্তু কথা দ্বারা এই স্নেহের স্বরূপ বর্ণনা করা যাইবে না । ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? যে দৈব নিজেই নিজের স্বরূপ বর্ণনা ( মাপ ) করিতে পারেন না, তাঁহাকে অপর কে জানিতে পারে ? তথাপি, শ্রীকৃষ্ণ যে আগ্রহের সহিত বারবার “শুন” “শুন” বলিতেছিলেন, তাহাতে আমার মনে হয় পূর্ববর্ণিত কথার গূঢ়ার্থ ইহাই যে তিনি ( অৰ্জুনের প্রেমে ) সহজেই মোহিত হইয়াছিলেন । ( শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ) “হে অৰ্জুন, যে যে ভাবে বলিলে তোমার চিত্তে বোধের উদয় হইবে, আমি আনন্দের সহিত তেমনি ভাবে বর্ণনা করিব । যোগ কাহাকে বলে, তাহার প্রয়োজন কি, অথবা কাহারাই বা তাহাতে অধিকারী ; এই প্রকার বাহ্য কিছু এখানে বলিবার আছে, সে সমস্তই আমি এখন বর্ণনা করিব । তুমি মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর”—এইরূপ প্রস্তাব করিয়া শ্রীহরি বাহ্য বলিবেন, তাহা পরের অধ্যায়ে বলা হইবে । ( ১৭৮ )

ও তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে

সংস্তাসংযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়

সমাপ্ত ।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণ এখন যে যোগমার্গের কথা বলিতেছেন তাহার অতিপ্রায় (ভাবার্থ) শ্রবণ করুন। শ্রীনারায়ণ যখন অর্জুনকে সহজে ব্রহ্মরসের পকায় পরিবেশন করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে আমরাও অতিথি হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইহা আমাদের কত বড় সৌভাগ্য জানি না ; তৃষার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জলপান করিবার সময় ‘তাহাকে’ অমৃত মনে করে ; আমার ও আপনার অবস্থাও তেমনি হইয়াছে—কারণ ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের করতলগত হইল (মুষ্টির মধ্যে আসিল)” ; তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন— “আমি তোমাকে এ প্রশ্ন করি নাই।” এই কথায় সঞ্জয় রাজার মনের ভাব বুঝিলেন, যে তাঁহার হৃদয় পুত্রগণের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। ইহা জানিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিলেন—“বৃদ্ধরাজা পুত্রস্নেহে বিভ্রান্ত হইয়াছে—নতুবা, বাস্তবিক পক্ষে, এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণার্জুন সংবাদ অতি উত্তম হইয়াছে। পরন্তু, উহাতে এই মোহাদ্ধ রাজার কি হইবে ? জন্মান্ত কি দেখিতে পায় ?” তথাপি, রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন ভাবিয়া সঞ্জয় ভয়ে কিছু বলিলেন না। পরন্তু, কৃষ্ণার্জুনসংবাদ শুনিতে পাইলেন বলিয়া আপন চিত্তে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। সেই আনন্দের আতিশয্যে, সাতিপ্রায় (ভাবপূর্ণ) অন্তঃকরণে এখন অতিশ্রদ্ধার সহিত বাহা বলিবেন, তাহাই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ<sup>২</sup> প্রসঙ্গ,—কীরলমূত্রে যেমন অমৃত লাভ হইয়াছিল ; (১০) তেমনি, বাহা গীতার্থের সার, বাহা বিবেক-স্নগয়ের অপর পার, অথবা যোগৈশ্বর্যের উন্মুক্ত ভাণ্ডার ; বাহা আদি-প্রকৃতির বিশ্রান্তিস্থল, যেখানে শব্দব্রহ্ম (বেদ) শুদ্ধ (মুক) হইয়া থাকে ; বাহা হুইতে গীতারূপ লতার স্বরূপের প্রসার হয় ; তাহাই এই ষষ্ঠ অধ্যায়,— আমি ইহা উত্তম সাহিত্যের (আলংকারিক) ভাষায় বর্ণনা করিব, আপনারা চিত্ত লাগাইয়া শ্রবণ করুন। আমি সরল মারাঠী ভাষায় বলিতেছি, পরন্তু এমন রসপূর্ণ শব্দ যোজন্য করিব যে (ইহার মাদুর্য্য) অমৃতকেও নিশ্চত (বাজি রাখিয়া) হার মানাইবে। ইহার কোমলতার তুলনায়

সমুদ্রের লহরী<sup>১</sup>ও হীন মনে হইবে, ইহার ছন্দ ( আকর্ষণী শক্তি ) স্বর্গন্ধের মোহিনীশক্তিকেও পরাভূত করিবে । শুভ্রন, ইহার রসালত্বের লোভে কর্ণের জিহ্বা বাহির হইবে, এবং ( ইহা আনন্দনের জন্ত ) সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পরস্পর কলহে মত্ত থাকিবে । শব্দ স্বভাবতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়, পরন্তু, রসনা বলিবে “এই রস আমার বিষয়” ; ভ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, আমার ভাষা ( রসালতার জন্ত ) তাহাই ( স্বগন্ধ ) হইয়া যাইবে । আর আশ্চর্যের কথা এই যে, এই কবিতার রচনাশৈলী দেখিয়া “চন্দ্র আকাজক্ষা পূর্ণ হইবে এবং তাহার বালিয়া উঠিবে “রূপলাবণ্যের ধনি উন্মুক্ত হইল” । সম্পূর্ণ পদ রচনা করিলেই, ( শ্রোতাদের ) মন ঐ বাক্যকে বাহ্যদ্বারা আলিঙ্গন করিবার আশায় বাহিরে দৌড়াইবে । এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন ভাব ( বৃত্তি ) অঙ্গুলারে উহাকে ধরিতে চেষ্টা করিবে, পরন্তু এই ভাষা সমানভাবে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিবে ( বুঝাইবে )—যেমন সূর্য্য একাই সর্ব্ব জগতের চেতনা সম্পাদন করে । ( ২০ ) তেমনি এই ভাষার ব্যাপকতাও অসাধারণ—পঠনশীল<sup>২</sup> ভাবজের ( মর্ম্মজের ) কাছে ইহা চিন্তামণির গুণ প্রকাশ করিবে । আর কি বলিব ? এই ভাষারূপ খালায় কৈবল্যরস পরিবেশন করিয়া, আমি এই ( গ্রন্থরূপ ) অরহারা নিকাম পুরুষের আতিথ্যসংকার করিতেছি । এখন, নিত্যনবীন আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ দীপাধারে রাখিয়া তাহার আলোকে যে ইন্দ্রিয়গুলিকে না আগাইয়া ইহা উপভোগ করিবে, তাহারই ইহা লাভ হইবে ; এখানে শ্রোতাগণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া মন দ্বারাই ইহা উপভোগ করিবে । এই ভাষার উপরের খোলস তুলিয়া ফেলিলে ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন হইবে, এবং তখন তাহার মধ্যে স্বধে অথও স্বধপ্রাপ্তি হইবে । ( শ্রোতাগণের মধ্যে ) যদি এই সূক্ষ্মদর্শিতা আসিয়া যায়, তবেই ইহা ( আমার বাণী ) উপযোগী হইবে ; অন্তর্ভাব, “সমস্তই বক্তার” মৌনাবলম্বনের<sup>৩</sup> জায় হইবে । পরন্তু, এ সমস্ত এখন থাকুক ; শ্রোতাগণকে সাবধান করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহারা স্বভাবতঃই অধিকারী এবং পূর্ণকাম<sup>৪</sup> ; বাহারা আত্মজ্ঞানের

১-২ নাদের রঙ্গ ( মাধুর্য্য ) ; নদীর তরঙ্গ ; † দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—চন্দ্র পূর্ণ ছুটি হইবে ; ‡ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—বাক্যবাহ প্রসারিত করিবে ; ৩ বিচারশীল

৪-৫ স্বকর্ম্মবিরের সংবাদের জায় হইবে ;

৬ নিকাম



প্রেমে স্বর্গসংসারের সুখ বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই ইহার মাধুর্য্য জানিতে পারে না। কাকের যেমন চন্দের সহিত পরিচয় নাই, সাধারণ লোকও তেমনি এই গ্রন্থ বুঝিতে পারিবে না, আর হিমাংসু যেমন চকোরের খাত্ত; তেমনি ইহা ( এই গ্রন্থ ) জ্ঞানীজনের আশ্রয়, আর, অজ্ঞানীর জন্য অন্য গ্রাম; হুতরাং বলিবার বিষয় আর বিশেষ কিছুই নাই। ( ৩০ ) পরন্তু প্রসঙ্গক্রমে বাহা কিছু বলিয়াছি, সেজন্ত সজ্জন আপনাবা আমাকে ক্ষমা করুন, এখন শ্রীরক্ষ কি প্রতিপাদন করিলেন তাঁহাই বলিতেছি। বুদ্ধি দ্বারা ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিন, সেইজন্ত শব্দ দ্বারাও ইহা কদাচিৎ বুঝান যায়, পরন্তু, শ্রীনিবৃত্তিনাথের রূপাপ্রকাশে আমি তাহা দেখিতে পাইব। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ( ব্রহ্মজ্ঞানের ) বলপ্রাপ্ত হইলে, বাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাও দৃষ্টি বিনাই দেখা যায়। অথবা দৈবযোগে যদি পরশ পাথর হস্তগত হয়, তবে ধাতুবাঙ্গিণ ( অপ-রসায়ন-বিদগণ ) ও যে স্বর্ণের খোঁজ পান না, লোহা হইতে সেই প্রকার বিস্তর ( পনের কদের ) স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনি সদগুরুরূপা হইলে এমন কি আছে বাহা চেষ্টা করিলে পাওয়া যায় না? সেইজন্ত আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি সেই সদগুরুরূপা আমি অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছি। সেই গুরুরূপায় আমি এই তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছি—আমার ভাষণ অরূপকে রূপদান করিবে, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করাইবে। শুভন, বশ, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই ছয়টি শ্রেষ্ঠ গুণ বাঁহার মধ্যে বাস করে; এবং সেজন্ত বাঁহাকে ভগবান বলা হয়, যিনি নিঃসঙ্কেত ( বাসনাসম্বরহিতের ) সঙ্গী ( মিত্র ) তিনি বলিতেছেন—“হে পার্থ, এখন দত্তচিত্ত ( একাগ্রমন ) হইয়া শ্রবণ কর।

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মকলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।

স সংশ্রাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১

শুন, একগতে যোগী ও সংশ্রাসী একই, কদাচিৎ যদি ইহাদের ভিন্ন মনে হয় তবে বিচার করিয়া দেখিলে উহারা দুটি একই। নানভেদের বৈতাত্যাস ছাড়িয়া দিলে বাহা ( কৰ্ম্ম ) যোগ তাহাই সংশ্রাস, ব্রহ্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে

এ দুটির মধ্যে কোনও ভেদ নাই। (৪০) ভিন্ন ভিন্ন নামে যেমন একই পুরুষকে ডাকা হয়, কিংবা এক আয়নার বাইবার দুটি ভিন্ন পথ থাকে ; অথবা, জল যেমন স্বভাবতঃ একই, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ভরিলে ( ভিন্ন দেখায় ), যোগ ও সংগ্রাসের মধ্যে ভিন্নত্বও তেমনি জানিবে। ওন, যে কর্ম করিয়া তাহার ফলে অহরন্তর হয় না, তাহাকেই এই জগতে সর্বসম্মতিক্রমে যোগী বলে। পৃথিবী যেমন অহংবুদ্ধিরহিত হইয়া স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্ধ উৎপন্ন করে, এবং তাহার বীজের ( ফলের ) অপেক্ষা করে না ; তেমনি, যিনি ' নিজবংশের বর্ণাঙ্গসারে কুলধর্মের অহরূপ যখন যে কর্মপ্রাপ্ত হন ; তাহাই যথাবিধি আচরণ করেন, পরন্তু, শরীরে দেহাভিমান পোষণ করেন না, এবং তাহার বুদ্ধি কর্ম করিয়াও কখনও ফলাশার দিকে যায় না ( 'কল পর্যন্ত যায় না' ) ; তিনিই সংগ্রাসী,—হে পার্থ, ওন, তিনিই নিঃসংশয়ে যোগীশ্বর। অগ্রথায়, যে প্রাসঙ্গিক ( নিত্যনৈমিত্তিক ) বিহিত কর্মকে বন্ধনকারক বলিয়া ত্যাগ করে, অথচ, সঙ্গে সঙ্গেই, অগ্র এক কর্ম ফাঁদিয়া বসে ; সে, এক লেপ ( রং ) ধুইয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্র রং লাগাইবার জায়, আগ্রহের বশীভূত হইয়া বৃথাই বিড়ম্বনা ভোগ করে। গৃহস্থাত্ম্যের বোঝা ( ভার ) তো স্বভাবতঃ প্রথম হইতেই মাথায় চাপিয়া আছে, তাহার উপর কি পুনরায় সংগ্রাসের অভ্যাস ( বোঝা ) চাপাইতে হইবে ? ( ৪০ ) হুতরাং, অগ্নিসেবা ( অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ) না ছাড়িয়া, কর্মের ( আচার ) মর্যাদা উন্নত্বন না করিয়াও, কর্মযোগের মধ্যেই স্বভাবতঃ আত্মস্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১

যং সংগ্রাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হুসংগ্রাস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

ওন, 'যে সংগ্রাসী সেই যোগী' এই একবাক্যতার ( অভেদের ) ধ্বজা জগতে অনেক শাস্ত্রের মধ্যেই উড়িতেছে। 'যেখানে সংগ্রাসদ্বারা সংকল্প পর্যন্ত টুটিয়া যায়, সেখানেই যোগের সার প্রাপ্ত হওয়া যায়', এই সত্যই তাহার ( এই সকল শাস্ত্র ) অমূল্যবের দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিয়াছে।

আরুৰক্ষোমুনৈর্যোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারূঢ়স্ত তস্মৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

এখন, হে পার্থ, যদি যোগাচলের শিখরে উঠিতে চাও, তবে কর্মমার্গের এই সোপান কখনই ত্যাগ করিও না। যমনিয়মের তলদেশ দিয়া (যমনিয়মকে ভিত্তি করিয়া) যোগাসনের পাদ-পথে প্রবেশ করিয়া, প্রাণায়ামরূপ বিষম-পর্বতের উপর উঠিতে হইবে। তাহার পর; প্রত্যাহাররূপ পিচ্ছিল, অর্দ্ধভগ্ন পর্বত পড়িবে—যেখানে বুদ্ধিরও পদস্থলন হয় এবং হঠযোগীও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিম্নে পতিত হন। তবে, অভ্যাসের সামর্থ্যে, প্রত্যাহাররূপ (নিরালম্ব) আকাশের পথে, বৈরাগ্যের আশ্রয়ে, নথর বিদ্ধ করিয়া উঠিতে হইবে। এইভাবে, প্রাণবায়ুর আহুকুল্যে, ধারণার<sup>১</sup> সোপানের<sup>২</sup> সাহায্যে, ক্রমে ক্রমে ধ্যানের শিখরে উঠিতে পারা যায়। তখন পথের চলা শেষ হয়, প্রবৃত্তির আকাজ্জার নিবৃত্তি হয়, সাধ্যসাধনা একত্রে আলিঙ্গন করিয়া সমরস হইয়া যায়। যেখানে সামনে চলা বন্ধ হয়, পশ্চাতের স্মৃতিও নষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ (যোগসমাধির) সমতার ভূমিতে সমাধিলাভ হয়। (৬০) এই উপায়ে, যোগারূঢ় হইয়া যিনি নিঃসীম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষণের নির্ণয় করিব, শ্রবণ কর।

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুযজ্জতে ।

সর্বসংকল্পসংস্থাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

যাঁহার ইন্দ্রিয়ের ঘরে বিষয়ের যাতায়াত নাই, যিনি আত্মবোধের কূর্হরীতে শয়ন করিয়া আছেন; শরীরে সুখদুঃখের স্পর্শও যাঁহার মন আগ্রত হয় না, বিষয় কাছে আসিলেও ইহা কী তাহা জানিবার ইচ্ছাও<sup>৩</sup> যাঁহার হয় না; ইন্দ্রিয়গুলি কর্শে প্রবৃত্ত হইলে, যাঁহার অন্তঃকরণে ফলাশা সম্বন্ধে কোনওরূপ আসক্তি থাকে না; এইভাবে, দেহধারণ করিয়াও যিনি আগ্রত অবস্থায় (আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া) নিদ্রিতের মত থাকেন তাঁহাকে

১ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, বৈরাগ্যের,

২-৩ ধারণার প্রশস্ত ভূমি লাভ করিয়া।

৪ ইহা কি তাহা যাঁহার শ্রবণ হয় না;

উত্তম ষোণারূপ পুরুষ বলিয়া জানিবে।” তখন অর্জুন বলিলেন—“হে অনন্ত, ইহা শুনিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে,—ইহাকে এমন ষোণ্যতা কে দেয়, তাহাই বলুন।”

উদ্ধরেদাস্বনাশ্বানং নাস্বানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—“তোমার এই কথাই অদ্ভুত মনে হইতেছে, এই অদ্বৈত অবস্থায়, কে, কাহাকে, কি দেয়? পরন্তু, ব্যামোহের (ভ্রান্তির) শয্যায় যখন প্রবল অজ্ঞানের নিদ্রায় মগ্ন হইয়া নিদ্রিত থাকে (‘প্রবল অবিভাক্রম নিদ্রায় প্রবেশ করে’), তখনই জন্মমৃত্যুর দুঃস্বপ্ন ভোগ করে। পরে যখন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে, তখন সেই সমস্ত (স্বপ্নবিষয়) মিথ্যা হইয়া যায়;—এইভাবে যে সম্ভাব উৎপন্ন হয় (আত্মবোধের উদয় হয়) তাহাও তাহার নিজের (আত্মার) মধ্যে হয়। সুতরাং, হে ধনঞ্জয়, মিথ্যা দেহাভিমানে চিত্ত লাগাইয়া এইভাবে নিজের নিজের বধ (ঘাত) করে। ৭০

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্মৈ যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

ইহা (এই দেহাভিমান) বিচারপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে<sup>১</sup> স্বয়ং নিত্যবস্ত (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া যায়—তবে নিজের নিজেকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। নতুবা, যে আপনার হৃদয় দেহকেই আত্মা মনে করে, সে রেশমের কীটের ত্যায় আপনিই আপনার বৈরী হয়। কি দুর্দৈব! সৌভাগ্যপ্রাপ্তির মুখে এই হতভাগ্য মগ্ন হইয়া নিজের ব্রহ্মস্ব কামনা করে এবং আপনার উন্নীলিত চক্ষুকেও বন্ধ করে। কিহা, কেহ ভ্রমবশতঃ বলে ‘আমি তো নাই’ ‘আমাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে’—এমনি অন্তঃকরণে মিথ্যাভাব ধরিয়া বলিয়া থাকে। যদি বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, জীব তো ব্রহ্মবস্তই বটে; পরন্তু, কি করা যায়! তাহার বুদ্ধি ঐ দিকেই যায় না; দেখ, স্বপ্নে আঘাত পাইলে কি লডাই মরিতে হয়? যেমন শুকপক্ষীর দেহের ভায়ে নলিকা যখন উন্টা

১ বিচারপূর্ব্বক এই অহঙ্কার ত্যাগ করিলে;

দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তখন সে উড়িয়া যাইতে পারে না,\* তাহার মনের আশঙ্কা দূর হয় না। সে বৃথা ঘাড় বাঁকাইয়া, শরীর ও বুক দ্বারা দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া, চক্ষুদ্বারা নল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। মনে করে ‘আমি সত্যই বাঁধা পড়িলাম’—এই মিথ্যা ভাবনারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং তাহার মুক্ত পদ আরও অধিক ভাবে বাঁধা পড়ে। এইভাবে, যে অকারণে বন্ধনদশায় পড়ে, তাহার সম্বন্ধে কি বলা যায় যে অস্ত্র কেহ তাহাকে বন্ধন করিয়াছে? তাহাকে যদি অর্দেক কাটিয়াও ফেলা যায়, তথাপি সে ঐ নল ত্যাগ করিবে না। অতএব যে সঙ্কল্প-বিকল্প বাড়াইয়া যায়, সে নিজেই নিজের শত্রু; অপর যে পুরুষ এই মিথ্যা ভাব পোষণ করে না—তাহাকে আমি স্বয়ং আমার প্রিয়জন মনে করি†। (৮০)

জিতাশ্বনঃ প্রশান্তশ্চ পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

যিনি নিজের অন্তঃকরণকে জয় করিয়াছেন, এবং বাঁহার সকল কামনা উপশমিত হইয়াছে, পরমাত্মা তাঁহার পরও নহেন (তাঁহা হইতে পৃথক নহেন) দুঃস্বপ্নও নহেন। খাদ নষ্ট হইলে সোনা যেমন শুদ্ধ (পনের কসের) হয়, তেমনি সঙ্কল্প লোপ হইলে জীব ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়। ঘটাকার নষ্ট হইলে যেমন ঘটাকাশকে আকাশের সহিত মিলিত হইবার জন্য অস্ত্র কোথায়ও যাইতে হয় না; তেমনি, বাঁহার মিথ্যা দেহাহঙ্কার সমূলে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি প্রথম হইতেই সর্বব্যাপী পরমাত্মা হইয়া আছেন। তখন শীতোষ্ণের প্রবাহ, সুখদুঃখের বিচার বা মান অপমানের কথা—ইহার কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। যে পথে সূর্য্য যায়, তাহার তেজে (আলোকে) বিশ্বের সেই প্রদেশ প্রকাশিত হয়, তেমনি, তিনি যে যে বস্তু প্রাপ্ত হন তাহা তদ্রূপ হইয়া যায়। দেখ, মেঘ হইতে পতিত বর্ষাধারা যেমন সমুদ্রকে† বিদ্ধ করে না,

\* তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—তখন সে উড়িয়া যাইতে পারে, পরন্তু তাহার..

† “তাহাকে আমি আত্মজ্ঞানী বলি”

১ আকাশকে.

তেমনি শুভাশুভ কর্ম যোগীশ্বরের কাছে পৃথক মনে হয় না (ক্লেশকারক হয় না)।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্ঠাশ্রকাক্ষনঃ ॥ ৮

বিজ্ঞানাত্মক ভাব ( সংসার বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান ) বিচার করিয়া দেখিলে মিথ্যা ( মায়াপ্রসূত ) বলিয়াই জ্ঞান যায়—পরন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ জ্ঞান ( তাহাই ) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। আর তখন ভৈতভাবে না থাকায়, উহা ব্যাপক কি একদেশী ( দেশকালাত্মক ) তাহার আলোচনা আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে শরীরী হইয়াও যিনি ইন্দ্রিয়গুলি জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে অনায়াসে পরব্রহ্মের তুল্য জ্ঞান করা যায়। ( ২০ ) তিনি স্বার্থাই জিতেন্দ্রিয়, এবং তাঁহাকেই ‘যোগযুক্ত’ বলা যায়,—তিনি কখনও ‘ছোট’ ‘বড়’ এই ভেদ করিতে জানেন না। দেখ, তিনি মেরুপর্বতের গ্রায় বৃহৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণখণ্ড ও মাটির টেলোকে সমান মনে করেন। তিনি এমনি নিরাকাজ্ঞ ( ও সমবুদ্ধি ) যে বাহার তুলনায় পৃথিবীই অল্পমূল্য মনে হয়, তেমনি অনর্থা ও উত্তম বস্তুকেও প্রস্তরখণ্ডের গ্রায় দেখেন।

সুহৃদ্বিত্রায়ুর্দাসীনমধ্যাস্থদ্বৈশ্ববন্ধুযু।

সাদুর্ষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্টতে ॥ ৯

তাঁহাতে, সুহৃৎ ও শত্রু, উদাসীন ( তটস্থ, পর ) ও মিত্র, একরূপ ভেদভাবের বিচিত্র কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইবে? তাঁহার ‘আমিই বিশ্ব’ এই প্রকার বোধ ( সমদৃষ্টি ) হইয়াছে, তাঁহার কাছে কে কাহার বন্ধু, কেই বা শত্রু? হে কিরীটি, তাঁহার দৃষ্টিতে কি অধমোত্তম আছে? পরশ পাথরের কটিপাথরে কি সোনার কসের ভেদ পাওয়া যায়? সেই কটিপাথর যেমন সমস্তই শুদ্ধ সোনার পরিণত করে, ( ‘স্বর্ণের বর্ণভেদ দূর করে’ ) তেমনি, তাঁহার বুদ্ধি চরাচর বিশ্বে নিরন্তর লাম্যতাবের ঔজ্জ্বল্য দেখে। এই বিশ্বরূপ অলঙ্কারের সম্ভার যদিও বিভিন্ন আকারে দৃশ্যমান, তথাপি তাহারা এক পরব্রহ্মরূপ স্বর্ণে তৈয়ারী—সমস্ত বিষয়ে তাঁহার এইরূপ উত্তম জ্ঞান লাভ হইয়াছে, হতরাং তাঁহাকে এই বিচিত্র বিশ্বরচনার বাহ্যিক সৌন্দর্য তুলাইতে পারে না।

বস্ত্রমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখা যায় উহা সমস্তই তত্ত্বের স্রষ্টি,—তেমনি; ( এই বিষয়ে ) এক তিনি ( পরব্রহ্ম ) ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই ; ( ১০০ ) ষাহার এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়াছে, যিনি ইহা অনুভব করিয়াছেন, তিনিই ‘সমবুদ্ধি’—সমবুদ্ধি অত্র কিছুই নহে, জানিবে। ষাহার নাম তীর্থরাজ, ষাহার দর্শনে সিদ্ধি<sup>১</sup> প্রাপ্তি হয়, ষাহার সংসর্গে আসিলে মোহগ্রস্ত পুরুষেরও ব্রহ্মভাব ( আত্মবোধ ) হয় ; ষাহার বাক্য ধর্মের জীবন, ষাহার দৃষ্টিতে মহাসিদ্ধির জন্ম হয়, স্বর্গস্থখাদি ষাহার কাছে খেলনার-স্থান<sup>২</sup>, দৈবযোগে যদি চিত্তে তাঁহার স্মরণ হয়, তবে তাহাকে ( স্মরণকারীকে ) আপন যোগ্যতা প্রদান করেন,—আর অধিক কি বলিব ? তাঁহার প্রশংসা ( স্তুতি ) করাও লাভ ( কল্যাণকারক )।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

ষাহার অবৈতরূপ জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইয়াছে—যাহা কখনও অন্ত যায় না, —যিনি নিরন্তর আত্মস্বরূপে স্থির ও অটল হইয়া আছেন ; হে পার্থ, ষাহার দৃষ্টি এই প্রকার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনিই অদ্বিতীয়, তাঁহাকে সহজেই ত্রিলোকে অপরিগ্রহী ( সঙ্গরহিত ) বলিয়া জানিবে।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ, নিজের ষড়গুণৈশ্বর্য্য হইতেও অধিক বাড়াইয়া সিদ্ধপুরুষের অসাধারণ লক্ষণ-গুলি বলিলেন। “যিনি জ্ঞানিজনের শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞেয় দৃষ্টির প্রদীপ ( প্রকাশ ), যে সর্ব্বশক্তিমান স্বামীর সঙ্কল্পেই বিশ্বরচনা হয় ; প্রণবের হাটে যে শব্দব্রহ্মরূপ গেকর্য্যবস্ত্র পাওয়া যায়, তাহাও ষাহার কীৰ্ত্তিকে আবৃত করিতে অগ্রচূর হয় ( অর্থাৎ তাঁহার মহিমা প্রকাশে অসমর্থ ) ; ষাহার আঙ্গিক তেজেই রবিশরীর ( প্রকাশ করিবার ) ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা—ঐহতর্য্যঃ ষাহার তেজের প্রকাশেই জগতের পোষণ হয় ; ( ১১০ ) শুধু ইহাই নহে— ষাহার নামের মহত্বের তুলনায়, সারা গগনই তুচ্ছ দেখায়—তাঁহার এক একটি গুণের মহিমা তুমি কি বুঝিবে ? হুতর্য্যঃ এ প্রশংসা ( বর্ণনা ) থাকুক,—

১ “প্রশস্তি”—পূজাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়

২ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—হুতর্য্যঃ এ জগৎ কি তাঁহার তেজ কিনা চলিতে পারে ?

কাহার লক্ষণ বর্ণনা করিবার জন্ত আমি এই সব বলিয়াছি তাহা নিজেই জানি না। শুন, যে ব্রহ্মবিজ্ঞা বৈত্তভাবে নষ্ট করে, তাহার স্বরূপ যদি উদ্ঘাটন করিয়া তোমাকে দেখাই, তবে ‘অৰ্জুন যে আমার অতি প্রিয়’—এই প্রীতির লক্ষ (মাধুর্য্য) নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্ত, আমি তেমনি ভাবে বর্ণনা করি নাই, এই মিলনের<sup>১</sup> মাধুর্য্য স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্ত একটা পাতলা<sup>২</sup> পরদা রচনা করিয়া রাখিয়াছি। সোহংভাবে যে ভরপুর, মোক্ষস্থলের যে ভিখারী, তাহার দৃষ্টির কলঙ্ক যেন তোমার প্রেমে না লাগে। কদাচিত্ ইহার অহংভাবে চলিয়া গেলে সে যদি মজ্জপ হইয়া যায়, তবে আমি একাকী কি করিব? তখন এমন কে থাকিবে বাহাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে (মন শান্ত হইবে), কিহা বাহাকে মনের কথা মুখ ভরিয়া বলা যাইবে, অথবা বাহাকে আনন্দে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন দেওয়া যাইবে? যদি আমার সহিত ঐক্য হইয়া যায়, তবে আপনার অন্তরের যেসব উত্তম কথা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখা যাইবে না, তাহা কাহাকে শুনাইব?” এইভাবে অন্তরে ব্যাকুল হইয়া শ্রীজনানন্দন অর্ধচৈতের মধ্যে ঘৈতের উপদেশ দিবার ছলে কথা দ্বারা অৰ্জুনের মনকে নিজের মনের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন। এই কথাগুলি শুনিতে ছর্ব্বোধ্য (কানাড়ী ভাষার গ্রাম্য কঠিন) হইলেও, আপনারা জানিবেন যে অৰ্জুন শ্রীকৃষ্ণস্থলেরই<sup>৩</sup> ঢালাইকরা সুন্দর প্রতিমূর্তি। (১২০) আর অধিক কি বলিব? একটি বক্ষ্যা জীলোক শেষ বয়সে একটি সন্তান প্রসব করিয়া যেমন মোহের (পুঙ্খমোহের) পুতলী<sup>৪</sup> সাজিয়া নাচিতে আরম্ভ করে; শ্রীঅনন্তের অবস্থাও তেমনি হইল; যদি (অৰ্জুনের প্রতি) শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আধিক্য না দেখিতাম, তবে আমি একথা বলিতাম না। দেখ, কি আশ্চর্য্য অবস্থা, কোথায় বৃদ্ধ, আর কোথায় এই উপদেশ? আর সম্মুখে এই প্রেমের প্রতিমা নাচিতেছে! প্রেমে লজ্জা<sup>৫</sup> থাকিবে না? বাসনে (আসক্তি) অবসাদ আসিবে না? জ্বল হইলেও ভুলাইবে না? ইহা কি করিয়া হয়? স্তবরাং, ইহার তাৎপর্য্য এই যে অৰ্জুন (শ্রীকৃষ্ণের) মৈত্রীর আশ্রয়, অথবা

১-২ ইহা উপভোগ করিবার জন্ত একটা পাতলা পরদা রচনা করিয়া মনকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছি;.....সম্পত্তলা বাধা রচনা করিয়াছি

৩ শ্রীকৃষ্ণপেরই; ৪ ত্রিপুটী; ৫ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর:—প্রেম ও লজ্জা, বাসন ও অবসাদ



স্বপ্ন-শৃঙ্খারের মানস দর্পণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্য এতই গভীর ও পবিত্র, জগতে ভক্তিবীজ বপনের তিনি এমনই সূক্ষ্ম, যে এইজন্তেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন। অহো, (ভক্তির শেষ পর্য্যায়) আত্ম-নিবেদনের নীচে যে ‘সখ্য’রূপ ‘ভূমিকা’ আছে, অর্জুন তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (অধিদেবতা) হইয়াছিলেন। অর্জুন সহজেই শ্রীহরির এমন প্রিয়, যে পার্থস্থিত প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) স্তুতি না করিয়া বরং তাঁহার সেবকের (অর্জুনের) গুণ বর্ণনা করিলেই হয়। দেখুন, যে স্ত্রী অহুরাগভরে পতির সেবা করে, এবং যাহাকে তাহার প্রিয়োত্তম (পতি) ও সম্মান করে, পতি অপেক্ষা সেই পতিব্রতা পত্নীর প্রশংসা কেন করা হইবে না? তেমনি, আমার অন্তঃকরণ অর্জুনকেই বিশেষ স্তুতি করিতে চাহিতেছে, কারণ তিনি জিভুবনে সৌভাগ্যের একায়তন<sup>১</sup> হইয়াছেন; (১৩০) বাহার প্রেমের বশীভূত হইয়া অমূর্ত ভগবান সাকার মূর্তি ধারণ<sup>২</sup> করিয়াছেন, পূর্ণকাম হইয়াও তাঁহার জগু উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। তখন শ্রোতাগণ বলিলেন—“(আমাদের) কি সৌভাগ্য! এই ভাষণের কি অপূর্ব শোভা (সৌন্দর্য্য)! ইহার মাধুর্য্য (শ্রেষ্ঠত্ব)<sup>৩</sup> নামের (সপ্তস্বরের) মাধুর্য্যকেও হার মানায়। অহো, আশ্চর্য্য! ইহা সাধারণ দেশী ভাষা নহে,—এই মারাঠী ভাষার অলঙ্কারের বাধুনী হৃদয়াকাশে নবরসের রঙ্গীন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। জ্ঞানরূপ স্বচ্ছ জ্যোৎস্না কেমন উদ্ভাসিত হইয়াছে, আর ভাবার্থের শান্তিরস কেমন প্রকট হইয়াছে, বাহার প্রকাশে (গীতার) শ্লোকার্থরূপ কুমুদগুলি বিকসিত হইয়া অভ্যন্ত সহজবোধ্য হইয়াছে।” (এই হৃন্দর ব্যাখ্যা) নিকায় শ্রোতাদের সন্মতিক্রম করিল, তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া অন্তর ভরিয়া দিল এবং তাঁহার (আনন্দে) দুলিতে লাগিলেন। নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব (শ্রোতাগণের) এইভাবে জানিতে পারিয়া বলিলেন—“আপনারা অবধান করুন, কি আশ্চর্য্য-ভাবে পাণ্ডবকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপ দিবাকরের উদয় হইল! দেবকী তাঁহাকে গর্ভে ধরিলেন, যশোদা তাঁহাকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ<sup>৪</sup> করিলেন, অবশেষে তিনি সহজে পাণ্ডবগণের উপযোগী হইলেন। এইজন্ত,—দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবা করা, কিম্বা অবসর প্রতীক্ষা করিয়া কিছু প্রার্থনা করা—এই প্রকার কোনও

ক্লেশই ভাগ্যবান অর্জুনকে সহ্য করিতে হয় নাই। একথা থাকুক;—  
 এখন স্বপ্ন করিয়া মূল সংবাদ বলিতেছি।” তখন অর্জুন অশ্রুসিক্ত  
 (অন্তরঙ্গভাবে) বলিলেন—“হে দেব, আপনি যে সাধুর লক্ষণের কথা বলিলেন  
 তাহা আমার অঙ্গে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, এই লক্ষণসমূহের সারাংশের  
 তুলনায় আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অপূর্ণ—পরন্তু আপনার উপদেশানুযায়ী  
 কার্য করিলে সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি। (১৪০) আপনি মনে করিলে  
 আমি ব্রহ্মও হইতে পারি, আপনি আমাকে বাহ্য বলিবেন আমি তাহাই  
 অভ্যাস করিব। অহো, ইহা কাহার কাহিনী জানি না, তথাপি ইহা শুনিয়া  
 অন্তঃকরণে তাহার প্রশংসা করিতেছি—এইরূপ যোগ্যতা অর্জন করিলে না  
 জানি কত আনন্দ হইবে। আমার কি এইরূপ যোগ্যতা হইবে? আপনি  
 কি প্রভু আপনার সামর্থ্যে তাহা করিবেন?” শ্রীকৃষ্ণ তখন হস্ত করিয়া  
 বলিলেন, “তাহাই করিব।” দেখুন, যতক্ষণ না (মনে) সন্তোষ লাভ হয়, ততক্ষণ  
 স্তব্ধপ্রাপ্তির জন্ত উৎকর্ষ (সকট) থাকে, পরন্তু সন্তোষ প্রাপ্তি হইলে কি  
 কোথায়ও অপূর্ণতা থাকে? তেমনি যে সর্বৈশ্বরের প্রতি পূর্ণভাবে আসক্ত  
 হইয়া যায়, সে সহজেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়,—পরন্তু (অর্জুনের ভাগ্যে) কি  
 সৌভাগ্যের পক্ষ ফলভার জুটিল, দেখুন! সহস্র জন্মেও ইহার দর্শন ইন্দ্রাদির  
 পক্ষে দুর্লভ, তিনি অর্জুনের কিরূপ অধীন হইয়াছেন, তাহা বাক্যের দ্বারা  
 বর্ণনা করা যায় না। শুনুন, অর্জুন ‘আমি ব্রহ্ম হইব’ এই কথা বলিতেই  
 ভগবান তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইলেন। তিনি বিচার করিলেন যে ইহার  
 বুদ্ধির উদরে বৈরাগ্যের গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্ত ইহার  
 উৎকর্ষ ইচ্ছা (দোহন) হইয়াছে। এখনও বৈরাগ্যগর্ভের (মাস) সময়  
 পূর্ণ হয় নাই, তথাপি বৈরাগ্য রূপ বসন্তের আগমনে, এই অর্জুনরূপ বৃক্ষ  
 ‘সোহং’ভাবরূপ মুকুলে ছাড়িয়া পড়িতেছে। এইজন্য, শ্রীঅনন্তের দৃঢ়  
 বিশ্বাস হইল যে অর্জুনের ঈশ্বর বৈরাগ্য হইয়াছে যে এখন আর মোক্ষফল-  
 প্রাপ্তির অধিক বিলম্ব হইবে না। (১৫০) তিনি বুঝিতে পারিলেন যে  
 অর্জুন এখন যে যে কর্ম করিতে সংকল্প করিবে তাহা প্রথম হইতেই ফল  
 প্রসব করিবে। সুতরাং ইহাকে যোগাভ্যাসের উপদেশ দিলে তাহা ব্যর্থ

হইবে না। এইভাবে মনে বিচার করিয়া শ্রীহরি তখন বলিলেন—“হে অর্জুন, তোমাকে এখন রাজমার্গের কথা বলিতেছি, শুন। এই পথে, প্রবৃত্তিকর তলায় নিবৃত্তিকলের রাশি পড়িয়া আছে দেখা যায়,—এই পথে শ্রীশঙ্কর এখনও তীর্থযাত্রীস্বরূপ চলিতেছেন। যোগিগণ প্রথম প্রথম চিদাকাশে অনেক তির্ধ্যাং মার্গে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে অমৃতভবের পদচিহ্ন দ্বারা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন। অত্র সমস্ত অজ্ঞানের পথ ছাড়িয়া তাহারা বরাবর আত্মবোধের এই সরল মার্গেই ধাবিত ঘন। পরে, এই পথেই মহাবিগণ আসিয়াছেন, সাধকেরা সিদ্ধ হইয়াছেন, আত্মজ্ঞানী এই পথেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এই (রাজ) মার্গ দৃষ্টিগোচর হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইতে হয়, এই পথে রাত্রিদিবসের জ্ঞান থাকে না। চলিতে চলিতে যেখানে পদচিহ্ন পড়ে, সেখানেই অপবর্গের (মোক্শের) খনি উন্মুক্ত হয়, মধ্যে কোন বাঁকা পথ পড়িলেও সেখানে স্বর্গস্থ লাভ হয়। পূর্বদিকে মুখ করিয়াই বাহির হও, কি পশ্চিমদিকেই যাও, হে ধনুর্ধর, এই পথে ‘নিষ্ঠল’ (প্রশান্ত) হইয়া চলিতে হয়। এই মার্গে যেখানে যাওয়া যায়, সেই গ্রামই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়,—ইহা কি তোমাকে বলিতে হইবে? তুমি নিজেই ইহা সহজে জানিতে পারিবে।” (১৬০) তখন পার্থ বলিলেন—“হে দেব, কখন জানিতে পারিব? উৎকর্ষাক্রম সমুদ্রে আমি ডুবিতেছি, আপনি কি আমাকে তুলিবেন না?” তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“এমন উৎকর্ষিত (অধৈর্য্য) হইয়া কেন কথা বলিতেছ? আমি তো নিজেই বলিতেছিলাম, এ সময় তুমি প্রশ্ন করিলে।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোস্তরম্ ॥১১

এখন আমি (এ সম্বন্ধে) বিশেষভাবে তোমাকে উপদেশ করিতেছি, পরন্তু, ইহা অমৃতভবের দ্বারাই উপযোগী হইবে; এইজন্ত তেমনি একটি স্থান দেখিয়া লইতে হইবে; যেখানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছায় একবার বসিলে আর উঠিতে ভাল লাগিবে না, যে স্থান দেখিলেই বৈরাগ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে; যেখানে বসিলে সন্তোষের পুষ্টিবিধান হয়, এবং যেখানে মন<sup>১</sup> ধৈর্যের আধার হয়;

১ যেখানে সাধুসম্প্রদায় বাস করেন, এবং...

২ মনে ধৈর্যের উৎসাহ হয়

যোগাভ্যাস আপনা আপনিই হইতে থাকে, স্থানের এমনি অথও রম্য পরিবেশ  
যে ক্ষম্যে আত্মানন্দের অল্পভব বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। হে পার্থ, ইহার  
কাছে আসিলেই পাবওর ( নাস্তিকের ) ক্ষম্যেও শ্রদ্ধা ( আস্থা ) উৎপন্ন হয়,  
এবং তাহার তপশ্চর্যা করিবার ইচ্ছা হয়। একটি সকাম যজ্ঞ সহজে  
( নিজকার্য্যে ) পথ চলিতে চলিতে যদি অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হয়, তবে  
কিরিয়া ষাইতেও তুলিয়া যায়। সেখানে যে থাকিতে চায় না তাহাকেও  
থাকিতে হয়, যে চলিয়া ষাইতে চায় তাহাকে বসিতে হয় ( দোলায়মান মনকে  
স্থির করে ),—সে স্থান চাপড় মারিয়া বৈরাগ্যকে জাগ্রত করে। সে স্থান  
দেখিবামাত্র শূকারপ্রিয় ( বিলাসী ) পুরুষেরও উত্তম রাজ্য ছাড়িয়া সেখানেই  
শান্তভাবে বাস করিবার ইচ্ছা হয় ( ১৭০ )। সে স্থান এমন রমণীয় ( উত্তম )  
ও বিশুদ্ধ হইবে যে চক্ষুর সম্মুখে ব্রহ্মরূপ প্রকট হইবে। আর একটি বিষয়  
দেখিতে হইবে—সে স্থানে শুধু সাধকই বাস করিয়াছেন, অস্ত্র লোকের  
( পদধ্বনিতে ) পদধূলিতে ঐস্থান মলিন হয় নাই। সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট  
বৃক্ষের ঝাড় থাকিবে, যাহার মূল পর্য্যন্ত অমৃতের গ্রায় মিষ্ট, এবং যাহা সপা  
ফলপ্রসবকারী। প্রতি পদক্ষেপে জলাশয় থাকিবে; পরন্তু, বর্ষাকালেও  
যাহার জল নির্মল থাকে এমনি প্রচুর জলের ঝরনা থাকিবে। সামান্ত রৌদ্র-  
তাপ থাকিবে, শান্ত শীতল পবন যুত্মন্দ বহিবে। চতুর্দিকে অতিশয় নিঃশব্দ  
বন এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে সেখানে শাপদ প্রবেশ করিতে পারে না, শুক এবং  
ভ্রমর সেখানে যায় না। জলের ধারে কখনও কোনও সময়ে হংস, হুচারিটী  
সায়স পক্ষী, কিম্বা কলাচিং কখনও কোকিলও আসিয়া বসে। সর্কদা নয়,  
তবে মাঝে মাঝে ময়ূর আসা যাওয়া করিলে আমি আপত্তি করিব না।  
পরন্তু, হে পাণ্ডব, এমন স্থানই জ্যোতীন আবশ্যক—যেখানে প্রস্তরশূন্য  
পরিষ্কৃত স্থানে মঠ বা শিবালয় থাকিবে। এ দুটির মধ্যে যেখানে ভাল লাগে,  
বা চিত্ত প্রশন্ন হয়, সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া একান্তে বসিতে হইবে ( ১৮০ ) ;  
মোটের উপর, তেমন একটা স্থান খুজিয়া বাহির করিতে হইবে যেখানে  
দেখিবে মন স্থির হয়; সেখানে মনস্থির হইলে, এমন আসন রচনা করিতে  
হইবে; যাহার উপরে হৃন্দয় যুগচর্চ ( কৃষ্ণাজিন ), মধ্যে ভাঁজকরা বস্ত্রখণ্ড,

এবং সর্বনিম্নে অখণ্ড দর্ভাসন (কুশাহ্বর)। এই কুশাহ্বর অতিশয় কোমল হইবে, এবং এমন বস্ত্রসহকারে বুনান হইবে যে তাহার সমানভাবে স্থবিশুদ্ধ থাকে; পরন্তু উঁচু হইলে অঙ্গ হেলিবে, নীচু হইলে ভূমি দোব ঘটিবে (ভূমি স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে); হৃৎকায়, এইরূপ করিবে না—আসনটাকে সমান রাখিতে হইবে; অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—আসনটী এইরূপ হওয়া চাই।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃদ্ধা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।

উপবিষ্টাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাশ্রয়িশুদ্ধয়ে ॥ ১২

তখন, ঐ আসনে আপন অন্তঃকরণ একাগ্র করিয়া, অস্থভব দ্বারা গুরুশ্রবণ করিবে। আদরে (প্রকাশহকারে) গুরুদেবকে শ্রবণ করিবে যতক্ষণ না সর্বাত্ম সাংঘিক ভাবে ভরিয়া যায়, এবং অহংভাবের কাঠিন্য দূর হয়। বিষয়ের বিন্দুটি হইবে, ইন্দ্রিয়ের আলোড়ন (চঞ্চলতা) বন্ধ হইবে, এবং হৃদয়ের মধ্যে মন শান্ত হইয়া বসিবে। এমনভাবে, যতক্ষণ না ঐক্য সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত রহিবে—এইরূপ আশ্রয়বোধের অবস্থায় আসনের উপর বসিয়া থাকিবে। তখন এমনি অস্থভবের উৎকর্ষ প্রাপ্তি হইবে—যে মনে হইবে অঙ্গের সাম্যাবস্থা হইয়াছে (‘অঙ্গই অঙ্গকে সামলাইতেছে’), প্রাণবায়ুই প্রাণবায়ুকে ধরিয়া আছে। (১২০) প্রবৃত্তি পশ্চাতে ফিরিবে (পরাক্রম হইবে), সমাধি সহজলভ্য হইবে (কাছে আসিবে), অভ্যাসদ্বারাই আসনে বসিবামাত্র এ সমস্ত সহজসাধ্য হইবে।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্তচলং স্থিরঃ।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

মুদ্রার এমনি মহত্ত্ব, তাহাই এখন বলিতেছি, শুন;—জহ্বাধ্বর উরুর সহিত লাগাইয়া (আসনে বসিবে)। পদতল দুটি বাঁকাইয়া আধারক্রমের (আধারচক্রের) মূলে স্থিরভাবে লাগাইয়া জোরে চাপ দিতে হইবে। দক্ষিণ চরণ নীচে নামাইয়া (শির হইতে জহ্বাধ্বর পর্যন্ত যে রেখা আছে, সেই) রেখার মধ্যস্থলে চাপ দিতে হইবে, বামচরণ সহজেই উপরে থাকিবে; জহ্বাধ্বর হইতে শিরের মধ্যে যে চার অঙ্গুলী স্থান আছে, তাহার প্রান্ত হইতে

দেড় দেড় অঙ্গুলী ছাড়িয়া মধ্যস্থলে যে এক অঙ্গুলী স্থান থাকে লেখানে ( দক্ষিণ পদতলের ) গোড়ালীর পিছন ভাগ দিয়া চাপিতে হইবে এবং অঙ্গ উপরের দিকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। পৃষ্ঠান্ত ( মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ) এমনভাবে সামান্য উঠাইবে যে উপরের অঙ্গ উঠিল কি না উঠিল বুঝা যাইবে না, গুলফদ্বয়ও সেই পরিমাণে তুলিয়া ধরিবে। হে পার্শ্ব, তখন সমস্ত শরীরের ভার গোড়ালীর মাধার উপর 'স্বয়ম্ভু' ( স্বতঃসিদ্ধ ) হইয়া থাকিবে। হে অর্জুন, ইহাকেই মূলবন্ধের লক্ষণ বলিয়া জানিবে, ইহারই ( গোণ ) অপর নাম বজ্রাসন। এইভাবে, মূলাধারে ( 'আধারচক্রে' ) যখন ( 'মূলবন্ধ' ) আসন সিদ্ধ হয় এবং ( অপানবায়ুর ) অধোগতি বন্ধ হয়, তখন অপানবায়ু ভিতরের দিকে সঞ্চারিত হয়। ( ২০০ ) তখন, উভয় হস্ত ত্রোণাকারে বাম চরণের উপর বসিবে, এবং 'বাহুমূল' ( কঙ্কদেশ ) উচু হইয়াছে, দেখাইবে। মধ্যস্থলে শরীরদণ্ড সোজা উন্নত অবস্থায় থাকায় মনে হইবে উহার মধ্যে মস্তক ঢুকিয়া গিয়াছে, এবং চক্ষের পাতা বন্ধ হইবার মত দেখাইবে। উপরের পাতা নড়িবে না, নীচের পাতা খোলা থাকিবে, তাহাতে চক্ষুর অর্ধোন্নীলিত অবস্থা হইবে। দৃষ্টি ভিতরের দিকেই রহিয়া যায়, কোতুকে বাহিরে আসিলেও নাসিকাগ্রেই ধামিয়া যায়। এইভাবে দৃষ্টি বেনীর ভাগ অন্তরেই থাকে, বাহিরে আসিতে পারে না, সেইজন্য ঐ অর্ধদৃষ্টি নাসিকাগ্রেই স্থির হইয়া থাকে। তখন কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করা, কিম্বা, কোনও বস্তুর আকার বা রূপ দেখার ইচ্ছা—এ সমস্তই আপনা আপনি চলিয়া যায়। কঠনলী সঙ্কচিত হয়, চিবুক কণ্ঠস্থির মধ্যস্থলে লাগিয়া বন্ধস্থলে দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়; মধ্যে কঠমণি ( কঠনাল ) ও অদৃশ্য হয়, হে পাণ্ডুকুমার, এই প্রকার যে বন্ধ হয়, তাহাকে 'জালন্ধর' বন্ধ বলে। নাভি উপরে উঠিয়া আসে, উদর ভিতরে ঢুকিয়া সমতল হয় এবং অন্তরে 'হৃদয়কমল' বিকশিত হয়। হে কিরীটি, নাভির নীচে, স্বাধিষ্ঠানচক্রের উপরে ( লিঙ্গমূলের উপরে ) যে 'বন্ধ' হয় তাহাকে 'উড্ডীয়ান' ( 'ওডিয়ান' ) বন্ধ কহে। ( ২১০ )

প্রশাস্তাস্থা বিগতভীত্বাক্ষচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্চিস্তো যুক্ত আসীত মংপরঃ ॥ ১৪

এইভাবে, শরীরের বাহিরে যখন নিববচ্ছিন্ন যোগাত্ম্যাসের আবরণ পড়ে, তখন অন্তরে মনোবর্ধের আধার নষ্ট হইয়া যায়। কল্পনা স্থগিত হয়, প্রবৃত্তি

শাস্ত হইয়া যায়, শরীর ও মন স্বতঃই বিশ্রাম লাভ করে। ক্ষুধার কি হইল ? নিদ্রা কোথায় গেল ? ইহাদের স্মৃতিও চলিয়া যাওয়ায়, তাহাদের আর শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলবন্ধে আবদ্ধ অপানবায়ু শরীরের মধ্যে ফিরিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরে বিস্তৃত হইতে গিয়া বিপদে পড়ে। ক্ষোভে মত্ত হইয়া ঐ বদ্ধ জায়গায় গর্জন করিতে থাকে, এবং থাকিয়া থাকিয়া ( নাভিদেশের ) মণিপুরুষকে ধাক্কা মারে।

তাহার পর এই ঝাঝ ( ঝড় ) শাস্ত হইলে উহা ( উদররূপী ) ঘরের গহ্বরে ঢুকিয়া তোলপাড় করে এবং বাল্যকাল হইতে সঞ্চিত মল বাহির করিয়া দেয়। উদরের মধ্যে স্থান হয় না বলিয়া শরীরের অন্তাগ্র প্রকোষ্ঠেও ঢুকিয়া পড়ে, ও কফপিত্তাদির আধার নষ্ট করে। সপ্তধাতুর সমুদ্র উল্টাইয়া দেয়, মেদের পর্বত চূর্ণ করে, অস্থির ভিতর হইতে মজ্জা বাহির করিয়া দেয়। নাড়ীগুলি খুলিয়া দেয়, অবয়বগুলি শিথিল করে, এই ভাবে সাধককে ভয় দেখায়, পরন্তু, যোগসাধকের ইহাতে ভয় পাওয়া উচিত নহে। ব্যাধি উৎপন্ন করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দূর করে—শরীরের ( কফপিত্তাদি ) জলীয় অংশ ও ( মেদমজ্জাদি ) পার্থিব অংশ মিশাইয়া একত্র করে। (২২০) হে ধনুর্ধর, তখন অন্তর্দিকে, আসনের উত্তাপে কুণ্ডলিনী শক্তি আগ্রত হয়। নাগিনীর শিশুকে কুহুমে স্নান করাইয়া দিলে সে যেমন কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা যায়; তেমনি, এই ক্ষুদ্র কুণ্ডলিনী সাড়ে তিনটা কুণ্ডলী পাকাইয়া অধোমুখে সর্পিণীর ভ্রায় নিদ্রিত থাকে। বিদ্যামতার কঙ্কণ, কিম্বা বহিঃশিখার বেষ্টনী, অথবা উত্তম খাটি স্বর্ণখণ্ডের ভ্রায়; ( এই কুণ্ডলিনী ) নাভিস্থানের স্বল্পপরিসর স্থানে স্ববদ্ধ অবস্থায় সঙ্কচিত হইয়া পড়িয়া আছে, উহা বজ্রাসনের চিম্টাতে ( প্রভাবে ) জাগিয়া উঠে। তখন যেন নক্ষত্র কক্ষ্যুত হইল, কিম্বা সূর্যের আসন টলিল, অথবা তেজের বীজ হইতে অঙ্কুরোদগম হইল; তেমনি ভাবে এই কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলী ত্যাগ করিয়া, কুতূহলে অঙ্গ মোড়া দিয়া, নাভিকন্দের উপর উঠিয়া বসে, দেখা যায়। স্বভাবতঃ অনেক দিনের ক্ষুধা, তাহার উপর জাগাইয়া দেওয়ার জন্ত, আবেশভরে মুখ বিস্তার করিয়া উপর দিকে তুলিয়া ধরে। তখন, হে কিরীটি, হৃদয়াকাশের নীচে যে বায়ু ভরিয়া থাকে, তাহার সবটুকুই গ্রাস করে। মুখনিঃসৃত জ্বালা ( অগ্নি ) দ্বারা উপরে ও নীচে মাংসের গ্রাস তুলিয়া থাইতে আরম্ভ করে। ( ২৩০ ) যেখানে

যেখানে মাংস থাকে সেখান হইতে টুকরা ছিঁড়িয়া খায়, পরে ক্ষয়স্থল হইতেও ছ এক গ্রাস তুলিয়া লয়। তারপর হস্তপদতল পরিষ্কার করে (মাংস তুলিয়া লয়), উপরের অংশও ভেদ করে, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক সন্ধি খুঁজিয়া বাহির করে। অধোভাগকেও ছাড়িয়া দেয় না, নখের নখ (সার) বাহির করিয়া লয়, এবং স্বককে ধুইয়া (রস বাহির করিয়া) পঞ্জরাহ্নির সঙ্গে লাগাইয়া দেয়। অহ্নির নলের রস শুবিয়া শিরার অভ্যন্তরের শাঁস কুরিয়া বাহির করে, তখন রোমবীজের (কেশমূলের) বাহিরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। সপ্তধাতুর\* সাগরে এক চুমুকে নিজের তৃষ্ণা মিটায়, ফলে সর্ব শরীর শুকাইয়া খটখট করে। নাসাপুটের মধ্য হইতে যে বায়ু বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি বাহির হয়, তাহাকে ধরিয়া পশ্চাতে নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। তখন নীচের বায়ু উপরে গিয়া সঙ্কুচিত হয়, উপরের বায়ু নীচে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করে,—ইহাদের মিলনের মধ্যে চক্রের পরদা থাকিয়া যায়। নতুবা, এ দুটি (প্রাণ ও অপানবায়ু) একসঙ্গে মিলিতে পারিত; পরন্তু, কুণ্ডলিনী ক্ষণেকের জন্ত ক্লান্ত হইয়া বলে—‘দূরে হটিয়া যাও, তোমরা এখানে কি করিতেছ?’ শুন, পার্থিব ধাতু সমস্তই খাইয়া কেলে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—এবং জলীয় অংশও সব চাটিয়া সাফ করে। এইভাবে, শরীরের দুই মহাভূতকে খাইয়া সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইলে, শান্ত হইয়া স্তম্ভা নাড়ীর পাশে গিয়া বসে। (২৪০) তখন তৃপ্তির সন্তোষে মুখ হইতে যে গরল উদ্গার করে, উহারি বিষ অমৃত হইয়া<sup>১</sup> প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিত রাখে। সেই প্রাণবায়ু গরলরূপ অগ্নি হইতে বাহির হয়, পরন্তু, শরীরের অন্তর বাহির নীতল করে,—তখন যে সামর্থ্য পূর্বে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা অঙ্গে পুনরায় আসিতে আরম্ভ করে। নাড়ীর পথ বন্ধ হয়, নববিধ গরল প্রবাহও বন্ধ, এইজন্য শরীরের ধর্মও লোপ পায়। ইড়া ও শিজলা নাড়ী একত্র হয়, তিনটি গ্রন্থিও খুলিয়া যায়, এবং ছয়টি চক্রের পরদা (আবরণ) ছিন্ন হয়। তখন, নাসিকারন্ধ্রের দুটি বায়ু—যাহাদের শব্দ

\* রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অহ্নি, মজা ও শুক্র

১ তাহারি অমৃত;

† অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাস, কুর্খ, কুকর, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয়;



ও সূর্য্য নামে কল্পনা করা হয়—এমন স্থির হইয়া যায়, যে তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যেমন প্রদীপের প্রকাশে মনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ।<sup>১</sup> বুজির ক্ষরণ বন্ধ হয়, জ্ঞানে যে গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহাও কুণ্ডলিনীর সহিত মধ্যমা (স্বপ্না) নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। তখন উপরিস্থিত চন্দ্রামৃতসরোবর ধীরে ধীরে উল্টাইয়া কুণ্ডলিনীর মুখের সহিত মিলিত হয় (সেই অমৃত কুণ্ডলিনীর মুখের মধ্যে পড়িতে থাকে)। এই সংযোগে কুণ্ডলিনী সেই অমৃতরসে ভরিয়া যায়, এবং তাহা সর্ব্বদা সঞ্চারিত হয়; প্রাণবায়ুর সহিত যেখানে যায় সেখানেই শোষিত হয়। (ধাতু গলাইবার) মাটির মুচি (চাঁচ) গরম করিলে যেমন মোম বাহির হইয়া যায়, এবং মুচি ঢালা ধাতুর রসে ভরিয়া থাকে; তেমনি, মনে হয় যেন শরীরের আকারে (চন্দ্রের সপ্তদশ) কলাই (কান্তি) অবতীর্ণ হইয়াছে, উপরে মাত্র ত্বকের পরদা আচ্ছাদন করিয়া আছে। (২৫০) সূর্য্য যেমন মেঘের বোরধা (আবরণ) পরিয়া থাকে, পরন্তু ঐ আবরণ সরিয়া গেলে আপন দীপ্তিতে প্রকট হয়; তেমনি, শরীরের উপরে যে শুষ্ক ত্বকের পরদা থাকে, তাহা ত্বকের দ্বারা বরিয়া পড়িয়া যায়। তখন অবয়বকান্তির ঔজ্জ্বল্য এমন দেখায় যে মনে হয় যেন শুষ্ক ফটিকের মূলস্বরূপ, কিম্বা বস্ত্রবীজের অঙ্কুর বাহির হইয়াছে; অথবা, যেন সন্ধ্যারাগের রং লইয়া তাহার শরীর নির্মাণ করা হইয়াছে; কিংবা, যেন অন্তঃচৈতন্যের জ্যোতির্লিঙ্গ তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই শরীর যেন কুঙ্কমে ভরা, সিদ্ধরসে (অমৃতে) ঢালা মুক্তি, আমার মনে হয় যেন উহা শান্তিরই প্রতিমূর্ত্তি; উহা যেন আনন্দচিহ্নের লেপ (রজনী চিত্র), অথবা মহানুত্থের (আত্মনুত্থের) স্বরূপ, কিম্বা যেন সন্তোষরূপ বৃক্ষের চারা দৃঢ়ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে; উহা যেন স্বর্ণ চম্পকের কলি, কিম্বা অমৃতের পুতলী, অথবা কোমলতায় তৈয়ারী বাগান; অহো, আমার মনে হয় যেন শরৎ ঋতুর আর্দ্রতার মধ্যে চন্দ্রবিষ (পল্লবিত) উদ্ভাসিত হইয়াছে, কিম্বা যেন মুক্তিমান তেজই আগনের উপর বসিয়া আছে। কুণ্ডলিনী এখন চন্দ্রামৃত পান করে, তখন শরীর এমনিই হয়, দেহাকৃতি দেখিয়া কৃতাস্তই ভয় পায়। বার্ষিক্য পিছু হটিয়া যায়, তাকণ্যের গ্রন্থি খুলিয়া যায়, লুপ্ত বাস্যাংশ পুনরায়

ফিরিয়া আসে। (২৬০) বয়সের বিচার করিলে এইরূপই দেখায়, পরন্তু (তাহার সামর্থ্য এত অধিক যে) 'বাল' শব্দের অর্থ 'বলই' ধরিতে হইবে; তাহার ধৈর্যের শ্রেষ্ঠত্বও অতুলনীয়। কনকজন্মের পল্লবে নিত্যনব রত্নকলিকার উদগমের জ্বায় তাহার স্তম্ভর নথ নূতন করিয়া বাহির হয়। নূতন (অন্ত) দাঁতও গজায়, পরন্তু তাহা অত্যন্ত ছোট ছোট হয়, মনে হয় যেন ছুধারে হীরার পংক্তি বসান হইয়াছে। অগুপ্তমাণ মাণিকের ছোট ছোট কণার জ্বায় সর্বদা রোমাঞ্চে সহজে বাহির হয়। করচরণতল রক্তকমলের মত দেখিতে হয়, চক্ষু ধৌত হইয়া নির্মল ও স্বচ্ছ হয়,—তাহার কি বর্ণনা করিব? পরিপূর্ণ পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইলে মুক্তা যেমন শুক্তির আবরণের মধ্যে কুলায় না, এবং শুক্তিপল্লবের জোড় খুলিয়া যায়; তেমনি চক্ষুর দৃষ্টি পাতার আবরণের মধ্যে সমাবিষ্ট থাকে না, বাহিরে আসিতে চায়, এবং অর্ধনির্মীলিত হইলেও যেন আকাশের বিস্তারের জ্বায় দেখায়।<sup>১</sup> শুন, দেহ দেখিতে বর্ণকান্তি হইলেও বায়ুর জ্বায় হালকা হয়, কারণ তাহাতে পাখি ও জলীয় অংশ নাই। তখন (ঐ বোঙ্গী) সমুদ্রের ওপারের দৃশ্যও দেখিতে পায়, স্বর্গের নাদও শুনে, পিপীলিকারও মনের ভাব বুদ্ধিতে পারে। পবনের ঘোড়ায় চড়িয়া বাতায়াত করে, (জলের উপর চলিলেও) পায়ে জলস্পর্শ করে না,—এইরূপ বহুপ্রকারের সিদ্ধিলাভ হয়। (২৭০) আরও শুন, প্রাণ-বায়ুর হাত ধরিয়া, হৃদয়াকাশকে সিঁড়ি করিয়া, মধ্যমার (হৃদয়ার) মধ্যস্থিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যিনি হৃদয়কমলে পৌছিয়া যান; তিনিই জগদম্বা কুণ্ডলিনী, যিনি চৈতন্তচক্রবর্তীর (জীবাত্মার) শোভা, যিনি বিশ্ব-বীজের অঙ্কুরের (জীবের) উপর ছায়া বিস্তার করিয়া আছেন; তিনিই নিরাকারের চিহ্নস্বরূপ শিবলিঙ্গ, তিনিই পরমাত্মশিবের পূজার পেটিকা, তিনিই প্রাণের প্রকৃত জন্মভূমি। আর অধিক কি বলিব? সেই কুণ্ডলিনী যখন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে, তখন অনাহত ধনি উখিত হয়। এই কুণ্ডলিনীশক্তির অঙ্গস্পর্শে বুদ্ধিরও চৈতন্ত হয়, এবং উহা ঐ ধনি অল্প অল্প শুনিতে পায়। এই ঘোষের কুণ্ডে, মনে হয়, যেন প্রাণবের আকারে নাদচিহ্নের স্তম্ভর রূপ অঙ্কিত আছে। ইহা কল্পনা করিয়াই জানিতে হয়,

১ সারা গগনকে ব্যাপ্ত করিতে চায় ;

পরন্তু কল্পনাকারীই বা কি করিয়া জানিবে? এইজন্ত, ঐহানে কেমন করিয়া গর্জন হয় তাহা কেহই জানে না। হে অর্জুন, আমি একটা কথা বলিতে তুলিয়াছি; যতক্ষণ না বায়ুর নাশ হয়, ততক্ষণ হৃদয়াকাশে ঐ ধ্বনি থাকে, এইজন্ত উহা গর্জন করে।<sup>১</sup> যখন এই অনাহত মেঘের ধ্বনি আকাশে ( হৃদয়াকাশে ) গর্জন করে, তখনি ব্রহ্মরন্ধ্রের জানালা সহজে খুলিয়া যায়। আর শুন, কমলগর্ভাকারে যে দ্বিতীয় মহদাকাশ আছে,—যেখানে চৈতন্য অবস্থান করে<sup>২</sup> এইরূপ আভাস হয়; ( ২৮০ ) হৃদয়ের উপরে সেই মহদাকাশে কুণ্ডলিনী পরমেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ( চৈতন্যকে ) তেজরূপ খাত্ত অর্পণ করে। বুদ্ধিরূপ শাক দ্বারা এমন উত্তম খাত্ত প্রস্তুত করে যে সেখানে দৈতভাব অদৃশ্য হয়। এমনিভাবে, কুণ্ডলিনী নিজ কপ্তি ত্যাগ করিয়া শুধু প্রাণবায়ু হইয়া যায়,—তখন তাহাকে কেমন দেখায় বলিতেছি শুন। অহো, উহা যেন কোনও বায়ুর পুত্তলী, স্বর্ণস্থতী শাড়ী পরিয়াছিল, তাহা খুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিল। অথবা, যেন কোনও দীপশিখা বায়ুর ঝাপটায় নিবিয়া গেল, কিম্বা, আকাশে বিদ্যুৎ চম্কাইয়া অদৃশ্য হইল। তেমনি, হৃদয়কমল পর্যন্ত যেন সোনার হারের ঝায় দেখায়, অথবা, যেন প্রকাশরূপ জলের ঝরনা প্রবাহিত হইয়া আসে; এবং হৃদয়ভূমির গহবরের মধ্যে একেবারে মিলাইয়া যায়,—এইভাবে শক্তির রূপ ( কুণ্ডলিনী ) শক্তির মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হয়। তথাপি, তখন তাহাকে শক্তিই বলিতে হয়, নতুবা, তাহাকে শুধু প্রাণ বলিয়াই জানিবে,—তখন নাদবিন্দু, কলা, জ্যোতিঃ—এসব কিছুই থাকে না। মনকে জয় করা, কিম্বা বায়ুকে রোধ করা, অথবা ধ্যানের আদর করা—এসব নানাপ্রকারের অভ্যাস ( আবশ্যক হয় না ); সঙ্কল্প বিকল্প—এই প্রকার কিছুই হয় না; তখন যেন এই স্থিতি নিশ্চিতভাবে পঞ্চমহাভূতকে গলাইবার মুচিস্বরূপ হয়।” ( ২২০ ) পিণ্ডের\* মধ্যে পিণ্ডকে গ্রাস করান ( পঞ্চমহাভূতের মধ্যে পঞ্চমহাভূতের লয় )—ইহাই নাথ সম্প্রদায়ের সাধনার রহস্য—পরন্তু, ইহারই অভিপ্রায় শ্রীমহাবিশ্ব ( সঙ্কেতে ) বর্ণনা করিলেন।

১ প্রতিধ্বনি হয় ;

২ নিরাধার স্থিতিতে বাস করে ;

\* পিণ্ড = লিঙ্গদেহ, শরীর ;

সেই ধ্বনিতার্থের গাঁঠনী খুলিয়া আমি শ্রোতারূপ গ্রাহকের সম্মুখে বস্বার্থ ভাবার্থরূপ বস্ত্রের তাঁজ খুলিয়া স্পষ্টভাবে দেখাইতেছি।

যুগ্মশ্লোকে সদাশ্রয়ং যোগী নিযতমানসঃ।

শাস্তিঃ নির্বাপনপরিমাণং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

শুন, শক্তির তেজ লুপ্ত হইলে দেহও তাহার রূপ ( আকার ) হারায়, এবং তাহা জগতের চক্ষুর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় ( জগতের চক্ষু ঐরূপ দেখিতে পায় না )। সাধারণতঃ, ঐ দেহকে পূর্বের ত্রায় সাবয়বই দেখায়, পরন্তু, মনে হয় যেন উহা বায়ুদ্বারা গঠিত। অথবা, যেন একটি কদলীবৃক্ষ উপরের খোলস ছাড়িয়া শুধু শাঁস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিম্বা যেন আকাশে অবয়ব বাহির হইল। শরীর এইরূপ হইলে তাহাকে খেচর বলা হয়, এই পদপ্রাপ্তি হইলে ( আকাশবিহারী হইলে ) এই যোগীর দেহ লোকের চক্ষে চমৎকার দেখায়। দেখ, সাধক চলিয়া গেলে, পশ্চাতে যে তাহার পদ-চিহ্নের রেখা পড়িয়া থাকে, সেখানে অগ্নিমানি সিদ্ধিসকল দাঁড়াইয়া থাকে। পরন্তু, সে ( সিদ্ধির ) কথায় আমাদের কি কাজ? হে ধনঞ্জয়, ইহাই জানিয়া রাখ যে ঐ দেহীর দেহেই ভূতভ্রম ( পৃথ্বী, অপ্ ও তেজ এই তিনটি মহাভূত ) লোপ পায়। পৃথ্বীর অংশ জলে গলিয়া যায়, জলকে তেজ শুকাইয়া লয়, তেজ হৃদয়ের মধ্যে বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। পরে, একমাত্র বায়ুই শরীরের আকারে থাকিয়া যায়, তাহাও আকাশের মধ্যে সমরস হইয়া মিলাইয়া যায়। (৩০০) ঐ সময়ে, তাহার ‘কুণ্ডলিনী’ এই নামের পরিবর্তে ‘মাকুতী’ ( বায়ু ) এই নাম হয়, পরন্তু যতক্ষণ না শিব ( ব্রহ্মরূপে ) মিলিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ‘শক্তি’রূপেই থাকে। তখন, ‘জলধর’ বন্ধ ত্যাগ করিয়া, ( কণ্ঠস্থানে স্থায়ী ) ‘কাকীমুখ’ চক্রভেদ করিয়া, ব্রহ্মরক্তের ‘গগন’ রূপ পর্বতে আবোহণ করে। সেখানে, ঔকারের পিঠে সাদৃশ্যপন করিয়া সত্ত্বর ‘পশুস্তী’ বাণীর সিঁড়ি ( পশ্চাতে ফেলিয়া ) পার হইয়া যায়। এবং সম্মুখে, নদী যেমন সাগরে গিয়া মিলিত হয়, তেমনিভাবে, ( ঔকারের ) অর্ধমাত্রা পর্যন্ত ব্রহ্মরক্তের আকাশের মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর, ব্রহ্মরক্তে স্থির হইয়া, ‘সোহহম্’ ভাবের বাহু বিস্তার করিয়া, দৌড়াইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হয় ( পরমাত্মাকে আলিঙ্গন করে )। তখন পঞ্চমহাভূতের স্ববনিকা ছিন্ন হইয়া

দুটির ( শিব ও শক্তির ) মধ্যে ঐক্য হয়, এবং গগন সহিত সমস্ত ব্রহ্মানন্দে সময়স হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের জল যেমন ( বৃষ্টিরূপে ) মেঘ হইতে বাহির হইয়া ( নদীর ) প্রবাহে পড়িয়া, পুনরায় আপনার স্বরূপেই ফিরিয়া আসে ; তেমনি, হে পাণ্ডুকুমার, শরীরকে নিমিত্ত করিয়া জীবাশ্মা ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিয়া এইভাবে তাঁহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হয়। তখন বৈতাত্ত্বিক ( জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা ভিন্ন, কিম্বা দুই এক বস্তু, এ ) সম্বন্ধে পূর্ণ বিবেচনা করিবার অবকাশ থাকে না। গগন গগমে লয়প্রাপ্ত হয়, এই যে তত্ত্ব ( এই যে কিরূপ স্থিতি ) ইহা অমৃতভবের দ্বারা জানিবেই প্রকৃতভাবে জানা যায়। ( ৩১০ ) এইজন্ত, এরূপ কোন ভাষাই নাই যাঁহাঘারা এই সংবাদ ( আলোচনা ) প্রকাশ করা যায় ( ‘ইহা বাণীর হাত ধরিয়া আসে না, যাঁহাতে ইহাকে সংবাদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করান যায়’ )। হে অর্জুন, সাধারণতঃ যে ‘বৈখরী’ বাণী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে, তাঁহাকেও দূরে ঠেলিয়া রাখে। ক্রলতার পশ্চাতে ভিতরের দিকে ( ঔকারের তৃতীয় মাত্রা ) ‘ম’কারও প্রবেশ করিতে বাধা পায়, একা প্রাণবায়ুর গগনের দিকে যাইতে সংকট উপস্থিত হয়। অনন্তর, ঐ প্রাণবায়ু ( ব্রহ্মরক্তের ) আকাশে মিলাইয়া যায়, তখন ‘শব্দরূপ’ দিবসেরও অস্ত হয় ( শব্দ লয়প্রাপ্ত হয় ), তাঁহার পর আকাশতত্ত্বেরও লয় হয়। তখন মহাশূণ্যের গহবরে গগনের কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় না—সেখানে শব্দকে কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ? সুতরাং তাঁহাকে অন্ধরে ধরা যায় না, কানেও শুনিতে পাওয়া যায় না—এভাবে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বা প্রকট হয় না—ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলা যায়। যদি কখনও দৈবযোগে, ইহা অমৃতভব দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে নিজেই ঐ বস্তু ( আশ্মস্বরূপ ) হইয়া যাইবে। ইহার পর আর জানিবার কিছুই থাকে না,—সুতরাং, হে ধনুর্ধর, এখন বৃথা আর কত বলিব ? এইভাবে, যেখান হইতে সর্বপ্রকার শব্দ ফিরিয়া আসে, যেখানে সঙ্কল্পের আয়ুর অবসান হয়, বিচারের বায়ুও যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না<sup>১</sup> ; যাঁহা ‘উন্ননী’ অবস্থার লাভণ্য, ‘তুরীয়’ অবস্থার তারণ্য, যাঁহা অনাদি,

১ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার গর্ব ধারণ করে ;

২-৩ যেখানে প্রবেশ করে ;

অগণ্য (অপরিমেয়) পরমতত্ত্ব ; (৩২০) যাহা আকারের সীমা, মোক্ষের শাস্ত  
স্থিতি, যেখানে আদিও অন্ত লয়প্রাপ্ত হয়, যাহা বিশ্বের মূল কারণ (আদিবীজ) ;  
যোগসাধনারূপ বৃক্ষের ফল, এবং আনন্দময় শুদ্ধ চৈতন্য ; যাহা পঞ্চমহাভূতের  
বীজ, মহাতেজের তেজ,—হে পার্থ, যাহা আমার নিজের স্বরূপ ; নাস্তিকগণ দ্বারা  
ভক্তবৃন্দের উৎপীড়ন দেখিয়া তাহাই এই চতুর্ভুজ আকারে রূপ গ্রহণ করিয়া  
শোভা পায় । এই মহাস্থানাত্মক পরমাত্মতত্ত্ব অবর্ণনীয়, পরন্তু, যে পুরুষ অস্তিম  
উৎকর্ষ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অক্লান্ত প্রযত্ন করিয়া যায়, সেই আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় ।  
আমি যে সাধনের কথা বলিয়াছি, তাহা যে শরীর দ্বারা আচরণ করে, সে শুদ্ধ  
হইয়া আমার সমান যোগ্যতা লাভ করে । তাহার শরীরকাস্তি এমন দেখায়  
যে মনে হয় যেন পরব্রহ্মের রস দেহাকৃতিকরূপ ছাঁচে ঢালিয়া, পরব্রহ্মেরই  
এক ঢালাই মূর্তি তৈয়ারী করা হইয়াছে । অন্তরে এই অমুভূতি প্রসার  
লাভ করিলে সারা বিশ্বই অন্তর্হিত হয় ( সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায় ) ”—  
তখন অর্জুন বলিলেন—“হে প্রভু, ইহা সম্পূর্ণভাবে সত্য । হে দেব, আপনি  
এখন যে উপায়ের কথা বলিলেন, তাহাই ব্রহ্মপাশ্চির পথ—তাহা দ্বারাই  
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে । এই যোগাভ্যাস যে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে সে নিঃসংশয়ে  
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়,—আপনার বলিবার পদ্ধতি হইতে আমি তাহা বুঝিয়াছি ।  
(৩৩০) হে দেব, আপনার এই সব কথা শুনিলেই চিত্তে জ্ঞানের উদয় হয়,  
অনুভবের দ্বারা তল্লীনতা আসিবে না কেন ? স্মৃতরাং, ইহাতে কোনও  
অগ্রথা নাই—পরন্তু, কিছুক্ষণের জন্ত আমার একটা কথায় মনোযোগ দিন ।  
হে কৃষ্ণ, আপনি এখন যে যোগের কথা বলিলেন, তাহা আমি মনে উত্তমরূপে  
উপলব্ধি করিয়াছি, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে ( যোগ্যতা পক্ষ হওয়ার জন্ত )  
তাহা অভ্যাস করিতে পারি না । আমার আঙ্গিক বে স্বাভাবিক সামর্থ্য  
আছে তাহাতেই যদি সিদ্ধি হয়, তবে আমি স্থখে এই যোগমার্গই অভ্যাস  
করিব । অথবা, হে দেব, আপনি যে যোগের কথা বলিলেন তাহা যদি  
নিজের সামর্থ্যে অভ্যাস করিতে না পারি, তবে এই যোগ্যতা বিনাই কি করিব  
তাহাই প্রশ্ন করিতেছি । মনে এই ধারণার জন্তই আমি প্রশ্ন করিতেছি”—  
তখন অর্জুন পুনরায় বলিলেন—“হে দেব, আপনি এদিকে লক্ষ্য দিন ।  
আপনি যে সাধন নিরূপণ করিলেন তাহা আমি মন দিয়া শুনিয়াছি—যে কেহ  
ইচ্ছা করিলেই কি ইহা অভ্যাস করিতে পারে ? কিম্বা, এমন কিছু আছে

যাহা যোগ্যতা বিনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না ?” তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—  
 “হে ধনুর্ধর, তুমি কি বলিতেছ ? এ তো মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়—পরন্তু, অন্য  
 কোনও সাধারণ কার্যেও কি কর্তার যোগ্যতা বিনা সিদ্ধিলাভ হয় ? পরন্তু,  
 যোগ্যতা যাহাকে বলা হয়, তাহা ‘প্রাপ্তি’ ( সিদ্ধি )র অধীন বলিয়া জানিবে  
 ( কার্যসিদ্ধির পরেই তাহা বুঝা যায় ), কারণ যোগ্য হইয়া কাজ আরম্ভ  
 করিলেই, তাহা ফল প্রদান করে। ( ৩৪০ ) তবে, এই পথে কোনও  
 কিছু সহজলভ্য নহে ;—আর যোগ্যতার কি কোনও ধনি আছে ? যে  
 কণকালের জ্ঞাও বিরক্ত ( বৈরাগ্যশীল ) হইয়া দেহধর্মের বিহিত কর্ম-  
 গুলি নিয়মপূর্বক আচরণ করে, সেই কি যোগ্য অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত  
 হয় না ? এটুকু—এবং তাহা হইতে বেশী, —যোগ্যতা তোমার হইয়াছে”—  
 এইভাবে বলিয়া ( শ্রীকৃষ্ণ ) তাহার ( অর্জুনের ) সঙ্কটমোচন করিলেন। এবং  
 বলিলেন—“হে পার্থ, ইহা এমনি ব্যবস্থা যে অনিয়ন্ত্রিত পুরুষের কখনও  
 যোগ্যতা হয় না। যে রসেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত ( জিহবার দাস ), কিয়া  
 সর্কধা নিজার অধীন ( ‘নিজার কাছে যার প্রাণমন বিকীত’ ), তাহাকে  
 ( যোগমার্গের ) অধিকারী বলা যায় না। অথবা, যে দুর্বাগ্রহের বন্দীশালায়  
 ক্ষুধাতৃষ্ণ বদ্ধ করিয়া আহারের মুখ মারিয়া দেয় ; নিজার পথেও যায় না,—  
 এইভাবে, যে ‘দণ্ডী’র ( নিয়ন্ত্রণকারীর )<sup>১</sup> অবতার হইয়া নৃত্য করে, তাহার  
 শরীরই থাকে না, যোগ কি করিয়া হইবে ? এইজন্ত, যেমন অতিরিক্ত  
 বিষয়ভোগ করিবে না, তেমনি বিষয়ভোগ সর্কধা বদ্ধ করিয়া দিবে ইহাও  
 চলিবে না।

নাত্যশ্লতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকাস্তমনশ্লতঃ ।

ন চাতিশ্বপ্নশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্মশ্চ ॥

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি হুঃখহা ॥ ১৭

আহার তো করিতেই হইবে, পরন্তু, যুক্তিযুক্ত পরিমিত আহার করিবে,  
 অন্য সব ক্রিয়ার আচরণ ও সেইভাবে করিবে। বাক্যসংঘর করিবে, পরিমিত

পদচালনা করিবে, এবং সময়মত নিজাকেও মান দিবে ( ভজন করিবে ) ।  
( ৩৫০ ) যদি জাগিতাই হয়, তবে তাহাও নিয়মিত হওয়া উচিত,—এইভাবে চলিলে ধাতুসাম্য সহজে রক্ষা করা যাইবে । এই যুক্তি অল্পসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে আহার্য্য দিলে, মনেরও সন্তোষ বাড়িবে ।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মগ্ৰেবাবতিষ্ঠতে ।

নিষ্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮

বাহিরে ( ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উপর ) যুক্তির ( নিয়মের ) ছাপ পড়িলে, ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হইলে ) অন্তরে স্ব্থের বৃদ্ধি হইবে,—তাহাতে অভ্যাস না করিয়াও যোগ সহজসাধ্য হইবে । উত্তমকে নিমিত্ত করিয়া ভাগ্যের প্রভাবে যেমন সর্বসমৃদ্ধি ( ঐশ্বর্য্য, বৈভব ) ঘরে প্রবেশ করে ; তেমনি, ‘যুক্তিমান’ ( আত্মনিয়ন্ত্রিত ) পুরুষ সহজেই যোগাভ্যাসের সম্মুখে দাঁড়ায় ( অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় ), এবং তাহার পূর্ণ আত্মসিদ্ধির অমুভূতি হয় । অতএব হে পাণ্ডব, যে দৈবযোগে এই ‘যুক্তি’ লাভ করে ( নিয়মের সহিত কর্ম্মযোগের আচরণ করে ), সে মোক্ষের সিংহাসন ( রাজ্যপদ ) অলঙ্কৃত করে । যোগ ও ‘যুক্তি’র মিলনে যে সুন্দর প্রয়োগক্ষেত্র হয়, সেখানে ( এই আত্মস্থিতিতে ) যাহার মন ক্ষেত্রসংক্রান্ত\* করিবার জন্ত স্থির হয় ;

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুক্ততো যোগমাশ্বনঃ ॥ ১৯

তাহাকেই ‘যোগযুক্ত’ বলা হয়,—প্রসঙ্গক্রমে তাহাকে নির্বাতস্থানে স্থাপিত ( নিষ্কম্প ) দীপের সহিত উপমা দেওয়া যায়—জানিবে । এখন, তোমার মনোগত ইচ্ছা জানিতে পারিয়া আমি একটি কথা বলিব, তুমি ভালভাবে মন দিয়া শুন । তোমার প্রাপ্তির ( সিদ্ধির ) ইচ্ছা আছে, পরন্তু, অভ্যাসে তুমি দক্ষ নও,—তবে বল, তুমি কি উহার কঠিনতার জন্ত ভয় পাও ? ( ৩৬০ ) হে পার্থ, তোমার মনে কদাচিৎ এই ভয়ের স্থান দিও না,—এই দুর্জনে ইন্দ্রিয়গুলি বৃথা ভূত বানাইয়া ভয় দেখায় । দেখ, যে ঔষধ<sup>১</sup> পরিণাম পর্য্যন্ত আয়ুকে বৃদ্ধ্য হইতে ঠেকাইয়া রাখে<sup>২</sup>, সেই ঔষধকে কি জিহ্বা শব্দ বলে না ?

\* বাবজীবন একই তীর্থক্ষেত্রে বাস করা ; ১—২ ব্রতামুখ হইতে জীবনকে ফিরাইয়া আনে ;



যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশুন্নাত্মনি তুঙ্গ্যতি ॥ ২০

সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

এই ভাবে যে যে বস্তু প্রকৃত কল্যাণকারক, তাহারা সর্বদা ইন্দ্রিয়গুলিকে দুঃখ দেয়, নতুবা যোগের সমান সহজসাধ্য আর শক্তি আছে? এইজন্য, গাঢ় ধৈর্যের সহিত,<sup>১</sup> আমি যে উত্তম যোগাভ্যাসের কথা বলিয়াছি তাহা দ্বারাই এই ইন্দ্রিয়গুলির নিরোধ (নিয়ন্ত্রণ) হইবে। বাস্তবিক পক্ষে, যখন এই যোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়,<sup>২</sup> তখনই চিত্ত আত্মস্বরূপদর্শনে অগ্রসর হয়। পরে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজেই আত্মস্বরূপকে দেখে, এবং দেখামাত্রই চিনিতে পারে এবং বলে ‘এই তত্ত্বই আমি’। এই তত্ত্ব জানিবার পর, সে স্বেচ্ছা সাত্বিক ভোগ করে, এবং এখানে তাহার চিত্তবৃত্তি আত্মস্বরূপে লীন হইয়া সমরস হইয়া যায়।+

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মগ্নতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

তখন মেরু হইতেও বৃহৎ দেহদুঃখের পর্কত যদি তাহাকে আক্রমণও করে, তথাপি তাহার পীড়নে তাহার চিত্ত বিচলিত হয় না। কিম্বা যদি তাহার দেহকে শস্ত্রদ্বারাও খণ্ডিত করা হয় বা অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তথাপি মহাস্থখে নিমগ্ন তাহার চিত্ত আগ্রত হয় না। এই ভাবে আত্মস্বরূপে বিলীন হইয়া থাকে, তখন দেহের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না (‘দেহের খোজই পায় না’), দেহাতিরিক্ত স্থখে নিমগ্ন থাকায় দেহের কথাই ভুলিয়া যায়। ( ৩৭০ )

+ ইহার পর অল্প একটি ওরী পাঠান্তরে পাওয়া যায় :—

“বাহার পর আর কিছুই নাই, বাহাকে ইন্দ্রিয়গুলি কখনও জানিতে পারে না, তখন নিজেই আত্মস্বরূপে মগ্ন হইয়া থাকে।”

১ দৃঢ় আসনে বসিয়া;

তং বিজ্ঞান্দুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহ্নির্বিবলচেতসা ॥ ২৩

যে স্বপ্নের প্রাপ্তিতে<sup>১</sup> মন সারাসারের<sup>২</sup> বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অন্তরের বাসনার স্মরণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে ; যে স্বপ্ন যোগের শোভা, সন্তোষের সাম্রাজ্য, যে স্বপ্ন হইতে জ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব প্রাপ্ত হয় ; ঐ স্বপ্ন যোগাভ্যাসদ্বারা মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয়, এবং যে ইহা দেখে সেও তদ্রূপ হইয়া যায় ।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪

পরন্তু, হে বৎস, এক উপায়ে এই যোগ সহজসাধ্য হয়—যদি সঙ্কল্পের পুত্রশোক উৎপাদন করা যায় ( তাহার পুত্র কামক্রোধাদির বিনাশ করিয়া ) ; সঙ্কল্প যখন শুনিতে পায় যে বিষয়গুলি মরিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রিত অবস্থা দেখে তখন ( দুঃখে ) তাহার বুক ফাটিয়া যায় এবং সে প্রাণত্যাগ করে । এইভাবে বৈরাগ্য আসিলে, সঙ্কল্পের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়, এবং বুদ্ধি তখন ধৃতির সৌধে স্বখে বাস করিতে থাকে ।

শনৈঃ শনৈরূপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কুত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মনো বশং নয়েৎ ॥ ২৬

বুদ্ধি ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মনকে অল্পভবের পথে চালাইয়া ব্রহ্ম-রূপে ( পরমাত্মার মন্দিরে ) প্রতিষ্ঠা করে । এই এক উপায়ে ( ব্রহ্ম ) প্রাপ্তি হইতে পারে, বিচার করিয়া যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে অল্প একটি স্থলভ উপায়ের কথা শুন । এখন, নিজের মনে এমন একটি নিয়ম করিয়া লইবে যে যে বিষয়ে ক্লতনিশ্চয় হইয়াছে, তাহার অল্পথা হইবে না । যদি এই নিয়মে চিন্তা স্থির হইয়া যায়, তবে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, যদি না হয়, তবে ( মনকে )

খুলিয়া ছাড়িয়া দিবে। ( ৩৮০ ) মুক্ত হইয়া মন যেখানেই বাউক না কেন, নিয়মই তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিবে,—এইভাবে, মনে স্বৈর্ঘ্যের অভ্যাস আসিবে।

প্রশাস্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।

উপৈতি শাস্তিরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

পরে এই ধৈর্ঘ্যের সহায়তায় কোনও এক সময়ে মন সহজে আত্মস্বরূপের পাশে গিয়া পৌঁছাইবে। তাহাকে দেখিয়া তজ্রপ হইয়া যাইবে, তখন দ্বৈত অদ্বৈতের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে, এবং ত্রৈলোক্য একোয় তেজে ( আলোকে ) প্রকাশিত হইবে। আকাশে মেঘ ভিন্ন দেখায় কিন্তু যখন ঐ মেঘ লুপ্ত হয়, তখন যেমন সর্বব্যাপী আকাশই থাকিয়া যায়; তেমনি, চিন্তের লয় হইলে সমস্তই চৈতন্য ( ব্রহ্মস্বরূপ ) হইয়া যায়,—এইরূপ ( ব্রহ্ম ) প্রাপ্তির ইহাই সহজ উপায়। এই সহজ যোগস্থিতিতে অনেকে সঙ্কল্পরূপ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ( তাহার প্রতি রুপ্ত হইয়া ) মোক্ষদর্শন লাভ করিয়াছেন।

যুঞ্জন্মেবং সদাশ্রানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যস্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

তাঁহার সুখের সহিত পরব্রহ্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন,—সেখানে, লবণ যেমন ( জলে প্রবেশ করিলে ) জলকে ছাড়িতে পারে না; তাঁহাদের মিলনও তেমনি হয়,—তখন সমরসের ( ব্রহ্মানন্দের ) মন্দিরে মহাসুখের দীপালি হয়,—সর্ব জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ দেখায়। ' এইভাবে আপনার পায়ে চলিয়াই আপনার পিঠের উপর ( অর্থাৎ মূলস্বরূপের দিকে ) উঠিতে হয়; হে পার্থ, ইহাও যদি তোমার অসাধ্য হয়, তবে অল্প এক উপায় শুন।

সর্বভূতস্বমাশ্রানং সর্বভূতানি চাশ্রানি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাস্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

আমি যে সর্ব দেখেই আছি ইহাতে কোনও সংশয় নাই, তেমনি সর্বভূতই আমাতে অবস্থিত। (৩৯০) এইভাবে, পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছি—বুদ্ধি বাহাতে এই তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে তাহাই করিবে।

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশুতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥ ৩০

বাস্তবিক পক্ষে, হে অর্জুন, যে একনিষ্ঠ ভাবনা দ্বারা আমাকে সর্বভূতে অভিন্ন জানিয়া ভজনা করে ; ভূতের অনেকত্ব বাহার অন্তঃকরণে অনেকত্বের ভাব উৎপন্ন করে না—যে সর্বত্র শুধু আমারই একত্ব দেখে ; সে আমার ( প্রকৃতির ) সহিত এক হইয়া গিয়াছে, ইহা বলাই বুধা, নতুবা না বলিলেও, হে ধনঞ্জয়, সেই পুরুষ মজ্জণ হইয়াছে । দীপ ও প্রকাশের মধ্যে যে একত্বের সাম্য, সেও তেমনি আমার মধ্যে আছে, আমিও তাহার মধ্যে আছি । যেমন জলের অস্তিত্বে রস, যেমন গগনের পরিয়াপে অবকাশ, তেমনি আমারি রূপে এই পুরুষ রূপপ্রাপ্ত হয় ।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্ষমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ষতে ॥ ৩১

হে কিরীটি, যে ঐক্যের দৃষ্টিতে সর্বত্র আমাকেই দেখে,—বস্ত্র ও তন্তুর মধ্যে যে একতা ; কিম্বা, স্বর্ণ হইতে তৈয়ারী অলঙ্কারের বহু রূপ হইলেও মূল স্বর্ণ যেমন একরূপই ( বহু নয় ), এইরূপ, যে ঐক্যরূপ পর্বতের দ্বারা আবৃত ; অথবা, বৃক্ষের যতগুলি পত্র ততগুলি মূল ( চারা ) রোপণ করিতে হয় না ( অর্থাৎ বহু পত্র হইলেও বৃক্ষ একটিই )—এইভাবে অদ্বৈত রূপ স্বর্য্যোদয়ে বাহার অজ্ঞান-রাত্রির প্রভাত হইয়াছে ; সে পঞ্চভূতাত্মক শরীরে আবদ্ধ থাকিলেও, বল, কিভাবে তাহার ঐক্যপ্রাপ্তির বাধা হইবে ? সে অহুভবের সামর্থ্যেই আমার সহিত সমতা লাভ করে । ( ৪০০ ) আমার সর্বব্যাপকতা সে অহুভবের দ্বারাই হৃদয়লব্ধ করে, এবং না বলিলেও, সে স্বভাবতঃই সর্বব্যাপক হইয়া যায় । এখন, সে শরীর ধারণ করিলেও, শরীরের নয় ( দেহাভিমাত্রী নয় ),—ইহা বাক্যের দ্বারা কিরূপে বুঝাইবে ?

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অতএব ইহা বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই,—অথবা, যে অখণ্ডিত-ভাবে চরাচর বিশ্বকে আপনার গ্রাস দেখে ; যাহার মনে স্তম্ভঃখাদির (বহুস্ত) ভাবনা কিম্বা শুভাস্তম্ভকর্ষ সম্বন্ধে কোনও ভেদভাব হয় না ; সমবিষম ভাব, বা অস্ত্র সর্ব বৈচিত্র্যকে যে নিজের অবয়বের গ্রাস মনে করে ; এক একটি করিয়া কত বলিব ? যাহার এমন সহজ জ্ঞান হইয়াছে যে সারা ত্রিলোকই আমি ; তাহার একটি দেহ থাকিতে পারে, এবং অস্ত্র লোকে তাহাকে ‘লৌকিক’ বলিতে পারে, পরন্তু আমার প্রতীতি এই যে সে পরব্রহ্মই হইয়াছে । § এইজন্ত, হে পাণ্ডব, এমন ভাবে সাম্যের উপাসনা করিবে যে আপনার মধ্যেই বিশ্ব দেখিবে, এবং আপনিই বিশ্বরূপ হইয়া যাইবে । বহু প্রসঙ্গে আমি তোমাকে এই কারণেই বলিতেছি যে সাম্য বা সমদৃষ্টি অপেক্ষা জগতে অস্ত্র কোনও ( বৃহত্তর ) প্রাপ্তিই নাই ।”

অৰ্জুন উবাচ—

যোহয়ং যোগস্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলহাং স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্ ।

তস্তাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব স্তূহুক্ষরম্ ॥ ৩৪

তখন অৰ্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনি আমার প্রতি করুণা করিয়া এই সব উপদেশ দিতেছেন, পরন্তু, মনের ( চঞ্চল ) স্বভাবের জন্ত ইহা কাজে লাগিতেছে না । ( ৪১০ ) এই মন কিরূপ, কত বড়, তাহা বিচার করিলেও ধরা যায় না, সাধারণতঃ ইহার বিচরণের পক্ষে ত্রৈলোক্যও অতি ক্ষুদ্র ; স্তম্ভঃখঃ একরূপ কি কখনও হয়, যে মর্কট সমাধি লাভ করে ( শান্ত হইয়া থাকে ), কিম্বা ঝড়বাতকে থামিতে বলিলে থামিয়া যায় ? অহো, যে মন বুদ্ধিকে যজ্ঞণা দেয়, নিশ্চয়কে টলায়, স্বৈৰ্য্যের হাতে তালি দিয়া ফাঁকি দিয়া পালায় ; যে বিবেককে ভুলায়, সন্তোষের মধ্যেও বাসনা উৎপন্ন করে, শান্ত হইয়া বসিতে চাহিলেও দশ দিকে দৌড় করায় ; যাহাকে নিরোধ করিলে চঞ্চল হইয়া উঠে,

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর :—

“এবং লোকে বলিতে পারে সেই দেহে সে স্তম্ভঃখ ভোগ করিতেছে ;

সংযম করিতে চেষ্টা করিলে আরও বাড়িয়া উঠে ( তাহাকে সাহায্য করা হয় ) সেই মন কি তাহার স্বভাব ত্যাগ করিবে ? এই কারণে, মন নিশ্চল হইয়া থাকিবে আর আমি সাম্য ( সমদৃষ্টি ) লাভ করিব ইহা ( সর্ব্বতোপরি ) কখনও হইতেই পারে না ।”

শ্রীভগবান্নুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্যই ; মন সত্যই স্বভাবতঃ চঞ্চল । পরন্তু, বৈরাগ্যের আধারে যদি ইহাকে অভ্যাসের পথে লাগাইয়া দেওয়া হয়, তবে কোনও এক সময়ে ইহা স্থির হইতে পারে । মনের একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য এই যে যাহা দেখে তাহাতেই আসক্ত হয়,<sup>১</sup> সুতরাং কৌতুক করিয়াও ইহাকে আত্মাহুতব-স্থরের আশ্বাদন করাইতে থাকিবে ।

অসংযতান্মনা যোগো দুস্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যান্মনা তু যততা শক্যোহবাণ্ডু মুপায়তঃ ॥ ৩৬

সাধারণতঃ যাহার বৈরাগ্য নাই, যে কখনও অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় নাই, সে মনকে বশে আনিতে পারে না,—তাহা কি আমিও মানি না ? ( ৪২০ ) পরন্তু, যে যমনিয়মের পথেই চলে না, স্বভাবতঃ বৈরাগ্যের কথাই শ্রবণ করে না, এবং কেবল বিষয়রূপ জলে ডুবিয়া থাকে ; এইরূপ হইয়া, যাহার মন যুক্তিদ্বারা ( ধর্ম্মকের শাস্ত্র ) ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, সেই মন কেমন করিয়া নিশ্চল হইবে, বল ? সেইজন্য, মনের নিগ্রহ হয় এইরূপ যে উপায় ( সাধন ) আছে, তাহা আরম্ভ কর, তখন দেখিবে কেমন করিয়া ( স্থির ) না হয় । যোগের যত প্রকার সাধন আছে সবই কি মিথ্যা ? পরন্তু, ইহা বলিতে পার যে আমার অভ্যাস সাধ্য হয় না । অথচ যদি যোগের সামর্থ্য আসিয়া যায়, তবে মন আর কত চপল থাকিতে পারে ? মহত্ত্বাদি সকল কি এই যোগবলের অধীন নহে ?”

অৰ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্চিন্নাত্মিব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

এতস্মৈ সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।

তদন্তঃ সংশয়স্তাস্ত্র ছেত্তা ন হ্যপপত্ততে ॥ ৩৯

তখন অৰ্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিকই, মিথ্যা নয়, সত্যই যোগবলের কাছে মনোবল দাঁড়াইতে পারে না ( যোগবলের সহিত ইহার তুলনা হয় না ) । পরন্তু, সেই যোগ কিরূপ ও কেমন করিয়া অভ্যাস করা যায়, তাহা এতদিন পর্য্যন্ত আমার জানা ছিল না, এইজন্যই আমি মনকে অদম্য ( অজয় ) বলিয়াছি । হে পুরুষোত্তম, এখন এই সারা জন্মে আপনার প্রসাদে আমার আজ যোগপরিচয় ( যোগের জ্ঞানলাভ ) হইল । পরন্তু, হে স্বামিন্, আমার অত্র একটি সহজ সংশয় আছে, তাহার সমাধান করিতে আপনি ভিন্ন অত্র কেহ সমর্থ নয় । অতএব, হে গোবিন্দ, ধরুন, কোনও এক মহন্ত ( যোগাভ্যাসের ) উপায় না জানিয়া, শুধু শ্রদ্ধাঘারাই মোক্ষপদ লাভের জন্ত চেষ্টা করিতেছে ; ( ৪৩০ ) ইন্দ্রিয়রূপ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া, সম্মুখে আত্মসিদ্ধির নগরে যাইবার জন্ত, আহার পথে চলিয়াছে ; তাহার আত্মসিদ্ধি লাভও হইল না, আর ফিরিয়াও আসিতে পারিল না ; এইভাবে মধ্যপথেই তাহার আয়ু-স্বৰ্ঘ্য অন্ত গেল । অকালের হান্না এবং পাতলা মেঘ যেমন কদাচিত্ আদিয়া টিকিয়াও থাকে না কিষ্কা বর্ষণও করে না ; তেমনি, ঐ পুরুষের পক্ষে দুইটিই দূরে চলিয়া যায়—মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার দূরেই রহিল, আর শ্রদ্ধার জন্ত যে ইন্দ্রিয়স্বৰ্গ সে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল । এইভাবে, দেরীর জন্ত যে প্রাপ্তির স্বযোগ হারাইল,ⁱ যে শ্রদ্ধার মধ্যেই ডুবিয়া থাকিল, তাহার কি গতি ?”

ⁱ বাক্য হারাইল ; দুইটিই হারাইল ; সময় চলিয়া গেল ;

শ্রীভগবানুবাঃ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদ্যতে ।

ন হি কল্যাণকং কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ৪০

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“হে পার্থ, যাহার নৈষ্কর্মা (কর্মরহিত স্থিতির) স্মৃৎসে<sup>১</sup> আস্বা, তাহার কি মোক্ষ ভিন্ন অন্য কোনও গতি হইতে পারে? পরন্তু এমন এক স্থিতি হয়, যে মধ্যপথে তাহাকে বিশ্রাম করিতে হয়; কিন্তু তাহাতেও এমনি সুখ হয় যে, দেবতারাও সে সুখ ভোগ করিতে পান না। নতুবা যোগাভ্যাসের পথে যদি দ্রুতপদক্ষেপে চলিত, তবে হয়তো আয়ু ফুরাইবার পূর্বেই ‘সোহহম’ সিদ্ধিলাভ করিত। পরন্তু, তাহার সেইরূপ বেগ না থাকায় (পথে) বিশ্রাম করাই তাহার পক্ষে উপযোগী (ভাল) হইল—পরে তাহার জ্ঞান মোক্ষপ্রাপ্তি সংরক্ষিতই আছে।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকানুযিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১

এক আশ্চর্যের কথা শুন :—যে লোকপ্রাপ্তির জ্ঞান শতমুখ ইন্দ্রকে বহু কষ্ট করিতে হয়, তাহা এই কৈবল্যকামী পুরুষ অনায়াসে লাভ করে। (৪৪০) সেখানে যে অমোঘ ও অলৌকিক ভোগসামগ্রী আছে, তাহা ভোগ করিতে করিতে যখন কামনা উত্তমরূপে পূর্ণ হয় (কামনার পরিভূপ্তি হয়); + তখন সে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, পরন্তু, এমন কূলে জন্মগ্রহণ করে যাহা লকল ধর্মের বিশ্রামস্থান, এবং সেখানে, উত্তম ক্ষেত্রে শস্ত্রের অকুরোদ্-গমের ত্রায়, ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; যে কূলে লোক নীতিপথে চলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ বাক্য বলে, শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই সমস্ত বিচার করে; বেদ যাহার জাগ্রত দেবতা, স্বধর্ম্মাচরণ যাহার ব্যবসায়, সারাসার বিচারই যাহার মন্ত্র; যে

<sup>১</sup> স্মৃৎসেই;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—“সেই সব ভোগ করিতে করিতে মনে বিতৃষ্ণা হয়”;

+ এখানে পাঠান্তরে নূতন একটা শব্দী আছে :—“এই দিব্য ভোগ ভোগ করিবার সময়, নিত্য অনুভূতাপী হইয়া সে বলে—‘হায় ভগবান, অকস্মাৎ এই অন্তরায় কেন হইল?’”



কুলের চিন্তা পতিব্রতা স্ত্রীর তায় ঈশ্বরকে বরণ করিয়াছে, বাহার গৃহদেবতাই মূল বুদ্ধি ; এইভাবে, নিজ পুণ্যের জোরে, সর্ব স্বথের সমৃদ্ধি বাড়াইয়া ( ভোগ করিয়া ) এই যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই জন্মে স্থখী হয় ।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশাম্ ॥ ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

অথবা, যে ( যোগী ) জ্ঞানাগ্নিহোত্রী ( জ্ঞানরূপ অগ্নির সেবা করে ), পরব্রহ্মণ্যপ্রোত্রী ( পরব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে ), মহাস্থ ( আত্মানন্দ ) রূপ ক্ষেত্রের আদিবাসিন্দা ; যে ত্রিভুবনে 'সিদ্ধাস্তের' সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করে, যে সমস্তোষের বনে কোকিলরূপে কুজন করে ; যে বিবেক-রূপ গ্রামের মূল অধিবাসী, যে পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, <sup>১</sup> এইরূপ যোগীর কুলে সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করে । ক্ষুদ্র দেহাকৃতি প্রকট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের প্রভাভ হয় ; সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই যেমন তাহার প্রকাশ ( প্রভা ) প্রকট হয় ; ( ৪৫০ ) তেমনি প্রোতদশা প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই বয়সের গ্রামে না পৌঁছিয়াই ( বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়াই ) বাল্যাবস্থাতেই সে সর্বজ্ঞতা লাভ করে ( 'সর্বজ্ঞতা তাহাকে বরণ করে' ) । সেই সিদ্ধ-প্রজা ( পূর্বজন্মাত্মরূপ বুদ্ধি ) লাভ করিয়া তাহার মনে সারস্বত বিজ্ঞার ( নিখিল বিজ্ঞা, ব্রহ্মবিজ্ঞা ) উদয় হয়, তখন তাহার বাক্যে সকল শাস্ত্র আপনা আপনিই নির্গত হয় । একরূপ যে জন্ম—যাহার জন্ম দেবগণও সন্মান হইয়া, স্বর্গে জপ-হোমাদি সদ্ধা আচরণ করিয়া থাকে ; অমরগণও ভাট হইয়া মৃত্যু (মর্ত্য) লোকের স্তুতি করে,—হে পার্থ, ( এই যোগভ্রষ্ট পুরুষ ) সেই জন্ম লাভ করে ।

পূর্ব্বেভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪

পূর্বজন্মে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনে সে যে পরিমাণে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল,

<sup>১</sup> সিদ্ধের ;

<sup>২</sup> যে নিত্য কলদায়ী বিবেকরূপ বুদ্ধির মূলে বসিয়া আছে ;

তাহার অধিক নিঃসীম স্ববুদ্ধি নতুন করিয়া লাভ করিয়া থাকে। তাহার পর, ভাগ্যবান, পায়ালু\* মহুশ্য যেমন চক্ষুতে দিব্যাজ্ঞান লাগাইবার কলে ভূমিতে প্রোথিত ধন অনায়াসে দেখিতে পায়; তেমনি, তাহার বুদ্ধি সেইসব ত্বর্জিত (কঠিন) তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি বিনা আয়াসেই বুদ্ধিতে পারে—যাহা গুরুর উপদেশ বিনা অগম্য। তাহার প্রবল ইন্দ্রিয়গুলি মনের বশীভূত হয়, মন পবনের (প্রাণবায়ুর) সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হয়, পবন সহজেই গগনে (চিদাকাশে) মিলায়। এই ক্ষেত্রে কি করিয়া জানি না, অভ্যাস আপনাই হইতেই তাহাকে এই অবস্থায় লইয়া আসে, এবং সমাধি তাহার মনের ঘর খুঁজিয়া বাহির করে। এই প্রকার পুরুষকে যোগগীঠের ভৈরব (অধিদেবতা), যোগারম্ভের আরম্ভ অর্থাৎ (প্রবৃত্তি)রূপ রম্ভার) গৌরব, বৈরাগ্যসিদ্ধির অহুভূতির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে; (৪৬০) অথবা সংসার মাপ করিবার মাপকাঠি, কিম্বা, অষ্টাঙ্গযোগসামগ্রী (উপকরণ) দেখাইবার দীপ; স্বগন্ধ যেমন চন্দনের রূপ ধারণ করে; তেমনি, সাধক-দশাতেই তাহাকে এমন পরিপূর্ণ দেখায়, যে মনে হয় যেন সম্ভোষ দ্বারাই নির্মিত, অথবা সিদ্ধির ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

যেহেতু শতকোটি বৎসরের ও সহস্র জন্মের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া সে আত্মসিদ্ধির তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে; সেইজন্য (মোক্ষ-সিদ্ধির) সমস্ত সাধনগুলি তাহাকে সহজে অহুমরণ করে, এবং সে সহজেই বিবেকের রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করে। পরে, বিবেকেরই বিচার করিবার বেগ কুণ্ঠিত হয়, তখন বিচারের অগম্য যে পরব্রহ্ম, সে এই মেহেই তাহার সহিত একরূপ হইয়া যায়। ঐ সময় মনের মেঘ সরিয়া যায়, পবনের পবনস্থ যায়, এবং আকাশ (চিদাকাশ) আপনার মধ্যে বিলীন হয়। তখন তাহার এমন অনির্বচনীয় স্বখপ্রাপ্তি হয় যে প্রাণবেরও মস্তক (অর্জুমাঝ) ডুবিয়া যায়,

\* পদম্বর অগ্রে করিয়া যে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয়;

১ বিপুলতার; আরম্ভরূপ তত্ত্বের;

সেইজন্ত উহাকে বর্ণনা করিবার আদি ভাষাও শিছু হটিয়া আসে। এই পরব্রহ্মের (ব্রাহ্মী) স্থিতিই সকল গতির গতি (পরমগতি), সেই নিরাকারের মূর্তিই সে হইয়া যায়। সে পূর্বের অনেক জন্মের বিক্ষেপরূপ জন্মের ময়লা পরিষ্কার করিয়াছে, এইজন্ত তাহার 'লয়-ঘটিকা'\* জন্মমাত্রই ডুবিয়া যায়, (অর্থাৎ লয়ের জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না); আর তদ্রূপতার (ব্রহ্মস্থিতির) সহিত মিলিত হওয়ায় সে তাহার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে—যেমন মেঘ লুপ্ত হইলে আকাশ হইয়া থাকে; (৪৭০) তেমনি, যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এবং পরে যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়—দেহ বিজ্ঞমান থাকিতেই যোগী তাহাই (ব্রহ্ম) হইয়া যায়।

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কশ্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৪৬

যাহা লাভ করিবার আশায়, কৰ্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ ধৈর্য্যরূপ বাহুবলের ভরসায়, যটকর্ষের<sup>১</sup> প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিম্বা, যে এক বস্তুর জন্ত জ্ঞানী লোক জ্ঞানের অভেদ কবচ ধারণ করিয়া সমরাস্ত্রণে প্রপঞ্চের সহিত যুদ্ধ করিতে নামে; অথবা, যাহা প্রাপ্তির ইচ্ছায় তপস্বী নিঃসঙ্গ ও শিচ্ছিল তপোদুর্গের ভয় ও দুর্গম পাহাড়ের উপর আরোহণ করে; যাহা ভজনকারিগণের ভজনীয়, যাজ্ঞিকের যজনীয়, এবং যাহা সকলের সঙ্গ পূজ্য; যে সিদ্ধতত্ত্ব সাধকের সাধ্য—যোগী নিজেই সেই নির্কাণরূপী পরব্রহ্ম হইয়া যায়; সুতরাং সে কৰ্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের বন্দনীয়, জ্ঞানীরও বেত্ত, তাপসগণের আন্ত তপোনাত (তপের অধিদেবতা)। যাহার মনোধর্ম্মের বিকাশে<sup>২</sup> (যাতায়াতে) এই-ভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়াছে, সে শরীরধারী হইলেও এমনি মহিমাপ্রাপ্ত হয়। অতএব, হে পাণ্ডুকুমার, এইজন্তই আমি তোমাকে সঙ্গ অন্তঃকরণে যোগী হইতে উপদেশ করি।

\* লয়ঘটিকা—বিবাহের লয় নিরূপণের জন্ত জল-ঘড়ি (জলে রাখা পাত্র যখনই ডুবিয়া যায়, তখনই লয়)

১ যজন, বাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ;

২ যাহার মনোধর্ম্মে জীবাত্মা ও পরমাত্মার এইভাবে মিলন হয়;

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রয়ান।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

যাহাকে যোগী বলে, তিনি দেবতারও দেবতা, জানিবে,—তিনি আমার মুখ-সর্বস্ব, তিনি আমার চৈতন্য (জীবন)। (৪৮০) ভজনকারী (ভক্ত), ভজন, ও ভজনীয়, এই যে তত্ত্বসাধনের ত্রিপুটী—তাহা আমিই—ইহাই তিনি নিরন্তর অলুভব করেন। সেই একনিষ্ঠ প্রেমের তুলনা চাহিলে বলিতে হয় যে আমি দেহ, তিনিই আত্মা। সঞ্জয় বলিলেন—ভক্তচকোরচন্দ্র, গুণ-সমুদ্র (সর্বগুণাধার) ত্রিভুবনে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন। তখন, পার্থের যে পূর্ব হইতেই যোগের উপদেশ শুনিবার আস্থা (ইচ্ছা) ছিল, তাহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল—যত্নাথ তাহা বুঝিতে পারিলেন। এবং তাঁহার মনে সহজেই এই সন্তোষ হইল যে অর্জুন এই সংবাদের দর্পণস্বরূপ হইলেন—এখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি ইহা সবিস্তারে নিরূপণ করিবেন। এই প্রসঙ্গ পরের অধ্যায়ে আসিবে—ইহাতে শাস্ত্রের প্রকট হইবে এবং প্রমেয় (সিদ্ধান্ত) রূপ বীজের পাণ্ডে অকুরোদগম হইবে (সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে)। সাবিক্তভাবে বৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক কৃষ্ণতা চলিয়া যাওয়ায় চতুর (প্রোতাগণের) চিত্ত তৈয়ারী হইয়া বীজবপনের উপযোগী হইয়াছে। তাহার উপর (এই ক্ষেত্রে হইতে) সোনার গায় অবধানের বাস্প উঠায় ত্রিনিবৃত্তিনাথের এখন বীজবপন করিবার ইচ্ছা (উৎকর্ষা) হইয়াছে। জ্ঞানদেব বলিতেছেন—সদগুরু (নিবৃত্তিনাথ) কোতুক করিয়া আমাকেই (ঐ বীজবপন করিবার) চোঙা করিয়াছেন, এবং আমার মস্তকে হাত রাখিয়া নিশ্চিতভাবে বীজবপন করিয়াছেন। সেইজন্ত, আমার মুখ হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহা সত্ত্বগুণের হৃদয় স্পর্শ করে; আর বলিবার প্রয়োজন নাই—এখন শ্রীরজ যাহা বলিলেন তাহাই বর্ণনা করিতেছি। (৪২০) পরন্তু, ইহা মনের কান দিয়া শুনিবেন, বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়া দেখিবেন (আমার কথা বিচার করিবেন), এবং আমাকে চিত্ত দিয়া, তাহার বিনিময়ে, আমার কথা গ্রহণ করিবেন। অবধানরূপ হস্তদ্বারা উহা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লইয়া যাইবেন—তখন ইহা জ্ঞানীর আকাজক্ষা পূর্ণ করিবে। ইহা (এই বাণী) আত্মকল্যাণ সাধন করিয়া শাস্ত্র করিবে, পরিণামে সজীবতা আনয়ন করিবে,

এবং জীবের লক্ষ্মণের কারণ হইবে। এখন শ্রীমুকুন্দ অর্জুনকে যে  
হৃন্দয়, চাতুৰ্য্যপূর্ণ ও মনোহর কথা বলিয়াছেন, তাহাই আমি ওবীচ্ছন্দে  
বলিব। ( ৪৯৪ )

ওঁ তৎসং

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে  
অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়  
সমাপ্ত । ‘

শ্রীভগবানুবাচ—

মব্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্মন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্তুসি তচ্ছৃণু ॥ ১

জ্ঞানং তেহিং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্ঠ্যতে ॥ ২

শুন, তখন শ্রীঅনন্ত পার্থকে বলিলেন—“তুমি যথার্থই যোগযুক্ত হইয়াছ ।<sup>১</sup> আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের উপদেশ এমনভাবে করিব যে তুমি আপন করতলস্থিত রত্নের গ্রায় আমাকে সমগ্রভাবে জানিতে পারিবে । বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক জ্ঞানের কি প্রয়োজন, ইহাই যদি তোমার মনে হয়, তবে শুন, প্রথমে তাহাই জানিতে হয় । জ্ঞানপ্রাপ্তির সময় (সাধারণ) জ্ঞাত্বের নয়ন মুদ্রিত হইয়া যায়—যেমন তীরে নৌকা লাগিলে আর দোলে না ; তেমনি, জ্ঞাত্ব যেখানে প্রবেশ করে না, বিচার যেখানে পশ্চাৎপদ হয়, যাহা তর্কের অগম্য (যাহার অঙ্গে তর্কবুদ্ধি বা তর্কের অগ্রভাগ প্রবেশ করিতে পারে না) ; হে অর্জুন, তাহারি নাম ‘জ্ঞান’—ইহা ভিন্ন অন্য সবই প্রপঞ্চ, তাহাকেই ‘বিজ্ঞান’ কহে ; ‘প্রপঞ্চই সত্য’ এইরূপ যে বিচার তাহাই ‘অজ্ঞান’—এ তিনটিই জানিয়া রাখ । এখন, যাহাতে সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, বিজ্ঞান নিঃশেষে জলিয়া যায় এবং জ্ঞানের স্বরূপ প্রকট হয় ; এই যে গূঢ় রহস্য, যাহার স্বল্প পরিমাণ ও মনের অনেক (ইচ্ছা) আশা পূর্ণ করে, তাহাই বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিতেছি । যাহা দ্বারা বক্তার ভাষণ বন্ধ হয়, শ্রোতার শ্রবণ ক্রিয়াব্যবহা ইচ্ছা টুটিয়া যায়, ছোট ঝড় এই ভেদজ্ঞান আর থাকে না,<sup>২</sup> তাহাই শুন :—

মহুশ্রাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

সহস্র মহুশ্রের মধ্যে কষাচিৎ একজনের এ বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয় ; এইরূপ আকাঙ্ক্ষাবান্ বহুলোকের মধ্যে জ্ঞানীর সংখ্যা বিরল । (১০)

১ তুমি এখন যোগযুক্ত হইয়াছ ;

২ আর অবশিষ্ট থাকে না ;

হে অর্জুন, যেমন ত্রিভুবনের মধ্যে এক একটি করিয়া উত্তম বীরপুরুষ বাছিয়া লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হয় ; কিম্বা, তাহাদের মধ্যে লোহ (শস্ত্র) দ্বারা বহু শরীর বিনাশের পর যেমন কোনও একটি মাত্র বীর বিজয়শ্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয় ; তেমনি, আত্মা (প্রাণ) রূপ মহাবজ্রায় কোটি কোটি লোক প্রবেশ করে, পরন্তু কদাচিৎ কেহ প্রাপ্তির (আত্মজ্ঞানের) অপর পারে গিয়া পৌঁছাইতে পারে (এমন লোক বিরল)। সুতরাং, ইহা সামান্য নহে, বলিতে গেলে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ স্থিতি, পরন্তু, ইহার সন্ধান পথে বলিষ—এখন প্রাসঙ্গিক কথা শ্রবণ কর।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

হে ধনঞ্জয়, অবধান কর,—যেমন নিজেরই অঙ্গের ছায়া পড়ে, তেমনি এই মহত্ত্ববাদি আমারই মায়। আর ইহাকেই প্রকৃতি বলে, ইহার অষ্টধা ভিন্ন প্রকার আছে জানিবে, ইহা হইতেই লোকত্রয় উৎপন্ন হয়। ইহার অষ্টধা ভিন্ন প্রকার কেমন, এ সম্বন্ধে যদি তোমার মনে সন্দেহ হয়, তবে এখন তাহার বিচার শ্রবণ কর। জল, তেজ, আকাশ, পৃথ্বী, মরুৎ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—ইহারাই প্রকৃতির আটটি পৃথক ভাগ।

অপরেয়মিতস্তৃণ্ডাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

হে পার্শ্ব, এই আটটির যে সাম্যাবস্থা তাহাই আমার পরমা প্রকৃতি, ইহারই নাম 'জীব'। ইহা জড়কে জীবন দান করে, চেতনকে চেতনা প্রদান করে, মনকে শোকমোহাদি অহুভব করায়। (২০) ইহার সান্নিধ্যের কারণেই বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান (জানিবার শক্তি) উৎপন্ন হয়, ইহা হইতে উদ্ভূত অহঙ্কারের নৈগুণ্যই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।

অহং কৃৎস্নশ্চ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

এই ক্ষুদ্র প্রকৃতি যখন কোতুকে স্থল প্রকৃতির (মহাভূতাদির) অঙ্গে

যুক্ত হয়, তখন ভূতসৃষ্টির টাঁকশালের কার্য আরম্ভ হয়। চারি\* প্রকারের মূদ্রা আপনা হইতেই বাহির হয়, সমান মূল্যের হইলেও তাহার ভিন্ন ভিন্ন জাতির। চৌরশী লক্ষ জাতি—ইহা ভিন্ন যে আরও কত ( উপ ) জাতি আছে তাহা গণনা করা যায় না,—এইরূপ অসংখ্য মূদ্রায় আদি শূন্যের ( অব্যক্ত প্রকৃতির ) ভাণ্ডার ভরিয়া যায়। এইভাবে পঞ্চমহাভূতের তৈয়ারী এক ওজনের এত অধিক মূদ্রা বাহির হয় যে প্রকৃতিই তাহার সমৃদ্ধির পরিমাপ ( হিসাব ) করিতে পারে। কারণ, এই মূদ্রার উপর ছাপ মারিয়া প্রকৃতিই তাহাদের বিস্তার করে, এবং পরে সেই তাহাদের গলাইয়া ফেলে—মাঝে, তাহাদের কর্ম্যাকর্মের ব্যবহারে প্রবৃত্ত করায়। পরন্তু, এ রূপক থাকুক, সোজা ভাষায় বলিতেছি, বাহাতে তুমি বুঝিতে পার—এই প্রকৃতিই নাম ও রূপের ( নামরূপাত্মক বিশ্বের ) বিস্তার করিয়া থাকে। আর, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে প্রকৃতি আমারি সত্তায় ভাসমান—সুতরাং আমিই জগতের আদি ও অন্ত।

মন্তঃ পরতরং নান্নাং কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ববিদং প্রোক্তং সূত্রে মাণগণা ইব ॥ ৭

যুগজলের ( মরীচিকার ) মূল কারণ দেখিতে গেলে কেবল সূর্যের রশ্মিই নয়, সূর্য্য নিজেই ; তেমনি, হে কিরীটি, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই সৃষ্টির যখন উপসংহার হইবে, তখন ইহা আমাতেই লীন ( মজ্জপ ) হইবে। ( ৩০ ) এইভাবে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমারি মধ্যে হয়,—সূত্রে যেমন মণি গ্রাণ্ঠিত হইয়া থাকে তেমনি আমিই এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছি। +

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভান্মি শনিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

\* জরায়ুজ, অণুজ, বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ;

১ উপসংহার হইয়া পূর্বস্থিতিতে কিরিয়া বাইবে ;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্ত একটা ওরী আছে :—

“স্বর্ণের মণি তৈয়ারী করিয়া তাহাকে সোনার সূত্রে গাঁথিলে যেমন হয়, তেমনি এই বিশ্বকে অন্তর্বাছ আমিই ধারণ করিয়া আছি” ;



পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।

• জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিষু ॥ ৯

হুতরাং, জলে যে বস, পবনে যে স্পর্শ, শিশিরে যে প্রকাশ, তাহা আমিই, জানিবে। তেমনি, আমি পৃথিবীর মধ্যে নৈসর্গিক শুদ্ধ গন্ধ, গগনে শব্দ, বেদে প্রণব। মহুগ্নের মধ্যে মহুগ্নত্ব, অহংভাবেয় সত্ত্ব, বাহাকে পৌরুষ বলে, তাহা আমিই—এই ( পরম ) তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি। তেজের উপর অগ্নি নামে যে আবরণ আছে, তাহা সরাইয়া লইলে যে তেজের স্বরূপ থাকে, তাহা আমিই। ত্রিভুবনে নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূতসকল যে আপন আপন জীবনধারণের কর্মে রত থাকে; কেহ বায়ু পান করে, কেহ তৃণ খাইয়া জীবিত থাকে, কেহ অন্নের আধারে, কেহ বা জলের মধ্যে থাকে; পরন্তু এই অপ্রাসঙ্গিক কথা এখন থাকুক—আমি বিশেষভাবে বলিতেছিঃ না—তপস্বীর যে তপ তাহা আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। এই ভাবে, প্রত্যেক প্রাণীর যে প্রকৃতিবশে ভিন্ন ভিন্ন জীবন স্বভাবতঃ দেখা যায়, এই সমস্তের মধ্যে অভিন্নভাবে এক আমিই আছি।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

যাহা ( বিশ্বের ) উৎপত্তির সময় আকাশের অঙ্কুরের সহিত বিস্তৃতি লাভ করে, যাহা অস্তে ( প্রলয়ের সময় ) প্রণবাক্ষরের ( ঠঁকারের ) অক্ষরগুলিও গিলিয়া ধায়; ( ৪০ ) যতদিন বিশ্বাকার থাকে, ততদিন যাহা বিশ্বের স্তায় দেখায়, আর, মহাপ্রলয়ে কেমন ভাবে লুপ্ত হয় ( অদৃশ্য হইলেও যাহা মূলতঃ নষ্ট হয় না ); এই যে স্বতঃসিদ্ধ, অনাদি বিশ্ববীজ, তাহা আমিই—এই রহস্তই তোমার করতলে তুলিয়া দিলাম। হে পাণ্ডব, তুমি যখন ইহা সম্যকভাবে খুলিয়া লাংখ্যের ( বিচারের ) গ্রামে লইয়া যাইবে ( অর্থাৎ সম্যকভাবে বিচার করিবে ) তখনই উহার উপযোগিতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। বলবানের যে বল, বুদ্ধিমানের যে বুদ্ধি, ইহা আমিই—নিশ্চিতভাবে জানিবে। প্রাণীর

১০-৩ আমি সংক্ষেপে বলিতেছি;

মধ্যে যে ( শুদ্ধ ) কাম—বাহ্যাব্যাস অর্ধোপার্জন্যের সহিত বিপুল ধর্মরূপ পুরুষার্থ লাভ্য হয়, তাহাও আত্মারাম আমিই। যে কাম সাধারণতঃ বিকাবের প্রবাহারূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কর্তব্য করে, পরন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে ধর্মের বিরুদ্ধে বাইতে দেয় না; বাহ্য নিষিক্তি মার্গ ত্যাগ করিয়া, বিধির পথে নিয়মের মশাল জ্বালাইয়া চলে; কাম যখন এই রীতিতে চলে, তখন ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং সংসারভোগীও মোক্ষতীর্থের মুক্তিলাভ করে। বেদগৌরবের মণ্ডপের উপর ( অর্থাৎ বেদের নির্দেশ অনুসারে ) যে কাম সৃষ্টির লতাকে বাড়াইয়া বিস্তৃত করিতে থাকে,—যতক্ষণ না কর্তব্যফলের পল্লবগুলি মোক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছায়; এইরূপ নিয়ন্ত্রিত যে কাম, বাহ্য সকল ভূতের বীজরূপ, তাহা আমিই”—যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ( ৫০ )+ “এক এক করিয়া আর কত বলিব? সমস্ত বস্তুমাত্রই আমা হইতে বিস্তার লাভ করে জানিবে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাম্ভ য়ে।

মন্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বং তেষ্ তে ময়ি ॥ ১২

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব—এ সমস্তই আমারি স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, জানিবে; উহারি আমা হইতে উৎপন্ন, পরন্তু আমি উহাদের মধ্যে নাই—যেমন স্বপ্নের গভীর জলে জাগৃতি ডুবে না; অথবা, যেমন বীজকণিকা স্থল্লর ঘনরসে পূর্ণ থাকে, পরন্তু অঙ্কুরোদগম হইলে তাহা হইতে কাঠ উৎপন্ন হয়; বল দেখি, ঐ কাঠের মধ্যে কি বীজ আছে? তেমনি, প্রপঞ্চ আমারি বিকার হইলেও আমি তাহাতে নাই। দেখ, গগনে মেঘ উৎপন্ন হয়, পরন্তু মেঘে গগন থাকে না,—অথবা মেঘ হইতে জল হয়, কিন্তু জলে মেঘ থাকে না। মেঘের মধ্যে জলের কোভ হইলে যে তেজ প্রকাশ পায় এবং স্বকমল করিতে দেখা যায়, সেই বিদ্যুতের মধ্যে কি

+ এখানে অল্প একটা ওষী পাওয়া যায় :—“আর তেজবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে যে তেজ সহজভাবে অবস্থান করে, তাহা আমিই—ইহা নিশ্চিত ভাবে জানিবে”।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—“আমার মধ্যে বিকার দেখা গেলেও”।

জল থাকে? অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হয়, সেই ধূমে কি অগ্নি থাকে? বল? তেমনি, আমাতে বিকার দেখা গেলেও আমি ঐ বিকার নই।

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজ্ঞানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

পরন্তু, জলে উৎপন্ন শৈবাল যেমন জলকে আচ্ছাদন করিয়া ঢাকিয়া ফেলে, কিম্বা, মেঘের অন্তরালে বৃথাই যেমন আকাশ লোপ পায়; স্বপ্ন তো মিথ্যা নহে, পরন্তু নিদ্রাবশে যখন স্বপ্ন সত্য মনে হয়, তখন কি নিজের স্বরূপের কথা স্বরণ থাকে? ( ৬০ ) আর অধিক কি বলা যায়? না জানি কিরূপে, চক্ষুর মধ্যে যে পরদা ( ছানি ) উৎপন্ন হয়, তাহা কি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ( গলিয়া যায় না ) নষ্ট করে না? তেমনি, আমাতে প্রতিবিম্বিত ত্রিগুণাত্মক ছায়া যবনিকার দ্বারা আমাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য, প্রাণিগণ আমাকে চিনিতে পারে না, এবং আমি হইতে উৎপন্ন হইয়াও মজ্জপ হয় না—যেমন জলে উৎপন্ন মুক্তা জলে গলিয়া যায় না। দেখ না—মাটি হইতে ঘট তৈয়ারী করিয়া তখনই তাহাকে মাটির সহিত মিলাইলে মিলিয়া যায়, পরন্তু অগ্নিদগ্ধ করিলে পবিত্র হইয়া যায়<sup>১</sup>। তেমনি, ভূতজাত সমস্ত আমারি অবয়ব, পরন্তু আমার সংযোগে জীবদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। +

দৈবী ছোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

এখন, হে ধনঞ্জয়, এই মায়া রূপ<sup>২</sup> মহানদী<sup>৩</sup> পার হইয়া কিরূপে মজ্জপ হওয়া যায়? যে মায়া নদী ব্রহ্মাচলের শিখর হইতে উদ্ভূত মূল সঙ্কররূপ জলস্রোতের উপর মহাভূতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ উৎপন্ন করিল; যে ন

১ ভিন্ন বস্তু হইয়া যায় ;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি গুণী আছে :—

“এইজন্য আমার হইয়াও মজ্জপ হয় না, আমার মধ্যে থাকিয়াও আমাকে চিনিতে পারে না। অহঙ্কার ও মমতার জ্ঞানিতে বিবরাজ হইয়া আছে।”

২-৩ এই মহাদামি যে আমার মায়া, তাহা ;

সৃষ্টিসঞ্চারের<sup>১</sup> প্রবাহে<sup>২</sup>, কালের ক্রমবর্ধমান কলার<sup>৩</sup> (অংশের) বেগে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উচ্চ তট প্রাবিত করে; যে নদী ত্রিগুণের ঘনবৃত্তিতে মোহের মহাবল্লভায় ভরিয়া উঠিয়া যম-নিয়মের নগর ভাসাইয়া দিয়া যায়;

যাহার দেবরূপী আবর্তের মধ্যে মৎসরের সংঘাত উৎপন্ন হয়,<sup>৪</sup> এবং যাহার মধ্যে প্রমাদাদি মহামীন (বৃহৎ মৎস্ত) খেলিয়া বেড়ায়; (৭০) যেখানে প্রপঞ্চের তৈয়ারী কৰ্ম্মাকৰ্ম্মের বস্তায় স্তম্ভঃধের নানা আবর্জনা তরঙ্গের উপর ভাসিয়া আসে; যাহার মধ্যে রতি (বিষয়স্থখ) রূপ বীপের উপর কামনার তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়ে, এবং জীবরূপ ফেনপুঞ্জ বহু পরিমাণে দেখা যায়; অহঙ্কারের প্রবাহের উপর (বিচ্ছা, ধন ও বলরূপ) মদ্যের তুফান উঠে, যাহাতে বিষয়োশ্মির তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হয়। উদয় ও অস্তের বস্তায় জন্ম-মৃত্যুর গভীর দহ পড়িতে থাকে, এবং তাহাতে পাঞ্চভৌতিক (সৃষ্টির) ব্দব্দ উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়; সম্মোহ ও বিভ্রম রূপ মৎস্ত ধৈর্যের মাংস ছিঁড়িয়া খায়, এবং অজ্ঞানের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে; ব্রাহ্মিরূপ ময়লা জলে আস্থা (আসক্তি) রূপ কর্দম জমিতে থাকে এবং রজোশুণের প্রবাহের ঘর্ষের শব্দ স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। ইহাতে তমোগুণের প্রবাহ বেগে বহিতে থাকে,<sup>৫</sup> ও সত্ত্বগুণের স্ফূট (গভীর) নিশ্চলতা থাকে—কিং বহন, এই মায়ানদী অত্যন্ত দুরন্ত ও দুরতিক্রম্য। জন্মমৃত্যুর শ্রোতে সত্যলোকের দুর্গপ্রাকার ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্তরখণ্ডগুলিও গড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই বস্তার প্রচণ্ড প্রবাহ আজ পর্য্যন্ত থামে নাই—এই মায়ানদীর বস্থা কে পার হইবে?+কেহ নিজবুদ্ধিবলে (পার হইবার জ্ঞান) এই নদীতে প্রবেশ করে, তাহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না, অপর কাহাকেও জ্ঞানের গভীর দহের মধ্যে (গর্ভ) আত্মাভিমান গিলিয়া খায়। (৮০) কেহ কেহ বিচার<sup>৬</sup> ভেলায় অহংভাবে প্রস্তরখণ্ড বাঁধিয়া (নদী পার হইবার চেষ্টা করে), তাহার মদরূপ মীনের মুখে সর্বতোভাবে

১-২ সৃষ্টি বিস্তারের প্রবাহে;

৩ কালক্রমের;

৪ যাহাতে দেবরূপী আবর্ত উৎপন্ন হয়, মৎসরের বাক পড়ে; ৫ প্রচণ্ড প্রবাহ থাকে;

+ পাঠান্তরে এখানে এই অর্থের আর একটা ভাবী পাওয়া যায় :—“আর একটা আশ্চর্যের কথা এই যে—এই নদী পার হইবার যে যে উপায় করা যায়, তাহা বিয় (অনুপায়) হইয়া দাঁড়ায়।”

৬ বেদব্যয়রূপ ভেলায়;

প্রবেশ করে। কেহ বা বয়সের (বৌবনের) বল বাধিয়া মধ্যবয়সে কোমর ধরিয়া চলে (মমনের সেবা করে), তাহাকে বিষয়রূপ মকর চিহ্নাইয়া ফেলিয়া দেয়; তারপর, বার্কাক্যের তরঙ্গের মধ্যে মতিভ্রংশরূপ জালে চতুর্দিক হইতে জড়াইয়া যায়; শোকের পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া পড়ে; রোগের আবর্তে ডুবিয়া যায়, এবং মাথা তুলিতে গেলেই আপদ-রূপ গৃধ তাহাকে চুষন করে (ঠোকরায়); হৃৎকের পক্ষ গায়ে মাখিয়া, পরে মরণের বালুসৈকতে প্রোথিত হয়,—এইভাবে যাহারা কামের অঙ্গে লাগিয়া থাকে তাহাদের জীবন ব্যর্থ হয়। কেহ কেহ বজ্রক্রিয়ার ভেলা (সাধন) পেটের নীচে বাধিয়া চলে, তাহারা স্বর্গস্থলের গুহার মধ্যে আবদ্ধ হয়। কেহ মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় কর্মরূপ বাহুবলের উপর ভরসা করে, পরন্তু বিধিনিষেধের<sup>১</sup> আবর্তে পড়িয়া যায়; সেখানে বৈরাগ্যের নৌকা প্রবেশ করে না, বিবেকের সংস্পর্শ (সম্বন্ধ) হয় না, ষোণদ্বারা হয়তো কেহ কেহ পার হইতে পারে, তবে তাহা কচিং হয়। এইভাবে, জীবের নিজ সামর্থ্যে মায়ানদী পার হওয়া যায়—এ কথা বলিলে কাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায়? যদি পথ্য না করিয়া রোগ সারে, সাধু দুর্জনের বুদ্ধি বৃদ্ধিতে পারে, কিম্বা বিষয়াসক্ত লোক সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে; (২০) যদি চোর সভায় প্রবেশ করিতে পারে, অথবা ঝড়শী যদি মাছকে গিলিতে পারে, অথবা যদি ভীক ব্যক্তি বক্ষীগীকে তাড়াইতে পারে; হরিণশাবক যদি জাল ছিঁড়িতে পারে, কিম্বা শিপীলিকা মেক উল্লঙ্ঘন করিতে পারে—(ইহা যদি সম্ভব হয়) তবেই জীব মোহের<sup>২</sup> ওপারে যাইতে পারে। সেইজন্য, হে পাণ্ডুহৃত, লকাম (ইন্দ্রিয়পরায়ণ) মনুষ্য যেমন স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে না, তেমনি জীবও মায়ানদী পার হইতে পারে না। যে আমাকে ভজনা করিয়া একান্তভাবে আমার শরণ লয় (বরণ করে) একমাত্র সেই সহজে (এই নদী) পার হইতে সমর্থ হয়,—তাহার পক্ষে এপারেই মায়ানদীর জল শুকাইয়া যায়। যে অহংভাবে বোঝা নামাইয়া, সঙ্কল্পবিকল্পের ঝড় হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অহুরাগের জলপ্রোতকে<sup>৩</sup> তাপ<sup>৪</sup> দিয়া (পরীক্ষা করিয়া); যে ঐক্যের খোঁয়াঘাটে আত্মবোধরূপ ভেলার সহায়তায় নিবৃত্তির পরপারে গিয়া কাঁপাইয়া পড়ে;

১ বিধিবিধানের;

২ মায়ানদীর; ৩-৪ অমুরাগের (আসক্তির) জলপ্রোত হইতে নিশ্চিতভাবে বাহির হয়;

যে সঙ্গুররূপ তারক (আশ্রয়কর্তা) পাইয়াছে, দৃঢ়ভাবে অহুভবের কোমর ধরিয়াছে (আত্মাহুভবকেই দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছে) এবং আত্মনিবেদন-রূপ ভেলা সংগ্রহ করিয়াছে; সে বৈরাগ্যরূপ বাহু চালাইয়া, সোহংভাবে সামর্থ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া, নির্বিক্রে নিবৃত্তির তীরে পৌঁছায়। এই উপায়ে যে আমাকে ভজনা করে, সেই আমার মায়া পার হইতে সক্ষম হয়, পরন্তু এইরূপ ভক্ত বিবল, তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে।

ন মাং হৃক্ষতিনো মূঢ়াঃ প্রপত্তস্তে নরাধমাঃ ।

মায়য়াপদ্রুতজ্ঞানো আসুরং ভাবমাপ্রিতাঃ ॥ ১৫

চতুर्विधा भक्त्यंते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ ১৬

এই প্রকার ভক্ত ছাড়া আরও অল্প বহু আছে, তাহাদের মধ্যে অহঙ্কারের ভূত সঞ্চার হওয়ায়, আত্মস্বরূপের<sup>১</sup> বিস্মৃতি হয়। (১০০) এই অবস্থায়, তাহাদের নিয়মের বস্ত্র খসিয়া পড়ে (স্বরণে থাকে না), ভাবী অধোগতির লজ্জা নষ্ট হয়, এবং তাহারা বেদনিষিদ্ধ কর্ম করিতে আরম্ভ করে। হে পাণ্ডব, দেখ, যে কার্য্যসিদ্ধির জন্ত এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই সমস্ত কর্তব্য (কার্য্যার্থ) ত্যাগ করিয়া; তাহারা ইন্দ্রিয়ের রাজমার্গের উপর অহংবুদ্ধির<sup>২</sup> জল্পনা করিতে করিতে, নানা প্রকার বিকারসমূহ সংগ্রহ করে। আর দুঃখশোকের আঘাত তাহাদের উপর পড়িলেও তাহা স্বরণে থাকে না—ইহার কারণ এই যে—তাহাদের মায়া গ্রাস করিয়াছে; সেইজন্ত, তাহারা আমাকে ভুলিয়া থাকে; বাহারা আত্মকল্যাণের জন্ত সাধনা করে, এইরূপ<sup>৩</sup> চতুर्विध ভক্ত আমাকে ভজনা করে; প্রথম ‘আর্ত’, দ্বিতীয় ‘জিজ্ঞাসু’, তৃতীয় ‘অর্থার্থী’, এবং চতুর্থ ‘জ্ঞানী’, জানিবে; ইহার মধ্যে, ‘আর্ত’ দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত, ‘জিজ্ঞাসু’ জ্ঞানলাভের জন্ত, আমাকে ভজনা করে, তৃতীয় (‘অর্থার্থী’) অর্থপ্রাপ্তি ইচ্ছা করে; পরন্তু চতুর্থের (জ্ঞানীর) পক্ষে কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না,—এইজন্ত ‘জ্ঞানী’ই আমার একমাত্র (যথার্থ) ভক্ত, জানিবে।

<sup>১</sup> আত্মজ্ঞানের ;

<sup>২</sup> অহংতা ও মমতায় ;

<sup>৩</sup> শুভ ; কারণ—;

তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্ট্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহতর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

কারণ জ্ঞানের প্রকাশে তাহার ভেদাভেদের অঙ্ককার টুটিয়া যায়, এবং আমার সহিত সমরসে মজ্জণ হইয়া যাওয়ায় সে আমারি ভক্ত হইয়া থাকে । পরন্তু, সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টিতে যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকমণি ক্ষণকালের জন্ত জলের জায় দেখায়, তেমনি জ্ঞানী পুরুষের বেলায়ও তাহাই হয়—ইহা কোনও আশ্চর্য্য বর্ণনাপ্রকার নহে । (১১০) যেমন বায়ু (শাস্ত্র হইয়া) আকাশে বিলীন হইয়া গেলে তাহার বায়ুত্ব পৃথক ভাবে অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি জ্ঞানী আমার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইলেও তাহার ভক্তের সংজ্ঞা নষ্ট হয় না; বায়ু চলাচল করিলে আকাশ হইতে পৃথক দেখায়, নতুবা, স্বভাবতঃ উহা আকাশ-রূপেই থাকে; তেমনি সে শরীর ধারণ করিয়া কর্ম করিয়া যায়, সেইজন্য লোকে তাহাকে ভক্ত বলিয়া দেখে, পরন্তু সে আত্মাহুত্বের গুণে মজ্জণ হইয়া গিয়াছে । আর জ্ঞানের প্রকাশে আমাকে ( নিজ ) আত্মা বলিয়া জানিতে পারে—এইজন্য, আমিও প্রেমের আতিশয্যে তাহাই ( তাহাকে আত্মা ) বলিয়া থাকি । যে জীবত্বের অপর পারের ( আত্মত্বরূপের ) জ্ঞানলাভ করিয়া আচরণ করিতে জানে, সে কি দেহের ভিন্নতার জন্ত ( ভিন্নদেহধারী বলিয়া ) আত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে ?

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বাশ্চ্যেব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবাহুত্বমাং গতিম্ ॥ ১৮

নিজের কল্যাণের লোভে ( আশায় ) আমার ভক্ত সাজিয়া অনেকে আমার ভজনা করে, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানী ভক্তই আমাকে প্রেম করে ( আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও জানে না ) ।” দেখুন, দুহকের আশায় লোকে গাভীকে বাধিয়া রাখে, পরন্তু রজ্জু বিনাই গাভীর বৎস কি করিয়া দুগ্ধ পায় ? ইহার কারণ এই যে, সে কায়মনোপ্রাণে আর কাহাকেও জানে না, তাহাকে ( গাভীকে ) দেখিলেই বলে ‘এই আমার মাতা’; এইভাবে, ঐ বৎস অনন্তগতি হওয়ায়, তাহার মাতা দেখুরও তাহার প্রতি ঐক্য প্রীতি—লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ বাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই । বাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—“যে

ভক্তদের কথা বলিলাম তাহারাই সবাই আমার পরম প্রিয়। ( ১২০ ) পরন্তু, আমাকে জানিয়া যে ( সংসারে ) ফিরিয়া যাইবার কথা ভুলিয়া যায়,—সমুদ্রে পড়িয়া নদীর যেমন ফিরিয়া আসা বন্ধ হয় ; তেমনি, যাহার অন্তঃকরণ-কুহরে উৎপন্ন অহুভব-গন্ধা আমার মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, সে মজ্জশই হইয়া যায়,—ইহা কথা দ্বারা আর কত বর্ণনা করিব ? বস্তুতঃ যাহাকে জানী বলা হয়, সে কেবল আমারি চৈতন্ত ( জীবন )—এ কথা বলিবার নয়, পরন্তু কি করা যায় ? না বলিয়া পারা যায় না।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১১

সে ( ঐ ভক্ত ) বিষয়ের নিবিড় বনের মধ্যে, কামক্রোধের ঘন জঙ্গল : এড়াইয়া সদ্বাসনারূপ পর্বতের শিখরে উঠিয়াছে। হে সুভট্টা অর্জুন, সে নাধুসঙ্গে, অপ্রবৃত্তির ( কর্মসংস্থানের ) বাঁকা পথ ত্যাগ করিয়া, সৎকর্মের সরল পথে চলে ; আর শত জন্ম ধরিয়া ঐ পথে চলিতে থাকে, তথাপি আশার ছলমাত্র পোষণ করে না—সেখানে ফলাশার কি হিসাব করিবে ? এই-ভাবে, শরীরসংযোগের রাত্রিতে ( শরীরধারণরূপ অজ্ঞানের রাত্রিতে ) একাকী ( বাসনাসক্ত ত্যাগ করিয়া ) চলিতে চলিতে তাহার কর্মক্ষয় হইয়া জ্ঞানোদয়ের প্রভাতকাল উপস্থিত হয় ; তখন গুরুরূপারূপ উবার উদয় হয়, এবং জ্ঞান-সূর্যের কোমল কিরণপাতে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সাম্যের ঋদ্ধি প্রকট হয়। সেই সময়, সে বেদিকে দৃষ্টিপাত করে সেখানে একমাত্র আমাকেই দেখে, অথবা যদি নিশ্চল ( শান্ত ) হইয়া বসিয়াও থাকে, তবে ( তাহার অন্তরে ) শুধু আমিই থাকি। আর ( অন্ত ) কি বলিব ? সর্বত্র আমাভিন্ন তাহার কিছুই থাকে না,—যেমন গভীর অগ্নি ষ্ট ডুবাইলে তাহার অন্তরীক্ষ জ্বলয় হইয়া যায় ; ( ১৩০ ) তেমনি, সে আমার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তাহার অন্তরে বাহিরে শুধু আমিই থাকি,—এ অবস্থা ভাষাভাষা বর্ণনা করা যায় না। অতএব ইহা থাকুক—এইভাবে তাহার কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া যায়, এবং তাহারি আশ্রয়ে সে সারা বিশ্বকে আপন করিয়া লয়। তখন ‘এ



সমস্তই শ্রীবাহুদেবের রূপ',—এইরূপ অহুত্বতিরসের ভাব ( তাহার অন্তরে ) উথলিয়া উঠে, এইজন্তই সেই জ্ঞানীই ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাহার আত্মাহু-ভবের ভাণ্ডার এত অধিক বিস্তৃত যে তাহার মধ্যে সমগ্র চরাচর বিশ্বের স্থান হয়,—পরন্তু, হে ধনুর্ধর, সেইরূপ মহাত্মা ( জগতে ) অতি দুর্লভ ।

কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপত্তস্তৈহৃতদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

হে কিরীটি, অগ্র অনেক ( ভক্ত ) দেখা যায় যাহারা ভোগের অগ্র ( বিষয়-স্থূখের আশায় ) ভজনা করে, এবং যাহাদের দৃষ্টি আশা-তিমিরে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে ; আর ফলের আশায় তাহাদের হৃদয়ে কাম প্রবেশ করে, এবং তাহার সংসর্গে জ্ঞানের প্রদীপ নিবিয়া যায় । এইভাবে তাহাদের অন্তর-বাহির অন্ধকারে ডুবিয়া যায়,—এইজন্ত, পার্শ্বস্থিত আমাকে ছাড়িয়া তাহারা সর্বভাবে অগ্র দেবতাকে ভজনা করে । প্রথম হইতেই তাহারা প্রকৃতির দাস, তাহার উপর ভোগাকাজ্ঞায় অধিকতর দীন হইয়া যায়, এবং লোলুপভাবশতঃ কোতুকে কত প্রকারে অগ্র দেবতার ভজনা করে । নিজেব বুদ্ধি অল্পস্বারে কত নিয়মেই না চলে, ( পূজার ) উপচায়সম্বন্ধিই বা কত, আর যথাবিধি কত বিহিত ( শাস্ত্রোক্ত ) দ্রব্যই না অর্পণ করে !

যো যো যাং যাং তন্মুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি ।

তস্ম তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

পরন্তু, যে যে দেবতার পূজা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সেই ইচ্ছা আমি পূর্ণভাবে পূরণ করি । ( ১৪০ ) সে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আপনার আরাধ্য দেবতার যথাবিধি পূজা করে, এবং কার্য্যের সিদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত ঐ আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকে ।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ মমৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২

এইভাবে, যে যেমন ফলের আশা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, পরন্তু, এ লব্ধ আমা হইতেই ঘটিয়া থাকে ।

অন্তবস্তু কলং তেবাং তদন্তবতাল্লমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজ্ঞো ব্যক্তি মদন্তুক্তা ব্যক্তি মামপি ॥ ২৩

পরন্তু, ঐ তত্ত্ব আবার কে জানিতে পারে না, কারণ সে ( নিজের ) কল্পনার বাহিরে যায় না,—এবং এইজন্য সে তাহার কল্পিত বিনাশশীল ফলই প্রাপ্ত হয় । অধিক কি বলা যায় ? এই প্রকার ভজন শুধু সংসারেরই সাধন, আর তাহার ফলভোগ কণকালস্থায়ী, স্বপ্নের মত দৃষ্ট হয় । একথা দূরে থাকুক— তাহার প্রিয় দেবতাকে পূজা করিয়া সে ঐ দেবতাই প্রাপ্ত হয় । অজ্ঞে যাহারা কায়মনপ্রাণে নিরন্তর আমাকেই ভজনা করে, তাহারা দেহান্তে মজ্জণ হইয়া যায় ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মনুস্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মহুস্তমম্ ॥ ২৪

পরন্তু, প্রাণিগণ ( সাধারণতঃ ) এরূপ করে না, বুধাই নিজহৃথের হানি করে—হাতের তালুতে রক্ষিত ( স্বল্প ) জলে সম্ভরণ করিবার চেষ্টা করে । অথবা, অমৃতের সমুদ্রে ডুব দিবার সময় কি মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে ? এবং মনে ভোবার ময়লা জলের কথা স্মরণ করিবে ? অমৃতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি মরিবে ? এরূপ কেন করিবে ? অমৃতের মধ্যে স্থখে অমৃত হইয়া কেন থাকিবে না ? তেমনি, হে ধর্ষক, ফলহেতুরূপ কামনার পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া, স্বাতন্ত্র্যের পক্ষ বিস্তার করিয়া কেন আকাশে<sup>১</sup> ( জানাকালে ) তাহার স্বামী হইয়া উড়িবে না ? ( ১৫০ ) যেখানে উর্দ্ধে উড়িবার সাযর্থ্য হৃথের অত্যধিক প্রসার হয়, এবং আগনার হৃথের বৃদ্ধি হয় ; সেই অপরিমেয় বস্তুর ( অমৃতহৃথের ) কি পরিমাণ করা যায় ? আমার নিরাকার অব্যক্ত স্বরূপকে সাকার বলিয়া কেন মানিবে ? বাহ্য স্বভঃসিদ্ধ তাহার অজ্ঞ কি সাধনদ্বারা জীবনপাত করিতে হইবে ? পরন্তু, হে পাণ্ডব, বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্ত কথা জীবের কাছে বিশেষ ভাল লাগে না ।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানান্তি লোকো মামজ্ঞমব্যয়ম্ ॥ ২৫

যোগমায়ার ( রচিত ) পরদায় তাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য প্রকাশের দিবালোকেও তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। নতুবা আমি বাহাতে নাই এরূপ কোনও বস্তু আছে? রসবিরহিত কোনও জল আছে? বায়ু কাহাকে না স্পর্শ করে? আকাশ কোথায় না সমাবিষ্ট হয়? আর কি বলিব? এই বিধে শুধু আমিই আছি।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কচ্চন ॥ ২৬

এখানে যত প্রাণী ( জন্মগ্রহণ করিয়া ) নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা মজ্জপ হইয়া আছে, আর যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান আছে তাহারাও আমিই। ভবিষ্যতে যাহারা হইবে তাহারাও আমি হইতে পৃথক নহে,— ইহা শুধু কথার কথা, নতুবা কিছুই হয় না, বা কিছুই যায় না। হে পাণ্ডুহস্ত, এইভাবে আমি সর্বজ্ঞ সদা অমৃত্যু হইয়া আছি—প্রাণিষাড্ভই যে সংসারে আবর্তিত হইতেছে—এই সংসারের কথা ভিন্ন।

ইচ্ছাঙ্ঘেবসমুখেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরন্তপ ॥ ২৭

এখন আমি তাহারই কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন; যখন অহঙ্কার ও শরীরের মধ্যে প্রীতি হয় ( ১৬০ )—তখন ইচ্ছা বা কামনা নামক এক কড়া উৎপন্ন হয়,—যখন এই কড়া তাকণ্য ( ঘোবনাবস্থা ) প্রাপ্ত হয়, তখন ঘেঘের সহিত তাহার সম্বন্ধ\* ( ব্যাপার ) হয়। এই দুটির মিলনে দ্বন্দ্বমোহের জন্ম হয়, এবং তাহাকে তাহার মাতামহ ‘অহঙ্কার’ লালন পালন করিয়া বড় করে। ইহা ( দ্বন্দ্বমোহ ) সদা ‘যুক্তি’র প্রতিকূলতা করে, এই শিশু\* নিয়মের বশীভূত হয় না, এবং ‘আশা’ রূপ ছদ্মপান করিয়া ক্ষীতোদর হয়। হে ধনুর্জয়, সে

১ অতীতে যত প্রাণী চলিয়া গিয়াছে, ২ বিবাহসম্বন্ধ, ৩ মূলরূপ শিশু, দুগ্ধসহ শিশু

অসন্তোষের অভিধায় মত্ত হইয়া বিবরের কুঠরীতে, বিকৃতির সহিত সহবাস করে। শুষ্ক ভাবের পথে বিকল্পের কটক বিছাইয়া দেয়, এবং অপ্রবৃত্তির (কুর্কর্ষের) কুটিল পথ কাটিয়া বাহির করে। ইহারই অস্ত্র জীব ভ্রমে পতিত হইয়া হতবুদ্ধি হয়, সেইজন্য সংসারারণের মধ্যে পড়িয়া মহাদুঃখের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে।

যেবাং হস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্মণাম্।

তে দ্বন্দ্বমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

এইরূপ মিথ্যা বিকল্পের তীক্ষ্ণ কটক দেখিয়া বাহারা মতিভ্রমকে কাছেও ঘেঁসিতে দেয় না; সরল একনিষ্ঠ পদক্ষেপে বিকল্পের কটক (ভল্ল) পদদলিত করিয়া (মহা) পাতকের অরণ্য পার হইয়া যায়; তাহারা পুণ্যের পথে দ্রুত ধাবমান হইয়া আমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়,—কিং বহন, তাহারা পথের (কাম-ক্রোধাদি) দস্যুর হাত হইতে নিস্তার পায়।

জন্মমরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।

তে ব্রহ্ম তদ্বিহঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কৰ্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

হে পার্থ, যে সাধনদ্বারা জন্মমরণের কথা সমাপ্ত হয় (জন্মমরণ হইতে মুক্তলাভ হয়), এইরূপ (প্রযত্নের) সাধনের উপর বাহার আস্থা জন্মায়; ১৭০) কোনও সময়ে এই প্রযত্নের ফলস্বরূপ তাহার সমগ্র পরব্রহ্মরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়,—সেই স্থপক ফল হইতে পূর্ণতার রস করিত হয়। তখন জগৎ হতকৃত্যতার আনন্দে ভরিয়া যায়, অধ্যাত্মজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) চমৎকারিত্ব পূর্ণতা লাভ করে, কর্মের কার্য শেষ হয়, এবং মন (বিলীন) শান্ত হইয়া যায়। হখনজয়, বাহার ব্যবসায়ের মূলধন আমিই, তাহার এই প্রকার আত্মজ্ঞান হয়। তাহার সান্নিধ্য (সমদৃষ্টি) রূপ ব্যাজও লাভ হয়, ব্রহ্মৈক্যরূপ সম্পত্তির সমৃদ্ধি হয়, এবং ভেদরূপ সঙ্কট ঘুচিয়া যায়।

সান্বিত্ত্বার্থিদৈবং মাং সাবিশজ্ঞঃ চ যে বিহঃ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিহঃ স্তব্ধচেতসঃ ॥ ৩০

বাহারা এই আধিভৌতিক সৃষ্টির মধ্যে আমাকে দেখিয়া, সেই অজ্ঞতবের হাত ধরিয়া আমার আধিদৈবিক স্বরূপকে স্পর্শ করিয়াছে; বাহারা

জ্ঞানশক্তির আবেগে<sup>১</sup> ( বলে ) আমার ‘অধিবক্তা’ অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার শরীরশাত হইলেও বিরোগদুঃখ ভোগ করে না। সাধারণতঃ আয়ুর সূত্র ছিন্ন হইবার সময় প্রাণিগণের যে ব্যাকুলতা ( বিক্ষেপ ) উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিয়া কি বাহারা মরিতেছে না, তাহাদের চিন্তেও প্রলয় উপস্থিত হয় না? পরন্তু, যে আমার অঙ্গে ( স্বরূপে ) মিলিত হইয়াছে, সে মরণের ধড়কড়ানির ( ব্যাকুলতার ) মধ্যেও আমাকে ত্যাগ করে না,— ইহা কেমন করিয়া হয় জানা যায় না। মোটের উপর ইহাই বুঝিয়া রাখ, যে আমার একুপ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে<sup>২</sup> সেই যুক্তচিত্ত যোগী।”

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাক্যের জলধারার নীচে ( বাক্যরূপ শিশিরজলধারার নীচে ) অর্জুনের অবধানরূপী অঞ্জলি নিবদ্ধ ছিল না, কারণ স্ফণকালের জন্ত অর্জুন তখন পূর্বের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ( ১৮০ ) সেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যরূপ ফল নানা অর্থরূপ রসে পরিপূর্ণ ( রসাল ) হইয়া তাহার ভাবের স্বগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তার করিতেছিল। সেই সময়, সহজ কৃপারূপ মন্দানিলের হিলোলে শ্রীকৃষ্ণরূপ বৃক্ষ দুর্লিতে থাকিলে, ( সেই বচনফল ) যখন অকস্মাৎ অর্জুনের কর্ণবিবরে পড়িল, তখন মনে হইল যেন উহা মহাসিদ্ধান্তে প্রস্তুত, কিবা ( ব্রহ্ম )রসের সাগরে উহাকে চুবাইয়া উঠান হইয়াছে, এবং পরমানন্দ-রসে উহা লিপ্ত। ইহার নির্খল সৌন্দর্য দেখিয়া অর্জুনের জ্ঞাননেত্র বিশ্বয়ামৃতের রস পান করিতে লাগিল; এই স্বধ্বসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মন স্বর্গস্বধকেও তুচ্ছ জ্ঞান ( উপহাস ) করিতে লাগিল এবং হৃদয়ে আনন্দের হুড়হুড়ি ( অহুত্বতি ) হইতে লাগিল। এইভাবে, ঐ ফলের বাহিরের সৌন্দর্য দেখিয়া যখন অর্জুনের স্বথ বাড়িতে লাগিল, তখন রসাস্বাদের প্রবল ইচ্ছা হইল। তখন শীঘ্র অহুমানের ( তর্কবুদ্ধির ) হস্ত হইতে ঐ বাক্যফল গ্রহণ করিয়া অর্জুন অহুভবের মুখের মধ্যে তাহা একেবারে ফেলিয়া দিলেন। পরন্তু, বিচারের রসনাধারা উহা আশ্বাদন করা যায় না, হেতুর দস্তধারা ইহা ভাঙা যায় না,—ইহা জানিয়া হস্তপ্রাপতি তাহা মুখে স্পর্শ করিলেন না। তখন বিশ্বয়াম্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “জলের মধ্যে

১ বলে;

২ একুপ নিপু হইয়াছে ( পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে );

নক্ষত্রদর্শনের গ্রন্থ, এই অক্ষরের সৌন্দর্য্যে (বাহ্যিক আড়ম্বরে) কি আমি বিমোহিত হইয়াছি?" ইহা তো সত্যই পদ (শব্দ) নহে, ইহা আকাশের ভাঁজ মনে হইতেছে, আমার বুদ্ধি ডুব মারিয়াও ইহার তলস্পর্শ করিতে পারিতেছে না (ধরিতে পারিতেছে না)। (১২০) পরন্তু, ইহা না ধরিতে পারিলেই বা কি করিয়া ইহার অর্থ জানা যায়? (না বুঝিতে পারিলেই বা কি করা যায়?) মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কিরীটী পুনরায় যাদবেশ্বের (ত্রীকৃষ্ণের) দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং বিনতি করিয়া কহিলেন—“হে দেব, একত্রকরা এই যে সাতটি পদ\* (কথা)—ইহারা অনাস্বাদিত ও অপূর্ণ। নতুবা অবধানের তীব্রতা থাকিলে (চিত্ত একাগ্র করিলে) কি শ্রবণের বলেই নানা সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারা যায় না? পরন্তু, হে দেব, এ ক্ষেত্রে তেমন হয় নাই,—এই অক্ষরের সমন্বয় দেখিয়া বিস্ময়েরও বিস্ময় বোধ হইতেছে। কর্ণের গবাক্ষদ্বার দিয়া আপনার কথার রশ্মি পূর্ণভাবে হৃদয়ে প্রবেশ না করায় আমার অবধান চমৎকৃত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কথার অর্থ বুঝিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, —এ কথা বলিতেও যে সময় লাগিতেছে তাহাও আমার সহ হয় না—সুতরাং, হে দেব, আপনি শীঘ্র ইহার নিরূপণ করুন।” এইভাবে পশ্চাত্তের (পূর্বে বর্ণিত) কথা বিচার করিয়া, সমুখের অভিশ্রাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, মধ্যস্থলে আপনার আশ্রিত (শ্রবণের ইচ্ছা) উপস্থাপিত করিয়া; প্রসন্ন করিবার কেমন কৌশল দেখুন—শিষ্টাচারের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন না করিয়া অর্জুন ত্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। অহো, ত্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিতে হইলে এইভাবেই সাবধান হইতে হয়,—ইহা একমাত্র সব্যাসাচী অর্জুনই জানেন। এখন, অর্জুনের এই প্রশ্ন করা, এবং সর্ব্বত্র ত্রীহরির উত্তর দেওয়া—ইহা সঙ্গয় কি প্রেমের সহিত বর্ণনা করিবেন; (২০১) তাহা আপনার অবধান করিয়া শ্রবণ করুন—ইহা শুদ্ধ মারাঠী ভাষায় বলা হইবে—বাহাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পূর্বে দৃষ্টিই উপযোগী হইবে। বুদ্ধির জিহ্বা কথার অর্থ চাখিবার পূর্বেই অক্ষরের শোভা ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে। দেখুন, মালতীপুস্পকলির স্বগন্ধ সত্যই ভ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, পরন্তু, উহার বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া

গীতার ২২।৩০ শ্লোকে ব্যবহৃত ‘ব্রহ্ম’, ‘কর্ম্ম’, ‘অধ্যাত্ম’ ইত্যাদি সাতটি শব্দ;

হৃদয়ের অভ্যন্তরে.....

কি চক্ষু সন্তুষ্ট হয় না? তেমনি, এই দেশী ভাষার সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সুখের) রাজস্ব (সামর্থ্য) প্রদান করিবে, পরে সহজে সিদ্ধান্তের নগরেও প্রবেশ করিবে। এইরূপ অনির্বচনীয় ভাষাসৌন্দর্য্য, যাহা বলিতে ভাষা শুদ্ধ হয়,—তাহা আপনারা শুধুন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে। ( ২০৫ )

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে  
পরমহংসযোগ নামক সপ্তম অধ্যায়  
সমাপ্ত।

অর্জুন উবাচ—

কিং তদব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

তখন অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনি শ্রবণ করুন, আমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছি তাহা নিরূপণ করুন। বলুন ‘ব্রহ্ম’ কে? ‘কৰ্ম’ কাহার নাম, অথবা ‘অধ্যাত্ম’ কাহাকে বলে? ‘অধিভূত’ কিরূপ আর ‘অধিদৈবত’ই বা কি? যাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি এমন ভাবে বলুন।

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াগকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাস্বভিঃ ॥ ২

হে দেব, ‘অধিযজ্ঞ’ কি, এবং এই দেহের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ—ইহা অজ্ঞমানের দ্বারা জানা যায় না। আর হে শাক্তপাণি, যিনি অন্তঃকরণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তিনি দেহপ্রয়াণের সময় আপনাকে কিভাবে জানিতে পারেন তাহাও আমাকে বলুন।” দেখুন, যদি কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি চিন্তামণিনির্মিত সৌধে শয়ন করিয়া ঘুমের ঘোরেও কোনও কথা বলে, তাহা যেমন ব্যর্থ হয় না; তেমনি, অর্জুনের মুখ হইতে কথা বাহির হইবামাত্রই ভগবান বলিলেন—“তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছ তাহা বলিতেছি। তুমি ভাল করিয়া শুন।” অর্জুন কামধেনুর বৎস, তখন কল্পতরুর মণ্ডপে আছেন, হৃৎকান্দ মনোরথপূর্ণ করিবীর চিন্তামণি, বাহ্যকল্পতরু ভগবান, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? কৃষ্ণ যখন আপনার হইয়া যান, তখন আপনি অন্তঃকরণই কৃষ্ণময় হইয়া যায়, তখন সকলের অদর্শে সিদ্ধি আলিয়া উপস্থিত হয়। পরন্তু এই প্রকার নিঃসীম প্রেম অর্জুনের মধ্যেই ছিল, সেইজন্য তাঁহার মনোরথ সর্বদা সফল হইত। (১০) এইজন্য শ্রীঅনন্ত তাঁহার মনোগত প্রশ্ন পূর্ব হইতেই জানিয়া, উত্তররূপ ভোজনের খালা পরিবেশন



করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্তম্ভপায়ী শিশুর ক্ৰূধা তাহার মাতাই জানিতে পারে, নতুবা সে কি মুখের ভাষায় বলিতে পারে? আর তাহাই শুনিয়া মাতা স্তম্ভদ্বান করে? স্তম্ভরাং কুপালু গুরুর যদি ( শিষ্যের প্রতি ) এরূপ প্রেম দেখা যায়, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই,—পরন্তু, ইহা থাকুক; ভগবান কি বলিলেন তাহাই শুদ্ধন।

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

তখন সৰ্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“যে বস্তু এই ছিদ্রবহুল আকারে (শরীরে) ওতপ্রোতভাবে ভরিয়া আছে, এবং কোনও কালে গলিয়া বাহির হয় না ( বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ) ; যাহা দেখিতে অতি সূক্ষ্ম হইলেও স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম নহে, যাহাকে আকাশের অঞ্চলে ( ‘পরদায়’ ) ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে ; পরন্তু এত সূক্ষ্ম ও পাতলা হইলেও বিজ্ঞানরূপ খলিতে নাড়াইলেও গলিয়া পড়ে না, তাহাই ‘পরব্রহ্ম’। আকার উৎপন্ন হইলেও যাহাকে জন্মের বিকার’ স্পর্শ করে না, আকারের লোপ হইলেও যাহার কখনও বিনাশ হয় না ; এই যে আপন সহজস্থিতি যাহাতে ব্রহ্ম নিত্য আসীন, হে স্তম্ভদ্রাপতি, তাহাকেই ‘অধ্যাত্ম’ বলে। নির্মল গগনে যেমন অজ্ঞাতসারে, কোন এক সময়ে, বিচিত্র-বর্ণের ঘন ( অন্ন ) পটল উঠিয়া ছাইয়া ফেলে ; তেমনি, সেই বিন্দুক নিরাকার বস্তু হইতে মহাদানি ভিন্ন ভিন্ন ভূতাদি উৎপন্ন হয়, এবং ব্রহ্মাণ্ডের রচনা আরম্ভ হয়। ( ২০ ) নির্বিকল্প ব্রহ্মের উষর ভূমিতে আদিসত্ত্বের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডগোলকের আকৃতিগুলি উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখিলে, তাহার ( মূল ) বীজ দ্বারা ভরিয়া আছে দেখা যায়, তাহার মধ্যে কত জীব উৎপন্ন হইতেছে ও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার গণনা করা যায় না। এই ব্রহ্ম-গোলকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে অসংখ্য আদিসত্ত্ব উৎপন্ন হয় ; বেশী কি বলিব? এইভাবে সৃষ্টি অনেক প্রকারে বাড়িতে থাকে। পরন্তু একমেবাদ্বিতীয় পরব্রহ্মই ওতপ্রোতভাবে ( সর্বত্র )

সমাবিষ্ট হইয়া আছেন,—অনেকের (ভেদ-ভাবের) বস্তা আসিলে যেমন হয় ; তেমনি এই সমবিবরণ কি করিয়া উৎপন্ন হয় জানা যায় না,—বুধাই এই চরাচর বিশ্বের রচনা হয়,—উৎপন্ন ভূতাদির মধ্যে লক্ষ লক্ষ যোনি দৃষ্ট হয় । ইহা ভিন্ন, জীবভাবের বিস্তারেরও কোন সীমা নির্দেশ করা যায় না,—কোথা হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে বিচার করিলে দেখা যায় শূন্যই ( অব্যক্ত ) ইহাদের মূল । এই সৃষ্টির মূল কর্তাকে দেখা যায় না, শেষ কারণও কিছু নাই—মধ্যস্থলে এই সৃষ্টিকার্য্য আপনাই হইতেই বাড়িতে থাকে । এইভাবে, কর্তা বিনাই অগোচরে<sup>১</sup> যে ব্যাপার অব্যক্তের মধ্যে আকার উৎপন্ন করে তাহাকেই ‘কর্ম্ম’ বলে ।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্ম দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪

এখন ‘অধিভূত’ কাহাকে বলে তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি—মেঘ যেমন উৎপন্ন হয় এবং মিলাইয়া যায় ; তেমনি, বাহার অস্তিত্ব মিথ্যা, ও না হওয়াই সত্য ( যাহা সত্যই বিনাশশীল ), যাহা পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে রূপ প্রাপ্ত হয় ; (৩০) যাহা ভূতমাত্রকে আশ্রয় করিয়া আছে, আর ভূতসংযোগেই দৃষ্ট হয় এবং ভূতের সহিত বিয়োগ হইলে বাহার নামরূপাদি ভিন্ন সংজ্ঞা<sup>২</sup> নষ্ট হয় ; তাহাকেই ‘অধিভূত’ বলে ;—এখন ‘অধিদৈবত’ পুরুষকে জান ;—যে প্রকৃতির উপার্জিত বস্তু ভোগ করে ; যে চেতনার চক্ষু, ইন্দ্রিয়গ্রামের অধ্যক্ষ, যে সেই বৃক্ষ বাহার উপরে দেহান্তকালে সঙ্কল্পরূপ বিহীন আনিয়া আশ্রয় লয় ; যে বিত্তীয় পরমাআত্মরূপ হইয়াও তাঁহা হইতে ভিন্ন, যে অহঙ্কার-নিজার নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নের ব্যাপারে<sup>৩</sup> স্থায়ী ও ক্রয়ী হয় । বাহাকে ‘জীব’ এই নামে স্বভাবতঃ ডাকা হয়, তাহাকেই এই পঞ্চাশতনের ( পঞ্চমহাভূতাত্মক শরীরের ) ‘অধিদৈবত’ বলিয়া জানিবে । হে পাণ্ডুকুমার এখন এই শরীরগ্রামে যে শরীরভাবকে ( দেহাত্মবুদ্ধিকে ) লোপ করিয়া দেয়, আমিই সেই ‘অধিবজ্ঞ’ ।

১ কর্তার গোচর বিনাই ( অগোচরে ) ;

২ বিয়োগ হইবার সময় বাহার নামরূপাদি নষ্ট হয় ;

৩ স্বপ্নের ( অগ্নের মধ্যে ) ;

আর ইহাভিন্ন ‘অধিদৈব’ ও ‘অধিভূত’—এ সমস্তই বস্তুতঃ আমিই, পরন্তু  
 বিশুদ্ধ (পনের আনা কলের) সোনা খাদ মিশ্রিত হইলে কি হীনকস হইয়া  
 যায় না? তথাপি স্বর্ণের বিশুদ্ধতা মলিনতাপ্রাপ্ত হয় না অথবা খাদের সঙ্গেও  
 মিলিয়া যায় না, পরন্তু যখন এইভাবে তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তখন  
 তাহাকে হীনকস সোনাই বলে। তেমনি, অধিভূতাদি সমস্ত বতকণ অবিজ্ঞার  
 অঞ্চলের দ্বারা আবৃত থাকে, ততকণ তাহাদের (মূলব্রহ্ম হইতে) ভিন্ন  
 বলিয়াই মানিতে হইবে। অবিজ্ঞার আবরণ সরিয়া গেলে, আর ভেদভাবের  
 পার্থক্য দূর হইলে, যদি তাহার মিশ্রিয়া এক হইয়া যায়, তখন দ্বিত্ব (ভিন্নতা)  
 কোথায় থাকে? (৪০) কেশের গুচ্ছের উপর একটি (খচ্ছ) ফটিঙ্গিলি  
 রাখিলে, উপর হইতে দেখিলে তাহাকে ভগ্ন মনে হয়। পরে কেশগুচ্ছ সরাইয়া  
 লইলে, তাহার (ঐ শিলার) ভগ্নদশা কোথায় যায় কে বলিবে? তাহাকে  
 কি কোনও সংযোজক পদার্থ দ্বারা জোড়া দেওয়া হয়? বস্তুতঃ তাহা  
 নয়, উহা অখণ্ডই ছিল, পরন্তু সজদোষে (কেশের জন্ত) ভিন্ন (ভগ্ন)  
 বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা (কেশগুচ্ছ) সরাইয়া লইলে, যেমন কি তেমনই  
 (অখণ্ড) থাকে। তেমনি অহংভাব চলিয়া গেলে, (পরব্রহ্মের সহিত) মূল  
 ঐক্য থাকিয়া যায়,—এই ঐক্য যেখানে হয়, সেই ‘অধিবজ্জ’ আমিই। দেখ,  
 এই (অধিবজ্জের) কথাই মনে রাখিয়া আমি পূর্বে (চতুর্থ অধ্যায়ে) তোমাকে  
 বলিয়াছি যে সকল যজ্ঞই কর্মজ (কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়)। উহা সকল  
 কর্মের বিশ্রামস্থল, নৈরুপম্যস্থলের ভাণ্ডার; হে পাণ্ডব, আজ আমি তোমাকে  
 ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলাম। প্রথমে বৈরাগ্যরূপ ইচ্ছনের পরিপূর্ণি-  
 দ্বারা ইন্দ্রিয়ানল প্রজ্জলিত করিয়া তাহাতে বিষয়রূপ দ্রব্য আহুতি দিতে  
 হইবে। বজ্জাসনে ভূমিশোধন করিয়া উত্তম আহারমুদ্রার (মূলবন্ধমুদ্রার)  
 বেদী নির্মাণ করিবে ও তাহার উপরে শরীরের মণ্ডপ স্থাপন করিবে। তাহার  
 পর সংযমায়িত যজ্ঞকুণ্ডে, যোগমন্ত্রের উচ্চারণের সহিত, বধেই পরিমাণে  
 ইন্দ্রিয়দ্রব্য যজন করিতে হইবে। তারপর মনপ্রাণসংযমরূপ হোমদ্রব্যের  
 সমারম্ভদ্বারা নিধূম (প্রজ্জলিত) জ্ঞানায়িত সন্তোষ বিধান করিতে হইবে।  
 (৫০) এইভাবে, সকল দ্রব্য জ্ঞানায়িকে অর্পণ করিলে জ্ঞান ‘জ্যে’ বস্তুর মধ্যে  
 লীন হইয়া যায়,—পরে ‘জ্যে’ বস্তুর শুদ্ধ স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। তাহারই  
 নাম ‘অধিবজ্জ’—এইভাবে সর্বজ্ঞ ভগবান বলিতেই মহাবুদ্ধিমান অর্জুন তাহা

তৎক্ষণাৎ বুঝিলে পারিলেন ; ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান বলিলেন, “ভূমি ভালই শুনিতেছ” ;<sup>১</sup> শ্রীকৃষ্ণের এই সন্তোষের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুনও সুখী হইলেন । দেখুন বাক্যের<sup>২</sup> তুষ্টিতে (মাধুর্য্যে) তৃপ্ত হওয়া এ শুধু মাতাই জানে, শিগ্গের সাক্ষ্যে শুধু সঙ্গুরুই কৃতার্থ হইয়া যান । এইজন্ত, অর্জুনের আগেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে (অষ্ট) সাংখ্যিকভাবে এমন প্রসার হইল যে, তাহা সম্বরণ করা যায় না, পরন্তু ভগবান বুদ্ধিবারা তাহা সম্বরণ করিয়া ; পরিপূর্ণ স্থখের সুবাসের স্রাব, অথবা শীতল অমৃতের কল্লোলের স্রাব, কোমল ও রসাল বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

অন্তকালে চ মামেব স্মরণশূন্য কলেবরম্ ।

যঃ প্রযাতি স মদুভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

বলিলেন—“হে প্রোতুশ্ৰেষ্ঠ, বৎস ধনঞ্জয়, শুন,—এইভাবে মায়া চলিয়া গেলে, যে জ্ঞান মায়াকে দহন করে সে জ্ঞানও জলিয়া যায় । এখনই বাহার কথা বলিলাম, বাহাকে ‘অধিষজ্জ’ বলে,—যে আমাকে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সেই ‘অধিষজ্জ’ বলিয়া জানে ; সে দেহকে একটা বাহিরের আবরণ (খোলা) মনে করিয়া আত্মস্বরূপেই নিশ্চল হইয়া থাকে—যেমন মঠ আকাশে ভরিয়া আকাশই হইয়া থাকে । যখন সে ব্রহ্মাঙ্কভবের ভিতরের ঘরে নিশ্চয়রূপ কুঠুরীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়<sup>৩</sup>, তখন বাহিরের আর কিছুই স্মরণ থাকে না । (৬০) এইভাবে, যে অন্তর্বাহ ঐক্যভাবে পূর্ণ হইয়া মজ্জপ হইয়া থাকে, তাহার বাহিরের পার্শ্বভৌতিক পাঁচটা আশ অজানিতভাবে পড়িয়া যায় । শরীর থাকিতেও বাহার সে সম্বন্ধে অস্তিত্বজ্ঞান নাই, আবরণ খসিয়া গেলে তাহার ক্ষুণ্ণ হইবে কেন ? এইজন্ত, তাহার ব্রহ্মাঙ্কভবের কোনও ব্যাঘাত হয় না । তাহার অচ্ছদ্ভূতি<sup>৪</sup> যেন নিত্যভাব হাঁচে ঢালা ঐক্যের মূর্তি—সময়সের (আত্মানন্দের) সমুদ্রে ধৌত হওয়ার তাহাতে কোনও মলিনতা স্পর্শ করে না । পতীর জলে ঘট ডুবাইলে তাহার অন্তর-বাহির জলে ভরিয়া যায়—পরে দৈবাৎ যদি ডাকিয়া যায়, তবে কি জলও ভাঙে ?

১ পার্শ্ব. ভূমি ভালই শুনিতেছ ;

২ বাক্যের ;

৩ আসিয়া নিশ্চিত হয় ;

অথবা সর্প যদি খোলস ছাড়ে, অথবা গরমের জন্ত যদি কেহ বস্ত্রত্যাগ করে, তবে কি অবয়বের (অঙ্গে) কোনও হানি হয়? তেমনি, আকারের বিনাশ হইলেও (ব্রহ্ম) বস্তু অথগুই থাকে, বুদ্ধির এই ধারণা হইলে ব্যাকুলতা কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং যে অন্তকালে আমাকে এইভাবে জানিয়া দেহত্যাগ করে, সে মজ্জপ হইয়া যায়।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম যে, মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে যে বাহার কথা অন্তঃকরণে স্মরণ করে, সে তাহাই হইয়া যায়। অতিশয় ভীত কোনও মহুগ্ন যেমন পবন গতিতে দৌড়াইয়া রাস্তায় অকস্মাৎ এক কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়; পড়িবার পূর্বে তাহার পতন নিবারণের জন্ত কিছু থাকে না বলিয়াই সে পড়িয়া যায়। ( ৭০ ) তেমনি, মৃত্যুর সময়ে বাহাই জীবের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, জীব তাহাই হইয়া যায়—ইহা কোনও উপায়েই ঠেকান যায় না। জাগ্রত অবস্থায় বাহারই ধ্যান করা যায়, ( নিদ্রায় ) চক্ষু বুজিলে যেমন তাহাই ( স্বপ্নে ) দেখা যায়; তেমনি, জীবিত থাকা কালে অন্তঃকরণের যে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, মরণের তীরে ( সময় ) তাহা আরও বাড়িয়া যায়।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈশ্যস্তসংশয়ম্ ॥ ৭

আর মরণের সময় যে বাহার কথা স্মরণ করে, সে সেই গতিই প্রাপ্ত হয়; অতএব, তুমি সদা আমাকেই স্মরণ করিবে। চক্ষুদ্বারা বাহা দেখিবে, কর্ণদ্বারা বাহা শ্রবণ করিবে, মনে বাহা চিন্তা করিবে, বাক্যদ্বারা বাহা বলিবে, এ সমস্তই অন্তরে বাহিরে মজ্জপ করিয়া কেলিবে, তখন স্বভাবতঃ সৰ্ব্বদা ( সৰ্ব্বত্র ) আমিই আছি। এইরূপ হইয়া গেলে দেহপাত হইলেও মৃত্যু হয় না; অতএব উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ কর।<sup>১</sup> তুমি যদি নিশ্চিতভাবে তোমার

<sup>১</sup> তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের স্থলে পাঠান্তর এইরূপ আছে :—“তখন যুদ্ধ করিতে তোমার কিসের ভয়?”; “তখন সময়ে সংগ্রাম করিতে ভয় কিসের?”

মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপে অর্পণ করিয়া দাও, তবে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—  
ইহা আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্শগামিনা।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

ইহা কেমন করিয়া হয়, এক্ষণ সন্দেহ যদি তোমার মনে থাকে, তবে প্রথমে অভ্যাস করিয়া দেখ—যদি না হয় তবে ক্রোধ করিও। এইভাবে, অভ্যাসের সহিত কর্মযোগ চিত্তকে নির্মল করে—উপায়ের সাংগ্ৰহে পক্ষ যেমন পর্বত লঙ্ঘন করে; ( ৮০ ) তেমনি, নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে পরমপুরুষের অভিমুখে লাগাইবে—তাহাতে শরীর থাকুক বা বাউক। যে চিত্ত নানাদিকে ধাবিত হয়, তাহা যদি আত্মাকে বরণ করিয়া লয়, তবে দেহ গেল কি থাকিল তাহা কে স্মরণ রাখে? দেখ, নদীর প্রবাহ যখন গর্জন করিয়া বেগে সিঙ্কুজলের সহিত মিলিত হইতে যায়, তখন পশ্চাতে কি হইতেছে তাহা কি ফিরিয়া দেখে? কখনই দেখে না,—উহা সমুদ্রের সহিত একরূপ হইয়া থাকে, তেমনি চিত্ত চৈতন্যস্বরূপ হইয়া গেলে ( জ্ঞান-মুহূর্ত ) বাতায়াত বদ্ধ হইয়া যায়, তাহাই পরমানন্দ ( ঘনানন্দ )।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরগীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।

সর্বস্তথাভারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯

যাহা গগন হইতেও পুরাতন, পরম্পর হইতেও সূক্ষ্ম, বাহার সান্নিধ্যে ( সহবাসে ) বিশ্বের ব্যাপার চলে ( বিশ্ব চেতনাপ্রাপ্ত হয় ) ; যাহা নিরাকার, বাহার জন্ম বা মরণ নাই, যাহা সর্বব্যাপক হইয়া সর্বদ্রষ্টা; যাহা এই সমস্ত ( জগৎ ) প্রসব করিয়াছে, যাহা সমস্ত বিশ্বের জীবন, হেতু ( কার্যাকারণ-সম্বন্ধ ) যাহাকে ভয় পায়, যাহা অচিন্ত্য; দেখ, উই অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারে না, আলোকের মধ্যে যেমন অন্ধকার প্রবেশ করে না, তেমনি চন্দ্র-চন্দ্রর কাছে যাহা দিনের বেলায়ও অন্ধকার ( অদৃশ্য ) ; যাহা নির্মল সূর্য-কণার ( কিরণের ) রাশি, জ্ঞানীর নিকটে যাহা নিত্য উদয় হয় এবং কখনও

অন্ত যায় না ; সেই নির্দোষ ( অব্যক্ত ) পূর্ণব্রহ্মকে জানিয়া যে মরণকাল সমাগত হইলে স্থিরচিত্তে স্বরণ করে ।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশে সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

বাহিরে পদ্যাসন রচনা করিয়া উত্তরাভিমুখে বলিয়া, অন্তঃকরণে কর্ণ-যোগের স্থখে অল্পপ্রাণিত হইয়া ; অন্তরে মনোবৃত্তি ঐক্যাগ্র করিয়া, ( পূর্ণ ) স্বরূপপ্রাপ্তির প্রেমে আপনা আপনি ব্রহ্মস্বরূপে লাদরে মিলিত হইবার জন্য ; যে অধিগত যোগাভ্যাসদ্বারা, অগ্নিচক্র হইতে মধ্যমা ( সূক্ষ্মা ) রূপ মধ্যপথে ব্রহ্মরক্তের দিকে ধাবিত হয় ; সেখানে অচেতনচিত্তের ( মনের ) লক্ষী ( অর্থাৎ প্রাণ ) উপরে ভাসমান দৃষ্ট হয়,—যেখান হইতে প্রাণ গগনের মধ্যে লক্ষ্য করত<sup>১</sup> । + সে চেতনার মধ্যে অচেতনকে লয় করিয়া, জ্বর মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন ঘণ্টার ধ্বনি ঘণ্টার মধ্যে লীন হয় । যেমন ঘণ্টাদ্বারা আবৃত দীপ কেমন করিয়া কখন নিবিয়া যায় জানা যায় না,—তেমনি ভাবে, হে পাণ্ডব, যে দেহত্যাগ করে ; সে কেবল পরব্রহ্ম,—বাহাকে পরমপুরুষ বলা হয়—সে আমার সেই নিজধাম হইয়া থাকে ।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশস্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

সকল জ্ঞানের যে সীমা, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বাহা ধ্বনি ( আকর ), জ্ঞানীর মহত্ত্ব<sup>২</sup> বাহাকে ‘অক্ষর’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে ; বাহা প্রচণ্ড ব্যঙ্গ্যাবাতে উড়িয়া যায় না, তাহাই বার্থ আকাশ,—নতুবা যদি শুষ্ক যেহ হয়, তবে তাহা ( বায়ুর আঘাতে ) টিকিবে কি করিয়া ? তেমনি, জ্ঞানিগণ বাহা জানিতে পারেন, তাহা জ্ঞানের দ্বারা মাপ করা যায় । পরন্তু বাহা জ্ঞানের

১-২ সজ্জিত ( প্রস্তুত ) হইয়া ;

+ পাঠান্তরে এখানে অন্ত একটা ওবী দৃষ্ট হয় :—

পরন্তু মনের স্থিরতায় ধৈর্যযুক্ত হইয়া ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়া, ক্রমবোগবলে আপনাকে আবৃত করিয়া প্রস্তুত হয় ;

৩ বুদ্ধি ;

অগম্য, তাহাকেই বভাবতঃ অক্ষর বলে। ( ১০০ ) এইজন্য বেদজ্ঞ বাহাকে অক্ষর বলে, বাহা প্রকৃতির অপর পারে পরমাত্মস্বরূপ; আর বিষয়ের বিষ বাহির করিয়া, সৰ্ব্ব ইন্দ্রিয়ের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ( সৰ্ব্ব ইন্দ্রিয়কে নির্মূল করিয়া ) যে দেহরূপ বৃক্ষের নীচে বসিয়া থাকে; এইরূপ বৈরাগ্যানীল পুরুষ নিরন্তর যাহার দিকে চাহিয়া থাকে—নিরাম পুরুষেরও বাহা সৰ্বদা অভিপ্রেত ( ইষ্ট ) ; যাহার প্রতি অহুরাগে ( যোগিগণ ) ব্রহ্মচর্যাধিন্নর সঙ্কট গ্রাহনা করিয়া, নিষ্ঠুর হইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে ( দীন ) দুর্বল করে; এই যে দুর্লভ, ও অগাধ ( অনন্ত ) পদ—বাহার তীরে বেদও ডুবিতে থাকে ( বেদ বাহার অন্ত পায় না ) ; যে পুরুষ পূর্বোক্তভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, সে তাহাই হইয়া যায়; হে পার্থ, আমি আর একবার এই স্থিতির কথা বলিতেছি।” তখন অর্জুন বলিলেন—“হে স্বামিন্, আমিও ইহাই বলিব ভাবিতেছিলাম, আপনি সহজে কৃপা করিয়াছেন, এখন বলুন। পরন্তু যাহা বলিবেন তাহা যেন অতি সহজবোধ্য হয়” ;—তখন জিতুবনদীপ ( শ্রীকৃষ্ণ ) বলিলেন—“তোমাকে তেমনি সংক্ষেপে বলিব।” শুন।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূৰ্খান্যাত্মায়ামনঃ প্রাণমাশ্রিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

তবে যাহাতে মন তাহার বাহিরে বাইবার স্বাভাবিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের গভীরে ডুবিয়া থাকে, তাহাই কর। পরন্তু ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বারে সংযমরূপ কপাট নিরন্তর লাগাইয়া রাখিলেই ইহা সম্ভব হয়। ( ১১০ ) মন হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ হইলেই সহজে স্থির হয়,—যেমন হাত-পা ভাঙ্গিয়া গেলে ঘরের বাহির হওয়া যায় না। তেমনি, হে পাণ্ডব, চিত্ত স্থির হইলে, প্রাণকে ( প্রাণবায়ুকে ) প্রাণবের ধ্যান করাইকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাকে ( প্রাণবায়ুকে ) অহুবৃত্তিপথে ( ক্রমে ক্রমে ) ব্রহ্মরূপ পর্য্যন্ত আনিতে হইবে। সেখানে লাম্বনার লাম্বন্যে<sup>১</sup> উহাকে এমনভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে আকাশে মিলিল কি মিলিল না ( বুঝা যায় না ),—যতক্ষণ না ‘মৈত্রী’ অধিবিধ ( শুকাদেব অর্জুনাজ্ঞা ) লয়প্রাপ্ত হয়<sup>২</sup> :

<sup>১</sup> আমি জানি না? আমি সংক্ষেপেই বলিতেছি; <sup>২</sup> ধারণাবলে; <sup>৩</sup> যতক্ষণ না যাত্নাজ্ঞার পরমাত্মা লয়প্রাপ্ত হয়,—যাত্নাজ্ঞার অর্জুনাজ্ঞার লীন হয়



ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামহুশ্মরন্ ।

যঃ প্রযাতি ত্যক্তন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

ততক্ষণ প্রাণবায়ুকে আকাশে স্থির রাখিতে হইবে—এক্যপ্রাপ্ত হইলেই ঠকার বিধে ( মূল স্বরূপে ) বিরাজ করিবে । এইরূপ হইলে, তখন ঠকারের স্মরণ বন্ধ হইয়া প্রাণবায়ুরও অন্ত হয়, এবং প্রাণবাতীত পূর্ণঘন ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে । অতএব, প্রাণবৈকন্যম ( ঠকার বাহার নাম ) সেই একাক্ষর ব্রহ্ম—যাহা আমার পরম স্বরূপ, তাহা স্মরণ করিতে করিতে—যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে নিশ্চিতভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হয়,—যে প্রাপ্তির পরে আর অণু কিছুই পাইবার নাই ।

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ ১৪

হে অর্জুন, কদাচিৎ যদি তোমার মনে এই ভাবনা হয় যে অস্তকালে কি করিয়া ( আমার ) স্মরণ হইবে ; ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে জীবনের সুখ যখন ডুবিতেছে, আর অন্তরে বাহিরে যত্নচিহ্ন প্রকট হইয়াছে ; কে তখন আসন করিয়া বসিতে পারে, কেই বা ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে পারে, আর কাহার অন্তঃকরণই বা প্রাণব স্মরণ করিতে পারে ; ( ১২০ ) এইরূপ ভাবনা কখনই তোমার মনে স্থান দিও না—কারণ যে আমার সেবা করে,<sup>১</sup> তাহার অন্তিম সময়ে আমিই তাহার সেবক হইয়া বাই । যে ব্যক্তি বিষয়কে তিলাঞ্জলি দিয়া, প্রবৃত্তির পদে শৃঙ্খল পরাইয়া, আমাকেই হৃদয়ে রাখিয়া ভোগ করে ( আমাকেই চিন্তা করে ) ; আর এই সুখ ভোগ করিবার সময়, বাহার ক্ষুধাতৃকাদির সহিত দেখাও হয় না,—চক্ষুদি ইন্দ্রিয়ের দৈন্তের কথা কি বলিব ? এইভাবে যে নিরন্তর একাগ্রচিত্তে আমার সহিত যুক্ত হইয়া আমার স্বরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করে ;—তাহার দেহাবসানের সময়, যদি ( চেষ্টা করিয়া ) আমাকে স্মরণ করিয়া আমাকে লাভ করিতে হয়, তবে তাহার ( সমগ্রজীবনব্যাপী ) উপাসনার কি প্রয়োজন ? যদি কোনও

<sup>১</sup> নিত্য সেবা করে ;

দীন অসহায় ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া আমাকে ডাকে—‘হে প্রভু, শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর’, তবে তাহার দুঃখ দূর করিতে কি আমি ছুটিয়া বাই না? আর, ভক্তেরই যদি এই দশা হয়, তবে ভক্তি করিবার ইচ্ছা কাহার হইবে? সুতরাং, এইরূপ সংশয়ের কথা বলিও না’। হে পাণ্ডব, তাহার বধনই আমাকে স্মরণ করে, তখনই আমি তাহাদের স্মরণ করি,<sup>১</sup> জীবের উপকারের (উপাসনার) ঋণ আমি সঙ্করিতে পারি না। এইভাবে—ঋণের বোঝা অঙ্গে লইয়া, আপনাকে ঋণমুক্ত করিবার জন্ত আমি ভক্তের দেহাবসানের সময় তাহার সেবা করি। দেহবৈকল্যের বায়ু বাহাতে তাহার স্নেহময় অঙ্গে না লাগে, সেইজন্ত আমি তাহাকে আত্মবোধের পিঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া দিই। (১৩০) আর তাহার উপর আত্মস্মরণের শীতল ছায়া বিছাইয়া দিই, এইভাবে তাহার মধ্যে নিত্য বুদ্ধিসংগার করি (তাহার বুদ্ধি আমাতে স্থির করিয়া দিই)। সেইজন্ত, আমার একটি ভক্তও কখনও দেহান্তের সঙ্কটে পড়ে না, আমি সহজেই আমার আপনার ভক্তকে নিজের কাছে লইয়া আসি। তাহার বাহিরের দেহাবরণ দূর করিয়া, মিথ্যা অন্ধকারের ধূলা ঝাড়িয়া, তাহার শুদ্ধ বাসনার (ভগবৎপ্রাপ্তির বাসনার) সহিত (তাহার শুদ্ধ বাসনাকে পৃথক করিয়া) তাহাকে আমার স্বরূপে মিলাইয়া লই। আর ভক্তের ও দেহের প্রতি বিশেষ একত্ব (মমত্ব) বোধ না থাকায়, দেহত্যাগের সময় সে কোনও বিয়োগদুঃখ অনুভব করে না। আর, দেহান্তের সময় আমি তাহার কাছে গিয়া তাহাকে আপন স্বরূপে লইয়া আসিব,—এ প্রকার ভাবনাও তাহার হয় না—কারণ পূর্বেই সে মজ্জণ হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, তাহার অস্তিত্ব শরীররূপ জলে ছায়ার (আত্মার প্রতিবিম্বের) জায় ভাসমান হয়—যেমন চাঁদনী (বাহিরে প্রসারিত দেখাইলেও) বাস্তবিক চন্দ্রের মধ্যেই থাকে। এইভাবে, যে নিত্যযুক্ত, আমি সতত তাহার পক্ষে স্নেহভ,—সেইজন্ত বিদেহ হইয়া সে নির্মিতভাবে মজ্জণ হয়।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশান্তম্।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

<sup>১</sup> এইজন্ত এইরূপ সন্মোহের কথা বলা হয়;  
আমাকে পার;

<sup>২</sup> আমাকে স্মরণ করিবারাজি

যাহা (যে শরীর) ক্লেশরূপ তরুর উদ্ভাৱ, যাহা ভাপজ্বররূপ অগ্নির কুণ্ড, যাহা মৃত্যুরূপ কাককে প্রদত্ত বলিস্বরূপ; যাহা দৈন্ত্র উৎপন্ন করে, মহাভয় বৃদ্ধি করে, যাহা সকল দুঃখের পূর্ণ ভাণ্ডার (পুঁজি); যাহা দুঃখতির মূল, কুকর্ষের ফল, যাহা ব্যামোহের (ভ্রান্তির) কেবল স্বরূপ (প্রত্যক্ষ মূর্তি); (১৪০) যাহা সংসারের আসন, বিকারের পূর্ণমাত্রা, যাহা সকল রোগের খাণ্ডপূর্ণ ষালা (আকর); যাহা কালের উচ্ছিষ্ট খিচুড়ি, আশার আশ্রয়স্থল, জন্ম-মরণের স্বাভাবিক নরাজপথ; যাহা ভুলে পরিপূর্ণ, যাহা বিকল্পের ঢালাই করা মূর্তি,—আর অধিক কি বলিব? যাহা যুশ্চিকে পরিপূর্ণ ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার; যাহা ব্যাঘ্রের আশ্রয়স্থল, পণ্যাদনার মৈত্র, যাহা বিবয় জানিবার (ভোগ করিবার) উত্তম যন্ত্র; ডাকিনীর প্রেম, বা বিবরূপী লীতল জলের পান, অথবা ভদ্রবেশী ঠগের বিশ্বসনীয় ব্যবহার; যাহা কুষ্ঠরোগীর আলিঙ্গন, কালসর্পের কোমলতা, শিকারী ব্যাঘ্রের স্বাভাবিক লক্ষীত; যাহা শত্রুর অতিথিসংকার, দুঃখের আদর—আর অধিক কি বলিব?—যাহা অনর্থের সাগর; যাহা স্বপ্নে দেখা স্বপ্ন, মরীচিকার তৈয়ারী বন, ধূস্রের কণায় ভরা গগন; যে আমার অসীম স্বরূপের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তাহাকে আর এইরূপ শরীর ধারণ করিতে হয় না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কোন্ত্যৈয় পুনর্জগ্ম ন বিজ্ঞতে ॥ ১৬

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের গৌরব করে সাধারণতঃ তাহারাও পুনরাবৃত্তির চক্র হইতে অব্যাহতি পায় না; পরন্তু মৃতব্যক্তির উদরে যেমন ব্যথা হয় না; (১৫০) অথবা জাগ্রত হইবার পর যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তায় ডুবিতে হয় না, তেমনি, যে আমাকে প্রাপ্ত হয়, সে আর সংসারের দোষে দূষিত হয় না।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদ্ ব্রহ্মাণো বিদ্বঃ।

ব্রাতিং যুগসহস্রাং তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

সাধারণতঃ যে ব্রহ্মভুবনকে অবিনশ্বর (অক্ষর) জগতের<sup>৩</sup> চূড়া বলে, যাহা চিরস্থায়ীদের মধ্যে মুখ্য, ত্রৈলোক্যরূপ পর্ব্বতের শিখর; যে ব্রহ্মলোকের

দিবসের এক প্রহর পর্যন্তও এক ইন্দ্রের আয়ু টিকে না, একটা দিন শেষ হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রের পংক্তি উঠিয়া যায় ; সহস্র চারিযুগের কালচক্র অতীত হইলে যেখানে পুরাপুরি ব্রহ্মার একটা দিন হয়, আর তেমনি সহস্র কালচক্রে একটা রাত্রি হয় ; যেখানকার দিনরাত্রির মান এইপ্রকার যে ভাগ্যবান পুরুষ সেখানে গিয়া মৃত্যুমুখে না পড়িয়া সেই অহোরাত্র দেখিতে পায়, সে স্বর্গেই চিরজীবী হইয়া থাকে । সেখানে অশ্রু স্রবগণের অপূর্ব বিশিষ্টতার কথা আর কি বলা যায় ? ( অশ্রু দেবগণের অবস্থা বহু নিম্নে ) ; দেবগণের মুখ্য ইন্দ্রেরই অবস্থা দেখ, — সেখানে দিবসে চতুর্দশটা ইন্দ্র হয় ।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

পরন্তু ব্রহ্মার অষ্ট প্রহরকে যে আপন চক্ষে দেখিতে পায় তাহাকেই অহো-রাত্রি বদে । সেই ব্রহ্মলোকে প্রভাত হইলে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এত অধিক পরিমাণে ব্যক্ত (সাকার) বিশ্ব উদ্ভূত হইতে থাকে যে তাহার গণনা করা যায় না । ঐ দিবসের চার প্রহর পূর্ণ হইলে এই আকারসমুদ্র শুকাইয়া যায় (সাকার বিশ্বের নাশ হয়), পরে পুনরায় প্রভাত হইলে পূর্ববৎ ভরিতে আরম্ভ করে ।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে মেঘ আকাশে বিলীন হয়, গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তে পুনরায় যেমন মেঘ বাহির হয় ; ( ১৬০ ) তেমনি ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে ভূতসৃষ্টির উদয় হয় এবং যুগচতুষ্টয়ের সহস্র কালচক্র পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সৃষ্টি থাকে । পরে রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে বিশ্ব অব্যক্তে লয়প্রাপ্ত হয়, এবং একটা ক্ষুদ্র যুগসহস্র অতীত হইলে পূর্ববৎ বিশ্বরচনা হয় ।

পরন্তুস্মাত্তু ভাবোহতোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্বাংশু ন বিনশতি ॥ ২০

ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মভূবনের অহোরাত্রির মধ্যে অগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয় । এই ব্রহ্মলোকের মহত্বের পরিমাণ এত অধিক যে ইহাকে

সৃষ্টিবীজের ভাণ্ডার বলা যায়, পরন্তু, ইহাযারা পুনরাবৃত্তিরও মাপ করা যায় (‘ইহা পুনরাবৃত্তির মাপের পূর্ণমুষ্টি’)। বাস্তবিক পক্ষে, হে ধ্বংস, এই ত্রৈলোক্য ব্রহ্মলোকের প্রসার, ইহা ব্রহ্মদিবসের উদয়ে সৃষ্ট হয়। পরে, স্রাজি হইলে আপনা আপনি অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ যেখানকার সেখানে (মূলবীজে) স্বভাবতঃ বিলীন হয়। বৃক্ষস্ব যেমন বীজে সমাহিত হয়, কিম্বা মেঘ গগনে মিলাইয়া যায়—তেমনি অনেকস্ব যেখানে একত্রে মিলায় তাহাকেই ‘সাম্য’ বলে। সেখানে সমবিষম কিছুই দৃষ্ট হয় না, এইজন্ত, ভূতের কোনও নামই থাকে না,—যেমন দুষ্ক দধিতে পরিণত হইলে দুষ্কের নামরূপ চলিয়া যায়। তেমনি, আকারলোপের সঙ্গেই জগতের জগৎ নষ্ট হইয়া যায়, পরন্তু যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল সেই ‘সাম্য’ স্থিতিতে উহা যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়। তখন তাহার স্বাভাবিক নামই ‘অব্যক্ত’, আর আকারপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে ‘ব্যক্ত’ কহে—একটি হইতে অগ্নিটি সৃষ্টি হয় স্রাজ, নতুবা বাস্তবিক পক্ষে এ দু’টির একটিও নাই। (১৭০) ‘আসল সোনা গলাইলে তাহাকে স্বর্ণ ‘বাট’ বা ‘পিণ্ড’ বলে, আবার অলঙ্কার তৈয়ারী করিলে তাহার ঘনাকার (পিণ্ডাকৃতি) নষ্ট হইয়া যায়। এ দু’টি রূপান্তরই যেমন একই লাক্ষীভূত স্বর্ণের অবস্থান্তর, তেমনি, ‘ব্যক্ত’ ও ‘অব্যক্ত’র বিচার ব্রহ্মবস্তুতেই হয়, সেই ব্রহ্মবস্তু ‘ব্যক্ত’ও নয় ‘অব্যক্ত’ও নয়, ‘নিত্য’ও নহে, ‘অনিত্য’ (বিনাশশীল) ও নহে—এই দুই ভাবের অতীত, অনাদিসিদ্ধ। এই ব্রহ্ম বিশ্বাকার হইয়া আছেন, বিশ্বস্ব নষ্ট হইলেও ইহার নাশ হয় না—অক্ষর মুছিয়া ফেলিলেও যেমন অর্থ মুছিয়া যায় না। দেখ, (জলের উপর) তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং মিলাইয়া যায়, পরন্তু, জল অথগুই থাকে, তেমনি, ভূতের নাশ হইলেও যে অবিনাশী ব্রহ্মের নাশ হয় না; অথবা, অলঙ্কার গলাইলেও যেমন (যাহা হইতে ঐ অলঙ্কার হয় সেই) স্বর্ণ গলিয়া নষ্ট হয় না, তেমনি জীবাকারের মৃত্যু হইলেও যিনি অমর হইয়া থাকেন।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

১ যোপ্য;

২ নাশ হয় (অক্ষর মুছিয়া ফেলিলে যেমন অর্থ মুছিয়া যায় না, তেমনি ভাবে ইহার নাশ হয়);

যাহাকে কোঁতুক করিয়া ‘অব্যক্ত’ বলা হইলেও তাঁহাকে বর্ণনা করা হইল বলিয়া মনে হয় না ( যাহার স্বরূপ নির্দেশ করা হয় না ), কারণ তিনি মন ও বুদ্ধির অগম্য ; আর, আকার ধারণ করিলেও যাহার নিরাকারত্বের লোপ হয় না, আকার লোপ হইলেও যাহার নিত্যতার হানি হয় না ; এইজন্য, যাহাকে ‘অক্ষর’ বলে, এবং এই নামেই যাহার ( অবিনাশিত্ব ) স্বক্কে বোধের উদয় হয়—যাহার পর আর কোনও বিস্তার না থাকায় যাহাকে ‘পরমগতি’ কহে ।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্থনশ্রয়া ।

যস্ত্রাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২

পরন্ত, এই দেহরূপ নগরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও নিদ্রিতের স্থায় অবস্থান করেন—কারণ ইনি নিজে কোনও ব্যাপার করেন না বা করান না । ( ১৮০ ) তথাপি, হে বীর অর্জুন, শরীরের সর্ব ব্যাপারের মধ্যে একটিও বন্ধ হয় না, দশটি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলিতে থাকে ( ‘মার্গ খোলা থাকে’ ) । মনের চৌরাস্তার উপর বিষয়ের বাজার বসিয়া যায়, এবং অন্তর্ধ্যাত্মী জীবাত্মা স্তম্ভধ্বংসের ‘রাজবাটা’ ( মুখ্যভাগ ) প্রাপ্ত হয় । পরন্ত, রাজা স্তম্ভে নিদ্রিত থাকিলেও যেমন দেশের ব্যাপার বন্ধ হয় না, এবং প্রজাগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতে থাকে ; তেমনি বুদ্ধির জ্ঞানার কার্য ( জ্ঞাতৃত্ব ), মনের লেন-দেন, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, প্রাণবায়ুর স্ফুরণ ; এই সমস্ত দেহক্রিয়া ( জীবাত্মা ) না করিলেও উত্তমরূপে চলিতে থাকে—যেমন সূর্য না চালাইলেও সমস্ত লোক নিজ নিজ কর্মে চলিতে থাকে ; হে অর্জুন, শুন, তেমনি এই শরীরের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া যাহাকে ‘পুরুষ’ বলা হয় ; আর প্রকৃতিরূপা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি একপত্নীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও যাহাকে ‘পুরুষ’ বলা হয় ; বেদের ব্যাপক জ্ঞানদৃষ্টি যাহার অঙ্গন পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না, যিনি গগনকেও আবৃত করিয়া রাখেন ; এইভাবে, জানিয়া শ্রেষ্ঠ যোগিগণ যাহাকে ‘পরাম্পর’ বলিয়া থাকেন, যিনি অনন্তগতি ( একনিষ্ঠ ) ভক্তের ঘর খুঁজিয়া বাহির করেন ; যে ভক্ত কায়মনোবাক্যে অস্ত্র কাহাকেও জানে না, তাহার একনিষ্ঠা ভক্তি রূপক ( দৃঢ় ) করিবার জন্য যিনি স্বক্কে স্বরূপ ; ( ১২০ ) হে পাণ্ডব, এই ত্রৈলোক্যই ‘পুরুষোত্তম’ ( ব্রহ্মস্বরূপ ) এইপ্রকার বাহার

প্রকৃত মনোবর্ধ, তাহার আন্তিক্যবুদ্ধির যিনি আশ্রম ; যিনি নিরতিমানীর গৌরব, নিগুণের জ্ঞান, নিস্পৃহের স্বথের সাম্রাজ্য ; যিনি সন্তুষ্টচিত্তের পরিবেশিত অগ্নের থালা, চিন্তারহিত অনাথের অন্তঃকরণ,<sup>১</sup> বাহার স্থানে বাইবার জগৎ ভক্তিই সরল পথ ; হে ধনঞ্জয়, এক এক করিয়া আর কত বৃথা বলিব ? যেখানে গেলে জীব তদ্রূপ হইয়া যায় ; ঠাণ্ডা বায়ুর ঝাপটায় যেমন উষ্ণ জল শীতল হয়, কিম্বা, সূর্য্য কাছে আসিলে যেমন অন্ধকারও প্রকাশে পরিণত হয় ; তেমনি, হে পাণ্ডব, যেখানে পৌছাইলোই সংসার সম্পূর্ণ ভাবে মোক্ষ হইয়া যায় ; অগ্নির মধ্যে আসিয়া ইন্ধন যেমন অগ্নি হইয়া যায়, পরে বাহাই করা হউক না কেন, তাহার কাঠত্ব আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; অথবা, হে পাণ্ডুসুত, যেমন বুদ্ধি খরচ করিয়াও শর্করাকে পুনরায় ইন্ধুতে পরিণত করা যায় না ; পবন পাথর একটা লৌহখণ্ডকে স্বর্ণে পরিণত করিলে, এমন কোন বস্তু আছে বাহা<sup>২</sup> তাহার লৌহত্ব পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারে ? এইজন্ত—যেমন স্রুতকে পুনরায় দুগ্ধ করা যায় না, তেমনি যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না ; ( ২০০ ) তাহাই আমার পরম সত্য নিজধাম—এই অন্তরের গুপ্ত রহস্য তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি ।

যত্র কালে জ্ঞানাবৃত্তিমাৱৃত্তিঃ চৈব যোগিনঃ ।

প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

তেমনি, দেহ ছাড়িবার সময় যোগী যেখানে আমার স্বরূপে গিয়া মিলিত হয়, তাহা অত্র এক প্রকারে সহজে জানা যায় ; অথবা, অকস্মাৎ যদি অকালে দেহত্যাগ হয়, তবে তাহাকে পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় । শুদ্ধকালে যদি দেহত্যাগ হয়, তবে দেহত্যাগের সঙ্গেই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, নতুবা অকালে মরণ হইলে সংসারে পুনরায় আসিতে হয় । তেমনি, সার্বজ্ঞা ও পুনরাবৃত্তি এ দু'টিই সময়ের অধীন, সেই সময়ের কথাই তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি ।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ । ২৪

১ জননী ;

২ এমন কি উপায় আছে বাহার দ্বারা ;

হে হুভটা (বীর) অর্জুন, তুমি—মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে (‘মৃত্যুর মধ্যস্থলে পড়িলে’) অস্ত্রে পঞ্চমহাভূত নিজ নিজ পথে বাহির হইয়া যায়। প্রায়শকাল (প্রাপ্ত হইলে) আসিলে, যাহাতে ভ্রম বুদ্ধিকে না গ্রাস করে, স্মৃতি অন্ধ না হইয়া যায়, মনোবৃত্তি নষ্ট না হইয়া যায়, সমস্ত চেতনাবর্গ যাহাতে অল্পভূত ব্রহ্মভাবে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুসময়েও প্রাণবন্ত থাকে ; ইন্দ্রিয়সমূহের এইরূপ সাবধানতা মৃত্যু পর্য্যন্ত বজায় রাখা যায়—যদি অগ্নির সহায়তা পাওয়া যায়। দেখ, যদি বাতাসে বা জলে প্রদীপের শিখা নিবিয়া যায়, তবে আপন দৃষ্টি থাকিলেও কি দেখা যায়? (২১০) তেমনি, দেহান্তকালের বিষয় বায়ুর প্রকোপে দেহের অন্তরবাহির শ্লেষ্মায় ভরিয়া গেলে, যখন অগ্নির তেজ নিবিয়া যায়, তখন প্রাণের প্রাণ না থাকিলে, বুদ্ধি থাকিয়া কি করিবে? অগ্নি বিনা দেহে চেতনা থাকিতে পারে না। অহো, দেহের অগ্নিই যদি চলিয়া যায়, তবে দেহ তো দেহ থাকে না—একটা সিক্ত কর্দমের পিণ্ড হইয়া যায়, এবং সে বৃথাই অন্ধকারে আপনার মৃত্যুকাল খুঁজিতে থাকে। আর, সেই অবসরে পূর্বের সমস্ত স্মৃতি সমানভাবে রক্ষা করিবে, এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বরূপে মিলিবে কি করিয়া? তখন তাহার সমস্ত চেতনা সেই শ্লেষ্মারূপ কর্দমে ডুবিয়া যায় এবং পূর্বাঙ্গের সমস্ত বিষয়ের স্মৃতি সহজে লুপ্ত হয়। এইজন্য, পূর্বে প্রাপ্ত অভ্যাস মৃত্যু আসিবার পূর্বেই নষ্ট হইয়া যায় (এবং কোনও কাজে আসে না), রক্ষিত কোনও বস্তু দেখিবার পূর্বেই হস্তে ধৃত দীপ নিবিয়া গেলে যেমন হয়। এখন এ সমস্ত থাকুক—অগ্নিই জ্ঞানের মূল কারণ জানি এবং মৃত্যুসময়ে অগ্নির বলই সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে হয়। অন্তরে অগ্নির জ্যোতির প্রকাশ থাকিবে, বাহিরে গুরুপক্ষের কোনও দিন, এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসের কোনও মাস হইবে; এইরূপ নিশ্চিত অল্পকাল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া যে ব্রহ্মবিদ দেহ ত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া যান। হে ধর্মধর, অবধান কর, এই সময়ের যোগের এতখানি সারমর্ম,—ইহাই মোক্ষধামে যাইবার সরল পথ। (২২০) এই পথের অগ্নিই প্রথম সোপান, (ঐ অগ্নির) জ্যোতিঃই দ্বিতীয় সোপান, দিবস তৃতীয়, এবং গুরুপক্ষ চতুর্থ, জানিবে। আর উত্তরায়ণের ছয় মাস সকলের উপরের সোপান—ইহা দ্বারাই বোণী গাযত্র্যসিদ্ধিধাম প্রাপ্ত হন। ইহাই উত্তম কাল জানিবে, ইহাকেই অচিরাদি মার্গ বলে; এখন অকাল কাহাকে বলে তাহাই প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, তুমি।



ধূমে রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ সগ্ধাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

প্রয়াগকালে বাতলেয়ার প্রকোপে অন্তঃকরণ অন্ধকারে ভরিয়া যায়। সর্ব ইন্দ্রিয় কাষ্ঠের জ্বায় (জড়তাপ্রাপ্ত) হয়, স্মৃতি ভ্রমের মধ্যে ডুবিয়া যায়, মন বিকল হয়, প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়। অগ্নির অগ্নিস্ব চলিয়া যায়, চতুর্দিক ধূমে ভরিয়া যায়, ইহাতে শরীরের চেতনা আচ্ছন্ন হয়। পঙ্কজ ঘন মেঘ চন্দ্রকে ঢাকিলে যেমন অন্ধকারও হয় না, উজ্জল আলোকও চলিয়া যায়,—এমনি গোধূলির মত হয়। তেমনি, মৃত্যু না হইলেও চেতনা থাকে না, জীবন থাকিতেও এমনি স্তব্ধ হইয়া যায়,—আমু মরণের সীমায় পৌছিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করে।<sup>১</sup> এইভাবে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের চতুর্দিকে ধূমের কুণ্ডলী পাকাইলে, জন্মার্জিত লাভ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় (‘প্রলয় হয়’)। হস্তগত বস্তুই যদি চলিয়া গেল, তখন অল্প লাভের কথা কি হইতে পারে?—মৃত্যুর সময় এই দশাই হয়। (২৩০) এই তো দেহের ভিতরের অবস্থা,—বাহিরে যদি কৃষ্ণপক্ষ হয়, ও তাহার উপর রাত্রি, এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাসের কোনও মাস হয় : এই যে পুনরাবৃত্তির যোগ—এই সমস্ত বাহার প্রয়াগকালে আসিয়া একত্র হয়, সে ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির কথা কেমন করিয়া শুনিবে? এইভাবে বাহার দেহপাত হয়, সে যোগী হইলে চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু তথা হইতে পুনরায় তাহাকে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। হে পাণ্ডব, আমি যে অকালের কথা বলিয়াছি তাহা ইহাই জানিবে, আর ইহাই পুনরাবৃত্তির গ্রামে বাইবার ধূম মার্গ। অল্প যে অচিরাদি মার্গ, তাহা স্বায়ী, সরল, সহজ (স্বতঃসিদ্ধ) ও শাস্তিপ্রদায়ক, ও উত্তম মার্গ—বাহ্য নিবৃত্তি (মোক্শ) পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সুস্কৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমশ্রয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

এই প্রকার দুইটা মার্গ অনাধিকাল হইতে আছে, একটা সরল, একটা বক্র, হে বীর অর্জুন, ইহাদের আমি তোমাকে বুদ্ধিবারা স্পষ্টভাবে বর্ণনা

<sup>১</sup> মৃত্যুসময়ের অপেক্ষা করে ;

করিয়াছি ; বাহাতে তুমি মার্গামার্গ দেখিয়া, সত্যমিথ্যা চিনিয়া, হিতাহিত  
বিচার করিয়া আপন কল্যাণের পথ বাছিয়া লইতে পার। দেখ, উত্তম  
নৌকা দেখিয়া কি কেহ অর্থে ( গভীর ) জলে ঝাঁপ দেয় ? কিহা, উত্তম  
পথ ছাড়িয়া কি কেহ অরণ্যে প্রবেশ করে ? যে অমৃত ও বিষ চিনে, সে কি  
অমৃত ত্যাগ করিতে পারে ? তেমনি, যে সরল পথ দেখিতে পায়, সে কুটিল  
মার্গে যায় না। এইজন্য, প্রথমেই সত্যমিথ্যা, ভালভাবে পরীক্ষা করিবে ;  
—এইরূপ পরীক্ষা করিলে কখনও ভ্রমে পড়িতে হয় না।’ ( ২৪০ ) নতুবা,  
মরণকালে মহা অনর্থ হয় এবং এই পথ সম্বন্ধে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, জন্মাবধি  
যে বোগ অভ্যাস করা হয় তাহাও ব্যর্থ হয়। যদি ( মৃত্যুকালে ) অচিরাদি  
মার্গ ভুলিয়া অকস্মাৎ ধূম্রমার্গে পড়া যায়, তবে সংসারের বন্ধনে পড়িয়া  
জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরিতে হয়। এই অবস্থার মহাকষ্ট দেখিয়া, এবং তাহা  
কি করিয়া দূর করা যায় ইহা চিন্তা করিয়াই আমি দুইটি যোগমার্গের কথা  
উত্তমরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। একটির দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, আর  
একটির দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়, পরন্তু দেহান্তকালে মনুষ্য দৈবযোগে যে মার্গ  
প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার প্রাপ্য।

নৈতে স্মৃতি পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥ ২৭

সেই ( মৃত্যুর ) সময় অকস্মাৎ কোন্ পথ প্রাপ্ত হওয়া বাইবে তাহা  
বলা যায় না,—দেহত্যাগ করিবার সময় যে মার্গে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তাহা  
কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে ? দেহ থাকুক বা যাউক, আমি তো কেবল  
ব্রহ্মরূপ—রজ্জুতে যে মিথ্যা সর্পাভাস তাহার কারণ তো রজ্জুই। জল  
কি বুঝিতে পারে তাহাতে তরঙ্গ আছে কি নাই ? যে অবস্থাই দেখা যাউক  
না কেন, জল যেমন তেমনি থাকে। তরঙ্গের উৎপত্তির সহিত তাহার  
জন্ম হয় না, তরঙ্গের লোপ হইলেও তাহার বিনাশ হয় না,—তেমনি যে  
ব্যক্তি দেহ থাকিতেই ব্রহ্ম হইয়া যায় ; এখন এই বিদেহী পুরুষের মধ্যে  
যদি দেহের নান্নগন্ধও অবশিষ্ট না থাকে, তবে তাহার কখন, কি করিয়া,

স্বত্ব হইতে পারে? তখন তাহার মার্গ খুঁজিবার কি প্রয়োজন? দেশ-কালাদি সমস্তই যদি তাহার আশ্রয়রূপই হইয়া যায়, তবে কি কোথা হইতে কোথায় বাইবে? (২৫০) আরও দেখ, ঘট যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন তাহার অন্তস্তরের আকাশ কোনও এক পথে<sup>১</sup> আকাশের (মহাকাশের) সহিত মিলিত হয়,—সেই পথে না গেলে কি আকাশের সহিত মিলিত হয় না? দেখ, বাস্তবিক পক্ষে ঘটের আকারই নষ্ট হয়—নতুবা ‘ঘটঘে’র (ঘট তৈয়ারী হইবার) পূর্ব হইতেই ঘটাকাশ মূল আকাশেই আছে। এইভাবে, যে যোগী জ্ঞানের সহায়তায় সৌহৃদ্যমসিক (ব্রহ্মরূপ) হইয়াছে, তাহাকে মার্গামার্গের সন্ধটে পড়িতে হয় না। হে পাণ্ডুহৃৎ, এইজন্তই তোমাকে ‘যোগযুক্ত’ হইতে হইবে—তাহাতেই সর্বকালেই আপনি আপনি শান্ত বা সমতা আসিবে। যেখানেই হউক, বা যে সময়েই হউক না কেন, দেহবন্ধন থাকুক বা যাউক, এইরূপ যোগীর বন্ধন-রহিত, নিত্য, ব্রহ্মভাবের কোনও হানি হয় না। তাহাকে কল্মসঙ্কে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কল্মসঙ্কে তাহার মরণ হয় না (‘মরণে ডুবিতে হয় না’), মধ্যেও স্বর্গ বা সংসারের মোহ তাহাকে ভুলাইতে পারে না। যে যোগী এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানমার্গের উৎকর্ষ লাভ করে, কারণ সে বিষয়ভোগকে পদদলিত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে পাণ্ডব, দেখ, ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গে যে সর্বপ্রকার সুখের শাস্ত্রাজ্য ভোগ করে, সে তাহাও ত্যজ্য মনে করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপসস্তু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ ।

অতোতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥ ২৮

বেদাধ্যয়ন করিলে, অথবা যজ্ঞরূপ ক্షত্রের পরিপক ফললাভ হইলে, কিছা তপ দানের সর্বপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় করিলে; এই প্রকার সমস্ত পুণ্যের সঞ্চয়<sup>২</sup> যদি ফলভারে পূর্ণ হইয়াও যায়, তথাপি তাহা নির্মল পরব্রহ্মের সম্মুখে দীড়াইতে পারে না। (২৬০) বাহ্য নিম্ভ্রত হয় না বা বাহ্যর অন্ত হয় না, বাহ্য ভোগীর ইচ্ছা পূরণ করে, বাহ্য মহাসুখের (ব্রহ্মসুখের) আত্মীয় বা সখ্যকী স্বরূপ; যে সুখ উপমার তৌলনগে নিত্যানন্দের তুলনায় কম

১ সন্মল মার্গে;

২ পুণ্যের উত্তান;

দেখায় না, বেদযজ্ঞাদি যে স্থলের সাধন ; বাহা 'দৃষ্ট' ইন্দ্রিয়াদির স্থখবর্জক বলিয়া, 'অদৃষ্টের' ( ব্রহ্মস্থলের ) পার্শ্বে বসিবার ষোগ্য, বাহা কেহ শতযজ্ঞ করিয়াও লাভ করিতে পারে না ; তাহাকে ষোগীশ্বর দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া এবং কৌতুকে হস্তধারা ওজন করিয়া অহুমান হাঙ্গা মনে করে। হে কিরীটি, সেই স্থথকে পায়ের সিঁড়ি করিয়া ষোগী পরব্রহ্মের পদে আব্রোহণ করে।" এইভাবে যিনি চরাচরের একমাত্র 'ভাগ্য' ( বৈভব ), ব্রহ্মা ও শঙ্করের উপাস্ত, ষোগীগণের উপভোগ্য ভোগধন ; যিনি সকল কলার কলা ( পরাকাষ্ঠা ), পরমানন্দের পুতলী, যিনি বিশ্বের জীবের জীবন ; যিনি সৰ্ব্বজ্ঞানের আকর ( সৰ্ব্বজ্ঞতার মূল ), যাদবকুলের কুলপ্রদীপ,—সেই ত্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবকে উপদেশ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের এই বৃত্তান্ত সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিলেন—নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব ( শ্রোতাদের ) বলিতেছেন—"সেই কথা আপনারা এখন শ্রবণ করুন।" ( ২৬৯ )

ওঁ তৎ সৎ,

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার ত্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

পরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায়

সমাপ্ত।

## নবম অধ্যায়

আপনারা শুধু একাগ্রচিত্তে শুনুন—আপনারা এই কথা শ্রবণ করিলে সর্বস্বত্বের 'সনদ প্রাপ্ত হইবেন', আমি ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। পরন্তু, ইহা আত্মপ্রাণাণুর্গত কথা নয়, আপনারা সর্বজ্ঞ শ্রোতা, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্ত ইহাই আমার আত্মীয়তাপূর্ণ নিবেদন। ইহার কারণ এই যে, আপনাদের জ্ঞান শ্রীহৃৎপন্ন মাতৃগৃহ (প্রেমের আধার) থাকিলে, প্রেমের সকল আবদার পূর্ণ হয়, মনোরথের সকল ইচ্ছা সফল হয়। আপনাদের রূপাদৃষ্টির আশ্রয়ে<sup>১</sup> প্রসন্নতার উপবন (ফলফুলে) সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রান্ত হইয়া আমি তাহারি ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছি। আপনারা সুখামৃতের গভীর জলাশয়, সুতরাং আমি আপন ইচ্ছামত (সুখামৃত পান করিয়া) শীতল হইতে চাহি—তাহাতে যদি আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে ভয় পাই তবে আমি তৃপ্ত হইব কিরূপে? আর শিশুর অর্ধফুট বাগী শুনিয়া, বা তাহার কোঁতুকপূর্ণ আকাঁকা, টলমল পদক্ষেপ দেখিয়া মাতা যেমন আনন্দিত হন; তেমনি, আপনাদের জ্ঞান সন্তজনের প্রেম প্রাপ্ত হইবার জন্ত, অত্যধিক আগ্রহের সহিত আমি আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তাপূর্ণ অন্তরঙ্গতা করিতেছি। নতুবা, আপনাদের জ্ঞান সর্বজ্ঞ শ্রোতাগণের সম্মুখে কি আমার বলিবার যোগ্যতা আছে? সরস্বতীর পুত্রকে কি পাঠ পড়িয়া বিজ্ঞাশিক্ষা করিতে হয়? দেখুন, জোনাকী যত বড়ই হউক না কেন, সূর্যের মহাতেজের সম্মুখে কি তাহার ছাতি নিশ্চিন্ত হইয়া যায় না? এরূপ কি রসপূর্ণ সুখাত্ম আছে যাহা অমৃতের খালায় পরিবেশন করা যায়? অহো, চন্দ্রকিরণকে পাখীর ব্যঞ্জন করা, নাদকে গান শুনান, কি অলঙ্কারকে অলঙ্কৃত করা—ইহা কি সম্ভব? (১০) বলুন তো, পরিমল (সুগন্ধ) স্বয়ং কেমন করিয়া আচ্ছাদন করিবে? সমুদ্র কোণায় স্নান করিবে? এমন কোন বৃহৎ বস্তু আছে যাহা সারা গগনকে আচ্ছাদন করিবে? তেমনি, বিচার করুন, এমন বহুতাশক্তি কাহার আছে যে, আপনাদের শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিবে, এবং আপনারা বলিবেন “হাঁ ঠিক হইয়াছে?”

তথাপি, বিশ্বপ্রকাশক হৃদয়ের কি হাতের প্রদীপ দ্বারা আরতি করা যায় ?<sup>১</sup> কিবা, অজলিপূর্ণ জলে কি সমুদ্রকে অর্ঘ্য দেওয়া যায় না ? হে প্রভুগণ, আপনারা মহেশ্বরের মূর্তি, আর আমি দুর্বল, আপনাদের ভক্তিধারা পূজা করিতেছি, অতএব, আমার বাণী নিম্নোক্তপ্রকারে\* জ্ঞায় নিম্নর্ণ হইলেও আপনারা তাহা স্বীকার করিয়া লউন। বালক পিতার খালায় বসিয়া পিতাকে ধাওয়াইতে আরম্ভ করিলে পিতা সন্তোষে পূর্ণ হইয়া মুখ বাড়াইয়া দেয় ; তেমনি, আমিও বালকবুদ্ধিতে আপনাদের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতেছি, আপনারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন—ইহাই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম। আর, আপনারা সন্ত শ্রোতাগণ বহুপ্রকারে আমার প্রতি আপনাদের প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং আমার আত্মীয়তাস্বলভ ব্যবহার আপনাদের বিব্রত করিবে না। অহো, মাতার স্তনে শিশুর মুখের ঝটকা লাগিলে স্তনে আরও অধিক দুগ্ধ নিঃসৃত হয়—অত্যন্ত প্রিয়জনের বোঁষে প্রেম দিগ্ধ বদ্ধিত হয়। অতএব, আমার বালকস্বলভ কথায় আপনাদের সুপ্ত কুপালুতা জাগ্রত হইয়াছে—ইহা জানিয়াই আমি এইভাবে বলিতেছি। নতুবা, চন্দ্রকিরণকে কি জাঁক দিয়া পাকাইতে হয় ? বায়ুকে কি গতি প্রদান করিতে হয় ? গগনকে কি কোনও আচ্ছাদন দিয়া ঢাকা যায় ? (২০) শুহুন, জলকে আর তরল করিতে হয় না, মাখনের মধ্যে মখনদণ্ড ঢোকান নিশ্চয়োজন, তেমনি বাহাকে দেখিলে ব্যাখ্যান লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসে— ; শুধু তাহাই নহে—শব্দব্রজ (বেদ) শুদ্ধ হইয়া যে পালকের উপর শাস্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই গীতার্থ মাঝাঠা ভাবায় বলিবার যোগ্যতা (আমার) কই ? পরন্তু, ইহাই আমার ইচ্ছা—আমার একমাত্র আশা এই যে আমার ধৃষ্টতা দ্বারা ভবাদৃশ জনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিব। এখন, চন্দ্র হইতেও শীতল, অমৃত হইতেও সঞ্জীবনীশক্তিবিশিষ্ট, আপনাদের অবধান (মনোযোগ) দান করিয়া আমার মনোরথের পোষণ করুন। আপনাদের কুপাদৃষ্টির বর্ষণ হইলে আমার বুদ্ধি সকলার্থসিদ্ধির পরিপক্বতা লাভ করিবে, অগ্রথায় যদি আপনারা উদাসীন থাকেন তবে আমার জ্ঞানের (প্রতিভার) অঙ্কুর শুকাইয়া বাইবে।

১ আরতি করা যায় না ?

\* গজাবতী, নিম্নোক্ত পত্র—বিশ্বপ্রকাশক হৃদয়ে পূজার ব্যবসৃত হয় ;

আপনারা স্মরণ রাখিবেন—বক্তৃতাকে যদি অবধানরূপে ধ্যান দেওয়া হয়, তবে অক্ষরের সিদ্ধান্ত (অর্থ) রূপী উদ্ভব পূর্ণ হয় (শব্দের সহিত অর্থের সামঞ্জস্য হয়)। অর্থ শব্দের পথ দেখিতে পায় না, এক অভিপ্রায় (অভিপ্রের্ত অর্থ) হইতে অগ্র অভিপ্রায় বাহির হয়, বুদ্ধির মস্তকে ভাবের কুসুমবুটি হয়। এইভাবে, (বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে) সংবাদের অল্পকূল পবন বহিতে থাকিলে, হৃদয়াকাশ বক্তৃতার সারস্বত (জ্ঞানপূর্ণ সাহিত্য) রসে' ভরিয়া যায়। শ্রোতা অমনোযোগী হইলে বক্তৃতার রস তৈয়ারী হইলেও ক্ষীণ হইয়া যায়। অহো, চন্দ্রকাস্ত মণি দ্রবীভূত হয় বটে, পরন্তু তাহাকে দ্রব করিবার শক্তি চন্দ্রমাতেই আছে; তেমনি শ্রোতা বিনা (শ্রোতার অবধান বিনা) বক্তা বক্তাই নয়। পরন্তু, ততুলকে কি বিনতি করিতে হয় যে 'আমাকে মিষ্ট মনে করিয়া গ্রহণ করুন?' কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে নাচাইবার জ্ঞাত্ব কি সূত্রধারকে প্রার্থনা করিতে হয়? (৩০) সূত্রধার কি কাষ্ঠপুত্তলীর কাজের (উপকারের) জ্ঞাত্ব তাহাকে নাচায়? কি, আপনার কলানৈপুণ্য দেখাইবার জ্ঞাত্ব নাচায়? সূত্রধার আমার বৃথা কষ্ট করার কি প্রয়োজন? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“কি হইল? (তোমার) এ সমস্তই আমি বুঝিলাম, এখন নারায়ণ যাহা বলিলেন তাহাই বর্ণনা কর।” ইহাতে নিরুত্তীর্ণ জ্ঞানদেব সন্তুষ্ট হইয়া উল্লাসভরে বলিলেন, “যথা আজ্ঞা—এখন শুন, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন।”

শ্রীভগবান্নুবাচ—

ইদং তু তে শুভ্রতমং প্রবক্ষ্যাম্যননুয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞাত্মা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১

“হে অর্জুন, তোমাকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের শুভ্র রহস্ত—জ্ঞানের মূল বীজের কথা পুনরায় বলিতেছি। ‘এইভাবে অন্তঃকরণের গুপ্তধার উদ্ঘাটন করিয়া আমাকে কি শুভ্র রহস্তের কথা বলিবেন’—এইরূপ কোনও ভাবনা যদি তোমার মনে উঠিয়া থাকে; তবে, হে প্রাজ্ঞ, শুন,—তুমি আশ্বাস (প্রকার) প্রতিমূর্ত্তি, আমার কোনও বাক্য অবজ্ঞা কর না। এইজন্ত, আমার অন্তরের গূঢ় তত্ত্ব বাহির হইয়াই আশ্চর্য না কেন, বা যাহা বলিবার

নয় তাহাও বলিয়া ফেলি না কেন, পরন্তু আমি চাহি যে আমার হৃদয়ে  
যাহা কিছু আছে তাহা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করুক। শুনে হৃদয় ভরা থাকে  
কিন্তু শুন সে হৃদয়ের মিষ্টত্ব আনন্দন করিতে পারে না, যদি হৃদয় পান করিবার  
কোনও একনিষ্ঠ বৎস মিলে, তবে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি বীজের পাত্র  
হইতে বীজ লইয়া তৈয়ারী জমিতে ফেলা (বপন করা) হয়, তবে কি বলা  
যায় যে বীজ ছড়াইয়া নষ্ট করা হইল? এইজন্ত সূমনা, শুদ্ধমতি, অনিশ্চুক  
ও অননুগতি প্রেমিকের কাছে গোপনীয় বিষয়ও সুখে বলা যায়। (৪০)  
এখন, এই প্রসঙ্গে, তুমি ভিন্ন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন অস্ত্র কেহই নাই, স্তবরাং  
শুধু হইলেও এই রহস্য তোমাকে গোপন করা উচিত নহে। এখন, বারম্বার  
'শুধু' 'শুধু' এই কথা শুনিয়া তোমার হয়তো ইহা দুর্বোধ্য মনে হইতেছে,  
এইজন্ত আমি 'বিজ্ঞানের' সহিত 'জ্ঞান' স্পষ্টভাবে উপদেশ করিতেছি।  
পরন্তু, আসল ও জাল মূদ্রা একত্র মিশিয়া গেলে যেমন তাহা পরীক্ষা করিয়া  
আলাদা করিতে হয়, তেমনি, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান পৃথক করিয়া দেখাইব।  
রাজহংস চক্রের সাহায্যে জল হইতে হৃদয় পৃথক করে, তেমনি, আমি তোমাকে  
'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' পৃথক করিয়া বুঝাইব। বায়ুর প্রবাহে তুষ উড়িয়া যায়,  
এবং শস্ত্রের দানা স্বতঃশীত পড়িয়া থাকে; তেমনি, যে বিচার  
'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের' পার্থক্য জানিবার পরঃ সংসারকে সংসারের বন্ধনের  
মধ্যে রাখিয়া, মোক্ষত্রীর সিংহাসনে বসাইয়া দিবে;

রাজবিদ্যা রাজশুভং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২

যে জ্ঞান সৃষ্টিভার নগরে মুখ্য আচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা  
সকল শুধু বিষয়ের স্বামী, পবিত্র বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আর ধর্মের নিজধাম,  
উত্তমের মধ্যে উত্তম, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর অন্য জন্মের আবশ্যকতা হয় না;  
যাহা সামান্য পরিমাণে গুরু মূখে উদয় হইতে দেখা যায়, পরন্তু যাহা হৃদয়ে  
স্বতঃসিদ্ধ (স্বয়ম্ভূ) এবং স্বতঃই যাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে থাকে;  
আত্মস্থলের সিঁড়ি বাহিয়া চড়িতে চড়িতে যাহার দর্শন পাওয়া যায়—যাহা



প্রাপ্ত হইলে ( ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই ত্রিণীতির নাশ হওয়ায় ) ভোক্তার ভোক্তৃত্বই লয়প্রাপ্ত হয় ; ( ৫০ ) পরন্তু ভোগের ( এই প্রাপ্তিস্বত্বের ) অপারের সীমানায়ই ( লয় হইবার পূর্বেই ) চিত্ত স্থখে পূর্ণ হইয়া স্থির হইয়া থাকে,—এই জ্ঞান স্থলভ ও সহজ হইলেও উহাই পরব্রহ্ম । অধিকন্তু, এই জ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহা একবার হস্তগত হইলে আর নষ্ট হয় না, আর অহুত্বব করিলে কমিয়াও যায় না, নিশ্চিন্তও হয় না । যদি তর্কিকের জ্ঞায় ভোমার মনে এই সংশয় হয় যে, এইপ্রকার বস্তু লোকেয় গ্রাস হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইল ?+ ইহা পবিত্র ও রমণীয়, সুখলভ্য, স্বয়ংস্বত্ব ( স্বধকারক ) ও পরম ধর্ম্য ( ধর্ম্মাহুকুল ), ইহা স্বস্বরূপ প্রাপ্ত করায় ; এইভাবে, সর্বপ্রকারে স্বত্বপ্রদ<sup>১</sup> হইয়াও, ইহা লোকেয় হস্তগত হয় নাই কেন ? এই শঙ্কার সত্যই কারণ আছে, পরন্তু তুমি এ আশঙ্কা করিও না—শুন ।

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মশ্রাস্ত্য পরন্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবন্ধনি ॥ ৩

দেখ, দুঃখ অতি পবিত্র ও সুমিষ্ট, ( গাভীর স্তনে ) ত্বকের একটা পরদার নীচেই সঞ্চিত থাকে, পরন্তু মূর্খ<sup>২</sup> ( রক্তপায়ী কীট ) তাহা উপেক্ষা করিয়া রক্তপান করে না কি ? কিম্বা, কমলকন্দ<sup>৩</sup> ও ভেক একই স্থানে বাস করে ; পরন্তু, ভ্রমর কমলের পরাগ আশ্বাদন করে, ভেকের ভাগ্যে কর্দমই সার । অথবা, ছুঁর্তাগার ঘরে দ্রব্যপূর্ণ সহস্র কড়াই ( ভাণ্ড ) থাকিতে পারে, পরন্তু সে ঐ ঘরে বসিয়া উপবাস করে, অথবা দারিদ্র্যে দিনপাত করে । তেমনি, সর্বস্বত্বের ‘আরাম’ ( বিশ্রামস্থল ), ধর্ম্মস্বরূপ<sup>৪</sup> আমি হৃদয়-মধ্যে থাকিলেও লোকে ভ্রাস্ত হইয়া বিষয় কামনা করে । অপার যুগজল চোখে দেখিয়া, মুখভরা অমৃত ফেলিয়া দিলে যেমন হয়, অথবা শুক্তি পাইয়া গলায় বীধা পরশমণি ভাজিয়া ফেলিলে যেমন হয় ; ( ৬০ ) তেমনি, বেচারী

+ এই স্থানে পাঠান্তরে অজ্ঞ একটা ওষী দেখা যায়—“যে শতকরা একমুদ্রা হৃদের জন্ত জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, সে অনায়াসে লভ্য এই স্ব- ( আত্মস্বত্বের ) মাধুর্য্য কি করিয়া ভাগ করে ?”

১ অহুকুল ;

২ রক্তপায়ী কীট ;

৩ আশ্বারাম ;

জীব অহংতা ও সমতার পাশে বদ্ধ হইয়া' (বিশ্বজ্ঞানার মধ্যে) আমাকে  
পার না এবং সেইজন্য অঙ্গ-স্বরণের ছুই তীরের মধ্যে চুবানি খাইয়া টলমল  
করিতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, আমি মুখের সম্মুখে স্বর্ঘ্যের স্বরূপ,—পরন্ত  
স্বর্ঘ্যকে কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না,—আমার সে ন্যূনতাও নাই।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুদ্ভিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেজবস্থিতঃ ॥ ৪

যদি আমার বিস্তারের কথা বল, এ সমস্ত জগৎই কি আমার স্বরূপের  
বিস্তার নহে? ছুই যেমন স্বভাবতঃ জমিয়া দখি হয়; কিয়া, বীজ হইতে  
যেমন বৃক্ষ হয়, অথবা স্বর্ণ হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, তেমনি এই জগৎ  
একমাত্র আমারই বিস্তার। আর কি বলিব? আমার অব্যক্ত স্বরূপ  
ঘনীভূত, এই বিশ্বাকার তাহারি তরল অবস্থা, তেমনি এই ত্রৈলোক্য আমার  
নিরাকার স্বরূপের সাকার বিস্তার, জানিবে। মহত্ত্ব হইতে দেহ পর্য্যন্ত  
এই অশেষ ভূতগ্রাম আমাতেই প্রতিবিম্বিত (ভাসমান) আছে—জলে যেমন  
ফেনা থাকে। পরন্ত, হে পাণ্ডুহৃত, ফেনার মধ্যে দেখিলে যেমন জল দেখা  
যায় না, অথবা স্বপ্নের অনেকতা (স্বপ্নে দেখা অনেক প্রকারের রূপ) যেমন  
জাগ্রত হইলে অদৃশ্য হয়; তেমনি এই সমস্ত ভূতগ্রাম আমার মধ্যেই ভাসমান  
হয়, আমি তাহাদের মধ্যে নাই—এই উপপত্তি (যুক্তি) আমি পূর্বেই  
তোমাকে বলিয়াছি। অতএব, বাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি করিব  
না,—এইজন্য, ইহা থাকুক, পরন্ত তোমার দৃষ্টি আমার স্বরূপে প্রবেশ করুক।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভূম চ ভূতস্থো ময়াহ্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

প্রকৃতির অতীত আমার যে স্বরূপ তাহা যদি কল্পনা (সংকল্প-বিকল্প)  
রহিত হইয়া বিচার কর তবে সমস্ত ভূতগ্রাম আমার মধ্যে আছে ইহাও মিথ্যা  
বলিয়া জানিতে পারিবে—কারণ আমিই সর্ব-স্বরূপ। (১০) নতুবা, সমস্তের  
সদ্যাবেলায় যখন বুজির দৃষ্টি কণকালের অন্ত তিমিরাজ্বর হইয়া যায়, তখন

১ পক্ষে পড়িলা; বা "গোলমালের মধ্যে"।

বুদ্ধির গোথুলিলগ্নে ভূতগ্রামকে অখণ্ডিত পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখে। লঙ্কায়ের লঙ্কার বধন অবস্থান হয়, তখন—শঙ্কা দূর হইলেই যেমন মালার সর্পাভাস যায়,—তেমনি (ভূতভাস লুপ্ত হইলে) পরব্রহ্মও আপন অখণ্ড, অবিকৃত, শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করেন। বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে গেলে, যুক্তিকা হইতে কি স্বতঃই কলসী ঘটা দি অঙ্কুর বাহির হয়? না, উহার কুন্ডকাবের বুদ্ধির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা, সমুদ্রের জলে কি তরঙ্গের ধনি আছে? উহা (তরঙ্গ উৎপন্ন করা) কি বায়ুরই অপর একটা কর্ম নহে? দেখ, কাপাসের উদয়ে কি বস্ত্রের পেটিকা থাকে? যাহারা বস্ত্র পরিধান করে তাহাদের দৃষ্টিতেই কি বস্ত্র তৈয়ারী হয় না? স্বর্ণ হইতে অলঙ্কার তৈয়ারী হয়, কিন্তু তাহার স্বর্ণত্ব নষ্ট হয় না—আর বাহ্যতঃ যে অলঙ্কার দেখা যায় তাহা যে অলঙ্কার ব্যবহার করে তাহার কল্পনা অঙ্গসারেই তৈয়ারী হয়। বল দেখি, প্রতিক্ষণের প্রত্যুত্তর, বা দর্পণে বাহা দেখা যায়,—তাহার কি নিজের কোনও অস্তিত্ব আছে? বা উহা প্রতিক্ষণে কিবা দর্পণে দেখার ফল? তেমনি, আমার এই নির্মল স্বরূপে যে ভূতের কল্পনার আরোপ করা হয়—সেই লঙ্কায়ের লঙ্কাই এই ভূতভাস হয়। কল্পনাকারী প্রকৃতির শেব হইলে ভূতভাসেরও অন্ত হয়, এবং একমাত্র আমারই শুদ্ধ, অবিকৃত স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। একথা যাউক; নিজে ঘুরিতে থাকিলে যেমন চতুর্দিকের পাহাড়-পর্বত ( গিরিসঙ্ঘট ) ঘুরিতেছে দেখা যায়, তেমনি নিজের মনে কল্পনা উৎপন্ন হইলে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে ভূতভাস হয়। ( ৮০ ) সেই কল্পনা ছাড়িয়া দিলে, আমি ভূতমধ্যে আছি বা ভূতগ্রাম আমার মধ্যে আছে, ইহা স্বপ্নেও কল্পনার অযোগ্য। এখন, ‘আমিই একা ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি,’ অথবা ‘আমি ভূতগণের মধ্যে আছি,’ এই সব কথা লঙ্কাস্বরূপ সন্নিপাত জয়ের প্রলাপবাক্য। অতএব হে প্রিয়োত্তম, শুন—‘আমি বিশ্বের বিশ্বাস্য হইয়া এই মিথ্যা ভূতগ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া আছি’—ইহা শুধু মিথ্যা কল্পনা মাত্র। সূর্য্যকিরণের আধারেই যেমন মিথ্যা স্বগজলের আভাস দেখা যায়, তেমনি ভূতজাত সর্ব পদার্থই আমারি লঙ্কার মধ্যে, এবং আমিই তাহাদের ভাসমান করি—ইহাই কল্পনা করা হয়। এইভাবে আমি ‘ভূতভাবন’ অর্থাৎ সর্বভূতের আশ্রয় বা আধার, পরব্রহ্ম

সূর্য্য এবং সূর্য্যের প্রভা যেমন অস্তিত্ব, তেমনি আমিও সর্ব্বভূত হইতে অস্তিত্ব। ইহাই আমার ঐশ্বর্য্যযোগ—ইহা কি তুমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছ? এখন বল, ইহতে কি ভূতভেদের ভিলমাত্র স্থান আছে? এই কারণে, ভূতমাত্রই আমা হইতে ভিন্ন নয়,—ইহাই সত্য—আর, আমাকে কখনও ভূতগণ হইতে ভিন্ন মনে করিও না।

যথাকালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।

তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধায় ॥ ৬

আকাশের যতখানি বিস্তার, ( আকাশের মধ্যে ) পবনও ততখানি বিস্তৃত, সহজ সঞ্চালনেই তাহাকে পৃথক বলিয়া দেখা যায়, নতুবা উহা তো আকাশই। তেমনি, আমার মধ্যে ভূতজাত আছে, ইহা কল্পনা করিলেই তাহার আভাস হয়, কল্পনার অভাবে ( 'নির্নিকল্পে' ) ঐ আভাস চলিয়া যায়, তখন সমস্তই 'আমি' হইয়া বাই। সেইজন্য, ভূতগণের 'ধাকা' 'না ধাক'—কল্পনার সংযোগেই হয়—কল্পনার লোপ হইলে তাহাদেরও অস্তিত্ব যায়, কল্পনার সহিত তাহাদের আভাস হয়। ( ২০ ) কল্পিত পদার্থের মূল কল্পনাই যখন থাকে না, তখন ( ভূতগণের ) 'ধাকা' 'না ধাকা' কৌণা হইতে আসিবে? সেইজন্য, তুমি পুনরায় আমার ঐশ্বর্য্যযোগ দেখ। অহুভবরূপ বোধসমুদ্রে তুমি আপনাকে একটা তরঙ্গের মত দেখ—পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এই চরাচর বিশ্বে তুমি সর্ব্বত্র আপনাকেই দেখিবে।” ভগবান বলিলেন—“তোমার মধ্যে কি এই জ্ঞানের প্রকাশ ( জাগৃতি ) হইয়াছে? এখন তোমার বৈতরণ্ণ মিথ্যা হইয়াছে কি না? আবারঃ পুনরায় কথাটিং যদি বুদ্ধিতে কল্পনার নিদ্রা আসিয়া যায়, তবে স্বপ্নের ঘোরে এই অতেন্দ্র-বোধ চলিয়া বাইবে। এইজন্য এখন আমি সেই গুচতত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিব বাহা দ্বারা এই ( কল্পনারূপ ) নিদ্রার অবলান হইবে এবং তুমি শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের আলোকে জাগ্রত থাকিবে। হে ধর্ম্মজ্ঞর ধনঞ্জয়, তুমি বৈধ্ব্য ধরিয়া উত্তমরূপে অবধান কর—মায়াই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পক্ষেপে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিন্শজাম্যহম্ ॥ ৭

যাহাকে ‘প্রকৃতি’ কহে তাহা বিবিধ,—তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি,—  
একটি ( অপরা প্রকৃতি ) অষ্টপ্রকার ভেদবিশিষ্ট, অপরিচি ( পরা প্রকৃতি )  
জীবরূপে ব্যক্ত হয় । হে পাণ্ডব, এই প্রকৃতির সমস্ত বিষয়ই তোমাকে পূর্বে  
জ্ঞানাইয়াছি, সুতরাং আর বলিবার প্রয়োজন নাই—ইহাই প্রকৃতি । মহাকল্পের  
অন্তে সর্ব ভূতসৃষ্টি আমারই প্রকৃতিরূপ অব্যক্তে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া<sup>১</sup> গীন হয় ।  
ঐশ্বের আধিক্যে তখন যেমন বীজ সহ পুনরায় ভূমিমধ্যে বিলীন হয় ; ( ১০০ )  
কিষ্কা, বর্ষার আড়ম্বর শেষ হইলে যখন শরৎ ঋতুর শোভা ফুটিয়া উঠে, তখন  
আকাশের মেঘসমূহ যেমন আকাশেই বিলীন হয় ; অথবা, শূন্যগর্ভ  
আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু শান্ত হইয়া লুপ্ত হয়, কিষ্কা তরঙ্গ যেমন জলে বিলীন  
হইয়া যায় অথবা, আগ্রত হইবার সময় মনের স্বপ্ন যেমন মনেই মিলাইয়া যায়,  
তেমনি প্রাকৃত ( প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ) জগৎ কল্পান্তে প্রকৃতিতেই বিলীন হয় ।  
কল্পের প্রায়শ্চেষ্টে পুনরায় আমিই জগৎ সৃষ্টি করি—ইহাই লোকে বলে—এই  
বিষয়ে বথার্থ যুক্তি প্রবণ কর ।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিন্শজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮

হে কীর্তি, আমি সহজলীলার স্বকীয়া প্রকৃতির অধিষ্ঠান হইয়া আছি  
—বয়নের কৌশলে যেমন তন্তুর সমষ্টি বস্ত্রের আকার ধারণ করে । সেই  
বয়নকৌশলের আধারে, ছোট ছোট চতুর্কোণ হইতে যেমন বস্ত্র তৈয়ারী হয়,  
তেমনি পঞ্চভূতাত্মক আকারে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয় । দ্বন্দ্বল ( অন্ন )  
সংযোগে দৃষ্ট যেমন জমিয়া যায়, তেমনি প্রকৃতিও সৃষ্টির আকার ধারণ  
করে । জলের সহিত সংযোগ হইলে বীজ যেমন শাখাপ্রশাখার রূপ ধারণ  
করে, তেমনি ভূতসৃষ্টির প্রলার আমি হইতেই হয় । ‘রাজা নগর বলাইয়াছেন’  
বলিলে ঠিকই বলা হইবে, পরন্তু বথার্থ দেখিতে গেলে, রাজার হাত কি এই

জন্ম কষ্ট করে? আর, আমি কিভাবে প্রকৃতিকে ধারণ করি? আমি? —যেমন কেহ স্বপ্ন হইতে জাগ্রত অবস্থায় প্রবেশ করে। (১১০) হে পাণ্ডু-  
ভূত, স্বপ্ন হইতে জাগ্রতিতে আসিতে কি পায়ে ব্যথা হয়? কিহা, স্বপ্নের  
মধ্যে কি প্রবাসবাজা হয়? এই সমস্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই  
ভূতসৃষ্টির জন্ম আমাদের কিছুই করিতে হয় না—ইহাই তাহার অর্থ। রাজার  
নিয়ন্ত্রণে থাকিরা প্রত্যেকে যেমন আপন কার্যের জন্ম সমস্ত ব্যাপার  
আপনাকেই করিতে হয়, প্রকৃতির সহিত সঙ্গ (সম্বন্ধ) আমার তেমনিই,—  
তাহাকেই সমস্ত কার্য করিতে হয়। দেখ, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে সমুদ্রে অপার  
(বিশাল) জোয়ার আসে, হে কিরীটি, তাহাতে কি চন্দ্রের কোনও পরিভ্রম  
হয়? লৌহ জড়, পরন্তু চুম্বকের কাছে আসিলে চলিতে থাকে,—সান্নিধ্যের  
জন্ম কি চুম্বকে কষ্ট করিতে হয়? কিং বহুনা, এইভাবে আমি নিজ  
প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করি, এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ভূতসৃষ্টির প্রসার হইতে  
থাকে। হে পাণ্ডব, এই সমস্ত ভূতগ্রাম প্রকৃতির অধীন,—বীজ হইতে  
লতাপল্লব বাহির করিতে ভূমিই যেমন সমর্থ; অথবা, দেহসংযোগই যেমন  
বালায়ি অবস্থার মুখ্য কারণ, অথবা, মেষগুহাই যেমন আকাশ হইতে বর্ষণের  
কারণ; কিহা, নিদ্রাই স্বপ্নের কারণ, তেমনি, হে নরেন্দ্র, প্রকৃতিই এই অশেষ  
ভূতসমূহের কর্তা। হাবর, জলম, শূল অথবা সূত্র,—অধিক কি বলিব?  
সমস্ত ভূতগ্রামের মূল কারণই প্রকৃতি। (১২০) অতএব, ভূতগ্রামের সৃষ্টি,  
কিহা সৃষ্ট প্রাণীর প্রতিপালন,—এই সমস্ত কর্ণের সহিত আমার কোনও  
সম্পর্ক নাই। জলের উপর চন্দ্রকিরণের প্রসার দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্র যেমন  
তাহা (সেই প্রসার) করে না, তেমনি, এই সমস্ত কর্ম আমা হইতে উদ্ভূত  
হইলেও আমা হইতে দূরে থাকে।

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেবু কৰ্ম্মসু ॥ ৯ ॥

সমূহের জলে তরঙ্গ উঠিলে যেমন লবণের বাঁধ তাহাকে রোধ করিতে  
পারে না, তেমনি সকল কর্ণের আমাদেরই অন্ত হইলেও সেই কর্ম কি আমাদের  
বিরুদ্ধে পারে? ধুমকণার পিঙ্করে কি আঁজা করিরা প্রবহমান বায়ুকে  
আটকান যায়? স্বর্ষ্যবিষের মধ্যে কি অঙ্গকার প্রবেশ করিতে পারে?

আমি অধিক কি বলিব? বর্ষার ধারা যেমন পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না (‘হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে পারে না’) তেমনি প্রকৃতির বাবতীর কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃতির এই নামরূপাত্মক বিকারের আমিই একমাত্র আধার, জানিবে,—পরন্তু ঊনাদীনের মত আমি কিছু করিও না, কয়ইও না। যেমন ঘরের মধ্যে রক্ষিত দীপ কাহাকে কিছু করারও না, কিছু করিতে বাধাও দেয় না, আর কে কি প্রকারে’ নিযুক্ত থাকে, তাহা জানেও না; সেই দীপ যেমন লাক্ষীভূত (তটস্থ) হইয়া গৃহব্যাপারাদি কর্মে প্রবৃত্তিরহিত হয়, তেমনি আমিও ভূত-কর্মে অনাসক্ত থাকিয়া ভূতের মধ্যে থাকি। একই অভিপ্রায়, এইসব যুক্তি দ্বারা আর বারবার কত বলিব? হে স্তম্ভাপতি, একবার ইহাই জ্ঞানিয়া রাখ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০

সমস্ত লোকচেষ্টার (ব্যাপারে) স্মৃতি যেমন শুধু নিমিত্তমাত্র, তেমনি, হে পাণ্ডুসুত, আমিও জগতের উৎপত্তির হেতুমাত্র। (১৩০) আমাতে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতেই এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, স্মৃতবাং আমিই এই উৎপত্তির নিমিত্ত কারণ—ইহাই এসম্বন্ধে উপপত্তি বা যুক্তি। এখন এই জ্ঞানের সত্য-প্রকাশে আমার (ঐশ্বর্য) যোগ দেখিলে বুঝিবে যে ভূতমাত্রই আমার মধ্যে আছে, পরন্তু আমি ভূতের মধ্যে নাই। অথবা, ভূতগণ আমার মধ্যে আছে, আর আমি ভূতগণের মধ্যে নাই—এই গূঢ় রহস্য কখনও ভুলিও না। আমার সমস্ত গূঢ় রহস্য তোমাকে খুলিয়া প্রকাশ করিলাম, এখন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইহা উপভোগ কর। এই স্মৃতি হস্তগত না হইলে (বুঝিতে না পারিলে) আমার সত্যস্বরূপের উপলব্ধি হয় না—যেমন ভূমির মধ্যে শস্তকণা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ অহুমানের সাহায্যে আমার স্বরূপ জানা যায় এইরূপ মনে হয়, কিন্তু যুগজলের ‘আনন্দাতিশয়ো’ (আর্দ্র-জ্ঞান) কি ভূমি সিক্ত হয়? অলৈ জল ফেলিলে মনে হয় প্রতিবিম্বকে ধরা

গেল, পরন্তু আল জীয়ে আনিয়া রাড়িলে তাহাতে বিশ্ব কোথায় থাকে, বল।  
তেমনি বাক্যের বাচালতার বুধাই প্রতীতির (অহতবের) দৃষ্টি বললান হয়,  
পরন্তু বথার্থ বোধের সময় দেখা যায় লতাই কোনও অল্পকৃতি হয় নাই।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাত্রিতম্।

পরং ভাবমুজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

অধিক আর কি বলিব ? যদি সংসারের ভয় থাকে, এবং বথার্থই  
আমাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই উপপত্তি (তত্ত্ববিচার) সম্বন্ধে  
যত্নবান হইবে। নতুবা চক্ষু পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইলে যেমন চাঁদনীকেও পীতবর্ণ  
দেখায়, তেমনি আমার নির্মল স্বরূপেও দোষ দেখা যায়। (১৪০) অথবা,  
জরে মুখ বিষাদ হইলে যেমন দুধও বিষের জ্বায় কটু লাগে, তেমনি অমাহুষ  
(লোকাভীত) আমাকে মাহুষ মনে করে। সেইজন্য, হে ধনঞ্জয়, আমি  
বারবার বলিতেছি এই অভিশ্রয় (গূঢ়তত্ত্ব) যেন ভুলিও না,—কারণ উহা  
দুলদৃষ্টিতে দেখিলে বুধাই যাইবে। যদি আমাকে দুলদৃষ্টিতে দেখ, তবে  
তাহা দেখাই হইবে না—ইহা নিশ্চয় জানিবে,—যেমন স্বপ্নে লব্ধ অমৃতদ্বারা  
অমর হওয়া যায় না। সাধারণতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে দুলদৃষ্টিতে দেখিয়া  
সঠিক জানিয়াছে মনে করে, পরন্তু এই জানা তাহাদের বথার্থ জ্ঞানের অন্তরায়  
হইয়া দাঁড়ায়; যেমন (জলে) নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে রত্ন মনে  
করিয়া, তাহা পাইবার আশায় হংস জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং প্রাণ হারায়।  
বল দেখি, মৃগজল (মরীচিকা)-কে গলা মনে করিয়া তাহার কাছে আসিলে  
কি কোনও ফল হয়? বাবুল বৃক্ষকে কল্লতরু মনে করিয়া হাতে ধরিলে কি  
লাভ হয়? নীলমণির দোহুতী হাঁর মনে করিয়া বিবাক্ত সর্পকে হাতে  
ধরিলে, কিবা রত্ন মনে করিয়া শ্বেতপ্রস্তর সংগ্রহ করিলে যেমন হয়; অথবা,  
উত্তমবনের ভাণ্ডার পাওয়া গেল বলিয়া খদির বৃক্ষের অজার কোলায় ভরিলে,  
কিবা সিংহ যদি (নিজের প্রতিবিম্বকে) ছায়া না বুঝিয়া কুয়ার মধ্যে লাফাইয়া  
পড়ে; তেমনি, বাহারা এই প্রপঞ্চে আমি আছি এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া  
এই প্রপঞ্চেই নিমগ্ন হয়—তাহারা চক্ষু মনে করিয়া জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বকে  
ধরিতে যায়; তেমনি তাহাদের কৃতনিশ্চয়তা নিফল হয়—যেমন কেহ  
কাঁড়ী (কেন) পান করিয়া অমৃত পান করিবার ফললাভ করিলাম মনে



করে। ( ১৫০ ) তেমনি, বিনাশশীল, স্থলাকায়ে আত্ম স্থাপন করিয়া অবিদ্যাই আমাদের দেখিতে গেলে কেমন করিয়া দেখিবে? পূর্বদিকের পথে গেলে কি পশ্চিম সমুদ্রের তটে পৌঁছান যায়? কিহা, হে বীর অর্জুন, তুমি কুটিলে কি শত্রুকাণ্ড পাওয়া যায়? তেমনি, এই বিকারী, স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চকে জানিয়া কি আমার নির্দোষ শুদ্ধ স্বরূপ জানা যায়? ফেন খাইলে কি জল পান করা হয়? এইভাবে, মনোবৃত্তি মায়ামোহিত হইলে লোকে ভ্রমে পড়িয়া মনে করে এই বিশ্বই আমি, এবং এই সংসারের জন্মকর্ম আমাতেই আরোপ করে। এই প্রকারে অনামী আমাকে নাম দেয়, ক্রিয়ারহিত আমাতে কর্ম ও বিদেহী আমাতে দেহধর্ম আরোপ করে। নিরাকার আমাকে আকার প্রদান করে, উপাধিরহিত আমাকে উপচারবিধিবারা পূজা করে, বিধিবর্জিত আমাতে আচারাদি ব্যবহার করে। বর্ণহীনের বর্ণ, গুণাতীতের গুণ, চরণবিহীনের চরণ, অপাণির পাণি; অশরমেয়ের পরিমাণ, সর্বব্যাপকের স্থান কল্পনা করে,—যেমন শয্যায় নিদ্রিত হইয়া ( স্বপ্নে ) বন দেখা যায়; তেমনি ভাবে, কর্ণহীনের কর্ণ, অচক্ষুর নেত্র, অগোত্রের গোত্র, অরূপের রূপ; অব্যক্তের ব্যক্তি, অনাক্তের ( ইচ্ছাবিহীনের ) আর্তি, স্বয়ংভূতের তৃপ্তি কল্পনা করে। ( ১৬০ ) নিরাবরণকে আবরণ ( বস্ত্র ) দেয়, ভূষণাতীতকে ভূষণে সজ্জিত করে, সকল বিশ্বের কারণ আমারও কারণ নির্দেশ করে। স্বয়ংসিদ্ধ আমার মূর্ত্তি তৈয়ারী করে, স্বয়ম্ভু আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, অখণ্ড ও সর্বব্যাপী আমাকে আবাহন করে ও বিসর্জন দেয়। আমি সর্বদা স্বতঃসিদ্ধ, একরূপ আমাতে বালা, তারুণ্য ও বৃদ্ধত্ব এইসব অবস্থার সুবন্ধ স্থাপন করে। অদ্বৈত আমাকে দ্বৈত, ক্রিয়ারহিত আমাকে কর্তা, অভোক্তা আমাকে ভোক্তা মনে করে। কুলগোত্রহীন আমার কুলের বর্ণনা করে, নিত্যস্বরূপ আমার মরণে শোক করে, সর্বত্রস্থিত ( সর্বব্যাপক ) আমাকে অরি মিত্র রূপে কল্পনা করে। স্বানন্দাভিরাম আমাতে স্থখের কামনা কল্পনা করে, সর্বভূতে সমভাবে স্থিত আমাকে একদেবী বলে। যদিও আমি চরাচরের আত্মা, তথাপি আমি একের<sup>১</sup> প্রতিবন্ধকতা করি<sup>২</sup> এবং ক্রোধে<sup>৩</sup> অপরকে বধ করি—ইহাই প্রচার করে। কিং বহন, এই যে সমস্ত প্রাকৃত মহত্ত্বধর্ম, ইহা আমাতেই আরোপ

করে—এমনিই ইহাদের বিপরীত জ্ঞান। কোনও মূর্তি দেখিলে তাহাকে দেবতা বলে, পরন্তু ভাদ্রিয়া গেলে তাহার দেবত্ব নাই বলিয়া ফেলিয়া দেয়। এইভাবে, নানাপ্রকারে আমাদের মনুষ্যের আকারে কল্পনা করে—সেইজন্য এই জ্ঞান সত্যজ্ঞানকে অন্ধকারের ছায় আবৃত করে। ( ১৭০ )

মোঘাশা মোঘকর্ণাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীমানুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

এইজন্য তাহাদের জন্মগ্রহণই ব্যর্থ হয়, যেমন বর্ষাকাল ভিন্ন অল্প ঋতুর মেঘ, কিসা যুগজলের তরঙ্গ দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য। অথবা কোল্‌হেরী গ্রামের ( মাটির ) ঘোড়সওয়ার, কিসা যাতুরের ( প্রদর্শিত ) অলঙ্কার, কিসা ( মেঘনির্মিত ) গজকর্ণনগরের প্রাকারবেষ্টিত অঙ্গন যেমন দেখা যায়। 'সাবেরী' ( শাল্মলী ) বৃক্ষ যেমন সোজা বাড়িয়া যায়, পরন্তু তাহার ফলও হয় না, এবং তাহা অন্তঃসারশূন্য, কিসা ছাগলীর গলায় স্তন যেমন ; তেমনি, সেই মূর্খ ব্যক্তিগণের জীবন ( নিফল ) এবং তাহাদের কৃত কৰ্ম্মে শিক্—যেমন সাবেরীর ফল হইলে তাহা গ্রহণ ও দানের অযোগ্য। তাহারা বাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহা মৰ্কটের উৎপাটিত নারিকেল ফলের ছায়, অথবা অন্ধের হাতে মুক্তা পড়িলে যেমন হয় ( তেমনি নিফল হয় )। কিং বহনা, তাহাদের ( অধীত ) শাস্ত্র, শিশুর হাতে অস্ত্র দিলে যেমন হয়, কিসা অণুচি ব্যক্তিকে বীজমন্ত্র দিলে যেমন হয়, তেমনি হয়। তেমনি, হে ধনঞ্জয়, তাহাদের সমস্ত জ্ঞান, এবং তাহারা বাহা কিছু আচরণ করে, সে সমস্তই ব্যর্থ হয়—কারণ তাহারা চিত্তহীন ( তাহাদের চিত্তে স্বার্থ জ্ঞানের অভাব ) ; যে তমোগুণরূপী রাক্ষসী স্ববুদ্ধিকে গ্রাস করে, যে নিশাচরী বিবেকের ভিত্তি পর্যন্ত পুঁছিয়া কেলে, সেই প্রকৃতির অধীন হইয়া তাহারা চিন্তাগ্রস্ত হয়, ১-২ এবং পরে এই তামসী রাক্ষসী মুখগহ্বরে পড়ে ; যে রাক্ষসীর মুখবিবরে আশার লালার মধ্যে হিংসারূপ জিহ্বা লকলক করে, যে রাক্ষসী প্রকৃতি নিরন্তর অসঙ্খ্যরূপ মাংসখণ্ড চৰ্ণন করিতেছে ; ( ১৮০ ) যে জিহ্বা গুঠ চাটিতে অনর্থরূপ কান পর্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে, যে ( রাক্ষসী ) প্রমাদপর্যন্তের

গুহায় সর্বদা মত্ত হইয়া আছে; বাহার বেষরূপ ধংষ্ট্রা জ্ঞানকে চিচাইয়া চূর্ণ করে, এবং বাহা মৃৎপিণ্ডসর্বস্ব' মূর্খের স্থূলবুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে; এইরূপ আত্মরী প্রকৃতির মূর্খে বাহার ভূতবলির জায় পতিত হয়, তাহার ব্যামোহের (ভ্রান্তির) কুণ্ডে ডুবিয়া যায়। এইভাবে বাহার তমোগুণের (অজ্ঞানের) গর্ভে পড়ে, বিচারের হাত তাহাদের ধরিয়া তুলিতে পারে না; শুধু ইহাই নহে,—তাহারা কোথায় যায় কেহই জানে না। সুতরাং এই নিফল কথা থাকুক,—মূর্খের এই বৃথা বর্ণনা শুধু বাণীর কণ্ঠ বাড়াইবে।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন—“আপনার কথাই ঠিক”, (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) “এখন বাণী যাহাতে বিশ্রামস্থল লাভ করিবে সেই লাধুকথা শুন।

মহাজ্ঞানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাত্রিতাঃ।

ভজন্ত্যনামনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

আমি ক্ষেত্রসন্ন্যাসী হইয়া বাহার নির্মল অন্তঃকরণে বাস করি,—নিমিত্ত অবস্থাতেও যাহাকে বৈরাগ্য সেবা করে; বাহার শ্রদ্ধাযুক্ত সদভাবনার মধ্যে ধর্ম্ব রাজস্ব করে, বাহার মন বিবেকের আদ্র্ভায় পূর্ণ; যে জ্ঞান-গুহায় স্নান করিয়া পূর্ণব্রহ্মরূপপ্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছে, যে শান্তিরূপ লতার নবপল্লবলদৃশ; যে ব্রহ্মরূপ হইতে নির্গত পরিণত অস্থর, যে ধৈর্য্য-মণ্ডপের স্তম্ভ, যে আনন্দসাগরে চুবাইয়া তোলা পূর্ণকুন্তলদৃশ; (১২০) বাহার ভক্তির প্রীতি (প্রেম) এত বেশী যে, মোক্ষকে দূরে সরিয়া বাইতে বলে, বাহার লীলার মধ্যেও নীতি জীবিত (জাগ্রত) থাকে দেখা যায়; বাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমের অলঙ্কারে ভূষিত, বাহার চিত্ত সর্বব্যাপক আমাকেও আবৃত করিয়া আছে; এমন যে মহামুভব, যে দৈবী প্রকৃতির সৌভাগ্যস্বরূপ, যে মহাত্মা আমার সত্যস্বরূপ সর্বতোভাবে জানিয়া ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমে আমাকে ভজনা করে, পরন্তু বাহার মনোদর্শে বৈতন্ধ্য স্পর্শও করে না; হে পাণ্ডব, এইভাবে মৎস্বরূপ হইয়া সে আমার সেবা করে,—পরন্তু সেই সেবারও এক আশ্চর্য্য কথা কথা আছে, শুন—

সততঃ কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমন্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

( এইপ্রকার ভক্ত ) কীর্তনের নৃত্যানন্দে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চুকাইয়া দেয়, কারণ ( ঐ কীর্তনে ) তাহার পাপের নাম পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় । যমদমকে নিন্তেজ করিয়া দেয়, তীর্থে বাস উঠিয়া যায়, যমলোকের সর্ব ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায় । যম বলে ‘কি নিয়ন্ত্রণ করিব?’ দম বলে ‘কাহাকে শুকাইব?’ তীর্থ বলে ‘কোন দোষ ক্ষালন করিব?’ পাপের লেশমাত্র নাই । এইভাবে আমার নামকীর্তনের শব্দ বিশ্বের দুঃখ নাশ করিয়া, সমস্ত জগৎ মহাস্থখে ( আনন্দস্থখে ) পূর্ণভাবে ভরিয়া, ছুম্‌ছুম করিতে থাকে । ( এইপ্রকার ভক্ত ) প্রভাত বিনাই জ্ঞানালোক প্রকাশ করে ; অমৃত বিনাই লোকের জীবন দান করে ( অমর করে ), যোগসাধনা বিনাই নেত্রকে কৈবল্য দর্শন করায় । ( ২০০ ) পরন্তু, রাজা ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ করে না, ছোট বড় বিচার করে না, ( এইভাবে ) জগতের সকলের পক্ষে একেবারে আনন্দের মন্দির হইয়া যায় । কঁচিং কখনও কেহ বৈকুণ্ঠে যায়, পরন্তু ইহার সারা জগৎকেই বৈকুণ্ঠ করিয়া ফেলে—নামসংকীর্তনের গৌরবে এমনভাবে বিশ্বকে শুভ আলোকে প্রকাশিত করে ( উজ্জ্বল করে ) । তেজে সূর্য্যের তায় উজ্জ্বল—পরন্তু সূর্য্যেরও অন্ত ঘাইবার দোষ আছে,—চন্দ্র কেবল এক সময়ে ( পূর্ণমাতে ) সম্পূর্ণ কলাযুক্ত হয়,—এই ভক্ত সর্বদা পূর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মেঘ উদার বটে, পরন্তু বর্ষণে নিঃশেষিত হয়, এইজন্ম উপমার যোগ্য নহে,—এই ভক্ত নিঃসন্দেহে পক্ষ ( দয়া ) যুক্ত সিংহের তায় । যে নাম একবার উচ্চারণ করিতে শতজন্ম ধারণ করিতে হয়, সেই আমার নাম উহার মুখাণ্ডে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, ভাছুমণ্ডলেও আমাকে একবারও দেখা যায় না, আমি যোদ্ধিগণেরও মন পরিত্যাগ করিয়া ঘাই । পরন্তু, হে পাণ্ডব, আমাকে অগ্রজ কোথায়ও না পাওয়া গেলে, যেখানে প্রেমসহকারে আমার নামসংকীর্তন করা হয়, সেখানেই আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া ঘাইবে । ( এই ভক্ত ) আমার গুণে এমনই পরিপূর্ণ হয় যে

দেশকাল বিন্ধুত হইয়া কীর্তনানন্দে আত্মস্থ প্রাপ্ত হয় ( কীর্তনস্থে আত্মস্থরূপ প্রাপ্ত হয় ) । কৃষ্ণ, বিষ্ণু, গোবিন্দ এই নামের অখণ্ড গাথার মধ্যে বিশদভাবে অধ্যাত্মচর্চা করিয়া উদ্ভবভাবে আমার নামগান করে । যথেষ্ট বলা হইল ; হে পাণ্ডুকুমার, শুন, এইভাবে এই ভক্তগণ আমার নাম কীর্তন করিয়া চরাচরে বিচরণ করে । ( ২১০ ) হে, অর্জুন, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত যত্নপূর্বক মন ও পঞ্চপ্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করে । বাহিরে যমনিয়মের কাঁটার বেড়া দিয়া, অন্তরে বজ্রাসনের দুর্গ নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর প্রাণায়ামের কামান প্রভৃতি মারণাস্ত্র সাজাইয়া দেয় ।

সেই অবস্থায় উর্দ্ধমুখী কুণ্ডলিনীর প্রকাশে, ও মন ও প্রাণবায়ুর সহায়তায়, সপ্তদশকলার, অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞানামৃতের সরোবর প্রাপ্ত হইয়া বল লাভ করে । তখন প্রত্যাহারের চরম বিকাশে সর্বপ্রকার বিকার সমূলে নাশ-প্রাপ্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাঁধিয়া হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলে । তখন, ধারণারূপ অখণ্ড ধাবমান হয়, পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্কল্পবিকল্পরূপ চতুরঙ্গ সৈন্যদল বিনষ্ট হয় । তাহার পর ‘জয়’ ‘জয়’ শব্দে ধ্যানের ডকা বাজিতে থাকে, এবং তন্ময়ের ( ব্রহ্মের সহিত ঐক্যের ) একচ্ছত্র পতাকা স্বকুম্ভ করিয়া উড়িতে থাকে । তদনন্তর সমাধিলক্ষ্মীর অখণ্ড আত্মাভবরূপ রাজ্যস্থের ব্রহ্মৈক্যরূপে পট্টাভিষেক হয় । হে অর্জুন, আমার ভজন এমনি গহন ( গূঢ়রহস্যপূর্ণ, কঠিন ) ; এখন, অল্প এক ভক্ত কি করে তাহাই বলিতেছি, শুন । ব্রহ্মের এক প্রাপ্ত হইতে অল্প প্রাপ্ত পর্য্যন্ত যেমন একতন্তুই থাকে, তেমনি ( সে ) চরাচরে আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না । আদি ব্রহ্মা হইতে অন্তে মশক পর্য্যন্ত মধ্যস্থলে সমস্ত ভূতসৃষ্টিকে আমারই স্বরূপ বলিয়া জানে । ( ২২০ ) ছোট বড় ভেদ করে না, সজীব নিসর্জীব বিচার করে না, যে বস্তু দৃষ্টিতে পড়ে আমারই স্বরূপ মনে করিয়া তাহাকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে । আপনার উত্তমত্ব ( শ্রেষ্ঠত্ব ) ভুলিয়া যায়, সমুৎসব বস্তুর ঘোণ্যাঘোণ্য বিচার করে না, ব্যক্তি ( বস্তু ) যাত্রাকেই একেবারে নমস্কার করিতে ভালবাসে । জল যেমন উঁচু হইতে পড়িয়া নীচের দিকেই যায়, তেমনি, ভূতযাত্রকে দেখিলেই প্রণাম করে—ইহাই তাহার স্বভাব । কিম্বা, দেখ,

তরুর শাখা ফলভারে স্বভাবতঃই ভূমির দিকে অবনত হয়, তেমনি, ইহারাও প্রাণিমাট্রকেই নত হইয়া প্রণাম করে। ইহারা নরন্তর গর্ভরহিত, বিনয় ইহাদের সম্পত্তি, ইহারা ‘জয়’ জয়মন্ত্রে’ আমাকে এই সম্পত্তি অর্পণ করে; প্রণাম করিতে করিতে ইহাদের মানাপমানজ্ঞান দূর হয়, এইজন্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে মৎস্বরূপ হইয়া যায়; এইভাবে নিরন্তর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া আমাকে উপাসনা করে। হে অর্জুন, তোমাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তির কথা বলিলাম, এখন জ্ঞানযজ্ঞে যে আমাকে ভজনা করে সেই ভক্তের কথা শুন। পরন্তু, হে কিরীটি, এই ভজনার রীতি তুমি অবগত আছ, কারণ ইহার কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি।” তখন অর্জুন বলিলেন—“হাঁ, প্রভু, এই দৈব প্রশাদ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, পরন্তু অমৃত সেবন করিবার সময় কি কেহ বলে ‘যথেষ্ট হইয়াছে’?” অর্জুনের এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত তাঁহার ঔৎসুক্য বুঝিতে পারিয়া চিত্তের আনন্দের জন্ত দুলিতে লাগিলেন; ( ২৩০ ) এবং বলিলেন—“হে পার্থ, তুমি ভালই বলিয়াছ, বাস্তবিকপক্ষে ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু তোমার প্রতি আস্থা ই আমাকে বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে।” তখন অর্জুন বলিলেন—“এ কেমন কথা? চকোর বিনা কি চাঁদনী থাকিতে পারে না? জগৎকে নীতল করাই তো ইহার ( চাঁদনীর ) স্বভাব; চকোর শুধু আপন গরজেই চক্ষু খুলিয়া চক্রে দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি, হে দেব কৃপাসিদ্ধ, আমি আপনার কাছে সামান্য প্রার্থনা করিতেছি। মেঘ আপনার সামর্থ্যেই জগতের আর্তি দূর করে, নতুবা; মেঘের বর্ষণের কাছে চাতকের তৃষ্ণা আর কতটুকু? পরন্তু, এক অঞ্জলি জলের জন্ত যেমন গন্ধায় যাইতে হয়, তেমনি, শ্রবণের ইচ্ছা অল্পই হউক বা বেশীই হউক, আপনাকেই তাহা পূরণ করিতে হইবে।” তখন ভগবান বলিলেন—“কাস্ত হও, আমার সন্তোষ হইয়াছে, ইহার পর আর স্তুতি লহ করিতে পারিব না। তুমি যে আমার কথা উত্তমরূপে ( মনোযোগপূর্বক ) শুনিতেছ ইহাই আমার বক্তৃতাকে উৎসাহিত করিতেছে”; এইভাবে তাহাকে বুঝাইয়া<sup>১</sup> শ্রীহরি বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যাশ্রো যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

জ্ঞানযজ্ঞ এইরূপ ; ইহাতে আদি সৰ্ব্ব যজ্ঞতত্ত্ব (বৃণ), মহাহৃত যজ্ঞ-  
 মণ্ডপ, এবং ভেদ (বৈতম্ভাব) যজ্ঞের পশু। পঞ্চমহাহৃতের বে বিশেষ গুণ  
 অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণ এই যজ্ঞের উপচার সামগ্রী (যজ্ঞোপকরণ), এবং  
 অজ্ঞানই যুত। মন ও বুদ্ধির কুণ্ডের মধ্যে জ্ঞানই বস্তু অগ্নি, সাম্য ঐ যজ্ঞের  
 স্তম্বর বেদী জানিবে। (২৪০) বিচারযুক্ত বুদ্ধির কৌশল তাহার বিভাগৌরব  
 ইন্দ্রিয়নিগ্রহ<sup>১-৩</sup> শ্রব ও শ্রব (যজ্ঞপাত্র), এবং জীব এই যজ্ঞের হোতা  
 (যজ্ঞকর্তা) ; (এই জীব) অল্পভবরূপ পাত্রে, বিবেকরূপ মহামন্ত্র দ্বারা জ্ঞানায়িতে  
 আহুতি প্রদান করিয়া বৈতম্ভাব নাশ করে ; যখন অজ্ঞানের নাশ হয়, যজ্ঞকর্তা ও  
 যজ্ঞকৰ্ম এক হইয়া যায়, এবং জীব আত্মানন্দরসে অবতৃত্ত গ্নান করে ; তখন,  
 মৃত, বিষয় ও ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক্ মনে হয় না, আত্মবুদ্ধি (পূর্ণ আত্মজ্ঞান)  
 তখন সমস্তই একরূপ (ব্রহ্মরূপ) বলিয়া জানিতে পারে। হে অৰ্জুন, জাগ্রত  
 হইলে মহত্ব যেমন বলে—‘নিদ্রাবশে আমিই স্বপ্নের সৈন্ত হইয়াছিলাম’—  
 ‘ঐ সৈন্ত তো সৈন্তই নহে, আমি একাই এই সমস্ত হইয়াছিলাম’, তেমনি,  
 জ্ঞানযজ্ঞকারী সারা বিশ্বে একত্বই দেখে। তখন জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়,  
 আত্মক পরমাণুবোধে ভরিয়া যায়—এইভাবে, ইহারা একত্ববোধে জ্ঞানযজ্ঞ  
 দ্বারা আমার ভজনা করে। অথবা, জগৎ অনাদি, পরন্তু অনেক (ভিন্ন ভিন্ন  
 রূপের), একটি অল্প একটির সমান নহে এবং তাহাদের নামরূপাদিও ভিন্ন ;  
 এইজন্য, বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ থাকিলেও, জ্ঞানযজ্ঞকারী তাহাদের মধ্যে  
 কোনও ভেদ দেখে না,—যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব হইলেও তাহারা একই দেহে  
 থাকে। কিম্বা, যেমন একই বৃক্ষে ছোট বড় শাখা থাকে, অথবা রশ্মি বহু  
 হইলেও একই সূর্য্যের রশ্মি, তেমনি নানাবিধ ‘ব্যক্তি’র বিভিন্ন নাম ও পৃথক  
 বৃত্তি হইলেও এই ভেদপূর্ণ ভূতের মধ্যে অভিন্ন আমাকেই দেখিতে পায়।  
 হে পাণ্ডব, এইভাবে বিভিন্ন প্রকারে তাহারা উত্তম জ্ঞানযজ্ঞ করে, কারণ  
 তাহারা জানে সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং এইজন্য তাহাদের জ্ঞানে ভেদভাব হয়  
 না। অথবা, তাহাদের এমনই জ্ঞান হয় যে, যখন যেখানে, বাহা কিছুই  
 দেখুক না কেন, তাহা আমি ভিন্ন কিছুই নহে ইহাই বুঝিতে পারে। দেখ,  
 বুদবুদ যেখানেই ষাউক না কেন, সেখানেই উহা জলের সহিত একরূপ,—

উহা গলিয়াই বাউক কি থাকুক, জলের মধ্যেই থাকে। কিছা, পবন যে ধূলিকণা উড়ায়, তাহার মাটিও নষ্ট হয় না, আর উহা যখন পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন পৃথিবী উপরেই পড়ে। তেমনি, যেখানে, যেভাবে, যাহাই উৎপন্ন হউক বা নষ্ট হউক না কেন, পরন্তু সে সমস্তই মজুদ হইয়া থাকে। আমার যতখানি ব্যাপ্তি ততখানিই তাহাদের ব্রহ্মাত্মভূতি (আমি যেমন সর্বব্যাপক তাহাদের ব্রহ্মাত্মত্বও তেমনি সর্বব্যাপক)—এইভাবে বহুবিধ আকারের মধ্যে তাহারা বহু হইয়া থাকে (অর্থাৎ বহুবিধ আকারে সারা বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা জানিয়া তেমনি ব্যবহার করে); হে ধনঞ্জয়, সূর্য্যবিষ যেমন দ্রষ্টার সম্মুখেই আছে মনে হয়, তেমনি তাহারা (ব্রহ্মভাবে অহুপ্রাণিত থাকায়) সারা বিশ্বকে সর্বদা তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়। হে অর্জুন, তাহাদের জ্ঞানে বিপরীত বা বিরুদ্ধভাব (অজ্ঞান) নাই—অর্থাৎ তাহারা পূর্ণজ্ঞানী, বায়ু যেমন গগনের সর্বাক্ষে ব্যাপ্ত হইয়া আছে; তেমনি, আমার পূর্ণস্বরূপের ব্যাপ্তির দ্বারা তাহাদের সদ্ভাবের (ব্রহ্মবোধের) ব্যাপ্তি—এইজন্ত, হে পাণ্ডব, তাহারা ভজন না করিলেও যাহাই করে তাহাতেই আমার উপাসনা হয়। (২৬০) সর্বত্র সর্বভূতে যখন আমিই আছি, তখন কে কোথায় আমার উপাসনা করে না? শুধু অজ্ঞানী যাহার এসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হয় নাই, —সেই আমাকে প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, যথেষ্ট হইয়াছে—এইভাবে ‘উচিত’ (যোগ্য) জ্ঞানসম্বন্ধ দ্বারা যজন করিয়া যাহারা আমার উপাসনা করে তাহাদের কথা বলা হইল। নিরন্তর যে সকল কর্ম সর্বদিকে অহুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা সহজে এক আমাকেই অর্পণ করা হয়—মূর্থ ব্যক্তিগণ ইহা না জানিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোহমহমবাজ্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥ ১৬

এই জ্ঞানের উদয় হইলে, (বুঝিতে পারা যায় যে) মূল বেদ এবং বেদোক্ত অহুষ্ঠানবিধিতে যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা আমিই। হে পাণ্ডব, ঐ বেদোক্ত যথাবিধি অহুষ্ঠিত কর্ণের সহিত যে সমস্ত সাক্ষোপাস যজ্ঞ প্রকট হয়, তাহাও আমি। আমিই বাহা, আমিই স্বধা, সোমলভাদি বিবিধ ঔষধ,



আজ্য ( দ্যুত ), সমিধ, মন্ম ও হবি ( হোমদ্রব্য ) আমিই । হোতাও আমি, যে হোমায়িত্তে হবন করা হয় তাহাও আমার স্বরূপ, যে যে বস্তু দ্বারা হবন করা হয় তাহাও আমি ।

পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোদ্ধার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭

যাহার অঙ্গসঙ্গে ( সহবাসে ) অষ্টধা প্রকৃতি হইতে জগৎ জন্মগ্রহণ করে সেই পিতা আমিই । অর্কনারীনটেশ্বররূপে যিনি পুরুষ তিনিই নারী,— তেমনি আমি এই চরাচর বিশ্বের মাতা । জগৎ উৎপন্ন হইয়া যাহার আধারে অবস্থান করে, এবং যাহার দ্বারা জীবিত<sup>১</sup> থাকে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চিত আমি ভিন্ন অণু কিছুই নহে । ( ২৭০ ) এই দুই বস্তু—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে নিগুণ স্বরূপের সকল ( আদি সকল ) হইতে উৎপন্ন, ত্রিভুবন বিশ্বের সেই পিতামহ আমিই । আর, হে বীর অর্জুন, সকল জ্ঞানের পথ যে বেদের ( বেদোক্ত ) চৌরাস্তায় গিয়া মিলিয়াছে, যাহাকে ‘বেদ্য’ বলা হয় ; যেখানে নানা মতের সামঞ্জস্য হয়, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ বা ভেদভাব নষ্ট হয়, ভ্রান্ত ( পরস্পর বিরোধী ) জ্ঞান যেখানে আসিয়া মিলিত হয়, যাহাকে ‘পবিত্র’ বলা হয় ; ( আদি সকলরূপ ) ব্রহ্মবীজ হইতে উৎপন্ন, নানাকার ঘোষধ্বনি রূপ অক্ষরের যে মূলস্থান ‘ঔকার’ তাহাও আমি ; যে ঔকারের কুক্ষি হইতে ‘অ’কার ইত্যাদি<sup>২-৩</sup> অক্ষর বেদত্রয়ের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে ।” আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিনটি বেদ আমিই, এইভাবে এই শব্দত্রয়ের কুলক্রম ( বংশপরম্পরা )-ও আমি ।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

এই সমগ্র চরাচর বিশ্ব যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই প্রকৃতি ভ্রান্ত হইয়া যেখানে বিভ্রাম লাভ করে, সেই পরম গতিও আমি । প্রকৃতি যাহার আধারে জীবনধারণ করে, এবং যাহাকে স্বীকার করিয়া বিশ্ব প্রসব

করে, আর প্রকৃতির সহবাসে যে গুণ ভোগ করে ; হে পাণ্ডুহুত, সেই বিশ্ব-লক্ষ্মীর ভর্তাও আমি, আমিই সমস্ত ত্রৈলোক্যের স্বামী । আকাশ যে সর্বব্যাপী, বায়ু ক্ষণকালও নিশ্চল থাকে না, অগ্নি দহন করে, মেঘ বর্ষণ করে ; ( ২৮০ ) পর্বত স্থানচ্যুত হয় না, সমুদ্র নিজের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না, পৃথিবী ভূতভার বহন করে,—এ সমস্তই আমার আজ্ঞায় হইয়া থাকে । আমি বলাইলেই বেদ বলে, আমি চালাইলেই সূর্য্য চলে, জগতের চালক যে প্রাণ, আমি স্পন্দন করিলেই সেই প্রাণ স্পন্দিত হয় । আমারি নিয়ন্ত্রণে কাল ভূতগণকে গ্রাস করে । হে পাণ্ডুহুত, সারা বিশ্ব যাহার আজ্ঞাধীন ; জগতের এইরূপ সমর্থ নাথ আমিই, আর আমি গগনের ত্রায় সাক্ষীভূত, তটস্থ । হে পাণ্ডব, যে এই নামরূপাত্মক সমস্ত পদার্থে ভরিয়া আছে, আর যে নিজেই এই সমস্ত নামরূপের মূলধার ; যেমন জলেই তরঙ্গ আর তরঙ্গের মধ্যে জলই থাকে, তেমনি, যে এই সমস্ত ভৌতিক সৃষ্টির আশ্রয়স্থল হইয়া আছে, সে আধারও আমি ।+ আমি এক হইয়াও বহু, প্রকৃতির বিভিন্নগুণবিশিষ্ট জীবজগতের প্রাণ হইয়া অবস্থান করি । সূর্য্য যেমন সমুদ্র, ডোবা বিচার না করিয়া সমস্ত জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি আমি ব্রহ্মাদি সর্বভূতেরই স্বেচ্ছা । হে পাণ্ডব, আমি এই ত্রিভুবনের জীবন ( আধার )—সৃষ্টি, লয় ও পুনরুৎপত্তির মূল কারণ আমিই । বীজ ( বৃক্ষের ) শাখাদি উৎপন্ন করে, পরে বৃক্ষত্ব বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, তেমনি, ( আদি ) সঙ্কল হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পরে জগৎ ঐ সঙ্কলেই বিলীন হয় । ( ২৯০ ) এইরূপ জগতের বীজ যে অব্যক্ত বাসনারূপ সঙ্কল, তাহা কল্লাস্তে যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, সে স্থানও আমি । যখন নামরূপ লয়প্রাপ্ত হয়, বর্ণব্যক্তি ( ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ) নষ্ট হয়, জাতির ভেদ লুপ্ত হয় এবং আকাশ থাকে না ; তখন, সঙ্কলবাসনার সংস্কার পুনরায় চরাচর রচনা করিবার জন্ত যেখানে অমর হইয়া অবস্থান করে, সেই নিধান ( আশ্রয় )-ও আমি ।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যংসৃজামি চ ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯

+ “যে অনন্তভাবে আমার শরণ লয়, আমি তাহার জন্মমৃত্যু নিবারণ করি, এইজন্ত শরণাগতের আমি একমাত্র শরণ্য”—পাঠান্তরে এই স্থলে এই প্রকার অন্ত একটা ওরী দেখিতে পাওয়া যায় ।

১ এইভাবে ;

২ আকার ;

৩ সঙ্কল, বাসনা, সংস্কার ;

আমি সূর্য্যের রূপে তাপ প্রদান করি, তাহাতে জগৎ শোষিত হয়, পরে  
ইন্দ্র হইয়া বর্ষণ করি তাহাতে পুনরায় (জলে) ভরিয়া যায়। + বাহার।  
মৃত্যুর কবলে পড়ে তাহার। আমারি রূপ, আর বাহার। অমর, তাহার।  
স্বভাবতঃ অবিনাশী আমারই স্বরূপ। এখন বহু কথায় বাহা বলা যায়,  
সে সমস্ত এক কথায় তোমাকে বলিতেছি : সৎ ও অসৎ ( অর্থাৎ অবিনাশী  
ও বিনাশশীল ) সমস্তই আমি জানিবে। স্তবরাং, হে অর্জুন, এরূপ  
কোন স্থান আছে যেখানে আমি নাই ? পুরুষ, প্রাণিগণের কেমন দুর্ভাগ্য,  
তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। এই বিশ্বের অন্তরবাহিরে আমিই  
ভরিয়া আছি, এই নিখিল জগৎ আমারই ঢালাই করা মূর্তি, অথচ, উহাদের  
কর্ম্মের ফলে উহারা মনে করে যে আমি নাই। তরঙ্গ কি জল বিনা শুকাইয়া  
যায় ? দ্বীপ বিনা কি সূর্য্যের রশ্মি দেখা যায় না ? তেমনি, ইহারা মজ্জপ  
হইয়াও বলে ‘আমি নাই’—কি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখ। পরন্তু, যে অমৃতের  
মধ্যে থাকিয়া স্বতঃ জলের কুয়া খুঁজিতে বাহির হয়, এমন অজ্ঞানীর জ্ঞান কি  
করা যায় ? § ( ৩০০ ) হে কিরীটি, এক গ্রাস অন্নের জ্ঞান অন্ধ পথে পথে  
ঘুরিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলে, অন্ধত্বের জ্ঞান তাহা দূরে  
ফেলিয়া দেয় ; তেমনি, জ্ঞান চলিয়া গেলে এই দশাই হয়, স্তবরাং জ্ঞান  
বিনা কোনও কর্ম্ম করিলে তাহা সফল হয় না। অন্ধ গরুড়ের পাখা থাকিলে  
তাহার কোন উপকার হয় ? তেমনি, অজ্ঞানীর সংকর্ম্মও ব্যর্থ হয়।

ত্রেবিছা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাং সুরেন্দ্রলোকমশ্ৰুস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

হে কিরীটি, দেখ, বাহার। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পথে থাকিয়া আপনারাই বিধি-  
মার্গের ( সদাচারের ) কঠিণাথর হইয়া যায় ; বাহাদের যজ্ঞাহুষ্ঠান দেখিয়া  
বেদজ্ঞর মাথা নাড়াইয়া সমর্থন করে, এবং বাহাদের সম্মুখে যজ্ঞক্রিয়া ফলের  
সহিত দণ্ডায়মান থাকে ; এইভাবে দীক্ষিত হইয়া বাহার। সোমপান করে,

+ “অগ্নি কাঠকে গ্রাস করিলে কাঠ অগ্নি হইয়া যায়, তেমনি বাহা মরণশীল এবং বাহা মৃত্যু  
খটায় উভয়ই আমারি স্বরূপ”—পাঠান্তরে এই স্থলে এইরূপ অশ্রু একটা ওবী আছে ;

§ পাঠান্তর—“পরন্তু যে অমৃতের কূপে পড়িয়া আপনাকে বাহিরে আনিতে চায়, সেই অজ্ঞানীর  
জ্ঞান কি করা যায় ?”

যাহারা নিজেরাই যজ্ঞের স্বরূপ, তাহারা পুণ্যের নামে পাপই সংগ্রহ করে জানিবে। তাহারা বেদজ্ঞ জানিয়া, শত যজ্ঞ করিয়া আমাকে যজ্ঞ করিয়াও আমাকে ভুলিয়া স্বর্গে প্রবেশ করে।<sup>১</sup> হে কিরীটি, দুর্ভাগা লোক যেমন কল্পতরুর তলায় বসিয়া ( ভিক্ষার ) ঝুলিতে গাঁট দেয়, এবং ভিক্ষা করিতে বাহির হয় ; তেমনি শত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজ্ঞ করিয়া যদি স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তির<sup>২</sup> কামনা করে, সেই পুণ্য কি যথার্থ পাপ নহে ? সুতরাং, আত্মাকে ছাড়িয়া স্বর্গপ্রাপ্তি, ইহা অজ্ঞানীরই পুণ্যমার্গ, জ্ঞানী তাহাকে উপসর্গ বা কল্যাণের হানি মনে করে। ( ৩১০ ) বস্তুতঃ নারকীয় দুঃখের তুলনায় স্বর্গকে সুখ বলা হয়, নতুবা, নির্দোষ, নিত্যানন্দ শুধু আমারই স্বরূপ। হে বীর অৰ্জুন, আমার দিকে আসিবার পথে দুটি কুটিল ( আকাঁচকা ) মার্গ আছে,—স্বর্গ ও নরকে যাইবার এই দুইটি চোরা ( অপকারী ) পথ। পুণ্যাত্মক কর্মে স্বর্গে যায়,<sup>৩</sup> পাপাত্মক পাপে নরকে যায়, পরন্তু আমাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহা শুদ্ধ পুণ্য। আর, হে পাণ্ডুহৃত, আমার মধ্যে থাকিয়া যাহার জন্ত আমি হইতে দূরে চলিয়া যায়, তাহাকে পুণ্য বলিলে কি জিহ্বা খসিয়া পড়িবে না ? .পরন্তু, ইহা থাকুক, এখন প্রসঙ্গের বিষয় শুন : এইভাবে তাহারা দীক্ষিত হইয়া, আমাকে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গভোগ প্রার্থনা করে ; এবং যাহাদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই পাপরূপ পুণ্য অর্জন করিয়া তাহারই সামর্থ্যে স্বর্গে যায় ; যেখানে অমরত্বই সিংহাসন, ঐরাবতসদৃশ বাহন, ও অমরাবতী রাজধানী-নগর ; যেখানে মহাসিক্রির ডাঙার, অমৃতের কুঠুরী,—যে গ্রামে কামধেনুর পাল আছে ; যেখানে দেবগণ ভূতাক্রমে সেবা করে, যেখানে ভূমিতে যজ্ঞতন্ত্র চিন্তামণি বিছান, ক্রীড়ার জন্ত ( চতুর্দিকে ) কল্পতরুর উপবন ; যেখানে গন্ধর্ব্বগণ গীত গায়, রম্ভার গায় অপ্সরাগণ নৃত্য করে, উর্কশীপ্রমুখ বিলাসিনী রমণীগণ ( বিরাজ করে ) ; ( ৩২০ ) শয়নাগারে মদন সেবা করে, চন্দ্র অঙ্গনে ( চাঁদনী ) সিক্তন করে, বায়ুর গায় দ্রুতগামী ( আজ্ঞাবাহকগণ ) ভূত্যাগণ দৌড়াদৌড়ি করে ; যেখানে বৃহস্পতিপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ স্ততিবাচন করে, বহুসংখ্যক দেবগণ ভাটক্রমেই যেখানে সেখানে স্ততিগান করে ;<sup>৪</sup> যেখানে লোকপালগণের গায় উত্তম

১ স্বর্গ কামনা করে ;

২ স্বর্গসুখের ,

৩ পুণ্যাত্মকপাপে স্বর্গে যায় ;

৪ হরগণ যেখানে ভাটক্রমে সিক্তন , হরগণ পংক্তিতে বসিয়া ভাটের কাষ্ঠ করে ;

অস্বারোহীদল উচ্চশ্রবাকে অগ্রে রাখিয়া চলিতে থাকে ; আর<sup>১</sup> অধিক বলা  
নিশ্চয়োজন—যে পর্য্যন্ত পুণ্যের লেশমাত্র থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহারা ইন্দ্রস্বের  
শ্রায় স্থবভোগ করে ।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমুপ্রপন্ন গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

পুণ্যের পুঁজি ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রস্বের প্রতিষ্ঠা চলিয়া যায়, এবং  
তাহাদের মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আসিতে হয় । যদি কেহ ভেড়ুয়ার (কোটনার)  
পাল্লায় পড়িয়া (বেশ্যাসংসর্গে) কপর্দকহীন হয়, তবে তাহাকে আর  
(বেশ্যার) দ্বার স্পর্শ করিতে দেয় না,<sup>২</sup> তেমনি এই (কাম্য যজ্ঞে) দীক্ষিত  
ব্যক্তির লজ্জাকর অবস্থার কথা আর কি বলিব ? এইরূপ অবস্থায়, আমার  
শাস্ত স্বরূপ ভুলিয়া যাহারা পুণ্যকর্মদ্বারা স্বর্গ কামনা করে, তাহাদের অমরত্ব  
বৃথা হয়, পরে তাহাদের মৃত্যুলোকে আসিতে হয় । স্বপ্নে ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হওয়া  
যায়, পরন্তু জাগ্রত হইলে কি তাহা থাকে ? বেদজ্ঞের (যজ্ঞকর্তার) স্বর্গস্বত্বও  
তেমনি, জানিবে । হে অর্জুন, বেদজ্ঞ হইলেও আমাকে না জানিলে সবই  
ব্যর্থ হয়,—শস্ত্র ঝাড়িয়া যে ভূমি থাকে তাহার শ্রায় ; এইজন্ত, এক আমাকে  
ছাড়িয়া (আমার স্বরূপের জ্ঞান না হইলে) বেদোক্ত ত্রয়ীধর্মই নিষ্ফল হয় ;  
আমাকে জানিয়া, অস্ত্র কিছু না জানিলেও, তুমি স্থখী হইবে ।

অনশ্রাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহুম্যহম্ ॥ ২২

যাহারা সর্বভাবের সহিত আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে—যেমন গর্তস্থ পিণ্ড  
কোনও (উজ্জমের) ব্যাপারের কিছুই জানে না ; তেমনি, যাহাদের আমি  
ভিন্ন অস্ত্র কিছুই ভাল বস্তু নাই, আমার নামেই যাহারা জীবিত থাকে ;  
এইভাবে, যাহারা অনশ্রুগতি চিত্তে আমাকে স্মরণ করিয়া আমার উপাসনা  
করে, তাহাদের আমিও সেবা করি । একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন তাহারা আমার  
উপাসনার মার্গ অবলম্বন করে, তখন তাহাদের সমস্ত চিন্তা আপনা হইতেই

১ বেশ্যার ভোগে (সংসর্গে) কপর্দকহীন হইলে যেমন তাহাকে আর (বেশ্যার) দ্বার স্পর্শ  
করিতে দেয় না ;

হয়।<sup>১</sup> তাহাদের যাহা কিছু করিতে হয় তাহা সমস্তই আমার উপরই আসিয়া পড়ে—যেমন অজ্ঞাতপক্ষ শাবকের প্রাণরক্ষার জন্ত পক্ষিণী মাতাকেই জীবন ধারণ করিতে হয়। আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া মাতাকেই<sup>২</sup> শাবকের কল্যাণের জন্ত সব কিছু করিতে হয়, তেমনি যাহারা প্রাণ দিয়া আমাকেই গ্রহসরণ (ভজনা) করে, তাহাদের জন্ত আমি কিছুতেই (কোন প্রকার কিছু করিতেই) লজ্জা করি না; § তাহারা যদি আমার সহিত সায়ুজ্য-নাভের ইচ্ছা করে, আমি তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করি—কিছা, যদি সেবা করিতে চায়, তবে তাহাদের (হৃদয়ে) প্রেম দান করি। এইভাবে, তাহারা যেন যে যে ভাব (ইচ্ছা) পোষণ করে, আমাকে বারম্বার তাহাই পূরণ করিতে হয়, আর তাহাদের যাহা কিছু দেওয়া হয়, আমিই তাহা রক্ষা করি। হে পাণ্ডব, যাহারা সর্বভাবে আমারই আশ্রয় লয়, তাহাদের সমস্ত যোগক্ষেম আমাকেই বহন করিতে হয়।

যেহপ্যাশ্চদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩

এখন, আরও অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা আমার সমষ্টিরূপ (সর্ব-ব্যাপক স্বরূপ) না জানিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, অর্য্যমা (পিতৃগণের মধ্যে মুখ্য) ও যজ্ঞকে যজ্ঞন<sup>৩</sup> করে। (৩৪০) বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের ঐ যজ্ঞ আমার উদ্দেশ্যেই হয়, কারণ এই সমস্ত বিশ্ব আমিই, পরন্তু, তাহাদের উপাসনা-প্রণালী সরল (বিধিসিদ্ধ) নহে, উহা বিষম (ভুল) পথ। দেখ, বৃক্ষের গাথাপল্লব কি একই বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না? পরন্তু (বৃক্ষের) মূলই জল গ্রহণ করে, আর মূলেই জল ঢাঙ্গিতে হয়। একই দেহে দশটি ইন্দ্রিয় আছে, আর উহারা যে বিষয় ভোগ করে তাহা একই স্থানে বায়। তথাপি, ঐতম আহাব্য রন্ধন করিয়া কি কানে ঢালিতে হয়? ফুল আনিয়া চক্ষুতে মাখিলে কি হয়? মুখেই রসান্বাদন করিতে হয়, স্বগন্ধ নাসিকা দ্বারা

১ সমস্ত চিন্তার ভার আমার উপরই আসিয়া পড়ে।

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তাহাদের সব কিছুই আমি করি”।

২ তাহাকেই;

৩ ভজনা;

আত্মাণ করিতে হয়, তেমনি আমার স্বরূপ জানিয়া আমাকেই বজ্র করিতে হয়। নতুবা, আমাকে না জানিয়া অগ্র বো কোনও ভাবে আমার উপাসনা করা ব্যর্থ হয়, এইজন্ত কর্ণের জন্ত জ্ঞানদৃষ্টি নির্দোষ হওয়া প্রয়োজন।

অহং হি সর্বব্যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

হে পাণ্ডুহৃত, দেখ, এই সমস্ত যজ্ঞোপচারের ভোক্তা আমি ভিন্ন আর কে আছে? আমিই সকল যজ্ঞের আদি ও অন্ত, পরন্তু, আমাকে তুলিয়া দুর্বুদ্ধি মনুষ্য দেবতাগণকে ভজনা করে। গন্ধার জল যেমন দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গন্ধায়ই অর্পণ করিতে হয়, তেমনি ইহারা আমারই বস্তু আমাকেই দেয়,—পরন্তু, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এইজন্ত, হে পার্থ, তাহারা আমাকে কখনও প্রাপ্ত হয় না, যাহার প্রতি তাহাদের মনের আস্থা, উহার স্থানেই যায়। ( ৩৫০ )

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ ২৫

মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দেবতার উদ্দেশ্যে ভজনা করে—দেহ-ত্যাগের সময় সেই দেবরূপই প্রাপ্ত হয়। অথবা, যাহার মন পিতৃব্রতে নিযুক্ত ( পিতৃলোকের উপাসনা করে ) দেহত্যাগের পর সে পিতৃত্ব বরণ করে ( পিতৃলোকে যায় )। কিম্বা, ক্ষুদ্র দেবতাদি ( অথবা ) ভূতগণ যাহাদের পরমদেবতা; যাহারা অভিচারমার্গে তাহাদের উপাসনা করে; দেহের যবনিকাপাত হইলে, তাহারা ভূতত্বই প্রাপ্ত হয়; এইভাবে সঙ্কল্পবশে ইহারা স্বকর্ণের ফল ভোগ করে। পরন্তু, যাহারা নয়নে আমাকে দেখে, কর্ণে আমারই নাম শ্রবণ করে, মনে আমাকেই ধ্যান করে, এবং বাক্যদ্বারা আমারই স্তুতিগান করে; সর্বদা, সর্বস্থানে আমাকেই নমস্কার করে, আমারই উদ্দেশ্যে দানপুণ্যাদি কর্ম করে; যাহারা আমার বিষয়ই অধ্যয়ন করে, অন্তরে বাহিরে মদ্রণ হইয়াই তৃপ্ত হয়, আমারই জন্ত জীবন ধারণ করে; ক্রীহরিকে ভূষিত করিবার জন্তই ( তাঁহার গুণকীর্তনের জন্তই ) যাহারা অহংভাব পোষণ করে, আমাকে লাভ করাই যাহাদের অগতে একমাত্র লোভ; যাহারা আমাকে

পাইবার ইচ্ছায়ই সকাম, আমার প্রেমেই প্রেমিক, আমারি ভুলে লভ্য হইয়া ( আমারই চিন্তায় বিভোর হইয়া ) জগৎ তুলিয়া যায় ; আমাকে জানাই যাহাদের শাস্ত্র, আমাকে লাভ করাই যাহাদের মন্ত্র,—এইভাবে যাহারা সর্ব ব্যাপারে আমাকেই ভজন করে ; ( ৩৬০ ) তাহারা মরণের এপারেই যথার্থই আমার সহিত মিলিয়া যায়, মরণের পর অল্পদিকে কেমন করিয়া যাইবে ? এইজন্ত, যাহারা আমার যজন করে, সেবাপূজার ( উপচারের ) অছিলায় আপনাকে আমাতেই অর্পণ করে, তাহারা আমার সাযুজ্য লাভ করে। হে অর্জুন, আমাতে আত্মসমর্পণ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে পারে না, কোনও উপচারে আমাকে বশীভূত করা যায় না। এ বিষয়ে, যে আপনাকে জ্ঞানী মনে করে সে কিছুই জানে না, যে আপন প্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে সে সত্যই হীন, যে বলে ‘আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে,’ তাহার কিছুই হয় নাই। অথবা, হে কিরীটি, যজ্ঞ, দান তপাদি ক্রিয়ার বাহ্যভঙ্গর ইহার কাছে একটি তুণের সমানও নহে। দেখ, জ্ঞানের সামর্থ্য দেখিতে গেলে, বেদ হইতে কেহ প্রেষ্ঠ আছে ? ( সহস্রবদন ) শেষ নাগ হইতে কেহ বড় বক্তা আছে ? সেও আমার শয্যার নীচে চাপা পড়িয়া আছে, অপর বেদও ‘নেতি’ ‘নেতি’ বলিয়া পিছু হটে, সনকাদি ঋষিগণও এ বিষয়ে ( নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া ) পাগল হইয়া যান। তাপসদের কথা বিচার করিলে, শূলপাণি মহাদেবের সমকক্ষ কে ? তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া ( আমার ) চরণতীর্থ ( গঙ্গা ) মস্তকে বহন করেন। অথবা, সমৃদ্ধির বিচারে লক্ষ্মীর গ্রায় কে আছে ? যাহার ঘরে ত্রীর গ্রায় দাসী ; তিনি যে ( ভাতকুলী\* খেলিতে ) খেলার ঘর নির্মাণ করিয়াছেন, যাহাকে লোকে ‘অম্বরপুরী’ বলে, তাহাতে ইচ্ছা কি তাহার খেলার পুতুলনন ? ( ৩৭০ ) খেলার সাধ মিটিলে, যখন এই খেলার ঘর ভাঙা হয়, তখন মহেন্দ্রকেও ভিখারী হইতে হয় ; তিনি যে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই বৃক্ষই কল্লতরু হয়। বিচার করিয়া দেখিলে, যাহার সন্নিধানে এই প্রকার গৃহপরিচারিকা, সেই মুখ্য নায়িকা লক্ষ্মীদেবীরও এখানে কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। হে পাণ্ডব, তিনি সর্বভাবে সেবা করিয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, চরণ ধৌত

\* ‘ভাতকুলী’ একপ্রকার ছেলেদের খেলা ;



করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্ত আপন মহত্ব বা প্রতিষ্ঠা দূরে রাখিয়া, সর্ব পাণ্ডিত্যের অভিমান ভুলিতে হইবে, এবং জগতে সকলের কাছে ছোট হইবে, তখনই আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে। হে কিরীটি, সহস্রকর সূর্যের দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রই লোপ পায়, সেখানে থতোত আপনার তেজের কি বড়াই করিবে? তেমনি, যেখানে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য শোভা পায় না, শঙ্কর তপস্তা বিফল হয়, সেখানে প্রাকৃত মনবুদ্ধি অজ্ঞানী লোক আমাকে কি করিয়া জানিবে? এইজন্ত, দৈহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, সকল গুণের প্রতিষ্ঠা ‘নিমলোন’\* করিয়া ছাড়িতে হইবে, সম্পত্তিহীন (মোহ) আরতি করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে (অর্থাৎ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে)।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাস্মিনঃ ॥ ২৬

অসীম প্রেমের আতিশয্যে, আমাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত, যে কোনও একটি ফল; যত ছোট হউক না কেন, যদি আমার ভক্ত আমার কাছে লইয়া আসে, আমি দু’ হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করি, এবং তাহার বোটা না ফেলিয়াই সাদরে তাহা ভক্ষণ করি। আর ভক্তিসহকারে যদি আমাকে একটি ফুল দেয়, তাহা আমার আব্রাণ করাই উচিত, পরন্তু তাহাও আমি মুখে ফেলিয়া দিই। ( ৩৮০ ) ফুলের কথা থাকুক, যে কোনও একটি পত্রও যদি প্রেমের সহিত অর্পণ করে, তাহা তাজাই হউক বা শুকই হউক; পরন্তু, যদি দেখি তাহা সর্বভাবে ভক্তির রসে ভরা, তাহা হইলে, ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অমৃত সেবন করিয়া তুষ্ট হয়, তেমনি ঐ পত্রটি মুখে ভোজন করিতে আরম্ভ করি। অথবা, এমন যদি হয় যে একটি পত্রও জোটে না, তবে জলের তো কোনও অভাব হয় না? জল, যেখানে সেখানে, বিনামূল্যে বিনাপরিশ্রমে পাওয়া যায়—ঐ জলই যদি সর্বস্ব মনে

১ মূল্যহীন ;

\* ভূতাপসরণের জন্ত নিমপাতা ও মুন একত্র করিয়া সন্তানের মুখের চারিদিকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিতে হয় ;

করিয়া (প্রেমসহকারে) আমাকে অর্পণ করে; তবে আমি মনে করি সেই ভক্ত আমার জ্ঞাত বৈকুণ্ঠ হইতেও বিশাল মন্দির নির্মাণ করিল, কৌন্তভ-মনি হইতেও উজ্জল (নির্মল) অলঙ্কারে আমাকে সজ্জিত করিল; যেন আমার জ্ঞাত, ক্ষীরাক্ষির গ্রায় মনোহর, অপার দুগ্ধের শয্যা রচনা করিল; কর্পূর, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি মনোহর সুগন্ধে ভূষিত করিল<sup>১</sup>, যেন দিন-করের গ্রায় উজ্জল দীপমালা আমার জ্ঞাত সাজাইল; যেন গরুড়ের গ্রায় বাহন, কল্পতরুর উত্থান, কামধেনুর গোধান আমাকে অর্পণ করিল; যেন অমৃত হইতেও সুরস (রসাল) বহুপ্রকারের পকায় আমাকে পরিবেশন করিল,—ভক্তের এক বিন্দু জলের অর্ঘ্যে আমার এমনি পরিতোষ হয়। হে কিরীটি, আরও কি বলিতে হইবে? তুমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছ (এক মুষ্টি) চিপটকের জ্ঞাত আমি স্তদামার বস্ত্রের গ্রন্থি খুলিয়াছি। (৩২০) আমি শুধু ভক্তিই জানি, যেখানে ভক্তি আছে সেখানে আমি ছোট বড় বিচার করি না, যে কেহ হউক না কেন, আমি তাহার ভাবই গ্রহণ করি (আমি তাহার ভাবের অতিথি); পত্র, পুষ্প, ফল এসব উপাসনার উপকরণ (নিমিত্ত) মাত্র, শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বই আমাকে প্রাপ্ত করায়। অতএব হে অর্জুন, তুমি, তুমি আপন হৃদয়ে একটি সহজ অথচ অবসরোচিত বুদ্ধি (সাধনের উপায়) ধরিয়া রাখিবে।<sup>২-৩</sup>

যৎ করোষি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপশ্চাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২৭

যে কোনও ব্যাপার (কর্ম) করিবে, যে কোনও ভোগ (বিষয়) উপভোগ করিবে, নানাবিধ যজ্ঞে যাহা যজ্ঞ করিবে; অথবা, পাত্রবিশেষে যাহা দান করিবে, কিম্বা সেবকগণের জীবিকা নির্বাহের জ্ঞাত যাহা দান করিবে, তপাদি সাধন বা ব্রতের অহুষ্ঠান করিবে; এ সমস্ত ক্রিয়া যাহা স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িবে, সে সমস্তই ভক্তিভাবে আমারই উদ্দেশ্যে করিবে; পরন্তু, এই সব কর্ম করিবার সময় আপনার অন্তরে তাহার স্মৃতিও যেন কখনও

১ হৃগন্ধের মহামেধ রচনা করিয়া; ২-৩ তোমাকে একটি সহজ উপায় বলিতেছি। তুমি কখনও আপন মনোমালিন্দে আমাকে বিদ্বত হইও না;

না থাকে ( কর্তৃত্বের অহঙ্কার থাকিবে না ),—এইভাবে, অহঙ্কার দোষ ধুইয়া সেই সব কর্ম আমাকে অর্পণ করিবে।

শুভাশুভফলেরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।

সংখ্যাসংযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈশ্যসি ॥ ২৮

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বীজ যেমন অকুরিত হয় না, তেমনি আমাকে অর্পণ করিলে এই শুভাশুভ কর্ম ফলপ্রদ হইবে না । যখন কর্ম অবশিষ্ট থাকে তখন উহা স্তম্ভদুঃখরূপ ফল প্রসব করে, এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য একটি দেহ ধারণ করিতে হয় । ঐ সমস্ত কর্ম আমাকে নিঃশেষে অর্পণ করিলে জন্মমরণ একেবারে পুছিয়া যাইবে ( শেষ হইবে ), এবং জন্মের সহিত যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহারও অন্ত হইবে । ( ৪০০ ) সেইজন্য, হে অর্জুন, তোমাকে এই সহজ সংখ্যাসংযুক্তি ( ফলসংখ্যাসংযুক্ত কর্মযোগের উপদেশ ) প্রদান করিলাম—যাহাতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির বিলম্ব না হয় । ইহাতে দেহবন্ধনে পড়িবে না, স্তম্ভদুঃখের সাগরে ডুবিবে না, আমারই আনন্দস্বরূপে অনায়াসে মিলিত হইবে ।

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্টোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

যদি প্রশ্ন কর আমি কেমন, তবে ( তাহার উত্তর এই যে ) আমি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার আপন পর এরূপ ভেদভাব নাই। যাহারা এই ভাবে আমাকে ( আমার শাস্ত্রত স্বরূপকে ) জানিয়া অহঙ্কারের আধার ভাঙ্গিয়া, সর্বভাবে ও সর্বকর্মে আমাকে ভজনা করে ; তাহারা দেহ ধারণ করিয়া দেহের ব্যাপার করিতেছে দেখা যায়, পরন্তু তাহারা দেহ থাকে না, আমাতেই অবস্থান করে, এবং আমিও সমগ্রভাবে তাহাদের হৃদয়ে ভরিয়া থাকি । সবিস্তার বটবৃক্ষ যেমন বীজকণিকার মধ্যে থাকে, আর বীজকণাও যেমন বটবৃক্ষের মধ্যে থাকে ; তেমনি আমার ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, শুধু বাহিরের নামেই পার্থক্য, নতুবা, অন্তরের বস্তুবিচারে আমার ও তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই ( তাহারা ও আমি একই ) । ধার করা অলঙ্কার যেমন শরীরের উপরেই শোভা পায় ( উহাতে কোনও মমত্ববুদ্ধি থাকে না ), তেমনি

তাহারাও উদাসীন হইয়া দেহ ধারণ করে। ফুলের সৌরভ বায়ুর সঙ্গে চলিয়া গেলে যেমন গন্ধহীন ফুলটি বোটার উপর থাকে, তেমনি তাহাদের দেহ শুধু আয়ু শেষ হইবার অপেক্ষায় থাকে (আয়ুর মূর্তার মধ্যে থাকে)। হে পাণ্ডব, তাহাদের সমস্ত অভিমান মস্তাবে আকৃষ্ট হইয়া (মদন্তজ্বিতে পূর্ণ হইয়া) আমাতেই স্থির (লীন) হয়। (৪১০)

অপি চেৎ সুহৃদাচারো ভজতে মামনন্তভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

এমনিভাবে প্রেমসহকারে যে আমার ভজনা করে, সে যে কোনও জাতির হউক না কেন, তাহাকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না। আর, হে মহাবীর অর্জুন, আচরণ দেখিতে গেলে সে নিকৃষ্টতম দুরাচার হইলেও, যদি ভক্তির পথে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে; অন্তঃকালের বুদ্ধিই সত্যই পরজন্মের গতি নির্ধারণ করিয়া থাকে—সেইজন্ত, যে শেষকালে আপন জীবন ভক্তিকেই সমর্পণ করিয়া দেয়; সে পূর্বে অনাচারী হইলেও, তাহাকে সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে,—যেমন কেহ বণ্ডার জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে না পড়িয়া, বাহির হয়; জীবিত অবস্থায় তীরে উঠিয়া আসিলে যেমন তাহার ডুবিয়া যাওয়া নিরর্থক বা নিষ্ফল হয়, তেমনি অন্তে যদি ভক্তিকে আশ্রয় করা যায় তবে পূর্বকৃত পাপ ধোত হইয়া যায়। এইজন্ত কেহ দুরাচারী হইলেও, অহুতাপতীর্থে জ্ঞান করিয়া (শুদ্ধ হৃদয়ে) সর্বভাবে আমার স্বরূপে প্রবেশ করে; তখন তাহার কুল পবিত্র হয়, আভিজাত্য নির্মল হয়, এবং তাহার জন্ম সার্থক হয়। সে যেন তখন সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তপস্চরণ শেষ করিয়াছে, অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করিয়াছে। অনেক বলা হইল; হে পার্থ, আমার উপর যাহার অধঃ আস্থা, সে সর্বথা কর্মের সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছে; হে কিরীটি, সে সমস্ত মনোবুদ্ধির ব্যাপার একনিষ্ঠারূপ পেটিকায় ভরিয়া, আমরা মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে (রাখিয়া দিয়াছে— অর্থাৎ আমাকে অর্পণ করিয়া কর্ম্যভীত হইয়াছে)। (৪২০)

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছাস্তিঃ নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ ৩১ ॥

তুমি কি মনে কর সে অবলম্বন ( অর্থাৎ মরণের পর ) আমার সমান হইবে ? যে অমৃতের মধ্যে বাস করে তাহার মরণ কিরূপে হইবে ? যে সময় সূর্যের উদয় হয় না, তাহাকেই রাত্রি বলে, তেমনি, আমাতে ভক্তি বিনা যে কৰ্ম করা হয়, তাহা কি মহাপাপ নহে ? এইজন্ত, হে পাণ্ডুসুত, তাহার ( আমার ভক্তের ) চিত্তবৃত্তি যখন আমার সমীপস্থ হয় তখন সে তত্বতঃ আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হয় । একটি দীপ হইতে অগ্নি একটি দীপ জ্বলাইলে যেমন কোনটি প্রথম তাহা জানা যায় না, তেমনি, যে সর্বভাবে আমার ভজনা করে সে মৎস্বরূপ হইয়া যায় । তখন, আমারই স্থিতি, আমারই কান্তি, আমাতেই নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিং বহন, সে আমার জীবনেই জীবিত থাকে । হে পার্থ, এবিষয়ে বারম্বার তোমাকে আর কত বলিব ? যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে ভক্তি তুলিও না । কুলের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন নাই, আভিজাত্যের শ্লাঘা করিও না, বিচার মিথ্যা অভিমান কেন ( বহন ) পোষণ করিবে ? রূপ যৌবনের মদে মত্ত হইও না, ধনসম্পদের গর্ব করিও না,—এক আমাতে ভক্তি না থাকিলে এ সমস্তই নিষ্ফল হয় । শাস্ত্রকণাবিহীন শাস্ত্রের ঘন মঞ্জরী, বা জনশূন্য সুন্দর নগর,—ইহাতে কি কাজ হয় ? অথবা, শুষ্ক সরোবর, জললে দুঃখীর সহিত দুঃখীর মিলন, কিম্বা বক্ষ্যা ফুলে শোভিত বৃক্ষ যেমন হয় ; ( ৪৩০ ) সকল বৈভব, কুল, জ্ঞানগৌরবও তেমনি নিষ্ফল হয়—অবয়বযুক্ত শরীরে মস্তক<sup>১</sup> না থাকিলে যেমন হয় ; আমাতে ভক্তিবিহীন জীবনও তজ্রূপ,—তাহাতে ধিক ; ইহা পৃথিবীর উপর পাষণের তুল্য নয় কি ? কণ্টকময় ‘হিবরা’ বৃক্ষের ঘন ছায়া যেমন সজ্জন লোক সম্বন্ধে পরিহার করে, তেমনি অভক্তকেও পুণ্য এড়াইয়া যায় । নিষ্ফলের ভাবে নিম্ববৃক্ষ যদি ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে কাকেরই স্বসময় উপস্থিত হয়, তেমনি ভক্তিবাহী ব্যক্তিও পাপকর্ম করিবার জন্ত বাড়িতে থাকে । মাটির খাপড়ায় ষড়রস পরিবেশন করিয়া রাতে চোরাস্তার উপর রাখিলে যেমন কুকুরদের সুবিধা হয় ; তেমনি ভক্তিবাহীনের জীবন, কিম্বা যে স্রুতি জানে না এমন ব্যক্তির সম্পত্তি,§—ইহা শুধু সংসার-দুঃখকেই আমন্ত্রণ করিয়া পরিবেশন করা

১ জীবন, প্রাণ ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“কিম্বা যে স্বপ্নেও স্রুতি জানে না”, “যাহা স্বপ্নেও স্রুতি জানে না” ;

মাত্র। স্তবরাং উত্তম কুলের প্রয়োজন নাই, জাতিতে অন্ত্যজই হউক, বা পশুর শরীরই প্রাপ্ত হউক—( তাহাতে ক্ষতি নাই ) ; দেখ, গজেন্দ্রকে ( হিংস্র পশুতে ) কুন্তীরে ধরিলে সে যখন ব্যাকুল হইয়া আমাকে শ্রবণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কি তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া যায় নাই ?

মাং হি পার্থ ব্যাপাঞ্জিত্য যেহপি শ্ম্যাঃ পাপযোনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২

হে কিরীটি, যাহার নাম লইলেও পাপ হয়, সর্বাপেক্ষা অধম পাপযোনিতে যাহার জন্ম ; সেই পাপযোনি মূঢ়, প্রসূতরথগের জ্ঞায় মূৰ্খ হইলেও যদি সৰ্ব্বভাবে আমাতে দৃঢ়চিত্ত হয় ; ( ৪৪০ ) যাহার বাক্যই আমার নামোচ্চারণ, যাহার দৃষ্টি আমারই রূপ ভোগ করে, যাহার মন আমারি সংকল্প ( চিন্তা ) নিরন্তর বহন করে ; যাহার শ্রবণ ( কর্ণ ) আমার কীৰ্ত্তি শ্রবণ ভিন্ন কখনও শূন্য থাকে না ( সৰ্বদাই আমার কীৰ্ত্তি শ্রবণ করে ), আমার সেবাই যাহার সৰ্ব্বাঙ্গের ভূষণ ; যাহার জ্ঞান ( অগ্র ) বিষয় জানে না, জ্ঞাতৃত্ব একান্তভাবে আমাকেই জানে, আমাকে এইভাবে লাভ করিয়াই যে জীবিত থাকে, অগ্রথায় যাহার মরণ ; হে পাণ্ডব, যে এইভাবে, সমস্ত বিষয়ে, সৰ্ব্ব ভাবে, আমাকেই জীবনের সৰ্ব্বস্ব করিয়াছে ; সে পাপযোনিই হউক, বা বেদাধ্যায়ী ( শাস্ত্রজ্ঞ ) নাই হউক, পরন্তু, আমার সহিত তুলনায় তাহার যোগ্যতা কম নহে। দেখ, ভক্তির মহাহাওয়া দৈত্য দেবগণকে হীন করিয়াছে,—যাহার মহিমায় আমাকে নৃসিংহের রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে ; সেই প্রহ্লাদ আমার জ্ঞান সৰ্বদা বহু কষ্ট পাইয়াছে, সেইজন্ত, হে কিরীটি, আমি যাহা কিছু দিতে পারি সে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা, সত্যই সে দৈত্যকুলজাত, পরন্তু শ্রেষ্ঠত্বে ইজ্ঞও তাহার সহিত তুলনার যোগ্য নহে,—স্তবরাং এখানে ভক্তিই উপযোগী হয়, জাতি অপ্ৰমাণ। রাজাজ্ঞার অক্ষর ( চিহ্ন ) একটি চৰ্ম্মথগের উপর পড়িলে, সেই চৰ্ম্মথগের দ্বারা সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজমুদ্রাক্রিত না হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যও প্রমাণ নহে, রাজাজ্ঞাই এখানে বলবতী,—ঐ ( রাজমুদ্রাক্রিত ) চৰ্ম্মথগের দ্বারা সমস্ত সামগ্রী কিনিতে পারা যায়। ( ৪৪০ ) তেমনি, যখন আমার প্রেমে মন ও বুদ্ধি ভরিয়া যায়, তখনই উত্তমত্ব ও সৰ্ব্বজ্ঞতা আসিয়া যায়। অতএব, কুল, জাতি, বর্ণ,—এ সমস্তই অকারণ ( বৃথা ),—হে অৰ্জুন,

এ সংসারে একমাত্র আমাতে ভক্তিই সার্থক। যে কোন ভাবেই হউক না কেন, আমাতে মন প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই (আমার চিন্তায় মন ভরিয়া গেলেই) পূর্বের সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে। ছোট ছোট নদী নালা গঙ্গায় গিয়া না পড়া পর্য্যন্তই নদী নালা থাকে, গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গাই হইয়া যায়। কিষ্কা, কাষ্ঠখণ্ডগুলি একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ না করা পর্য্যন্তই তাহাদের খদির, চন্দন আদি কাষ্ঠ বলা হয়। তেমনি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শ্রী, শূদ্র, অন্ত্যজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তাহারা আমাকে ভজনা না করে। লবণকণা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহাতেই মিশিয়া যায়, তেমনি সর্বভাবে আমার স্বরূপে মিলিয়া গেলে জাতি, ব্যক্তি ইত্যাদি ভেদ লোপ পায়। নদনদীর অস্তিত্ব (নাম) ততদিনই থাকে এবং তাহাদের পূর্বপশ্চিমগামী বলা হয়, যতদিন না তাহারা সব সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। তেমনি, কোন এক ছলে চিত্ত আমার মধ্যে প্রবেশ করিলেই স্বতঃই মজ্জপ হইয়া যায়। পরশপাথরকে ভাঙ্গিবার জগুও যদি লোহা তাহার অঙ্গস্পর্শ করে, তাহাকে স্পর্শ করা মাত্রই উহা সোনা হইয়া যায়। (৪৬০) দেখ, প্রেমভাবে আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াই কি ব্রজাঙ্গনাগণ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় নাই? অথবা, ভয়ের নিমিত্ত কংস, কিষ্কা নিরস্তর বৈরিতা করিয়াও কি শিশুপালাদি আমাকে প্রাপ্ত হয় নাই? হে পাণ্ডব, আত্মীয়তার জগু যাদবগণ, মমত্বের জগু বহুদেবাদি সকলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ধনুর্ধর, নারদ, ঋষ, অক্রুর, শুক ও সনৎকুমার যেমন ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; তেমনি গোপিকাদের প্রেম, কংসের ভয় ভ্রান্তি, শিশুপালদের ঘাতক মনোবৃত্তি আমাকে প্রাপ্ত করাইয়াছে। আমিই জীবের একমাত্র শেষ আশ্রয়,—ভক্তি, বিষয়বৈরাগ্য বা বৈরভাব—যে কোনও মার্গেই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে পার্শ্ব, দেখ, আমার মধ্যে প্রবেশ করিবার (আমাকে প্রাপ্ত হইবার) উপায়ের অভাব নাই। আর যে কোনও জাতিতেই জগুগ্রহণ করুক না কেন,—আমাকে ভজনা করুক বা আমার বৈরিতা করুক,—পরন্তু, তাহাকে আমারি ভক্ত বা আমারই বৈরী হইতে হইবে। কোনও এক প্রকারে আমাতে স্থিরচিত্ত হইলেই আমার স্বরূপ-প্রাপ্তি নিশ্চিতভাবে তাহার করতলগত হইবে। এইজগু, হে অর্জুন, পাপবোনিই হউক, কিষ্কা বৈশ্য, শূদ্র বা অঙ্গনাই

হউক, আমাকে ভজনা করিলেই আমার গৃহে পৌছিব ( আমাকে প্রাপ্ত হইবে ) । ( ৪৭০ )

কিং পুনত্রীক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।

অনিত্যমস্থং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩

যে ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে ( ছত্রচামর ) শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ যাহার জায়গীর, যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রবিজ্ঞার মাতৃগৃহস্বরূপঃ; যে পৃথিবীর দেবতা, তপের মূর্তিমান অবতার, যাহার জন্ত সকল তীর্থের ভাগ্যোদয় হয় ; যাহার মধ্যে ষাণ্মজ্জ' নিরন্তর বাস করে, যে বেদের বজ্রকবচ, যাহার দৃষ্টির উৎসঙ্গে ( সংস্পর্শে ) কল্যাণের বৃদ্ধি হয় ; যাহার আস্থার দৃঢ়তায় সংকর্ষের প্রসার হয়, যাহার সঙ্কল্পে সত্য জীবনপ্রাপ্ত হয় ( প্রতিষ্ঠিত হয় ) ; যাহার অভয়বাণী অগ্নিকে আয়ু প্রদান করিয়াছে, এবং সেইজন্ত সমুদ্র তাহাকে ( বাড়বাগ্নিকে ) আপন জল প্রদান করিয়া পোষণ করিয়াছে । যাহার চরণরজঃ বক্ষঃস্থলে পাইবার জন্ত আমি লক্ষ্মীকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি, এবং কৌন্তভমণি নামাইয়া হস্তে ধারণ করিয়াছি ; হে সুভদ্র, আপন সৌভাগ্যের লক্ষণস্বরূপ অজ্ঞাবধি আমি যাহার পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিতেছি ; হে বীর অর্জুন, যাহার কোপ কালাগ্নি-রুদ্ধের বসতিস্থল, যাহার প্রসাদে বিনামূল্যে ( অনায়াসে ) সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় ; এইরূপ পুণ্যশীল ( পুণ্যের রাশি ), আমার অত্যন্ত অমুরক্ত ভক্তঃ ব্রাহ্মণ যে আমাকে প্রাপ্ত হইবে তাহা আর বলিতে হইবে কেন ? দেখ, চন্দনের অজ্ঞানিল ( চন্দনের গন্ধবহনকারী বায়ু ) নিকটস্থ নিম্নবৃক্ষ স্পর্শ করিলে, তাহা ( ঐ স্পর্শজিত নিম্নবৃক্ষ ) নিজীব ( জড়, অযোগ্য ) হইয়াও দেবতার মস্তকে ( তিলরূপে ) শোভা পায় । ( ৪৮০ ) তবে স্বয়ং চন্দন যে সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কেন মনে করিবে ? অথবা, সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে ইহার সত্যতা কি কোনও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে হইবে ? ( হলাহলের জালা ) শাস্ত করিবার আশায় শব্দ নিরন্তর অর্ধচন্দ্র মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন । তবে, শীতল ( জালাপ্রশমনকারী ), এবং পূর্ণতায় ও স্পর্শে চন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ যে চন্দন, তাহা কেন সহজে সর্বোদে ধারণ করিবে না ?



কিন্তু, বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া রাস্তার জল অনায়াসে সমুদ্রে গিয়া পড়ে, সেই গঙ্গার কি অল্প কোনও গতি হইতে পারে? স্তবরাং, রাজর্ষি বা ব্রাহ্মণ—আমিই বাহার গতি, মতি ও শরণ, সে নিশ্চিত আমাতেই নির্ভর লাভ করে, আমাতেই তাহার স্থিতি। এইজন্ত শতজর্জর (শতচ্ছিন্নবৃদ্ধ) নৌকায় বাহির হইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে? শতবর্ষের মধ্যে অঙ্গাবরণ খুলিয়া নগ্নগাত্রে কিরূপে থাকিবে? শরীরের উপর প্রস্তরখণ্ড পড়িতে থাকিলে কি কোনও আচ্ছাদন (ঢাল) তুলিয়া ধরিবে না? রোগ আক্রমণ করিলে কি ঔষধ সম্বন্ধে উদাসীন হইবে? হে পাণ্ডব, যেখানে চতুর্দিকে দাবানল জলিতেছে সেখান হইতে কি বাহির হওয়া উচিত নহে? তেমনি, উপদ্রবপূর্ণ মর্ত্যালোকে আমাকে ভজনা না করিয়া থাকিবে কিরূপে? নিজের সঙ্গে এমন কি বল আছে বাহার ভরসায় আমাকে ভজনা না করিয়া গৃহের ভোগ্য সামগ্রী নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিবে? অথবা, আমাকে ভজনা না করিয়া বিছা বা ঘোবন হইতে স্বথপ্রাপ্তি হইবে, জীবের এমন কি ভরসা আছে? (৪২০) যত কিছু ভোগ্যবস্তু এক দেহের স্বথের জন্তই উপযোগী হয়, আর সেই দেহ তো কালের মুখের মধ্যেই পড়িয়া আছে। হে বৎস, এই মর্ত্যালোকের হাটে দুঃখের পসরা ছড়ান রহিয়াছে, আর মরণরূপ পণ্যদ্রব্য মাপা হইতেছে,—এই মৃত্যুলোকে এখন হাটের সময় উপস্থিত; এখন, হে পাণ্ডব, এই হাটে জীবনের স্বথপ্রদ কোন্ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে? ভস্মে ফুঁ দিয়া কি দীপ জ্বালান যায়? বিষের কন্দ বাটিয়া যে রস<sup>১</sup> বাহির করা হয়, তাহাই অমৃত বলিয়া সেবন করিলে যেমন অমর হওয়া যায়; নিজের মস্তক ছেদন করিয়া পায়ের ক্ষত বঁধিলে যেমন হয়, মর্ত্যালোকের সমস্ত স্বথও তেমনি কল্যাণদায়ক। সেইজন্ত, এই মৃত্যুলোকে স্বথের কথা কে কানে শুনিতে পায়? জলন্ত অঙ্গাবরণ শয্যায় কি স্থানিতা হয়? যে (মৃত্যু) লোকে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত, যেখানে অস্ত হইবার জন্তই (সূর্যের) উদয় হয়, যে জগতে স্বথের রূপে দুঃখই যাতনা দেয়; যেখানে কল্যাণের অঙ্গুর ফুটিতেই তাহার উপর অমঙ্গলের কীট পতিত হয়, মৃত্যু জন্মস্থানে<sup>২</sup> গিয়া গর্তস্থ সম্ভানকেও খুঁজিয়া বাহির করে; বাহ্য জীবন্ত নহে তাহার চিন্তা

করায়, এবং তখন দেবদূত আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়,—কোথায় যায় তাহাও জানিতে পারা যায় না। হে কিরীটি, সকল পথ খুঁজিয়া দেখিলেও সেখান হইতে ফিরিবার পদচিহ্ন দেখা যায় না,—অসংখ্য যুগগণের কথা যেখানকার পুরাণ-কথা; (৫০০) যেখানকার অনিত্যতার কথা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পৰ্ব্বস্ত বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না; এইরূপ (অশাস্ত) যে লোকের স্থিতি, সেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই এক কোতুকর ব্যাপার বলিয়া দেখায়। যে ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণের জন্য গাঁঠের একটি কড়িও খরচ করে না, সে যাহাতে সৰ্বস্বহানি হইতে পারে তাহার জন্য কোটি মুদ্রাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বহু প্রকারের বিষয়-বিলাসের পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে বলে ‘এ এখন সুখেই আছে’, কামনার ভারে যে পিষ্ট হয়, তাহাকেও জানী বলে। যাহার আয়ুশেষ হইয়া আসিয়াছে, বল ও বুদ্ধিও লোপ পাইতেছে, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন বলিয়া তাহার পায়ে নমস্কার করে। কুকুর শাবক (বালক সন্তান) বাড়িতে থাকিলে আনন্দে ও প্রেমে নাচিতে থাকে, ভিতরে যে তাহার আয়ু কমিতেছে, তাহাতে কোনও দুঃখ (গ্লানি) হয় না; প্রত্যেক জন্মদিনে এইভাবে কালের অধীন হয়, তথাপি পতাকা উড়াইয়া উল্লাসে বার্ষিক জন্মদিবসের উৎসব পালন করে; ‘মর’ এই কথা বলিলে সহ্য করিতে পারে না, মরিয়া গেলে ক্রন্দন করে, পরন্তু বর্তমান আয়ু যে চলিয়া যাইতেছে, মৃত্যুর জন্য তাহা ভাবিয়াও দেখে না। সর্প যখন ভেককে গিলিতে যাইতেছে, তখনও ভেক জিহ্বা বাহির করিয়া মক্ষিকাকে ধরে, তেমনি কিসের লোভ প্রাণিগণের তৃষ্ণা বাড়ায় কে জানে? অহো কি ঘোর দুর্দ্দৈব, এই মর্ত্যলোকে সবই বিপরীত,—হে অর্জুন, এখানে যখন দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছ;—(৫১০) তখন, চট্ পট্ এখান হইতে বাহির হইয়া পড়, এবং ভক্তির পথে লাগিয়া যাও—যাহাতে আমার অব্যক্ত (নির্দোষ) নিজধাম প্রাপ্ত হইবে।

মম্বনা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈগুসি যুক্তৈবমাশ্বানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

তুমি তোমার মন মজুপ করিয়া প্রেমের সহিত আমার ভজনা কর। সৰ্ব্বজ্ঞ (সৰ্বভূতে) আমাকেই একান্তভাবে নমস্কার কর। যে আমাকেই ধ্যান করিয়া

নিঃশেষে সমস্ত সঙ্কল্প জ্বালাইয়া ফেলে, তাহাকেই আমার নির্মল বজ্রনকারী (মদ্যাজী) কহে। এইভাবে যখন আমার ধ্যানে সমুদ্র হইবে, তখনই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে,—আমার অন্তরের কথা তোমাকে বলিতেছি। সকলের কাছে বাহা গোপন করিয়াছি, আমার সেই সর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিলাম—ইহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে।” সঞ্জয় বলিলেন—“এইভাবে ভক্তকামকল্পক্রম, আত্মারাম, শ্রামলপরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিলেন।” অহো, শুভ্রন, বৃদ্ধ (ধৃতরাষ্ট্র) এই সব কথা শুনিয়া, মহিষ যেমন বন্যার জলে বসিয়া থাকে, তেমনি নিঃশব্দে, শান্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সঞ্জয় মন্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন—“অহো, অমৃতের বর্ষণ হইয়া গেল, অথচ (ইহার অবস্থা দেখ) ইনি এখানে থাকিয়াও নাই—যেন অস্ত্র কোথায়ও গিয়াছেন! তথাপি, ইনি আমাদের প্রভু, সূতরাং উহাকে কিছু বলিলে বাণী কলঙ্কিত হইবে,—ইহার কি হইয়াছে? ইহার স্বভাবই এইরূপ। পরন্তু, আমার পরম সৌভাগ্য—এই কৃষ্ণার্জুনসংবাদ বলিবার জন্য ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।” (৫২০) বহু আয়াসে মন স্থির করিয়া এইভাবে বলিতে বলিতে সঞ্জয় সাঙ্গিকভাবে এমন আবিষ্ট হইলেন যে আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না; চিত্ত গভীরে গিয়া সঙ্কুচিত (স্থির) হইল, বাক্য স্বস্থানে স্তব্ধ হইল, আপাদমস্তক শরীরে রোমাঞ্চ জাগিল। অর্দ্ধোন্নীলিত<sup>১</sup> চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ হইল, অন্তরে সুখোন্মির আবেগে বাহিরে কম্প হইতে লাগিল; সমস্ত রোমকূপে নির্মল স্বেদকণিকা উৎপন্ন হইল,—মনে হইল যেন মুক্তার মালায় শরীর অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই প্রকার মহাস্ব্থের নিবিড় রসে তাঁহার জীবদশা ডুবিয়া গেলে, ব্যাসনিয়োজিত কর্মে ব্যাঘাত হইল; আর, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে তাঁহার দেহস্থতি ফিরিয়া আসিল। তখন নেত্রের অশ্রু ও সর্বদেহের স্বেদ মুছিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—“হে প্রভু, এখন অবধান করুন।” এখন, শ্রীকৃষ্ণবাক্যরূপ উত্তম বীজ এবং সঞ্জয়ের সাঙ্গিকভাবরূপ কর্ণিত তৈয়ারী ক্ষেত্র—সূতরাং (এ দুটির সংযোগে) শ্রোতাগণের সিদ্ধাস্তরূপ ফসল প্রাপ্তির সূকাল হইল। অহো, কিঞ্চিৎ অবধান করুন, আনন্দের আর অবধি থাকিবে না (‘আনন্দের

রাশির উপর বসিবেন’), কারণ দৈবযোগে জীবগেজিয়ার ভাগ্য খুলিয়া গিয়াছে (‘মালা লাভ হইয়াছে’ )। এখন সিদ্ধরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভূতির ঐশ্বর্য (স্থান) দেখাইবেন—নিরুত্তীর্ষ জ্ঞানদেব বলিতেছেন—  
“আপনারা শুনুন।” ( ৫৩০ )

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে  
রাজবিজ্ঞানবর্ণন<sup>১</sup> নামক নবম অধ্যায়  
সমাপ্ত।

## দশম অধ্যায়

হে গুরুরাজ, আপনি নির্মলজ্ঞানদানে চতুর, বিচারূপ কমলপ্রকাশক, পরাবাগীতস্বরূপ প্রেমদার<sup>১</sup> সহিত বিলাসকারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সংসাররূপতমোনাশকারী সূর্য্য, অপরিমেয়, পরমবীৰ্য্যবান, অত্যন্ত পরিণত<sup>২</sup> তুরীয়াবস্থার (সমাধিস্থিতির) পোষণ করাই (আপনার) লীলা, আপনাকে নমস্কার; হে অখিলজগৎপালন, কল্যাণরূপ মণির (রত্নের) ধনি, সজ্জনরূপ বনের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ, হে আরাধ্য দেবতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি চতুর চকোরের আনন্দদানকারী চন্দ্র,<sup>৩</sup> আত্মাহুতবকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞানশাগর,<sup>৪</sup> মদনগর্ভহারী, আপনাকে নমস্কার; আপনি সাদৃশ্যের ভজনীয়,<sup>৫</sup> ভবরূপ হস্তীর গণ্ডস্থলবিদারণকারী, বিশ্বোৎপত্তির আদিস্থান<sup>৬</sup>— হে গুরুরাজ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনার রূপারূপ গণেশের প্রসাদে বালকেও সারস্বতবিচার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; যে গুরুদেবের উদার বাক্য অভয়বাণীরূপ রাজ্যদেশ প্রদান করিলে<sup>৭</sup> নবরসের প্রকাশরূপ<sup>৮</sup> পুরস্কার<sup>৯</sup> পাওয়া যায়। আপনার প্রেমরূপ সর্বস্বতী দেবী অঙ্গীকার করিলে মুকণ্ড গ্রন্থরচনায় বৃহস্পতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। অধিক কি বলিব? আপনার রূপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে কিম্বা আপনার পদাহত যাহার মস্তক স্পর্শ করে, সে জীব হইলেও মহেশের সমান যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। এমনি যাহার মহিমার ঐশ্বর্য্য, বাক্যদ্বারা কিরূপে তাঁহার গুতি করিব? সূর্য্যের অঙ্গ কি গন্ধদ্রব্য দ্বারা মার্জন করা যায়? (১০) কল্লতরুকে কেমন করিয়া ফুলে সজ্জিত করা যায়? কীরসাগরকে কিরূপে আতিথ্য গ্রহণ করান যায়? কর্পূরকে কি করিয়া সুবাসিত করিতে ইচ্ছা করিবে? চন্দনের উপর কিসের প্রলেপ দিবে? অমৃতকে কিরূপে রন্ধন করিবে? গগনের উপর কি কোনও মণ্ডপ উঠান যায়? তেমনি, শ্রীগুরুর মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিবার সাধন কি আছে? ইহা জানিয়াই আমি নিঃশব্দে নমস্কার

১ পরাপ্রেমপ্রমদা, পরাপ্রমেয়প্রমদা; ২ তরুণতর; ৩ চতুর চিত্তরূপ চকোরের চন্দ্র,  
৪ শ্রুতিগুণশাগর; ৫ ভবভঙ্গভঙ্গন; ৬ দুঃখরূপসংসারভয়ভঙ্গন; ৭ উদার বাক্যে অভয়  
প্রদান করিলে; ৮ নবরস সুধাসিদ্ধুর; ৯ তলদেশ;

৯ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“কর্পূরকে কি অস্ত্র গন্ধ দ্বারা সুবাসিত করা যায়?”

করিতেছি। যদি বুদ্ধিবলে ত্রিগুণের সামর্থ্য বর্ণনা করিতে বাই, তবে তাহা মুক্তার উপর প্রলেপ (পুট) দিবার জায় হইবে। এখন একথা থাকুক—সাড়েগনের কসের (উত্তম) স্বর্ণকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে হয় না,—তাই কিছু না বলিয়া তাঁহার চরণে মস্তক রাখাই ভাল। জ্ঞানদেব বলিতেছেন—“হে স্বামিন্, আপনি মমতার সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাই কৃষ্ণার্জুনসংবাদরূপী প্রয়াগসঙ্গমে অক্ষয়বটস্বরূপ হইয়াছি। উপমহ্য শঙ্করের কাছে দুই প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহার সম্মুখে ক্ষীর-সাগরের বাটি (ভাণ্ডার) রাখিয়া দিয়াছিলেন। অথবা, বৈকুণ্ঠপতি (ত্রিবিম্ব) কোতুকে (প্রেমসহকারে) রুষ্ট হ্রবকে হ্রবপদরূপ মিষ্টান্ন দিয়া সাস্থনা দিয়াছিলেন। তেমনি, যে ভগবদ্গীতা ব্রহ্মবিজ্ঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল শাস্ত্রের বিশ্রামস্থল, সেই ভগবদ্গীতা আমি ওবীছন্দে গাহিতেছি—আপনি এমনই (রূপা) করিয়াছেন। যে বাণীরূপ বনে ঘুরিয়া একটা অক্ষরেরও সফলতার বার্তা শুনা যায় না, আপনি সেই বাণীকে বিবেকের উপর কল্ললতা করিয়াছেন। (২০) যাহা শুধু দেহবুদ্ধি ছিল তাহাকে আপনি আনন্দভাণ্ডারের কুঠরী করিয়া দিয়াছেন, মনকে গীতার্থসাগরের জলশয্যা শয়ন করাইয়াছেন। এখন আপনার রূপাপ্রসাদে আমি ভগবদ্গীতার পূর্বকাণ্ড কোতুকে ওবীছন্দে বর্ণনা করিয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিবাদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যমতের (জ্ঞানযোগের) সহিত ভেদ দেখাইয়া, (কর্ম) যোগের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল কর্মের প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ অধ্যায়ে উহাকেই জ্ঞানের সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, পঞ্চম অধ্যায়ে যোগতত্ত্বের মহত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐ যোগতত্ত্বই আসনবিধি হইতে জীব ও পরমাত্মার এক্যভাব পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকট করা হইয়াছে। তেমনি, যোগস্থিতি ও যোগভ্রষ্টের গতি সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, সপ্তম অধ্যায়ে, প্রকৃতির উপক্রম (আরম্ভ) ও পরিহার (নিরসন), ও পুরুষোত্তমকে যে চারিপ্রকার ভক্ত ভজনা করে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে। তদনন্তর,

+ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“কিঞ্চি, তাঁহার স্তুতি করিতে গেলে উত্তম স্বর্ণকে রক্তমণ্ডিত করিবার জায় হইবে”।

অষ্টম অধ্যায়ে সাত প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেহান্ত সময়ে কিরূপ বুদ্ধি হয় এ সমস্ত বিষয় নির্ণয় করা হইয়াছে। বাহা কিছু অভিপ্রায় (তত্ত্বজ্ঞান) অপার বেদে প্রকট হইয়াছে, তাহা মহাভারতের একলক্ষ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। মহাভারতে বাহা কিছু আছে, সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেই<sup>১</sup> প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যে অভিপ্রায় গীতার সাতশত শ্লোকে আছে, তাহা এক নবম অধ্যায়েই প্রকট করা হইয়াছে। (৩০) অতএব নবম অধ্যায়ের অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে (আমারই) ভয় হয়; বুঝাই শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা। অহো, গুড় ও শর্করার ঢেলা একই রস হইতে উৎপন্ন হয়, আর বিচার করিয়া দেখিলে মিষ্টত্বেও কোন ভেদ নাই।<sup>২</sup> কেহ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া উহা প্রতিপাদন করে, কেহ স্বস্থানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, কেহ বা, জানিয়া সেই জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। গীতার অধ্যায়গুলি এইরূপ, পরন্তু নবম অধ্যায় অনির্বচনীয় (অবর্ণনীয়)—তাহাও, হে প্রভু, আপনার সামর্থ্যেই আমি বর্ণনা করিয়াছি। অহো, কাহারও (বশিষ্ঠের) গৈরিক উত্তরীয় (সূর্যের ছায়া) প্রকাশ দিয়াছে, কেহ (বিশ্বামিত্র) সৃষ্টির উপবেও সৃষ্টি রচনা করিয়াছে, কেহ (শ্রীরামচন্দ্র) সমুদ্রে পাষণ বাধিয়া নৈল্য পার করিয়াছে। কেহ (মারুতি) আকাশে উঠিয়া সূর্যকে ধরিল, কেহ (অগস্ত্য ঋষি) গাওঁষে সমুদ্র শোষণ করিল, তেমনি আপনি আমার দ্বারা এই ব্যাখ্যা করাইয়াছেন<sup>৩</sup>—হে প্রভু অবধান করুন। পরন্তু, এসব কথা এখন থাকুক; রাম-রাবণের যুদ্ধ কিরূপ? না, রাম ও রাবণ যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ ঐ যুদ্ধের তুলনা নাই)। তেমনি, নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ নবম অধ্যায়ে যেমন আছে তেমনি (তাহার তুলনা নাই), আমি কিছু বলিতেছি না; যে গীতার্থ অবগত আছে<sup>৪</sup> সেই তত্ত্বজ্ঞই ইহা নির্ণয় করিতে পারে। এইভাবে, আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে গীতার প্রথম নয়টি অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছি—এখন গ্রন্থের উত্তরখণ্ড আরম্ভ হইতেছে, শ্রবণ করুন। এই খণ্ডে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মূখ্য ও গোণ বিভূতির কথা বলিতেছেন, সেই স্তম্ভ

১ কৃষ্ণার্জুনসংবাদে;

২ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“পরন্তু তাহাদের মিষ্টত্বের স্বাদ যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়”;

৩ আমার ছায়ার মুকের দ্বারা অনির্বচ্য ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছেন;

৪ কলতলগত করিয়াছে;

সরস কথা আমি বর্ণনা করিব। (৪০) এই দেশী ( মারাঠী ) ভাষার উৎকর্ষে শাস্ত্রিসং শৃঙ্গারসকেও হার মানাইবে, এবং ওবীন্দ্র সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত এই মারাঠী ( ভাষা ) পাঠ করিলে যখন সঠিক অর্থের ( অভিপ্রায়ের ) মর্ম গ্রহণ করা যাইবে, তখন কোন্টি মূল গ্রন্থ তাহা বুঝা যাইবে না। অন্ধের সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের ভূষণ হইয়া গেলে যেমন কে কাহাকে সুশোভিত করিতেছে তাহা বলা যায় না ; তেমনি, সংস্কৃত ও দেশী ভাষা একই ভাষার স্থানসনে' কেমন শোভা পাইবে—তাহা উত্তমরূপে প্রবণ করুন।<sup>১</sup> ভাব রূপ গ্রহণ করিলেই রসবৃত্তির ( রসালতার ) বর্ণন আরম্ভ হয়, এবং চাতুর্য্য বলে 'আমার প্রতিষ্ঠা হইল'। তেমনি, দেশী ভাষার লাভাণ্য লুপ্তন করিয়া রসের তাক্রম্য ফুটাইয়া তোলা হইবে এবং গহন গীতাতত্ত্ব বলা হইবে। এখন চরাচরপরমগুরু, চতুর চিত্তে আনন্দবর্দ্ধনকারী, যাদবেশ্বর ত্রীকৃষ্ণ কি বলিতে লাগিলেন, তাহাই প্রবণ করুন।" নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—ত্রীহরি বলিলেন—“হে অর্জুন, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া প্রবণ কর। §

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যন্তেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

আমি ইতিপূর্বে যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছি, উহা দ্বারা তোমার অবধানের পরীক্ষা করিলাম,—উহাতে কোনও ন্যূনতা নাই, বরঞ্চ উহা পূর্ণই। ঘটে অল্প জল ঢালিয়া যদি দেখা যায় উহা চূয়াইয়া পড়ে না, তবেই ঘট জলপূর্ণ করিতে হয়,—তেমনি ( তোমার অন্তঃকরণের আগ্রহ ) দেখিয়া আরও শুনাইব এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে। (৫০) নবীগত লোককে সর্বস্ব দিয়া যদি দেখা যায় সে বিশ্বাসযোগ্য, তবেই তাহাকে ভাগ্যবান করা যায়—তেমনি হে কীরীটি,

১ ভাবার্থের স্থানসনে ;

২ সেই নির্মল বৃত্তি প্রবণ করুন ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“হে অর্জুন, সর্বপ্রকারে তোমার অন্তঃকরণ এখন হৃদয় ও আনন্দভর অন্তঃকরণে বোধ্য হইয়াছে।”



তুমি এখন আমার নিজধাম হইয়াছ।† এইভাবে অর্জুনকে দেখিয়া সর্বেশ্বর অত্যন্ত প্রেমসহকারে কহিলেন—যেয যেমন পর্বতকে দেখিয়া জলপূর্ণ হইয়া আসে,‡ তেমনি রূপালুগণের রাজা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“হে মহাবাহো, স্তন, আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই অভিশ্রায় পুনরায় বলিতেছি। প্রতি বৎসর ক্ষেত্রবশন করিয়া যদি দেখা যায় যে ফসল ক্রমশঃ বাড়িতেছে—সেজন্ত⁴ যেমন কৃষিকর্মে বিমুখ হওয়া উচিত নহে; বারম্বার পুট দিলে সোনার ঔজ্জ্বল্য বাড়িতে থাকে, স্ততরাং তাহার ঋদ নষ্ট⁵ করা উচিত নয় কি? তেমনি, হে পার্থ, তোমার কোনও উপকার করিবার জন্ত নহে, আমার নিজের স্বার্থেই আমি পুনরায় বলিতেছি। বালকের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইলে সে ঐ শৃঙ্গারের কি বুঝে? সেই স্বথের আনন্দ আপনার দৃষ্টি উপভোগ করে।§ তেমনি, তোমাকে যাহা বলা হয় তাহা যখন তুমি বুঝিতে পার† তখনই আমার প্রেম দ্বিগুণ বদ্ধিত হয়। এখন, হে অর্জুন, এই আলঙ্কারিক পরিভাষা থাকুক, তোমার প্রতি আমার প্রেম (গভীর), সেইজন্তই তোমাকে বলিতে আমার তৃপ্তির অন্ত নাই। এই কারণেই তোমাকে এই সব কথা বলিতেছি,—যথেষ্ট হইয়াছে, এখন মন দিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। (৬০) হে মর্যজ্ঞ অর্জুন, আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর—যে অক্ষরের রূপ ধরিয়া যেন স্বয়ং পরব্রহ্মই তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন।

ন মে বিতুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগাং চ সর্ববশঃ ॥ ২

পরন্তু, হে কিরীটি, তুমি আমাকে সত্যই জান না,—আমি যেখানে প্রকট হই, বিশ্ব সেখানে স্বপ্নসদৃশ।† যেখানে (আমার স্বরূপ নিরূপণে) বেদও

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তেমনি হে কিরীটি, এখন তুমি আমার সর্ববশ হইয়াছ”।

১ জলপূর্ণ হইয়া বর্ণন করে;

২ তখন যেমন;

§ পাঠান্তর—বালক অলঙ্কার পরিলে সে শৃঙ্গারের কি বুঝে? পরন্তু তাহার জননীর দৃষ্টিই ঐ স্থানানন্দ উপভোগ করে”।

‡ পাঠান্তর—“তেমনি যখন তোমার আত্মহিত (কল্যাণ) তোমার কাছে পরিস্ফুট হয়”।

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“এই সে আমাকে দেখিতেছ, আমিই এই বিশ্ব”।

মুক হইয়াছে, মন ও প্রাণবায়ু পঙ্ক হইয়াছে, যাত্রি বিনাই রবিশশী অস্ত  
গিয়াছে ; উদয়ের মধ্যে গর্তের সন্ধান যেমন আপন মাতার বয়স জানে না,  
তেমনি সমস্ত দেবতাগণ আমার স্বরূপ জানিতে পারে না । জলচরগণ যেমন  
সমুদ্রকে মাপ করিতে পারে না, মশক যেমন আকাশকে উল্লঙ্ঘন করিতে  
অসমর্থ, তেমনি মহর্ষিগণের জ্ঞানও আমার স্বরূপ দেখিতে পায় না । আমি  
কে, কত বড়, এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, এই সব কথা নিরূপণ  
করিতে কত কল্ল চলিয়া গেল ! হে পাণ্ডব, ঋষিগণ, দেবগণ ও অগ্ন সমস্ত  
ভূতজাত—আমি ইহাদের আদিকারণ—এইজন্য আমাকে জানা কঠিন ।  
পর্বত হইতে নামিয়া জল যদি পুনরায় পর্বতে উঠিতে পারে, বৃক্ষের শীর্ষ যদি  
মূলে আসিয়া লাগে, তবেই আমি হইতে উৎপন্ন জগৎ আমাকে জানিতে  
পারে । যদি সূক্ষ্ম অঙ্কুরের মধ্যে সম্পূর্ণ বটবৃক্ষটি আবদ্ধ করা যায়, যদি  
তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্রকে ভরা যায়, কিম্বা যদি পরমাণুর মধ্যে এই ভূগোলক  
( পৃথিবী ) স্থান পায় ; তবেই আমি হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণ, ঋষি ও  
দেবগণের আমাকে জানিবার অবকাশ ( অবসর ) হয় ।

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসম্মুটঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

এই অবস্থায় ( আমাকে জানা কঠিন হইলেও ) যদি কদাচিৎ কেহ  
বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তির মার্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্কেন্দ্রিয়ের প্রতি বিমুখ হয় ;  
ইন্দ্রিয়কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে, এবং দেহভাব বিশ্বত  
হইয়া মহাভূতের মস্তকের উপর চড়িয়া বসে ; যেখানে স্থির হইয়া থাকিয়া,  
বিবেকবলে ও নির্মল আত্মপ্রকাশে স্বচক্ষেই আমার অজহ দেখিতে পায় ; +  
সে, প্রস্তুতের মধ্যে যেমন পরশ পাথর, রসের মধ্যে যেমন অমৃত, তেমনি  
মহেশ্বরের মধ্যে আমারি অংশ জানিবে । সে চলন্ত জ্ঞানের বীজ, § তাহার  
অবয়ব স্থলের অঙ্কুর, পরন্তু তাহার মহাশব্দের শোভা তাহার লৌকিক পরিচয়

+ “আমি আদিরও আদি ( আদির ওপারের বস্তু ), সর্বলোকমহেশ্বর—এই ভাবে বে  
মহু আমাকে জানে”—এরূপ অল্প একটি ওবী পাঠান্তরে এখানে দেখা যায় ।

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—“সে চলন্ত জ্ঞানস্থ্যের বিধ” ।

মাত্র। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত জলে<sup>১</sup> যদি একটি হাঁরকথণ্ড পড়িয়া থাকে, তবে জলে পড়িলেও তাহা কি জলে গলিয়া যায়? তেমনি, মহুশ্যালোকের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত মহুশ্যের ব্যবহার করিলেও সে প্রকৃতির দোষের কথা পর্য্যন্ত জানে না। নিজের ভয়ে পাপ তাহাকে ছাড়িয়া যায়, জলন্ত চন্দনবৃক্ষ হইতে সর্প যেমন পলায়ন করে—তেমনি যে আমাকে জানিতে পারে, তাহাকে সৰ্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া যায়। আমাকে কি করিয়া জানা যায় এই কল্পনা (প্রশ্ন) যদি তোমার চিত্তে আগিয়া থাকে, তবে জ্ঞানি এইরূপ,—আমার ভাবের (ধর্ম) কথা শুন; বাহা (আমার ভাব) ভিন্ন ভিন্ন ভূতে, (তাহাদের) প্রকৃতির সমান হইয়া, ত্রিভুবনে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। (৮০)

বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃশমঃ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

উহাদের মধ্যে প্রথম জানিবে বুদ্ধি, তৎপরে নিঃসীম জ্ঞান, অসংমোহ (মোহের অভাব), সহনশীলতা, ক্ষমা, সত্য; শম ও দম (মনোনিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) এই দুটি, সংসারের সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু—ইহাদের আমার ভাবের মধ্যে ধরিবে। ভয় ও নির্ভয়তা, অহিংসা ও সমতা, তুষ্টি ও তপ, এবং হে পাণ্ডুরূত, দান; আর, যশ ও অপকীর্তি, এই যে সব ভাব দেখা যায়, তাহা আমা হইতেই ভূতের মধ্যে উৎপন্ন হয়। ভূতগণ যেমন বিভিন্ন, ইহারাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন, জানিবে,—কতকগুলি আমার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, আর কতগুলি আমাকে জানে না (অজ্ঞানপ্রসূত)। সূর্য্য হইতেই যেমন প্রকাশ ও অন্ধকার,—সূর্য্য উদয় হইলেই প্রকাশ দেখা যায়, আর অস্ত গেলেই অন্ধকার; আর আমাকে জানা বা না জানা,—ইহা ভূতগণের দৈব অর্থাৎ কর্মের ফল অনুসারেই হয়,—এইজন্ম ভূতের মধ্যে ভাবের প্রকাশ বিষম (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের) হয়। হে পাণ্ডুকুমার, এইভাবে সমস্ত জীবসৃষ্টি আমারি ভাবের মধ্যে জড়িত হইয়া আছে, জানিবে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বৈ চত্বারো মনবন্তথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

আর এই সৃষ্টির পালকবৃন্দ, যাহাদের অধীনে এই লোকব্যবহার চলিতেছে, সেই অপর একাদশ ভাবের কথা বলিতেছি, শুন । সমস্ত মহর্ষিগণের মধ্যে জানে ও শুনে বৃদ্ধ (শ্রেষ্ঠ), কশ্যপাদি প্রসিদ্ধ সপ্ত ঋষি ;\* আর প্রথম ও প্রধান চতুর্দশ মহুর মধ্যে স্বয়ম্ভু প্রমুখ চারিটি মুখ্য ও গরিষ্ঠ মহু ; হে ধনুর্ধর, এই যে একাদশটি (ভাব), ইহারা সৃষ্টির ব্যাপারের জগৎ আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যখন লোকের ব্যবস্থা (লোকসৃষ্টি বা লোকস্থিতি) হয় নাই,† অহংভাবের সমষ্টির (সত্ত্ব রজঃ ও তম এই প্রকার) বিভাগ হয় নাই, যখন মহাভূতের সমষ্টি নিষ্ক্রিয় ও শুষ্ক হইয়াছিল ; তখনই ইহারা (একাদশ ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহারাই লোক রচনা করিয়াছে, এবং সেখানে নিজজনকে (লোকপাল নিযুক্ত করিয়া) অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে ।‡ অতএব, এই একাদশটি রাজা এবং জগৎ ইহাদেরই প্রজা,—এইভাবে এই সারা বিশ্ব আমারই বিস্তার, জানিবে । দেখ, আরম্ভে (প্রথমে) একটি বীজই থাকে, তাহাই বাড়িয়া বৃক্ষের গুঁড়ি হয়, গুঁড়ি হইতে অঙ্কুরোদগম হইয়া বৃক্ষের ডাল হয় ; ডাল হইতে শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্রের উদগম হয় । পল্লব হইতে ফুল, ফল হয়—এইভাবে সম্পূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্ত কেবল বীজই । তেমনি, আদিতে এক আমিই ছিলাম, তাহার পর আমার মন, বহু হইতে ইচ্ছা করিল,‡ আমার মন হইতে সপ্ত ঋষি ও চার মহুর জন্ম হইল । ইহারাই বিবিধ লোক সৃজন করিল, লোকে ভিন্ন ভিন্ন লোকপাল হইল, এবং লোকপাল হইতেই প্রজাসকল উৎপন্ন হইল । (১০০) এইভাবে, বাস্তবিক আমিই এই বিধে বিদ্বৃত হইয়া

\* কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিবামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“যখন ত্রিভুবনের কোনও রচনা হয় নাই” ;

† এই ওবীর পাঠান্তর—“যখন ইহারা উৎপন্ন হইল, তখন ইহারাই লোকপাল রচনা করিল এবং (অষ্ট) লোকপালকে অক্ষয় নিযুক্ত করিল” ;

‡ আমি হইতে মন উৎপন্ন হইল ;

আছি,—এই ভাব সম্বন্ধে বাহ্যদের জ্ঞান হইয়াছে<sup>১</sup> তাহারাই বুঝিতে পারে।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমুদ্বিতাঃ ॥ ৮

এইজন্ত, হে স্তম্ভজ্ঞাপতি, এই ভাব আমারই বিভূতি, এবং ইহারই ব্যাপ্তি দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া আছে। অতএব, আমি হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্তই ‘আমি’ ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নহে। এইভাবে বাহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে জ্ঞানের জাগৃতি হইয়াছে; স্তবরাং সে উত্তমোত্তম ভেদের স্বপ্ন দেখে না। আমি, আমার বিভূতি, ও তাহাতে অধিষ্ঠিত ‘ব্যক্তি’—এ সমস্তই সে যোগানুভব দ্বারা ইহাই বলিয়া মানে।<sup>২</sup> স্তবরাং শব্দাহীন যোগের প্রভাবে মনোবল দ্বারা সে আমার সহিত সমরস হইয়া যায়,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—তুমি নিশ্চিতভাবে ইহা জানিও। +

১ এই যুক্তি বাহার মানিয়া লয়;

২ এক বলিয়া মানে;

+ পাঠান্তরে এখানে নিম্নলিখিত অঙ্ক কয়েকটি ওবী পাওয়া যায় :—

কারণ, হে কিরীটি, এই প্রকার অভেদ দৃষ্টিতে যে আমাকে ভজনা করে তাহার ভজনের মধ্যেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয় ( তাহার ভজনের অঙ্গনেই আমার বাস ); অতএব, অভেদভাবে যে ভক্তিযোগ তাহাতে নিঃসন্দেহে কোনও ন্যূনতা নাই; অভ্যাস করিতে করিতে যদি বন্ধও হইয়া যায় তাহাও উত্তম ( তাহাতে কোনও হানি হয় না ), একথা আমি বঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি; এই অভেদ ভক্তি কিরূপ তাহা জানিবার জন্ত যদি মনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বলিতেছি, শুন; হে পাণ্ডব, এ সমস্ত জগতের মূল আমিই, এবং আমি হইতেই ইহার নির্বাহ হয়; অসংখ্য তরঙ্গমালার জন্ম জল হইতেই হয়; আর ঐ তরঙ্গের আশ্রয় ও জীবন জলই; এই সমস্ত তরঙ্গমালার মধ্যে যেমন শুধু জলই আছে, তেমনি এই বিধে আমি ভিন্ন অঙ্ক কিছুই নাই; এইভাবে আমাকে সর্বব্যাপক মনে করিয়া যে, যেখানেই হউক না কেন, আমাকে যথার্থভাবে জাগ্রত প্রেম সহকারে ভজনা করে; দেশ, কাল, বর্তমান—এ সমস্ত আমি হইতে অভিন্ন করিয়া ( আমাকে ভজনা করে ),—যেমন বায়ু আকাশরণ হইয়া আকাশেই বিচরণ করে; এইরূপ যে আত্মজ্ঞানী, জগৎরূপ আমাকে মনের মধ্যে রাখিয়া ত্রিভুবনে স্বেদে খেলিয়া বেড়ায়, আর, যে যে প্রাণী দৃষ্টিতে পড়ে তাহাকেই ভগবান মনে করে,—ইহাই আমার

মচ্চিস্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তুচ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

যেমন সূর্য্যাই সূর্য্যের আরতি করে, কিম্বা চন্দ্র চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, অথবা সমান দুই প্রবাহ একত্রে মিলিয়া যায় ; তেমনি উহারা ( ঐ ভক্তগণ ) সমরসের প্রয়াগ-তীর্থ হইয়া যায় ; ঐ তীর্থজলের উপর সাত্বিক ভাবের বজ্রা বহিয়া যায় এবং তাহারা সংকল্প ( অধ্যাত্মচর্চা ) রূপ চৌরাস্তায় স্থাপিত গণেশের মূর্ত্তি হইয়া যায় ( গণেশের ত্রায় উপদেষ্টা হয় ) । তখন, তাহারা মহাস্থখে ( ব্রহ্মানন্দে ) ভরিয়া, আত্মজ্ঞানে ( দেহের )<sup>১</sup> বাহিরে চলিয়া আসে, এবং আমাকে প্রাপ্তির সন্তোষে তৃপ্ত হইয়া উদগার তুলিয়া গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে । গুরুশিষ্যের মধ্যে একান্তে যে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয়, তাহা তাহারা ত্রিজগতে মেঘের ত্রায় গর্জ্জন করিয়া কহিতে থাকে । কমলকলিকা প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে মকরন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, এবং রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সবারই আনন্দের জগ্ন তাহা বিলাইয়া দেয় ; তেমনি ইহারা বিশেষ আমারই কথা বর্ণনা করে, কথার আনন্দে কথাই তুলিয়া যায় ( স্তব্ধ হইয়া থাকে ) এবং সেই বিন্দুতির মধ্যে তাহাদের শরীর মন লীন হইয়া যায় । এইভাবে, প্রেমের আতিশয্যে বাহাদের দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না, বাহারা আপনার মধ্যে আমাকে প্রাপ্তির স্তব্ধ অস্থভব করিয়াছে ;<sup>২</sup>

তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০

ভক্তিযোগ—ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবে । ( এইরূপ ভক্ত ) চিন্তে মজ্জপ হইয়া যায়, আমাতেই তাহার প্রাণ সন্তুষ্ট হয়, আর আত্মজ্ঞানের আবেশে সে জন্মমরণ তুলিয়া যায় ; আর ঐ আত্মজ্ঞানের নেশায় সংবাদস্থতের ( ভগবৎকথার ) আনন্দে নাচিতে থাকে, এবং পরম্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান করে ; পাশাপাশি সরোবরে যেমন জল উছলিয়া উঠিয়া পরম্পরের সহিত মিলিত হয় এবং তরঙ্গের মধ্যেই তরঙ্গ আশ্রয় পায় ( তরঙ্গই তরঙ্গের আশ্রয়ভূত মন্দির হয় ) ; তেমনি ইহারা ( এই ভক্তগণ ) পরম্পরের সহিত মিলিত হইলে, আনন্দকল্লোলের ত্রিবেণী রচিত হয়, তখন আত্মবোধই আত্মবোধের অলঙ্কার হইয়া যায়, এবং বোধের শোভা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

১ দেহরূপ প্রেমের ;

২ পূর্ণভাবে আমার নির্দোষ স্বরূপ প্রাপ্তির স্তব্ধাভ করিয়াছে ;

হে অৰ্জুন, তাহাদের আমি যাহা কিছু দান করিতে যাই, তাহার সর্বোত্তম অংশ নিজস্থানেই তাহারা প্রাপ্ত হয়। হে বীর অৰ্জুন, তাহারা যে পথে বাহির হয় তাহার তুলনায় (‘তাহা দেখিলে’) স্বৰ্গ ও মোক্ষ কুটিল পথ বলিয়া মনে হয়। এইজন্ত তাহারা আমার প্রতি যে প্রেম ধরে, আমাকেই তাহার প্রতিদান দিতে হয়, পরন্তু আমি যাহা দিতে চাই তাহা তাহাদেরই অধীন।<sup>১</sup> এখন এমন হয় যে তাহাদের প্রেম যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং কালের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়ে, ইহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হয়।<sup>২</sup> হে কিরীটি, প্রেমাম্পদ, ক্রীড়ারত বালককে আপন স্নেহের দৃষ্টিতে আচ্ছাদন করিয়া, মাতা যেমন তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে<sup>৩</sup>; বালক যে যে খেলার সামগ্রী চায়, মাতা তাহা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করিয়া দেয়, তেমনি আমাকে উপাসনার অধিকারকে (মার্গকে) পোষণ করিতে হয়; যে মার্গের পোষণে আমার ভক্ত আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হয়, বিশেষ প্রেম সহকারে আমাকে তাহার পালন করিতে হয়। (১২০) ভক্ত আমাকে বিশ্বাস করে এবং প্রেম করে,<sup>৪</sup> আমিও তাহার অনন্তগতিই ইচ্ছা করি,—কারণ প্রেমিকের সৰ্বট আমারি ঘরের সৰ্বট। দেখ, আমি স্বৰ্গ ও মোক্ষ রচনা করিয়া এ দুটি মার্গই আমি তাহার (ভক্তের) অধীন করিয়া দিয়াছি, আর অবশেষে লক্ষ্মীর সহিত আমার শরীরও তাহাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। পরন্তু, সহজ, সুন্দর, নির্মল (নিত্য নবীন) যে আত্মস্থ তাহা প্রেমিক ভক্তের জন্ত যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। হে কিরীটি, এই স্তূথের শেষ সীমা পৰ্যন্ত, আমি আমার প্রেমিক ভক্তগণকে প্রেম সহকারে আমার কাছে টানিয়া লই—একথা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্তো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

আমার আত্মার প্রতি ‘ভাব’ (প্রেম ও ভক্তি) যে জীবনের আশ্রয় করিয়া লইয়াছে, এক আমি ভিন্ন অন্য সমস্তই যে মিথ্যা মনে করে, হে স্তম্ভটী (বীর), তাহার নির্মল তত্ত্বজ্ঞান কর্পূরের মশালের জ্বায় হয়, এবং আমি মশালচী হইয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলি। অজ্ঞান-রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার

১ এই ওবীর পাঠান্তর আছে—অর্থ প্রায় একই।

২ ইহা আমাকেই দেখিতে হয়;      ৩ দোঁড়ায়;      ৪ আমার ভক্ত আমাকে প্রেম করে;

নাশ করিয়া দূরে সরাইয়া তাহার জন্ত এমন জ্ঞানোদয় করাইয়া দিই।” প্রেমী ভক্তের প্রিয়োত্তম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে বলিলেন, তখন অর্জুন কহিলেন—“আমার মনোবৃত্তি শাস্ত হইল। হে প্রভু, শ্রবণ করুন আপনি সংসারের আবর্জনা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিলেন, আমি জননীজঠর (পুনর্জন্ম) হইতে মুক্ত হইলাম। নিজের জন্মদোষ আজ আমার নিজের চক্ষেই দেখিলাম,—এখন, হে প্রভু, আমার জীবন সার্থক হইল মনে হইতেছে। (১৩০) হে দেব, আপনার মুখনিঃসৃত কৃপামৃতবাণী শ্রবণ করিয়া আজ, সুবিজ্ঞার জন্ম<sup>১-২</sup> হইল, আমার সৌভাগ্যদশার উদয় হইল। এই বচনরূপ সূর্য্যের প্রকাশে অন্তর্বাহ অন্ধকার দূর হইল,—এইজন্ত আপনার যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি।

অর্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্ত্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২

হে জগন্নাথ, আপনিই পরব্রহ্ম, বাহা এই মহাভূতের বিশ্রাস্তিস্থান তাহাই আপনার পবিত্র, পরম নিজধাম। আপনি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এই) তিন দেবতার পরম দেবতা, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব যে পুরুষ, আপনি তাহাই, মায়াবিকারের অতীত দিব্য স্বরূপ। হে স্বামিন্, আপনি অনাদিসিদ্ধ, আপনি জন্মকর্মের<sup>৩</sup> বশীভূত নহেন, আমি আপনাকে এখন জানিতে পারিয়াছি। আপনিই কালষত্বের সূত্রধার (চালক), আপনি জীবকলার (জীবাশ্রয়) অধিপতি, আপনি ব্রহ্মকটাহধাত্রী (ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়)—ইহা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি।

আহুস্তামৃষয়ঃ সর্ব্বৈ দেবর্ষির্নারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

অন্ত এক উপায়ে এই মহান অহুভবের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়—পূর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণও এইভাবে আপনার বর্ণনা করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমি তাঁহাদের বাক্যের সত্যতা অন্তঃকরণে অহুভব করিতেছি।



দেবর্ষি নারদ সর্বদা আমাদের কাছে আসিয়া এইরূপ বাক্য দ্বারা আপনার স্তুতি গান করিতেন, পরন্তু, তাহার অর্থ না বুঝিয়া আমরা শুধু সঙ্গীতই শ্রবণ করিতাম। হে প্রভু, অন্ধের গ্রামে যদি রবি স্বতঃই প্রকট হয় তবে তাহার সূর্য্যের তাপই অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ দেখিতে পায় না। (১৪০) তেমনি, দেবর্ষি যখন অধ্যাত্মগান করিতেন তখন তাহার বাগের খেলাই আমরা শুনিতাম,<sup>১</sup> অথচ কিছু আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিত না। অসিত ও দেবলক্ষ্মির মুখেও আমি আপনার এবস্থিধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, পরন্তু তখন আমার বুদ্ধি বিষয়-বিষয়ে মলিন ছিল। আর অপরের কথা কি বলিব? ব্যাসদেব স্বয়ং আসিয়া সর্বদা, সর্বত্র আপনার সর্ব স্বরূপ বর্ণনা করিতেন। হে দেব, যেমন কেহ অন্ধকারে চিন্তামণি পাইয়া ইহা চিন্তামণি নয় এই বুদ্ধিতে তাহাকে উপেক্ষা করে, পরে সামান্য সূর্য্যোদয় হইলে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলে ‘ইহা চিন্তামণিই’; তেমনি ব্যাসাদি মহর্ষিগণের বাক্য আমায় পক্ষে (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) রত্নের খনিসদৃশ, পরন্তু, হে দেব, আপনার অভাবে আমি তাহা বৃথাই উপেক্ষা করিয়াছিলাম। §

সর্বমেতদুতং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিহৃদেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

এখন, আপনার বাক্যরূপ সূর্য্যাকিরণের বিকাশে, ঋষিগণ যে মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সে সমস্ত কথা সম্বন্ধে অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে। ইহাদের বাক্যরূপ জীবনের বীজ<sup>২</sup> আমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উপর আপনার রূপাবর্ষণ হওয়ায় সংবাদরূপ ফললাভ হইল। এই কৃষ্ণ সংবাদরূপ ফুলে স্তবাস আসিল, এবং ঐ ফুল কোতুকে আমাকে প্রদান করিলেন। অহো, নারদাদি সাধুগণের বচনোক্তি<sup>৩</sup> নদীস্বরূপ, আমি তাহা দ্বারা সংবাদস্রবের অপার মহোদধি হইয়াছি। হে প্রভু, আমি জন্ম-জন্মান্তরে যে সমস্ত উত্তম পুণ্যকর্ম করিয়াছি, তাহা আপনার গ্র্যায় সঙ্গুলক যাহা দান

১ মধুরতা অনুভব করিতাম;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর :—সেই তরঙ্গী উপেক্ষা করিয়া বাইতেছিলাম;

২ জ্ঞানের বীজ;

৩ যুক্তি, উক্তি;

করিলেন তাহার তুল্য উপযোগী হয় নাই ( ফল প্রদান করে নাই ) । ( ১৫০ )  
নতুবা, আমি বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিগণের মুখে আপনার এবিধ বর্ণনা শুনিয়াছি,  
পরন্তু আপনি কৃপা না করা পর্যন্ত, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই ।  
সুতরাং, ভাগ্য যখন অশুভ হয়, তখনই যেমন উত্তম সফল হয়, তেমনি,  
শাস্ত্রাদি<sup>১</sup> সকল গুরুকৃপা পাইলেই সফল হয় । মালী সারাজন্ম বৃক্ষের জন্ত  
পরিশ্রম করে, পরন্তু, বসন্ত আসিলেই ফললাভ হয় । অহো, বিষয়াসক্তির<sup>২-৩</sup>  
নিবৃত্তি হইলে মাধুর্যের স্নানাদি পাওয়া যায়,<sup>৪-৫</sup> রোগের প্রশমন হইলেই  
ঔষধের মিষ্টত্ব অশুভূত হয় । ইন্দ্রিয়, বাক ও প্রাণ তখনই সার্থক হয়, যখন  
চৈতন্য আসিয়া তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করে । তেমনি, শাস্ত্রের আলোচনা,  
অথবা যোগাদির অভ্যাস তখনই নিজের উপযোগী হয়, যখন শ্রীগুরুর আজ্ঞা,  
পাওয়া যায় ।<sup>৬-৭</sup> এইভাবে আত্মাত্মভাবে মত্ত হইয়া, অর্জুন নিঃশব্দ হইয়া  
নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—“হে দেব, আপনার বাক্য আমি  
মানিয়া লইলাম । হে কৈবল্যপতি, সত্যই আমার প্রতীতি হইয়াছে যে  
আপনি দেব ও দানবের বুদ্ধির অগম্য । হে দেব, আপনার উপদেশবাক্য  
শ্রবণ না করিয়া যে আপন বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে সে  
কখনই আপনাকে জানিতে পারে না—এই সন্দেহ ( সন্দেহ ) আমার  
নিশ্চিতভাবে হইয়াছে ।”

স্বয়মেবাশ্রনাশ্রানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

আকাশ যেমন আপনার বিস্তার আপনিই জানে, পৃথ্বীর ঘনত্ব কতখানি  
তাহা যেমন পৃথিবীই জানে ; ( ১৬০ ) তেমনি, হে লক্ষীপতি, আপনার  
সর্বশক্তি কেবল আপনিই জানেন—এ সম্বন্ধে বেদাদির বুদ্ধি বুধাই প্রজ্ঞার<sup>৮</sup>  
বড়াই করে । মনের গতিকে কি করিয়া পশ্চাতে ফেলিবে ? পবনকে কে

১ শ্রুত ও অধীত ; ২-৩ বিষমজ্ঞরের , ৪-৫ মধুর বস্তুকে মিষ্ট  
লাগে , ৬-৭ শ্রীগুরু অশুভ হয় ;

৪ এই ওবীর পাঠান্তর আছে—“আপনার উপদেশবাক্য স্পষ্টরূপে না বুঝিয়া যে আপন বুদ্ধির  
দ্বারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে.....” ।

৮ বুধাই ;

ধরিয়া রাখিবে (হস্ত দ্বারা মাপ করিবে)? আদিশূত্র (মায়াসমুদ্র) পার হইয়া যাইবে এমন সামর্থ্য কাহার? আপনাকে জানাও ঐরূপ কঠিন—এই-জন্ত কেহই আপনাকে জানিতে পারে না,—আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান আপনারই যোগ্য (অর্থাৎ শুধু আপনার দ্বারাই সাধ্য)। আপনাকে আপনিই জানেন, এবং অপরকে (এসম্বন্ধে) উপদেশ করিতে আপনিই সমর্থ—এখন একবার আমার আঙুর কপালের ঘাম মুছাইয়া দিও (আমার শ্রবণের ইচ্ছা পূর্ণ করুন)। হে ভূতভাবন, হে ত্রিভুবনগজপঞ্চানন (ত্রিভুবনরূপী হস্তীর দলনকারী সিংহ), হে সকলদেবদেবতার পূজ্য, হে জগন্নাথ, শুভন। যদি আপনার মহত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমি আপনার পাশে দাঁড়াইবার যোগ্য নহি, পরন্তু, ইহা মনে করিয়া যদি আপনাকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিনতি করিতে ভয় পাই, তবে আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। চতুর্দিকে সমুদ্র ও নদী জলে পূর্ণ হইলেও চাতকের পক্ষে উহার। শুষ্ক, কারণ মেঘ হইতে জলবিন্দু পড়িলেই চাতক জল পান করিতে পারে। তেমনি, শ্রীশঙ্কর সর্বত্রই আছেন, পরন্তু, হে কৃষ্ণ আপনিই আমার গতি—এখন ইহা থাকুক; আপনি আমাকে আপনার বিভূতির কথা বলুন।

বক্তুমর্হন্ত্রশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

যাতিবিভূতিভিলোকানিমাংস্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

হে প্রভু, আপনার দিব্য বিভূতি, যাহা নানা আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। হে অনন্ত, যে বিভূতি দ্বারা আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন তাহার মধ্যে ব্রহ্মনামাক্তি<sup>১</sup> বিভূতিগুলি প্রকট করুন। (১৭০)

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭

হে প্রভু, আমি আপনাকে কেমন করিয়া জানিব? কি বলিয়া আপনাকে ধ্যান করিব? যদি আপনার সমস্ত রূপই চিন্তা করিতে হয়,<sup>২</sup> তবে ধ্যান

করা হয় না। তবে আপনি পূর্বে যেমন আপনার ভাবের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এখন একবার বিস্তার করিয়া বলুন। যে যে ভাবে আপনার চিন্তা করিলে আমার কষ্ট হইবে না, আপনার সেই যোগ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করুন।

বিস্তরেণাঅনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮

আর আপনার যে বিভূতি, তাহা, হে ভূতপতি, আপনি (সবিস্তারে) বর্ণনা করুন; যদি বলেন ‘আমি বার বার কি বলিব?’ তবে, হে জনার্দন, এভাবে মনে আসিতে দিবেন না—যেমন, অমৃত সেবন করিতে কেহ বলে না ‘যথেষ্ট হইয়াছে’। যাহা কালকূটের সহোদর, যাহা (দেবতাগণ) মৃত্যুভয়ে অমর হইবার জন্ত পান করিয়াছিলেন,—তথাপি যাহা পান করা সত্ত্বেও (ব্রহ্মার) এক দিনে চতুর্দশ ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে ও নাশপ্রাপ্ত হয়; তেমনি ক্ষীরসমুদ্রের একটা রস, যাহার অমৃতত্বের আভাসের উপর এতখানি বিশ্বাস, যে ‘যথেষ্ট হইয়াছে’ একথা বলিতে দেয় না; + ইহার জন্ত (আপনার বচনামৃত লাভের জন্ত) মন্দরাচলকে মছন দণ্ড করিয়া (‘নাড়াইয়া’) ক্ষীরসাগরকে মছন করিতে হয় নাই—ইহা অনাদি, স্বভাবতঃই স্বয়ংসিদ্ধ; ইহা দ্রব হয় না, ঘনীভূতও নহে, ইহাতে রসভেদ নাই, যে কেহ ইহাকে স্মরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারে; যাহার মিষ্টত্বের অনুভব হইলেই সমস্ত সংসার মিথ্যা হইয়া যায়, এবং নিজের নিত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; (১৮০) জন্মমৃত্যুর বার্তা নিঃশেষে নষ্ট হয়, অন্তরে ও বাহিরে মহাস্ব স্বাভাৱিত থাকে; দৈবযোগে যদি কেহ ইহা সেবন করে তবে তজ্জপ হইয়া যায়,—সেই পরমামৃত আপনি আমাকে দিতেছেন—আমার চিন্তা কখনও ‘যথেষ্ট হইল’ বলিতে পারে না। আপনার নামই তো আমার প্রিয়, তাহার উপর আপনার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি, সর্বশেষে আপনি আনন্দের সহিত স্বথসংবাদ বলিতেছেন। এখন, এই স্বথ কিসের সমান? এই সন্তোষের কথা বলা যায় না,—পরন্তু ইহাই জানি যে এ স্বথের পুনরাবৃত্তি

+ “এইতুচ্ছ অমৃতের মধুরতার এমনি মহিমা,—আর দেখুন, ইহা (আপনার বচনামৃত) তো নতাই পরমামৃত”—এই স্থলে, পাঠান্তরে এমনি একটি গুণী আছে।

১ যাহার বর্ণনা শুনিলেই; যাহা শ্রবণে আসিলেই;

নাই। সূর্য্য কি কখনও পুরাণে হয়? (চন্দ্রের কলার ক্ষয় হইলেও) চন্দ্র কি একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়? § নিত্যপ্রবহমান গঙ্গার জল কি অপরিচ্ছন্ন বা বাসি হয়? আপনি বাহা বলিলেন তাহাতে যেন আমি নাদের (শব্দব্রক্ষের) প্রত্যক্ষ রূপ দেখিলাম; আজ চন্দনবৃক্ষের ফুলের হৃগন্ধ আমি আভ্রাণ করিলাম।” পার্থের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ ছলিতে লাগিল, এবং তিনি বলিলেন—“পার্থ ভক্তি ও জ্ঞানের আধার হইয়াছে।” এইভাবে, প্রেমাস্পদের সন্তোষের জন্ত শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে প্রেমের বেগ উছলিয়া উঠিল,—তাহা সযত্নে সংবরণ করিয়া শ্রীঅনন্ত কি বলিলেন (তখন)।

শ্রীভগবান্‌বাচ—

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাম্বিভূতয়ঃ।

প্রাধাততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরন্ত মে ॥ ১৯

“আমি পিতামহের (ব্রহ্মার)ও পিতা”,—এই কথা স্মরণ করিতেও ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“হে পাণ্ডুসুত, তুমি ভালই করিয়াছ।” অর্জুনকে এইরূপ বলাতে আমাদের কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই—কারণ তিনি কি নন্দের পুত্র ছিলেন না? (১৯০) পরন্তু, এই প্রসঙ্গে প্রেমের আতিশয্যেই এইরূপ করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“হে ধনুর্দ্ধর, আমি বলিতেছি শুন। হে সুভদ্রাপতি, তুমি (আমার) যে বিভূতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা এত অসংখ্য (অপার) যে আমার হইলেও আমার বুদ্ধির অগম্য। সেইজন্য, আমি কিরূপ, কত বড়, তাহা আমার, নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়,—এইজন্য, আমার প্রধান বিভূতিগুলি যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই শ্রবণ কর। হে কিরীটি, যাহা জানিলে সমস্ত বিভূতির জ্ঞান হইবে—যেমন বীজ হাতে আসিলেই বৃক্ষও করতলগত হইল বলা যায়; কিম্বা তৈয়ারী উদ্ভান হস্তগত হইলে, ফুল আপনা আপনিই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তেমনি, যে বিভূতিগুলি দেখিলে সকল বিষয়ই দেখা হইয়া যায়; হে ধনুর্দ্ধর, যথার্থই আমার বিস্তারের অন্ত নাই,—দেখ গগন এমন অপার, অথচ ইহাও আমার মধ্যে অবস্থিত।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

হে কুটিলকেশমন্তক ( গুড়াকেশ ), ধনুর্বেদদ্রাঘক ( ধনুর্বিজ্ঞায় শব্দের জ্ঞায় পারদর্শী ) অর্জুন, তুমি : আমি প্রাণীমাত্রের মধ্যে আত্মা হইয়া আছি । ভিতরেও আমি ইহাদের অন্তঃকরণে আছি, বাহিরেও আমি ইহাদের আচ্ছাদন করিয়া আছি, আমিই 'আদি, মধ্য ও অন্ত' ; যেমন মেঘের নীচে ও উপরে, অন্তরে ও বাহিরে, এক আকাশই আছে ; আর উহা আকাশেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই থাকে ; § পরে, যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনও আকাশ হইয়াই থাকে,—তেমনি আমিই ভূতগণের আদি, স্থিতি ও অন্তগতি । (২০০) এইভাবে, আমার বিভূতিযোগের দ্বারা আমার বিস্তার ও ব্যাপকতা বুঝিয়া লও, হৃদয়কে শ্রবণ ( কর্ণ ) করিয়া সমস্তই শ্রবণ কর ।”

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্মরুতামগ্নি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

ইহা বলিয়া কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, প্রভাববিশিষ্ট ( পদার্থের মধ্যে ) আমি কিরণসংযুক্ত রবি ।” শ্রীশাক্ষীর কহিলেন—“মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি, আকাশের অন্ধনে তারাগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি বিভ্রেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসূনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২২

সকল রুদ্রগণের মধ্যে আমিই মদনারি শঙ্কর,—ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না ।” শ্রীঅনন্ত বলিতে লাগিলেন—“যক্ষরক্ষগণের মধ্যে শতুর<sup>১</sup> ( সখা ) ধনবান কুবের ও আমি । অষ্টবসুর মধ্যে পাবক ( অগ্নি ) আমিই জানিবে, সমস্ত শিখরবান্ পর্বতের মধ্যে সর্বোচ্চ মেরু আমিই ।”

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ।

১ শতুর সখা ;

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২৩

শ্রীগোবিন্দ বলিলেন—“বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবভাগনের মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ মহেন্দ্র । ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একাদশ যে মন তাহাও আমি জানিবে, ভূতগণের মধ্যে স্বাভাবিক চেতনাও আমি ।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সহায়, সর্বজ্ঞতার আদিপীঠ, পুরোহিতশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিও আমি । হে মহামতি, ত্রিভুবনের সেনাপতির মধ্যে যে স্কন্দ ( কার্তিকেয় ) সে আমিই—হরবীর্ষ্য ও অগ্নির সংযোগে কৃত্তিকার গর্ভে যাহার জন্ম । ( ২১০ ) সকল জলাশয়ের মধ্যে জলরাশি সমগ্রও আমি, জানিবে, মহর্ষিগণের মধ্যে তপোরাশি ভৃগুও আমি ।” বৈকুণ্ঠবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“সমস্ত বাক্যের মধ্যে সত্যের ক্রীড়াস্থল যে একাক্ষর ( ওঁ )—তাহাও আমি । সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ—যাহা ইহলোকে কর্মাদির মধ্যে কর্মত্যাগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ।” লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন—“স্থাবর গিরির মধ্যে পুণ্যরাশি যে হিমালয়, তাহাও আমি ।”

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

উচৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

কল্পবৃক্ষ পারিজাত, এবং গুণে বিখ্যাত চন্দন—এ সমস্ত বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বথ । হে পাণ্ডব, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, জানিবে—সমস্ত

গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ । হে প্রবুদ্ধ (জানী অৰ্জুন), সমস্ত সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলাচার্য, প্রসিদ্ধ তুরঙ্গমের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা । হে অৰ্জুন, রাজ্যের ভূষণস্বরূপ গজগণের মধ্যে আমি ঐরাবত,—(দেবগণ) ক্ষীরসাগর মস্থন করিলে যাহা উঠিয়াছিল । সৰ্বলোক প্রজা হইয়া যাহাকে সেবা করে, নরগণের মধ্যে যে রাজা—সেও আমারি বিশেষ বিভূতি ।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতৃণামৰ্ষমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

হে ধনুর্ধর, সমস্ত শস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, যাহা শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রের হস্তে শোভা পায়' ।" ( ২২০ ) বিশ্বেশ্বর<sup>২</sup> ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“ধেনু<sup>৩</sup>র মধ্যে আমি কামধেনু, জন্মদাতার মধ্যে আমিই মদন, জানিবে । হে কুন্তীসুত, সর্পকুলের মধ্যে অধিষ্ঠাতা ( নায়ক ) বাসুকি আমিই, সমস্ত নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত ।” শ্রীঅনন্ত বলিলেন—“জলদেবতাগণের মধ্যে পশ্চিমদিক্‌পতি বরুণও আমি । আর হে পাণ্ডুকুমার, সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে পিতৃদেবতা যে অৰ্ষমা—সেও তত্ত্বতঃ আমিই । যাহারা জগতের শুভাশুভের ( নিয়ন্তা ) § ( প্রাণিগণের ) মনের অহুসন্ধানকারী—যাহারা কর্ম্মাহুযায়ী স্বর্গ মোক্ষরূপ ফল প্রদান করেন<sup>৬</sup> ; সেই নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে যম, যিনি কর্ম্মসাক্ষী ধর্ম্ম—সে আমিই”—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিলেন ।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাং চ মৃগেশ্চৈব হং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

“দৈত্যকুলের মধ্যে প্রহ্লাদও আমি জানিবে,—সেইজন্তই সে ঘেষ-ভাবাদিদোষে<sup>৭</sup> লিপ্ত হয় নাই ।” শ্রীগোপাল বলিলেন—“গ্রাসকারীদের মধ্যে আমি মহাকাল, ঋপদেবের মধ্যে শর্দূল—আমারি রূপ । যাবতীয় পক্ষিগণের

২ বিষক্সেন ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—যাহার অর্থ প্রায় একই ।

৩ কর্ম্মাহুসারে ফল ভোগ করাইবার নিয়ন্তা ; ৪ দৈত্যভাবাদিদোষে ; দৈত্যভাবসমূহ দ্বারা ;



মধ্যে আমাকে গরুড় বলিয়া জানিবে—এইজন্তাই সে আমাকে নির্ভয়ে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে ।§

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।

বধাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১

হে ধনুর্ধর, পৃথিবীর বিস্তারের মধ্য হইতে এক লাফে উড়িয়া যে স্বর্গ ডিঙাইতে পারেন ; ( ২৩০ ) সেই প্রবহমান, গতিশীল পদার্থের মধ্যে যে পবন সেও আমি,—হে পাণ্ডুহৃত, সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমিই ত্রীরাম ; যিনি ত্রেতাযুগে, সৰ্ব্বদা পতিত ধর্মের পক্ষ লইয়া, কেবল আপনার শরাসনের সাহায্যে বিজয়লক্ষ্মীকে স্বাভিমুখিনী করিয়াছিলেন ; অনন্তর, সুবেল পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপন প্রতাপে, আকাশে ‘জয়’ ঘোষণাকারী ভূতগণকে লঙ্কেশ্বরের<sup>১-২</sup> মস্তকপংক্তি বলি দিয়া উপহার দিয়াছিলেন ; যিনি, দেবগণের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্মের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি সূর্য্যবংশে সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছিলেন ; সেই শস্ত্রধারীগণের মধ্যে জানকী-বল্লভ ত্রীরামচন্দ্র আমিই ; আর, জলচরগণের মধ্যে আমিই মৃতিমান মকর । সমস্ত প্রবাহের মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা, যাহাকে জহুমুনি পান করিয়া পরে আপন জন্ম বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন ; হে পাণ্ডুহৃত, সেই সমস্ত জলপ্রবাহের মধ্যে ত্রিভুবনে প্রবহমান নদী যে জাহুবী, সে আমিই জানিবে ।

সর্গাণামাদিরন্তুশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকশ্চ চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

এইভাবে, ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে আমার প্রত্যেক বিভূতির বর্ণনা

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“এইজন্ত আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে সমর্থ হয়” ,

+ এই ওবীর পাঠান্তর—“এই বিস্তৃত পৃথিবীর মধ্যে একবার উড়িয়া সপ্ত সাগর প্রদক্ষিণ করিতে যাহার এক মুহূর্ত্তও লাগে না ;

১-২ প্রতাপশালী লঙ্কেশ্বরের ;

করিতে গেলে, সহস্র জন্মেও অর্ধেক বিভূতির বর্ণনা হইবে না। সমস্ত নক্ষত্রগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে, অস্ত্রঃকরণে এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হইলে<sup>১</sup> যেমন আকাশের মোট বাঁধিতে হয়; কিংবা, পৃথিবীর পরমাণুর সংখ্যা গণনা করিতে হইলে যেমন ভূগোলকেই ( ভূমণ্ডলকে ) কাঁখে করিতে হয়, তেমনি, হে পাণ্ডব, আমার বিস্তার জানিতে হইলে আমাকেই জানিতে হয়। (২৪০) শাখা, ফুল, ফল—এ সমস্তই সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিয়া হাতে লইতে হয়; তেমনি আমার বিশেষ বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে জানিতে চাহিলে, আমার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। নতুবা, পৃথক পৃথক বিভূতির কথা আর কত শুনিবে? স্ততরাং, হে মহামতি, একেবারেই জানিয়া লও যে সবই আমি। হে কিরীটি, আমি সমস্ত সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত, তত্ত্ব যেমন বস্ত্রে ওতপ্রোতভাবে আছে। আমাকে এইরূপ ব্যাপকভাবে জানিলে বিভূতিভেদ কেন করিবে? (এক একটা বিভূতি জানিবার কি প্রয়োজন?), পরন্তু, ইহাতে (ব্যাপকভাবে জানিবার) তোমার যোগ্যতা নাই, স্ততরাং একথা থাকুক। হে স্তম্ভাপতি, তুমি আমার বিভূতির কথা জানিতে চাও, স্ততরাং তাহাই শুন;—প্রাসঙ্গিক বিচার মধ্যে যে অধ্যাত্মবিজ্ঞা তাহা আমিই। আমিই বস্তুর মধ্যে বাদ (বিতর্ক),—যাহা কখনও সকল শাস্ত্রের সম্মতি দ্বারা বন্ধ হয় না; যাহা নির্ণয় করিতে (মিটাইতে) গেলে আরও বাড়িয়া যায়, যাহার জন্ত শ্রবণকারীর তর্কের বলবৃদ্ধি হয়, এবং বস্তুরও বাক্যের মাধুর্য্য হয়।” শ্রীমুকুন্দ বলিলেন—“এইভাবে, প্রতিপাদনের মধ্যে যে ‘বাদ’ তাহা আমিই, অক্ষরের মধ্যে বিপুল ‘অ’কারও আমি।

সমাসের মধ্যে আমি ‘বৃন্দ’ জানিবে, যে কাল মশক হইতে ব্রহ্মাপর্য্যন্ত সকলকে গ্রাস করে, সে কালও আমি (২৪০)+ হে কিরীটি, যাহা প্রলয়তেজকে আলিঙ্গন করে, সারা পবনকে গিলিয়া খায়, আকাশ যাহার উদয়ের মধ্যে স্থান পায়; এমনি যে অনন্ত ‘কাল’ তাহা আমিই”—লক্ষ্মীর সহিত লীলাবিলাসকারী ভগবান কহিলেন, “সৃষ্টিসমূহের সৃষ্টিকর্তাও আমি।”

১ ‘তেমনি, আমার বিস্তার দেখিতে হইলে;

+ “যাহা সেরসলরাশি সমস্ত পদার্থ সহিত পৃথীকে ধ্বংস করে, (প্রলয়কালের) একাধিকবেগে যেখানকার সেখানে শুকাইয়া ফেলে।”—এখানে পাঠান্তরে এইপ্রকার অল্প একটি ওষী আছে।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুস্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্ত্তিঃ শ্রীবাক্ চ নারীগাং স্মৃতির্মোহা ধৃতিঃ ক্রমা ॥ ৩৪

“আর, সৃষ্ট ভূতগণকে আমিই ধারণ (পালন) করি, আমিই সকলের জীবন, আর অস্তে যখন সর্বভূতগণকে সংহার করি, তখনও মৃত্যুরূপে আমিই, জানিবে। দ্বীগণের মধ্যে আমার আরও সাতটি বিভূতি আছে—কৌতুকে তাহাদের বর্ণনা করিতেছি, শুন। হে অর্জুন, নিত্য নূতন যে কীর্ত্তি তাহা আমারই মূর্ত্তি, ঔদার্যযুক্ত যে সম্পত্তি তাহাও আমি—জানিবে। + লোকের মধ্যে দৈনন্দিন (অথও) স্বৈর্য ও মেধা, তাহাও আমি, ত্রিভুবনে ধৃতি ও ক্রমাও আমি”—সংসারগজকেশরী (সংসাররূপ হস্তীর বিনাশকারী সিংহ) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“নারীগণের মধ্যে এই সাতটি শক্তি ও আমি, জানিবে।”

বৃহৎ সাম তথা সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫

রমাপতি বলিলেন—“হে প্রিয়োত্তম, বেদজয়ের সামবেদের মধ্যে যে ‘বৃহৎসাম’ তাহা আমিই। সকল ছন্দের মধ্যে যাহাকে গায়ত্রীছন্দ বলে তাহা আমারি স্বরূপ—ইহা তুমি নিঃসন্দেহে জানিবে।” শাঙ্গধর বলিলেন—“মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষও আমি, ঋতুর মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত ঋতুও আমি (২৬০)

তৃত্বং ছলয়তামস্মি তেজস্তুজস্মিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭

হে বিচক্ষণ অর্জুন, খেলার কোশলের মধ্যে যে তৃত্বকীড়া তাহাও আমি, এইজন্ত প্রকাশ্য চৌরাস্তার উপর খেলিলেও ইহা নিবারণ করা যায় না।

+ পাঠান্তরে এখানে এইরূপ দুটি ওবী আছে :—“আর যে বাক্ জ্বায়ের সুধাসনে আরাট হইয়া বিবেকের মার্গে চলে সে বাক্ও আমি ; পদার্থ দেখিতেই যে আমার স্মরণ করাইয়া দেয়, সে স্মৃতিও আমি—ইহা নিশ্চয় জানিও।”

সমস্ত তেজস্বী পদার্থের মধ্যে যে তেজ, তাহা আমিই—নিশ্চয় জানিও, সকল কার্যের যে উদ্দেশ্য তাহাও আমি।”§

হ্রবরের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“ব্যবসায়ের মধ্যে আমি সেই ব্যবসায় জানিবে, যাহা দ্বারা ত্রায় নির্মল ও উজ্জল দেখায়, ( নীতিপূর্ণ উত্তমই আমার স্বরূপ )।”

শ্রীঅনন্ত কহিলেন—“সাত্বিক পুরুষগণের মধ্যে আমি সত্ত্ব, যাদবকুলের মধ্যে যে শ্রীমন্ত ( ঐশ্বর্যশালী ) সেও আমি, জানিবে। দেবকীবৃন্দেব হইতে উৎপন্ন আমি ( যশোদার ) কণ্ঠার বদলে গোকুলে গিয়াছিলাম, ও ( স্তনপান করিয়া ) পুতনার প্রাণ সম্পূর্ণভাবে হরণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থা পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্বেই সৃষ্টিকে দানবশূন্য করিয়াছিলাম, হস্তে গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রের মহিমার মাপ করিয়াছিলাম ( গর্ভ খর্ব করিয়াছিলাম )। কালিন্দীর হৃদয়শল্য ( কালিয়নাগকে দমন করিয়া ) দূর করিয়াছিলাম, জলন্ত গোকুলকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং গোবৎসের বিষয়ে ( বিরিকি ) ব্রহ্মাকেও পাগল করিয়াছিলাম। প্রথম দশার অপরিণতকালেই’ ( বাল্যাবস্থার প্রথমেই ), কংসের ত্রায় ঘোরবিক্রমী দৈত্যকে অপ্রত্যাশিত-ভাবে এবং অনায়াসে বধ করিয়াছিলাম। এক একটি করিয়া আর কত বলিব? তুমিও এ সমস্ত দেখিয়াছ, অথবা শুনিয়াছ,—যাদবগণের মধ্যে ইহাই আমার স্বরূপ জানিবে। আর, চন্দ্রবংশের পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন আমারি স্বরূপ জানিবে—এইজ্ঞাই আমাদের পরম্পরের মধ্যে প্রেমভাবের বৃদ্ধি হয়।” ( ২৭০ )’ যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাসদেব, কবির মধ্যে ধৈর্যের আধার উশনা কবিও আমি।”

দণ্ডো দমযতামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাশ্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮

“নিয়ন্ত্রণকারীর মধ্যে আমিই দণ্ড জানিবে,—যাহা পিপীলিকা হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাহা সারাসার নির্ণয় করে, ধর্ম্যজ্ঞের পক্ষ

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“সকল কার্যের উদ্দেশ্য যে বিজয়”;

১ উষাকালেই;

অবলম্বন করে,—সকল শাস্ত্রের মধ্যে সেই যে নীতিশাস্ত্র তাহা আমিই।  
হে সখা অর্জুন, সমস্ত গুঢ় ( গুপ্ত ) বিষয়ের মধ্যে আমি 'মৌন',—এইজ্ঞ  
বক্তার সম্মুখে স্বয়ং ব্রহ্মাও অজ্ঞানী হইয়া যান। জ্ঞানীগণের মধ্যে আমিই  
জ্ঞান জানিবে; এখন এই বিভূতি বর্ণনা আর কত করা যায়?—ইহার  
কোনও পার দেখা যায় না।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন । .

ন তদস্তি বিনা যৎ স্থান্যয়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

হে ধর্জুন, দেখ, বর্ষার ধারার গণনা করা, কিম্বা পৃথিবীর উপরিস্থিত  
তৃণাক্ষরের সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যেমন মহাসমুদ্রের  
তরঙ্গের ব্যবস্থা ( সংখ্যা গণনা ) করা যায় না, তেমনি আমার স্বরূপের  
( বিভূতির ) কোনও হিসাব নাই। হে অর্জুন, এইরূপ পাঁচ সাতটি প্রধান  
বিভূতির কথা বাহা তোমাকে বলিয়াছি, তাহাও, মনে হইতেছে, উদ্দেশে  
ভাষা ভাষা বর্ণনা করা হইয়াছে।

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

নতুবা, বিভূতি বিস্তারের কোনও হিসাব করা যায় না; এইজ্ঞ, তুমিই  
বা কি শুনিবে, আমিই বা কত বলিব? এই কারণেই এখন আমি তোমাকে  
একেবারে আমার মর্ম্ম ( রহস্য ) বুঝাইয়া বলিতেছি,—সমস্ত ভূতাক্ষরে যে বীজ  
বিস্তারলাভ করে—উহাই আমি। ( ২৮০ ) অতএব, ছোটবড় ভেদ করিবে  
না, উচ্চনীচ ভাব<sup>১</sup> পরিত্যাগ করিবে, সমস্ত বস্তুজাত আমারি স্বরূপ ইহাই  
জানিবে। এখন, হে অর্জুন, ইহা অপেক্ষা আর একটি সাধারণ চিহ্নের কথা  
বলিতেছি, শুন—উহা দ্বারা তুমি আমার বিভূতি জানিতে পারিবে।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাগবচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

হে ধনঞ্জয়, যে যে স্থানে সম্পত্তি ( ঐশ্বর্য্য ) ও দয়া, এ দুটি গুণই আসিয়া

একত্র বসতি করে, সেই সেই স্থানই আমার অংশ জানিবে। অথবা, গগনে সূর্য্যবিশ্ব একটিই, পরন্তু তাহার প্রভা যেমন ত্রিভুবনে প্রসারিত হয়, তেমনই সকল লোক একা' আমারই আজ্ঞা পালন করে। তাহাকে 'একলা' বলিও না, সে নির্ধনও নয়,—কামদেহু কি ( লাভক্ষতিরং ) হিসাব করিয়া চলে ? তাহার নিকট যে, যখন, যেসব বস্তু প্রার্থনা করে, সে ঐসব বস্তু একসঙ্গেই প্রসব ( উৎপন্ন ) করিতে থাকে,—তেমনি সমস্ত বৈভব তাহার ( বিশ্ববীজের ) অঙ্গে ভরিয়া আছে।\* হে প্রাজ্ঞ, তাহাকে চিনিবার চিহ্ন এই যে—তাহার আজ্ঞা সবাই নমস্কার ( শিরোধার্য্য ) করে,—সে আমারি অবতার।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

আর, ইনি সামান্য, উনি অসাধারণ—এই প্রকার ভেদ করাও দোষের, কারণ এক আমিই সমগ্র বিশ্বরূপে আছি। ইহার মধ্যে সাধারণ আর উত্তম, এইরূপ বিভাগ কিরূপে কল্পনা করা যায় ? বুধাই আপনার দৃষ্টিতে ভেদের কলঙ্ক কেন স্পর্শ করিতে দিবে ? সাধারণতঃ, যুতকে কেন মছন করিবে ? অমৃতকে কি ছাঁকিয়া অর্ধেক করিবে ? বৃষ্টির কি দক্ষিণ বাম অঙ্গ আছে ? ( ২৯০ ) সূর্য্যবিশ্বের পেট ও পিঠ ( সম্মুখ ও পশ্চাৎ ) দেখিতে গেলে আপনারই চক্ষুর দৃষ্টি নষ্ট হয়, আমার স্বরূপে 'সামান্য' 'বিশেষ'ও তেমনি। আর, বিভিন্ন বিভূতির মধ্যে আমার অপার স্বরূপের আর কত মাপ করিবে ? সূত্রাং, হে সূতজ্ঞাপতি, উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন, দেখ, আমার এক অংশই এই জগৎ ব্যাপিয়া আছে, এইজন্ত, ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র সমবুদ্ধিতে আমার ভজনা কর।" জ্ঞানীপুরুষ-রূপ উপবনের বসন্ত, বৈরাগ্যালীল পুরুষের কাস্ত ( স্বামী, ধ্যেয় ), শ্রীমন্ত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন ; তখন অর্জুন বলিলেন—“হে স্বামিন্, আপনি তো এইরূপ এক রহস্যের কথা বলিলেন—যে ভেদ একবস্ত, আর আমি তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া ভেদভাব পরিত্যাগ করিব। অহো, সূর্য্য কি জগৎকে বলে—‘এই অন্ধকারকে দূরে তাড়াইয়া দাও ?’ তেমনি, আপনি অহুচিত কথা বলিতেছেন।

—ইহা বলাও আমার পক্ষে অধিক বলা হইবে। আপনার নাম যদি কোনও এক সময়ে কেহ মুখে উচ্চারণ করে কিম্বা কর্ণে শ্রবণ করে তবে ভেদভাব তাহার হৃদয়ে হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করে।<sup>১</sup> + চন্দ্রবিশ্বের গম্ভীরায় (গর্ভগৃহে) প্রবেশ করিবার পরও কি উৎকণ্ঠা থাকিবে? হে শাস্ত্রধর, আপনি অবিশেষকের শ্রায়<sup>২</sup> এই কথা বলিতেছেন।” তখন ভগবান সহজে পরিতুষ্ট হইয়া অর্জুনকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—“তুমি আমার কথায় ক্রোধ করিও না। ভেদের রীতিতে আমি যে তোমাকে আমার বিভূতির বাহিনী বর্ণনা করিলাম, তাহা অভেদবুদ্ধিতে নিজের অন্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ কিনা? (৩০০) ইহাই দেখিবার জ্ঞান আমি বাহ্যভঙ্গীতে (বহিরঙ্গভাবে) কিছু বলিতেছিলাম, (এখন দেখিতেছি) বিভূতি সম্বন্ধে তোমার উত্তম জ্ঞান হইয়াছে।” তখন অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনার কথা আপনিই জানেন, পরন্তু আমি দেখিতেছি সমস্তই (সারা বিশ্বই) আপনি আরম্ভ করিয়াছেন।”<sup>৩</sup> “হে রাজন, পাণ্ডুস্বত অর্জুন এইরূপ অমুভবের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন”—সঞ্জয়ের এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র অবিচলিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সঞ্জয় অন্তঃকরণে দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিলেন—“ইনি যে (নিজের) সৌভাগ্য ফেলিয়া দিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, আমি ভাবিয়াছিলাম ইহার অন্তঃকরণ সুস্থ হইয়াছে, দেখিতেছি অন্তরেও ইনি অন্ধ।” পরন্তু একথা থাকুক, অর্জুন এইভাবে অদ্বৈতভাবের মান<sup>৪</sup> বাড়াইতেছিলেন, কারণ ইহার পর অল্প এক বিষয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল। বলিলেন—“হৃদয়ের অন্তরে যে (আত্মামুভবের) প্রতীতি জন্মিয়াছে তাহাই বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হউক—চিন্তের<sup>৫</sup> এই মার্গে (আমার) বুদ্ধি চালিত হইতেছে। আমার এই দুটি চক্ষুদ্বারাই সমগ্র বিশ্বরূপ আলিঙ্গন করিব (দেখিব)”—এতবড় ইচ্ছা তিনি ভাগ্যবান বলিয়াই করিতে পারিয়াছিলেন। আজ তিনি কল্পতরুর শাখাই

১ দূর হয়;

+ “আপনি তো স্বয়ং পূর্ণপরব্রহ্ম, আমার সৌভাগ্যবশতঃ আপনি আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এখন ভেদ কোথা হইতে আসিবে, এবং কেই বা কোথায় দেখিবে?”—এইরূপ একটা গুণী পাঠান্তরে এই স্থলে আছে।

২ আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান;

৩ সমস্ত বিশ্বই আপনি ভরিয়া আছেন; বশীভূত

করিয়াছেন;

৪ আপনার কল্যাণের মাত্রা;

৫ আশ্তির ইচ্ছার;

হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাতে বক্ষ্যাত্ম-দোষ দেখা যায় না, তাঁহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই সত্য করিয়া দিতেছেন। যিনি প্রহ্লাদের কথায় শ্রবণং সকল বস্তু হইয়াছিলেন<sup>১</sup>, তাঁহাকেই আজ অর্জুন সদগুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্ত পার্থ কি ভাবে উজোগ করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে। ( ৩১০ )

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়

সমাপ্ত ।



## একাদশ অধ্যায়

এখন ইহার পর, এই একাদশ অধ্যায়ে, দুইটি রসের কথা বলা হইয়াছে—  
 বাহাতে অৰ্জুনের বিখরুপ দর্শন হইবে; এখানে ‘শাস্ত’ রসের ঘরে ‘অদ্ভুত’-  
 রস আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়াছে, এবং অপর রসগুলিও আসিয়া  
 পংক্তিতে বসিবার সম্মান লাভ করিয়াছে। বধুবরের মিলনে (বিবাহসময়ে)  
 যেমন বরষাঙ্গিগণও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়, তেমনি দেশী (মারাঠী) ভাষার  
 স্থানসনে সমস্ত রস আসিয়া সুশোভিত হইয়াছে। পরন্তু, (তাহাদের মধ্যে)  
 শাস্ত ও অদ্ভুতরস এমন ভাবে শোভা পাইতেছে যে চক্ষু যেন অঙ্কলিঙ্গ হইয়া  
 তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে—যেন হরিহর প্রেমভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন  
 করিয়া আছেন। অথবা, অমাবস্তার দিনে যেমন সূর্য ও চন্দ্রের বিষ একত্রে  
 মিলিয়া যায়, তেমনি, এই অধ্যায়ে (শাস্ত ও অদ্ভুত) রসের ঐক্য হইয়াছে।  
 গঙ্গা ও যমুনার প্রবাহ যেন একত্রে মিশিয়াছে, তেমনি এখানে রসের প্রয়াগ  
 হইয়াছে, এবং তাহাতে সারা জগৎ সন্মাত (পবিত্র) হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে  
 গীতারূপ সরস্বতী নদী গুপ্ত হইয়া আছে, আর এই দুটি রসের প্রবাহ প্রকট  
 হইয়া আছে—এইজ্ঞ, হে শ্রোতৃবৃন্দ, ইহাকে ত্রিবেণী-সঙ্গমই বলা উচিত।  
 জ্ঞানদেব বলিতেছে—আমার উদার দাতা শ্রীগুরুদেবই কেবল শ্রবণ দ্বারাই  
 এই তীর্থে প্রবেশ করা সহজ করিয়াছেন। শ্রীনিবৃত্তিদেব ইহার (গীতার)  
 সংস্কৃত ভাষারূপ গহনতীর ভাঙ্গিয়া মারাঠী শব্দের সোপান প্রস্তুত করিয়া,  
 একটি ধর্মের নিধান (ভাণ্ডার) রচনা করিয়াছেন। এইজ্ঞ এখানে যে কেহ  
 জ্ঞান করিয়া প্রয়াগে বিরাটস্বরূপ মাধবের দর্শনের ত্রায় বিখরুপ<sup>১</sup> দর্শন করিতে  
 পারে, এবং তদ্বারা (জন্মমরণের) সংসারের তিলাঞ্জলি দিতে পারে। (১০) আর  
 অধিক কি বলিব? এই অধ্যায়ে রসভাব এমন মুগ্ধমান হইয়া প্রকট হইয়াছে  
 যে জগতে শ্রবণ স্থখের যেন সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হইল। এখানে ‘শাস্ত’ ও ‘অদ্ভুত’-  
 রস প্রকট হইয়াছে, আর অত্র রসেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—ইহা অল্পই বলা  
 হইল—পরন্তু এখানে কৈবল্য (মোক্ষ) প্রাপ্তির পথই উন্মুক্ত হইয়াছে।  
 ইহাই একাদশ অধ্যায়, যাহা ভগবানের নিজের আবাস স্থান<sup>২</sup>, পরন্তু

ভাগ্যান্বেষের রাজা (শ্রেষ্ঠ) অর্জুন এখানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর<sup>১</sup> শুধু অর্জুন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ইহাই বা কেন বলি? আজ যে আলিতে চায় তাহারই সন্ধ্যা হইল, কারণ গীতার্থ মারাত্মক ভাষায় প্রকট হইল। এইজন্য, এখন আমার মিনতি শ্রবণ করুন, সন্তান আপনারা এখন এদিকে মনোযোগ দিন। অহো, যদিও আপনারা ত্রায় সন্তানের সত্য আমি গৃহীত প্রকাশের যোগ্য নই, তথাপি আপনারা আমাকে প্রেমে সন্তানের মত মানিয়া লউন। অহো, তোমাকে আপনারা বলি শিখান, তাহার মুখে (ঐ শিখান) বলি শুনিয়া আপনারা মাথা দোলাইতে থাকেন, কিংবা বালকের কৌতুকপূর্ণ ক্রিয়া দেখিয়া কি মাতা আনন্দিত হন না? তেমনি, আমি যাহা বলিতেছি, হে প্রভু, তাহা আপনারাই শিখাইয়াছেন,—অতএব, হে দেব, আপনারা আপনারা নিজের কথাই শুনুন। সারস্বতের (ব্রহ্মবিজ্ঞার) যে মধুর বৃক্ষ (চারা) আপনারা রোপণ করিয়াছেন, অবধানরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া এখন তাহাকে বাড়াইয়া তুলুন। এই বৃক্ষ রসভাবরূপ ফুলে ও নানা ফলভারে ভরিয়া উঠিয়াছে আপনারা প্রসাদে জগতের উপযোগী হইবে।” (২০) এই কথায় সন্তগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“তুমি ভালই করিয়াছ। আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন অর্জুন কি বলিলেন, তাহাই বল।” তখন নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতে লাগিলেন—“কৃষ্ণার্জুনসংবাদ আমি সাধারণ মহন্ত কি বলিতে জানি? পরন্তু, আপনারাই আমাকে বলাইবেন। অহো, বনের পত্রভোজী বানরগণ লঙ্কেশ্বরকে পরাভূত করিয়াছিল, একা অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করেন নাই? অতএব সমর্থ ব্যক্তি সাহায্যকারী হইলে চরাচরে কি না হয়? আপনারা সন্তান তেমনি আমাদের এই গীতার্থ বলাইতেছেন। এখন শ্রীকৃষ্ণনাথের মুখনিঃসৃত গীতার উত্তম ভাবার্থ আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই গীতা গ্রন্থের কি আশ্চর্য মহাত্মা! বেদপ্রতিপাদ দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থের বক্তা; যাহা শ্রীশঙ্কর বুদ্ধির অগম্য, তাহার গৌরব কিরূপে বর্ণনা করিব? এখন মনে

১ আদিত্য;

২ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“নানারূপ ফলে [ বা ফলভারে ] সুশোভিত হইয়া”;

৩ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“চরাচরে হয় না, এরূপ হইতে পারে না”;

মনে তাহার বন্দনা করাই ভাল। এখন বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া কবিতা প্রথমে কি করিবার উপক্রম করিলেন তাহাই শুধুন। সারা বিশ্বই সর্বেশ্বর—অৰ্জুনের মনে এইরূপ যে প্রতীতি (অহুভব)-গত দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহা বাহিরে নয়নগোচর হউক ; ইহাই তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, পরম্ভ, ভগবানকে ও সম্বন্ধে কিছু বলাও (অৰ্জুনের পক্ষে) সম্ভবজনক,—বিশ্বরূপ অতিগূঢ় রহস্ত, তাহার সম্বন্ধে কেমন করিয়া প্রশ্ন করা যায় ? ( ৩০ ) তিনি ( মনে মনে ) বলিলেন—“যাহা পূর্বে কখনও কোনও প্রেমী ভক্ত জিজ্ঞাসা করে নাই, সহসা কেমন করিয়া বলি তাহাই আমাকে দেখাইয়া দিন। যদিও আমি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র, তথাপি আমি কি মাতার ( লক্ষ্মীদেবী বা কৃষ্ণীদেবী ) অধিক অন্তরঙ্গ ? পরম্ভ তিনিও এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ভয় পান। +আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন পরম্ভ তাহা কি গরুড়ের প্রতি স্নেহের ন্যায় ? গরুড়ও একথা বলিতে সমর্থ হয় নাই। আমি কি সনকাদি হইতেও তাঁহার নিকটতর ? পরম্ভ তাঁহারাও এইপ্রকার ( বিশ্বরূপদর্শনের ) বাসনা পোষণ করেন নাই ; আর, আমি কি প্রেমে গোকুলবাসীদের অপেক্ষাও তাঁহার প্রিয়তর ? তাহাদেরও তিনি বাগ্ভাব-দ্বারা মোহিত করিয়াছেন, কোনও এক ভক্তের জন্ত গর্ভবাসও সহ্য করিয়াছেন, পরম্ভ বিশ্বরূপ গুপ্তই থাকিল, তাহা কাহাকেও দেখান নাই। যে গূঢ় রহস্ত ইনি আজ পর্য্যন্ত আপনাত্মক অন্তরঙ্গের কাছেও গোপন রাখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি সোজা-সুজি কি করিয়া প্রশ্ন করি ? আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে অন্তঃকরণে স্থখ হইবে না, § তখন আমি জীবিত থাকিয়া কি করিব ? অতএব, এখন অল্পস্বল্প কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ভাগ্যে যাহাই থাকুক”’,—এইভাবে পার্থ ভীত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ; পরম্ভ এমন

+ “আমি অত্যন্ত অসাধারণ, পরম্ভ, যে শেষনাগ অনন্ত পর্য্যন্ত হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিয়াছে, আমি কি তাহা হইতেও অধিক অনন্ত ? পরম্ভ, সহসা বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেই ভরসা হয় না, দেখানে আমাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, ইহা কি করিয়া বলি ?” ( পাঠান্তরে এইস্থলে এই প্রকার দুটি ওবী আছে । )

§ “আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে বিশ্বরূপ দর্শন বিনা স্থখ হইবে না, এবং জীবিত থাকিব কিনা তাহাই সন্দেহ”—পাঠান্তরে এই প্রকার একটি ওবী আছে ।

১ ভগবানের যাহা ইচ্ছা করুন ;

প্রেমের সহিত বলিলেন, যে দু-একটি প্রশ্নোত্তরের পরেই ( ভগবান ) আপনার সমগ্র বিস্ময় উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন । যেমন বৎসকে চোখে দেখিয়াই গাভী প্রেমবশতঃ চটপট উঠিয়া দাঁড়ায়, শুনে মুখ দিলে কি দুধ ধরিয়া রাখিবে ? ( ৪০ ) তেমনি পাণ্ডবের নামেই যে শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে ( তাহাদের রক্ষা করিবার জন্ত ) দৌড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে অর্জুন প্রশ্ন করিলে কি তিনি লহ্য করিবেন ( চূপ করিয়া থাকিবেন ) ? তিনি স্বভাবতই স্নেহের অবতারণা, আর অর্জুন স্নেহপূর্ণ ঋণ—এ দুটির মিলনে যে ভিন্নতা থাকিবে ইহাই আশ্চর্য্য । অতএব, অর্জুন বলিতেই ভগবান আপনিই বিস্ময়কর হইয়া যাইবেন,—ইহাই প্রথম প্রশ্ন, আপনারা শ্রবণ করুন ।

অর্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যং স্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

তখন পার্থ ভগবানকে বলিলেন—“হে কৃপানিধি, আপনি আমার জন্তই যাহা অবর্ণনীয় তাহাও প্রকট করিয়া বলিয়াছেন । যখন ( পঞ্চ ) মহাভূত ব্রহ্মে লীন হয়, আর জীব ও মহাদাদিও লয়প্রাপ্ত হয়, তখন দেব ( পরব্রহ্ম ) যে স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহাই তাঁহার অস্তিম বিশ্রামস্থল । যে স্বরূপ আপনি কৃপণের হ্রায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যাহা আপনি বেদের কাছেও গোপন করিয়াছেন—হে প্রভু, তাহা আপনি আমার সম্মুখে হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন—যে অধ্যাত্ম বস্তুর জন্ত শব্দ সমস্ত ঐশ্বর্য্য ( আরতি করিয়া ) পরিত্যাগ করিয়াছেন ; সেই বস্তু ( জ্ঞান ), হে স্বামিন্, আপনি আমাকে একেবারে দান করিয়াছেন—এ কথা বলিলে আমি আপনার স্বরূপ দেখিব কিরূপে ?’ পরন্তু, সত্যই মোহের মহাবল্যায় আমাকে মন্তক পর্ব্বন্ত ডুবিতে দেখিয়া, হে শ্রীহরি, আপনি নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন । এক আপনি ভিন্ন এই বিশ্বে দ্বিতীয় কোনও বস্তু নাই—পরন্তু, আমার কর্ম দেখুন,—যে ‘আমি আছি’ এই প্রকার কথা বলিতেছি । ( ৫০ ) আমি জগতে এক ‘অর্জুন’ এই দেহাভিমান পোষণ করিয়া কৌরব-

গণকে আমার স্বজন মনে করিতেছিলাম। শুধু ইহাই নহে,—ইহাদের বধ করিয়া আমি কি পাপে লিপ্ত হইব, এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম,—আপনি আমাকে জাগ্রত করিয়াছেন। হে দেব, হে লক্ষ্মীপতি, নিজের বসতিভ্যাগ করিয়া আমি গন্ধর্ব্বনগরীতে গিয়াছিলাম, জলপান করিবার ইচ্ছায় আমি যুগজল পান করিতেছিলাম। বস্ত্রনির্ম্মিত সর্পের দংশনে সত্যই বিষের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম—এই বৃথা মরণ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া আপনি শেষ প্রাপ্তি করাইয়াছেন। আপন প্রতিবিম্ব না বুঝিয়া সিংহ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে গেলে যেমন কেহ তাহাকে ধরিয়া ফেলে, তেমনি, হে অনন্ত, আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। নতুবা, শুভ্র, আমার এতটা নিশ্চয়তা হইয়াছিল যে সপ্তসমুদ্রও যদি একত্রে মিলিয়া যায়; যুগক্ষয়ে প্রলয় হইয়া সমস্ত জগতের অন্ত হয়, অথবা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি আমার গোত্রজ-গণের সহিত যুদ্ধ করিব না; এইরূপ অহঙ্কারের আধিক্যে আমি আগ্রহরূপ জলে ডুবিতেছিলাম,—ভাগ্যে আপনি নিকটে ছিলেন, নতুবা কে আমাকে উঠাইত? আমি মিথ্যাই নিজের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলাম, আর যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার নামগোত্র আখ্যা দিয়াছিলাম—এইভাবে ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম—পরন্তু আপনিই রক্ষা করিয়াছেন। পূর্বে জলন্ত অগ্নিকুণ্ড (লাক্ষানির্ম্মিত জতুগৃহ) হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাহাতে শুধু দেহেরই ভয় ছিল,—এখন এই ভ্রমরূপ দ্বিতীয় অগ্নিকুণ্ডে চৈতন্যের সঙ্কট হইয়াছিল। (৬০) দুরাগ্রহরূপ হিরণ্যাক্ষ আমার বুদ্ধিকে<sup>১</sup> কুক্ষিতলে লইয়া মোহরূপ সমুদ্রের (গবাক্ষে) তলদেশে প্রবেশ করিয়াছিল; সেখানে আপনারই সামর্থ্যে পুনরায় আমার বুদ্ধি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল,—আপনাকে দ্বিতীয় বরাহ (অবতার) হইতে হইল। আপনার কৃতিত্ব এমনই অপার যে একমুখে আমি তাহার কি বর্ণনা করিব? পরন্তু, আপনি আমার জ্ঞান আপনার পঞ্চপ্রাণই সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার কিছুই বৃথা যাইবে না, হে দেবরাজ, আপনি আমার মায়ার আচ্ছন্ন (সমূল) নিরসন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার উত্তম বশঃপ্রাপ্তি হইল। হে প্রভু, আনন্দসরোবরে কমলের শ্রায় আপনার নেত্র যাহার জ্ঞান আপনার প্রসাদের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেয় (যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে); তাহার কি আর মোহের সহিত সাক্ষাৎ হয়?

১ বুদ্ধিরূপ বহুত্বকে;

ইহা কত তুচ্ছ (হীন) কর্ণনা। যুগজলের বৃষ্টি<sup>১</sup> বড়বানলের কি করিবে ? আর আমার কথা ধরিলে, হে কৃপানিধি, আমি আপনার কৃপার গর্তগৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরসের আশ্বাদন করিতেছি ; তাহাওয়া যে আমার মোহ চলিয়া যাইবে ইহাতে আর বিশ্বয়ের কি আছে ? আপনার চরণস্পর্শে আমার উদ্ধার হইয়া গেল।

ভবাপ্যয়ো হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

হন্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

হে কমলনেত্র, হে কোটিসূর্য্যপ্রভ মহেশ, আজ আপনার নিকট হইতে (ইহাই) শুনিলাম ; এই ভূতগ্রাম যেখান হইতে উৎপন্ন হয়, এবং লয়প্রাপ্ত হইয়া যেখানে যায়, হে দেব, সেই প্রকৃতির বর্ণনা আমার কাছে করিয়াছেন ; আর, প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়া সেই পরমপুরুষের মূলস্থান দেখাইয়াছেন,—ঐহার মহিমারূপ আচ্ছাদনে বেদ সবস্ত্র হইয়াছে ; শব্দরাশি (বেদ) বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবিত আছে, অথবা ধর্মরূপ রত্ন প্রসব করিতেছে—ইহা তাঁহারই প্রভাব চরণ সেবা করিতেছে বলিয়া (তেজের প্রভাবে) সম্ভব হইতেছে। এইভাবে, যিনি সকল সাধনমার্গের একমাত্র ধ্যেয়, ঐহার স্বরূপ শুধু আত্মাহুত্ব দ্বারা আশ্বাদন করা যায়, সেই পরব্রহ্মের অগাধ মাহাত্ম্য আপনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। আকাশ মেঘনির্মুক্ত হইলে যেমন দৃষ্টি সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিম্বা হস্তদ্বারা শৈবাল সরাইয়া ফেলিলে যেমন জল দেখা যায় ; অথবা সর্পের বেষ্টনী ছাড়াইলে যেমন চন্দনবৃক্ষকে আলিঙ্গন দেওয়া যায়, অথবা (রাক্ষসী) পিশাচ পলায়ন করিলে যেমন ধনভাণ্ডার হস্তগত হয় ; তেমনি প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা দূরে সরাইয়া, হে দেব, আপনি আমার বুদ্ধিকে পরতত্ত্বের শয্যায় শয়ন করাইয়াছেন (ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন)। এইজন্ত, হে দেব, আমার অন্তঃকরণে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যয় (দৃঢ় বিশ্বাস) হইয়াছে, পরন্তু, হে দেব, আর একটি (ইচ্ছা) উৎপন্ন হইয়াছে। সন্কোচ করিয়া যদি বলি ‘ধাক’ (জিজ্ঞাসা না করি), তবে আর কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব ? আপনি ভিন্ন কি আর অন্য কোনও আশ্রয় আছে ? জলচর যদি জলে আশ্রয় লইতে সন্কোচ করে, বালক

যদি স্তনপান করিতে না চায়, তবে, হে শ্রীহরি, তাহার বাঁচিবার আর কি উপায় আছে? সুতরাং সঙ্কোচ করিব না, যাহা ইচ্ছা হয় আপনাকে প্রদত্ত করিব।” তখন ভগবান বলিলেন—“থাক, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বল।” (৮০)

এবমেতদ্ যথাথ ভ্রমাত্মানং পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

তখন কিরীটী বলিলেন—“আপনি যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে আমার অমৃতভবের দৃষ্টি শাস্ত হইয়াছে। এখন, যাহার সঙ্কল্পে এই লোকপরম্পরার আরোপ হয়—যে স্থানকে (যাহাকে) আপনি স্বয়ং ‘আমি’ বলিয়াছেন; আপনার সেই মূল স্বরূপ—যাহা হইতে আপনি সুরগণের কার্য্যের নিমিত্ত দ্বিভূজ, চতুর্ভূজরূপে বারম্বার অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; শেষশয়ন শ্রীবিষ্ণুর রূপ ঢাকিয়া, মৎস্তকূর্ম্মাদিরূপে<sup>১</sup> লীলা সমাপ্ত হইলে যেখানে আপনি এইসব গুণরূপ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন; উপনিষদ যাহার মহিমা কীর্ত্তন করে, যোগিগণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া (অন্তর্মুখী হইয়া) যাহার দর্শন পায়, যাহাকে সনকাদি ঋষিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন; এইরূপ অগাধ যে আপনার বিশ্বরূপ, যাহার কথা আমি কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, হে দেব, তাহা দেখিবার জন্ত আমার চিত্ত উতলা হইয়াছে। আমার সঙ্কট দূর করিয়া প্রেমবশতঃ দেবতা যখন আমার মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিয়াছেন,—তখন ইহাই আমার একটি বৃহৎ কামনা। আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইবে, মনে এইরূপ এক বৃহৎ আশাই বাধিয়াছি।

মগ্ধসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।

যোগেশ্বর ততো মে ভুং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

পরন্তু, হে শাস্ত্রী, আর একটি কথা আছে,—আপনার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্ত আমার অঙ্গে যোগ্যতা আছে কি নাই; আমি আমার নিজের যোগ্যতা জানি না, আপনি যদি প্রদত্ত করেন কেন জানি না—তবে রোগী কি রোগের

<sup>১</sup> লোকপরম্পরা উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়, মৎস্তকূর্ম্মাদিরূপে;

<sup>২</sup> জলশয়ন শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গীকৃত

নিদান জানে ? ( ২০ ) আর আত্মিক উৎকর্ষ প্রবল হইলে আত্ম আপনার যোগ্যতা ভুলিয়া যায়,—যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি বলে সমুদ্রেও আমার তৃষ্ণা মেটে না। তেমনি প্রবল আকাঙ্ক্ষার মোহে, আমি স্বতঃ আপনাকে সামলাইতে পারিতেছি না—এইজ্ঞ, মাতা যেমন ( আপন ) বালকের যোগ্যতা জানে ; তেমনি, হে জনার্দন, আপনিই আমার যোগ্যতা বিচার করুন,—আর বিশ্বরূপ দেখাইবার উপক্রম করুন। তবে এমনি ভাবে কৃপা করুন ( কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ স্পর্শ করান ), নতুবা বলুন তাহা হইবে না,—দেখুন, বধিরের সম্মুখে বৃথা পঞ্চমন্ডরের আলাপ তাহাকে কি করিয়া স্তম্ভ দিতে পারে ? এক চাতকের তৃষ্ণা উপলক্ষ করিয়া মেঘ কি সারা জগতের জল বর্ষণ করে না ? পরন্তু, বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের উপর তাহা ব্যর্থ হয়। চকোর চন্দ্রামৃত প্রাপ্ত হয়,—অপরকে কি শপথ দিয়া বারণ করা হয় ? পরন্তু চক্ষু বিনা ( চন্দ্রের ) প্রকাশ বৃথাই যায়। অতএব, আপনি অবিলম্বে বিশ্বরূপ দেখাইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—কারণ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে আপনি নিত্য নূতন ( আপনার স্বরূপ অদ্ভুত—অলৌকিক )। আমি জানি আপনার ঐশ্বর্য স্বতন্ত্র, দিবার সময় আপনি পাত্ৰাপাত্ৰ বিচার করেন না, কৈবল্যের শ্রায় পবিত্র বস্তুও কি আপনি শত্রুকে দেন নাই ? মোক্ষ সত্যই দুর্বারাধ্য ( দুপ্রাপ্য ), পরন্তু তাহাও আপনার চরণ সেবা করে,—সেইজ্ঞ আপনি যেখানে প্রেরণ করেন, ভূত্যের শ্রায় সেখানেই যায়। পুতনা—যে বিষাক্ত স্তনপান করাইয়া আপনাকে রাগাইয়াছিল,<sup>১</sup> তাহাকেও আপনি সনকাদির সমান সাযুজ্য মুক্তিরূপ প্রসাদ দান করিয়াছেন। ( ১০০ ) রাজস্বয় যজ্ঞে সমাগত ত্রিভুবনের সভাসদগণের সম্মুখে শত দুর্ভাক্য দ্বারা যে আপনার অপমান করিয়াছিল ; সেই শিশুপালকে কি, হে গোপাল, আপনি আপনার পদ(স্বরূপ) প্রদান করেন নাই ? আর উত্তানপাদেয় পুত্রের কি ধ্রুবপদে আকাঙ্ক্ষা ছিল ? সে পিতার অঙ্গে বসিবে বলিয়াই বনে আসিয়াছিল, পরন্তু স্বর্গাদির শ্রায় পূজ্য হইয়াছে। এইভাবে, হে প্রিয়, আপনি কত আশ্চর্য্য দান করিয়া বনবাসী ( আত্ম ) জনের বশ হইয়াছেন ; —পুত্রকে দেখিতে দেখিতে অজামিল পরন্তু ( ব্রহ্ম ) প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ( ভৃগুঋষি ) আপনার বক্ষে পদাঘাত



করিয়াছিল, হে দাতা প্রভু, আপনি তাহার ( চরণ ) চিহ্ন<sup>১</sup> ধারণ করিতেছেন,  
—এখন পর্যন্ত আপনি আপনার বৈরীর ( শঙ্খাসুরের ) কলেবর ( শঙ্খ )  
ভুলিতে পারেন নাই।\* এইভাবে অপকারীর আপনি উপকার করেন,  
অপাত্তের প্রতিও আপনি উদার,—আপনাকে দান করিয়াছে বলিয়া আপনি  
বলিয়াজার দ্বারপাল হইয়াছেন। যে গণিকা কখনও আপনার আরাধনার  
কথা শ্রবণ করে নাই,<sup>২</sup> সে কোতুকে শুকপক্ষীকে ( রামনাম ) উচ্চারণ  
করাইত বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের সুখভোগের সুবিধা প্রদান করিয়াছেন।  
এই প্রকার বৃথা নানা অছিলায় আপনি স্বেচ্ছায় আপন পদ ( মুক্তি ) প্রদান  
করিয়া থাকেন,—আমার জ্ঞাত কি আপনি ভিন্ন কিছু করিবেন? আপন  
দুষ্কের আধিক্যে যে জগতের সৰ্ব্বট দূর করে, সেই কামধেনুর বৎসই কি ক্ষুধার্ত  
থাকিবে? অতএব, হে দেব, আমি যাহা আপনার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি,  
তাহা যে আপনি দেখাইবেন না, ইহা হইতেই পারে না,—পরন্তু, আমার  
দেখিবার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করুন। ( ১১০ ) হে গোপাল,  
আপনার বিশ্বরূপ দেখিতে পাই এইরূপ করুন—হে দেব, আমার আন্তরিক  
দোহন ( কামনা ) পূরণ করুন।” সুভদ্রাপতি যখন এই প্রকার বারম্বার বিনতি  
করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তখন ষড়্-গুণৈশ্বর্যের চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে  
পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপামৃতপূর্ণ সজল মেঘ, আর অৰ্জুন সমাগত বর্ষাকাল,  
—অথবা, শ্রীকৃষ্ণ কোকিল, অৰ্জুন বসন্ত; এইজন্ত, গোলাকৃতি ( পূর্ণ ) চন্দ্র-  
বিশ্ব দেখিয়া যেমন ক্ষীরসমুদ্র উছলিয়া উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে দ্বিগুণ  
উল্লসিত হইলেন। তখন সেই প্রসন্নতার আবেশে কৃপাপ্রবণ হইয়া গভীরস্বরে  
কহিলেন—“হে পার্থ, দেখ, আমার অপরিমেয় অসংখ্য স্বরূপ দেখ।” অৰ্জুনের  
একটি বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই বিশ্বরূপময়  
করিলেন। ভগবানের উদারতা অপরিমিত, তিনি সর্বদা যাচকের ইচ্ছা পূর্ণ  
করেন,—তাহার সহস্রগুণ আপনার সর্বস্বই দান করিয়া থাকেন। অহো,  
শেষনাগের ( সহস্র ) চক্ষুও যাহা দেখিতে পায় না, বেদও যাহা হইতে বঞ্চিত,  
যে গুহ্য রহস্য ভগবান শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেও গোপন রাখিয়াছেন; পার্থের  
অশেষ সৌভাগ্য যে সেই রহস্য অনেকভাবে প্রকট করিয়া ভগবান এখন

১ চরণ;                      \* শঙ্খাসুরের দেহ পাঞ্চজন্ত শঙ্খ শ্রীহস্তে ধারণ করিতেছেন;

২ আরাধনা করে নাই বা গুণগান শ্রবণ করে নাই;

বিশ্বরূপ প্রদর্শনের বিরাট উদ্যোগ করিলেন।<sup>১</sup> জাগ্রত মহুগ্ন অগ্নাবস্থায় গিয়া যেমন নিজেই স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বস্তুই হইয়া যায়, তেমনি, তিনি নিজেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইয়া গেলেন। ( ১২০ ) সহসা মহুগ্নরূপ পরিত্যাগ করিয়া, অর্জুনের স্থূলদৃষ্টির যবনিকা সরাইয়া দিলেন—কিং বহুনা, আপনার যোগনিধি প্রকট করিয়া দেখাইলেন। পরন্তু, অর্জুন ইহা দেখিতে সমর্থ হইবেন কিনা তাহা তাঁহার স্মরণেও ছিল না,—একেবারে স্নেহাতুর হইয়া কহিতে লাগিলেন—“দেখ, দেখ।”

শ্রীভগবানুবাচ—

পশু মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

“হে অর্জুন, তুমি একটি বিশ্বরূপ দেখাইতে বলিয়াছিলে, শুধু তাহাই দেখাইলে আর কি দেখান হইত ? এখন দেখ, সারা বিশ্বই আমার রূপে ভরিয়া আছে। একটি কৃশ, একটি স্থূল, একটি হ্রস্ব, একটি বিশাল, কোনটি ছোট, কোনটি বা সরল, কোনটি বা অসীম। কোনটি অনাবর ( অনিয়ন্ত্রিত ), কোনটি প্রাজ্ঞ, কেহ ব্যাপারযুক্ত, কেহ নিশ্চল, কেহ উদাসীন, কেহ প্রেমময়, কেহ বা তীব্র ; কেহ বিচলিত ( মুচ্ছিত ), কেহ সাবধান ( শাস্ত ), কেহ স্থলভ, কেহ অগাধ ( গভীর ), কেহ উদার, কেহ রূপণ, কেহ ক্রোধী ; কেহ শাস্ত, কেহ সদামদোন্নত, কেহ স্তব্ধ, কেহ আনন্দিত, কেহ গর্জনশীল, কেহ নিঃশব্দ, কেহ সৌম্য ; কেহ সাকামী, কেহ বিরক্ত, কেহ জাগ্রত, কেহ বা নিদ্রিত, কেহ পরিতুষ্ট, কেহ আর্ত, কেহ বা প্রসন্ন ; কেহ স্পৃহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, কেহ সঙ্গ, কেহ স্বতন্ত্র ( নিঃসঙ্গ ), কেহ উগ্র, কেহ বা অতিমিত্র, কেহ সমাধিস্থ। § কেহ জননলীলাবিলাসী, কেহ বা স্নেহে পালনশীল, কেহ ক্রোধে সংহারকর্তা, কেহ বা সাক্ষীভূত। ( ১৩০ ) এইভাবে, নানাবিধ, অনেকানেক, দিব্যতেজপ্রকাশযুক্ত রূপ আছে,—ইহাদের মধ্যে

১ একটা প্রকাণ্ড পরিকল্পনা করিলেন ;

§ এই শব্দের পাঠান্তর —“কেহ অশত্রু, কেহ সশত্রু, কেহ উগ্র, কেহ অতিমিত্র, কেহ ভয়ানক, কেহ পবিত্র, কেহ বা সমাধিস্থ”।

একটি অপর কোনটির সঙ্গে বর্ণে একপ্রকার নহে। কেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কেহ ঘোরকপিলবর্ণ, কেহ যেন সিন্দুরচর্চিত আকাশের গায় রক্তবর্ণ; কেহ স্বভাবতঃ সুন্দর\*—যেন রত্নমাণিক্যচিহ্নিত ব্রহ্মাণ্ড, কেহ বা অরুণোদয়ের গায় কুসুমবর্ণ; কেহ নির্মল স্ফটিকের গায় সহজভাবে উজ্জল,<sup>১</sup> কেহ ইন্দ্রনীলের গায় স্থনীলবর্ণ, কেহ কজ্জলের গায় কুমুদবর্ণ; কেহ উজ্জল (তপ্ত) কাঞ্চনের গায় পীতবর্ণ, কেহ নবজলদশ্রামল, কেহ সূবর্ণ চম্পকের গায় নির্মল গৌরবর্ণ, কেহ বা হরিৎবর্ণ; কেহ তপ্ত তাম্রের গায় রক্তবর্ণ, কেহ শ্বেত চন্দ্রের গায় শুভ্র (নির্মল)—এইরূপ আমার নানা বর্ণের রূপ দর্শন কর। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তেমন প্রকৃতিও<sup>২</sup> বিভিন্ন প্রকারের,—কাহারও এমন সুন্দর রূপ, যে কন্দর্পও লজ্জিত হইয়া শরণ লয়; কেহ আকারে লাংগাভূষিত, কেহ দেখিতে অতি মনোহর,—যেন শৃঙ্গারশ্রীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কেহ মাংসল ও পুষ্ট অবয়বযুক্ত, কেহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর,<sup>৩</sup> অতি করাল,<sup>৪</sup> কেহ দীর্ঘবপু, স্বচ্ছকাস্তি, কেহ বা বিকট (কুরূপ)। হে সুভদ্রাপতি, এইরূপ নানাবিধ আকৃতি আছে, তাহাদের সংখ্যার সীমা নাই,—ইহাদের এক এক অঙ্গের প্রান্তে সারা জগৎ দেখিতে পাইবে। ( ১৪০ )

পশ্চাদিত্যান্ বসুন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুতৃদৃষ্টপূর্বানি পশ্চাশ্চর্য্যানি ভারত ॥ ৬

( আমার ) দৃষ্টির উন্নীলন হইলেই আদিত্যাদির সৃষ্টি হয়, পুনরায় নিম্নীলন হইলেই তাহার লয়প্রাপ্ত হয়। ( আমার ) মুখের বাষ্প ( উষ্ণবাস ) বাহির হইলেই সমস্ত জালাময় হইয়া যায়—যাহা হইতে পাবকাদি বস্তুসমূহ<sup>৫</sup> উৎপন্ন হয়; আর ক্রোধে ভ্রুকুটি করিলেই ( ভ্রুর প্রান্ত এক জায়গায় মিলিত হইলেই ) রুদ্রলমুহের ( একাদশ রুদ্রের ) অবতার হয়। নৌম্যভাব হইতে অসংখ্য অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়, হে পাণ্ডব, কর্ণ হইতে অনেক বায়ুর উৎপত্তি হয়। এইভাবে, এক একটি লীলায় দেব ও সিদ্ধগণের কুলের জন্ম হয়,—এইরূপ অপার ( অসংখ্য ) ও বিশাল রূপ দেখ; যাহার বর্ণনা করিতে বেদের বাণী কুণ্ঠিত হয়, দর্শন করিতে কালেরও আয়ু ফুরায়, যাহার

\* ( অথবা “ছোট” )    ১ সোজল;    ২ আকৃতিও;    ৩-৪ শুষ্ক, অতি ভয়ঙ্কর.

৫ ( অষ্ট ) বহুগণ.

অন্ত স্বয়ং ব্রহ্মাও পান না ; দেবজয়ও<sup>১</sup> যাহার নাম শুনে নাই, সেই সব অনেক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, আশ্চর্য্যময় ও কৌতুককর মহাসিদ্ধি উপভোগ কর।

ইহৈকম্ভং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্তদ জষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

হে কিরীটি, দেখ এই মূর্ত্তির বোমরুপে সৃষ্টি ভরা রহিয়াছে, পৰ্ব্বতে বৃক্ষের তলায় তৃণাকুর যেমন থাকে। আর বাতায়নের অন্তরালে যেমন পরমাণু উড়িতে দেখা যায়, তেমনি এই মূর্ত্তির ( প্রত্যেক ) অবয়বসন্ধিতে ব্রহ্মাও ঘুরিতেছে। ইহার একটির অঙ্গপ্রদেশে বিশ্বের বিস্তার দেখ, আর যদি বিশ্বের অপর পারে কোনও বস্তু দেখিবার ইচ্ছা মনে উদয় হয়, তবে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ ( বাধা ) নাই—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার দেহে স্থখে দেখিতে পাইবে।” এইভাবে, বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ করুণাভরে কহিলেন, তখন অৰ্জুন দেখিতেছেন কিনা তাহা না বলিয়া শুক হইয়া রহিলেন। তখন অৰ্জুন শুক হইয়া কেন আছেন জানিবার জ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণ তাকাইয়া দেখিলেন অৰ্জুন পূর্ব্বের গ্রায় আস্তির ( উৎকণ্ঠার ) অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আছেন ( উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন )।

ন তু মাং শক্যসে জষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যাং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

তখন শ্রীকৃষ্ণ ( মনে মনে ) বলিলেন—“ইহার উৎকণ্ঠা কমে নাই, এখন পর্য্যন্ত ( আশ্রয় ) স্থলের স্বরূপ প্রাপ্তি হয় নাই—আমি যে ( বিশ্বরূপ ) দেখাইলাম তাহা যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই।” এইভাবে বলিয়া ভগবান সহাস্তে সমুখস্থ অৰ্জুনকে বলিলেন,—“আমি যে বিশ্বরূপ দেখাইলাম তুমি তাহা দেখিলে না।” ইহা শুনিয়া বিচক্ষণ অৰ্জুন বলিলেন—“প্রভু, ইহা কাহার দোষ ? আপনি বককে চন্দ্রামৃত পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অহো, আপনি দর্পণ মার্জন করিয়া অন্ধকে দেখাইতে বসিয়াছেন, হে

দ্বীকেশ, আপনি বধিরকে সঙ্গীত শুনাইতেছেন। হে শার্দ্ধর, আপনি ভেকের সম্মুখে মকরন্দধ্বংস খাওয়া পরিবেশন করিয়া বৃথাই কষ্ট করিয়াছেন, এখন কাহার উপর ক্রোধ করিতেছেন? যাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, যাহা কেবল জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারাই অমুভব করা যায়, তাহা আপনি চর্মচক্ষুর সম্মুখে রাখিলে আমি কি করিয়া দেখি? পরন্তু, আপনার ক্রটি না ধরিয়া চূপচাপ সহ্য করাই ভাল”—ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন—“বৎস, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। (১৬০) ইহা ঠিকই যে বিশ্বরূপ দেখাইতে হইলে প্রথমে তোমাকে দেখিবার সামর্থ্য দিতে হইবে,—পরন্তু তোমাকে বলিতে গিয়া প্রেমভাবে ইহা তুলিয়া গিয়াছি। ভূমি চাষ না করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে যেমন সময় নষ্ট হয়—( তেমনি হইয়াছে )—এখন তোমাকে এমন দৃষ্টিদান করিব যাহা দ্বারা তুমি আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে; হে’ পাণ্ডব, এই দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যযোগ দেখিয়া আত্মাহুত্বের মধ্যে প্রবেশ করিবে।” এইভাবে, বেদান্তবেত্তা, সকল লোকের আদিকারণ, জগতের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

সঞ্জয় কহিলেন—“হে কৌরবকুলচক্রবর্ত্তি, আমার বারম্বার ইহাই বিন্ময়বোধ হইয়াছে যে ত্রিজগতে লক্ষী হইতে কি অন্য কেহ অধিকতর ভাগ্যবান আছে? অথবা, জগতে সঙ্কেতে ( তত্ত্বরূপ ) বর্ণনায় শ্রুতি ( বেদ ) হইতে কেহ বেশী দেখাইয়াছে? কিহা, সেবার কথা ধরিলে, তাহা এক শেষনাগের অন্তেই আছে। অহো, ভগবৎসেবার উৎকট ইচ্ছায়, যোগীর ত্রায় অষ্ট প্রহর কষ্ট করিয়া সেবা করিতে গুরুড়ের সমান কি কেহ আছে? পরন্তু, ইহাদের সকলকেই একধারে সরাইয়া ( পঞ্চ ) পাণ্ডব বেদীন জয়গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই সম্প্রতি কৃষ্ণসুখ একস্থানেই আছে। বিশেষতঃ এই পাঁচটির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ অর্জুনের অধীন হইয়াছেন,—যেমন কোন জ্বীলোক কামুক পুরুষকে নিজের অধীন করিয়া লয়। পড়ান পাখীও একরূপ বলে না, ক্রীড়ামুগও একরূপ ছন্দে চলে না ( আঞ্জামত ক্রীড়া করে না ),—জ্ঞানি না কি করিয়া

অৰ্জুনের ভাগ্য এমন অল্পকাল হইল। ( ১৭০ ) এই ভাগ্যবানের নয়ন শ্রামল পরব্রহ্মের ( শ্রীকৃষ্ণের ) দর্শনস্থ ভোগ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ কেমন ইহার প্রত্যেক বাক্য প্রেমসহকারে পালন করিতেছেন। ইনি কোপ করিলে চূপ করিয়া সহ্য করেন ; রুষ্ট হইলে (অভিমান করিলে) বুঝাইতে যান—কি আশ্চর্য্য, শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছি পার্থের জন্ত পাগল হইয়াছেন। বিষয়বাসনা ( মাতৃগর্ভে ) জন্ম করিয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুকদেবের জ্ঞায় সমর্থ মহাত্মাগণ যাহার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া ভাটের জ্ঞায় স্তুতি করিয়াছেন ( ভাট হইয়াছেন ) ; সেই যোগিগণের সমাধিধন ভগবান এখন পার্থের অধীন হইয়াছেন,—হে রাজন্, ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে।” ইহা বলিয়া সঞ্জয় পুনরায় বলিলেন—“হে কৌরবপতি, ইহাতে বিস্ময়েরই বা কি আছে ? শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে স্বীকার করিয়া লন তাহার আপনা হইতেই এক্রপ ভাগ্যোদয় হয়।” তখন স্বরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন—“তোমাকে এখন দিব্যদৃষ্টি দিতেছি, যাহা দ্বারা তুমি সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিতে পারিবে।” শ্রীকৃষ্ণের স্রীমুখ হইতে এই বাক্য ( অক্ষর ) সম্পূর্ণভাবে বাহির হইতে না হইতেই ( অৰ্জুনের ) অবিজ্ঞান, অন্ধকার দূর হইল।+ তখন, দিব্যচক্ষু প্রকট হইল, তাহা দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি ফুটিল,—এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। অবতারসমূহ যে সমুদ্রের তরঙ্গ, এই বিশ্বরূপ যুগজল যাহার কিরণে ভাসমান হয় ; যাহার ( সঙ্কল্পরূপ ) অনাদিভূমির চিত্রপটে চরাচর এই বিশ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়, শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি আপনার সেই স্বরূপ অৰ্জুনকে দেখাইলেন ( ১৮০ )। পূর্বে যখন বাল্যকালে শ্রীপতি একবার মাটি খাইয়াছিলেন, মাতা যশোদা ক্রোধে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন ; ভীত হইয়া মুখ দেখাইবার ছলে যশোদাকে সেই সময়ে মুখের তিতরে চতুর্দশ ভুবন দেখাইয়াছিলেন। অথবা, মধুবনে ঋষের কপোলে শঙ্খ স্পর্শ করিয়া এমন করিলেন যে সে যে-সব ( তত্ত্ব ) কথা বলিতে লাগিল সেখানে বেদেরও বুদ্ধি প্রবেশ করে না। হে রাজন্, ধনঞ্জয়ের প্রতি শ্রীহরি তেমনি অল্পগ্রহ করিলেন,—যাহাতে মায়া কোথায় গেল তিনি জানিতেই পারিলেন না।

+ “উহা তো অক্ষর নহে, ব্রহ্মসাম্রাজ্যদীপ ( ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দেখাইবার জ্ঞানরূপ দীপ ), শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনের জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া দিলেন”—এইস্থলে পাঠান্তরে এক্রপ একটি ওবী আছে।

একসঙ্গে ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্যতেজ দেখিতে পাইলেন—তাহাতে চমৎকৃতির একার্ণব হইল (সমস্তই চমৎকার দেখাইতে লাগিল), চিত্ত বিশ্বয়ের সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। মহাপ্রলয়ের জলে আত্মক (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) ডুবিয়া গেলেও যেমন মার্কণ্ড একাকী ভাসিয়াছিলেন, পার্থও তেমনি বিস্ময়গণের কোঁতুকে (মহোৎসবে) নিমগ্ন হইয়া গড়াইতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন—“এখানে যে এতবড় গগন ছিল, তাহা কে দূরে লইয়া গেল? চরাচর মহাভূতের কি হইল? দিক্‌সমূহের চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে, (অধোৰ্দ্ধ) আকাশ পাতালের কি হইল কে জানে? জাগৃতির পর স্বপ্নের গ্রায় লোকাকৃতি (সৃষ্টি) বিলুপ্ত হইয়াছে; অথবা, সৃষ্টির তেজের প্রতাপে যেমন চন্দ্রতারাগণ লুপ্ত হয়, তেমনি বিস্ময়গণ সারা প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়াছে।” তখন (অৰ্জুনের) মনের মনস্কের স্মরণ বন্ধ হইল, বুদ্ধি আর আপনাকে স্মরণ করিতে পারিল না, ইন্দ্রিয়ের রশ্মি (বৃত্তি) গুলি ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়ে ভরিল। (১৯০) তখন তাঁটস্থ্য (তটস্থলক্ষণ) স্তব্ধ হইল, একাগ্রতাও একাগ্র হইল,—যেন সকল বিচারবুদ্ধির উপর কেহ মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তেমনি বিস্মিত আগ্রহে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে যে চতুর্ভূজ মূর্তি ছিল তাহা নানা রূপ গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিল। বর্ষাকালে যেমন মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে, কিম্বা মহাপ্রলয়ের তেজ যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি ঐ মূর্তি ভিন্ন কোথায়ও কিছু অবশিষ্ট থাকিল না।

অনেকবস্ত্রনয়নমনেকাস্তুতদর্শনম্।

অনেকদিব্যভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

তখন সেখানে অৰ্জুন অনেক (সুন্দর) মুখ দেখিলেন,—যাহা রমণীয় রাজভূবনের গ্রায় (উজ্জল), অথবা যেন লাবণ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে; কিম্বা, যেন আনন্দের বন শোভা পাইতেছে,—যেন সৌন্দর্য্যের সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে—এমনি শ্রীহরির অসংখ্য মনোহর বদন দেখিলেন। তাহারি মধ্যে কোনও কোনও মুখ এমন স্বাভাবিক ভাবে ভয়ঙ্কর—মনে হয় যেন কাল-রাত্রির সৈন্য চড়াও করিয়াছে; কিম্বা যেন মরণের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে,

অথবা ভয়ের দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছে, বা প্রলয়ানলের মহাকুণ্ড উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেখানে বীর অর্জুন তেমনি অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর বদনসমূহ দেখিলেন,—অস্ত্র সাধারণ আকারের মুখও ছিল, অনেক সৌম্য বদনও দেখিলেন। তিনি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দেখিতেছিলেন, তথাপি মুখের অস্ত্র পাওয়া গেল না,—তখন কৌতুকে (কৌতুহলে) নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নানা বর্ণের কমলবন যেন বিকশিত হইয়া আছে,—অর্জুন এইরূপ স্থরের পংক্তির স্থায় অসংখ্য নেত্র দেখিলেন। (২০০) কল্লাস্তের সময় কুম্ভবর্ণ মেঘগুণ্ডের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি ভ্রূর নীচে অগ্নির স্থায় পিঙ্গল নেত্র দেখা যাইতে লাগিল। একই রূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রকারের আশ্চর্য্য (বস্তু) দেখিয়া দর্শনের অনেকতা সম্বন্ধে অর্জুনের মনে প্রত্যক্ষ অল্পভূতি হইয়াছিল। তখন তিনি (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন—“ইহার চরণ কোথায়, মুকুট কোন্ দিকে, বাহুই বা কোথায়?” এইভাবে দেখিবার ইচ্ছা অধীর ভাবে বাড়িতে লাগিল। ভাগ্যানিধি পার্থ, তাঁহার মনোরথ কি বিকল হইবে? পিনাকপাণি শব্দের তুণে কি নিফল বাণ থাকিতে পারে? অথবা, চতুর্মুখ ব্রহ্মার বাক্যে কি মিথ্যা অঙ্করের ছাপ থাকে? হুতরাং এই অপার স্বরূপের আগন্তু অর্জুন দেখিলেন। বেদ যাহার অস্ত্র পায় না, তাহার সম্পূর্ণ রূপ (অবয়ব) অর্জুনের দুটি নয়ন একসঙ্গে উপভোগ করিতে লাগিল। চরণ হইতে মুকুট পর্য্যন্ত, তিনি নানা রত্ন অলঙ্কারে সুশোভিত এই বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন। আপনার অঙ্গে ধারণ করিবার ক্ষমতা পরব্রহ্ম স্বয়ং যে অনেক অলঙ্কার হইয়া আছেন, তাহাকে আমি কিসের সমান বলিয়া বর্ণনা করিব? বাহার প্রভাব ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রাদিত্যমণ্ডলকে প্রভাসংযুক্ত করে, যে মহাতেজ বিম্ব প্রকট করে সেই মহাতেজের বাহা জীবন; সেই দিব্যতেজ-রূপ শূকার (শোভা) কাহার বুদ্ধিগোচর হয়? দেব নিজেই আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া আছেন—বীর অর্জুন তাহাই দেখিলেন; (২১০) পুনরায়, যখন জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা সরল করপল্লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাহাদের এমন শব্দে সজ্জিত দেখিলেন যাহা কল্লাস্তের জালা (অগ্নি) নিবাইতে পারে; বাহার কিরণের তীব্রতায় নক্ষত্রগুলি তাজা ছোলায়



শ্রায় ফুটিতে থাকে, বাহার তেজে অভিভূত হইয়া অগ্নি সমুদ্রে প্রবেশ করে ; যেন কালকূটের তরঙ্গে লিপ্ত,—‘অথবা বাহাতে মহা অবিস্তার’ অরণ্যের উদ্ভব হইয়াছে,—এইরূপ যুদ্ধে উত্তম শস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য হস্ত দেখিতে পাইলেন ।

দিব্যমাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধামুলেপনম্ ।

সর্বশাচর্য্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

যেন ভীত হইয়া সেখান হইতে দৃষ্টি সরাইয়া কিরীটা কণ্ঠমুকুট দেখিতে লাগিলেন—যেখান হইতে ( মনে হয় ) কল্পতরুর সৃষ্টি হইয়াছে ; যে মহা-সিদ্ধির মূলপীঠে কমলা শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে যান,—তেমনি অত্যন্ত নির্মল ও সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ ( কণ্ঠ ও মস্তকে ) ধারণ করিয়া আছেন, দেখিলেন ; মুকুটের উপর পুষ্পস্তবক, স্থানে স্থানে অনেক পুষ্পোপচার বাধা, কণ্ঠে সুন্দর, দিব্য পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে ; যেন সূর্য্যতেজ স্বর্গকে আচ্ছাদন করিয়াছে, যেন মেরুপর্ব্বতকে স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছে,—উপরে ঐটিয়া পরা পীতাম্বর তেমনি ঝলকাইতেছে ; যেন কর্পূর দ্বারা শ্রীমহাদেবের ( গৌরবর্ণ ) গাত্র মার্জনা করা হইয়াছে ; কিম্বা, কৈলাসকে ( ধবলগিরিকে ) পারদ দ্বারা লেপন করা হইয়াছে, অথবা ক্ষীরসমুদ্রকে ( ক্ষীরোদক ) দুগ্ধ-গুচ্ছ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করা হইয়াছে ; কিম্বা, যেন চন্দ্রমার<sup>১</sup> ভাঁজ খুলিয়া গগনের উপর ওড়না পরান হইয়াছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গ তেমনিভাবে চন্দন-চর্চিত দেখিলেন ; যাহা ( বাহার স্বগন্ধ ) প্রকাশের কাস্তি বৃদ্ধি করে, ব্রহ্মানন্দের দাহ ( তেজ ) শাস্ত করে, যে ব্রহ্মের সুরভিতে পৃথ্বী জীবন প্রাপ্ত হয় ; ( ২২০ ) বাহার লেপনে নির্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাক্ষাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম যাহা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করেন, তাহার ( সেই চন্দনের ) স্বগন্ধের মহিমা কে বর্ণনা করিবে ? এইভাবে এক একটি শৃঙ্গার শোভা দেখিতে দেখিতে অর্জুন<sup>২</sup> এমন হতবুদ্ধি হইলেন, যে ভগবান বসিয়া আছেন কি দাঁড়াইয়া আছেন, কি শয়ন করিয়া আছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না । নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্তই মূর্ত্তিময় দেখিতে পান,

আর না দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও অন্তরে তাহাই দেখেন। সম্মুখে বিশাল রূপ দেখিয়া ভীত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলে সেখানেও ত্রীমুখ, কর, চরণ, ভেমনি ভাবে দেখিতে পান। অহো, (চক্ষু মেলিয়া) দেখিলে সবকিছুই দেখা যায়, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? পরন্তু না দেখিলেও দেখা যায়, ইহা অনিতেও আশ্চর্য্য। ভগবান কেমন অচূর্ণ্য করিলেন—পার্শ্বের দেখা না দেখার মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিলেন (অর্জুন সর্ব সময়ই নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন)। স্তবরাং এক আশ্চর্য্যের বস্তায় পড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে তীরে আসিতেই অল্প এক চমৎকারের মহার্গবে গিয়া পড়িলেন। এইভাবে, অনন্তরূপ ত্রীকূট আপনার অসাধারণ প্রদর্শন-কৌশলে অর্জুনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। তিনি তো স্বভাবতঃই বিশ্বতোমুখ, আর ইহা দেখাইবার জগুই অর্জুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—এখন সেই সমস্তই (বিশ্বময়) হইয়া গেলেন। আর, ত্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি অর্জুনকে যে (দিব্য) দৃষ্টি দিয়াছিলেন তাহা এমন নহে যে দীপ বা সূর্য্যের প্রকাশ থাকিলে দেখিবে, অথবা না থাকিলে দেখা বন্ধ হইবে। (২৩০) অতএব, কিরীটী উভয় অবস্থাতেই (চক্ষু খুলিয়া বা মূদ্রিত করিয়া) দেখিতে পাইয়াছিলেন—জানিবেন,—ইহাই হস্তিনাপুরে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। আরও বলিলেন, “অধিক কি বলিব? শুধুন, পার্থ নানা আভরণে সজ্জিত বিশ্বতোমুখ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।”

দিবি সূর্য্যসহস্রশ্র ভবেদ্ যুগপদ্বিখিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা সাদ্ ভাসন্তশ্চ মহাঅনঃ ॥ ১২

ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাধারণ তেজ কাহার সমান বলিয়া বর্ণনা করা যায়? কল্পান্তে স্বাদশ সূর্য্য যেমন একত্র মিলিয়া যায়; সেইরূপ সহস্র সূর্য্য যদি একসমন্বয়ে আকাশে উদ্ভিত হয়, তাহার তেজ এই (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) তেজের মহিমার সহিত উপমার যোগ্য; সমস্ত বিদ্যুৎ যদি একত্র করা যায়, আর প্রলয়ায়ির সমস্ত উপকরণ (উপাদান, সামগ্রী) যদি একত্র মিলিত করা হয়,<sup>১</sup> এবং তাহার মহাতেজের দশগুণ মিশ্রিত করা হয়; তথাপি, ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

<sup>১</sup> হে দেব;

২-৩ সমস্ত সামগ্রী যদি আনা হয়;

লহিত তুলনায়, এই তেজও স্বল্পই হইবে,—আর অস্ত কোন তেজই তাঁহার জ্ঞান নির্মল হইবে না। এমনিই শ্রীহরির স্বাভাবিক মাহাত্ম্য—তাঁহার সর্ব্বাত্মক তেজ—যাহা সর্ব্বত্র বিকসিত হইতেছিল—তাহা (ব্যাস) মুনির কৃপায় আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্যৎ দেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

আর এই বিশ্বরূপের একদিকে সারা জগতের বিস্তার সমুদ্রের মধ্যে বুদবুদের জায়<sup>১</sup> ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল ; কিম্বা আকাশে গন্ধর্ব্বনগরের জায়, অথবা ভূতলে পিপীলিকার তৈরী ঘরের জায়, অথবা মেরুপর্ব্বতের উপর পতিত সূক্ষ্ম ধূলিকণার জায় ; সেইরূপ, দেবচক্রবর্তীর শরীরে অর্জুন সেই সময় সারা জগৎ দেখিতে লাগিলেন । ( ২৪০ )

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোম। ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

তখন, বিশ্ব এক আর আমি এক,—এই যে সামান্য দ্বৈতভাব ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গেল, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সহসা দ্রবীভূত হইল ; অন্তরে মহানন্দ জাগ্রত হইল, বাহিরে শরীরের বল চলিয়া গেল, আপাদমস্তক পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। বর্ষাকালের প্রারম্ভে জলধারায় পর্ব্বতের সর্ব্বাত্মক যেমন কোমল অঙ্গুর বাহির হয়, তেমনি তাঁহার ( সর্ব্বাত্মক ) রোমাঞ্চ হইল। চন্দ্রকিরণের স্পর্শে যেনন সৌমকাস্তমণি দ্রবীভূত হয়, তেমনি তাঁহার শরীরে স্বৈদবিন্দু নির্গত হইল। কমলকলিকার মধ্যে ভ্রমরকুল আবদ্ধ হইলে যেমন তাহা জলের উপর আন্দোলিত হয়, তেমনি তিনি স্বাসৌন্দর্যের বেগে<sup>২</sup> কাঁপিতে লাগিলেন। কর্পূরকদলীর বহিরাবরণ ফাটিয়া গেলে যেমন ভিতরে ভরা কর্পূরের কণা বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, তেমনি তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রু-বিন্দু পড়িতে লাগিল। এইভাবে, অষ্ট সাংখ্যিকভাব পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলে—তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের রাজ্যলাভ হইল। চন্দ্রের

উদয়ে ভরা নমুজ্ঞও যেমন ভরিয়া উঠে, তেমনি তিনি (আনন্দের) ভরবে  
বারম্বার উচ্ছলিত হইতে লাগিলেন। ঐরূপ স্বাভাবিকের পরেও অর্জুনের  
দৃষ্টিতে দৈত্যভাবের অস্তিত্ব থাকিল, এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহিরে  
দৃষ্টিপাত করিলেন; তদনন্তর, যেদিকে ভগবান বসিয়াছিলেন সেইদিকে  
মন্তক নত করিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন। (২৫০)

অর্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসম্ভবান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং স্বধীংশ্চ সর্বাভূরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

অর্জুন তখন বলিলেন—“হে স্বামিন, আপনার জয়জয়কার করিতেছি,  
আপনি আশ্চর্য্য কৃপা করিয়াছেন—যাহাতে আমি প্রাকৃত (সামান্য) মহাশু  
বিশ্বরূপ দেখিলাম। পরন্তু, হে প্রভু, আপনি সত্যই ভাল করিয়াছেন,—আমার  
অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছে যে আপনিই যে এই সৃষ্টির আশ্রয় তাহা আমি  
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। হে দেব, মন্দর পর্ব্বতের সঙ্গে স্থানে স্থানে  
যেমন স্বাপদসমূহ থাকে, তেমনি আপনার দেহে অনেক ভূবন\* দেখিতেছি।  
অহো, আকাশের খোলে যেমন গ্রহগণের সমষ্টি দেখা যায়, অথবা, মহাবৃক্ষের  
উপরে যেমন অগণিত পক্ষীর বাসা থাকে; তেমনি, হে শ্রীহরি, আপনার  
এই বিশ্বাত্মক শরীরে সুরগণের সহিত স্বর্গলোক দেখা যাইতেছে।<sup>১</sup> হে  
প্রভু, এখানে আমি অনেক মহাভূতের<sup>২</sup> পঞ্চক, এবং ভূতসৃষ্টির ভূতগ্রামসমূহ  
দেখিতেছি। হে প্রভো, আপনার মধ্যে সত্যলোক আছে,—দেখিলে কি  
চতুরানন সেখানে নাই? আর একবার দৃষ্টিপাত করিলে কৈলাসও  
এখানে আছে। আপনার এক অংশে ভবানী সহ শ্রীমহাদেবকে দেখা  
যাইতেছে, আর, হে হৃষীকেশ, আপনার (বিশ্বরূপের) মধ্যে আপনাকেই  
দেখিতেছি। কশ্যপাদি সমস্ত ঋষিকুল ও নাগকুল সহ পাতালও আপনার  
স্বরূপে দেখা যাইতেছে। অধিক আর কি বলিব? হে কৈবল্যপতি,  
আপনার এক এক অবয়বের ভিত্তিতে চতুর্দশ ভূবন সমাবিষ্ট হইয়া আছে

\* ইন্দ্র, চন্দ্র ব্রহ্মাদিলোক ;

১-২ প্রভূতের (মহাভূতের) ;

§ ভূতীয় ও চতুর্ধ চরণের স্থলে “এবং ভূতসৃষ্টির প্রত্যেক ভূতগ্রাম”—পাঠান্তরে এইরূপ  
দেখা যায়।

দেখিতেছি। (২৬০) আর ঐ ভুবনের যে যে লোক আছে, তাহাদেরও অনেক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—এইভাবে আপনার অলৌকিক গান্ধীয়া (মহত্ত্ব) দেখা যাইতেছে।

অনেকবাহুদরবস্তুনেত্রং পশ্যামি স্বাং সর্ববতোহনন্তরূপম্।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্ ॥ ১৬

এই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি আকাশে যেন অনেক বাহুদর অঙ্করের গ্রায় নির্গত হইয়াছে। আপনার প্রত্যেকটা বাহু নিরন্তর একই সময়ে সমস্ত ব্যাপার করিয়া যাইতেছে। 'মহাহুতের' বিস্তারে যেন অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার রচনা করা হইয়াছে,<sup>১</sup> আপনার অপার উদর তেমনি দেখাইতেছে। সহস্রশীর্ষের কণা যেন একই সময়ে কোটীসংখ্যক দেখাইতেছে, কিম্বা যেন পরব্রহ্মরূপ বৃক্ষ বদন-রূপ অসংখ্য ফলভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তেমনি, হে বিশ্বমূর্ত্তি, যেখানে সেখানে আপনার মুখ দেখিতে পাইতেছি,—আর তদনুযায়ী অনেক নেত্রপংক্তিও দেখা যাইতেছে। আর অধিক কি বলা যায়? স্বর্গ, পাতাল, ভূমি, দিক্‌সকল, আকাশ প্রভৃতি বর্ণনা (ভেদ) ঘুচিয়া গিয়া সকলই মূর্ত্তিময় দেখাইতেছে। কোনও দিকে, কোতুকে দেখিতে গেলে, আপনাকে ছাড়িয়া পরমাগুর গ্রায় হুস্ম অবকাশও দেখা যাইতেছে না—আপনি এমনি সর্বব্যাপক হইয়া আছেন। নানাবিধ ও অগণিত যত মহাভূতের সমষ্টি আছে—হে অনন্ত, সে সমস্ত বিস্তারের মধ্যে আপনিই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,—দেখিতেছি। এইভাবে, আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনি এখানে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান আছেন, আর কাহার গর্ভে আপনি জন্মিয়াছেন, আপনার আকৃতি কত বড়; (২৭০) আপনার রূপ, অবয়ব<sup>২</sup> কি প্রকার, আপনার ওপরে আর কি আছে, আপনি কিসের উপর অবস্থিত (আপনার আধার কি)—এইসব কথা বিচার করিয়া দেখিলাম যে, হে দেব, আপনিই এই সারা বিশ্বময় হইয়া আছেন, আপনি কোথা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, আপনি অনাদিসিদ্ধ; আপনি দণ্ডায়মানও নহেন, উপবিষ্টও নহেন, দীর্ঘও নহেন, হ্রস্বও নহেন; হে বৈকুণ্ঠ, উপরে, নীচে শুধু আপনিই আছেন। হে দেব, আপনি রূপে আপনারই গ্রায়,

১ মহাহুতের.

২ উন্মুক্ত করা হইয়াছে;

৩ বয়স;

আপনিই আপনার বয়স, হে পরেশ, আপনার সমুখে পশ্চাতে শুধু আপনিই । কিং বহন, হে অনন্ত, আপনিই আপনার সবকিছু—ইহা আমি বারবার দেখিয়াছি । পরন্তু, হে প্রভু, আপনার রূপের মধ্যে যে একটি ন্যূনতা দেখিলাম—তাহা এই যে ইহাতে আমি মধ্য ও অন্ত এ তিনটিই নাই । নতুবা সর্বত্র খুঁজিয়া কোণায়ও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না—সুতরাং নিশ্চয়ই এই তিনটি আপনাতে নাই । এইভাবে, হে আদিমধ্যান্তরহিত, হে অনন্ত ( অপরিমিত ) বিশেষর, আমি তদ্ব্যতীতঃ আপনার বিশ্বরূপ দেখিলাম । আপনার মহামূর্তির অঙ্গ হইতে অনেক পৃথক মূর্তি প্রকট হইয়াছে,—মনে হইতেছে যেন আপনি অঙ্গে নানাবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া আছেন । হে দেব, মনে হয় যেন আপনি একটি মহাসমুদ্র, বাহার উপর মূর্তিরূপ তরঙ্গ আলোলিত হইতেছে, কিংবা, আপনি একটি সুন্দর বৃক্ষ যাহাতে মূর্তিরূপ ফল ফলিয়াছে । ( ২৮০ ) হে প্রভো, পৃথ্বীতল যেমন ভূতগণে ভরিয়া আছে, গগন যেমন নক্ষত্রে ছাইয়া আছে, তেমনি আপনার রূপ মূর্তিময় দেখাইতেছে । অহো, এক একটি মূর্তির অঙ্গপ্রান্ত্রে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইতেছে ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে—এইরূপ বহু মূর্তিসকল আপনার অঙ্গের রোপকূপে প্রকট হইতেছে । এইরূপ বিশ্বের বিস্তারচর্চাকারী আপনি কে এবং কোণাকার—ইহা জানিতে চাহিলে দেখিতেছি আপনি আমারই সারথি । হে মুকুন্দ, আমি বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি আপনি সর্বব্যাপক হইয়াও ভক্তের প্রতি রূপা প্রদর্শন করিবার জন্তই এই প্রেমময় মূর্তি ধারণ করেন ; এই চতুর্ভুজ শ্রামল মূর্তি দেখিলে কেমন নয়ন মন আর্জ হয়, আলিঙ্গন করিতে গেলে দুই বাহুর মধ্যেই ধরা যায় ; হে প্রভু, আপনি বিশ্বরূপ হইয়াও এমন সুন্দর মূর্তিধারণ করেন,—কি, আমাদের স্বল্পদৃষ্টিই আপনাকে ছোট করিয়া দেখে ? তবে এখন দৃষ্টির দোষ চলিয়া গিয়াছে, আপনি সহজে দিব্যজ্ঞানের প্রসাদ দান করিয়াছেন,—এইজন্য আপনার রূপের মহিমা দেখিতে পাইলাম । পরন্তু, আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে ( রথের ) মকরাকার মুখের পশ্চাতে উপবিষ্ট আপনিই এইপ্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি হ্যং ছর্নিরীক্যং সমস্তাং দীপ্তানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

অহো, এই অসাধারণ ব্যাপ্তির কোনও সীমা নাই, এই তেজের উগ্রতা সহ্য করা যায় না,—হুথ দূরে গেল, এখন জগৎ প্রাণধারণ করিবে কিরূপে ? ( কদাচিত্ প্রাণ ধারণ করিতে পারে । )

অমী হি ত্বা সুরসজ্জা বিশস্তি কেচিন্দ্বীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।

স্বস্তীত্যাঙ্কু মহারিসিক্সজ্জাঃ স্তবস্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥ ২১

হে দেব, আমি না কেমনভাবে, আপনার এই রূপ দেখিয়া ভয়ের বস্ত্র আসিয়াছে—এখন ত্রিভুবন দুঃখের তরঙ্গে ছুলিতেছে । বাস্তবিক পক্ষে, আপনার স্তায় মহাত্মার দর্শনে ভয় ও দুঃখের সংযোগ হইবে—ইহা হইতেই পারে না<sup>১</sup>,—যেজ্ঞ হইয়া না তাহা আমার জানা আছে ; যতক্ষণ আপনার রূপ দৃষ্টি-গোচর হয় না, ততক্ষণই জগতে সাংসারিক হুথদুঃখ, ভালমন্দ,—এখন আপনার বিশ্বরূপদর্শনে বিষয়বাসনা মিটিয়া গিয়া ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছে । আপনার এই রূপ দেখিয়াই কি সহসা আলিঙ্গন করা যায় ? আর, যদি আলিঙ্গন নাই দেওয়া যায়, তবে এই সঙ্কটে থাকিব কিরূপে ? অতএব, পশ্চাতে গরিলেই সংসারের জন্মমরণ অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িবে, আর অগ্রসর হইলে আপনার অপার ( দুঃসহ ) স্বরূপ—যাহা সহ্য করা যায় না ; এইভাবে দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ত্রৈলোক্য অগ্নিদগ্ধ হইতেছে,—এই অগ্নির জ্বালা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি ।<sup>২</sup> যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তাহার জ্বালা মিটাইবার জ্ঞাত কেহ সমুদ্রের দিকে যায়, আর উত্তাল তরঙ্গের লহরী দেখিয়া অধিকভব ভীত হয় ; ( ৩২০ ) এই জগতের দশাও তেমনি হইয়াছে, আপনার রূপ দেখিয়া টলমল করিতেছে ;—ইহার মধ্যে ওদিকে জ্ঞানিগণের সম্মেলন দেখিতেছি । আপনার অঙ্গের তেজে ইহার সর্ব কণ্ঠের বীজ জ্বালাইয়া, স্বতঃ সদ্ভাব-প্রণোদিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলিত হইতেছেন ; আর কেহ কেহ স্বভাবতঃ ভয়ভীত হইয়া সর্বভাবে আপনার সম্মুখে পাড়াইয়া করজোড়ে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন ; ‘হে দেব, আমরা প্রচণ্ড মোহার্ণবে পড়িয়াছি, বিষয়ের জালে আবদ্ধ হইয়াছি, স্বর্গ ও সংসার এই দুটির বন্ধনে জড়িত হইয়াছি ; এই অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্ত কে আমাদের

১ সংযোগ কেন হইবে ? পরন্তু, এ হুথ হইতে পারে না ;

২ ইহাই আমার স্পষ্ট ধারণা ;



উদ্ধার ( মুক্ত ) করিবে ? হে দেব আমরা সর্ব্বদ্বাণে আপনারই শরণ লইলাম,"  
—এইভাবে তাঁহারা বলিতেছেন ; আর মহর্ষি, সিদ্ধগণ ও বিবিধ বিভাধর-  
সমূহ আপনার স্বত্ত্ববাদ করিয়া স্তুতি করিতেছেন ।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চোঅপাশ্চ ।

গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা বীক্ষন্তে ত্বাং বিশ্ণিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

রুদ্রাদিত্যসমূহ, ( অষ্ট ) বহু, সাধ্যদেব ( ধর্ম্ম ও সাধ্যার পুত্রগণ ), বিশ্বদেব  
( ধর্ম্মঋষি ও বিশ্বার দশ পুত্র ), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ আদি সমস্ত দেবগণ ;  
আর, অগ্নি<sup>১</sup> ও গন্ধর্ব্বগণ, ওদিকে সর্ব্ব রাক্ষসগণ, মহেশ্বরপ্রমুখ দেবতাসমূহ  
ও সিদ্ধাদি ; ইহারা সকলেই আপন আপন লোক হইতে আপনার সৌম্যাদ্য<sup>২</sup>  
( প্রশান্ত ) দৈব মহামূর্ত্তি ( বিশ্বরূপ ) দেখিতেছেন । এইভাবে, আপনাকে  
দেখিতে দেখিতে প্রতিক্ষণে অন্তঃকরণে বিস্মিত হইয়া নিজ নিজ মুকুটসহ  
মস্তক নত করিয়া, হে প্রভু, আপনারই আরতি করিতেছেন । ( ৩৩০ ) তাঁহারা  
কলরব করিয়া আপনার জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত স্বর্গ নিনাদিত  
হইতেছে,—তাঁহারা করজোড় করিয়া ললাটে ঠেকাইতেছেন । তাঁহাদের  
বিনয়রূপ বৃক্ষের উপবনে সাত্বিকভাবের বসন্ত ঋতু সুশোভিত হইতেছে,  
—এইজন্য ইহাদের করসম্পূটরূপ পল্লবে আপনিই ফল হইয়া আছেন । হে প্রভু,  
আমার নয়নের ভাগ্যোদয় হইল, অন্তঃকরণে সুখের স্তবিনের প্রভাত হইল,  
কারণ আপনার এই অগাধ বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল । এই লোকব্যাপক  
রূপ দেখিয়া দেবগণও ভীত হইয়াছেন,—যেদিক দিয়া দেখা যাউক না কেন,  
এই রূপের সম্মুখভাগই দেখা যাইতেছে ।

রূপং মহন্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

মূর্ত্তি একটিই, পরন্তু ইহার বিচিত্র ও ভয়ানক বদনসমূহ,<sup>৩</sup> বহু লোচন ও  
শশস্র অনন্ত বাহু—অসংখ্য চরণ, বহু উদর ও নানা বর্ণ ;—প্রত্যেক মুখে কেমন  
আবেশের মত্ততা দেখা যায় ; অহো, বেন মহাকল্পের অন্তে যেখানে লেখানে

১ পিতৃগণও ;

২ উৎকর্ষার সহিত আপনার ;

৩ ভয়ানক এইরূপ বদনসমূহ ;



মুখব্যাদান করিয়া আছে,—যেন অগ্নিকুণ্ডের উপরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া আছে ; অথবা যেন ত্রিপুরারি শঙ্করের সংহার করিবার শস্ত্রাঙ্গ, কিম্বা প্রলয়-ভৈরবের ক্ষেত্র ( স্থান ), অথবা যুগান্তচক্রের পাত্র, বাহাতে ভূতরূপ বিচুড়ি পরিবেশন করা হয় ; এইভাবে, যেখানে সেখানে আপনার প্রচণ্ড মুখসমূহ দেখা যাইতেছে—গুহার মধ্য হইতে প্রচণ্ড সিংহ ক্রোধে বাহির হইলে যেমন দেখায়, তেমনি আপনার উগ্র দশনরাজি ( মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া ) ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে ; কালরাত্রির আধারে যেমন সংহার-খেচরগুলি ( সংহারে উত্তত পিশাচগণ ) অন্ধকার ভেদ করিয়া বাহির হয়, তেমনি আপনার মুখাভ্যন্তরে চোয়ালের দংষ্ট্রাগুলি প্রলয়রুদ্ধিরে রঞ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে ( ৩৪০ ) । আর অধিক কি বলা যায় ? কাল যেন যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কিম্বা, মরণ যেন সমস্ত সংহার করিতে মাতিয়া উঠিয়াছে,—তেমনি আপনার বদনের অতিভয়ঙ্কর ভাব । এই বেচারী ভূতসৃষ্টিকেই বিপন্ন দেখাইতেছে, কারণ ( আপনি ) তাহার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাকে দুঃখকালিন্দীর তটে ( বিষদগ্ধ ) বৃক্ষের ত্রায় দেখাইতেছে ; আপনার এই মহামুভার সাগরে, এখন এই ত্রৈলোক্য শোকদুঃখের লহরীতেই আন্দোলিত হইতেছে । হে বৈকুণ্ঠ, ইহাতে যদি আপনি ক্রোধ করিয়া কদাচিৎ বলেন—‘অগ্ন লোকের চিন্তায় তোমার কি প্রয়োজন ? তুমি ধ্যান কর ও ( বিশ্বরূপদর্শনস্বপ্ন ) ভোগ কর ;’<sup>১</sup> তবে, বৃথাই সাধারণ লোকের কথা-রূপ ঢাল দ্বারা আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি, সত্য কথা বলিতে কি, আমারই প্রাণ কাঁপিতেছে ; আমাকে রুদ্ধও ভয় করে, মৃত্যুও আমার ভয়ে পলায়,—সেই আমি ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছি—এরূপ কখনও<sup>২</sup> হয় নাই ; পরন্তু,<sup>৩</sup> হে হরি, ইহা এক আশ্চর্য্য মহামারীস্বরূপ, এই বিশ্বরূপের নামে ইহা ভয়ঙ্করত্ব আনিয়াছে ।<sup>৪</sup>

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাস্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি স্বাং প্রব্যথিতাস্তরাঙ্গা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪

১ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরণের স্থলে পাঠান্তর—“ত্রৈলোক্যজীবনের তরী শোক ঝঞ্ঝার লহরীতে...”

২ “তুমি বিশ্বরূপদর্শন স্বপ্নভোগ করিয়া ধন্ত হইয়াছ” ; তুমি ধ্যান স্বপ্ন ভোগ কর” ;

৩ আপনিই আমার এই অবস্থা করিয়াছেন ; ৩-৪ ইহার ভয়ঙ্করত্ব ভয়কেও হার মানায় ,

মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এমনি আপনার কোনও ক্রুদ্ধমুখ এত বিস্তৃত যে স্বর্গকেও তাহার কাছে ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। আকাশের বিশাল বিস্তারও ইহাকে আবরণ করিতে পারে না, ত্রিভুবনের বায়ুও ইহাকে বেটন করিতে পারে না,—এই (মুখনিঃসৃত) বাষ্পের অগ্নি (জালা) চরাচরকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে একটি অল্প একটির সমান নহে, ইহাদের বর্ণেও প্রভেদ আছে,—অহো, প্রলয়কালের বহি ইহাদেরই সাহায্য লয়। ইহার অঙ্গের<sup>১</sup> তেজ অত অধিক যে ত্রৈলোক্যকে ভস্মীভূত করিতে পারে ;—এই স্বরূপের এইরূপ বিশাল মুখ, এবং মুখের মধ্যে দন্ত ও দংষ্ট্রা ; (মনে হইতেছে) যেন বায়ুর ঝড় বহিতেছে,<sup>২</sup> সমুদ্রে মহাবজ্রা আসিয়াছে, অথবা, যেন বড়বানল বিষাগ্নি উদ্গার করিতে উত্তত হইয়াছে ; হলাহল বিষ যেন অগ্নি ভক্ষণ করিয়াছে, কিম্বা, মরণ যেন সংহারলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে—তেমনি এই বদনে সংহারতেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। পরন্তু, ইহা কত বিশাল ? যেন অন্তরাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আকাশে একটি বৃহৎ গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে ; কিম্বা বসুন্ধরাকে কৃষ্ণিগত করিয়া হিরণ্যাক্ষ স্বর্ণনগুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হটকেখর শব্দর (পাতালের মহাদেব) যেমন পাতালের গুহা খুলিয়া প্রকট করিয়াছিলেন ; তেমনি, আপনার বস্তুর বিকাশ ;—মধ্যস্থলে জিহ্বার স্বতন্ত্র আবেশ (কোড), পরন্তু সমগ্র বিশ্বও একগ্রাস হইবে না বলিয়া ঐ মুখে কোনও গ্রাস ভরিতেছেন না ; আর, যেমন পাতালের নাগের ফুংকারে বিবের জালা উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, তেমনি, এই মুখের গহ্বরের মধ্যে জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া আছে—দেখা যাইতেছে ; প্রলয়কালের বিদ্যুৎসমূহ যেমন বাহির হইয়া গগনের (মেঘনির্মিত) দুর্গপ্রাকার রঞ্জিত করে, তেমনি গুঠের বাহিরে বক্র দংষ্ট্রাগুলি (ভীষণ) দেখাইতেছে ; ললাটপটের নীচে নেত্রযুগল যেন ভয়কে ভয় দেখাইতেছে, অথবা, মহামৃত্যুর অগ্নিশিখা যেন অন্ধকারের গহ্বরে বসিয়া আছে। এইরূপ, মহাজীতিগ্রন্থ আপনার ঐশ্বর্য দেখাইয়া আপনি যে কি কার্য্য করিতেছেন জানি না, পরন্তু আমার প্রত্যক্ষ কল্যাণ হইল। (৩৬০) হে দেব, আমি যে বিধরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে, হে প্রভু, আমার নয়ন সেরূপ দেখিয়াছে, দেখিয়া অত্যন্ত<sup>৩</sup> তৃপ্ত (শান্ত) হইয়াছে।

১ অগ্নির ;

২ ধুমুস্কার হইয়াছে ;

৩ যোগ দ্বারা ;

অহো, এই পার্থিব দেহ যদি চলিয়াও যায়, তাহাতে কিসের দুঃখ? পরন্তু, এখন আমার চৈতন্ত (টিকিবে কিনা সন্দেহ) বাইতে বলিয়াছে। সাধারণতঃ ভয়ে শরীর কাঁপিতে পারে, কিছুকালের অল্প মনও অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে পারে, অথবা বুদ্ধিও বিচলিত হয়, অভিমানেরও বিস্তারণ হইতে পারে; পরন্তু, ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যাহা কেবল আনন্দস্বরূপ,—সেই নিশ্চল অন্তরাত্মাও শিহরিয়া উঠিয়াছে। হে তাত, সাক্ষাৎদর্শনের কি প্রভাব! জ্ঞান দেশছাড়া হইয়াছে, গুরুশিষ্যসম্বন্ধও টিকিবে কিনা সন্দেহ। হে দেব, আপনার এই রূপ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে লম্বরণ করিবার জন্য আমি ধৈর্যের আচ্ছাদন চড়াইতেছি; তাহাতে আমার ধৈর্য্যই লয়প্রাপ্ত হইতেছে,—যেন তাহারও বিশ্বরূপদর্শন হইয়াছে; আর অধিক কি বলিব? পরন্তু, আমার খুব ভাল শিক্ষা হইল। বেচারী জীব বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় যেখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতেছে; পরন্তু, কোনও দিকেই আশ্রয় মিলিতেছে না; তেমনি বিশ্বরূপের এই মহামারী চরাচর জগতের জ্বাস উৎপন্ন করিল—হে মহাবিশ্ব, ইহা না বলিয়াই বা কি করি?

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বেব কালানলসন্নিভানি ।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

মহাভয়ের ভাণ্ড ফুটিয়া যেন নিরন্তর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে,—তেমনি আপনার প্রচণ্ড বদনসমূহ চতুর্দিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। (৩৭০) শুধু তাহাই নহে, উহার অসংখ্য দন্ত ও দংষ্ট্রারাজি ওষ্ঠাধর ছাড়াইয়া বাহির হইয়াছে (‘হুই ওষ্ঠ আচ্ছাদন করিতে পারিতেছি না’)—চতুর্দিকে যেন প্রলয়ের অঙ্গসমূহের বেটনী লাগান হইয়াছে; যেন তক্ষক (নৃতন) বিধে ভরিয়াছে, কিম্বা কালরাত্রি মুখব্যাদান করিয়াছে, কিম্বা, বজ্রাঘি (প্রলয়াঘি) যেন আগ্নেয়াস্ত্র চালনা করিতেছে; তেমনি, আপনার প্রচণ্ড বক্র হইতে আবেশ (ক্ষোভ) উছলিয়া বাহির হইতেছে,—যেন আমাদের উপর মরণরূপী জলের বন্যা আসিয়াছে। প্রলয়কালের প্রচণ্ড ঝড়াবাত আর মহাকল্লান্তের

প্রলয়ানল, যদি এছুটি একসঙ্গে মিলিত হয় তবে কি না জ্বালাইতে পারে ? তেমনি আপনার সংহারের মুখ দেখিয়া কি আমার ধৈর্য্য নষ্ট হইবে না ? এখন ভ্রমে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছি, আর নিজেকেও চিনিতে পারিতেছি না। স্বল্প পরিমাণে বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল, আর হৃথেরও অন্ত হইল ; এখন আপনার অব্যবস্থিতভাবে বিস্তৃত এই অপার বিশ্বরূপ সন্ধান করুন। এই অবস্থায়, আপনি এইরূপ করিবেন জানিলে, কি এইসব করিতার ? এখন, এমন হইয়াছে যে একবার প্রাণ বাঁচিলে হয় ! হে অনন্ত, যদি আপনি সত্যই আমার স্বামী হন, তবে এই মহামারীর প্রসার সঙ্কোচ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। শুধুন, আপনি সকল দেবগণের পরম দেবতা, আপনার চৈতন্যেই এই বিশ্বের জীবন—ইহা তুলিয়া আপনি উন্টা করিতেছেন ; অতএব, হে প্রভু, আপনি শীঘ্র প্রসন্ন হউন, আপনার মায়া সন্ধান বরিয়া আমাকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। ( ৩৮০ ) এপর্য্যন্ত বারবার যে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনাকে মিনতি করিতেছি, হে প্রভু, তাহার কারণ এই যে আপনার বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি। অমরাবতীর উপর যখন শত্রুর আক্রমণ হয়, তখন আমি একাই তাহাদের পরাভূত করিয়াছি,—কালের সম্মুখেও আমি দাঁড়াইতে ভয় পাই না ; পরন্তু, হে দেব, ইহা তেমন নহে—এখানে মৃত্যুকেও আক্রমণ করিয়া আপনি এখন সমস্ত গ্রাস করিবেন ইহারই সূচনা দেখা যাইতেছে<sup>১</sup>। প্রলয়কাল উপস্থিত না হইতেই, তাহার পূর্বেই আপনি কাল হইয়া আসিয়াছেন ; বেচারী জিতুবনের গোলক অন্নাচ্ছ হইল। অহো, বিপরীত ভাগ্যা, শাস্তি কামনা করিতে বিয় উঠিল,—হায় হায়, এই বিশ্ব ডুবিল, আপনি এখন ইহাকে গ্রাস করিতে উত্তত হইয়াছেন ; আমি কি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না যে আপনি চতুর্দিকে মুখ ব্যাদান করিয়া এই সমস্ত সৈন্তদলকে গ্রাস করিতেছেন ?

অমী চ স্বাং ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পুত্রাঃ সর্ব্বে সইবাবনিপালসজ্জৈঃ ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহান্মদীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

ইহারা কি কৌরবকুলের অঙ্গুর, অঙ্গ ধৃতরাষ্ট্রের কুমারগণ নহে ? এই বদন ইহাদের সপরিবারে গ্রাস করিল ; আর যে নানা দেশের নৃপতিগণ

ইহাদের সাহায্যের জন্ত আলিয়াছে, তাহাদের কথা বলা যায় না—এমনি ভাবে আপনি ইহাদের সংহার করিতেছেন। মদমত্ত হস্তীর দল আপনি ঘট্ঘট্ করিয়া (জলের স্রায়) পান করিতেছেন, যখনকো বাহা কিছু সজ্জিত হইয়া আছে সমস্তই আপনি গ্রাস করিতেছেন। যজ্ঞাদি মাংগাশ্র, মুদগর সহ পদাভিক সৈন্যদল, এ সমুদায় আপনার মুখের মধ্যে বিলীন হইতেছে। (৩৯০) কৃতাস্তের যমজ ভ্রাতা সদৃশ কোটি কোটি শস্ত্র বাহাদেব এক একটি বিশ্বকে গিলিয়া খাইতে পারে,—তাহাদের সকলকে আপনি গ্রাস করিতেছেন। চতুরঙ্গ সেনা, অশসংযুক্ত রথসমূহ, আপনার দন্ত স্পর্শ না করিয়াই (মুখবিবরে খাইতেছে) ; হে পরমেশ্বর, ইহাতে আপনার কি সন্তোষ হইতেছে ? ভীষ্মের গ্রায় ব্রাহ্মণ<sup>১</sup>, সত্যে ও শৌর্য্যে যিনি নিপুণ, তাঁহাকেও দ্রোণের সহিত একসঙ্গে<sup>২</sup> গ্রাস করিলেন। অহো, সহস্রকিরণ সূর্য্যের নন্দন বীর কর্ণও গেলেন, আর আমাদের (পক্ষের) সকলকেও জঙ্গালের গ্রায় উড়াইয়া দিলেন, দেখিতেছি। হায় হায় বিধাতা, একি হইল ? ইহার অমুগ্রহে প্রার্থনা করিয়া বেচারী জগতের (ভাগ্য) কর্মকল<sup>৩</sup> ডাকিয়া আনিলাম। পূর্বে, অন্নবিস্তর যুক্তির সহিত, উত্তমভাবে ইহার বিভূতির কথা বলিয়াছেন,—তাহাতে হইল না—আমি বারম্বার (প্রশ্ন করিয়া) মরিতে বসিলাম।<sup>৪</sup> অতএব ইহাই ঠিক যে (কপালের) ভোগ কিছুতেই খণ্ডান যায় না, আর, বাহা হইবেই, সেই অমুসারে বুদ্ধিও তেমনি হয়—লোকে আমাকেই দোষী করিবে (‘আমার মাথা ভাঙ্গিবে’)—ইহা কিরূপে বন্ধ করা যাইবে ? পূর্বে (সমুদ্রমহানে) অমৃত হস্তগত হইলেও দেবগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, ফলে যেমন কালকূট বিষ উঠিল ; পরন্তু, তাহাও এক হিসাবে তত ভয়ানক হয় নাই (‘কমই ছিল’), কারণ তাহার প্রতিকারের সম্ভব ছিল—আর ঐ সময় শত্ৰু ঐ সন্ধটে (দেবগণকে) উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন এই জলন্ত বায়ু ঘিরিয়াছে ! কে এই বিষে ভরা গগনকে গ্রাস করিবে ? মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি করা যায় ?” § ( ৪০০ ) এইভাবে অর্জুন হৃৎখে ব্যাকুল

১ একজন ;      ২ হায় হায় ;      ৩ মরণ ,      ৪ প্রশ্ন করিয়া বসিলাম ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“মহাকালের খলিয়ানে (প্রতিরোধ করিবার) কাহার সামর্থ্য আছে ?” ; “মহাকালের হাতের সহিত হাত মিলাইতে কে সমর্থ ?” , “মহাকালের সহিত খেলিতে কার সামর্থ্য আছে ?”

হইয়া অন্তরে শোক করিতে লাগিলেন, পরন্তু, এই প্রসঙ্গে ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। “আমি বধকর্তা ও কৌরব বধা” এইরূপ যে ভ্রান্তি (মোহ) অর্জুনকে গ্রাস করিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য ক্রীঅনন্ত নিজস্বরূপ (বিশ্বরূপ) দেখাইয়াছেন। “অরে, কেহই কাহাকে বধ করে না, আমিই সকলের সংহারকর্তা”—বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার ছলে ক্রীহরি ইহাই প্রকট করিলেন। ভগবানের এইরূপ মনোভাব পাণ্ডুহৃত অর্জুন বুঝিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার কম্প নিরর্থক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

বক্তৃতা শুনিতে অরমাণা বিশিস্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্বিলগ্না দশনাস্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাজৈঃ ॥ ২৭

তাহার পর বলিলেন—“তুই পক্ষের সৈন্যদল, গগনে মেঘপুঞ্জের ত্যায়, একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। কিম্বা, মহাকল্লান্তে কৃতান্ত যখন সৃষ্টির উপর রুষ্ট হইয়া পাতাল সহিত একবিংশতি বর্গই একসঙ্গে জড়াইয়া নাশ করে; অথবা, দৈব প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত বৈভব যেমন যেখানকার সেখানেই আপনা আপনিই ব্যর্থ হইয়া যায়; তেমনি (অস্ত্রশস্ত্রে) সজ্জিত সৈন্যদল সব একসঙ্গে আপনার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, পরন্তু, কেহই মুখ হইতে বাহির হইতেছে না—কর্মের দুর্বীর গতি দেখুন! অশোকের নবপল্লব যেমন উষ্ণের মুখে চর্কিত হয়, তেমনি এইসব লোক আপনার মুখের মধ্যে বৃথাই নাশপ্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু, মুকুটসহ মস্তকগুলি কেমন আপনার দংষ্ট্রার সাঁড়াশীর মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইতেছে—দেখা যাইতেছে। (৪১০) ঐ (মুকুটের) রত্ন কতক আপনার দাঁতের ফাঁকে সংলগ্ন রহিয়াছে, কতক চূর্ণ হইয়া জিহ্বার মূলে লাগিয়া আছে, কতক (চূর্ণ হইয়া) দংষ্ট্রার অগ্রভাগে রাখান রহিয়াছে। অহো, এই বিশ্বরূপ ‘কাল’ লোকের রক্তমাংসের শরীর গ্রাস করিয়াছে, পরন্তু, দেহের মস্তকটি আলাদা একধারে রাখিয়া দিয়াছে; তেমনি, মস্তকই শরীরের মধ্যে নিশ্চিত উত্তমাজ, এইজন্য ইহাই শেষ পর্য্যন্ত মহাকালের মুখের মধ্যে অবশিষ্ট আছে।” অর্জুন পুনরায় বলিতে লাগিলেন—“হে প্রভু, জয়গ্রহণ করিলে

কি আর অল্প কোনও গতি নাই? সমস্ত জগৎ স্বতঃই এই মুখবিষয়ে প্রবেশ করিতেছে; এ সমস্ত সৃষ্টি এই মুখের দিকে চলিয়াছে, আর ইনি যেখানে আছেন সেখানেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া তাহাদের কবলিত করিতেছেন; ব্রহ্মাদি সকলে উপরের মুখের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতেছেন, অল্প সাধারণ লোকসমূহ এখানের মুখের মধ্যে বাইতেছে; অল্প সব প্রাণিগণ যেখানে উৎপন্ন হইতেছে সেখানেই কবলিত হইতেছে, পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে কেহই এই মুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা জবন্তি ।

তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্ঞলন্তি ॥ ২৮

মহানদীর প্রবাহ যেমন সহজে অতিশীঘ্র সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি নারা জগৎ চতুর্দিক হইতে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে; প্রাণিগণ আব-পথে রাত্রিদিবসের সিঁড়ি নির্মাণ করিয়া বেগে এই মুখে প্রবেশ করিবার সাধনা করিতেছে।

যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমুদ্ধবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

পতঙ্গের ঝাঁক যেমন জলন্ত পর্বতের গাজমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি, দেখুন, সমগ্র লোকসমূহ এই মুখের মধ্যে পড়িতেছে; ( ৪২০ ) পরন্তু, ( উত্তম ) লোহের উপর জল পড়িলে যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি যত কিছু এই মুখে প্রবেশ করিতেছে ( তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে ),—জানিবেন; আর তাহাদের নাম ( রূপ ) ব্যবহার-ক্ষেত্র হইতে মুছিয়া বাইতেছে।

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।

তেজোভিরাপর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আর এত অধিক আহাৰ করিয়াও ইহার ক্ষুধা কমে নাই—ইহার কি অসাধারণ ঈর্ষায়ী উদ্দীপিত হইয়াছে। বোগী জর হইতে উঠিলে যেমন হয়, কিছা, ভিখারী অকাল পড়িলে ( দুর্ভিক্ষ হইলে ) যেমন করে, তেমনি জিহ্বাও

আশ্চর্য্যভাবে ওঠ চাটিতেছে—দেখিতেছি; আহাবের নামে আর কিছুই এই মুখ হইতে বাঁচিল না,—এই আশ্চর্য্য কথা কেমন অপূর্ণ দেখাইতেছে! সমুদ্রই কি গণ্ডু্য করিবে, না পৰ্ব্বত গ্রাস করিবে, কিবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কি মুখের (দংষ্ট্রার) মধ্যে ফেলিয়া দিবে! সমগ্র দিক্‌সমূহ কি গিলিয়া ধাইবে? কিবা, নক্ষত্রগুলি কি চাটিয়া ফেলিবে?—হে প্রভু, এমনি আপনার স্বাভাবিক লোলুপতা দেখা যাইতেছে; ভোগে যেমন কামের বৃদ্ধি হয়, কিবা ইচ্ছার দ্বারা অগ্নির যেমন বলবৃদ্ধি হয়, তেমনি খাইতে খাইতে আপনার মুখ আরও ‘খা’ ‘খা’ করিতেছে (খাইবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে); একটি মুখ এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে যে ইহার জিহ্বাগ্রে ত্রিভুবন রহিয়াছে—যেন বড়বানলের মধ্যে একটা কপিথ ফেলা হইয়াছে। এইরূপ বদনের সংখ্যা অপার, কিন্তু এত ত্রিভুবন কোথায়? যদি ইহাদের জন্ত যথেষ্ট আহাৰ্য্য না জুটে তবে এত অধিক পরিমাণে (মুখের সংখ্যা) বাড়াইলেন কেন? দাবান্নি যেমন বনের মৃগগুলি ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি বেচারী লোকসমূহ আপনার বদনের জালা (অগ্নি)র মধ্যে পড়িয়াছে। (৪৩০) অহো, বিশ্বের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে—ইহা-তো দেবতা নহে, ইহা জগতের কর্মফল,—(জগতের কর্মফলের দ্বারা এই দেবতার আবির্ভাব),—কিবা যেন মহাকাল জগৎপী জলচরগণকে ধরিবার জন্ত জাল বিস্তার করিয়াছে; এখন এই জলপ্রভার ফাঁদ হইতে চরাচর বিশ্ব কোন্ পথে বাহির হইবে? ইহা তো আপনার বক্তৃ নয়,—ইহা জগতের পক্ষে একটি জলন্ত চিতা (জড়গৃহ) সদৃশ হইয়াছে; অগ্নি নিজের দাহিকা শক্তি দ্বারা পোড়াইবে তাহা জানে না, পরন্তু, বাহ্যিক অঙ্গ স্পর্শ করে সে প্রাণে বাঁচে না; শত্রু কি জানে তাহার তীক্ষ্ণতায় যত্ন কি করিয়া হয়? কিবা বিষ যেমন নিজের মারক শক্তি জানে না; তেমনি আপনার উগ্রতা সম্বন্ধে আপনার কোনও অনুমানই নাই, পরন্তু এদিকে সারা জগৎ নষ্ট হইতে চলিল। যে প্রভু, আপনি তো সকল বিশ্বব্যাপক এক আত্মা, তবে আমাদের কালসদৃশ হইয়াছেন কেন? তবে আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি, আপনিও সঙ্কোচ না করিয়া আপনার মনে বাহ্য আছে তাহা মুখে স্পষ্ট করিয়া বলুন; এই উগ্ররূপ আর কত বাড়াইবেন? হে তাত, আপনার ভগবৎস্বরূপ স্বরণ করুন, নতুবা, অন্ততঃ আমার উপর কৃপাদৃষ্টিপাত করুন।



আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসাদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাখ্যং ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম ॥ ৩১

“হে বেদবেত্তা, হে ত্রিভুবনের আদিকারণ, হে বিশ্ববন্দ্য, আপনি একবার আমার বিনতি প্রবণ করুন ;” এই কথা বলিয়া বীর অর্জুন তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিলেন—“হে সর্বেশ্বর, শুভ্রন ! ( ৪৪০ ) আমি শাস্তির জন্ত বিশ্বরূপ ধ্যানের ( স্বরূপের ) কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আর আপনি একেবারে ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উঠিয়াছেন ; আপনি কে ? এত ভীতিগ্রস্ত জিনিসগুলি কেন একত্র করিয়াছেন ? আর সমস্ত হস্তেই বা শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কেন ? আপনি ক্রোধে ক্রমশঃ বাড়িয়া গগনকেও ছোট করিয়াছেন, এবং চক্ষু আসদায়ক করিয়া আমাদের ভয় দেখাইতেছেন ; হে দেব, আপনি কৃতান্তের সহিত কেন প্রতিযোগিতা করিতেছেন ? আপনার অভিপ্রায় কি তাহাই আমাকে বলুন ।” এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত বলিলেন—“আমি কে এবং কেন এইরূপ বাড়িতেছি, ( আমার ) হালচালই বা কিরূপ, এই প্রশ্ন করিতেছ ?”

শ্রীভগবানুবাচ—

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।

ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বের্ য়েহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

“আমি সত্যই কাল, লোক সংহার করিবার জন্তই বাড়িতেছি, এবং সমস্ত গ্রাস করিবার জন্ত চতুর্দিকে মুখ বিস্তার করিয়াছি ।” ইহাতে অর্জুন বলিলেন—“হায় হায়, পূর্বের সঙ্কটে জাসিত হইয়া ( ইহার কাছে ) প্রার্থনা করিলাম, এখন আরও ভয়ঙ্কর সঙ্কট উপস্থিত ( প্রকট ) হইল ।” এইরূপ কঠিন বাক্য শুনিয়া অর্জুন নিরাশ হইয়া বিষন্ন হইবে জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গের সঙ্গেই বলিলেন—“হে কীর্তী, পরন্তু, আর একটি কথা আছে ; তাহা এই যে তুমি পাণ্ডব এই সংহাররূপ সঙ্কটের বাহিরে”—ইহা শুনিয়া ধর্ম্মধর

ভয়ানক মুখ সমূহ ;

উগ্রতার সহিত কেন এরূপ বাড়িতেছি ;

অৰ্জুন মরিতে মরিতে প্রাণে বাঁচিলেন ; তিনি মরণরূপ মহামারীতে পড়িয়া-  
ছিলেন, এখন পুনরায় সচেতন হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মনোযোগপূর্বক  
শ্রুতিতে লাগিলেন । ( ৪৫০ ) তখন, ভগবান বলিতে লাগিলেন—“হে অৰ্জুন,  
তুমি আমারি জানিবে—অন্ত সমস্ত বিশ্ব আমি গ্রাস করিতে উত্তত হইয়াছি ।  
প্রচণ্ড বড়বানলে যেমন সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তেমন আমার মুখের মধ্যে  
সারা জগতেরও সেই অবস্থা তুমি দেখিতেছ, পরন্তু, ইহাতে কোনও সন্দেহ  
নাই যে এই যে সৈন্যদল উপরে উপরে, আফালন করিতেছে’ ইহা সম্পূর্ণ  
নিফল ; ইহারা সব একত্রে জ্বায়েত হইয়া আপনাদের শৌর্য ও পরাক্রমের  
অহঙ্কারে ফুলিতেছে এবং নিজেদের সৈন্যদলকে যম হইতেও ভয়ঙ্কর বলিয়া  
বর্ণনা করিতেছে ।’ বলিতেছে—‘সৃষ্টির উপর সৃষ্টি করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়া  
মৃত্যুকে বধ করিব,’ আর এখন এই জগতকে এক গওয়ে পান করিব ;  
সমগ্র পৃথিবীকে গিলিয়া খাইব, আকাশকে উপরেই জ্বালাইয়া দিব, বায়ুকে  
বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব ।’ এই চতুরঙ্গ সেনার বৈভব মহাকালের সহিত স্পর্ধা  
করিতেছে, ইহাদের পরাক্রমের অভিমান কতখানি বাড়িয়াছে দেখ । ইহাদের  
বচন অস্ত্র হইতেও তীক্ষ্ণ, ইহারা অগ্নি অপেক্ষাও তীব্রতর দাহিকা শক্তি-  
বিশিষ্ট দেখাইতেছে, মারকত্ব হিসাবে ইহারা কালকূট বিষকেও মধুর  
বলাইয়াছে ; এই বীরগণ যেন চিত্রে অঙ্কিত, শূন্যগর্ত বন্যার ত্রায়, কিম্বা  
চন্দ্রের প্রতিবিম্বসদৃশ ; § যেন যুগজ্বলের বহ্না আসিয়াছে,—ইহারা তো  
সৈন্যদল নহে, যেন কাপড়ের তৈয়ারী সাপ, যেন প্রাণহীন চামড়ার তৈয়ারী  
সমজিত পুত্তলিকাবাহিনী দাঁড়াইয়া আছে । ( ৪৬০ ) .

তস্মাৎ হুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বেব নিমিস্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

বাস্তবিকপক্ষে, যে শক্তিদ্বারায় ইহারা চালিত হইতেছে, সে সমস্ত আমি  
পূর্বেই হরণ ( গ্রাস ) করিয়াছি, এখন কুন্তকার-নির্মিত পুত্তলিকার ত্রায়

১ স্বচ্ছলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ;

ইহাদের গজসমূহেরও প্রশংসা করিতেছে ,

৩ ধরিব ;

§ এখন তিন চরণের পাঠান্তর—“ইহারা যেন গজকর্কসগণের সৃষ্টি, শূন্যগর্ত পিণ্ড, অথবা চিত্রে  
অঙ্কিত ফল”, “কল”-এর স্থলে “পুত্তলিকা” এই পাঠও আছে ;

ইহারা নির্জীব হইয়া আছে। যে সূত্র চালনা করে তাহা ছিঁড়িয়া গেলে যেমন ঐ (বজ্রচালিত) মঞ্চের উপরিস্থিত কাষ্ঠপুত্তলিকা যে কেহ ঠেলা মারিলেই উল্টাইয়া পড়ে; তেমনি, এই শ্রেণীবদ্ধ সৈন্তের দলকে বিনাশ করিতে বেশী সময় লাগিবে না, অতএব, এখন শীঘ্র সচেতন হইয়া উঠ। তুমি গোহবর্গের সময় একবার (কৌরব সৈন্তদের উপর) মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে এবং (‘বীরেরবাণ’) মহাভীক (বিরাটপুত্র) উত্তরের দ্বারা শত্রুর বস্ত্র হরণ করাইয়াছিল; এখন সেই সৈন্তগণ নিস্তেজ হইয়া পূর্ব হইতেই মরিয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছে’—(ইহাদের সংহার কর) এবং ‘একাই শত্রু জয় করিয়াছে’ এই বশের অধিকারী হও; আর শুধু শুধু বশঃই নহে, সমগ্র রাজ্যই হস্তগত হইবে, হে সবাসাচি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথাশ্রানপি যোধবীরান্।

ময়া হতাস্তং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

দ্রোণকে গ্রাস করিও না, ভীষ্মকে ভয় করিও না, ‘কর্ণের উপর কি করিয়া শস্ত্র চালনা করিব’ তাহাও ভাবিও না; ‘জয়দ্রথ সম্বন্ধে কি উপায় করিব’ তাহাও তুমি মনে চিন্তা করিও না,—অগ্রাগ্র যে সব স্প্রসিক্ত বীর আছে; তাহাদের সব এক একটিকে চিত্রে অঙ্কিত সিংহের স্থায় মনে করিবে—যাহাদের ভিজা হাতেই পুছিয়া ফেলা যায়। হে পাণ্ডব, এইভাবে এই যুদ্ধে মিলিত সৈন্তদল কিরূপ? ইহারা সমস্তই আভাসমাত্র, ইহাদের আমি পূর্বেই (মুখের মধ্যে) আকর্ষণ করিয়াছি। (৪৭০) যখনই তুমি ইহাদের আমার মুখে পড়িতে দেখিয়াছ, তখনই ইহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে; এখন ইহারা শুধু অসার খোলসমাত্র পড়িয়া আছে। অতএব তুমি শীঘ্র উঠ, আমি যাহাদের মারিয়াছি, তাহাদের শেষ (বধ) কর, মিথ্যা শোকসংকটে পড়িও না। স্বয়ং লক্ষ্য (নিশানা) খাড়া করিয়া যেমন তাহা ক্রীড়াচ্ছিলে (বাণ দ্বারা) বিদ্ধ করা হয়, তেমনি দেখ, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্রই। যে সব অমঙ্গল প্রকট হইয়াছিল, তাহা কিরিয়া গিয়াছে (শেষ হইয়াছে), এখন সংগৃহীত (অজ্জিত) রাজ্যের সহিত বশ উপভোগ কর। ‘আত্মীয়গণ যখন’ অহঙ্কারে

১ পূর্ব হইতেই মরিয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে,

২ গ্রাস,

৩ শতাবতঃ;

ক্ষীত (উন্নত) হইয়া জগতে পরাক্রমে দুৰ্দ্ধদ হইয়া উঠিয়াছিল—তখন সেই শৌর্যশালী বিপুগণকে আমি বধ করিয়াছি’, হে কিরীটি, এই কথা বিশ্বের বাণীরূপ পটের উপর লিখিয়া রাখিয়া বিজয়ী হও ।”

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছৃণ্বা বচনং কেশবশ্চ কৃতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহু কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

জ্ঞানদেব বলিতেছেন—এইভাবে পূর্ণমনোরথ<sup>১</sup> সঞ্জয় কোরবনাথ ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত কথা বলিলেন; স্বর্গলোক হইতে গন্ধার প্রবাহ বাহির হইয়া যেমন প্রচণ্ড খল্‌খল্ শব্দ করিয়া নীচে নামিয়া আসে, তেমনি গুরু গম্ভীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন; অথবা, মহামেঘসমূহ যেমন একদিকে গর্জন করিতে থাকে, কিম্বা, ক্ষীরসমুদ্র যেমন মন্দরাচলের মন্থনে গুন্‌গুন্ শব্দে নিনাদিত হইয়াছিল; ঐ প্রকার গম্ভীর মহানাদের সহিত যখন বিশ্বের মূল (আদি-কারণ), অনন্তরূপ, অগাধ শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য বলিলেন; ( ৪৮০ ) অৰ্জুন তাহার সামান্যই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার স্মৃতি কি ভয় দ্বিগুণ হইল তাহা বলিতে পারি না—পরন্তু তাঁহার সর্বত্র কাপিতে লাগিল; সঙ্কচিতভাবে<sup>২</sup> কিঞ্চিৎ নত হইয়া, করজোড় করিয়া বারবার তাঁহার ললাট শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঠেকাইতে লাগিলেন; তখন, কিছু বলিতে গেলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল—ইহা স্মৃতি কি ভয় তাহা আপনারাই বিচার করুন; পরন্তু, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় অৰ্জুনের এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল,—ইহা আমি এই শ্লোকের পদ হইতেই বুঝিয়াছি; তখন এইভাবে ভীত হইয়া পুনরায় চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—“প্রভু, আপনি এই কথা বলিলেন—

অৰ্জুন উবাচ—

স্থানে হ্রস্বীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্য জগৎ প্রহৃষ্যত্যমুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমশ্শস্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥ ৩৬

১ অপূর্ণমনোরথ ধৃতরাষ্ট্রকে;

২ আন্তরিক নম্রতায়, সতর্কভাবে,

যে, ‘হে অৰ্জুন, আমিই কাল, এবং বিশ্ব গ্রাস করা আমার খেলা’—আপনার এই বাক্য আমি অটল সত্য বলিয়া মানিয়াছি; পরন্তু, হে প্রভু, আপনি কাল হইয়া আজ স্থিতির সময়ে জগৎকে গ্রাস (সংহার) করিতেছেন—ইহা বিচারের সহিত মিলিতেছেন (বিচারযোগ্য নহে)। অঙ্গের তাক্ষণ্য সরাইয়া কি করিয়া বৃদ্ধাবস্থা আনা যায়? এইজন্ত, আপনি যাহা করিতে চাহিতেছেন তাহা প্রায় অসম্ভব (‘কিছুতেই করা যায় না’)। হে অনন্ত, দিবসের চারিপ্রহর পূর্ণ না হইতেই সূর্য্য মধ্যাহ্নের সময় অস্ত যায় না।’ দেখুন, আপনি যে অখণ্ডিত কাল, তাহার তিন স্থিতি আছে, আর সে তিনটিই নিজ নিজ সময়ে ‘সবল’ (প্রবল, সমর্থ)। (৪২০) যখন ‘উৎপত্তি’ হয়, তখন ‘স্থিতি’ ও ‘প্রলয়’ লুপ্ত হইয়া থাকে, আর ‘স্থিতি’র সময় ‘উৎপত্তি’ ও ‘প্রলয়’কে দেখা যায় না; আর পরে প্রলয়ের সময় ‘উৎপত্তি’ ও ‘স্থিতি’ লুপ্ত হয়,—এই অনাদি রীতির কোনও কারণেই ব্যতিক্রম হয় না। অতএব, সম্প্রতি জগতে পূর্ণ ভোগের স্থিতি চলিতেছে,—এখন যে আপনি ইহাকে গ্রাস করিতেছেন—ইহা আমার মনে লাগিতেছে না”। তখন ভগবান সঙ্কতে বলিলেন—“এদ্বিঃ সৈগুদলেরই পোষণকাৰ্য্য শেষ হইয়াছে (আমু ফুয়াইয়াছে),—তাহাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম—অগ্র লোকের মরণ বধাকালেই হইবে—জানিবে।” শ্রীঅনন্ত সঙ্কতে এই কথা বলিতেই অৰ্জুন (পুনরায়) সমস্ত বিশ্বের পূর্ববৎ স্থিতি দেখিলেন; তখন অৰ্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনি বিশ্বকে চালনা করিবার সূত্রধার,—এই জগৎ পুনরায় পূৰ্ব্ব-স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে; পরন্তু, হে শ্রীহরি, আপনি দুঃখসাগরে পড়িলে যেমন ভাবে উদ্ধার করেন, আপনার সেই কীর্ত্তি আমি শ্রবণ করিতেছি, আপনার এই কীর্ত্তি বারম্বার শ্রবণ করিয়া আমি মহাত্মত্বের উৎসব (আনন্দ) উপভোগ করিতেছি, এবং হর্ষান্বিততরঙ্গের উপর গড়াইতেছি। হে দেব, জীবিত থাকিবার জগৎ এই জগৎ আপনার প্রতি অতুরাগ পোষণ করে, আর দুই লোকগণ অধিকাধিক নাশ প্রাপ্ত হয়; হে জ্বীবেশ, ত্রিভুবনের রাক্ষসগণের আপনি মহাভয়স্বরূপ, এইজন্ত তাহারা দিগন্তেরও ওধারে পলায়ন করিতেছে; (৫০০) এতদ্ভিন্ন অগ্র হ্রস্ব সিদ্ধ কিম্বদন্ত্য, এমন কি সারা চরাচর আপনাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া নমস্কার করিতেছে।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাশ্বন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রো ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস স্বমকরং সদসং তৎপরং যৎ ॥ ৩৭

হে নারায়ণ, স্বাক্ষরগণ আপনার চরণে প্রণত না হইয়া পলায়ন করিল—ইহার কারণ কি ? আর আপনাকে কেনই বা প্রশ্ন করিতেছি,—ইহা তো আমাদের জানাই আছে, পূর্বোদয় হইলে অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিবে ? আপনি স্বপ্রকাশের আগীর ( উৎপত্তিস্থান ), আজ আপনাকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্ত, অস্ত্র সব জঞ্জাল<sup>১</sup> সহজে দূর হইয়াছে । হে শ্রীরাম, এতদিন আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন আপনার গভীর ( গভীর, অগাধ ) মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি । যাহা হইতে নানা সৃষ্টির বিকাশ হয়, ভূতগ্রামরূপ লতার প্রসার হয়, সেই ( বিশ্ববীজ ) মহদব্রহ্ম<sup>২</sup> আপনার ইচ্ছা ( মহাসঙ্কল্প ) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । হে দেব, আপনি অপার ও অনন্তগুণসম্পন্ন, আপনি নিঃসীম, ও সদা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব, আপনি নিঃসীম সাম্যের অধিগত অবস্থা, আপনি দেবাদিদেব ; প্রভু, আপনি ত্রিভুবনের জীবন ( স্নেহাংশ ), অক্ষর ( অব্যয় ), সদাশিব, ( নিত্যমঙ্গলস্বরূপ )—হে দেব, আপনিই সং ও অসং, তাহার অতীত যে বস্তু তাহাও আপনি ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্তা বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেত্বং চ পরং চ ধাম জয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮

আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদিকারণ, মহত্ত্বের সীমা, স্বয়ংসিদ্ধ, পুরাতন, অনাদি ; আপনি সকল বিশ্বের জীবন, আপনি জীবের আশ্রয়, ভূতভবিষ্যৎকালের জ্ঞান কেবল আপনারই ( হস্তে ) আছে । ( ৫১০ ) হে ভেদরহিত প্রভু, স্রৃষ্টির নেত্রে যে স্বরূপস্বত্ব অল্পভূত হয় তাহা আপনিই, ত্রিভুবনের আধারের আপনিই আধার ; এইজন্তই, আপনাকে পরম মহাধাম বলে, কল্লাস্তে মহদব্রহ্ম আপনার মধ্যেই প্রবেশ করে । অধিক আর কি বলিব ? হে দেব, আপনিই সমগ্র বিশ্ব বিস্তার করিয়া আছেন, অনন্তরূপ আপনার বর্ণনা কে করিতে পারে ?

১ এইশব্দ ; নিশাচররূপ জঞ্জাল, ২ ব্রহ্মা ; ৩ আপনিই চারিপ্রকার বাণী ;

বায়ুৰ্ঘমোহগ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃষ্ণঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্তং সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০

প্রভু, আপনি কোন এক বস্তু নন, এবং কোথায় আপনি নাই? আর কি বলিব? আপনি যেমন আছেন, তেমনিই আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে অনন্ত, আপনিই বায়ু, আপনিই নিয়ন্তা ষম, প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত অগ্নিও আপনি। আপনি বরুণ, সোম, ষষ্ঠা ব্রহ্মাও আপনি, পিতামহেরও পরম আদিজনকও আপনি। আর অল্প যে সব আকার বা নিরাকার রূপ আছে, হে জগন্নাথ, আমি আপনার সেই সব রূপকেও প্রণাম করিতেছি।” এইভাবে পাণ্ডুহৃত অর্জুন সাহস্রাগচিহ্নে স্তুতি করিয়া পুনরায় কহিলেন—“প্রভো, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার।” তাহার পর ঐ শ্রীমূর্তির আনুস্ত (মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত) দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—“প্রভো, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার।” এই চর্যচর বিখের সমস্ত প্রাণিগণকে অখণ্ডিতভাবে ঐ মূর্তির মধ্যে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—“প্রভো, নমো, নমস্তে।” (৫২০) এইরূপ অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমিও আশ্চর্য্য হইতেছি। অর্জুন দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, “প্রভো, নমো, নমস্তে।” অল্প কোনও স্তুতিও স্মরণে আসিল না, নিশ্চুপ হইয়াও থাকিতে পারিলেন না, প্রেমভাবে কেমন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—তাহাও জানিতে পারিলেন না। কিং বহুনা, এইভাবে সহস্রবার প্রণাম করিলেন, এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন—“হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার করি; দেবতার সম্মুখ পশ্চাদ্ভাগ’ আছে কি নাই তাহাতে আমার কি প্রয়োজন? তথাপি, হে স্বামিন্, আপনার পশ্চাতেও নমস্কার করি। হে দেব, আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বর্ণনা করিতে পারি না, সেইজন্ত আপনার সর্বব্যাপক, সর্বাস্থক রূপকে নমস্কার করিতেছি। হে অনন্তবলপ্রভাবশালিন্, হে অমিতবিক্রম, আপনি সর্বকালে সমান, আপনি সর্বদেশব্যাপক—আপনাকে নমস্কার।

সমস্ত অবকাশে আকাশ যেমন অবকাশ হইয়া আছে, তেমনি আপনি সর্ব-  
স্বরূপ হইয়া সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। কিং বহনা, এই সারা বিশ্বই কেবল  
আপনার শুদ্ধস্বরূপ—কীরসমুদ্রে যেমন শুধু দুধের তরঙ্গ। অতএব, হে দেব,  
আপনি সর্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন,—ইহাই আমার গভীর বিশ্বাস,  
আপনিই সর্বস্বরূপ।

সখেতি মত্তা প্রসভং যত্নকুং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।

অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

পরন্তু, হে স্বামিন, আপনাকে এইভাবে আমি কখনও জানিতাম না, তাই  
আপনার সহিত আত্মীয়স্বন্ধীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। অহো, ঘোর  
অজ্ঞান হইয়াছে, অমৃত দ্বারা আমি ( আদিনা ) সম্বার্কন করিয়াছি, কামধেনুর  
বদলে বৃষভ ( ঘাড়া ) লইয়াছি ; পরশমণি পাইয়াছিলাম, তাহা না চিনিতে  
পারিয়া তাহা দ্বারা গৃহের ভিত্তি তৈয়ারী করিয়াছি, কল্পতরু দ্বারা ক্ষেতের  
বেড়া দিয়াছি ; চিন্তামণির খনি দেখিয়া তাহা চিনিতে না পারিয়া অনাদর  
করিলে যেমন হয় তেমনি আপনার সান্নিধ্যের সুযোগ আত্মীয়তার জ্ঞান  
হেলায় হারাইয়াছি। আজিকার ( সাম্প্রতিক ) প্রসঙ্গই দেখুন, এই যুদ্ধ কি ?  
এবং ইহার ( মূল্য ) গুরুত্ব কতটুকু ? হে পরব্রহ্ম, ইহাতে আমি আপনাকে  
সারণি করিয়াছি ; হে কৃপাসাগর, কোরবের ঘরে মধ্যাহ্নতা করিতে আপনাকে  
দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম ; হে জাগ্রত ঈশ্বর, এইভাবে আমাদের  
সুবিধার জ্ঞান আপনাকে হেয় ( বিক্রয় ) করিয়াছি ; আপনি যোগিগণের  
সমাধিস্থত্বস্বরূপ, আমি মূর্থ, তাই তাহা জানিতে পারি নাই, হে দেব,  
আপনার সম্মুখে বিরোধ করিয়াছি।

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্রাময়ে দ্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

আপনি এই বিশ্বের আদিকারণ, আপনি সভামধ্যে বসিলে§ সেখানে  
আপনাকে পূর্বে আত্মীয়তাস্বলভ কত পরিহাসবাক্য বলিয়াছি ; কদাচিত্

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“আপনি ইহার পূর্বে যখন হাত-পা মুড়িয়া বসিতেন।” ;  
“আপনি এই বিশ্বের অনাদি আদিকারণ, আপনি সভামধ্যে বসিলে” ;



আপনার প্রাণাদে গেলে আপনার নিকট বখাযোগ্য সম্মানলাভ করিয়াছি, আর সম্মানিত না হইলে রুষ্ট হইয়াছি। হে শাকপাণি, আমি অল্প অনেক কার্য্য করিয়াছি যাহার জন্ত চরণ ধরিয়া আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আত্মীয়স্থলভ স্নেহবশে আমি উল্টা বুঝিয়াছি, এইভাবে, হে বৈকুণ্ঠ, আমি কি ভুলই করিয়াছি! (৫৪০) হে দেব, আমি আপনার সহিত দাণ্ডাগুলি খেলিয়াছি, নিরস্তর মল্লক্রীড়া করিয়াছি, এইভাবে পাশা খেলিতে গিয়া তিরস্কার করিয়াছি, উত্তেজিত হইয়া ঝগড়া করিয়াছি, উত্তম বস্ত্র দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া বসিয়াছি, আর আপনাকে উপদেশ দিয়াছি (‘বুদ্ধির কথা বলিয়াছি’),—তেমনিই কখনও বলিয়াছি ‘আমি তোমার কে?’ এমন অপরাধ করিয়াছি যে ত্রিভুবনেও তাহার স্থান হইবে না, পরন্তু, হে প্রভু, আমি না জানিয়া করিয়াছি, ইহা আপনার পায়ে স্বীকার করিতেছি; হে দেব, আপনি ভোজনের সময় স্নেহের সহিত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, পরন্তু, দেখুন, আমি নিঃশঙ্কভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি; হে দেব, আমি নিঃশব্দচিত্তে আপনার অন্তঃপুরে (বিলাসগৃহে) খেলা করিয়াছি, এবং শয়নঘরে ঢুকিয়া আপনারই পাশে একশয্যায় শয়ন করিয়াছি; আপনাকে ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ডাকিয়াছি, আপনাকে (সাধারণ) বান্দব বলিয়া মানিয়াছি, আপনি চলিয়া যাইবার সময় আপনার শপথ দিয়াছি; আপনার সঙ্গে একাসনে বসা, কিম্বা আপনার কথা না মানা,—ইহা প্রীতির আধিক্যে বহুবার ঘটিয়াছে। অতএব, হে অনন্ত, এখন আর কত কী নিবেদন করিব,—আমি সমস্ত অপরাধের রাশিস্বরূপ হইয়াছি। এইজন্ত, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাহা কিছু ভ্রাতৃত্ব আচরণ করিয়াছি তাহা, হে প্রভু, আপনি মাতার জ্ঞায় উদরে ধারণ করিয়া ক্ষমা করুন। হে প্রভু, নদী কোনও সময়ে কৰ্দমময় জল লইয়া আসিলে সমুদ্র তাহা গ্রহণ করিবে কি ত্যাগ করিবে? বলুন। (৫৫০) তেমনি, আমি প্রাণে বা প্রমাদবশতঃ যাহা কিছু আপনার বিরুদ্ধে বলিয়াছি, হে মুকুল, আপনি তাহা সহ্য (ক্ষমা) করুন। আর আপনার সহনশীলতার জন্তই ক্ষমা (পৃথ্বী) এই ভূতগ্রামের আধার হইয়া আছে, স্তবরাং হে পুরুষোত্তম, আমি আর কি

বলিব? তথাপি, হে অপ্রমেয়, আমি এখন আপনার শরণাগত, আমার এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্।

ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহহো লোকত্রয়েহ্যাপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

হে প্রভু, আমি এখন আপনার মহিমা বর্ণার্থ ভাবে জানিয়াছি, হে দেব, আপনিই চরাচরের জন্মস্থান; হে দেব, আপনি হরিহরাদি দেবতার পরমদেবতা, বেদকেও শিক্ষা দিবার আপনি আদিগুরু; হে শ্রীরাম, আপনি গম্ভীর ( সুগম্ভীর ), আপনি সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়, সকলগুণ-সমৃদ্ধ, অপ্রতিম, অদ্বিতীয়। আপনার সমান কিছুই নাই—ইহা কি করিয়া প্রতিপাদন করা যায়? আপনিই এই আকাশ হইয়া আছেন, 'যাহা জগৎকে ধরিয়া আছে'। আপনার সমান দ্বিতীয় কোনও বস্তু আছে ইহা বলিতেও লজ্জা হয়—আপনা হইতে বৃহত্তর কিছু কি করিয়া হয়? অতএব, ত্রিভুবনে আপনি অদ্বিতীয় ( এক ), আপনার সমান কিংবা আপনার বড় কেহই নাই, আপনার মহিমা সুন্দর ( অলৌকিক ),—ইহা বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ।"

তস্ম্যাং প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীডাম্।

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেব সোদুর্ম্ ॥ ৪৪

এইভাবে বলিয়া অর্জুন পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন তিনি সাস্থিকভাবে পূর্ণ হইলেন; ( ৫৬০ ) সগদগদবাক্যে বলিতে লাগিলেন—“প্রভু, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমাকে অপরাধসমূহ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি বিশ্বের সুহৃৎ—ইহা আত্মীয়তার অভিমানে মানিয়া লই নাই,—আপনি ঈশ্বরের ঈশ্বর, আপনার কাছে ঈর্ষ্যা দেখাইয়াছি। আপনি স্ততির যোগ্য ( স্তবনীয় ) পরম সত্য স্নেহবশতঃ আপনি আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা আমি ক্ষুদ্র হইয়া নিঃশব্দে শুনিয়াছি। এইভাবে, হে মুকুন্দ, আমার অপরাধের সীমা নাই;—অতএব এখন কৃপা করিয়া এই অপরাধ ( প্রমাদ ) হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে প্রভু, এইভাবে বিনতি করিবার

( কমা প্রার্থনা করিবার )ও যোগ্যতা আমার অঙ্গে নাই, পরন্তু, পুত্র যেমন প্রেমসহকারে পিতার সহিত কথা বলে ; + অথবা, প্রাণের প্রিয়জনের সহিত দেখা হইলে, অন্তরের অনুভূত ( অভিজ্ঞতালব্ধ ) সহচরের কথা নিবেদন করিতে যেমন কোনও সঙ্কোচ হয় না ; কিম্বা, যে দেহ, প্রাণের সহিত আপনার সর্বস্ব নিজপতিকে একেবারে অর্পণ করিয়াছে, আপনার পতির সহিত মিলন হইলে যেমন সে হৃদয় উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না ; তেমনি ভাবে, হে স্বামিন্, আমি আপনাকে বিনতি করিয়াছি,—পদন্তু, এই কথা বলিবার ইহা ভিন্ন অন্য একটি কারণও আছে ।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হ্রস্বিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

হে দেব, আপনার কাছে নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে আমি বিখরূপদর্শনের যে আবদার করিয়াছিলাম, আপনি তাহা মাতাপিতার গ্রায় স্নেহভরে পূর্ণ করিয়াছেন । গৃহের অঙ্গনে কল্লতরুর ঝাড় লাগাইয়া দিন, খেলিবার জন্ত কামধেনুর বৎস আনিয়া দিন ; ( ৫৭০ ) আমার পাশা খেলার জন্ত নক্ষত্রগুলি পাড়িয়া দিন, বল খেলিবার জন্ত আমার চাঁদকে চাই,—এইরূপ সমস্ত আবদার আপনি মাতার গ্রায় পূর্ণ করিয়াছেন । যে অমৃতের কণার জন্ত এত কষ্ট করিতে হয়, চারি মাস ধরিয়া তাহা বর্ষণ করিয়াছেন,—পৃথিবী চাষ করিয়া তৈয়ারী ভূমিতেঃ চিন্তামণিরূপ বীজ বপন করিয়াছেন । হে স্বামিন্, এইভাবে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এবং আমার বহু বালহুলভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, আপনার যে স্বরূপের কথা শব্দর বা ব্রহ্মা কানেও শুনে নাই, তাহাই আমাকে দেখাইয়াছেন । আমাকে দেখাইবার কথা দূরে থাকুক<sup>১</sup>—উপনিষদও বাহার সাক্ষাৎ পায় নাই—সেই গূঢ় মর্ম্মগ্রন্থিও আপনি আমার জন্ত খুলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । হে প্রভু,

+ এই স্থানে পাঠান্তরে অন্য দুটি ওবী আছে—“পুত্রের অপরাধ অগাধ হইলেও যেমন পিতা তাহা নির্বিচারে সহ করে, তেমনি আপনিও সহ করুন ;” “সখ্যার উদ্ধৃত্য সখা যেমন শান্তভাবে সহ করে, তেমনি, হে প্রভু, আপনি সমস্ত সহ করুন ;”

ঃ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“পৃথিবীকে চাষ করিয়া সেই কর্বিত জমিতে ;”

১ দেখাইবার কথা থাকুক ;

কল্পারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত আমার যতগুলি জন্ম হইয়াছে ; সেই সমস্ত জন্মের অভ্যন্তরে যদি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়াও দেখা যায়, তবে এইরূপ দেখিবার বা শুনিবার কথা পাওয়া যায় না। বুদ্ধির জাতীয় কখনই ইহার (এই স্বরূপের) অন্ধনে পৌছাইতে পারে না, অন্তঃকরণ ইহার কল্পনাও করিতে পারে না (‘ইহার শব্দও শুনিতে পায় না’); তাহা চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিবে, ইহা কি করিয়া হয়? ইহা অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুত। হে প্রভু, সেই বিশ্বরূপ আপনি আমাকে দেখাইয়াছেন,—হে দেব, তাহাতে আমার মন হুই হইয়াছে। পরন্তু, এখন এই ইচ্ছা অন্তঃকরণে হইয়াছে যে আপনার সহিত আলাপ করিব, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সামিধ্য উপভোগ করিব। (৫৮০) তবে এই বিশ্বরূপের সহিত কি করা যায়? কোন্ মূখের সহিতই বা কথা বলিব? আর কাহাকেই বা আলিঙ্গন করিব? আপনার রূপের অন্ত নাই (অসংখ্য রূপ)। অতএব, বায়ুর সঙ্গে দৌড়ান বা গগনকে আলিঙ্গন করা অসম্ভব,—সমুদ্রের সহিত কি করিয়া জলকেলি করা যায়? এইজন্য, হে দেব, আপনার এই রূপ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয় হইতেছে, এখন ইহা সম্বরণ করিয়া আমার আকাজক্ষা পূর্ণ করুন। সমস্ত চরাচর কোতুকে দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যেমন আনন্দে থাকা যায়, তেমনি আপনার চতুর্ভুজ মূর্তি আমার পক্ষে বিশ্রামদায়ক। আমি সমগ্র যোগ অভ্যাস করিয়া এই রূপেরই অমূর্ত্তি প্রাপ্ত হই, সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই স্বরূপেরই সিদ্ধাস্ত হয়। আমি সকল যজ্ঞ করিয়াও এই ফলই প্রাপ্ত হই, শুধু ইহারই জন্ত সকল তীর্থে ভ্রমণ। অস্ত্র বাহা কিছু দানপুণ্যকর্ম করা যায়, তাহার ফলও আপনার এই চতুর্ভুজরূপ ফলপ্রাপ্তি। হে প্রভু, এই রূপের প্রতিই আমার অত্যধিক প্রেম—এইজন্য ইহাই দেখিবার জন্ত অধীর হইয়াছি,<sup>১</sup> এখন শীঘ্র এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। হে জীবের মর্যজ্ঞ, সকল বিশ্বের আশ্রয় (অগ্নিবাস), পূজ্য, দেবাদিদেব, আপনি প্রসন্ন হউন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

(আপনার অঙ্গকান্তি) কেমন নীলোৎপলকেও রাঙ্গায়, আকাশে বং ঢালিয়া দেয়, ইন্দ্রনীলমণির তেজের দীপ্তি প্রকাশ করে। (৫২০) (মনে হয়) যেন পঞ্চরত্ন সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে; কিম্বা আনন্দের দুটি হস্ত বাহির হইয়াছে—এমনি ভাবে যেন (মকরধ্বজ) মদনের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে; বাহার মস্তক মুকুটে অলঙ্কৃত, যেন মস্তকই মুকুট হইয়াছে, যেন অঙ্গের শোভা শৃঙ্গারকেই অলঙ্কৃত করিয়াছে। আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রধনুর সীমার মধ্যে যেমন মেঘ (রঞ্জিত) দেখা যায়, তেমনি, হে শাক্যপাণি, বৈজয়ন্তীমালা আপনার অঙ্গ আবরণ করিয়া আছে। আপনার উদার গদা কেমন অঙ্গুরগণকেও কৈবল্যের প্রাচুর্য্য প্রদান করে, হে গোবিন্দ, আপনার চক্র কেমন সৌম্য। অধিক কি বলিব? হে স্বামিন্, আমি আপনার সেই রূপ দেখিবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব, আপনি শীঘ্র সেই রূপ গ্রহণ করুন। বিশ্বরূপদর্শনের আনন্দ ভোগ করিয়া আমার নয়ন তৃপ্ত (শান্ত) হইয়াছে, এখন কৃষ্ণমূর্ত্তির জন্ম তৃষিত হইয়াছে। আমার চক্ষু সাকার কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অগ্নি কিছু দেখিতে চায় না, আর তাহা না দেখিলে, এই বিশ্বরূপকে কম (তুচ্ছ) মনে করে। আমাদের ভোগ মোক্ষ দিবার জন্ম আপনার শ্রীমূর্ত্তি ভিন্ন অগ্নি কিছুই নাই, সুতরাং এখন এই (রুদ্র) মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া তেমনি সাকার মূর্ত্তি ধারণ করুন।”

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসম্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাখ্যং যন্মে তদগ্নেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

অর্জুনের এই কথায় বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় হইল এবং তিনি বলিলেন—“এরূপ অবিবেচক কাহাকেও তো দেখি নাই। তুমি কি (অলৌকিক) বস্তু লাভ করিয়াছ,—তাহাতে তোমার সন্তোষ হইল না, তুমি ভীত হইয়া অনমনীয়, একগুঁয়ে ব্যক্তির হায় কেন কথা বলিতেছ? (৬০০) আমি সহজভাবে প্রসন্ন হইলে (ভক্তকে) নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত সবকিছু প্রদান করি,—নতুবা অন্তরের গূঢ় রহস্য কাহাকে বলা যায় (মন কাহাকে দেওয়া যায়)? আজ আমি তোমারি ইচ্ছায় অন্তঃকরণের সমস্ত গূঢ় রহস্য একত্র করিয়া” এইরূপ ধ্যান

রচনা করিয়াছি (বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছি); তোমার এমন প্রেম আমার এতখানি প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছে যে<sup>১</sup> আমার পরম গুহ্য রহস্যের বিজয়-নিশান জগতের সম্মুখে উড়াইয়াছি (মুক্তি প্রকট করিয়াছি); দেখ, ইহাই আমার অপার, পরাংপর স্বরূপ, যাহা হইতে কৃষ্ণাদি অবতার উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই জ্ঞানভেজের শুদ্ধ সত্তা, কেবল (শুদ্ধ) বিশ্বাত্মক, অনন্ত, অটল, আদিকারণ। হে অর্জুন, ইহা তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহ পূর্বে দেখে নাই,<sup>২</sup> কারণ ইহা সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুণৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নুলোকে দ্রষ্টুং তদশ্চেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

এই স্বরূপের নির্ণয় করিতে গিয়া বেদ যোনাবলঘন করিয়াছে, যজ্ঞ (যজ্ঞকর্তা) বথার্থই স্বর্গ পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; সাধকগণ আয়াসসাধ্য দেবীয়া যোগাভ্যাসকে শুদ্ধ (পরিণত) করিয়াছে, আর, (শাস্ত্র) অধ্যয়নেও ইহা সুলভ নহে, (অধ্যয়নেরও সামর্থ্য নাই)।+ সর্বাদ্বন্দ্বের সংকর্য স্বকীয় আবেশে ধাবিত হইয়া, বহু শ্রম স্বীকার করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে; এবং স্বর্গ দেখিতে পারে; § আর যাহা দেখিলে তপ-সাধনা শুদ্ধ হইয়া উগ্রতা ত্যাগ করে—এইরূপ সাধনা দ্বারা যাহা সম্প্রাপ্ত, প্রত্যক্ষ; ° (৬১০) সেই বিশ্বরূপ তুমি অন্যায়ালে দেখিবাছ,—ইহা মহত্ত্বলোকে কেহই দেখিতে পারে না (প্রাপ্ত হয় না); জগতে আজ তুমিই একা এই ধ্যানসম্পত্তিসমৃদ্ধ,—এই পরম ভাগ্য, দেখ, বিরিকিরিও হয় নাই।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ ।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনরুৎ তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

১ প্রসন্নতাকে পাগল করিয়াছে, বাহাতে; ২ নিশ্চিতভাবে পূর্বে কেহ দেখে নাই;

+ এ স্থলে পাঠান্তরে অস্ত্র একটি গুণী দেখা যায় :—“আর দান, সে তো দীন,—অপ্সও ইহা প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যক্ষ এই রূপ কিরূপে দেখিবে?”

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর :—“তপস্তা এই রূপের ঐশ্বর্য দেখিবা;”

° অনেক দূরে,

এইজন্ত, বিশ্বরূপ (দর্শনের) জন্ত আপনাকে ধন্য মনে কর, ইহা দেখিয়া কদাচ ভয় পাইও না, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উত্তম বস্তু আছে ইহা মনেও স্থান দিও না। অমৃত পূর্ণ সমুদ্র অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইলে কি কেহ ডুবিয়া যাইবার ভয়ে তাহা ত্যাগ করে? অথবা, সোনার পর্বত এত বড় যে (ইহার দ্বারা) কি করা যায় বলিয়া কি কেহ তাহাকে অনাদর (ত্যাগ) করে? দৈবযোগে চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গে ধারণ করিলে তাহা বোঝা হইবে বলিয়া কি কেহ ত্যাগ করে? কামুধেয়ক পালন করা যাইবে না বলিয়া কি কেহ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়? ঘরের মধ্যে চন্দ্রমা আসিলে কি কেহ বলে ‘বাহির হইয়া যাও, তুমি উষ্ণতা আনিতেছ’? কিম্বা সূর্যকে বলে ‘ওধারে সরিয়া যাও, তোমার ছায়া পড়িতেছে’? তেমনি, এই ব্রহ্মতেজরূপ ঐশ্বর্য্য তুমি দেখিয়াছ, পরন্তু তুমি বৃথাই বিচলিত হইতেছ কেন? হে ধনঞ্জয়, তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, নির্দোষ (গ্রাম্য) তোমার উপর ক্রোধ করিয়া কি হইবে? অঙ্গ ছাড়িয়া তুমি ছায়ায় আলিঙ্গন করিতেছ কেন? বাহ্য আমার সত্য স্বরূপ তাহা দেখিয়া মনে ভীত হইয়া ভাবিতেছ ইহা আমার যথার্থ রূপ নহে; কৃত্রিম মূর্ত্তিকে প্রেম করিয়া দেখিতে চাহিতেছ। (৬২০) হে পার্শ্ব, এখন হইতে এই স্থিতি (চতুর্ভূজের প্রতি প্রীতি) পরিত্যাগ কর,† এবং এই বিষয়ে (বিশ্বরূপের প্রতি) আস্থা হারাইও না‡ : ঘোর (ভয়ঙ্কর) বিশাল ও বিকৃত রূপ হইলেও তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর (‘ইহাকেই কৃতনিশ্চয়ের গৃহ কর’)। রূপণ যেমন তাহার ধনসম্পত্তির উপর চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া, শুধু জৈবিক দেহের ব্যাপারগুলি করিয়া যায়; কিম্বা, নিজ কোর্টের মধ্যে, অজ্ঞাতপক্ষ শাবকগুলির কাছে নিজের প্রাণ রাখিয়া পক্ষিণী যেমন আকাশে উড়িয়া যায়; অথবা, গাভী যেমন পাহাড়ের উপর চরিয়া বেড়ায়, পরন্তু তাহার চিত্ত ঘরে বৎসের উপর লাগিয়া থাকে, তেমনি, হে পার্শ্ব, তুমি এই বিশ্বরূপের উপর আপন প্রেম নিবদ্ধ কর। আর বাহ্য সধ্যস্থ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্ত আনন্দিত-চিত্তে এই চতুর্ভূজ শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান কর। পরন্তু, হে পাণ্ডব, বারম্বার বলিতেছি, আমার একটি কথা বিন্ধত হইও না;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তরে—“এই ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া”, “এই আস্থা ত্যাগ করিয়া”

‡ এই বিষয়ে (চতুর্ভূজ রূপের প্রতি) আস্থা করিও না;

এই বিশ্বরূপের প্রতি প্রজ্ঞা কখনই হারাইও না। এই রূপ কখনও দেখ নাই বলিয়া তোমার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ কর এবং তোমার সমস্ত প্রেম একত্র করিয়া ইহাকেই (বিশ্বরূপকে) দাও। অনন্তর বিশ্বতোমুখ ত্রীকৃষ্ণ কহিলেন—এখন তোমার ইচ্ছানুসারেই করিতেছি, পূর্বের রূপই তোমাকে দেখাইতেছি—সুখে দর্শন কর।”

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ৫০

এই কথা বলিতে বলিতেই ভগবান পূর্বের মহাশ্বরূপ ধারণ করিলেন—কি আশ্চর্য্য তাঁহার প্রেম দেখুন। (৬৩০) ত্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ কৈবল্যস্বরূপ—বিশ্বরূপের ন্যায় তাঁহার সর্বস্ব অৰ্জুনের হস্তে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু অৰ্জুনের তাহা ভাল লাগিল না। ক্ষুদ্র ঘোড়া হস্তীকে বাধা দিলে যেমন হয়, § অথবা ভাল রত্নের দোষ ধরিলে, বা কত্ৰা দেখিতে গিয়া ‘মনে ধরিল না’ (পছন্দ হইল না) বলিলে যেমন হয় (অৰ্জুনেরও তেমনি হইল); বিশ্বরূপের এই প্রকার দশা করিলেও (অৰ্জুনের উপর) তাঁহার প্রেম কেমন বাড়িয়া গেল,—ভগবান কিরীটকে সর্বোত্তম উপদেশ দিলেন। স্বর্ণখণ্ড ভাঙিয়া ইচ্ছামত অলঙ্কার গড়াইয়া যদি তাহা মনে ভাল না লাগে তবে যেমন পুনরায় গলাইয়া ফেলা যায়; তেমনি, শিষ্টের প্রত্যয়ের জন্ত কৃষ্ণত্ব ঘূচাইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন—তাহা যখন মনোমত হইল না, তখন পুনরায় কৃষ্ণরূপ হইলেন। এইপ্রকার শিষ্টের বিরক্তিকর আবদার সহনশীল গুরু আর কোন্ দেশে আছে? পরন্তু, সঞ্জয় কহিলেন—“এ কেমন প্রেম, জানি না।” বিশ্ব ব্যাপিয়া চতুর্দিকে যে যোগতেজ প্রকট হইয়াছিল, তাহা ভগবান যে কৃষ্ণরূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে সঞ্চার করিলেন। ‘স্বম’পদ (সমগ্র জীবদশা) যেমন ‘তৎ’ পদে (ব্রহ্মস্বরূপে) লীন হয়, অথবা, বৃক্ষের

১ পূর্বের রূপ সুখে দর্শন কর,

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—“বায়ু কি হস্তীকে বাধা দিতে পারে?” “বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা কলিয়া দিলে যেমন হয়”.

২ ঐতির জন্ত;



রূপ যেমন বীজকশিকায় সমাহিত হয় ; অথবা, জাগ্রত জীবদশা যেমন স্বপ্নের মোহাবস্থা গিলিয়া খায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যোগ মন্বরণ করিলেন । ( সূর্য্যের ) প্রভা যেমন বিথে লীন হয়, কিম্বা, মেঘপুঞ্জ যেমন আকাশে মিলাইয়া যায়, অথবা সমুদ্রের জোয়ার যেমন সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হয় ; ( ৬৪০ ) অহো, কৃষ্ণাকৃতি হইতে যে বিশ্বরূপের ভাঁজ করা বস্ত্র<sup>১</sup> তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা অর্জুনের প্রতি প্রেমে ভগবান খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন । ( বস্ত্রের ) পরিমাণ ( দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ) এবং রং অতি উত্তম দেখিয়া গ্রাহকের ( অর্জুনের ) পছন্দ হইল, এবং সেইজন্য অধিকামিক দেখাইলেন ।§ এইভাবে যে বিশ্বরূপ বিস্তৃত হইয়া বহুরূপে বিশ্বকে জয় করিয়াছিল ( ব্যাপিয়াছিল ), তাহা মনোহর, সৌম্য আকার ধারণ করিল । অধিক কি বলা যায় ? শ্রীঅনন্ত পুনরায় ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করিলেন এবং ভীত অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন । স্বপ্নে স্বর্গে গিয়া হঠাৎ জাগ্রত হইলে যেমন ( স্বপ্নের অবসান ) হয়, তেমনি কিরীটীর বিন্ময় হইল । অথবা, গুরুর কৃপা হইলেই যেমন সমস্ত প্রপঞ্চজাত বস্তুর অন্ত হয়, এবং তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূরণ হয়, শ্রীমূর্তি দেখিয়া পাণ্ডবেরও তেমনি হইল । অর্জুনের চিত্তে তখন এই ভাব হইল যে বিশ্বরূপের যবনিকা, যাহা শ্রীমূর্তিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা দূরে সরিয়া গিয়াছে—ইহা ভালই হইল । কালকে যেন জয় করিয়া আসিলাম, কিম্বা প্রচণ্ড ঝড়বাতকে যেন আমি অতিক্রম করিয়া আসিলাম, অথবা যেন আপন বাহর সামর্থ্যেই সপ্তসিন্ধু পার হইলাম ; বিশ্বরূপের পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখিয়া পাণ্ডুস্বত অর্জুনের চিত্তে এমনি অপার সন্তোষ হইল । সূর্য্য অস্ত যাইবার পর যেমন গগনে তারার উদয় হয়, তেমনি নয়নে<sup>২</sup> উভয় পক্ষের দুইটি সৈন্যদলকে দেখিতে লাগিলেন । ( ৬৫০ ) তখন কুরুক্ষেত্রও দৃষ্টিগোচর হইল, এবং দেখিলেন দুই পক্ষে সমবেত স্বগোত্র যোদ্ধাগণ সৈন্যনিচয়ের উপর অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতেছে । সেই বাণের মণ্ডপের মধ্যে রথ তেমনি স্থির হইয়া আছে, —লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ তেমনি রথাগ্রে উপবিষ্ট, এবং স্বয়ং নীচে দণ্ডায়মান ।

১ বিশ্বরূপের বস্ত্রের ভাঁজ .

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“... ( উত্তম হইলেও ) গ্রাহকের পছন্দ হইল না, হস্তরায় পুনরায় ভাঁজ করিয়া রাখিলেন ।”

২ পৃথিবীর উপর ;

অৰ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

তখন, বীরবিলাস<sup>১</sup> অৰ্জুন যাহা চাহিয়াছিলেন, সেই রূপই দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন,—“প্রভু, এখন মন শুদ্ধ হইল। বুদ্ধি জ্ঞানকে হারাইয়া ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অহঙ্কারের সহিত মন দেশ ছাড়া হইয়াছিল; ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের স্বাভাবিক গুণধর্ম<sup>২</sup> তুলিয়াছিল, বাক্ প্রাণহীন (হইয়া মৌন) হইয়াছিল,—এইভাবে এই শরীরগ্রাম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল; ইহারা সব পুনরায় জীবিত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, এখন শ্রীমুর্ত্তিদর্শনে আমি জীবন ফিরিয়া পাইলাম।” এইভাবে তাঁহার অন্তঃকরণে স্থানান্তর হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“আমি আপনার মহত্ত্বরূপ দেখিলাম। হে ভগবান্, আপনার এই যে রূপ দেখাইলেন—ইহা যেন অপরাধী সন্তানকে বুঝাইবার জন্য মাতৃসুত পান করাইলেন। হে প্রভু, আমি বিশ্বরূপের সমুদ্রে হস্তদ্বারা তরঙ্গ মাপিতেছিলাম, এখন আপনার এই শ্রীমুর্ত্তির তীরে আসিয়া উঠিয়াছি। হে দ্বারকানাথ, (দ্বারকাপুরহসদ<sup>৩</sup>) শুভুন, ইহা তো শুধু আপনার মূর্ত্তিদর্শন নহে—ইহা যেন আমার জায় শুক তরুর উপর মেঘের বর্ষণ হইল (‘মেঘের প্রাকার আসিল’)<sup>৪</sup>। (৬৬০) আমি স্বাভাবিক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম, আমি যেন অমৃতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলাম, এখন আমার প্রাণে বাঁচিবার ভরসা হইল।<sup>৫</sup> আমার হৃদয় অন্ধনে হর্ষ-লতার উদগম হইল,—আমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলাম।”

শ্রীভগবান্নুবাচ—

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্ট্বানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্ম্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাজ্জিহ্বাঃ ॥ ৫২

পার্থ এই কথা বলিতেই শ্রীভগবান্ কহিলেন—“তুমি এ কি বলিতেছ? এই বিশ্বরূপের প্রতি তোমার প্রেমভাব পোষণ করা উচিত; আর এই

বীর অৰ্জুন বিলাসে (ক্রীড়ায়, কৌতুকে),

২ প্রবৃত্তি;

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“এখন জীবনের ভয় দূর হইল”;

সাকার সগুণ মূর্তিকে নিঃসঙ্গভাবে সেবা করিবে,—হে স্বভদ্রাপতি, আমার উপদেশ কি বিশ্বৃত হইয়াছ? হে অর্জুন,<sup>১</sup> মেক্ষপর্বত হস্তগত হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছ,—এমনই মনের দুঃস্বপ্নভাব<sup>২</sup> (ভ্রম)। তোমার সম্মুখে আমি যে বিশ্বাত্মক রূপ প্রকাশ করিলাম, তাহা তপস্বী করিয়াও শব্দরের ভাগ্যে জোটে না। হে কিরীটি, যোগিগণ অষ্টাঙ্গাদি সঙ্কটের (সাধনের) ক্রেশ সহ্য করিয়াও যে রূপের দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই বিশ্বরূপের সামান্য পরিমাণও কি কদ্বিয়া কোনও সময়ে দেখা যায়,—এই চিন্তা করিতেই দেবগণের কাল অতিবাহিত হয়। চাতক যেমন হৃদয়রূপ কপালে আশার অঞ্জলি ঠেকাইয়া (অর্থাৎ অত্যন্ত আশা করিয়া) আকাশের দিকে (মেঘের প্রতীক্ষায়) তাকাইয়া থাকে; তেমনি, উৎকণ্ঠিত হইয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ যাহার দর্শন পাইবার জন্ত অষ্টগ্রহর লালায়িত (বারম্বার প্রার্থনা করিতে থাকে); (৬৭০) পরন্তু, সেই বিশ্বরূপের সমান বস্তু কেহ স্বপ্নেও দেখিতে পায় না,—সেই রূপ তুমি সহজে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছ।

নাহং বেদৈর্দন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধো ভ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

হে বীর অর্জুন, ইহা প্রাপ্ত হইবার জন্ত কোনও উপায় (সাধন) রূপ পছন্দ নাই, সাহায্য করিতে গিয়া<sup>৩</sup> বেদও এখানে পশ্চাদ্দপদ হইয়াছে। হে ধনুর্ধর, যত তপস্বী করি হউক না কেন, তাহা দ্বারা আমার বিশ্বরূপের নাগাল পাওয়া যায় না (বিশ্বরূপের সম্মুখে আসিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না); আর দান দ্বারাও ইহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব কঠিন,—তুমি বাহা সহজে দেখিয়াছ, সেই রূপ যজ্ঞাদি অহুষ্ঠানের দ্বারাও তেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুমি যেমন ভাবে আমাকে দেখিয়াছ, তেমনি ভাবে আমাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় আছে—শূন্য,—যদি ভক্তি আসিয়া চিত্তকে বরণ করে তবেই আমাকে লাভ করা যায়।

ভক্ত্যা ত্বনুশ্রয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।

জ্ঞাতুং ভ্রষ্টুং চ তদ্বেন প্রবেষ্টুং চ পরমুপ ॥ ৫৪

১ হে অর্জুন;

২ দুঃস্বপ্নভাব; দৃষিত ভাব;

৩ বড় সহিত;

সে ভক্তি এমনই হইবে, যেমন বর্ষার বৃষ্টি ধারাবর্ষণ ভিন্ন অল্প কিছুই জানে না ; § কিছা, গজা যেমন সকল জলসম্পত্তি লইয়া সমুদ্রকে অধোবন করে, এবং অনন্তগতি হইয়া উহাতেই মিলিত হয় ; তেমনি, ( আমার ভক্ত ) সর্ব ভাবসম্পদ লইয়া, একনিষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ হইয়া, মজ্জপ হইয়া আমার মধ্যে মিলিত হয় । আর, ক্ষীরসমুদ্র যেমন তীরে ও মধ্যস্থলে সমানভাবে ক্ষীরময়, আমি ( ঐ ভক্তের পক্ষে )ও সেইরূপ । তেমনি, আমা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত, কিং বহুনা, এই চরাচরে ভজনের জন্ত কোনও দ্বিতীয় ( ভ্রান্তি ) বস্তু যাহার থাকে না ( যে অল্প কোনও দ্বিতীয় বস্তু ভ্রমেও ভজনা করে না ) ; যে মুহূর্ত্তে ভক্তের এইরূপ সমদৃষ্টি হয়, তখনই আমার এই স্বরূপের জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞানলাভ হইলেই সহজে দর্শনও হয় । অগ্নিসংযোগেই ইন্ধন যেমন তাহার ইন্ধনত্ব ( নাম ) হারায়, এবং মূর্ত্তিমান অগ্নিই হইয়া যায় ; কিছা, তেজস্কর সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন গগন অন্ধকার হইয়া থাকে, আর উদয় হইলে একেবারে প্রকাশময় হয় ; তেমনি, আমার সাক্ষাৎকার হইলে অহঙ্কারের নাশ হয়, এবং অহঙ্কার লুপ্ত হইলে দ্বৈতভাব চলিয়া যায়, জানিবে । আমি, সে ( ভক্ত ) ও সমগ্র বিশ্ব স্বভাবতঃ এক ‘আমি’ ( মজ্জপ ) হইয়া থাকে, কিং বহুনা, সেই ভক্ত আমার সহিত সমরস হইয়া যায় ।

মৎকর্ম্মকৃন্ মৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ।

নির্কৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব । ৫৫

যে শুধু আমারি জন্ত ( প্রীত্যর্থ ) সমস্ত কর্ম্মাহুষ্ঠান করে, আমা ভিন্ন জগতে যাহার অল্প কোনও উত্তম বস্তু নাই ; যাহার দৃষ্টাদৃষ্ট ( ইহলোক ও পরলোক ) সমস্তই কেবল আমিই, যে আমাকেই জীবনের ফলস্বরূপ মানিয়া লয় ; প্রাণিমাাত্রের নাম ( ভেদজ্ঞান ) তুলিয়া যাহার দৃষ্টি শুধু আমাতেই নিবদ্ধ, এইজন্ত যে নির্কৈর হইয়া সর্বত্র ( সর্বভূতে আমাকে দেখিয়া ) ভজনা করে ; যে আমার এমনি ভক্ত, হে পাণ্ডব, তাহার এই ত্রিধাতু নিশ্চিত ( কফ, বায়ু, পিত্তাত্মক ) শরীর’ মজ্জপ হইয়া থাকে ।” সঞ্জয় বলিলেন—

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“ধরাপৃষ্ঠ ব্যতীত অল্প কোনও গতি নাই” ;

১ যখন চলিয়া যায়, তখন সে ,

“খাহার উদরে সমস্ত জগৎ সমাবিষ্ট, করুণারসসাগর শ্রীকৃষ্ণদেব এইভাবে বলিলেন। (৬২০) ইহার পর, পাণ্ডুকুমার অর্জুন আনন্দসম্পাদে সমুদ্র হইলেন (অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন); এবং তিনিই জগতে একমাত্র কৃষ্ণচরণচতুর (কৃষ্ণচরণে ভক্তি করিতে সূচতুর); তিনি চিত্তসংযোগ করিয়া ভগবানের উভয় মূর্ত্তিই উত্তমরূপে দেখিয়া বিশ্বরূপ হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তিই অধিক লাভজনক মনে করিয়াছিলেন। পরন্তু ভগবান তাঁহার এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারিলেন না (‘মান দিলেন না’); কারণ ব্যাপক-স্বরূপ অপেক্ষা একদেশী মূর্ত্তি (শ্রেষ্ঠ) নহে। আর, ইহা সমর্থন করিতে একটি উত্তম যুক্তিও শাক্তপানি শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন করিলেন।” তাহা শুনিয়া হুভদ্রাকান্ত মনে মনে বলিলেন—“এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহা পরে প্রশ্ন করিব।” এইভাবে মনে আলোচনা করিয়া উত্তম রীতিতে (অর্জুন) যে প্রশ্ন করিবেন, সে কথা পরের অধ্যায়ে শুনিবেন। জ্ঞানদেব বলিতেছেন—“সেই সমস্ত কথা আমি নিবৃত্তিপাদপ্রসাদে প্রেমসহকারে প্রাজ্ঞল ওবীছন্দে বলিব। আমি সদ্ভাবের (প্রেমের) অঞ্জলি ভরিয়া, প্রস্তুতি ‘ওবী’ ফুলের অর্ঘ্য বিশ্বরূপের চরণযুগলে অর্পণ করিতেছি।” (৬২৮)

ও তং সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায়

সমাপ্ত।

## দ্বাদশ অধ্যায়

“হে সিদ্ধ” (পূর্ণতাপ্রাপ্ত), হে উদার, হে সুপ্রসিদ্ধ, নিরন্তর আনন্দে বর্তমান<sup>১</sup> গুরুকৃপাদৃষ্টি আপনার জয় হউক। অহো বিষয়-সর্প দংশন (আলিঙ্গন) করিলে, আপনি (গুরুদৃষ্টি) মাতার গ্রাস রক্ষা করেন<sup>২</sup> এবং জীব মুচ্ছা (মোহ) গ্রস্ত হয় না। আপনার রূপায়ততত্ত্বের বন্ধা আসিলে (সংসার) তাপে কেই বা দগ্ধ হয়, শুষ্কত্ব<sup>৩</sup> (রুসহীনতা) ই বা কি করিয়া আসে? আপনার স্নেহে (প্রেমে) আপনার সেবকগণ যোগস্বথের আনন্দ প্রাপ্ত হয়, আপনিই তাহাদের সোহংসিক্তির (ব্রহ্মপ্রাপ্তির) আকাঙ্ক্ষা (আবদার) পূরণ করেন। আধারশক্তির অঙ্কে (মূলধারে) তাহাদের কোঁতুকে (প্রেমসহকারে) লালন করেন এবং হৃদয়কোশরূপ পালকে<sup>৪</sup> (দোলায়) তাহাদের (আত্মজ্ঞানের) দোলা দেন।<sup>৫</sup> হে মাতঃ, আপনি আত্মজ্যোতিদ্বারা আরতি করিয়া তাহাদের মন ও প্রাণবায়ুকে খেলার বস্তু (খেলনা) করিয়া দেন, ঋত্বিসিক্তি-রূপ বালকের<sup>৬</sup> অলঙ্কার পরাইয়া দেন। সপ্তদশকলার অমৃতরূপ স্তন্য দান করেন, অনাহতধ্বনির গান শুনাইয়া সমাধিজ্ঞানরূপ নিদ্রায় শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দেন। অতএব, আপনি সাধকের মাতা, আপনার চরণ হইতেই সারস্বত বিজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং পকতা লাভ করে—এইজন্ত আমি আপনার ছায়া ত্যাগ করি না। হে সদগুরুকৃপাদৃষ্টি, আপনার করুণা যাহাকে আশ্রয় দেয়, সে ব্রহ্মায় গ্রাস্য সকল বিচার সৃষ্টিকর্তা হয়। অতএব, হে ভক্তজনের (কামনা-পূর্ণকারী) কল্ললতাসদৃশ শ্রীমতী (শ্রীযুক্তা) মাতঃ, আমাকে গ্রন্থনিক্রপে আঞ্জা করুন। (১০) হে মাতঃ, (আমার নিরূপণের দ্বারা) নবরসের সাগর ভরাইয়া দিন, উচিত (যোগ্য, উত্তম) রত্নের খনি তৈয়ারী করিয়া দিন, ভাবার্থের পর্কত উঠাইয়া দিন। দেশী (মারাঠী) ভাষার অঙ্গনে (প্রদেশে) সাহিত্য (অলঙ্কার)-রূপ স্বর্ণখনি উদঘাটিত করুন, আর চতুর্দিকে বিবেক-লতার আবাদ করা হউক। নিরন্তর সংবাদফলসমৃদ্ধ মহাসিদ্ধাস্তরূপী গহন (ঘন) উজ্জান রচনা করাইয়া দিন। পাষণ্ডের (নাস্তিকের) মতবাদের গর্ভ,

<sup>১</sup> শুদ্ধ, নির্মল;

<sup>২</sup> আনন্দস্বর্ণকারী;

<sup>৩</sup> নির্বিষ করেন; নির্বিষয় হয়;

<sup>৪</sup> শোক;

<sup>৫</sup> হৃদয়পালকে; হৃদয়াকাশরূপী পালকে,

<sup>৬</sup> দোলা দিয়া নিদ্রিত করেন;

<sup>৭</sup> আত্মস্বথের,

বাগ্‌বিতণ্ডার কুটিল মার্গ ভাদ্রিয়া কুতর্করূপ দুষ্ট স্বাপদকে তাড়াইয়া দিল। হে মাতঃ, আমাকে শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্বদা পূর্ণভাবে লাগাইয়া রাখুন<sup>১</sup>,—শ্রোতাগণও শ্রবণস্থলের সাম্রাজ্য লাভ করুন। এই মারাঠী ভাষারূপ নগরে ব্রহ্মবিদ্যার স্থকাল করুন, আর জগতে শুধু এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ আনন্দের আদান-প্রদান হউক। আপনি যদি আপন স্নেহপল্লব (কৃপারূপ অঞ্চল) দ্বারা আমাকে আচ্ছাদন করিয়া ভাগ্যবান করেন, তবে আমি এখনি এই সমস্ত নির্মাণ করিতে সক্ষম হইব।”—এই প্রকার বিনতি শ্রবণ করিয়া গুরুদেব কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—“আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এখন গীতার্থ নিরূপণ করিতে আরম্ভ কর।” তখন জ্ঞানেশ্বর সহজে আনন্দিত হইয়া বলিলেন—“প্রভু, ইহা আপনার মহাপ্রসাদ, এখন গ্রন্থ নিরূপণ করিতেছি, অবধান করুন।”

অর্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপাঙ্করমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দ্ভমাঃ ॥ ১

সকলবীরশিরোমণি, সোমবংশের বিজয়ধ্বজ, পাণ্ডুরাজ-পুত্র অর্জুন বলিতে লাগিলেন—; (২০) শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“আপনি কি (আমার কথা) শুনিয়াছেন? আমাকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইলেন, ইহা অদ্ভুত বলিয়া আমার চিত্তে ভয় হইল; আর, এই কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত পরিচয় থাকায় আমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল (ইহাকেই আশ্রয় করিল), পরন্তু, আপনি উহার দিকে মন দিতে আমাকে বারণ করিলেন। ব্যক্ত (সাকার, সঙ্গুণ) ও অব্যক্ত (নিরাকার, নিগুণ) এই উভয়ই নিশ্চিত আপনারই স্বরূপ,—ভক্তিদ্বারা ব্যক্ত ও যোগদ্বারা অব্যক্ত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। হে বৈকুণ্ঠ-পতি, দুইটি মার্গেই আপনাকে পাওয়া যায়,—ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইহাদের প্রবেশদ্বার। দেখুন, একশত ভরি স্বর্ণখণ্ডের যে বানি (কস), তাহা হইতে পৃথক করা এক রতি সোনারও সেই কস, স্ততরাং, ব্যাপক ও একদেশী বস্তুরও সমান যোগ্যতা (‘যোগ্যতার বিচার করা উচিত নহে’)। অমৃতসাগরের

সামর্থ্যের যে মহিমা তাহা অমৃতলহরীর এক গণ্ডুষেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই নিশ্চিতভাবে আমার চিত্তের প্রতীতি, পরম, হে যোগপতি, এ সম্বন্ধে আপনাকে এইজন্ত প্রণ করিতেছি ; আমি জানিতে চাই, হে দেব, আপনি কলকালের জন্ত যে ব্যাপক মূর্তি অঙ্গীকার ( ধারণ ) করিলেন তাহাই আপনার সত্য স্বরূপ,—না কোতুক করিয়া ইহা দেখাইলেন। আপনার ( প্রীতির ) জন্ত যে সর্বদা অন্তরে কামনা করে,<sup>১</sup> আপনি যাহার পরম ( সর্বশ্রেষ্ঠ ), যে ভক্তির কাছে আপন মনোৰ্ম্ম বিকাইয়া দিয়াছে ; এইভাবে, হে শ্রীহরি, যে ভক্ত সর্বপ্রকারে আপনাতেই প্রাণমন বাঁধিয়া আপনার উপাসনা করে ; ( ৩০ ) আর, আপনার যে স্বরূপ ওঁকারের ওপারে, বৈখরী বাণী-দ্বারাও যাহা বর্ণনা করা দুর্ঘট, যে বস্তুকে কোনও উপমা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; সেই অক্ষর, ( অবিনাশী ), অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, দেশরহিত ( সর্বব্যাপী ) স্বরূপকে যে যোগী সোহংভাবে উপাসনা করে ; এই যোগী ও ভক্ত—উভয়ের মধ্যে, হে অনন্ত, কে যথার্থভাবে যোগের রহস্য ( তত্ত্ব ) জানিতে পারে, তাহাই বলুন।” কিরীটীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং বলিলেন—“তুমি ভালই প্রণ করিয়াছ।”

ময্যাবেশে মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

অন্ধয়া পরযোপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

“হে কিরীটি, রবি অন্তাচলের উপকণ্ঠে গেলে তাহার বিঘের পশ্চাতে যেমন তাহার রশ্মিও যায় ; তেমনি, সর্বোজ্জ্বলের সহিত আমাতে চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া, রাত্রিদিন না মানিয়া, যে আমাকে উপাসনা করে ; পরম, সমুদ্রপ্রাপ্ত হইবার পরও যাহার পশ্চাতের প্রবাহ অনিবার্য্যভাবে আসিতে থাকে, সেই গঙ্গার জায় যাহার প্রেমভাবের তীব্রতা ; হে পাণ্ডুরত, বর্ষাকালে যেমন নদী বাড়িতে থাকে, তেমনি যাহার ভক্তনের শ্রদ্ধা দ্বিগুণভাবে বাড়িতেছে দেখা যায় ; এইভাবে যে ভক্ত আপনাকে আমাতেই সমর্পণ করে, তাহাকে আমি পরম যোগযুক্ত বলিয়া মানি।

১ যে সমস্ত কৰ্ম্ম আপনাকে অর্পণ করে ;



যে হৃৎকরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

আর, হে পাণ্ডব, অত্র বাহারা সোহংভাবে আকৃত হইয়া নিরাকার অকর (ব্রহ্ম)কেই ধরিয়া থাকে ; ( ৪০ ) বাহাকে মনদ্বারা কল্পনা করা যায় না ( যেখানে মন নথ লাগাইতে পারে না ), বাহাতে বুদ্ধির দৃষ্টি প্রবেশ করে না, তাহা কি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ? শুধু ইহাই নহে, বাহা ধ্যানেরও অগম্য, এইজন্ত বাহাকে কোনও একস্থানে পাওয়া যায় না, তাহা কি কোনও ব্যক্ত বস্তুর মধ্যে থাকে ? বাহা সর্বত্র, সর্ব স্বরূপে, সর্বকালে বিদ্যমান,— বাহা কল্পনা করিতে চিন্তাশক্তিও যিন্ন হয় ; বাহার সম্বন্ধে বলা যায় না—ইহা হয় বা হয় না, অথবা ইহা আছে বা নাই,—সুতরাং বাহা প্রাপ্তির জন্ত কোনও উপায়ই করা যায় না ; বাহা অচঞ্চল, অটল, বাহার অন্ত নাই, বাহা দূষিত হয় না,—এই রূপকে যিনি আপন সামর্থ্যে আয়ত্তে আনিয়াছেন ;

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

যিনি বৈরাগ্যের প্রথর অগ্নিতে বিষয় ( সৈন্ত ) সমূহকে জ্বালাইয়া, বলসান ইন্দ্রিয়গুলিকে ধৈর্যের সহিত বশীভূত করিয়াছেন ; ইন্দ্রিয়সংযমের পাশে বাধিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘুরাইয়া<sup>১</sup> তাহাদের গতি ফিরাইয়া হৃদয়ের গুহায় আবদ্ধ করিয়াছেন ; হে মিত্র অর্জুন, যিনি অপানবায়ুর দ্বারে আসনমুদ্রা রচনা করিয়া মূলবন্ধের দুর্গপ্রাকার নির্মাণ করিয়াছেন ; আশপাশের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অধৈর্যের পর্বত উড়াইয়া ( অজ্ঞান ) নিদ্রার অন্ধকার নাশ করিয়াছেন ; বজ্রাগ্নির জ্বালায় শরীরস্থ ধাতুসমূহ একেবারে জ্বালাইয়া ( ‘হোলী’ করিয়া ) ( যটচক্ররূপ ) যন্ত্রের দ্বারা ব্যাধির শিরশেদ করিয়া ( যন্ত্রের ) পূজা করিয়াছেন ; ( ৫০ ) কুণ্ডলিনীর মশাল জ্বালাইয়া আধারচক্রের উপর<sup>২</sup> খাড়া করিয়াছেন,—বাহার প্রভা মস্তক পর্য্যন্ত, সারা শরীরকে প্রদীপ্ত করিয়াছে ; নবদ্বারের কপাটে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ অর্গল লাগাইয়া স্থব্রা নাড়ীর প্রান্তের

খিড়কী খুলিয়া দিয়াছেন ; প্রাণশক্তিরূপা চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে সঙ্কল্পরূপ ছাগ বধ করিয়া, মনোহরী মহিষাসুরের মস্তক বলি দিয়াছেন ; যিনি চন্দ্র সূর্য ( ইড়া ও পিঙ্গলা ) নাড়ীকে একত্র করিয়া, অনাহত ধনিকে জাগাইয়া, অতি শীঘ্রই সপ্তদশকলার চন্দ্রামৃত ( অমৃতসরোবরের জল ) প্রাপ্ত হন ; তদনন্তর মধ্যমা ( সূর্য্যা ) নাড়ীর মধ্যবিবরের ক্ষোদিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া যিনি ব্রহ্মরজ্জের শিখরে গিয়া পৌছেন ; পরে 'ম'কারের শেষ গহন সোপান-শ্রেণী ভাঙ্গিয়া, মহদাকাশকে কুক্ষিগত করিয়া, ব্রহ্মে গিয়া মিলিত হন ; এইরূপ সমবুদ্ধিবিশিষ্ট যিনি সোহংসিদ্ধি লাভের জগ্ন নিরন্তর যোগদুর্গের আশ্রয় লইয়া থাকেন ; আপনাকে সমর্পণ করিয়া তাহার বিনিময়ে শীঘ্রই নিরাকার শূণ্ঠে ( নিগুণ, অব্যক্ত ব্রহ্মে ) মিলিত হন, হে কিরীটি, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। তবে, যোগবলের জগ্ন তাঁহার যে অধিক কিছু লাভ হয়, তাহা নহে, বরঞ্চ কষ্টই অধিক হয়।

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্হুঃখং দেহবস্ত্রিরবাণ্যতে ॥ ৫

যিনি সকল প্রাণীর কল্যাণের জগ্ন ভক্তি বিনাই নিরালস্য, অব্যক্ত ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করেন ; (৬০) তাঁহার পথে মহেন্দ্রাদিপদ মারক-স্বরূপ হয়, আর স্বাক্ষি-সিদ্ধির দ্বন্দ্বও পথে বিষমষ্টি করে। কামক্রোধরূপ অনেক উপদ্রব উপস্থিত হয়, আর শরীরদ্বারা শূণ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তৃষ্ণাদ্বারা তৃষ্ণা মিটাইতে হয়, ক্ষুধাই ক্ষুধাকে ভক্ষণ করে, অহোবাজ হস্তদ্বারা বায়ু মাগিতে হয়। অনিদ্রায় শয়ন, নিরোধের ( ইন্দ্রিয়সংযমের ) স্তম্ভভোগ, আর বৃক্ষের সহিত মিত্রতা করিতে হয়। শীতকে পরিধানের বস্ত্র, উষ্ণতাকে উত্তরীয় করিতে হয়, বর্ষার ঘরে বাস করিতে হয়। কিংবহনা, হে পাণ্ডব, পতি বিনাই সতীর নিত্য নব সহমরণে যাওয়ার জ্ঞায় এই যোগ ( অত্যন্ত কঠিন )। ইহাতে কোনও স্বামীর কাজ করিতে হয় না, কোন কুলাচারধর্ম পালনের নিমিত্তও ইহা করিতে হয় না, পরন্তু, নিত্য নৃতন করিয়া মরণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ যত্ন হইতেও তীক্ষ্ণ জলন্ত বিষ কি গলাধঃকরণ করা যায় ? পাহাড় গিলিতে কি মুখ ফাটিয়া যায় না ? এইজগ্ন, হে বীর অর্জুন, যে যোগের পথে চলিতে যায় তাহার ভাগ্যে

দুঃখেরই ভাগ থাকে। দেখ, দম্ভহীন লোককে যদি লোহার চানা (খণ্ড) চিৰাইয়া খাইতে হয়, তবে তাহাতে তাহার পেট ভরে, কি মৃত্যু হয়? বলা। (৭০) অতএব, বাহ্যদ্বারা সঁতরাইয়া কি কেহ সমুদ্র পার হইতে পারে? আকাশে কি পায়ে হাঁটিয়া চলা যায়? (রণক্ষেত্রে) সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া,<sup>১</sup> অঙ্গে কোনও আঘাত না লাগিলেও কি সূর্য্যালোক প্রাপ্তি হয়? (‘সূর্যালোকের সিঁড়ি প্রাপ্ত হওয়া যায়?’) এইজন্ত, হে পাণ্ডব, পশু যেমন বায়ুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না, তেমনি নিরাকার অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনাকারী দেহধারী জীবেরও গতি। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ ধৈর্য্য বাধিয়া আকাশের সহিত যুক্তিতে চেষ্টা করে তবে সে ক্লেশেরই পাত্র হয়। [অতএব] হে পার্থ, অগ্র বাহারা ভক্তিমার্গকে অবলম্বন করে তাহাদের কথা শুন। §

যে তু সর্ববাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত্ব মংপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত্ব উপাসতে ॥ ৬

বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মানুসারে যে কৰ্ম্ম তাহার ভাগ্যে পড়ে,<sup>২</sup> সেই সমস্ত কৰ্ম্ম যে কৰ্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা স্থখে সম্পাদন করে; বিধি পালন করে, নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ত্যাগ করে, এবং আমাকে কৰ্ম্মার্পণ করিয়া কৰ্ম্মফল জ্বালাইয়া দেয়; এইভাবে, হে অৰ্জুন, যে আমাকে অৰ্পণ করিয়াই কৰ্ম্মের নাশ করে (‘কোনও কৰ্ম্ম করে না’); আর, যাহার অগ্র সমস্ত বিষয়—কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্বভাবে গতি আমি ভিন্ন অতনিকে যায় না; এইভাবে, যে মংপরায়ণ হইয়া নিরন্তর আমাকে উপাসনা করে, এবং ধ্যানের নিমিত্ত (মধ্য দিয়া) যে আমারি মন্দিরস্বরূপ হইয়াছে; (৮০) যাহার প্রেম শুধু আমার সহিত ব্যাপার করে, এবং ভোগ-মোক্ষরূপ ফল দরিত্র কোর্কী প্রজাকে ছাড়িয়া দেয়; এইভাবে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে যাহার শরীর ও প্রাণ আমার

১ রণক্ষেত্রে গিয়া;

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“অতএব, হে পার্থ, তাহাদের এই ক্লেশ সহ করিতে হয় না”; “তাহাদের এই ব্যবস্থা হয় না”;

২ ভোগে আসে;

কাছে বিক্রীত হইয়াছে, তাহার জন্ত যে আমি কি করি তাহার কোনটা বলিব ?<sup>১</sup>

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মর্য্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

আর অধিক কি বলিব ? হে ধনুর্দ্ধর, যে সন্তান মাতার গর্ভে আসে সে মাতার কতখানি আপনার (সংসার),<sup>২</sup> হে ধনঞ্জয়, আমার ভক্তও আমার তেমনি প্রিয়,—সে যতখানি আমাকে ভক্তি করে সেই পরিমাণে, পাট্টা অনুসারে, আমি তাহার কর্ণের ভার বহন করি। § আর, আমার ভক্তের কি সংসারের কোনও চিন্তা আছে ? সম্পন্ন ব্যক্তির জ্ঞী কি ক্ষুধায় কষ্ট পায় ?<sup>৩</sup> তেমনি, আমার ভক্ত আমারি কলত্র জানিবে, তাহার লজ্জা কি আমার নহে ? (সে সঙ্কটে পড়িলে কি আমার লজ্জা হইবে না ?) এ সৃষ্টি জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গের মধ্যে ডুবিতেছে,—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল—; যে এই ভবসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া কে-না ভীত হয় ? আমার ভক্তও হয়তো ইহাতে ভয় পাইতে পারে। এইজন্য, হে পাণ্ডব, আমি অবতারের মূর্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তের গ্রামে ছুটিয়া আসি। যাহারা সঙ্গহীন (আসক্তি-শূন্য) তাহাদের ধ্যানের মার্গে লাগাইয়া দিই, যাহারা গৃহস্থ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত করাই।<sup>৪</sup> (২০) শুন, এই সংসারে (রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি) সহস্র নামের নৌকা তৈয়ারী করিয়া আমি (তাহাদের) ত্রাণকর্ত্তা হইয়া যাই। কাহারও পেটের সহিত প্রেমের ভেলা বাঁধিয়া সাযুজ্যের তীরে আনিয়া ফেলি। শুধু ইহাই নহে, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা চতুষ্পদাদি জীবও হউক, তাহাদের সকলকে আমি বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস করিবার যোগ্য করিয়া লই। এইজন্য, আমার ভক্তের কোনও চিন্তা নাই, আমিই সর্বদা তাহাদের সমুদ্ধর্তা হইয়া আছি। আর, যখনই আমার ভক্ত আপনার চিন্তবৃত্তি

১ যে আমি কি না করি, তাহার কথা কি বলিব ? তাহার সমস্তই আমি করিয়া দিই ;

২ প্রিয় ;

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“সে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন, আমি কলিকালকে রোধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি ;

৩ আছাটা চাউল ভিক্ষা করিতে বাহির হয় ? ৪ এই নৌকার উপর বসাইয়া দিই ;

আমাকে অর্পণ করে, তখন হইতেই আমি তাহার কল্যাণসাধন করি। এইজন্ত, হে ধনঞ্জয়, তুমি এই মার্গ অবলম্বন করিয়াই আমার ভজনা করিবে, —ইহাই তোমার ( উপাসনার ) মন্ত্র করিয়া লও।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

এক, তোমার মনোবৃত্তি আমার স্বরূপে লাগাইয়া দাও ( ‘তোমার মন আমার স্বরূপকে অনুসরণ করুক’ ), আর অল্প যে তোমার বুদ্ধি, —এই দুটি যদি একসঙ্গে প্রেমের সহিত আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যদি, মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপে স্থির হইয়া যায়, ( ‘আমাকে গৃহস্বরূপ করে’ ), তবে, বল তো, ‘তুমি’ এইরূপ দ্বৈতভাব কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? স্তূতরায় প্রদীপ নিবিলে যেমন তাহার তেজও সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া যায়, কিম্বা, রববিষয়ের সঙ্গে যেমন তাহার প্রকাশও চলিয়া যায়; ( ১০০ ) প্রাণ বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ইন্দ্রিয়শক্তিও ( শরীর হইতে ) বাহির হইয়া যায়, তেমনি মন ও বুদ্ধি যেখানে যায়, অহঙ্কারও তাহাদের অনুগমন করে। অতএব, মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপেই সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখ, —ইহাতেই তুমি সর্বব্যাপী মৎস্বরূপ হইয়া যাইবে। আমি আপনার শপথ করিয়া বলিতেছি এই বাক্যের কোনও অশ্রুতা হইবে না।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

অথবা, যদি মন ও বুদ্ধির সহিত তোমার চিত্ত সর্বসময়ের জন্ত আমার হস্তে অর্পণ করিতে অসমর্থ হও—; তবে, এমন কর, যে অষ্টপ্রহরের মধ্যে কিছুকণের জন্তও আমাকে চিত্ত সমর্পণ কর। ইহাতে যে যে সময়ে আমাতে স্থখ অনুভব করিবে, সেই সময়েই বিষয়ে অরুচি আসিবে। শরৎকালের প্রারম্ভে যেমন নদীর জল কমিতে থাকে, তেমনি উহা ( আমাতে অনুরক্তি ) শীঘ্রই ( চিত্তকে ) প্রপঞ্চ হইতে বাহির করিয়া আনিবে ( বিমুখ করিবে )। §

পূর্ণিমা হইতে চন্দ্রবিষ যেমন দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া অমাবস্তায় বিলীন হইয়া যায় ; তেমনি, হে পাণ্ডুসূত, বিষয়ভোগের মধ্য হইতে বাহির হইয়া চিত্ত আমাতে প্রবেশ করিলে, তুমি ধীরে ধীরে মজ্জপ হইয়া যাইবে। বাহ্যকে অভ্যাসযোগ বলে তাহা ইহাই জানিবে, এমন কিছুই নাই যাহা ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ( ১১০ ) এই অভ্যাসযোগের বলে কেহ আকাশে ভ্রমণ করে, কেহ ব্যাক্স-সর্পকে বশীভূত করে ; বিষ হজম করে, সমুদ্রের মধ্যে পথ তৈয়ারী করে<sup>১</sup>; অভ্যাশে শব্দব্রহ্মকে ছোট ( জয় ) করে ( বেদবিদ্যায় পারদর্শী হয় )। সুতরাং অভ্যাসের দ্বারা কোন বস্তুই দুশ্চাপ্য নহে, এইজন্ত তুমি অভ্যাসযোগে আমার সহিত মিলিত হও।

অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহসি মৎকর্ষ্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্ষ্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাশ্যসি ॥ ১০

অভ্যাসের জন্ত তোমার শরীরে যদি শক্তি না থাকে, তবে যেমন আছ তেমনি থাক। ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে হইবে না, বিষয়ভোগও ত্যাগ করিতে হইবে না ; স্বজাতির<sup>২</sup> অভিমানও ছাড়িতে হইবে না। বিধি-নিষেধ পালন করিয়া নিজের কুলধর্মের অহুষ্ঠান করিতে থাকিবে, এইভাবে তোমাকে স্থখে থাকিবার অহুমতি দিতেছি। পরন্তু, কায়মনোবাক্যে যে ব্যাপার অহুষ্ঠিত হইবে ( যে কর্ষ্ম করিবে ) তাহা ‘আমি করিতেছি’ এরূপ মনে করিও না। করা বা না করা, এ সমস্ত বিশ্বের চালক যিনি তিনিই জানেন—এইভাবে চিন্তা করিবে। ( কর্ষ্মের ) ন্যূনতা বা পূর্ণতা সম্বন্ধে আপনার মনে কোনও চিন্তা আসিতে দিও না, আপনার জীবন স্বস্বভাবানুযায়ী যেমন চলে তেমনিই চলুক।<sup>৩</sup> মালী জলকে বেদিকে লইয়া যায় সেইদিকেই জল নিঃশব্দে যায়,—তেমনি তুমিও অভিমান শূন্য হইয়া ঐ জলের গায় হইবে ( ব্যবহার করিবে )। ( ১২০ ) হে বীর অর্জুন, বাস্তবিক দেখিতে গেলে, পথ সরল কি বাঁকা, সে সম্বন্ধে বৃথাই চিন্তা করা হয়।<sup>৪</sup> প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বোঝা বুদ্ধির মাধ্যম চাপাইও না—চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আমাতেই

১ উপর পায়ে হাঁটিয়া চলে ;      ২ ‘স্বজাতীয়’ ( স্বস্বরূপানুযায়ী ) করিয়া রাখ ;

৩ রথ কি কোনও ঝগড়া করে ?

লাগাইয়া রাখ। যে যে কর্মের অহুষ্ঠান করা হয়, তাহা স্বল্প কি অধিক তাহার বিচার করিবে না, নীরবে তাহা আমাকে অর্পণ করিবে। হে অর্জুন, এইভাবে আমার ভাবনা করিয়া কর্ম করিলে, শরীর ত্যাগ করিয়া তুমি আমারি সাযুজ্যের সিদ্ধভবনে<sup>১</sup> নিশ্চিত আসিয়া পৌছিবে।

অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্ববান্ ॥ ১১

অথবা হে পাণ্ডুকুমার, আমাকে কর্ম অর্পণ করা যদি সহজ না হয়, তবে আমার ভজনা কর।<sup>২</sup> হে কিরীটি, বুদ্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে, কর্মের প্রারম্ভে ও অন্তে, যদি আমাকে ‘বন্ধন’ (স্বরণ) করা কঠিন মনে হয়;—তবে ইহাও থাকুক; আমার মহত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দাও,—পরন্তু বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কর্মে লাগাইয়া দাও।+ বৃক্ষ বা লতা যেমন ফল পাকিলে তাহা ফেলিয়া দেয়, তেমনি, নিম্পন্ন কর্ম সিদ্ধ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাও; পরন্তু, আমাকে স্বরণ করা বা আমার উদ্দেশে (প্রীত্যর্থ) কর্ম করা, ইহার কিছুই করিতে হইবে না—সমস্ত শূন্যেই যাইতে দাও। প্রস্তুত পতিত বর্ষা, বা অগ্নির মধ্যে বীজবপনের গ্রায়, কর্মকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর গ্রায় মানিয়া লও। (১৩০) আত্মজার বিষয়ে পিতা যেমন নিরভিলাষী (নিকাম), সমস্ত কর্মে তেমনি নিকাম হইয়া থাক। অগ্নির জ্বালা (শিখা) যেমন আকাশে ব্যর্থই মিলাইয়া যায়, তেমনি কর্মকেও শূন্যের মধ্যে বিলীন হইতে দাও। হে অর্জুন, এই ফলত্যাগ সত্যই সহজ মনে হয়, পরন্তু ষোগের মধ্যে এই যোগই সর্বশ্রেষ্ঠ। এইভাবে ফলত্যাগ করিলে, সেই কর্ম আর বাড়িতে পারে না (সেই কর্ম হইতে আর কর্ম উৎপন্ন হয় না)—বীশের ঝাড় যেমন একবার ফলিলেই বক্ষ্য হয়; তেমনি, (ফলত্যাগের ফলে) এই শরীরের পর আর শরীরধারণ করিতে হয় না,—অধিক কি বলিব? এই জন্মমৃত্যুর যাতায়াত বন্ধ হয় (‘যাতায়াতের পথে প্রস্তুত পড়ে’)<sup>৩</sup>।

১ সাযুজ্যভবনে;

২ জানিতে চেষ্টা কর;

+ এই স্থলে পাঠান্তরে অল্প একটি ওকী দেখা যায়—“আর বধন যেমন কর্মের অহুষ্ঠান হইবে, সে সকল কর্মের ফলত্যাগ করিতে থাকিবে;”

হে কিরীটি, অভ্যাসের সিঁড়িতে উঠিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, আর জ্ঞানের দ্বারা ধ্যানের সাক্ষাৎকার হয়। সমস্ত ভাব (মনোবৃত্তি) যখন ধ্যানকে আলিঙ্গন করে, তখন সর্ব কৰ্ম দূরে চলিয়া যায়। কৰ্ম দূরে গেলেই ফলত্যাগ সম্ভব হয়, ফলত্যাগেই সম্পূর্ণ শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং, ইহাই শাস্তিপ্রাপ্তির ‘ক্রম’ (এই পথে চলিলেই ক্রমে ক্রমে শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়), এইজন্ত, হে সুভদ্রাপতি, অভ্যাসই এ বিষয়ে মূল সাধন।

শ্রোয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ভ্যাসং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাং কৰ্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

হে পার্থ, অভ্যাস হইতে জ্ঞান অধিকতর কঠিন, জ্ঞান হইতে ধ্যানের বৈশিষ্ট্য অধিক ; ( ১৪০ ) ধ্যান হইতে কৰ্মফলত্যাগ উৎকৃষ্ট, ত্যাগ হইতেই শাস্তি-সুখোপভোগ হয়। হে বীর অৰ্জুন, এই পথে চলিতে চলিতে যে মধ্যপথে শাস্তির বিশ্রামগৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে ;

অদ্বৈষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নিৰ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখশুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

যে সর্বভূতের মধ্যে কাহাকেও ঘেব করিতে জানে না, চৈতন্তের জ্ঞায় বাহার আপনপরজ্ঞান ( ভেদভাব ) নাই ; উত্তমের সঙ্গ করিব, আর অধমকে অবজ্ঞা করিব,—এইরূপ মনোভাব বন্ধুধার জ্ঞায় বাহার নাই ; ‘রাজার লেহ চালনা করিব, আর দরিদ্রকে দূরে রাখিব’—রূপালু প্রাণবায়ু যেমন কখনও এরূপ বিচার করে না ; গাভীর তৃষ্ণা মিটাইব, আর ব্যাঘ্রকে বিষ হইয়া মারিব,—জল যেমন এরূপ করিতে জানে না ; হে পাণ্ডব, দীপ যেমন বলে না —“ঘরেই শুধু প্রকাশ দেখাইব, অগ্নি অন্ধকার হইয়া থাকিব” ; তেমনি সমস্ত ভূতমাত্রেই সমভাবে বাহার মৈত্রী, যে আপনিই রূপার ধাত্রী-স্বরূপ ; আর, বাহার অহংভাব নাই, এরং যে কোনও কিছুই ‘আমার’ বলে না, বাহার সুখদুঃখের জ্ঞান নাই ; যে পৃথিবীর জ্ঞায় ক্ষমাশীল ( ‘ক্ষমা বিষয়ে বাহার পৃথ্বীর জ্ঞায় যোগ্যতা’ ), যে সম্ভাবকে আপনার অঙ্গে আশ্রয় দিয়াছে ; ( ১৫০ ) ।



সম্ভটঃ সত্যং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

মর্যাপিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

বর্ষা বিনাই সমুদ্র যেমন নিরন্তর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তেমন উপচার বিনাই যে সম্ভট ( স্বতঃই যে নিরন্তর সন্তোষে পূর্ণ ) ; আপন শপথ দিয়া যে অন্তঃকরণকে বশীভূত রাখে,—এবং এ বিষয়ে সত্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; বাহার হৃদয়-মন্দিরে জীব ও পরমাত্মা ঐক্যাসনে বসিয়া বিরাজ করে ; এইভাবে যোগসমুদ্র হইয়া যে নিরন্তর আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে ; অন্তরে ও বাহিরে উত্তমরূপে যোগসিদ্ধ হইয়াও আমার প্রতি বাহার সপ্রেম অহরাগ ; হে অর্জুন, সেই আমার ভক্ত, সে যোগী, সে মুক্ত, সে বলভা আমি কান্ত—সে আমার এমনি প্রিয় । শুধু ইহাই নহে,—উপমা দ্বারা, বলিতে গেলে, ‘সে আমার প্রাণের সমান প্রিয়’ একথা বলিলেও অল্পই বলা হয় । প্রেমিক ভক্তের কাহিনী শুধু তুলাইবার বাহুমন্ত্র—ইহাই এত কথা বলাইতেছে ।§ সেইজন্যই আমি হঠাৎ উপমার কথা বলিয়াছি, নতুবা এই প্রেমের কি কোনও তুলনা আছে ? এখন ইহা থাকুক ;—হে কিরাটি, প্রেমিক ভক্তের কথায় প্রেমের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হয় ( ১৬০ ) ; ইহার পর, কদাচিৎ যদি প্রেমিক শ্রোতা পাওয়া যায়, তবে কি তাহার মাধুর্যের তুলনা হয় ? স্বতরাং, হে পার্থ, তুমিই প্রিয় ( ভক্ত ), তুমিই ( প্রেমিক ) শ্রোতা, তদুপরি প্রিয় ( প্রেমিকের ) কথার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে । এখন আমি বাহা বলিতেছি তাহাতে আমার হৃদয় স্বখে পূর্ণ হইয়াছে”—এই কথা বলিতেই ভগবান ( আনন্দে ) ছলিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন—“বাহাকে আমার হৃদয়ে বসাই সেই ভক্তের লক্ষণ শুন ।”

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্বামর্বভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

“সমুদ্র স্ফূট হইলে জলচর প্রাণিগণ ভীত হয় না, আর সমুদ্রও যেমন জলচরগণের প্রতি বিরক্ত হয় না ; তেমন, এই উন্নত জগৎ বাহার মনে খেদ

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“ইহা বলিবার বিষয় নহে, পরন্তু শ্রদ্ধা ( প্রেম )ই বলাইতেছে” ; “ইহা বলিবার বিষয় নহে, পরন্তু বলাইতেছে” ;

উৎপন্ন করে না, এবং বাহার ব্যবহারে লোকে ছুঃখিত হয় না ; কিং বহনা, হে পাণ্ডব, অবয়বের প্রতি শরীরের ত্রায় যে জীব হইয়া জীবের প্রতি বিরক্ত হয় না ; জগতই নিজের দেহস্বরূপ মনে করিয়া যে প্রিয় ও অপ্রিয়ের মধ্যে ভেদ ভুলিয়া যায়, হর্ষ ও ক্রোধকে দূরে ঠেলিয়া রাখে ;<sup>১</sup> এই ভাবে যে ( সুখ-দুঃখের ) দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, ও ভয়োদ্বেগরহিত, তদুপরি যে আমার ভক্ত ; তাহার প্রেমে আমি মোহিত, সেই প্রেমের কথা কি বলিব ? শুধু ইহাই নহে—সে আমার প্রাণের প্রাণ । ( ১৭০ ) যে আত্মানন্দে তৃপ্ত, বাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, যে পূর্ণতারূপ পত্নীর বস্ত্রত হইয়াছে ( পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ) ;

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথাঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

হে পাণ্ডব, বাহার অন্তঃকরণে অপেক্ষা ( বাসনা ) প্রবেশ করে না ( যে অনপেক্ষ, বাসনারহিত ), বাহার অন্তিভেই সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে ; গদ্য ( স্বান করিলে ) শুচি হয়, পাপতাপও যায়, পরন্তু, সেখানে এক ডুববার ভয় আছে ; মোক্ষদান করিতে কান্দীধাম সত্যই উদার এবং শ্রেষ্ঠ, পরন্তু, ঐ স্থানে দেহত্যাগ করিতে হয় ; হিমালয় পাপ কালন করে, পরন্তু, সেখানে যাইতেও জীবনের হানি হয়, সজ্জনের নির্মল মন ( শুচি ) সেরূপ নহে ( তাহাতে সেরূপ ন্যূনতা নাই ) । গভীরতার পার নাই, তথাপি সন্ত ভক্তের ডুববার ভয় নাই,—পরিশ্রম বিনাই সে প্রত্যক্ষ মোক্ষলাভ করে । সন্তগণের অঙ্গস্পর্শেই গঙ্গা পাপমুক্ত হয় ( ‘পাপ জয় করে’ ) —তাহাদের শুচিত্বের কথা আমি কি করিয়া বলিব ? সুতরাং, এইপ্রকার শুচিতার ( পবিত্রতার ) জগৎ যে তীর্থের আশ্রয় হয়, যে মনের পাশরাশি দিগন্তের সরাইয়া দিয়াছে ; অন্তর্য বাহিরে যে শুদ্ধ, সুখ্যের ত্রায় নির্মল, এবং ‘পয়ালুর’\* ত্রায় তত্ত্বার্থ দেখিবার সক্ষম ; বাহার মন সর্ব্বত্রগ, আকাশের ত্রায় ব্যাপক ও উদাসীন ( নির্লিপ্ত ) ; ( ১৮০ ) পাশ হইতে মুক্ত বিহঙ্গমের ত্রায় যে সংসারব্যথা হইতে মুক্ত, যে নিরাশার ( আশাশূন্যতার ) প্রতিমূর্তি ;

১ বৈতভাবশূন্য হইয়া যে প্রিয়প্রিয়, হর্ষামর্ষ, এই ভেদভাব ভুলিয়া যায় ;

\* জমাইবার সময় বাহার পদদ্বয় আগ্রে বাহির হয় ,

গতায়ু মহুগ্নের যেমন লজ্জা থাকে না, তেমনি যে সতত আত্মহুগ্নে পূর্ণ থাকিয়া কোনও দুঃখ দেখিতে পায় না ; আর, কর্ণারস্তের জগৎ বাহার অঙ্গে কোনও অহঙ্কার থাকে না—ইহকন বিনা অগ্নি যেমন নিবিয়া যায় ;§ তেমনি, মোক্ষের অদ্বীভূত ( মোক্ষপ্রাপ্তির জগৎ সাধনের আবশ্যক অঙ্গ ) বলিয়া লিখিত ‘শান্তি’ বাহার ভাগে আসিয়াছে ( পড়িয়াছে ) ; হে অর্জুন, যে এই পর্য্যন্ত আসিয়া, মোহংভাবে পূর্ণ হইয়া ( ‘মোহংভাবে সর্বোবরে নিমজ্জিত হইয়া’ ) দৈত-ভাবে অপর তীরে গিয়া উঠিয়াছে ; কিম্বা, যে ভক্তিস্বপ্নের জগৎ আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশকে সেবকের কার্যে নিযুক্ত করে ; অল্প অংশকে আমার নাম দিয়া ( ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া ), ভক্তিমূর্তি লোককে আমাকে ভজনা করিবার উত্তম রীতি’ দেখাইয়া দেয়,—এমন যে যোগী, তাহার প্রতি আমার অত্যধিক আসক্তি ( ব্যসন ), সে আমার ‘নিধান’ ( আশ্রয় ) ; কিং বহ্না, এইরূপ ভক্তলাভ হইলেই আমার সমাধান ( শান্তি ) হয়। তাহার জগৎই আমি ( অবতার হইয়া ) রূপ গ্রহণ করি, তাহার জগৎই আমাকে এখানে আসিতে হয়, সে আমার এমন প্রিয় যে আমি আমার প্রাণ তাহার জগৎ আরতি করিয়া উৎসর্গ করি।

যো ন হৃদয়তি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জকতি ।

শুভাশুভপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

যে আত্মস্বরূপপ্রাপ্তির দ্বায় অল্প কোনও উত্তম বস্তু আছে বলিয়া জানে না,—এইজগৎ কোনও বিশেষ বিষয় উপভোগে আনন্দ পায় না ; ( ১২০ ) যে আপনিই বিশ্ব হইয়া যায়, এবং ভেদভাব চলিয়া যাওয়ায় যে পুরুষ ঘেঁষকে দূরে সরাইয়াছে ; আপনার সত্য স্বরূপ কল্পান্তেও নষ্ট হয় না জানিয়া যে বিগত বস্তু বা বিষয়ের জগৎ শোক করে না ; বাহার পর ( অধিক ) আর কিছুই নাই, সেই আত্মস্বরূপ আপনার মধ্যে লাভ করিয়া যে আর কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না ; সূর্য্যের যেমন দিন বা রাত্রি হয় না তেমনি বাহার ভাল বা মন্দ একরূপ কোনও ভেদবুদ্ধি নাই ; এইরূপ যে শুদ্ধ, নিশ্চল জ্ঞানস্বরূপ হইয়া

§ “নিরীকন অগ্নি যেমন নিবিয়া যায়”—তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর ( অর্থ একই ),

১ ভক্তি মার্গের উত্তম আচরণ ;

সর্বদা আমার ভজনা করে ; তাহার তুল্য আমার দ্বিতীয় কোনও প্রিয় বান্ধব ( আত্মীয় ) নাই—তোমার নামে শপথ করিয়া আমি সত্য বলিতেছি ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবৰ্জিতঃ ॥ ১৮

হে পার্থ, যাহার মধ্যে বৈষম্যের কোনও ভেদভাব নাই, যে শত্রু ও মিত্রকে সমান চক্ষে দেখে ; কাটিবার জন্ত যে আঘাত করে, কিম্বা যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে—এ উভয়কেই যেমন বৃক্ষটি সমানভাবে ছায়া প্রদান করে ; অথবা, ইক্ষুও যেমন যে পালন করে এবং যে ( রস বাহির করিবার জন্ত ) পেষণ করে,—উভয়ের পক্ষে সমানভাবে মধুর ; তেমনি, হে অৰ্জুন, শত্রুমিত্রের প্রতি যাহার এমন মনোভাব, মানাপমান যাহার পক্ষে সমান ; ( ২০০ ) গগন যেমন ছয় ঋতুতেই সমান, তেমনি যে শীতোষ্ণের মধ্যে সমান ভাবে থাকে ( ‘শীতোষ্ণকে এক মনে করে’ ) ; হে পাণ্ডুসুত, দক্ষিণ ও উত্তরবায়ুতে ( অটল ) মেরুর ত্রায় যে স্খলিত প্রাপ্ত হইয়া ‘মধ্যস্থ’ ( নির্বিকার ) হইয়া থাকে ; মাধুর্য্যে চন্দ্রকিরণ যেমন রাজা ও ভিখারীর পক্ষে সমান, তেমনি যে সর্বভূতে সমভাবে পন্ন ; জল যেমন সকলের একমাত্র সেব্য, তেমনি যাহাকে সর্বলোক প্রশংসা করে ; যে অন্তরীহ বিষয়ের সঙ্গ ( আসক্তি ) ও সঞ্চদ ত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া একান্তে বাস করে ;

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

যে নিন্দাকে গায়ে মাখে না, স্তুতিতে আনন্দিত হয় না—আকাশ যেমন নির্লিপ্ত থাকে—; তেমনি, নিন্দা ও স্তুতিকে এক পংক্তিতে সমান গণ্য করিয়া জনগণের মধ্যে মোন থাকিয়া প্রাণপ্রবৃত্তির ( সাংসারিক ব্যবহারের ) বিচার করে ;§ যে সত্য মিথ্যা কিছুই না বলিয়া মোনী হইয়া থাকে,—উন্ননা ( মন লয় পাইবার ) অবস্থার ভোগে তৃপ্ত হয় না ; বর্ষার অন্তাবে সমুদ্র যেমন শুষ্ক হয় না, তেমনি যে যথালোভে তৃপ্ত হয়, অলাভে ( অপ্ৰাপ্তিতে ) ক্ষিপ্ত হয়

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“প্রাণবৃত্তির সহিত জনারণ্যে সমানভাবে বিচরণ করে ,”

না ; আর বায়ু যেমন একস্থানে অবরুদ্ধ থাকে না, তেমনি যে কোনও এক স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে না ; ( ১১০ ) ‘বিশ্বই আমার ঘর’—এ সম্বন্ধে যে স্থিরবুদ্ধি, কিং বহুনা, যে নিজেই চরাচর বিশ্ব হইয়া গিয়াছে ; তদুপরি, হে পার্থ, আমার ভজনে বাহার পূর্ণ আস্থা, তাহাকে আমি মাথার মুকুট করি। উত্তম পুরুষের সম্মুখে বহি মস্তক অবনত করা হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? পরন্তু, লোকে তাহার চরণামৃতকে ( তীর্থের গ্ৰায় ) সন্মান করে। শ্রদ্ধার বস্তুকে কি করিয়া আদর করিতে হয়, তাহা সদাশিব শ্রীশঙ্করকে গুরু করিলেই জানা যায়। তবে, ইহা এখন থাকুক, মহেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করিতে গেলে আশ্চর্য্যতির সঞ্চার হইবে।” রমানাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“এইজ্ঞান, হে অর্জুন শুধু ইহাই বলি যে’ এইরূপ ভক্তকে আমি মস্তকে ধারণ করি। যে চতুর্থ পুরুষার্থ সিদ্ধি ( মোক্ষ ) আপন হস্তে লইয়া ভক্তিপথে প্রবেশ করে—এবং তাহা জগতে বিতরণ করে ; কৈবল্যের অধিকারী সে মোক্ষরূপ দ্রব্যের ব্যাপার করে ( ‘খোলে ও বাঁধে’ )—পরন্তু, জল যেমন নিয়াভিমুখী তেমনি নদ্র হইয়া থাকে ; এইজ্ঞানই আমি তাহাকে নমস্কার করি, তাহাকে মাথার মুকুট করি, তাহার চরণ আমার হৃদয়ে ধারণ করি ; তাহার গুণের ( গুণবর্ণনারূপ ) অলঙ্কারে আমার বাণীকে অলঙ্কৃত করি, তাহার কীর্ত্তি আমি কর্ণে শ্রবণ করি ; (২২০) তাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় অচক্ষু আমি চক্ষু স্বীকার করিয়াছি,—হাতের পুষ্পদ্বারা তাহাকে পূজা করি ; তাহার অঙ্গ আলিঙ্গন করিবার জ্ঞান দুহাতের উপর আরও ছুটি হস্ত ধারণ করিয়াছি ; তাহার সঙ্গস্থলের জ্ঞান আমাকে দেহ-ধারণ করিতে হইয়াছে ; অধিক কি বলিব ? তাহার প্রতি আমার প্রেম অতুলনীয়। তাহার ও আমার মধ্যে যে এই মৈত্রী ( প্রেম ), ইহাতে বিচিত্র কি আছে ? পরন্তু, তাহার চরিত্র যে শ্রবণ করে ; যে ভক্তিচরিত্রের ( ভক্তির আচরণের ) প্রশংসা করে তাহাকেও আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করি—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তোমাকে এখন যে ভক্তিবোগসম্বত যোগের কথা আশ্রয় বলিলাম—; এই বোগস্থিতির এমনি মহিমা যে ( তাহাতে অবস্থিত ) ভক্তকে আমি প্রীতি করি, কিম্বা তাহার ধ্যান করি, অথবা তাহাকে মস্তকে ধারণ করি।

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পশ্যু'পাসতে ।

শ্রদ্ধাধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

যাহারা এই রম্যকথা, এই ধর্ম্যামৃতকুল অমৃতধারা শ্রবণ করিয়া প্রতীতিগম্য (অনুভবসিদ্ধ) করে (অন্তরে অনুভব করে) ; আমি যেমন নিরূপণ করিয়াছি, তেমনি মানসিক স্থিতিতে আনন্দে রমণ করে—উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন হয় ; + বাহাদের অন্তরে ইহা শ্রদ্ধার সহিত সাদরে বিস্তার লাভ করে, যাহারা ইহা হৃদয়ে স্থিরভাবে ধারণ করিয়া ইহার অহুষ্ঠান করে ; (২৩০) হে পার্থ, এই জগতে তাহারাই ভক্ত, তাহারাই যোগী, তাহাদের জন্ত আমার সদাই উৎকর্ষা ।§ যে মহাপুরুষগণের ভক্তিকথার সহিত (প্রেমের) মৈত্রী তাহারাই তীর্থস্বরূপ, তাহারাই পুণ্যক্ষেত্র ; † জগতে তাহারাই পবিত্র । আমি তাহাদের ধ্যান করি, তাহাই আমার দেবতার্চনা,—এই ভক্তগণ ব্যতীত অস্ত্র কাহাকেও উত্তম মনে করি না । তাহারাই আমার ব্যসন, তাহারাই আমার নিধান' (আশ্রয়)—অধিক কি বলিব ? তাহারা আমার সহিত মিলিত হইলেই আমার লমাধান (শান্তি) হয় । হে পাণ্ডুহৃৎ, এই প্রেমিক ভক্তদের কথা যে শ্রবণ করিয়া অহুমোদন করে,² সে আমার পরম দেবতার গ্রায়, জানিবে ।” সঞ্জয় কহিলেন—“এইভাবে, নিজজনানন্দ (ভক্তজনের নয়নানন্দ) জগতের আদি মূল, মুকুন্দ বলিলেন ; হে রাজন, যিনি স্বতঃই নির্মল, নিকলঙ্ক, লোকের প্রতি কৃপালু, শরণাগতের প্রতি স্নেহশীল, শরণ্য ; যিনি সুরগণের সহায়শীল, লোক প্রতিপালন করাই যাহার লীলা, শরণাগতকে রক্ষা করাই যাহার খেলা ; যিনি ভক্তজনবৎসল, প্রেমিকের নিকট (‘প্রাঞ্জল’) অনায়াসলভ্য, সত্যসেতু (পরমাত্মাপ্রাপ্তির সত্যরূপ সেতু), নিখিল কলানিধি ; যাহার ধর্ম ও কীর্তি শুভ ও নির্মল, অগাধ দানশীলতায় যিনি সরল, অতুল পরাক্রমে প্রবল হইয়াও

+ এই স্থানে পাঠান্তরে এইপ্রকার³ অস্ত্র একটি গুণী আছে—

“পরন্তু, আমাকে পরম শ্রেষ্ঠ মানিয়া, সেইভাবে (আমার প্রতি ভক্তিতে) প্রেম পোষণ করিয়া তাহাকেই সর্ব্বম্ব ধরিয়া সেই পথই অবলম্বন করে” ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ।

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ।

১ আমার নিমির ভাণ্ডার ;                      ২ বর্ণনা করে ;

যিনি বলিরাজার কাছে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন ; ( ২৪০ ) সেই ভক্তের সত্ৰাট, বৈকুণ্ঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 'এবং ভাগ্যবান অর্জুন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।' সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—“এখন ইহার পর আরও যাহা নিরূপণ করা হইবে, তাহাই শুুন।” সেই রসাল কথা এখন বুঝিবার মত করিয়া সরল মারাঠী ভাষায় আমি বলিতেছি আপনারা অবধান করুন। জ্ঞানদেব বলিতেছে—“আমি সন্ত আপনাদের শরণাগত হইতেছি, আমার স্বামী শ্রীনিবৃত্তিনাথ ইহাই আমাকে শিখাইয়াছেন।” \* (২৪৪)

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

ভক্তিয়োগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়

সমাপ্ত।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

সকল বিদ্যার আশ্রয় শ্রীগুরুদেবকে অরণ্য করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছি; যাহার অরণ্যে কবিত্বশক্তির স্ফূরণ হয়, এবং জিহ্বাগ্রে সৰ্ব্ব বিদ্যার আবির্ভাব হয়; বক্তৃতার মাধুর্য্যের তুলনায় অমৃতও বিষাদ হয়, রস প্রত্যেক অক্ষরের সেবক হইয়া দাঁড়ায় (অক্ষর রসপূর্ণ হয়); ভাবপ্রকাশ সহজ হইয়া ভাবার্থের<sup>১</sup> তত্ত্ব প্রকট করে, সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান (আত্মবোধ) হৃদয়গত হয়; শ্রীগুরুর চরণ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণ স্থির হইলে জ্ঞানপ্রকাশের এমনি ভাগ্য হয়।

অৰ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।

এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১১

তখন অৰ্জুন বলিলেন—“প্রকৃতি ও পুরুষ কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে এবং ক্ষেত্রের প্রকারভেদ কি, এই সমস্ত আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি।” তিনি নমস্কার করিবার পর, ব্রহ্মার পিতা, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২

“হে পার্থ, শ্রবণ কর, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এবং যাহার এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইয়াছে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মা<sup>২</sup> বিদ্বি সৰ্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োক্ত<sup>৩</sup>র্নানং যত্তত্ত্বজ্ঞানং মত্তং মম ॥ ৩

§ এই শ্লোকটি ও প্রথম ৬টি ওবী রাজবাডে ও মাদর্গাওকর পাণ্ডুলিপিতে আছে। অন্তঃস্থ-  
লিখিত বা ছাপা পাণ্ডুলিপিতে নাই। এই শ্লোকটি ধরিলে গীতায় সৰ্ব্বসমেত ৭০০ শ্লোকের স্থলে  
৭০১টি শ্লোক হয়। হস্তরাং এই শ্লোক ও ৬টি ওবী সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।



এই প্রসঙ্গে সর্বক্ষেত্রের পোষণ করি বলিয়া আমাকেই নিশ্চিতভাবে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' রূপে জানিবে। আর, যে জ্ঞান দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নিশ্চিতভাবে জানা যায়, আমি তাহাকেই প্রকৃত 'জ্ঞান' বলিয়া মানি। (১০)

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪

এখন এই শরীরকে ক্ষেত্র বলার তাৎপর্য্য কি আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছি। কেন ইহাকে ক্ষেত্র বলা হয়, কিরূপে এবং কোথায় ইহার উৎপত্তি হইল, এবং কোন্ কোন্ বিকার দ্বারা ইহা বিস্তার লাভ করে; এই সার্ব্ভূত তিন হাত মাত্র ছোট ক্ষেত্রটী কত বড়? এবং ইহার আকার কি? ইহা উষর অথবা উর্ব্বর? ইহার অধিকারীই বা কে? ইত্যাদি সর্ব বিষয়ের প্রভাব (সামর্থ্য, অর্থ) কি তাহা সবিশেষ ভাবে বলিতেছি, অবধান কর। ইহারই (এই ক্ষেত্রের) স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রুতি (বেদ) নিরন্তর বাগ্ বিজ্ঞাস করিয়া থাকে, তর্কশাস্ত্র ইহারই স্থিরীকরণে নিরবচ্ছিন্ন তর্কের অবতারণা করে। ইহারই আলোচনায় বড়দর্শন তাহাদের সমস্ত যুক্তি নিঃশেষ করিয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বন্দ্ব মিটে নাই (তাহারা একমত হইতে পারে নাই)। বিভিন্ন শাস্ত্র ইহার বিচার করিয়াছে,<sup>১</sup> এ বিষয়ে একাঙ্গীপনের জগৎ বাদানুবাদ চলিতেছে; তথাপি ইহারা কখনও একমত হয় নাই, মতের সহিত মতের মিল নাই, —শুধু নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে। কেহই জানে না এই ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে, পরন্তু, ইহা লাভের ইচ্ছা এতই বলবান যে প্রতিগৃহে ইহা লইয়া ভীষণ কলহ চলিতেছে। নাস্তিককে জন্ম করিতে বেদ অশেষ আড়ম্বরের সহিত চেষ্টা করিয়াছে,—উত্তরে পাষণ্ডগণ (নাস্তিকের দল) অশ্রু কথা বলে। (২০) তাহারা বলে—‘বেদোক্ত বাণীসকল ভিত্তিহীন, মিথ্যা বাক্জাল মাত্র—আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে সুপারী রাখিয়া প্রতিবন্ধিতা করিতে আহ্বান করিতেছি।’ পাষণ্ডগণ কেহ দিগম্বর হইয়া থাকে, কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, তাহারা যে বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করে তাহা

১ বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে; ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে;

নিষ্ফল হয়। যুদ্ধের সামর্থ্যের প্রবল আক্রমণে এই দেহক্ষেত্রই বার্থ হইয়া বাইবে—এই ভয়ে যোগিগণ লম্বুখে অগ্রসর হয়। যুদ্ধান্তয়ে তাহারা নির্জনে বাস করে এবং বমনিয়মাদির সাধন পূর্ণভাবে অবলম্বন করে। মহাদেব এই ক্ষেত্রাভিমানের জন্য নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ইহার জটিলতা বুঝিয়া<sup>১</sup> স্বাশানবাসী হইয়াছেন। স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠার্থে তিনি নিরাবরণ হইয়াছেন, এবং মদন তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট (প্রলুদ্ধ) করিতে গিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ভয়ীভূত করিয়াছেন। ব্রহ্মা নিজ সামর্থ্য বাড়াইবার জন্য চতুর্মুখ হইয়াছেন, তথাপি তিনিও ইহা সম্যক জানিতে পারেন নাই।

ঋষিভির্ব্রহ্মা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তি বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫

কেহ বলে, ‘এই ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে জীবের, এবং প্রাণবায়ু ইহার কোর্স প্রজা। প্রাণবায়ুর ঘরে তাহার চারি ভ্রাতা (অপান, ব্যান, সমান ও উদান বায়ু) কৃষিকার্যে পরিশ্রম করে, এবং মন ক্ষেত্রপালরূপে সকল কার্যাবিধি পরিচালনা করিয়া থাকে। সে ইন্দ্রিয়রূপ বলদ জুড়িয়া, দিবারাত্রি খাটিয়া, এই বিষয়রূপ ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে থাকে। (৩০) সে বিধিবিহিত কর্মের সময় ও পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্নায়ের বীজ বপন করে এবং তাহাতে কুর্কর্মের সার প্রয়োগ করে। ইহা হইতে কল্লনাভীত পরিমাণে পাপ রূপ ফসল উৎপন্ন হয় এবং জীব কোটি জন্মাবধি দুঃখ ভোগ করে। ইহা না করিয়া, যদি বিধিনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিতে সংকর্মের বীজ বপন করা যায়, তবে শতজন্ম পর্যন্ত জীব সুখ ভোগ করিতে পারে।’ তখন অন্ত এক পক্ষ বলে, ‘ইহা ঠিক নয়—এই ক্ষেত্র জীবের নহে—এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন কর। জীব এখানে সম্পূর্ণ প্রবাসী, যাতায়াত করিবার সময় শুধু পৃথক্ কিছুকণের জন্য বাস করে,—আর প্রাণ এই ক্ষেত্রের স্বত্বাধিকারী, সুতরাং সর্বদা আগিয়া পাহারা দেয়। অনাদি প্রকৃতি—সাংখ্য-দর্শন বাহার গুণগান করিয়া থাকে—এই ক্ষেত্র সেই প্রকৃতিরই “বুত্তি” (ভূ-সম্পত্তি) জানিবে। আর কৃষিকার্যের জন্য উহার

ঘরে কর্মীর অভাব নাই, এবং তাহাদের দ্বারাই এই ক্ষেত্রের সব কাজ ঘরেই করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম করিবার জন্য যে প্রধান তিনটি গুণ আছে তাহারা প্রকৃতির গর্ভেই উৎপন্ন হইয়াছে। রজোগুণ বাহ্য বপন করে, সত্ত্ব তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করে, এবং তমঃই সেই সব শস্ত কাটিয়া সংগ্রহ করে। মহত্ত্বের খলিয়ান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কালরূপ বলদ দ্বারা শস্ত মাড়াই করা হয়, তখন অব্যক্তের সায়াংকাল উপস্থিত হয়।’ (৪০) বুদ্ধিমান একদল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং বলে ‘ইহা অর্ধাচীন কল্পনা মাত্র’। অহো, পরতত্ত্ব ব্রহ্মের নিকট প্রকৃতির স্থান কোথায়? এই ক্ষেত্রের বৃত্তান্ত আমরা বলিতেছি, নিঃশঙ্কে শ্রবণ কর। মহাশূন্যরূপ ব্রহ্মের শয্যাগৃহে, লয়াবস্থার পালকের উপর বলবান আদি সঙ্কল্প নিদ্রিত ছিল; অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে উত্তমী হইল এবং আপন ইচ্ছানুসারে এই বিশ্বের সৌধ নির্মাণ করিল; নিগুণ পরব্রহ্মের উদ্ভান ত্রিভুবনবিভূত ছিল—এই আদি সঙ্কল্পের পরাক্রমে নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইল; মহাভূতের শিশুকে যথেষ্টভাবে ভাঙ্গিয়া চারটি বিভাগে ভাগ করা হইল এবং চারপ্রকার ভূতগ্রামের সৃষ্টি হইল (জ্বায়ুজ, শ্বেদজ, অণুজ ও উদ্ভিজ্জ); তদনন্তর, আদি পঞ্চমহাভূতের পিণ্ড ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি রচনা করা হইল; উভয় পার্শ্বে কর্ম ও অকর্মের প্রস্তুতের বাধ দেওয়া হইল এবং মধ্যে উভয় ভূমিতে জলল তৈরী করা হইল; অতঃপর এই আদি সঙ্কল্পই বাতায়াতের জন্ত জন্মমৃত্যুর উত্তম সুড়ঙ্গ (পথ) তৈয়ারী করিল; তারপর অহঙ্কারের সহিত জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঐক্যস্থাপনা করিয়া বুদ্ধিদ্বারা চরাচর জগৎ পরিচালনা করিতে লাগিল; (৫০) এইভাবে নিরালস্য ব্রহ্ম হইতে আদি সঙ্কল্পের শাখাসকল বাড়িয়াছে, এইজন্ত, এই সঙ্কল্পই প্রপঞ্চের মূল।’ (সঙ্কল্পবাদীর) এই মুক্তাকলরূপ মত বিবেচনা করিয়া অস্ত্র এক পক্ষ বলে—‘অহো, তোমরাই দেখিতেছি বুদ্ধিমান। পরতত্ত্বের (ব্রহ্মের) গ্রামে সঙ্কল্পের শয্যা যদি দেখিতে পাও, তবে প্রকৃতিকে মানিয়া লইবে না কেন? পরন্তু, ইহা থাকুক, এসব কথা নিতুর্ল নহে—তোমাদের এ আলোচনা না করাই ভাল; আমরা সমস্ত বলিতেছি, শুন। আকাশে মেঘগুলিকে কে বারিপূর্ণ করে? অন্তরীক্ষে তারাগুলিকেই বা কে ধরিয়া আছে? আকাশের চন্দ্রাতপ কে চাঁড়াইল বল। বায়ু অবিরত বহিবে—এ বিধানই বা দিয়াছে কে? বৃক্ষ কে পুঁতিয়াছে?

কে সমুদ্র জলপূর্ণ করিল? বারিবর্ষণ কে করায়? এ সমস্ত ব্যাপারের জ্ঞায় কেত্রও স্বভাবসিদ্ধ,—অবাস্তব কিছু নহে; যে কেহ পরিশ্রম করিয়া ফললাভ করিতে পারে, অস্ত্রের কিছুই লাভ হয় না।’ তখন আর একপক্ষ ক্ষোভ-সহকারে’ বলে—‘তবে ইহার উপর এক কালের আধিপত্য কেন? এই ভীষণ (ক্রুদ্ধ) যত্ন সিংহের গুহা সদৃশ; তবে বৃথা কেন এই বাগাড়ম্বর? (বৃথা কেন উত্তেজিত হও?) (৬০) এই কালের আঘাত অনিবার্য জানিয়াও, স্বকীয় মতেই অভিমান করিতেছ। এই কালসিংহ মহাকল্পের অপর পারে সত্যলোক (ব্রহ্মলোক)-রূপ হস্তীর উপর অকস্মাৎ পড়িয়া আক্রমণ করে। স্বর্গের বনে প্রবেশ করিয়া নব নব লোকপাল ও দিগ্‌হস্তীর দলকেও সংহার করে। আর জীবরূপী হরিণের দল এই কালসিংহের অঙ্গের হাওয়াতে (নিঃশ্বাসের স্পর্শে) নিঃশীর্ণ হইয়া জন্মমৃত্যুর গর্ভে ভ্রমণ করে। দেখ, এই কালসিংহের ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত,—ইহার করাল মুখগহ্বরের মধ্যে এই বিশ্বাকার হস্তী মিলাইয়া যায়। স্বতরাং ইহাতে একমাত্র কালেরই অধিকার—ইহাই আমাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।’ হে পাণ্ডব, ‘ক্ষেত্র’ সম্বন্ধে এইরূপ নানামত প্রচলিত আছে। নৈমিষারণ্য ঋষিগণ এবিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন,—পুরাণেও এই বিভিন্ন মতামত লিখিত আছে। অহুষ্ঠুপাদি ছন্দে এ বিষয়ে বিবিধ আলোচনা হইয়াছে, অত্যাধি তাহাতে বিজয়লাভের জগ্ন প্রতীক্ষনিতা চলিতেছে। বেদের ‘ব্রহ্মসূত্র’<sup>২</sup>—যাহা জ্ঞান দৃষ্টিতে পবিত্র—তাহাও এ ক্ষেত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে নাই। অত্যা অনেক দূরদর্শী বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আপন আপন বুদ্ধি নিঃশেষ করিয়াছেন; পরন্তু, ইহা এই প্রকার, কি এতবড়, কিম্বা অমূকের সম্পত্তি—নিশ্চিতভাবে কেহই ইহা বুঝিতে পারেন নাই। এখন, ইহার পর, আমি তোমাকে আশ্বস্ত এই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছি।

মহাভূতানুহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্নুখং হৃৎখং সম্ভাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি, এবং দশ ইন্দ্রিয়—আর মন, দশ বিষয়,<sup>১</sup> স্নুখ, হৃৎখ, দ্বেষ, সংঘাত ও ইচ্ছা ; আর, চেতনা ও ধৃতি—এই সকলের ব্যক্ত স্বরূপই ‘ক্ষেত্র’—এ সমস্তই আমি তোমাকে বলিয়াছি। এখন এক এক করিয়া পৃথকভাবে বলিতেছি—মহাভূত কি, বিষয় কাহাকে বলে এবং ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ কি। পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম (আকাশ)—তোমাকে এই মহাতত্ত্বের<sup>২</sup> কথা বলিয়াছি। আর, স্বপ্ন যেমন জাগ্রত দশায় লীন হয়, অথবা, চন্দ্রমা যেমন অমাবস্যায় গুপ্ত হয় ; অথবা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের মধ্যে যেমন তারুণ্য লুকায়িত থাকে, কিংবা, অপ্রস্তুটিত ফুলের কুঁড়ির মধ্যে যেমন সৌরভ অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে ; অধিক কি বলিব ? কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, তেমনি, হে কিরীটি, যাহা প্রকৃতির গর্ভে গুপ্ত হইয়া থাকে ; ( ৮০ ) ( ধাতুগত ) জ্বর যেমন কুপথ্যের জগ্ন ফুটিয়া বাহির হয় এবং শরীরের অন্তর বাহির ব্যাপিয়া পড়ে ; তেমনি, পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া দেহাকার গঠন করিলে যাহা ইহাকে চতুর্দিকে নাচাইয়া বেড়ায়—তাহাই অহঙ্কার।+ এখন যাহাকে বুদ্ধি বলে, তাহা যে-সব লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর”—যদুপাতি ত্রীকল্প বলিলেন। “কামবাসনা বলবতী হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি যখন বিভক্ত হইয়া বিষয়সমূহের মধ্যে প্রবেশ করে ; এবং স্নুখ-হৃৎখের বস্তায় জীব যখন লুটোপটি খাইয়া ভালমন্দের বিবেচনা করে, তখন যাহা দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে ; ইহা স্নুখ, ইহা হৃৎখ, ইহা পুণ্য, ইহা পাপ, ইহা অন্তি, ইহা শুদ্ধ—এইভাবে যাহা ইহাদের মধ্যে তারতম্য বুঝাইয়া দেয় ; যাহার সাহায্যে উত্তম অধম, ছোট বড়, বুঝিতে পারা যায়, যাহার দৃষ্টিদ্বারা জীব বিষয়সমূহ পরখ করে ; যাহা জ্ঞানতেজের ( বুদ্ধি )<sup>৩</sup> উৎকর্ষ, সত্ত্বগুণের ভাণ্ডার,<sup>৪</sup>—যাহা আত্মা ও

১ ইন্দ্রিয়ের ;

২ পাঁচ মহাভূতের ; মহাভূতের ;

+ “এই অহঙ্কার এমন বিচিত্র যে ইহা নির্বোধকে বিশেষ কষ্ট দেয় না কিন্তু বুদ্ধিমানকে গলা ধরিয়া নানা সঙ্কটে নাচার”—পাঠান্তরে এখানে একজন অন্ত একটি গুণী পাণ্ডা যায়।

৩ আদিকরণ ;

৪ বুদ্ধি ; বুদ্ধি ;

জীবের মধ্যে সৰ্ব্বত্র স্থাপনা করে; হে অৰ্জুন, তাহাকেই পূর্ণভাবে ‘বুদ্ধি’ বলিয়া জানিবে; এখন অব্যক্ত প্রকৃতির লক্ষণ শুন। হে মহামতি, সাংখ্যদর্শনের মতে বাহ্য ‘প্রকৃতি’ তাহাই এখানে অব্যক্ত (মায়ী)। (২০) সাংখ্য-শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের মতানুসারে প্রকৃতির যে দুইটি প্রকারের কথা তোমাকে পূর্বে শুনাইয়াছি (সপ্তম অধ্যায়ে); তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি পরাপ্রকৃতি বা ‘জীবদশা’, হে বীরেশ, তাহাকেই এই পর্ধ্যায়ে ‘অব্যক্ত’ বলা হইয়াছে। রাজি পোহাইলেই যেমন নক্ষত্রগুলি আকাশে লুপ্ত হয়, কিম্বা, দিনান্তে যেমন প্রাণিমাত্রেরই কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়; দেহান্তে যেমন দেহাদির সমস্ত উপাধি (বিকার) সমূহ কৃতকর্মের মধ্যে বিলীন হয়; বৃক্ষের সমস্ত সত্তা যেমন বীজের আকারের মধ্যে নিহিত থাকে, কিম্বা, তদ্ভদশা যেমন বজ্ররূপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে; তেমনি সমস্ত স্থূলধর্ম ত্যাগ করিয়া মহাভূত ও যাবতীয় ভূতসৃষ্টি সূক্ষ্মরূপে বাহার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়; হে অৰ্জুন, তাহারি নাম ‘অব্যক্ত’, জানিবে;—এখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সমস্ত ভেদের কথা শ্রবণ কর। শ্রবণ, নয়ন, স্বক, ভ্রাণ ও রসনা—ইহায়াই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, জানিবে; এই পাঁচটি তত্ত্ব একত্র হইলে, ইহাদের দ্বারা ই বুদ্ধি স্মৃতিঃখের বিচার করে। ইহা ব্যতীত, বাক, হস্ত, পদ, গুহদ্বার ও শিখা—এই অগ্র পাঁচটি প্রকার আছে; (১০০) ইহাদের কর্মেন্দ্রিয় বলে, জানিবে”—কৈবল্যপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—“শুন; প্রাণের স্ত্রী—বাহ্য শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশক্তিরূপে অবস্থান করে,—তাহা এই পাঁচটি দ্বার দ্বারা ই যাতায়াত করে। এই দশটি ইন্দ্রিয়ের কথা তোমাকে বলিলাম”—ভগবান বলিলেন—“এখন ‘মন’ কি তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শুন। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যসন্ধিস্থলে থাকিয়া, এবং রজোগুণের স্বন্ধে চাপিয়া মন চঞ্চলভাবে খেলা করে (চমকায়)। আকাশের নীল বৎ বা যুগতৃক্ষিকার লহরী যেমন বুধাই ভাসমান হয়, মনও তেমনি অসার। আর, শুক্র ও শোণিতের মিলনে যে পঞ্চভূতের রচনা আকার প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে দশবিধ বায়ুতত্ত্ব মিলিয়া এক হয়। এই দশবিধ বায়ু দেহধর্মের বলাহুসারে দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। তাহাদের অঙ্গে একপ্রকার অবিমিশ্র চঞ্চলতা থাকায় তাহারা রজোগুণের বল প্রাপ্ত হয়। এই চঞ্চলতা বুদ্ধির বাহিরে, পরন্তু অহঙ্কারের সীমার উপর অর্থাৎ বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মধ্যবর্তী প্রদেশে প্রবল হয়। ইহাকে বুধাই এই নাম (মন) দেওয়া হয়; বাস্তবিক

পক্ষে, ইহা কেবল কল্পনারই মূর্তি ; ইহার সংযোগে বস্তু ( ব্রহ্মবস্তু ) জীবনশা প্রাপ্ত হন । ( ১১০ ) ইহা প্রবৃত্তির মূল; ইহা দ্বারাই কামনা বাসনা প্রবল হয় ( ‘কামনা বাসনাই ইহার বল’ ), ইহা নিরন্তর অহংকারকে উত্তেজিত করে ; ইচ্ছাসমূহকে বর্দ্ধিত করে, আশাকে প্রবল করে ( চড়ায় ) জগতের পশ্চাতে লাগিয়া থাকে ।’ ইহা দ্বৈততাবের সৃষ্টি করে, অবিচার ( অজ্ঞানের ) বল বাড়ায় এবং ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়ভোগে নিয়োজিত করে । সঙ্কলিতঃ সৃষ্টি রচনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিকল্পে তাহা নষ্ট করে, ইহা মনোরথের সৃষ্টাশ্রয় সত্ত্ব রচনা করিয়া পুনরায় তাহা ভাঙ্গিয়া দেয় । ইহা ভ্রমের আগার এবং বাস্তবত্বের সার,—ইহা বুদ্ধির দ্বার বন্ধ করিয়া দেয় । হে অর্জুন, ইহাকেই ‘মন’ বলে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ; এখন বিষয়ের নামভেদের কথা শ্রবণ কর । স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ের এই পঞ্চবিধ প্রকার । হরিং তৃণরাজি দেখিয়া পশু যেমন বিহ্বল হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়, তেমনি ঐ পাঁচটি দ্বার দিয়া জ্ঞান বাহিরে ছুটাইয়া দেয় । স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ ও বিসর্গ ( ইহার উচ্চারণ ), কোনও বস্তুকে গ্রহণ কি বর্জন করা, চলাচল করা ও মলমুত্র ত্যাগ করা ;—ইহা বাই কর্মেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, ইহাদের মঞ্চ বাঁধিয়া তাহার মাধ্যমেই ( আধারে ) ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় । ( ১২০ ) জীবনশরীরে ইহা বাই দশবিধ বিষয় ; এখন তোমাকে ইচ্ছার কথা বলিতেছি । বিগত ঘটনা স্মরণে আসিলে, বা ( ইহার সম্বন্ধে ) কোনও কথা কানে আসিলে যে ( বৃত্তি ) ভাবনা উদ্ভিত হয় ; ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইলেই বাহ্য কামের হাত ধরিয়া বেগে উঠিয়া দাঁড়ায়—বাহ্য উঠিলেই মন ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি নিষিদ্ধপথে মুখ ঢোকায় ( প্রবেশ করে ) ; যে বৃত্তির প্রভাবে বুদ্ধি পাগলের মত হইয়া যায়, এবং বিষয় বাহার অত্যন্ত প্রিয়,— তাহাই ‘ইচ্ছা’ । আর, ইচ্ছামূলে ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিষয়ভোগ করিতে না পায়, তবে যে দাবার দান পড়ে ( যে মনের বিকার উৎপন্ন হয় ) তাহাকে ‘ষেষ’ বলে । এখন ‘স্বখ’ কাহাকে বলে শুন ; বাহ্য প্রাপ্ত হইলে জীব অল্প সব বিষয় তুলিয়া যায়—বাহ্য কামনোবাক্যে আপন শপথ দিয়া দেহশুভির আশ্রয় নাশ করে ; বাহ্য প্রাপ্ত হইলে প্রাণ পঙ্ক হয়, কিন্তু সাত্বিকতাবের

বিশ্ববুদ্ধি হয় ; বাহ্য সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দমন করিয়া হৃদয়ের কন্ডরে শান্ত-  
ভাবে ঘুম পাড়াইয়া দেয় ; ( ১৩০ ) অধিক কি বলিব ? যে অবস্থায় জীবের  
আত্মস্বরূপ লাভ হয় তাহাকেই ‘স্থ’ বলে। আর, হে পার্থ, যে অবস্থায়  
এই স্থিতির অভাব ঘটে, তাহাকেই পূর্ণরূপে ‘দুঃখ’ বলিয়া জানিবে। মনোরথঃ  
ভবেই দুঃখ হয়, আর মনোরথসিদ্ধি হইলেই দুঃখ যায় ( অর্থাৎ স্থ হয় )—  
স্থদুঃখের এই দুটি ‘উপায়’ ( কারণ )। এখন, হে পাণ্ডুহুত, এই দেহে যে  
অঙ্গ ও সাক্ষীভূত ( উদাসীন ) চৈতন্তের ( ব্রহ্মের ) সত্তা অবস্থান করে,  
তাহারই নাম চেতনা ; ইহা জীবশরীরে নথ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সর্বত্র  
সমানভাবে সতত জাগ্রত আছে,<sup>১</sup> এবং জাগৃতি আদি তিন অবস্থাতেই  
অখণ্ডভাবে বর্তমান। এই চেতনাই জীবদেহে ‘মন’ ‘বুদ্ধি’ আদিকে সঙ্গী সজীব  
রাখে,—এই চেতনাই প্রকৃতিরূপী বনের অয়ং বনস্তলস্বী। জড় ও চেতন পদার্থে  
অংশভেদে ( অর্থাৎ কোথায়ও কম, কোথায়ও বেশী ) সর্বদা সঞ্চারিত,—  
ইহাই চেতনা—ইহাতে বিন্দুমাত্র অসত্য নাই। রাজা দৈত্যদলের প্রত্যেককে  
না জানিলেও, তাঁহার আজ্ঞা যেমন শত্রুসৈন্যদলকে পরাজিত করে, কিম্বা,  
পূর্ণচন্দ্রদর্শনেই যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসে ; অথবা চুষক যেমন কাছে  
আসিলেই লৌহকে ‘সচেতন’ ( পরিচালিত ) করে ; কিম্বা, সূর্য্যোদয় হইলেই  
যেমন জীবলোক স্ব স্ব কর্ণে নিযুক্ত হয় ; মুখে মুখ না লাগাইয়াই যেমন  
মাতাকল্প ( কুর্মী ) শিশু কল্পের দিকে নিরীক্ষণ করিয়াই তাহাদের  
পোষণ করে ; ( ১৪০ ) হে পার্থ, এইভাবে চেতনা আত্মার সংযোগে এই শরীরে  
 থাকিয়া জড় পদার্থকে সজীব করে। হে অর্জুন, চেতনার কথা বলা হইল,  
এখন ধৃতির ( বিচার ) বর্ণনা<sup>২</sup> শুন। এই পঞ্চমহাভূততত্ত্ব স্পষ্টই পরস্পর  
বৈরভাবাপন্ন ; জল কি পৃথ্বী ( মাটি )-কে নাশ করে না ? তেজ ( অগ্নি )  
জলকে শুকাইয়া দেয়, বায়ু অগ্নিকে নির্ঝাপিত করে ( ‘তেজ বায়ুর সহিত যুদ্ধ  
করে’ ), এবং আকাশ সহজে বায়ুকে ভক্ষণ করে ; তেমনি, আকাশ কখনও  
অগ্নি তত্ত্বের সহিত মিলিত হয় না,—অঞ্চ সর্বভূতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন

§ “মনোরথ থাকিলে স্থ হয় না, মনোরথের ( সঙ্কল্পবিকল্পের ) নাশ হইলেই স্থ অসংসিদ্ধ  
হয়”—“মনে সংকল্পবিকল্প থাকিলে স্থ হয় না, অগ্নিধার সিদ্ধ হয়”—প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের  
এইরূপ পাঠান্তর আছে।

১ আছে ;

২ ভেদ ;



স্বাভাব্য রক্ষা করে। এইভাবে, পরস্পর বিরোধী হইয়াও এই পঞ্চমহাভূত জীবদেহে একত্রে অবস্থান করে; স্বশ্বের বাদামুবাদ ত্যাগ করিয়া একত্রে বাস করে, এবং নিজ নিজ গুণের দ্বারা পরস্পরকে পোষণ করে। যে ধৈর্যের দ্বারা এই মৈত্রী\* স্থাপিত ও রক্ষিত হয়, তাহাকেই 'স্থিতি' বলে। হে পাণ্ডব, জীবের সহিত যে ছত্রিশটি তত্ত্বের মিলন হয়, উহাকেই এই প্রসঙ্গে 'সংঘাত' বলিয়া জানিবে। আমি তোমাকে এইপ্রকার ছত্রিশটি তত্ত্বের ভেদ (লক্ষণ) বিশদভাবে বলিলাম, ইহাদের একত্রীভূত তত্ত্ব "ক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ। (১৫০) হে পাণ্ডব, রথের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে একত্র করিলে তাহাকে 'রথ' বলে, উল্ল ও নিম্নভাগের অবয়বসমূহকে একত্র করিলে তাহাকেই 'দেহ' আখ্যা দেওয়া হয়। হস্তী<sup>১</sup> ইত্যাদি চতুরঙ্গ\* মিলিয়া যেমন 'সেনা' তৈয়ারী হয়, অক্ষর-সমূহের সম্মেলনকে 'বাক্য' বলা হয়; মেঘপুঞ্জকে যেমন 'অব্র' ('আভালা'), সমস্ত লোকসমূহকে যেমন 'জগৎ' আখ্যা দেওয়া হয়; কিম্বা, স্নেহ, মৃত্যু ও অগ্নি একস্থানে মিলিত হইয়া জলিয়া উঠিলে যেমন জনগণের পক্ষে 'দীপ' হয়; তেমনি এই ছত্রিশটি তত্ত্ব যেখানে একত্রে মিলিত হয়, সামুদায়িক দৃষ্টিতে তাহাকেই 'ক্ষেত্র' বলা হয়। আর, এই প্রস্তুত-করা পাঞ্চভৌতিক শরীরেই পাপপুণ্যের ফসল উৎপন্ন হয়, এইজন্ত কৌতুকে আমি ইহাকে 'ক্ষেত্র' বলিতেছি। কেহ কেহ ইহাকে 'দেহ' আখ্যা দেয়; পরন্তু, আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই, ইহার অনন্ত নাম। দেব, মনুষ্য, নাগ আদি ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে যে সৃষ্টি হয়, তাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ও কর্মের সংযোগে উৎপন্ন হয়। পরতত্ত্বের (পরব্রহ্মের) এধারে, আর স্থাবর জড়পদার্থের সীমা পর্য্যন্ত, যে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় বা নাশপ্রাপ্ত হয় তাহাই 'ক্ষেত্র'। হে অর্জুন, এই গুণের বিচারের কথা তোমাকে পরে বলিব, এখন জ্ঞানের স্বরূপের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। (১৬০) ক্ষেত্র ও তাহার বিকাষের স্বরূপ তোমাকে সবিস্তারে বলিয়াছি,—অতএব এখন নির্মল (উদার) জ্ঞান কি তাহাই শুন; যে জ্ঞানলাভের জন্ত যোগিগণ স্বর্গের বন্ধুর পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া আকাশকে গিলিয়া ফেলেন; ঋদ্ধি-সিদ্ধির মোহে না পড়িয়া যোগের

১ পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের মিলন;

২ কিম্বা, চতুরঙ্গ সেনার মিলন;

\* (হস্তী, অব, রথ, পদাতিক);

কঠিন ও দুর্গম সাধনপন্থা হেলায় আচরণ করেন ; তপোক্রমের দুর্গ অতিক্রম করিয়া যান, কোটি যজ্ঞের ফল উপেক্ষা করিয়া কৰ্মকাণ্ডের উলটপালট করিয়া দেন ; নানা উপাসনামার্গ অবলম্বন করিয়া কেহ সম্পূর্ণ নয় দেখে অবস্থান করেন, কেহবা সূক্ষ্মতার স্বপ্নে প্রবেশ করেন । এইভাবে যে জ্ঞান-লাভের জন্ত মুনীশ্বরগণের তীব্র ইচ্ছা বেদরূপী বৃক্ষের পত্রে পত্রে বিচরণ করে ( বেদোক্ত সমস্ত পন্থাই অমূল্যরূপে করে ) ; যে পাণ্ডব, গুরুর সেবা করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি হইবে, এই বুদ্ধিতে সীমস্ত জন্ম গুরুসেবায় অতিবাহিত করেন ; যে জ্ঞান-প্রাপ্তি হইলে অবিচার ( অজ্ঞানের ) নাশ হয়, এবং জীবের আত্মার সহিত ঐক্য স্থাপিত হয় ; যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির উদ্দাম আক্রমণ নষ্ট করে ( ‘পা ভাঙ্গিয়া দেয়’ ), এবং মনের দৈন্ত্য দূর করে ; যে জ্ঞান-লাভ হইলে দ্বৈতবুদ্ধির অকাল হয় ( নাশ হয় ) এবং সাম্যতাবের স্বকাল উপস্থিত হয় ; (১৭০) ( মদের ) অহঙ্কারের আধার নষ্ট হয়, মহামোহের আবরণ সরিয়া যায়, এবং আপন-পর বোধ নষ্ট হইয়া সর্বভূতে সমত্বভাব আসে ; বাহ্য সংসারকে সমূলে উৎপাটন করে, এবং সঙ্কল্পের পক্ষ ( পাক ) ধোত করিয়া জ্ঞানতেজে অসাধ্য পরমাত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয় ; যে জ্ঞানের প্রকাশ হইলে বুদ্ধির চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং জীব আনন্দসাগরে ( ‘আনন্দের রাশির উপরে’ ) ভাসিতে থাকে ; পবিত্রতার আধার এই জ্ঞান বিষয়াচ্ছন্ন মনকে নির্মল করে ; বাহ্যের সান্নিধ্য আত্মার জীববুদ্ধিরূপ ক্ষয়রোগকে নিরাময় করে এবং আত্মাকে বলবান করে ; যে জ্ঞান নিরূপণের যোগ্য নহে, আমি তাহাই নিরূপণ করিতেছি, শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা ইহার স্বরূপ জ্ঞানিতে পারিবে, বুদ্ধি বিনা সাধারণ চক্ষুদ্বারা ইহা দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু, এই জ্ঞান একবার শরীরে আপন প্রভাব বিস্তার করিলে, ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্রিয়াক্রমে চক্ষুদ্বারাই দৃষ্ট হয় ; যেমন বৃক্ষের সতেজ রূপ দেখিয়া বসন্তের আগমন জানা যায়, তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্রিয়াগুলিই জ্ঞানের বিকাশ সূচিত করে । বৃক্ষের মূলে মাটিতে জল লিক্কন করিলে যেমন ( উপরে ) তাহার ভালপালার বিস্তার লক্ষিত হয় ; কিম্বা, যেমন অঙ্কুরের সতেজ শোভা দেখিয়া ভূমির মার্দব ( বৃহতা বা সিক্ততা ) অনুভূত হয়, অথবা যেমন ফুলীন পুরুষের মহত্ব তাহার

আচার-গৌরবেই ( আচরণেই ) প্রকাশ পায় ; (১৮০) অথবা, আদর সংকারের আয়োজন দেখিয়া ( নিমন্ত্রণকারীর ) স্নেহের পরিমাণ বুঝা যায়, কিম্বা, শাস্ত্র-ভব্য আকৃতিদ্বারা একটি মানুষকে পুণ্যশীল বলিয়া চেনা যায় ; অথবা, যেমন কর্পূরকদলীর সৌগন্ধে কর্পূরের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, কিম্বা কাচের আধারে রক্ষিত দীপ যেমন চতুর্দিকে তাহার দীপশিখার জ্যোতিঃ প্রকাশ করে ; তেমনি হৃদয় জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইলে শরীরে যেসব লক্ষণ বাহিরে প্রকটিত হয়, তাহাই এখন বলিতেছি—উত্তমরূপে মনোযোগ দিয়া শুন ।

অমানিস্বমদস্তিস্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাশ্রুতিনিগ্রহঃ ॥ ৮

কোনও লৌকিক বিষয়ে আসক্তি যাহার রুচিকর মনে হয় না, প্রতিষ্ঠা যাহার কাছে পীড়াদায়ক ( বোঝা হইয়া দাঁড়ায় ) ; যাহার গুণ বর্ণনা করিলে, বা যাহাকে সম্মান করিলে বা যোগ্যতার প্রশংসা করিলে—ব্যাত্র-রুদ্ধ হরিণের গ্রায়, কিম্বা সাঁতার দিয়া পার হইতে গিয়া নদীর ঘূর্ণাবর্তে পতিত মনুষ্যের গ্রায় যিনি বিচলিত হন ; হে পার্থ, সম্মানকে যিনি সঙ্কটের গ্রায় মনে করেন, লৌকিক মহত্ত্ব হইতে যিনি সর্বদা আপনাকে বাঁচাইয়া চলেন ; আপনার সম্মান ( পূজা ) যিনি আপন চক্ষে দেখিতে পারেন না, আপন কীর্ত্তি কানে শুনিতে চান না, লোকে তাঁহাকে ‘এ অমুক’ বলিয়া স্মরণ করিতেছে—ইহাও সহ করিতে পারেন না ; তাঁহাকে আদর সংকার করা তো দূরের কথা, তাঁহাকে কেহ নমস্কার করিলে তিনি যেন মৃত্যুর সম্মুখীন হন ; বৃহস্পতির গ্রায় সর্বজ্ঞ হইলেও, পাছে কেহ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে এই ভয়ে তিনি লোকের সহিত মূর্খের গ্রায় ব্যবহার করেন ; বিজ্ঞার চাতুর্য্য ও মহত্ত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া পাগল সাজিয়া বেড়ান ; লৌকিক বশ তাঁহাকে পীড়া দেয়, শাস্ত্রের বান্ধাশ্রম পরিহার করিয়া তিনি নির্জনে শাস্ত্রভাবে থাকিতে চান ; সংসার তাঁহাকে অবজ্ঞা করুক, স্বজনগণ তাঁহাকে ত্যাগ করুক, ইহাই তাঁহার কাম্য ( মনের ইচ্ছা ) ; নম্রতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শোভা, হীনতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ—বহুপরিমাণে ইহাই তাঁহার ব্যবহার ; তিনি এই আশা করেন, লোকে যেন তাঁহার ব্যবহারে জানিতে না পারে তিনি জীবিত কি মৃত ;

তাঁহার গমনভঙ্গি দেখিয়া লোকের ভ্রম হয় তিনি নিজেকে চলিতেছেন, না বায়ু-দ্বারা চালিত হইতেছেন; ‘আমার অস্তিত্ব লোপ হউক,’ ‘আমার নামরূপ নষ্ট হইয়া যাক,’ ‘প্রাণিমাট্রই আমাকে দেখিয়া যেন ভীত না হয়’;—ইহাই ষাঁহার দেবতার কাছে প্রার্থনা, যিনি সর্বদা একান্তে বাস করিতে চাহেন—বনে বাস করিবার কল্পনাই ষাঁহাকে জীবিত রাখে; বায়ু ষাঁহার সঙ্গী, আকাশের সহিত বাক্যালাপ করিতে যিনি ভালবাসেন, বৃক্ষ ষাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; কিং বহুনা, ষাঁহার মধ্যে এইসব লক্ষণ দেখা যায়, জ্ঞানের সহিত তাঁহার ঐক্য হইয়াছে,’ জানিবে। (২০০) এইসব চিত্তের দ্বারা পুরুষের মধ্যে ‘অমানিত্ব’ আছে জানা যায়; এখন ‘অদন্তিত্বের’ লক্ষণ বলিতেছি। ‘অদন্তিত্ব’ লোভীর মনের স্রায়; লোভী যেমন প্রাণ গেলেও তাহার লুক্কায়িত ধনরাশির সন্ধান প্রকাশ করে না; তেমনি, হে কিরীটি, দম্ভ হইতে নিম্মুক্ত পুরুষ প্রাণসকটে পড়িলেও নিজ-মুখে নিজের স্বকৃতির কথা প্রকাশ করিয়া বলে না। হে অর্জুন, দুই গাভী যেমন স্তনে সঞ্চিত দুগ্ধ ধরিয়া রাখে, কিম্বা পণ্যাক্রম। যেমন আপন বয়সের কথা গোপন করে; বনের মধ্যে পড়িয়া ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন আপন সমৃদ্ধি লুকাইয়া রাখে, কুলবধু যেমন আপন অঙ্গ (অবয়ব) সর্বদা ঢাকিয়া রাখে; অথবা, কুবক যেমন বীজবপন করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া দেয়, তেমনি দম্ভহীন পুরুষও আপনার দানাদি পুণ্যকৃত্য সর্বদা গোপন করিয়া রাখেন। নিজের শরীরসজ্জায় বিমুখ এই ব্যক্তি কখনও লোকরঞ্জে প্রয়াস করেন না, অথবা, স্বধর্মের প্রসিদ্ধির জন্ত চেষ্টা করেন না। পরোপকারের কথা নিজমুখে উচ্চারণ করেন না, স্বোপার্জিত বিজ্ঞার বড়াই করেন না, বা লৌকিক কীর্তির জন্ত সেই বিজ্ঞা কখনও বিক্রয় করেন না; শারীরিক ভোগ বিষয়ে তিনি ক্রপণের স্রায় আচরণ করেন, অথচ, ধর্মকার্যে ব্যয় করিতে তিনি মুক্তহস্ত; তাঁহার গৃহে সর্বত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন, নিজের দেহের অবস্থাও কুশ, পরন্তু দানকর্ম্মে কল্পতরুর সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিবন্ধিতা করেন। (২১০) অধিক কি বলিব? তিনি স্বধর্ম্মাচরণে শ্রেষ্ঠ, সময়মত (দানকর্ম্মে) উদার, অধ্যাত্মচর্চায় সূচতুর, কিন্তু অগ্র সব বিষয়ে পাণ্ডলের

গ্রায় ব্যবহার করেন। কদলীবৃক্ষের অভ্যন্তর হালকা ও অন্তঃসারশূন্য মনে হয়, পরন্তু ইহা গাঢ় রসাল ফল প্রসব করে। মেঘখণ্ডগুলি এত হালকা যে মনে হয় সহজেই বায়ু তাহাদের উড়াইয়া দিবে, পরন্তু, আশ্চর্যের কথা এই যে এই মেঘই প্রচুর জল বর্ষণ করে; তেমনি, তাঁহার পুণ্যকৰ্ম দেখিতে গেলে তৃপ্তি হয়, অথচ লৌকিক বিষয়ে তাঁহাকে দীনহীন দেখায়। আর কি বলিব? এইসব লক্ষণ যাহার মধ্যে বিলম্বিত হয়, জ্ঞান তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, জানিবে। অদম্বিতের কথা বলা হইল; এখন অহিংসার লক্ষণ শুন। বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ আপন আপন মতানুসারে অহিংসার অনেক প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু, এইসব বর্ণনায় মনে হয় যেন একটি বৃক্ষের ডালগুলি কাটিয়া তাহা দ্বারা ঐ বৃক্ষের কাণ্ডের চতুর্দিকে বেড়া দেওয়া হইয়াছে; যেন নিজের হাত কাটিয়া বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষুধা মিটান হইয়াছে, অথবা, দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহা দ্বারা দেউলের অঙ্গন তৈরী করা হইয়াছে। তেমনি, হিংসার দ্বারা অহিংসার সাধনা হয়—ইহাই কৰ্মকাণ্ডে পূর্বমীমাংসা নির্ণয় করিয়াছে। ( ২২০ ) যখন অনাবৃষ্টির উপদ্রবে সারা বিশ্ব পীড়িত হয়, তখন বর্ষার জন্ত নানা যাগযজ্ঞ করা হয়; এই যাগযজ্ঞের মূলে পশুহিংসাই স্পষ্ট দেখা যায়,—ইহাতে অহিংসার নামগন্ধ নাই ( ‘ইহাতে অহিংসার পরিবেশ ভাল ভাবেই দেখা যায়’—অর্থাৎ দেখা যায় না )। শুধু হিংসার বীজ বপন করিলে কি তাহা হইতে অহিংসা আসিবে? পরন্তু, আশ্চর্য্য বৈধী এই যাজ্ঞিকগণের! আর হে পাণ্ডব, সমস্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রও এই পথে চলে, এবং এই কথাই বলে—যে একটি জীবনরক্ষার জন্ত অল্প একটি জীবকে হত্যা করা যায়। রোগগ্রস্ত প্রাণিগণকে ভুগিতে দেখিয়া তাহাদের রোগযাতনা নিবারণের জন্ত চিকিৎসা হইতেছে, তাহা নয়! এই চিকিৎসার জন্ত প্রথমে একটি বনস্পতির মূল খুঁড়িয়া আনা হয়, অল্প একটিকে লম্বলে উৎপাটন করা হয়; একটিকে মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, অল্প একটি বৃক্ষের ছাল তুলিয়া লওয়া হয়,—গর্ভিণী ( ফলফুলশোভিত ) একটিকে ক্ষার দিয়া জাল দেওয়া হয়; হে বীর, অজাতশত্রু বনস্পতির সর্বদা অজ্ঞাঘাতে চিরিয়া রস বাহির করিয়া তাহাকে শুকাইয়া ফেলা হয়। আর, জলম অর্থাৎ

সজীব প্রাণীরও অঙ্গ চিরিয়া তাহার পিত্ত নিকাশন করিয়া তাহা দ্বারা পীড়িত জীবের প্রাণরক্ষা করা হয়। অহো, বাসগৃহ ভাঙ্গিয়া তাহা দ্বারা দেবমন্দির তৈয়ারী করা, গরীব ব্যবসায়ীকে ঠকাইয়া অন্নসত্র খোলা ; ( ২৩০ ) মস্তকে আবরণ দিতে গিয়া শরীরের নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ উল্কা করা, পশ্চাতে ভাঙ্গিয়া সম্মুখে পরিষ্কার করা ; § অথবা, পরিধানের বস্ত্র পুড়াইয়া সেই আগুনে সৈঁক দেওয়া, অথবা হস্তীর অঙ্গ ধোত করিয়া স্নান করান ; চাষের বলদ রিক্রয় করিয়া গোশালা মিথ্যাণ করা, বা, তোতাপাখীর বদলে একটি পিঞ্জর সংগ্রহ করা,—এইসব কার্য বা চেষ্টা হাস্যকর নয় কি ? এক ধর্মসম্প্রদায় জল ছাঁকিয়া পান করেন, কিন্তু জল ছাঁকিবার পীড়নে অনেক জীব মারা যায়। কেহ বা হিংসা করা হইবে এই ভয়ে অন্ন পাক করেন না,—তাহাতেও প্রাণে কষ্ট দেওয়া হয়—ইহাও হিংসা। হে হুম্না অর্জুন, কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই যে হিংসাই অহিংসা,—ইহা তুমি জানিয়া রাখ। আমি যখন প্রথম অহিংসার নাম করি, তখন এই মন্তের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিব, মনে এই ইচ্ছারই স্ফূরণ হইয়াছিল। তবে কি করিয়া স্পষ্টীকরণ করা যায় ? ইহা ভাবিয়াই আমাকে এইসব কথা ( হিংসা ও অহিংসার মধ্যে প্রভেদ ) বলিতে হইল,—তাহাতেই তুমি বুঝিবে—ইহাই আমার অভিপ্রায় ; হে কিরীটি, এইজন্তই এ বিষয়ে এত কথা বলিয়াছি—নতুবা এই বক্রপথে যাইবার কি প্রয়োজন ? আর, হে ধর্মধ্বজ, আপন মত নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্ত প্রাপ্ত মতান্তরের বিচার প্রয়োজন। ( ২৪০ ) ইহাই আমার মত নিরূপণ করিবার রীতি,—এখন আমার যাহা মুখ্য মত তাহাই শুন ; যে অহিংসার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অস্তরে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেই অহিংসার স্বরূপ বর্ণনা করিব। পরন্তু, কাহারও অঙ্গে অহিংসা পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছে কি না তাহা তাহার আচরণের রীতি হইতেই বুঝা যায়—যেমন কষ্টিপাথরে ঘষিলেই সোনার কস বলা যায় ; তেমনি, মনের সহিত জ্ঞানের সংযোগ হইলেই অহিংসার উদয় হয়—ইহা কিভাবে হয়, হে কিরীটি, এখন তাহাই শুন ; তরঙ্গ উল্লঙ্ঘন না করিয়া, লহরী পায়ে না ভাঙ্গিয়া, জলরাপি

কোনওরূপে আন্দোলিত না করিয়া ; শিকারের (মৎশের) উপর দৃষ্টি রাখিয়া, বক যেমন বেগে অথচ সাবধানে জলের মধ্যে পদসঞ্চারণ করে ; অথবা, কমলের অভ্যন্তরে কেশর নষ্ট হইবে এই ভয়ে ভ্রমর যেমন হাফাপায়ে কমলের উপর বসে ; তেমনি, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ভরিয়া আছে জানিয়া, কল্পণাপরবশ হইয়া তাঁহারা সাবধানে পদক্ষেপ করেন (‘কারুণ্য দ্বারা পদব্রত মণ্ডিত করিয়া চলেন’) ; যে পথে চলেন তাহাই কৃপামণ্ডিত হয়, যদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকই স্নেহে (প্রেমে) ভরিয়া যায়, আপনার জীবন অগ্র জীবের পদতলে বিছাইয়া দেন (অগ্র জীবের রক্ষার জন্য নিজের জীবন দান করিতে প্রস্তুত থাকেন) ; হে অর্জুন, এইরূপ দয়াপরবশ হইয়া সাবধানে যিনি চলেন, তাঁহার অহিংসার ভাব ভাষাধারা প্রকাশ করা যায় না, পরন্তু, মন কি ভরিয়া যায় না ? (২৫০) বিড়ালী যেমন প্রেমজ্বরে (সন্তর্পণে) শাবককে মুখে ধরে, যাহাতে শিশুর কোমল অঙ্গে তাহার দাঁত বসে না ; স্নেহময়ী মাতা যেমন তাঁহার শিশুটির আগমন প্রতীক্ষা করেন, এবং তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর কোমলতাপূর্ণ হয় ; অথবা, দোলায়মান কমলদলের সংস্পর্শে ‘আসিয়া’ বায়ু যেমন অক্ষিগোলকের পক্ষে স্খলিত হয় ; তেমনি, (অহিংসার প্রতিমূর্তি) এই মহাপুরুষের কোমলতাপূর্ণ পদস্পর্শ দেখানে লাগে, সেখানে জীবমাত্রই স্খলী হয়। হে পাণ্ডুসুত, যুহুপদক্ষেপে তিনি যখন পথে চলিতে থাকেন, কৃমিকীটাদি জীব সম্মুখে পড়িলে তিনি ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া যান ; বলেন—তাঁহার পদক্ষেপের শব্দে স্বামীজীর (ঐ জীবের) নিদ্রাভঙ্গ হইবে, এবং তাহার শাস্তির ব্যাঘাত হইবে ; এই চিন্তায়, দয়াপরবশ হইয়া তিনি পশ্চাদ্গমন হন,—কোনও প্রাণীকেই তিনি মাড়াইতে চাহেন না। জীবের নামে (জীবের নাশ হইবে এই ভয়ে) তিনি তৃণ পর্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া যান না,—না বুঝিয়া তাহাকে মাড়াইয়া বাইবেন—ইহা কি সম্ভব ? পিপীলিকা যেমন মেরুপর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না ; মশক যেমন সিঁদু পার হইতে পারে না, তেমনি তিনি পথে কোনও প্রাণীকে দেখিলে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। বাঁহার প্রতি পদক্ষেপ এমননি কৃপায় পরিপূর্ণ, (‘বাঁহার চলনক্রিয়া এইরূপ ফল প্রসব করে’<sup>১</sup>)

তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী দয়ার জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপ—দেখিবে ; (২৬০) তাঁহার খাসপ্রখাল স্নকুমার, ( কোমলতাপূর্ণ ) তাঁহার মুখশ্রী প্রেমের আধার ; তাঁহার দম্ভবাজি মাধুর্যের অঙ্কুর। স্নেহ আগে আগে করিয়া পড়ে, অঙ্কর তাহার পশ্চাতে চলে, তাহার পরে, ‘কৃপাকে’ সম্মুখে করিয়া শব্দ ( বাক্য ) বাহির হয়। তিনি সাধারণতঃ কোন কথাই বলেন না, ভয়ে ভয়ে যদি কিছু বলেন, তবে চিন্তা করেন তাঁহার বাক্য কি অপরকে আঘাত করিবে ? বলিলে অনেক কথাই বলেন, তবে তাঁহার বাক্য কাহারও মর্মে আঘাত করে না, বা মনে শঙ্কা বা সংশয় উৎপাদন করে না ; কাহারও গঠিত পরিকল্পনা খণ্ডিত করে না, কাহারও মনে ভীতি উৎপন্ন করে না, বা, অকস্মাৎ চমকায় না বা কাহাকেও উপেক্ষা করে না ; কাহারও কোনও মনঃ-পীড়া না হয়, বা, কেহ ( রাগিয়া ) জ্বলন্ত না করে—মনে ইহাই চিন্তা করিয়া অনেক সময় কোনও কথাই বলেন না ; যদি কদাচিৎ কেহ কিছু প্রার্থনা করে, এবং তিনি স্নেহবশতঃ কিছু বলিতে চান, তবে শ্রোতার মনে হয় যেন পিতামাতা কথা বলিতেছেন ; কিম্বা, নাদ-ব্রহ্ম মূর্তিমান হইয়া সম্মুখে উপস্থিত, অথবা ( স্বচ্ছ ) গজাঙ্গল উচ্ছলিত হইতেছে, কিম্বা পতিব্রতা নারী বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সত্য ও কোমল, শীতল এবং রসালঃ বাক্য অমৃত-তরঙ্গের ত্রায় মনে হয়। তর্ক বাহা বিরোধ সৃষ্টি করে, উপহাস, ছলপূর্ণ বা মর্দঙ্গশী বাক্য বাহা অপরের প্রাণে পাপ সঞ্চার করে,† অথবা, মনে সন্তাপ বা দ্রাস উৎপন্ন করে ; (২৭০) আত্মসত্ত্বী, শব্দাভিধ্বরপূর্ণ,³ মর্মভেদী বা কপটবাক্য বাহা আশা বা শঙ্কা উৎপন্ন করে অথবা প্রতারণা করে—এরূপ বাক্য ( ‘বাক্যের অবগুণ’ ) যিনি সযত্নে পরিহার করেন ; আর, হে কিরীটি, তাঁহার দৃষ্টিও তেমনি স্থির⁴ কোমল ( সহজ ) ও ভ্রুকুটাবল্লিত। তিনি সর্বভূতে পরমাত্মার রূপ দর্শন করেন, এবং পাছে কদাচিৎ কাহারও মনে আঘাত দেওয়া হয়—এইজগৎ প্রায়শঃ কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যদি

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“পরিমিত অথচ সবল”; “পরিমিত এবং রসাল”;

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“বিরোধ উত্তেজক বাদানুবাদ বা মর্মভেদী বাক্য বাহা প্রাণে পাপ সঞ্চার করে”; “বাদানুবাদ বাহা বিরোধ সৃষ্টি করে, মর্দঙ্গশী বাক্য বাহা অপরের প্রাণে সন্তাপ উৎপন্ন করে”; “উপরোধ, বাদানুবাদ, ও মর্দঙ্গশী বাক্য বাহা প্রাণে পাপ সঞ্চার করে;”

১ উজ্জ্বলকারী, বিরক্তিকর ; ২ প্রাঞ্জল ,



কোনও সময়ে কৃপাপরবশ হইয়া প্রসন্নমনে চক্ষু উন্মীলন করিয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন—তবে, চন্দ্রবিধ হইতে অমৃতধারা যেমন বাহির হইতে দেখা যায় না, পরন্তু, তাহা চকোরের উদর একেবারে পূর্ণ করে; তেমনি প্রাণিমাত্রেরই হয়—যদি তাহার উপর এই মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি পড়ে; মাতা-কচ্ছপও এইরূপ দৃষ্টি জানে না।<sup>১</sup> কিং বহনা, সর্বভূতে যাহার এই-প্রকার প্রেমময় দৃষ্টি, তাঁহার হস্তও ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করে। ব্রহ্মনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষের মনোরথ যেমন কৃতার্থ (শাস্ত) হইয়া যায়, তেমনি ইহার হস্তও নির্বাণার (নিষ্ক্রিয়) হইয়া থাকে। অক্ষয় ব্যক্তি যদি সংগ্রাস নেয়, নিরীক্ষন অগ্নি যদি নির্বাপিত হয়, মুক যদি মোনব্রত অবলম্বন করে; ইহার হস্তদ্বয়ও তেমনি করণীয় কোনও কর্মের অভাবে অকর্তার (নিষ্ক্রিয় পুরুষের) অঙ্গে স্থির হইয়া থাকে। (২৮০) বায়ুকে ধাক্কা লাগিবে—আকাশে নখাঘাত লাগিবে এই ভয়ে তিনি হাত গুটাইয়া রাখেন (চলিতে দেন না); এই অবস্থায়, অঙ্গে উপবিষ্ট (মক্ষিকাকে) উড়াইবেন, কিম্বা চক্ষুতে প্রবিষ্ট কোনও প্রাণীকে বাহির করিয়া দিবেন, অথবা পশুপক্ষীকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইবেন;—এইরূপ কোনও কার্য্য তিনি করিবেন, ইহা কিরূপে হয়? তিনি নিজহস্তে কখনও যষ্টি বা দণ্ড গ্রহণ করেন না—হে কিরীটি, অস্ত্রের কথা কি বলিবার প্রয়োজন আছে? তিনি কমল লইয়া ক্রীড়া করেন না, পুষ্প-মালা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া ধারণ করেন না—পাছে ইহা ফিঙ্গার\* গায় প্রাণি গণকে ভীত করে (ইহা কাহাকেও আঘাত করে); দেহের রোমাবলি নিম্পিষ্ট হইবে এই ভয়ে নিজ গাত্রে হস্তক্ষেপ করেন না, হাত পায়ের নখ না কাটিয়া তাহা বাড়িতে দেন। যদি (হস্তদ্বারা) কিছু করিবার প্রসঙ্গই উপস্থিত হয়, তবে স্বভাবতঃ<sup>২</sup> উভয় কর যুক্ত হয়; কিম্বা, উর্দ্ধে উঠাইয়া কাহাকেও অভয় দেন, অথবা কেহ পড়িয়া গেলে হস্তদ্বারা তাহাকে উঠান, কিম্বা আর্ন্ত (পীড়িত) ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা যত্ন স্পর্শ করেন। এইসব কার্য্য তিনি আগ্রহের সহিত করেন, পরন্তু, দুঃখার্ন্তের ভয় দূর করিতে তাঁহার যে কোমলতা দেখা যায়, তাহা চন্দ্রকিরণেও পাওয়া যায় না। কোনও পশুকে

১ এইরূপ হয় না;

\* পোকল Sling, কিঙ্গা;

২ অভ্যাসবশতঃ;

যখন গভীর স্নেহে আদর করেন, তখন তাঁহার হস্তের স্পর্শ মলয়বায়ুর স্তায়  
 রুচিকর হয়। তাঁহার হস্তের মৃদু, লঘুস্পর্শ চন্দনবৃক্ষের অঙ্গের স্তায় শীতল,  
 (চন্দনবৃক্ষের স্তায়) কোনও ফল প্রসব না করিলেও নিষ্ফল নহে। (২৯০)  
 অনেক বাগ্জাল হইল; তুমি ইহাই জানিয়া রাখ যে এইসব মহাপুরুষের  
 করতল সজ্জনের শীতল স্বভাবের স্তায়। এখন ইহাদের মনের প্রকৃত বর্ণনা  
 শুন; এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা দ্বারা কি তাঁহাদের মনের বৃত্তির কথা বুঝা  
 যায় না? শাখা কি তরু নহে? জল বিনা কি সাগরের অস্তিত্ব আছে? স্বর্ষ্য  
 কি তাহার তেজ হইতে পৃথক? অবয়ব কি শরীর হইতে পৃথক? রস কি  
 জল হইতে ভিন্ন? সুতরাং এই মহাপুরুষের বাহ্য আচার সম্বন্ধে যাহা কিছু  
 বলিলাম, তাহাই তাঁহার মনের স্বরূপ, জানিবে। জমিতে যে বীজ বপন  
 করা হয়, তাহাই বৃক্ষের রূপে বাহিরে প্রকট হয়,—তেমনি অন্তরের ক্রিয়া  
 বাহ্যে প্রকট হইয়াই প্রকটিত হয়। মনের মধ্যে যদি অহিংসার উদয় না হয়  
 (‘অভাব হয়,’) তবে (ইন্দ্রিয়দ্বারা) বাহিরে কিরূপে প্রকট হইবে?  
 হে কিরীটি, বৃত্তি প্রথমে মনে উদয় হয়, পরে বাক্য, দৃষ্টি ও হস্তদ্বারা বাহিরে  
 প্রকাশিত হয়। মনের অভ্যন্তরে যে ভাব নাই তাহা বাহিরে কিরূপে প্রকট  
 হইবে? বীজ বিনা কি ভূমিতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়? জলের উৎস শুকাইয়া  
 গেলে কি নদীতে প্রবাহ থাকে? জীবের প্রাণ চলিয়া গেলে কি দেহের  
 কোনও ক্রিয়া বর্তমান থাকে? (৩০০) মনের মনস্তত্ত্ব নষ্ট হইয়া গেলে ইন্দ্রিয়-  
 সকল উৎপাটিত হয় (ক্রিয়াশক্তি হারায়)—যেমন সূত্রধার বিনা কাষ্ঠপুত্তলী  
 ব্যর্থ হয়। অতএব, হে পাণ্ডব, মনই ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ব্যাপারের মূল কারণ,  
 ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই মন সব ব্যাপার সম্পন্ন করায়। অন্তঃস্থ মন যখন, যে স্থিতিতে,  
 যে বাসনা লইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি তাহাই বাহিরে ব্যাপাররূপে প্রকট করে।  
 ফুলের কলি যেমন কোশ হইতে আপনার সুগন্ধ ছড়াইয়া (সশব্দে) বাহির  
 হয়, তেমনি মনের মধ্যে অহিংসা অন্ত্যস্ত বাড়িয়া যায় (এবং বাহিরে প্রকট  
 হয়)। § এইজন্ত, তখন ইন্দ্রিয়গুলি অহিংসার (পিণ্ড) রাশিকেই মূলধন

১

§ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“যেমন সুপক্ব ফলের সৌরভ আপনা আপনি বাহিরে ছড়াইয়া  
 পড়ে।”

( সম্পত্তি ) করিয়া তাহাই পূর্ণভাবে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে।<sup>১</sup> সমুদ্র নিবিড়ভাবে ভরিয়া উঠিলে ( সমুদ্রে জোয়ার আসিলে ) যেমন তাহার খাড়িগুলি ও সংলগ্ন তটভূমিও ক্ষারযুক্ত ( লবণাক্ত ) হয়, তেমনি মন স্বসম্পত্তি ( অহিংসা ) দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ভরিয়া দেয়। অনেক বলা হইল। শুক ( পণ্ডিত ) যেমন আবেশভরে বালক ছাত্রের হাত ধরিয়া অক্ষরের সারিগুলি নিজেই লিখিতে থাকেন ; তেমনি, মন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দয়ালুতা অর্থাৎ কৃপার ভাব আনয়ন করিয়া তাহাদের দ্বারা অহিংসার আচরণ করায়। এইজন্ত, হে কীরীটি, ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার যে-সব কথা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা মনের আচরণেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। এইভাবে, যাহার আচরণে দেখা যায় যে তিনি কায়মনোবাক্যে হিংসা ত্যাগ করিয়াছেন ;—( ৩১০ ) তাঁহাকেই জ্ঞানের প্রিয় লতাকুঞ্জ বা মন্দির বলিয়া জানিবে,—শুধু তাহাই নহে, তিনি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। যে অহিংসার কথা কানে শুনা যায় বা যাহা শাস্ত্রগ্রন্থে নিরূপিত ( বর্ণিত ) হইয়াছে,—তাহা যদি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হয়, তবে এইপ্রকার মহাপুরুষকে দর্শন করিলেই হয়।” ( জ্ঞানদেব বলিতেছেন )—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অর্জুনকে বলিলেন ; ইহা এক ( অল্প ) কথাতেই বলা যাইত ; পরন্তু, আমি বিস্তারিতভাবে তাহা বলিয়াছি, এইজন্ত আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আপনারা বলিবেন—হরিৎবর্ণ চারা দেখিয়া গবাদি পশু যেমন পথ তুলিয়া অগ্রসর হয়,—কিহা পক্ষী যেমন বায়ুর বেগের সহিত আকাশে উড়িয়া যায় ; তেমনি প্রমেয় ( সিদ্ধাস্ত ) রূপ বিষয়ের স্ফূর্তিতে<sup>২</sup> আমার রসবৃত্তির ( সরসভাবের ) স্রোত আসিয়াছে, এবং তাহাতে আমার বুদ্ধি স্বল্পপরিমাণে ভাসিয়া গিয়াছে।<sup>৩</sup> তবে এরূপ বলা ঠিক হইবে না ; আমার এই বিস্তারিত বর্ণনার অন্ত কারণ আছে ; বস্তুতঃ অহিংসা শব্দটি তিন অক্ষরে গঠিত। ‘অহিংসা’র ব্যাখ্যা অল্প কথাতেই হইতে পারে, পরন্তু, অহিংসা সম্বন্ধে বহু ( বিভিন্ন ) মতের আলোচনা করিয়াই ইহার অর্থ স্পষ্ট করা যায় ; নতুবা, এইসব প্রচলিত ভিন্ন মতের আলোচনা না করিয়া—( জোর করিয়া একপাশে সরাইয়া, অগ্রাহ্য করিয়া ) যদি নিজের ব্যাখ্যাই শুনাই, তাহা আপনাদের ভাল লাগিবে না। জহরীদের গ্রামে গিয়া কষ্টিপাথর<sup>৪</sup> বাহির করা যাইতে

১ অহিংসাকেই মূলধন করিয়া তাহারই লেনদেন বা ব্যবসা করে ;

২ প্রেমের ক্ষুধা ;

৩ আমার বুদ্ধি স্বল্পে নাই ;

৪ গুড়কী, শালগ্রামশিলা ;

পারে,—কেশরকে কি গুট ( লেগ ) দেওয়ার দরকার হয় ?<sup>১</sup> সেখানে আটার বিক্রয় কম হয় ( অর্থাৎ দরিদ্র পল্লীতে ) সেখানে কর্পূরের স্ফুটনের ইচ্ছা কেন ?<sup>২</sup> ( ৩২০ ) সুতরাং, হে প্রভুগণ, এই সভায় যদি আমি বাক্শটুতার অভিমানে বক্তৃতা করি, সে কথা যুক্তিসম্মত হইবে না ; যদি সাধারণ ও বিশেষ শ্রোতাদের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া সরাসরি একভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়, তবে আপনারা তাহা কানেই শুনিবেন না । কোনও শুদ্ধ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি সংশয়ের আবিলতা থাকিয়া যায়, তবে অবধান পশ্চাদ্গত হয় ( শ্রোতাদের ঐ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য স্থির থাকে না ) । শৈবালে আচ্ছাদিত জলের দিকে কি হংস তাকায় ? কিম্বা, মেঘের আড়ালে চাঁদনী ( চন্দ্রকিরণ ) ঢাকিলে চকোরপক্ষী তাহার দিকে চঞ্চুপুট প্রসারিত করিয়া দেয় না ;<sup>৩</sup> তেমনি, আমার নিরূপণ ( ব্যাখ্যা ) নির্বিশ্বাস না হইলে, আপনারা এদিকে তাকাইবেন না, গ্রন্থের আদর করিবেন না, শুধু তাহাই নহে, ইহা আপনাদের ক্রোধ উৎপাদন করিবে । বিভিন্ন মতের নিরাকরণ না করিলে ‘আক্ষেপের’ ( আপত্তির, সংশয়ের ) নিরসন হইবে না, এবং আমার ব্যাখ্যা আপনাদের গ্রাহ্য হইবে না । আর, হে সন্ত শ্রোতৃবৃন্দ, আমার এই গ্রন্থ প্রতিপাদনের মূখ্য উদ্দেশ্য এই যে আপনারা সদা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন ।§ যদি বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখা যায় আপনারা গীতার্থের আন্তরিক ভক্ত,—ইহা জানিয়াই আমি একচিত্ত হইয়া গীতায় ধ্যান লাগাইয়াছি । আপনারা সর্ব্বদা দিয়াও গীতাকে ধরিয়া থাকিবেন ( ছাড়িতে পারিবেন না ), সুতরাং ইহা একটি গ্রন্থ নহে, ইহা আমার কাছে সত্যই ( বন্ধকী জিনিসের স্থায় ) গচ্ছিত আছে । ( ৩৩০ ) তবে, যদি আপনারা সর্ব্বদা লোভে এই গচ্ছিত বস্তুর অনাদর করেন, তবে গীতা ও আমার একই দশা হইবে । আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই, আপনাদের কৃপাপ্রসাদের প্রার্থী হইয়াই আমি এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত হইয়াছি । আপনাদের স্থায় রসিক শ্রোতাগণের যোগ্য ( রুচিকর, মনঃপূত ) হয়, এইভাবে আমাকে নির্দোষ ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—এইজ্ঞাই আমি বিভিন্ন প্রচলিত

<sup>১</sup> সরস্বতীর ( ‘কাগিরী’ ) স্তুতি করিবার কি দরকার ?    <sup>২</sup> কি আদর ?    <sup>৩</sup> উর্দ্ধে তুলিয়া ধরে না ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ।

য়ত্তের আলোচনা করিয়াছি। এই বিস্তারিত কথনের জন্ত আমি শ্লোকার্থ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সেজন্য আপনারা এই সন্তানতুল্য বালককে ক্ষমা করুন। আর, অগ্নের গ্রাস হইতে কাঁকর বাহিয়া ফেলিতে কিছু সময় লাগে,—তবে তাহা দূষণীয় নহে, কারণ কাঁকররূপ প্রতিবন্ধক সরাইতে হয়। ঠগের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিতে যদি দেবীই হয় তবে কি বালকের মাতা তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবে? না, জীবিত ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া ‘নিমলোন’\* করিবে? পরন্তু, আর কথা বার্ডাইবার প্রয়োজন নাই; আপনারা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহাই পরম লাভ; এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলিলেন তাহাই শুুন। ভগবান বলিলেন—“হে জ্ঞানোত্তমনয়ন (দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন) অর্জুন, এখন অবধান কর, তোমাকে জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বলিতেছি। ঐহ্যার হৃদয়ে আক্রোশশূন্য (দম্ভরহিত বা খেদবর্জিত) ক্ষমা আছে, তাঁহাকেই নিশ্চিতভাবে প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া বুঝিবে। গভীর সরোবরে যেমন কমলিনী, কিংবা ভাগ্যবান পুরুষের গৃহে যেমন সম্পত্তি (ঐশ্বর্য); (৩৪০) তেমনি, হে পার্থ, ঐহ্যার হৃদয়ে ক্ষমা বাড়িতে থাকে, সেই ক্ষমার লক্ষণসমূহ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয় অলঙ্কার যেভাবে (যেমন আনন্দের সহিত) অঙ্গে ধারণ করা হয়, তেমনি ভাবে যিনি ভালমন্দ সমস্ত সহ্য করে; ত্রিবিধ মুখ্য সমস্ত উপদ্রব, অর্থাৎ ত্রিতাপের জ্বালাও ঐহ্যার চিত্তকে বিচলিত করে না; অপেক্ষিত বস্তুপ্রাপ্তি হইলে যে সন্তোষ হয়, অনপেক্ষিত বস্তু (অনিষ্ট) প্রাপ্তি হইলেও তেমনি সমানভাবে যিনি মানিয়া লন; মানাপমান, সুখ ও দুঃখ যিনি সমভাবে সহ্য করেন, নিন্দা ও স্তুতি ঐহ্যার চিত্তের সমতা ভঙ্গ করে না; গ্রীষ্মের তাপ ঐহ্যাকে উত্তপ্ত করে না, শীতে যিনি কাঁপেন না (কষ্ট পান না), কোন প্রসঙ্গই ঐহ্যাকে ভীত করে না; যেক পর্বত যেমন আপন শরীরের ভার বুঝিতে পারে না, যজ্ঞবরাহ যেমন পৃথিবীর ভারকে বোঝা (কষ্টদায়ক) মনে করেন নাই; অথবা, পৃথিবী যেমন চরাচর ভূতগ্রামের ভার অনায়াসে বহন করে, তেমনি নানাপ্রকার (সুখদুঃখ ইত্যাদির) বন্ড প্রাপ্ত হইয়াও ঐহ্যার কষ্ট হয় না (‘ঘাম হয় না’);

\* নিমশাতা ও নুন একত্র করিয়া বালকের মুখের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া কেলিয়া দিলে অন্তত কৃষ্টি হইতে রক্ষা করা যায়;

অসংখ্য নদীর প্রবাহের জলরাশি একত্রিত হইয়া আসিয়া পড়িলে সমুদ্র যেমন আপন বক্ষ (পেট) বিস্তার করিয়া তাহা গ্রহণ করে ;<sup>১</sup> তেমনি, যাহার কাছে এমন কিছুই নাই যাহা সহ্য করা যায় না, এবং যাহা সহ্য করিতে হয় তাহা যাহার স্বরণেও থাকে না ; (৩৫০) অঙ্গে যাহা কিছুই আত্মক না কেন, তাহা আত্মস্বরূপ মনে করিয়া যিনি সহ্য করেন এবং যাহার মনে এই সহন-শীলতার কোনও অভিমান উৎপন্ন হয় না (সহন করা কিছুই আশ্চর্য্য মনে করেন না) ; হে প্রিয়োত্তম, এইপ্রকার অনাক্রোশ (আক্রোশশূন্য, অভিমান-রহিত) ক্রমা যাহার মধ্যে বিরাজমান, তিনিই জ্ঞানের মহিমা বৃদ্ধি করেন, জানিবে। হে পাণ্ডব, তিনিই জ্ঞানের আধার বা উৎস। ‘এখন আর্জ্জবের’ কথা বলিব, শ্রবণ কর। ‘আর্জ্জব’ প্রাণবায়ুর সৌজন্তের দ্বায়—অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের প্রতি প্রাণবায়ু যেমন সৌজন্ত প্রকাশ করে, তেমনি সর্বপ্রাণীর প্রতি অহুকুল ভাব পোষণ করাই ‘আর্জ্জব’। সূর্য্য যেমন লোকের মুখ দেখিয়া (অর্থাৎ প্রিয় বা অপ্রিয় ভেদজ্ঞানে) আলোক বিকিরণ করে না, আকাশ যেমন জগতের সর্বত্র সমভাবে ব্যাপিয়া আছে ; তেমনি যাহার মন সর্বজীবে সমতাভাপন্ন, এবং যাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভেদজ্ঞানরহিত ; জগৎ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান যাহার মনে সমগ্র জগতের সহিত একাত্মবোধ জাগায়, এবং যাহার মনে আপন-পর ভাব নাই ; সর্বপ্রাণীর প্রতি যিনি জলের দ্বায় নিয়গামী (সকলের সহিত অন্যায়সে মিশিয়া যান) এবং কাহারও সম্বন্ধে কি কোনও বিষয়ে চিন্তে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন না ; যাহার মনের ভাব বায়ুর গতির দ্বায় সরল, এবং (শব্দ) সংশয় বা আকাজ্ঞাশূন্য ; যাতার সম্বন্ধে যাইতে শিশুর যেমন কোনও বিচার (শব্দ) নাই, তেমনি লোকের সম্বন্ধে যাহার (মন) মত্ত প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র বিধা হয় না ; (৩৬০) হে ধর্ম্মরূপ, কমল প্রফুল্লিত হইলে যেমন তাহার স্বগন্ধকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তেমনি যাহার মনে কোনও গুণ জ্ঞান থাকে না—(যাহার প্রিয় অপ্রিয় ভেদজ্ঞান নাই) ; একটি বিমুক্ত রত্নের স্বচ্ছতা যেমন রত্নের উপর দৃষ্টি পড়িলেই দেখা যায়, তেমনি যাহার মন ক্রিয়ার অগ্রে ধাবিত হয় (কোনও কার্য্য করিবার পূর্বেই যাহার সরল মনের ভাব প্রকাশিত হয়) ; যিনি

১ আপন বক্ষের মধ্যে গ্রহণ করে ;

আলোচনা (বিচার) করিতে চান না, আতিথেয়তায় অনতিজ্ঞ, সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে যিনি জানেন না ; ষাঁহার দৃষ্টিতে লজ্জিতভাব (কণ্টতা) নাই, বা কোনও পেঁচ নাই (সঙ্কানযুক্ত নহে), কাহার সহিত কি ব্যবহার করিতে হয় তাহা যিনি জানেন না ; ষাঁহার দশ ইন্দ্রিয়, প্রাঞ্জল, নিষ্কপট ও শুদ্ধ (নির্মল) ; ষাঁহার পঞ্চ প্রাণ অষ্ট প্রহর উন্মুক্ত থাকে ; ষাঁহার অন্তঃকরণ অমৃতধারার গ্রায় সরল,—বেশী কি বলিব ? ষাঁহার মধ্যে এইসব লক্ষণ বর্তমান (যিনি এইসব লক্ষণের আশ্রয়) ; হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, তাঁহাকে আর্জ্জবের প্রতিমূর্তি বলিয়া জানিবে, তিনিই জ্ঞানের আধার। 'এখন, হে চতুরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, ইহার পর গুরুভক্তির প্রসঙ্গ (প্রকার) বলিব, অবধান কর। এই গুরুসেবা সমস্ত ভাগ্যের জন্মভূমি, শোকগ্রস্ত জীবকে ব্রহ্মধরুপ প্রাপ্ত করায় ; এই গুরুসেবার কথাই তোমাকে বলিব—তুমি তোমার অবধান একাগ্র কর (একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর) (৩৭০)। সমস্ত জলরূপ সমুদ্রি লইয়া গঙ্গা যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিম্বা ঋতি যেমন (সর্ব সিদ্ধান্ত লইয়া) ব্রহ্মপদে (প্রবিষ্ট) স্থির হয় ; অথবা, সতীন্দ্রী যেমন আপন পঞ্চপ্রাণ একত্র করিয়া সর্ব গুণাগুণসহ প্রিয় পতির পদে অর্পণ করে ; তেমনি, যিনি আপনার সর্বস্ব (সবাহ অন্তঃকরণ) গুরুভক্তিকে অর্পণ করেন, এবং যিনি স্বতঃই গুরুভক্তির গৃহস্বরূপ হইয়া যান ; বিরহিণী পত্নী যেমন সর্বদা পতির চিন্তা করে, তেমনি যিনি সর্বদা গুরুগৃহ যে দেশে অবস্থিত সেই দেশের কথাই চিন্তা করেন ; সেই দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে দ্রুতপদে, সম্মুখে গিয়া সন্মানিত করেন ও 'আমার গৃহে আসুন' বলিয়া আমন্ত্রণ জানান ; প্রকৃত (গুরু) প্রেমে আপনভোলা হইয়া গুরুগৃহের উদ্দেশে কথা বলিতে ভালবাসেন এবং আপন জীবনকে গুরুগৃহের মিরাসদার করিয়া রাখেন ; রজ্জ্ববন্ধ গোবৎসের গ্রায় ষাঁহার দেহ শুধু গুরুর আজ্ঞায় নিজের গ্রামে একলা বাস করে ; যিনি বলিতে থাকেন—'কখন এই বন্ধন টুটিবে ? কখন গুরুজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ?' (বিরহের) প্রতিমূর্ত্ত তাঁহার কাছে একযুগের বেশী বলিয়া মনে হয় ; এই অবস্থায় যদি কেহ গুরুর গ্রাম হইতে উপস্থিত হয়, কিম্বা গুরু স্বয়ং কাহাকেও তাহার কাছে প্রেরণ করেন, তখন গতায়-লোক যেন আয়ু লাভ করিল—এইরূপ ষাঁহার মনে হয় ; কিম্বা যেন শুধু বীজের অঙ্কুরে অমৃতবর্ষণ হইল, কিম্বা জলশূন্য সরোবরের মৎস্ত সমুদ্রে গিয়া

পড়িল; ( ৩৮০ ) অথবা, যেন দরিদ্রের গুণধন লাভ হইল, কিবা অন্ধ চক্ষুমান হইল, কিবা ভিক্ষুক ইন্দ্রপদ লাভ করিল; তেমনি, যিনি গুরুকুলের নাম শুনিলেই মহাত্ম্যে এমন ক্ষীত হইয়া উঠেন, যে কোটিগুণ বর্দ্ধিত আকাশের মধ্যেও তাঁহার স্থান হয় না; গুরুকুলে বাহার এমন ভক্তি দেখিবে, তাঁহাকে জ্ঞান স্বয়ং সেবা করিতেছে জানিবে। আর, অন্তঃকরণে প্রেমের আতিশয্যে যিনি শ্রীগুরুর মূর্তি ধ্যানযোগে উপাসনা করেন; শুদ্ধ হৃদয়ের প্রাধনে আরাধ্য দেবতাকে অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া যিনি সর্বভাবে তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া যান; ( চৈতন্য ) জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত আনন্দ-রূপ মন্দিরে শ্রীগুরুদেবের মূর্তি স্থাপন করিয়া ধ্যানরূপ অমৃতের দ্বারায় তাঁহাকে অভিষেক করেন; বোধরূপ ( ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ) সূর্য্যোদয় হইলে, বুদ্ধিরূপ ডালায় সাত্ত্বিক ভাবসমূহের দ্বারা পূর্ণ করিয়া শঙ্কররূপ গুরুদেবকে অর্ঘ্যদান করিয়া লক্ষপূজা করেন; দিবসে তিনবার ( সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় ) জীব-ভাবের ধূপ জ্বালাইয়া জ্ঞানের দীপ দ্বারা নিরন্তর গুরুদেবের আরতি করেন; সময়সের ( গুরুর সহিত ঐক্যভাবের ) নৈবেদ্য নিরন্তর গুরুকে অর্পণ করিতে থাকেন, এবং পূজারী হইয়া গুরুদেবের মূর্তিকে পূজা করেন। অথবা, কখনও তাঁহার বুদ্ধি জীবের শস্যায় গুরুকে পতিরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার সঙ্গসুখভব করে, এবং প্রেমানন্দে মগ্ন হয়। ( ৩৯০ ) কোনও এক সময়ে তাঁহার অন্তর গুরুর প্রতি অহুসারে ভরিলে তাহাকে স্বীরসমুদ্রের জায় অহুভব করেন; সেখানে ( সেই অহুসারসমুদ্রে ) ধ্যানের বহুস্বরূপ নির্মল শেষশয়নে যেন গুরুদেব শেষশায়ী ভগবান নারায়ণের মূর্তিতে শয়ন করিয়া আছেন; নিজেই যেন লক্ষ্মীর জায় তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত, নিজেই গরুড়রূপে ( পদতলে ) দণ্ডায়মান; কখনও আপনাকে নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাস্বরূপে কল্পনা করেন,—এইরূপে গুরুমূর্তির প্রেমে অন্তরে ধ্যানস্থ অহুভব করেন। কোনও এক সময়ে গুরুকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহার অঙ্গে শয়ন করিয়া স্তম্ভপান-রূপ কল্লিত সুখ উপভোগ করেন। অথবা, হে কিরীটি, চৈতন্য ( জ্ঞান ) রূপ বৃক্ষের তলায় ( ছায়ায় ) গুরুদেবকে গোমাতাশ্বরূপ কল্পনা করিয়া নিজে তাহার বৎস হইয়া যান। কোনও এক সময়ে মনে হয় গুরুদেবের কৃপাস্নেহ-রূপ সলিলে তিনি মৎস্ত হইয়াছেন। কিবা, গুরু অমৃতের<sup>১</sup> বর্ষণ, এবং তিনি

<sup>১</sup> কৃপাস্নেহের;



নিজে ( গুরুত্বপায়িতসিক্ত ) কোমল' চারা—এইরূপ নানা সঙ্গীত তাঁহার মনে উৎপন্ন হয়। তাঁহার প্রেম এমনই 'অশার' ( অন্তরীণ ) যে ( কখনও কল্পনা করেন যে ) তিনি একটি ক্ষুদ্র চক্ষুপক্ষহীন পক্ষিশাবক ; গুরুকে পক্ষীগুরুরূপে কল্পনা করিয়া, তিনি যেন তাহার চক্ষু হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন ; কিবা, গুরুদেব জলের মধ্যে নৌকা এবং তিনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। (৪০০) সমুদ্রে জোয়ার আসিলে যেমন একটির পর একটি তরঙ্গ আসিতে থাকে, তেমনি প্রেমের আধিক্যে ধানোপাসনায় একটির পর একটি ধ্যান উৎপন্ন হয়। আর কত বলা যায় ? এইভাবে গুরুর মূর্তি অন্তরে উপভোগ করেন ; এখন বাহ্য সেবার কথা শুন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া বলেন—‘আমি এমন উত্তম সেবা করিব, যে গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিবেন—“বর প্রার্থনা কর” ; আমার এইপ্রকার আন্তরিক সেবায় গুরুদেব প্রসন্ন হইলে আমি এইভাবে প্রার্থনা করিব ; বলিব—হে দেব, আপনার পরিবারের সেবকবৃন্দ যে যেখানে কাজ করে, একা আমাকেই তাহাদের সমস্ত কাজে লাগাইয়া দিন ; আর, হে প্রভু, আপনার মন্দিরে ( গৃহে ) যেসব উপকরণ ( উপভোগের সামগ্রী ) আছে আমাকে সেইসব উপকরণরূপে পরিণত করুন ; এইপ্রকার বর প্রার্থনা করিলে ত্রিগুরু প্রসন্ন হইয়া বলিবেন ‘তথাস্তু,’ তখন আমি তাঁহার সমগ্র সেবকমণ্ডলী হইয়া যাইব ; আমি একাই তাঁহার সেবার সমস্ত উপকরণ হইয়া যাইব,—তখন আমার গুরুসেবার চমৎকার রূপ দেখা যাইবে ; ত্রিগুরু সমস্ত শিষ্যেরই মাতাম্বররূপ, পরন্তু গুরুর রূপায় আমি তাঁহাকে এমনভাবে ধরিব যে তিনি একা আমারি মাতা হইয়া যাইবেন। তাঁহার প্রেম এমনভাবে আকর্ষণ করিব যে তিনি একপত্নীব্রত গ্রহণ করিবেন এবং ক্ষেত্রসংস্থাপনব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা করিবেন ( অর্থাৎ তাঁহার প্রেম আমাতেই স্থির হইয়া থাকিবে ) ( ৪১০ )। বায়ু যেমন ( চারিদিশা ) চতুর্দিকের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যায় না, তেমনি আমিও নিজে গুরুত্বপায়িত পিঙ্গর হইব। গুরুসেবারূপী স্বামিনীকে আমি আপনার সমস্ত সঙ্গুণ দ্বারা বিভূষিত করিব, শুধু ইহাই নহে,—আমি গুরুভক্তির একমাত্র আচ্ছাদন হইয়া থাকিব। গুরুপ্রসাদের করুণাধারা যখন বর্ষণ করিবে, তখন নীচে আমিই পৃথিবী হইয়া তাহা ধারণ করিব’ ;—এইরূপে তিনি আপন হৃদয়ে

অসংখ্য কল্পনার মনোরথ সৃষ্টি করিতে থাকেন ; আরও বলেন,—‘আমি শ্রীগুরুর গৃহ হইয়া যাইব, এবং তথায় দাস হইয়া তাঁহার সেবা করিব ; যাইবার আসিবার সময় দয়ালু গুরুদেব যে গৃহঘর পার হইয়া যান আমি সেই দ্বারের পৈঠা হইব, এবং দ্বারে দ্বারপাল হইয়া থাকিব ; আমি তাঁহার পাছুকা হইব এবং আমিই তাঁহাকে সেই পাছুকা পরাইব, আমি তাঁহার ছত্র হইব, এবং ছত্রধারীও হইব ; চোপদার হইয়া পথের উচ্চনীচ ভূমি দেখাইব, তাঁহার হাত ধরিয়া চলিব,—স্বামীর অগ্রে বস্তু হইয়া থাকিব ( যাহা কিছু বলিবার আমিই বলিব ) ; আমি পানদান হইয়া সেবা করিব, পিকদানীও আমি হইব, তাঁহার স্নানের সমস্ত কার্য্য করিয়া সেবা করিব ; গুরুদেবের আসন, অলঙ্কার, বস্ত্র ও চন্দনাদি উপচার আমিই হইব ; স্পৃহকার হইয়া তাঁহাকে অন্ন পরিবেশন করিব, এবং আপন আত্মার দ্বারা শ্রীগুরুর আরতি করিব ; ( ৪২০ ) গুরুদেব যখন ভোজন করিবেন আমি তখন এক পংক্তিতে বসিব, এবং পংক্তিও হইব, ভোজন শেষ হইলে সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে পান দিব ; তাঁহার উচ্ছিষ্ট আমিই সরাইব, তাঁহার শয্যা আমিই পাড়িব এবং তাঁহার পদসেবা আমিই করিব ; আমি সিংহাসন হইব, যাহার উপর শ্রীগুরু আরোহণ করিবেন,—এইভাবে গুরুসেবায় উৎকর্ষ লাভ করিব ; যেসব বিষয় শ্রীগুরুদেবের মন আকর্ষণ করিবে, আমি সেইসব চমৎকার বিষয় হইয়া যাইব ; তাঁহার শ্রবণের অঙ্গনে আমিই অসংখ্য ( অকোহিণী ) শব্দ হইয়া যাইব, এবং যে যে স্থানে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ ( ঘর্ষণ ) করিবে আমি সেই সেই স্থানে তাঁহার স্পর্শজ্ঞান হইয়া যাইব ; যে যে বস্তুর প্রতি শ্রীগুরুদেব স্নেহ দৃষ্টিপাত করিবেন, আমি সেই-সকল বস্তুতে পরিণত হইব ; তাঁহার রসনায় যে যে পদার্থ ভাল লাগিবে, আমি নিজেই সেইসব রস ( বস্তু ) হইব স্বগন্ধরূপে তাঁহার ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সেবা করিব ; গুরুসেবার সর্ব বস্তু নিজেই হইয়া সমস্ত গুরুসেবা আপনার মধ্যেই সংগ্রহ করিব’—এইভাবে বাহ্যসেবা সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । ‘যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন এই-ভাবে গুরুর সেবা করিব’—দেহান্তে সেবা করিবার আশ্চর্য্য বুদ্ধি আসিতেছে, ওন ।” ( জানদেব বলিতেছেন ) : “দেহপাতের পর আমি সেই ভূমির স্তুতিকার সহিত আমার দেহভস্ম ( ধূলি ) মিশাইব, যেখানে গুরুদেবের ত্রীচরণ পাড়ায় ; ( ৪৩০ ) আমার দেহের সমস্ত জলীয়ভাগ আমি সেই জলের সহিত

মিশাইব—যে জল আমার স্বামী কোতুকে স্পর্শ করেন ; যে দীপ দ্বারা শ্রীগুরু আরতি করেন, কিম্বা যে দীপ তাঁহার গৃহ আলোকিত করে, সেই দীপের তেজের সহিত আমার শরীরের তেজের অংশ মিশাইব ; তাঁহার ব্যবহারের চামর ও পাখায় আমার প্রাণবায়ু লয় করিব—যাহাতে তাঁহার অঙ্গে ব্যঞ্জন' করিতে পারি ; যে যে স্থানে শ্রীগুরু পরিবারসহ বাস করেন তাহার আকাশ-তত্ত্বের সহিত আমি আমার আকাশের অংশ লীন করিব ; জীবিত বা মৃতাবস্থায় কখনই এই গুরুসেবা ত্যাগ করিব না, এক নিমেষও বৃথা যাইতে দিব না—এইভাবে কোটি কল্প কাটাইয়া দিব।" যাহার মনে ( গুরুসেবার ) এইরূপ উৎকট ইচ্ছা থাকে, এবং যাহার সেবাকার্য্যও তেমনি অপার ( অস্তুহীন ) ; যিনি রাত্রিদিবস, অল্পবহু কিছুই বিচার করেন না, গুরু আজ্ঞা দিলেই তৃত্যের ত্রায় আজ্ঞাপালনে যিনি তৎপর ও প্রফুল্ল ; গুরুসেবার কার্য্য গগনাপেক্ষাও বৃহৎ হইলেও যিনি একাই, এক সময়েই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন ; দেহের গতি যাহার মনের গতিকেও অতিক্রম করে, যাহার কার্য্য মনের সহিত প্রতিযোগিতা করে ; কখনও শ্রীগুরুর খেলার জজ্ঞ ( সামান্ত পরিহাসপ্রসূত ইচ্ছা পূরণ করিতে ) যিনি জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেন ( উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ) ; ( ৪৪০ ) গুরুসেবায় যাহার দেহ ক্ষীণ হয়, গুরুর স্নেহে যাহার অঙ্গ পুষ্ট হয়, এবং যিনি সর্বদা গুরুর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকেন ( আপনাকে গুরু-আজ্ঞার গৃহ বানান ) ; যিনি গুরুকুলেই সকুলীন, গুরুবন্ধু-সৌজতে সৃজন, যিনি গুরুসেবারূপ ব্যগনে নিরন্তর নিযুক্ত ; গুরুসম্প্রদায়-ধর্ম্মই যাহার বর্ণাশ্রম, গুরুচর্চাই<sup>২</sup> যাহার নিত্যকর্ম্ম ; গুরুই যাহার ক্ষেত্র, দেবতা, মাতা ও পিতা, গুরুসেবা ভিন্ন যাহার অস্ত্র কোনও সাধনমার্গ নাই ; শ্রীগুরুর দ্বার যাহার কাছে সর্বস্ব,—সর্বধর্ম্মের সার, যিনি গুরুসেবকগণের সহিত সহোদরের ত্রায় প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন ; যাহার মুখে শুধু গুরুনামের মন্ত্র, গুরুবাক্য ভিন্ন অস্ত্র কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ যিনি হস্তে স্পর্শ করেন না ; গুরুচরণস্পৃষ্ট শীতল পাদোদক যাহার কাছে ত্রৈলোক্যের সকল তীর্থযাত্রার ফল আনয়ন করে ; অকস্মাৎ শ্রীগুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইলে যিনি সমাধিস্থথকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন ; হে কিরীটি, গুরু পথে চলিলে তাঁহার চরণ হইতে যে ধূলিকণা

উঠে, তাহার এককণা যিনি কৈবল্যস্থলের বদলে (মস্তকে) গ্রহণ করিতে উৎসুক ; আর কত বলিব ? বস্তুতঃ গুরুভক্তির পার (সীমা) নাই, ক্রান্তদর্শী (দীর্ঘদর্শী—ত্রিকালজ্ঞ) জানী হইবার ইহাই (গুরুভক্তিই) কারণ । ( ৪৫০ )

ঈশ্বার মনে গুরুভক্তির প্রতি অল্পবাগ হয়, এই বিষয়ে উৎকণ্ঠা হয়, গুরুসেবা ব্যতীত অল্প কিছুই ঈশ্বার ভাল লাগে না ; সেই মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের আধার, তাঁহাতেই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়,—তিনিই দেবতা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই ভক্ত । ইহা নিশ্চিত জানিবে যৈ—এই ভক্তের মধ্যে জ্ঞান মুক্তবার হইয়া যথেষ্ট বাস করে, এবং তাহা এত অধিক যে সমস্ত জগৎ ভরিয়া যায় । এই গুরুসেবা বিষয়ে আমার অন্তরে অভিলাষ প্রবল—সেইজন্তই অযথা (যুক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া) অনেক কথা বলিয়াছি । নতুবা, আমি হস্ত থাকিতেও হস্তহীন, ভজন বিষয়ে অন্ধ, এবং চলনে<sup>১</sup> পঙ্গু হইতেও অধিকতর ‘পঙ্গু’ । গুরুর (মহিমা) বর্ণনায় আমি মুগ্ধ, বৃথা অন্নভোজী ও অলস, পরহস্ত, গুরুর প্রতি নির্মল ও গভীর অল্পবাগে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ । আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি এই কারণেই আমাকে এখানে এত বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইতেছে ।<sup>২</sup> (হে শ্রোতাগণ) আপনারা আমার এই কথার বিস্তার সহ্য করিয়া আমাকে সেবা করিবার অবসর দিন ; এখন এই গ্রন্থার্থের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছি । শ্রোতাগণ, শুধুন, ভূতভারসহিষ্ণু, বিষ্ণুর অবতার<sup>৩</sup> শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ও পার্থ শুনিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“ঈশ্বার শুচিতা এত অধিক দেখা যায় যে অন্ধ এবং মন যেন কর্পূরের দ্বারা গঠিত ; কিংবা ঈশ্বার অন্তর ও বাহির বস্তুগুচ্ছের দ্বারা স্বচ্ছ ; অন্তরে ও বাহিরে যিনি সূর্য্যের দ্বারা তেজস্বী ; যিনি বাহ্য কর্ণের আচরণে শুদ্ধ, অন্তরে জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, এইভাবে যিনি অন্তর্বাহ্য শুচিতা লাভ করিয়াছেন ; বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং মৃত্তিকা ও জল একত্রে ব্যবহার করিয়া ঈশ্বার বাহ্যভক্তি হয় ; বুদ্ধিবলে সবই করা যায়,—যেমন ধূলা দ্বারা দর্পণ স্বচ্ছ করা যায়, বা (মসলা, মিশ্রিত জলে) ভাঁটিতে বস্ত্র ধোত করিয়া দাগ উঠান যায় ; বেশী কি বলিব ? এইভাবে বাহিরে যিনি নির্মল, এবং অন্তরে জ্ঞানদীপ্ত ও শুদ্ধ ; নতুবা, হে পাণ্ডুহৃদ, অন্তর দ্বার শুদ্ধ নহে, বাহ্যকর্ণের আচরণ তাহার পক্ষে শুধু বিভ্রম মাত্র । যতদেহে শৃঙ্গারসজ্জা

করা, বা গর্দভকে তীর্থজলে স্নান করান, বা একটি তিক্ত অলাবুর উপর গুড় মাখান যেমন হয় ; একটি পরিত্যক্ত ( নির্জন ) গৃহকে ভোরগণ্ডার সজ্জিত করা, উপবাসীর সঙ্গে অন্ন লেপন করা, বিধবা স্ত্রীলোকের কপালে কুঙ্কুম সিন্দূর দেওয়া ( একই প্রকার নিফল ) । রং করা শূণ্য কলসের বাহিরের চাকচিক্য যেমন বুঝা,—চিত্রিত ফল বাহা অভ্যন্তরে গোময়পূর্ণ তাহা কি কোনও কাজে লাগে ? ( অন্তর বাহ্যার শুদ্ধ নহে তাহার ) বাহ্য-কর্মের অহুষ্ঠানও তেমনি, মেকী পদার্থের কোনও মূল্য নাই, মদের কলসী গঙ্গাজলে ডুবাইলেও পবিত্র হয় না । ( ৪৭০ ) অতএব, অন্তরে জ্ঞান-লাভ হইলে, বাহ্যশুচিত্তা স্বভাবতঃই ( আপনা হইতেই ) হইবে, শুধু বাহ্যকর্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়—ইহা কি সম্ভব ? এইজন্ত, পুণ্যকর্মের দ্বারা যাহার দেহের বাহ্য মলিনতা উত্তমরূপে ধৌত হইয়াছে, এবং জ্ঞানালোকে যাহার অন্তরের কালিমা দূর হইয়াছে ;—তাঁহার অন্তর্বাহ্য এই ভেদজ্ঞান চলিয়া যায় এবং শুধু নির্মলত্ব থাকে, কিং বহুনা, তাঁহার মধ্যে শুচিতা অবিষ্ঠান করে । তখন স্ফটিকনির্মিত গৃহে দীপশিখা যেমন বাহিরে প্রকাশিত হয়, তেমনি অন্তরের সম্ভাব ( ইন্দ্রিয়দ্বারা ) বাহিরে প্রকটিত হয় । যে বিষয়গুলি সংশয় বা মিথ্যা মনোবিকার উৎপন্ন করে কিম্বা কুকার্য্যে প্ররোচনা দেয় ( দুষ্কৃতির বীজ জঙ্কুরিত করে ) ; সেগুলি, শুনিলে বা তাহার সংস্পর্শে আসিলেও, তাঁহার মনে কোনও রেখাপাত করে না—মেঘের বর্ণে আকাশ যেমন বিকারপ্রাপ্ত হয় না । বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার চিত্ত তজ্জনিত কোনও বিকারের স্পর্শে কলুষিত হয় না । পথে পবিত্রকুলজাতা অথবা নিয়ন্ত্রণের কোনও স্ত্রীলোক দেখিলে যেমন ( জিতেন্দ্রিয় পুরুষের ) কোনও চিন্তাবিকার হয় না, তেমনি বিষয় সর্ব্বদ্বৈত ইহার নিস্পৃহ আচরণ । কিম্বা, একই তরুণাদী ( যুবতী ) স্ত্রীলোক পতিপুত্রকে আলিঙ্গন করে, পরন্তু, পুত্রপ্রেমে যেমন কোনও কামভাবের উদয় হয় না ; তেমনি, হৃদয় শুদ্ধ ও নির্মল হইলে মনে সংকল্প-বিকল্পের ক্ষোভ হয় না, পরন্তু, কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে যিনি সম্যক অবহিত ; ( ৪৮০ ) হীরক যেমন জলে ভিজ্ঞে না, প্রস্তরখণ্ড যেমন জলে সিক্ত হয় না, তেমনি তাঁহার মনোবৃত্তি বিকল্পদ্বারা দূষিত হয় না । হে পার্শ্ব, এইপ্রকার আচরণকেই ‘শুচিতা’ বলে,—এবং যেখানেই ইহা পূর্ণভাবে দেখা যায়, সেখানেই জ্ঞান আছে, জানিবে । আর যে পুরুষের মধ্যে

‘স্থিরতা’ ( স্থৈর্য্য ) গৃহ নির্মাণ করিয়া আছে, তিনিই জ্ঞানের জীবনস্বরূপ ; দেহ আপন খুশিমত বাহ্যকর্ম বাহাই করিয়া বেড়াক না কেন, তাঁহার মনের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় না । গাভী বনে চরিতে গেলে বংশের প্রতি স্নেহ যেমন তাহার সঙ্গে যায় না,—অথবা ( পতির সহিত সহমরণে যাইবার সময় ) সতীর বিলাস-লজ্জা যেমন প্রেম ( কাম ) ভোগ নহে ; কিম্বা, লোভী ( কুপণ ) দূরদেশে গেলেও যেমন তাহার মন সঞ্চিত ধনরাশির উপর পড়িয়া থাকে, তেমনি ইহার দেহ চালিত হইলেও চিত্ত বিচলিত হয় না ; ধাবমান মেঘের সহিত যেমন আকাশ দৌড়ায় না, তারাগণ বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিলেও ঋবনক্ষত্র যেমন তাহাদের সহিত ঘুরে না ; হে ধনুর্দ্ধর, গমনশীল পথিকের সহিত যেমন পথিপার্থস্থ বৃক্ষাদি’ চলিতে থাকে না ; তেমনি, পঞ্চভূতাত্মক শরীরে ( ইন্দ্রিয়ের সহযোগে ) যেসব ব্যাপার হয় তাহাদের বিকারলহরী তাঁহার মনকে বিচলিত করে না ; ঘূর্ণিবাত্যা যেমন পৃথিবীকে নড়াইতে পারে না, তেমনি ( বিষয়েন্দ্রিয়সঞ্জাত ) উপদ্রবের ধাক্কা তাঁহাকে টলাইতে পারে না ; ( ৪২০ ) দৈন্যদুঃখ তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না, ভয় বা শোক তাঁহাকে কম্পিত করে না, দেহের মৃত্যু আসিলেও ভীত হইন না ; বাসনা বা আশার তীব্রতায় কিম্বা বিবিধ রোগের আক্রমণে ( গর্জ্জনে ) তাঁহার সরল চিত্ত মুখ ফিরাইয় না ( বিক্ষুব্ধ হয় না ) ; নিন্দা, অপমান বা দণ্ডের ভীতি, কাম বা লোভের উপদ্রব তাঁহার মনের একটি কেশকেও কুঞ্চিত করে না ( মনকে বিচলিত করে না ) ; আকাশ যদি ভাঙিয়াও পড়ে, পৃথিবী যদি চূর্ণও হয় তথাপি তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিশ্চল থাকে ; ফুলের আঘাতে যেমন হস্তীকে পাশে ফিরান যায় না, তেমনি দুর্ব্বাক্যবাণ তাঁহাকে পথচ্যুত করে না, ( দুঃখকষ্ট দেয় না ) ; ক্ষীরগম্ভীর তরঙ্গ-লহরী যেমন মন্দির পর্ব্বতকে টলাইতে পারে না, দাবানল যেমন আকাশকে জ্বালাইতে অসমর্থ ; তেমনি ( সুখদুঃখের ) উষ্মমালা যতই উঠুক না কেন ( আনাগোনা করুক না কেন ), তাঁহার মনোদর্শে অশান্তি হয় না, ( চিত্তসাম্য নষ্ট হয় না ), কল্লাস্বেও তাঁহার ধৈর্য্য পৃথিবীর ন্যায় অটল থাকে ( আপন সামর্থ্যে অবিচলিত থাকে ) । হে চক্ষুমান অর্জুন, ‘স্থৈর্য্য’ নামে যে বিশেষ গুণের কথা বলিলাম, তাহা এইপ্রকার মানসিক অবস্থা—বুঝিয়া

রাখ। এইরূপ আত্মস্থ দৃঢ় 'স্থৈর্য্য' যে পুরুষের দেহ ও মন জুড়িয়া থাকে, তাঁহাকে জ্ঞানের উন্মুক্ত তাণ্ডার বলিয়া জানিবে। আর, লোভী মনুষ্য যেমন তাহার ঘর, কিম্বা বন্দ্যবোদ্ধা আপন হাতিয়ার, বা কুপণ যেমন তাহার ধন-তাণ্ডারের কথা বিন্মত হয় না ; ( ৫০০ ) মাতা যেমন একমাত্র বালককে সর্বদা রক্ষা করে, কিম্বা মধুমক্ষিকার যেমন মধুর প্রতি অত্যধিক লোভ থাকে ; তেমনি, হে অর্জুন, যিনি মনকে সংযত করেন এবং তাহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারের কাছেও দাঁড়াইতে দেন না ; বলেন—‘কাম (বাসনা) ত্তনিবে, আশারূপ ডাকিনী দেখিবে, তখন মনের মধ্যে ভেদভাব ঢুকিবে।’ বলিষ্ঠ পতি যেমন বহিমুখী ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে সর্বদা ঘরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে, তেমনি তিনি (উদ্ধাম) প্রবৃত্তিকে পাহারা দেন (সংযত করেন) ; জীবনীশক্তি<sup>১</sup> কমিয়া গেলে এবং দেহ ক্ষীণ হইলেও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া তাহাদের দ্বার রুদ্ধ করেন ; মনের মুখ্য দ্বারে, প্রত্যাহারের পাহারার স্থানে, শরীররূপী দুর্গে সম-দমকে দ্বারী নিযুক্ত করিয়া সদা জাগ্রত রাখেন ; মূলধার, নাতী (মণিপুর) ও কর্ণ (বিশুদ্ধ) এই তিন চক্রে (বজ্র, ওড়িয়ান ও জালন্ধর এই) তিনটি ‘বন্ধন’ বসাইয়া যিনি আপনার চিত্তকে ইড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে প্রবেশ করাইয়া দেন ; এবং অন্তঃকরণের সহিত ঐক্যস্থাপনের জগ্ন ধ্যানের দ্বারা বাঁধিয়া সমাধিশব্দায় শয়ন করাইয়া দেন ; § যাহাকে অন্তঃকরণ-নিগ্রহ বলে তাহা ইহাই, জানিবে,—এবং যেখানে ইহা আছে সেখানেই জ্ঞানের প্রকাশ ;<sup>২</sup> যে সাধকের আজ্ঞা তাঁহার মন শিরোধার্য্য করিয়া মানে, তিনি মনুষ্যত্বকায়ে মুক্তিমান জ্ঞান, জানিবে। ( ৫১০ )

ইন্দ্রিয়ার্থেবু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯

আর ধাঁহার মনে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বৈরাগ্যের সমুদ্ভি আছে ;<sup>৩</sup> বমন-করা অন্ন খাইতে যেমন রসনার লাল ঝরে না, যেমন কেহই মৃতদেহ আলিঙ্গন

১ চৈতন্যশক্তি ; সত্তা ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“এবং চৈতন্তের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া বাহার চিত্ত অন্তরে রমণ করে” ; “এবং অন্তরে চিত্ত চৈতন্তের সহিত সমরস হয়” ;

২ বিজয় ;

৩ বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত বা জাগ্রত আছে ;

করিতে অগ্রসর হয় না; যেমন কেহই বিষ খাইতে চাহে না,—বা জলন্ত গৃহে প্রবেশ করে না, অথবা ব্যাঘ্রের গুহায় বাস করিতে যায় না; অথবা ফুটন্ত লৌহরসে যেমন কেহ ঝাঁপ দেয় না, বা অজগরকে উপাধান করে না; তেমনি, হে অৰ্জুন, ষাঁহার বিষয়বার্তা ভাল লাগে না, যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিষয় গ্রহণ করেন না; ষাঁহার মনে বিষয়ভোগের আলাশ ( বিষয়ভোগ সম্বন্ধে উদাসীন ), দেহ অতিক্রম, পরন্তু যমদমের সহিত ( ইন্দ্রিয়নিগ্রহবিষয়ে ) ষাঁহার গভীর ঐক্যবোধ; ষাঁহার মধ্যে সমস্ত তপোব্রত একত্রে সন্মিলিত, এবং, হে পাণ্ডব, লোকালয়ে বাস ষাঁহার কাছে প্রলয়ের ত্রায় মনে হয়; যোগাভ্যাসে ষাঁহার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, ষাঁহার বনবাসই ভাল লাগে, যিনি মল্লযুগসমাজের নাম পর্যন্ত সহন করিতে পারেন না; ঐহিক ভোগ যিনি শরশয্যার ত্রায়, বা পুঞ্জের পক্ষে গড়াইবার ত্রায় ( কষ্টকর ) মনে করেন; স্বর্গস্থখের কথা শুনিয়া যিনি তাহাকে কুকুরের গলিত মাংসের ত্রায় হেয় জ্ঞান করেন; (৫২০) ইহাই সেই বিষয়বৈরাগ্যা, ষাঁহা দ্বারা আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয়, এবং জীব ব্রহ্মানন্দ স্থখভোগের যোগ্য হয়। এইভাবে, ষাঁহার মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার স্থখভোগ সম্বন্ধে গভীর বিরক্তি দেখা যায়, তাঁহাকেই জ্ঞানের বাসস্থান বলিয়া জানিবে। আর যিনি সকাম, ফলাকাঙ্ক্ষী মল্লযুগের ত্রায় যাগযজ্ঞ ও জনহিতকর কর্মের অহুষ্ঠান করেন, পরন্তু, শরীরে কর্তৃত্বাভিমান পোষণ করেন না; যিনি বর্ণাশ্রমপোষক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের আচরণ করিয়া যান, এবং তাহাতে কোনও ন্যূনতা আসিতে দেন না; পরন্তু, ‘এই কর্ম আমি করিলাম’ বা ‘আমাদ্বারা এই কর্মে সিদ্ধি হইল’ এইরূপ ভাবনা মনেও আসিতে দেন না; বায়ু যেমন স্বভাবগুণে সর্বত্র বিচরণ করে, সূর্য যেমন নিরভিমান ( অহংকারবর্জিত হইয়া ) উদ্ভিত হয়; কিম্বা, বেদ যেমন সহজভাবে জ্ঞান বিতরণ করে, গঙ্গা যেমন বিনা কারণেই সর্বদা প্রবহমান, সেইরূপ যিনি অভিমানরহিত হইয়া সর্বপ্রকার আচরণ করেন; উপযুক্ত ঋতু আসিলে বৃক্ষ যেমন ফল দান করে, পরন্তু, ফলন সম্বন্ধে তাহার কোনও জ্ঞান হয় না, তেমনি ঐ বৃক্ষের ত্রায় মনোবৃত্তি লইয়া যিনি সদা কর্ম আচরণ করেন; গ্রথিত হার হইতে সূত্রটি টানিয়া লইলে যেমন হয়, তেমনি ষাঁহার মন, কর্ম ও বাক্য হইতে অহংকার সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে; যে যেমন আকাশে সম্বন্ধহীনভাবে আপনা আপনিই থাকে, তেমনি যিনি



দেহে কর্ণের আচরণ করিলেও (ঐভাবে নির্লিপ্ত থাকেন); (৬৬০) মত্তপায়ীর অঙ্গে বস্ত্র, চিত্রে অঙ্কিত মস্তকের হস্তে অস্ত্র, অথবা, বলদের পূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থের বোঝা (যেমন উপযোগী হয় না); তেমনি, যিনি নিজদেহে লক্ষ্যে সম্পূর্ণ দেহাভিমানবর্জিত (দেহের অস্তিত্ব বাঁহার স্বরণে থাকে না), তাঁহার সেই স্থিতিকেই 'নিরহঙ্কারতা' বলে। বাঁহার মধ্যে এই নিরহঙ্কারের ভাব পূর্ণভাবে দেখা যায়, তিনিই জ্ঞানের আবাসস্থল,—ইহাতে অন্তথা নাই। আর, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও পার্শ্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই যিনি দূর হইতে তাহাদের দর্শন করেন (তাহাদের সন্নিহিত সাবধান হন); যেমন কোনও সাধক পুরুষ শিশাচকে, বা কোনও যোগী উপাধি-জ্ঞানিত উপদ্রবকে (শারীরিক দুঃখকষ্ট) দেখেন, অথবা মিস্ত্রীর ওলন বয় যেমন কমবেশী বুঝিতে পারে (গৃহপ্রাচীরের সমান্তরালতা নিরূপণ করে); লাপের মনে পূর্বজন্মের বৈরীভাব মুছিয়া যায় না, তেমনি যিনি অতীত জন্মের অপূর্ণতা (দুঃখদোষাদি) সর্বদা স্বরণে রাখেন; চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রস্তরের টুকরা যেমন কষ্টদায়ক, আঘাতের মধ্যে প্রোথিত অস্ত্র<sup>১</sup> যেমন সহ করা যায় না, তেমনি যিনি বিগত, (ভয়ংকালীন) জন্মদুঃখ বিন্যত হন না; তিনি বলিতে থাকেন—‘আমি পূর্জগন্তে জন্মিয়াছি, মৃত্যুঞ্জ হইতে বাহির হইয়াছি, হায়, হায়, আমি মাতৃস্তনের স্বেদ চাটিয়াছি’; এইসব কারণে বাঁহার জন্মের উপর ঘৃণা হইয়া যায়, এবং বলেন ‘এখন বাহাতে আর জন্মগ্রহণ না করিতে হয় তাহাই করিব;’ জুয়াড়ী যেমন খেলায় হারিয়া, হার উঠাইবার জন্য পুনরায় দাবা লইয়া বসিয়া যায়, কিংবা পুত্র যেমন পিতার বৈরশোধের জন্য চেষ্টিত হয়; (৬৬০) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করে, তেমনি তিনি জন্মবন্ধন ঘুচাইবার জন্য সদাচেষ্টিত (শঙ্কিত); সম্মানিত ব্যক্তি যেমন অপমান সহিতে পারে না, তেমন তিনি নিজ জন্মান্তের<sup>২</sup> লজ্জার কথা কখনও বিন্যত হন না। আর মৃত্যু বাঁহার সম্মুখে,—তাহা কল্পান্তে আসিলেও আজই যিনি সাবধান হন; হে পাণ্ডুহৃত, মাঝে অধৈর্য (গভীর) জল আছে জানিয়া সঁাতাক যেমন নদীর তীরেই কোমর কসিয়া তৈয়ারী হয়; কিংবা,

রণদেশে প্রবেশ করিবার পূর্বে সৈনিক যেমন সাবধান হয় ও আঘাত লাগিবার পূর্বেই ঢাল আগাইয়া ধরে ; আগামীকাল পথে বিশ্রামস্থলে দৃশ্য হইতে বিপদ হইতে পারে বুঝিয়া যেমন আজই সাবধান হইতে হয়, ( যোগে ) জীবন বাইবার পূর্বেই যেমন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয় ; নতুবা, এমন অবস্থা হয় যে জলন্ত ঘরে আটক পড়িলে আর কূপ খনন করিবার সামর্থ্য থাকে না ( ঘরে অগ্নিসংযোগের পূর্বেই কূপ খনন করিতে হয় ) ; গর্তে পতিত প্রস্তরখণ্ডের জ্বায় যে সংসারসাগরে ডুবিতেছে, তাহার চীৎকারে কেহ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে—ইহা কে বলে ? সেইজন্য, বলবান শত্রুর সহিত ( হাড়বিদ্ধকারী ) প্রবল শত্রুতা থাকিলে যেমন অষ্ট গ্রহর খোলা তরবারি হস্তে প্রস্তুত থাকিতে হয় ; অথবা, বাগ্দত্তা কন্যা ( যেমন মাতৃগৃহ ত্যাগ করিতে ) কিম্বা সম্মানী ( যেমন সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় ), তেমনি যিনি মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু সম্বন্ধে বিচার করিয়া প্রস্তুত থাকেন ; (৫৫০) যিনি এইভাবে ইহজন্মেই পুনর্জন্ম নিবারণ করেন, এবং মরণেই মৃত্যুকে নাশ করিয়া আত্মস্বরূপে লীন হইয়া থাকেন ; সতাই তাঁহার ঘরে জ্ঞানের কোনও নানতা থাকে না ;—এইভাবে যিনি হৃদয়ে জন্মমৃত্যুর শল্য ( ছুংখ ) অস্থল করেন ; আর, শরীরে জরা আক্রমণ করিবার পূর্বে ভরা যৌবনের মধ্যেই তাহার কথা চিন্তা করেন ; এবং কহিতে থাকেন—‘আজ এখন শরীরে যে পুষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা সিদ্ধ’ তরকারীখণ্ডের জ্বায় হইবে ; আমার হস্তপদাদি ভাগ্যহীন ব্যক্তির ব্যবসায়ের জ্বায় অপটু হইবে,—শরীরের বলের অবস্থা মজ্জিহীন রাজার জ্বায় হইবে ; মস্তক ( কিম্বা নাক ) যাহা ফুলে<sup>১</sup> অশোভিত ( বা ফুলের অগন্ধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ) তাহা ফাটিয়া ( কিম্বা খুলিয়া পড়িবে, এবং ) উষ্ট্রের জাহ্নব জ্বায় দেখিতে হইবে ; বন্ধনযুক্ত পশুর ক্ষুর যেমন গ্রামের বাহিরে রোগগ্রস্ত হয়, কান পর্যন্ত আমার সমস্ত শরীরের দশাও তেমনি হইবে ; § আমার নেত্রযুগল, বাহার রং পদ্মদলের জ্বায়,—তাহা হৃৎক পটলের জ্বায় ( জ্যোতিহীন ) হইবে ; ক্রমুগল বৃকের শুক ছালের জ্বায় চক্ষুর উপর খুলিয়া পড়িবে, বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভিজিয়া পচিয়া

১ শুক ;

২ ফুলের শোভা ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—‘আমার মস্তকের সেই দশা হইবে’ ;

উঠিবে ; সরীসৃপ যেমন ( মুখনিঃসৃত লালার দ্বারা ) বাবলাগাছের গাজ ঘর্ষণ করিয়া পিচ্ছিল করে, তেমনি ( আমার মুখনিঃসৃত ) লালা দ্বারা আমার মুখ ক্লেদাক্ত হইবে ; ( ৫৬০ ) বন্ধনশালার সম্মুখে নালা যেমন ময়লা জলে পরিপূর্ণ থাকে, আমার নাসিকাও তেমনি ক্লেদপূর্ণ হইবে ; আমার অধরোষ্ঠ এখন ভাঙ্গুলরাগে রঞ্জিত, আমি হাসিলে দন্তরাজি বিকশিত হয়, এবং তাহার সাহায্যে আমি স্নন্দর কথা বলিতে পারি ; সেই মুখ স্লেষ্মার প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে এবং কলের দাঁতের সহিত অগ্র দাঁতগুলি পড়িয়া যাইবে ; কৃষিকার্য্য ঘাড়ে আসিয়া পড়িলে যেমন হয়,<sup>১</sup> কিম্বা বৃষ্টির ঝাপটায় গবাদি পশু একবার বলিয়া গেলে যেমন ( আর উঠিতে চায় না ), তেমনি শত প্রযত্নেও আমার জিহ্বা নড়িতে বা উঠিতে পারিবে না ; শুকু কুণাগ্রগুচ্ছ যেমন বায়ুর আন্দোলনে উড়িয়া মালভূমিতে গিয়া পড়ে, তেমনি আমার মুখের শ্বশ্রুস্রাজিরও ঐরূপ ত্রাসজনক অবস্থা হইবে ; আষাঢ় মাসে পর্ব্বতশিখর হইতে জলের প্রবাহ যেমন নামিয়া আসে, তেমনি আমার মুখের গর্ভ হইতে লালার বজ্রা ঝরিয়া পড়িবে ; কথায় জড়তা আসিবে, কণ্ঠ বধির হইবে, এবং শরীর বৃদ্ধ মর্কটের জায় দেখিতে হইবে ; হাওয়ায় আন্দোলিত কুশপুত্রলিকার জায় আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকিবে ; পদদ্বয় টলিবে, হাত বাঁকিয়া যাইবে, সৌন্দর্য্যের সংচমৎকার নাচিতে থাকিবে ; মলমূত্রের দ্বার ছিদ্রবিশিষ্ট ভাণ্ডের জায় হইবে ( নিরোধশক্তি থাকিবে না ), এবং অপরে আমার মৃত্যুকামনা করিবে ; ( ৫৭০ ) আমার অবস্থা দেখিয়া জগৎ থুতু দিবে ( স্থণায় মুখ ফিরাইবে ) এবং আমার মৃত্যু হইতেছে না দেখিয়া আমার আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হইবে ; স্ত্রীলোকেরা আমাকে ভূত বলিবে, বালক-বালিকারা আমাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইবে,<sup>২</sup> অধিক কি বলিব ? আমি একটা ঘুণার পাত্র হইয়া যাইব ; ( আমার ) কাশির শব্দে নিদ্রিত পাড়াপড়লীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিবে ‘বুড়া না জানি কত লোককে জ্বালাইবে’ ; এইভাবে, যিনি ( ভাবী ) বৃদ্ধাবস্থার কষ্টের কথা বোঝেনই চিন্তা করেন, এবং যাহার মনে বিরক্তি ( বিতৃষ্ণা ) আসিয়া যায় ; এবং বলিতে থাকেন—‘কাল ( লীভ্রই ) এই বৃদ্ধাবস্থা আসিবে এবং এখনকার ভোগ ফুরাইবে,—তখন আমার হিতের

১ ঋগভারে চাবীর কৃষিকার্য্য যেমন নষ্ট হয় ;

২ মুচ্ছা হইবে ;

(কল্যাণের) অন্ত কি অবশিষ্ট থাকিবে? স্ততরাং কান বধির হইবার পূর্বেই শ্রোতব্য কথা শুনিয়া লইব, শব্দ হইবার পূর্বেই উত্তম স্থানগুলি দেখিতে যাইব; দৃষ্টি যখন বাইবেই তখন দৃষ্টি থাকিতেই<sup>১</sup> দেখিবার বস্তুগুলি দেখিয়া লইব, মুকত্ব আসিবার পূর্বেই মধুর ভাষণ করিয়া তৃপ্ত হইব; হাত অবশ হইবে, তাহা পূর্বেই কিছু কিছু জানিতে পারা যায়,—স্ততরাং দানধর্মাদি সকল পুণ্যকর্ম এখনি করিয়া যাই; এমন দশা ভবিষ্যতে আসিবে যখন মন পাগলের হ্রাস হইয়া যাইবে, তাহার পূর্বেই নির্মল পরলোকের কাজ<sup>২</sup> করিয়া যাইব; কাল চোর আসিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইবে, ইহা জানিতে পারিলে আজই সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হয়, শেষ বাতিটি নিবাইবার পূর্বে খাচ্-দ্রব্যাদি ঢাকিয়া রাখিতে হয়; (৫৮০) তেমনি, বার্দ্ধক্য বাড়িতে থাকিলে শরীর ব্যর্থ হইয়া যাইবে,—স্ততরাং এখন হইতেই সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা উচিত (অথবা, আপনাকে সার্থক করিতে হইবে); এখন, (শরীর) দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিম্বা পক্ষিকুল ফিরিয়া আসিতেছে—এইসব বিপদের চিহ্ন উপেক্ষা করিয়া যে বাহিরে পদার্পণ করে সে ধনেপ্রাণে লুপ্তিত হয়; বৃদ্ধাবস্থাও তেমনি; তাহার আগমনে জীবনধারণ ব্যর্থ হইয়া যায়; শতায়ু হইলেই বা কি হয়, বুঝা যায় না; তিলের শস্ত হইতে একবার মাড়িয়া তিল বাহির করিবার পর যেমন পুনরায় ঝাড়িলেও আর তিল পাওয়া যায় না, অগ্নি যেমন তন্মকে পুনরায় জ্বলাইতে পারে না; সেইরূপ, বৃদ্ধাবস্থা আসিবে জানিয়াও যিনি বার্দ্ধক্যের হাতে পড়েন না (পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন), তাঁহারই কাছে জ্ঞান আছে, জানিবে। নানা রোগে শরীর জীর্ণ হইবার পূর্বেই যিনি নীরোগ থাকিবার উপায় চিন্তা করেন; বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন সর্পমুখস্পৃষ্ট অগ্নের গ্রাস ফেলিয়া দেয়; তেমনি যেসব বস্তুর বিয়োগে দুঃখ, বিপত্তি বা শোক উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি সুখে উদাসীন হইয়া থাকেন; এবং যে-সকল দ্বন্দ্ব দিয়া শরীরে দোষ প্রবেশ করে, সেইসব কর্ম-রক্ত যমনিয়মের প্রস্তুতরখণ্ড দ্বারা রুদ্ধ করেন; এইপ্রকার নিয়ম পালন দ্বারা যিনি সাবধানে জীবন যাপন করেন, তিনিই জ্ঞান-রূপী সম্পত্তির স্বামী। (৫৯০) হে ধনঞ্জয়, এখন অন্ত একটা অলৌকিক লক্ষণের কথা বলিতেছি, শুন।

<sup>১</sup> দৃষ্টি বাইবার পূর্বেই;    <sup>২</sup> আত্মজ্ঞান, আত্মতত্ত্বলাভ,

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিশু ।

নিত্যং চ সমচিন্ত্যমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০

পথিক যেমন ধর্মশালায় ( সাময়িকভাবে ) অবস্থান করে, তেমনি যিনি গৃহসংসার সম্বন্ধে উদাসীন ; কিম্বা, পথে চলিতে প্রাপ্ত বৃক্ষের ছায়ার উপর যে আসক্তি, নিজগৃহের প্রতি মমত্ব যাহার সেইরূপ ; ছায়া সর্বদা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, পরন্তু তাহা যেমন স্রবণে থাকে না, নিজের স্ত্রীর প্রতি অহুরাগ যাহার তেমনি ; আর, যাহার সম্মানসম্ভক্তিগণের সহিত এমন ব্যবহার, যেন তাহার ( সাময়িকভাবে ) তাঁহার গৃহে বাস করিতেছে, কিম্বা তাহার যেন কোনও বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রামভোগী গবাদি পশু ; হে পাণ্ডুশ্রুত, ঐশ্বর্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও যিনি পথে চলন্ত ( নিরাসক্ত ) দর্শকের ত্রায় সাক্ষীভূত হইয়া থাকেন ; বেশী কি বলিব ? যিনি পিঞ্জরবদ্ধ তোতা পাখীর ত্রায় সর্বদা বেদাঙ্গাকে ভয় করিয়া চলেন ; বস্তুতঃ দ্বারা গৃহ পুত্রের সহিত যাহার মৈত্রী নাই ( তাহাদের মায়ায় যিনি আবদ্ধ নহেন ), তাঁহাকে জ্ঞানের ধাত্রী বলিয়া জানিবে। আর, মহাসিদ্ধু যেমন গ্রীষ্মবর্ষায় সমানভাবে ( পূর্ণ ) থাকে, তেমনি ইষ্টানিষ্ট যাহার কাছে সমান ; কিম্বা, তিন বেলায় ( প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন বা সন্ধ্যায় ) যেমন সূর্য্য তিন প্রকারের হয় না, তেমনি স্তম্ভদুঃখে যাহার চিন্তা নির্বিকার ; ( ৬০০ ) আকাশের ত্রায় যাহার চিন্তে সমভাবের ন্যূনতা হয় না, তাঁহার জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান লাভ হয় ।<sup>১</sup>

ময়ি চানন্ত্রযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥

বিবিক্তদেশেসেবিত্তমরতির্জনসংসদি ॥ ১১

আর, যিনি নিশ্চিতভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আমি ভিন্ন অন্য কোনও প্রিয় ( উত্তম ) বস্তু নাই ; কায়মনোবাক্যে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন ( ‘কৃতনিশ্চয়ের সার পান করিয়াছেন’ ) যে আমি বই আর গতি ( পথ ) নাই ; আর অধিক কি বলিব ? যাহার মন নিরন্তর আমাতে অহুরক্ত এবং যিনি আমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করেন ; পতির কাছে বাইতে পত্নীর যেমন মনে

কোনও সঙ্কট ( কুষ্ঠী ) হয় না, তেমনি যিনি সবলমনে আমার ভজনা করেন ; গদ্যাজল যেমন সমুদ্রে মিশিয়া যায় এবং নিরন্তর মিশিতে থাকে, তেমনি যিনি আমার সহিত সমরস হইয়া আমাকে সর্ব্বদা অর্পণ করেন ; সূর্য্যের সহিত উদয় হয় এবং সূর্য্যের সহিতই ( সূর্য্যাস্তের সময় ) লয় প্রাপ্ত হয়,—এই অনন্ততা যেমন সূর্য্যের প্রভাতেই শোভা পায় ; জলের উপরিভাগ কৌতুকে ( সহজেই ) তরঙ্গায়িত হয়—লোকে তাহাকে ‘লহরী’ বলে, বাতবিকপক্ষে উহা জলই ; তেমনি, কে অনন্ত ( একনিষ্ঠ ) ভক্ত আমার সহিত একরূপ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি জানেরই প্রতিমূর্ত্তি বা অবতার। আর, যিনি তীর্থে, পবিত্র ( নদী ) তটে, শুদ্ধ তপোবনে বা গুহার মধ্যে বাস করিতে ভালবাসেন ; ( ৬১০ ) যিনি পর্ব্বতকন্দরে বা জলাশয়ের সন্নিহিতে, শ্রদ্ধাসহকারে থাকিতে চান, এবং নগরে বসতি গ্রহণ ভাল লাগে না ; গ্রহণ একান্তবাসে অত্যন্ত প্রীতি, লোকালয়ে বাস গ্রহণ পক্ষে কষ্টকর, তাঁহাকে মনুষ্যাকারে জানের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে। হে স্মৃতি অর্জুন, এখন জানের স্পষ্টীকরণের জন্য তোমাকে অস্ত্র লক্ষণের কথা বলিব।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১২

যে জানের দ্বারা পরমাত্মা, বাহ্য একমেবাদ্বিতীয়বস্তু, তাহার স্বরূপ দর্শন করা যায় ; তাহাই প্রকৃত জ্ঞান,—এই জ্ঞান ব্যতীত অন্তবিধ জ্ঞান,—বাহ্য স্বর্গ বা সংসারাদিসংস্কৃত জ্ঞান—তাহা অজ্ঞানই—ইহা যিনি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ; স্বর্গলাভের ইচ্ছাই যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সাংসারিক বিষয়ের কথা যিনি কানে আসিতে দেন না,—‘শুধু সন্দেহাবপ্রণোদিত হইয়া সদা অধ্যাত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ; পথ তুলিলে যেমন টেরাবাঁকা পথগুলি ছাড়িয়া প্রশস্ত রাজপথেই চলিতে হয় ; তেমনি, যিনি অজ্ঞানের বিষয়গুলি একদিকে সরাইয়া সারা মন ও বুদ্ধি অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিয়োজিত করেন ; ‘ইহাই একমাত্র জ্ঞান, অন্ত বিষয়ের জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র’,—এই বিশ্বাসে যিনি মেরুপর্ব্বতের দ্বার দৃঢ় ও স্থির ; আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের দ্বার যিনি অধ্যাত্ম-

জ্ঞানের দ্বায়ম্বে অচলভাবে স্থির হইয়া থাকেন ; ( ৬২০ ) তিনিই জ্ঞানের আবাসস্থল,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—কারণ যখন জ্ঞানে মন স্থির হইয়া বসিয়া যায় তখন তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যান । মন বসাইবার পর ( একান্ত হইলে ) যে বস্তু লাভ হয়, বসাইবার সময়ই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না সত্য,—তথাপি তাঁহার জ্ঞানের সহিত সমান যোগ্যতা ( অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানে মন স্থির হইয়া বসিলে তিনি জ্ঞানস্বরূপই হইয়া যান ) ; আর, শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের যে একমাত্র ফল অর্থাৎ ‘জ্ঞেয়’ বস্তু—তাঁহার উপর যাহার সরল ( পূর্ণ ) দৃষ্টি নিবদ্ধ ; নতুবা, জ্ঞানের বোধ আসিবার পর যদি মনে ‘জ্ঞেয়’ বস্তুকেই না দেখা যায়, তবে জ্ঞানলাভ হইয়াছে বলা যায় না । অন্ধের হস্তে দীপ-বর্ত্তিকার কি কোনও সার্থকতা আছে ? তেমনি ( ‘জ্ঞেয়’ বস্তুর সন্ধান না मिलিলে ) সারা জ্ঞানই ব্যর্থ হইয়া যায় । পরন্তু, জ্ঞানপ্রকাশ দ্বারা যখন পরমার্থ-তত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয়, তখন, অন্ধ হইলেও জ্ঞানক্ষুধি হয় ।’ সেইজন্য, বুদ্ধি এমন স্বচ্ছ ও নির্মল হওয়া আবশ্যক যে জ্ঞান যেসব বস্তু দেখাইবে সে সমস্তই পরমার্থ বস্তুর স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইবে । এই কারণে, যাহার বুদ্ধি ( উন্মেষ ) এমন নির্মল হইয়াছে, তাঁহাকে নির্দোষ জ্ঞান যাহাই দেখায় তাহাই ‘জ্ঞেয়’ বস্তুরূপে দৃষ্ট হয় । যাহার জ্ঞানের বুদ্ধির সহিত বুদ্ধিরও অস্বরূপ ক্ষুরণ হয়, ( অর্থাৎ যিনি ‘জ্ঞেয়’ বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই দেখেন না ), তিনি জ্ঞানস্বরূপ,—ইহা ( শব্দের দ্বারা ) স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই । বস্তুতঃ যাহার বুদ্ধি জ্ঞানের প্রভায় ( প্রকাশে ) ‘জ্ঞেয়’ বস্তুকে প্রাপ্ত হয়, তিনি পরমার্থতত্ত্বের হস্তস্পর্শ করিয়া আছেন, বলা যায় । ( ৬৩০ ) এই অবস্থায়, হে পাণ্ডুরত, ইহাকে যদি প্রত্যক্ষজ্ঞানই বলা হয়, তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? সবিতা যে সবিতা তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় ?” এই সময় শ্রোতাগণ বলিলেন, “আর দেবের ( পরমার্থতত্ত্বের ) কথা অধিক বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই ; গ্রন্থ শুনিবার উৎকণ্ঠায় বিদ্রম্ভটি করিতেছেন কেন ? আপনি ‘জ্ঞান’ বিষয়ে যে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, আপনার বক্তৃতায় আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে ; রসালতার আধিক্য হইবে না—এই কবিজনোচিত ‘মন্তব্য’<sup>১</sup> ( উপদেশ ) আপনার জানা আছে, তবে

জামন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদের শত্রুতা করিতেছেন কেন? ভোক্তনে বনাইয়া যে সমুদ্র হইতে পকায় উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করে, তাহার অস্ত্র-প্রকার আদর আপ্যায়নে কি ফল হয়? যে গাভী অস্ত্র সব বিষয়ে ভাল, পরন্তু, সন্ধ্যাকালে (দোহনসময়ে) কাছে ঘেঁষিতে দেয় না, সেই 'লাথাল' গাভীকে কে পোষণ করিবে? তেমনি, বাহার বুদ্ধি জানে প্রবেশ করে নাই (জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় নাই),—এরূপ অস্ত্র লোক না জানি কত অবাস্তর কথাই বলিয়া যায়! পরন্তু, ইহা থাকুক, আপনি ইহা (জ্ঞান সম্বন্ধে) ভালভাবেই বুঝাইয়াছেন। যে জ্ঞানের কণামাত্র লাভের জন্ত বোগসাধনার অভ্যস্ত কষ্ট<sup>১</sup> করিতে হয়, সেই জ্ঞানই তৃপ্তির (শান্তির) মূল কারণ—আর তাহাই আপনি এমনি উৎকৃষ্টভাবে নিরূপণ করিয়াছেন। সাতদিন ধরিয়া যদি বিরামহীন অমৃতবর্ষণ হয় তবে তাহা কাহার বিরক্তি উৎপাদন করে? হুথের কোটি দিবস কে (বিরক্তিতে) গণিতে বসে? একষুগ ধরিয়া যদি পুণিমার রাত্রি থাকে, তবে কি চকোর চন্দ্রমার দিকে নিরন্তর তাকাইয়া থাকিবে না? (৬৪০) তেমনি, জ্ঞান সম্বন্ধে এমন রসাল ভাবণ—ইহা শুনিয়া কে বলিবে 'বখেট হইয়াছে?' আর, ভাগ্যবান অতিথি গৃহে সমাগত, বন্ধন-নিপুণা গৃহিণী অন্ন পরিবেশন করিতেছেন,—এই অবস্থায় ভোক্তন সম্পূর্ণই হয় না। এই প্রসঙ্গেও তাহাই বলা যায়; আমাদের 'জ্ঞান' সম্বন্ধে জানিবার স্পৃহা, আর আপনিও বুঝাইবার জন্ত উৎসুক; সেইজন্ত, আপনার এই ব্যাখ্যানের পর<sup>২</sup> আমাদের আগ্রহ চতুর্গুণ বাড়িয়াছে,<sup>৩</sup>—আপনি প্রকৃত জ্ঞানের দ্রষ্টা ইহা আমরা না বলিয়া পারিতেছি না। এখন, ইহার পর আপনি প্রজ্ঞার (বুদ্ধির) উৎকর্ষে (জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিধারা এই বিষয়ের অভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া) এই পদের (শ্লোকের) অর্থ শীঘ্র নিরূপণ করুন।<sup>৪</sup> সন্তগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—“আমারও মনোগত ইচ্ছা এইরূপ। হে প্রভো, এখন আপনাদ্বারা যখন এইরূপ আদেশ করিতেছেন, তখন আমি বৃথা বাগ্জাল বাড়াইব না; এখন অবধান করুন।” এইভাবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্ধর অর্জুনকে জ্ঞানের অষ্টাদশ লক্ষণের কথা বলিলেন।

১ বোগসাধনার কষ্ট;      ২ ব্যাখ্যা শুনিয়া,      ৩ অমুরাগ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল;

৪ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“এই পদের অর্থ বখার্বভাবে নিরূপণ করুন”; “মূল পদের অর্থ...করুন;”



তিনি বলিলেন—“এইসব লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ জানা যায়, ইহাই আমার মত, এবং জানিগণও এইরূপ বলেন। কবরতলের উপর বর্জ্যুলাকার আমলকীফল নাড়াইলে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি স্পষ্টভাবে আমি তোমাকে জ্ঞানের স্বরূপ দেখাইয়াছি। ( ৬৫০ ) এক্ষণে, হে মহামতি অর্জুন, যাহাকে ‘অজ্ঞান’ বলে তাহার লক্ষণসমূহ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব। হে ধনঞ্জয়, জ্ঞানের স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিলেই ‘অজ্ঞান’ কি তাহা জানা যায় ;—যাহা ‘জ্ঞান’ নহে তাহাই জ্ঞান হইতেই ‘অজ্ঞান’। দিন শেষ হইলেই রাত্রির বুনা’ আরম্ভ হয়—ইহার মধ্যে যেমন আর তৃতীয় কিছুই থাকে না ; তেমনি, যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানেই ‘অজ্ঞান’ আছে, জানিবে,—তথাপি অজ্ঞানের কতকগুলি লক্ষণের কথা বলিব। যে প্রতিষ্ঠা-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, লোকের নিকট সম্মানপ্রাপ্তির জন্ত পথ চাহিয়া থাকে, আর আদরসংকারে যাহার সন্তোষ হয় ; যে গর্বে পর্বতশিখরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই মহাব ( উচ্চপদ ) হইতে নামিতে চায় না, তাহার চিত্ত অজ্ঞানে পরিপূর্ণ। আর ভূগের রজ্জুতে পিপুল-পাতা বাঁধিয়া তোরণ সাজাইবার জায় কথাবারা নিজের স্বধর্ম্মাচরণের ( দানাদি পুণ্যধর্ম্মের ) তোরণ প্রস্তুত করে ( আড়ম্বরপূর্ণবাক্যে নিজের পুণ্যকর্ম্ম ঘোষণা করে ) এবং মন্দিরের মধ্যে সম্মার্কজনীর জায় নিজের মস্তক খাড়া করিয়া থাকে ; নিজের বিজ্ঞা জাহির করে, ঢাক পিটাইয়া নিজ স্মৃতির ঘোষণা করে,—যাহাই করুক না কেন, লৌকিক কীর্ত্তি বাড়াইবার জন্ত করে ; নিজের অঙ্গ ( চন্দন ) চর্চিত করে, পরজ, লোককে বঞ্চনা করে—এইরূপ মনুষ্য অজ্ঞানের খনিরূপ, জানিবে। আর, দাবানল বনের মধ্যে বিস্তৃত হইলে যেমন হাবর যাহা কিছু জালাইয়া ফেলে, তেমনি যাহার আচরণে জগৎ দুঃখ পায় ; যাহার সহজ ভাষণ তীক্ষ্ণ লৌহফলক বা ভল্ল অপেক্ষাও অধিক বিদ্ধ করে, যাহার সহজ বিব অপেক্ষাও অধিকতর ঘাতক হয় ; সেই ব্যক্তি অজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাহাকে অজ্ঞানের ভাঙার বলা যায়, তাহার সমস্ত জীবনই হিংসার আয়তন ( আশ্রয়-স্থল )। আর, হাপর ফুঁ দিলে ( বায়ুপূর্ণ হইলে ) যেমন ফুলিয়া উঠে, আর বাহুনিঃসরণ হইলে যেমন চূপিয়া যায়, তেমনি ( বিষয়ের ) সংযোগ-বিয়োগে সে যথা-

ক্রমে ( আমল্লে ফুলিয়া ) উঠে এবং পড়ে ( ছুঃখলাগরে নিমজ্জিত হয় ) ;  
 বাতাসের বাগ্‌টায়ে, যেমন ধূলি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়, তেমনি লোকের  
 স্তুতিতে সে হর্ষে ফুলিয়া উঠে ; সামান্য নিন্দা শুনিলেই কপালে হাত দিয়া  
 বসিয়া পড়ে ;—কর্দম যেমন একবিন্দু জল পড়িলেই গলিয়া যায় কিন্তু বায়ুর  
 সংস্পর্শে শুকাইয়া যায় ; তেমনি মান অপমানে তাহার ঐ অবস্থা হয় ;  
 কোনও মনোবিকার যে সহ্য করিতে পারে না, তাহার মধ্যে পূর্ণ অজ্ঞান  
 আছে । আর বাহার মনে গাঁইট ( কুটিলতা ), অথচ বাহিরে কথা ও দৃষ্টি  
 সরলতাপূর্ণ, একজনকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তঃকরণে অগ্র একজনকে সহায়তা  
 করে ; ব্যাধ যেমন ( শিকারকে প্রলুব্ধ করিবার জন্ত ) চারা ছড়ায়, তেমনি  
 বাহ্যিক সরলতাপূর্ণ ( প্রাঞ্জল ) ব্যবহারে ( প্রতারণা করিয়া ) ভ্রমলোকের  
 চিত্ত বিকল করে ; শৈবালমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড বা পক্ষ নিম্নফলের ত্রায় বাহার  
 বাহ্যক্রিয়া ( আচরণ ) মনোমুগ্ধকর হয় ;—তাহার অন্তর অজ্ঞানে পরিপূর্ণ—  
 ইহা সত্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ( ৬৭০ ) আর, গুরুকুলে বাহার লজ্জা  
 হয়, গুরুভক্তিতে বাহার অশ্রদ্ধা, গুরুসকাশে বিদ্वा অর্জন করিয়া যে তাঁহাকেই  
 অবজ্ঞা করে ( 'উন্নতের ত্রায় ব্যবহার করে' ) ; শূদ্রের গ্রহণের ত্রায় তাহার  
 নাম উচ্চারণ করিলেই জিহ্বা অন্তঃস্থ হয়,—পরন্তু, অজ্ঞানের লক্ষণগুলি বলিতে  
 গিয়া ইহা হইল । এখন, গুরুভক্তের নাম লইয়া জিহ্বার প্রায়শ্চিত্ত করিব,  
 —কারণ গুরুসেবক ( ভক্ত ) সূর্য্যের ত্রায় ( পবিত্র ) । এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা  
 গুরুদ্রোহীর নামোচ্চারণে যে পাপস্পর্শ করিয়াছে জিহ্বার সে পাপের ক্ষালন  
 হইবে ; এপর্যন্ত এই নাম উচ্চারণে যে ভয় জন্মিয়াছে তাহা দূর হইবে ;  
 এখন ( অজ্ঞানের ) অগ্রান্ত লক্ষণের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর । যে কর্ম্ম-  
 চরণে ঢিলা ( বস্তৃতঃ কর্ম্মবিমুখ ), মন বাহার সংশয়ে পূর্ণ,—জললে পরিত্যক্ত  
 অমূল্য কূপের ত্রায় ; যে কূপের মুখ কাঁটার বাড়ে আবৃত কিন্তু বাহার  
 অভ্যন্তর শুধু হাড়ে পরিপূর্ণ—সেই কূপের ত্রায় অন্তর্বাহ যে অশুচি ; কুখার্ত  
 লোভী কুকুর যেমন খাদ্যদ্রব্য ঢাকা কি খেলা আছে তাহা বিচার করে না,  
 তেমনি যে দ্রব্যপ্রাপ্তির জন্ত আপন-পর বিচার করে না ; কুকুরের যেমন সঙ্গ-  
 বিষয়ে স্থান-অস্থানের জ্ঞান নাই, তেমনি যে স্ত্রীসঙ্গবিষয়ে বিচারহীন ; যে  
 স্বকর্ম্মাহুষ্ঠানে বিলম্ব হইলে বা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অহুষ্ঠিত না হইলে  
 অন্তঃকরণে কোনও দুঃখ অনুভব করে না ; ( ৬৮০ ) পাপাচরণে যে নির্লজ্জ,

পুণ্যার্থের আচরণে যে বিমুখ, বাহার মনে সদা বিকল্পের (সংশয়ের) বেগ থাকে ; তাহাকে পূর্ণরূপে অজ্ঞানের পুতলী বলিয়া জানিবে ; বাহার চক্ষু শুধু পরিকল্পনা রচনায়<sup>১</sup> নিবদ্ধ ; আর, বাহার ধৈর্য্য সামান্য স্বার্থের জন্য বিচলিত হয়,—যেমন একটি পিপীলিকার থাকায় ঘাসের বীজ মাটিতে পড়িয়া যায় ; পায়ে মাড়াইলেই যেমন ডোবার জল পঙ্কিল হয়, তেমনি যে ভয়ের নামেই বিচলিত হয় ; বায়ুবেগে<sup>২</sup> ধূলিকণা যেমন দিগন্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়, দুঃখের বার্ষা বাহাকে তেমনি বিচলিত করে ; বস্ত্রীয় কুমাণ্ড যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনি বাহার মন মনোরথের প্রবাহে ভাসিয়া চলে ; ঘৃণিত্যাতার জ্বায় যে কোথায়ও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এবং ক্ষেত্রে তীর্থে বা নগরে কখনও বাস করে না ; মত্ত গিরগিটী যেমন একটি বৃক্ষে গুঠামায়া করে, তেমনি যে অনর্থক ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় ; মাটির জালা যেমন মাটিতে পুতিয়া না রাখিলে স্থির হইয়া বসে না, তেমনি যে শুধু নিদ্রিত হইলেই একস্থানে থাকে, নতুবা এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায় ; তাহার মধ্যে বিপুল, অজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে<sup>৩</sup> বিরাজমান,—চাকুলো সে মর্কটের ভ্রাতাশ্বরূপ । ( ৬২০ )

আর হে ধর্ম্মধর, বাহার অন্তরে সংযমের কোনও বাঁধ নাই ; একটি নালায় বস্ত্রের স্রোত আসিলে যেমনই বালির বাঁধ মানে না, তেমনি বিধিনিষেধের বাঁধ ভাঙিতে যে বিন্দুমাত্রও ভয় পায় না ; আপন আচরণের দ্বারা যে দ্রুতনিয়ম ও শাস্ত্রোক্ত বিধান ভঙ্গ করিয়া নিজধর্ম্ম পদদলিত করে ; পাপকর্মে বাহার ভয় নাই, পুণ্যকর্ম্মের প্রতি বাহার অহুবাগ নাই, লজ্জার সীমা ( বাধা ) যে সহজে অতিক্রম করে ( ‘খুঁড়িয়া ফেলে’ ) ; কুলধর্ম্মের দিকে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বেদোক্ত নির্দেশ হইতে দূরে থাকে ( অবহেলা করে ), এবং কৃত্যাকৃত্য বিষয় যে নির্ণয় করিতে অক্ষম ; ধর্ম্মের বাঁড়ের জ্বায় স্বচ্ছন্দবিটরগণীল, বায়ুর জ্বায় অবাদে সর্বত্র প্রবহমান, নির্জন প্রদেশে ভগ্ন পয়ঃপ্রণালীর জলের গতির জ্বায় ; অক্ষ মত্ত মাতঙ্গের জ্বায়, কিম্বা পর্ব্বতের উপর দাবানলের জ্বায়, বাহার অসংযত মন সর্বদা বিষয়ে লাগিয়া আছে ;<sup>৪</sup> উপেক্ষিত কোন বস্তু না তলাইয়া বায় ( নষ্ট হয় ) ?<sup>৫</sup> উৎসর্গীকৃত ধর্ম্মের বাঁড়কে কে না ধরে ? গ্রামের জমির সীমানা

১ বিভ্রান্তির আশায় ,

২ সাহায্যে ;

৩ প্রচণ্ডভাবে ;

৪ প্রবেশ করে ,

৫ আঁতাকুড়ে কি না পড়ে ?

(অথবা গ্রামবেষ্কার উন্মুক্ত দ্বার) কে না অতিক্রম করে? যেমন, সত্বের  
 জন্ম কে না খায়? বেষ্কা ঘোঁষনপুট হইলে যে কেহ উপভোগ করে,  
 বেষ্কার দ্বারে কে না প্রবেশ করিতে পারে? তেমনি যাহার অঙ্ক:করণ, তাহার  
 মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানের সমৃদ্ধি হয়, জানিবে। ( ৭০০ ) আর, জীবিত বা  
 মৃত যে বিষয়ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে না, এবং স্বর্গে গিয়া বাহাতে  
 মুখ ভোগ করিতে পারে তাহার জন্ম ইহলোকেই চেষ্টা করে; অথও বিষয়-  
 ভোগই যাহার কাম্য, সঁকাম কৰ্ম্মাহুষ্ঠান যাহার ব্যসন, যে বিরাগী সাধুর মুখ  
 দেখিলেই সবস্ত্র স্নান করিয়া ফেলে; কুষ্ঠরোগী যেমন নিজের গলিত হস্তে  
 অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না—তেমনি বিষয় তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও  
 যে বিষয়ভোগে কুণ্ঠিত হয় না, এবং সাবধান হয় না; স্ত্রীগর্দভ কাছে ঘেঁষিতে  
 দেয় না এবং লাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দেয়, তথাপি যেমন গর্দভ তাহার  
 পশ্চাদ্ভ্রমসরণে বিরত হয় না; তেমনি, যে বিষয়ের জন্ম জলন্ত অগ্নিতেও  
 ঝাঁপ দিতে পশ্চাদ্ভ্রম হয় না, এবং নানা প্রকার ব্যসনের বোঝা নিজ অঙ্গে  
 ভূষণের ত্রায় ধারণ করে; তৃষ্ণার্ত হরিণ বুক ফাটিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত জলের  
 আশায় দৌড়ায়, পরন্তু, বুঝিতে পারে না ইহা মুগজলের মিথ্যাভাস (মরীচিকা)  
 মাত্র; তেমনি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, বিষয়ের দ্বারা অনেক প্রকারে  
 ত্রাসিত (পীড়িত) হইয়াও সে বিষয়ভোগে বিরক্ত হয় না, পরন্তু, তাহার  
 বিষয়াসক্তি বাড়িয়াই যায়; প্রথম বালদশায় মাতাপিতার স্নেহে পাগল হয়,  
 —তাহা চলিয়া গেলে, স্ত্রীর দেহকাস্তি তাহাকে ভুলায়; ক্রমে স্ত্রীসভোগ  
 পূর্ণ হইলে বৃদ্ধত্ব আসিয়া পড়ে, এবং তখন তাহার স্নেহ ভালবাসা সন্তানস্নেহে  
 রূপান্তরিত হয়; জন্মাত্ত যেমন ঘর ছাড়িয়া যায় না, তেমনি যে সন্তানস্নেহে  
 অন্ধ হইয়া কাল ধাপন করে, এবং যতক্ষণ জীবিত থাকে বিষয়ভোগে  
 ত্রাসিত (বিরক্ত) হয়না; ( ৭১০ ) জানিয়া রাখ, এইপ্রকার ব্যক্তির অজ্ঞানের  
 গীয়া নাই; এখন অগ্র কতকগুলি লক্ষণের কথা বলিতেছি। ‘দেহই আত্মা’  
 —মনে এই ভাব লইয়া যে কার্য্য আরম্ভ করে; আর, যে কম বেশী যাহাই  
 করুক না কেন, তাহাই দেখাইতে গরু অহুভব করে (কুঁহন করিতে আরম্ভ  
 করে); দেবতার প্রতিমা মস্তকে লইয়া ভক্ত পূজারী যেমন উৎফুল্ল হইয়া চলে,

তেমনি যে আপন বিজ্ঞা ও যৌবনের গর্বে মাথা উচু করিয়া চলে; বলে—‘আমি একক, কুলশীল, ধনসম্পত্তি, আচার-ব্যবহারে কেহই আমার সমকক্ষ নহে; আমি সর্বজ্ঞ, আমি জগতে একমাত্র মান্ত ব্যক্তি, আমার সমান কেহই নাই’—এইভাবে আত্মতুষ্টি ও গর্বভরে সর্বদা ফুলিয়া থাকে; ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য যেমন কোনও ভোগ্যদ্রব্য দেখান সহ্য করিতে পারে না, তেমনি যে অন্ত লোকের ভাল দেখিতে পারে না; দেখ, দীপ গুণ (স্থতার বর্তিকা) খাইয়া ফেলে, তেল (দৈহ) পুড়াইয়া ফেলে, এবং যেখানে রাখা যায় সেখানে কুলের কালিমা ছড়ায় (তেমনি যে গুণ অর্থাৎ সদভাবনা নষ্ট করে, প্রের জালাইয়া দেয় এবং যেখানে সেখানে ছুঁথের কালিমা ছড়ায়); (বাহার অবস্থা সেই দীপের ত্রায় বাহা) জল ছিটাইলে পটপট করিয়া শব্দ করে, হাওয়া লাগাইলে নিবিয়া যায়, শুষ্কত্বাদি জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে (তাহাকে জালাইয়া) তিলমাত্র অবশিষ্ট রাখে না; দীপের প্রকাশ ক্ষীণ, তাহার উত্তাপও তুচ্ছ, সেই দীপের ত্রায় বাহার স্বল্পবিজ্ঞা; (৭২০) নবজরে ঔষধরূপে দুগ্ধ পান করাইলে যেমন জর বাড়িয়া যায়, কিম্বা সর্পকে দুগ্ধ দিলে যেমন তাহা বিষ হইয়া ফিরিয়া আসে; তেমনি সদগুণযুক্ত হইয়াও যে মাৎসর্য্যে পূর্ণ, বিধান হইয়াও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, এবং তপ ও জ্ঞানের অপার গর্বে বাহার হ্রদ ক্ষীত; অমৃত্যু মনুষ্য রাজসিংহাসনে বসিলে যেমন গর্বিত হয়, কিম্বা অজগর সর্প (স্তম্ভ) মুঘল গিলিলে যেমন ফুলিয়া উঠে, তেমনি যে অহঙ্কারে ক্ষীত হইয়া থাকে; লাঠির ত্রায়’ যে অনমনীয়, প্রস্তরের ত্রায় গলে না (কঠিন)—যেমন ‘কুরসে’ সাপ সাপুড়িয়ার মধ্যে বশীভূত হয় না; আর বেশী কি বলিব? তাহার মধ্যে অজ্ঞান বাড়িতে থাকে,—ইহা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। আর, হে ধনঞ্জয়, যে দেহ, গৃহ, সম্পত্তি ও পূর্বজন্মের কথা বিচার করে না; কৃত্য মনুষ্যের উপকার করিলে, চোরকে ব্যবসায়ের জন্ত ধন দান করিলে, বা নিম্নজ্ঞ পুরুষকে অপমান করিলে তাহার যেমন তাহা বিশ্বস্ত হয়; রাত্তার কুকুরের কান ও-লেজ কাটিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও, যেমন রক্ত শুকাইবার পূর্বেই নিম্নজ্ঞ কুকুর পুনরায় সেই গৃহে আসিয়া তোকে; ভেদ যেমন সাপের মুখে প্রবেশ করিবার সময়ও মক্ষিকাকে ধরিবার

জ্ঞান জিহ্বা বাড়াইয়া থাকে ; তেমনি, ( ইন্দ্রিয়ের ) নবদ্বারপথে অবিরত ক্ষয়ণে দেহ প্রত্যক্ষ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেও বাহ্যিক মনে খেল হয় না ; ( ৭৩০ ) মাতৃগর্ভে বিষ্ঠার দ্বারে ( মধ্যে ) থাকিয়া নয়মান পর্য্যন্ত গর্ভবদ্বারা ভোগ করিয়া ; গর্ভাবস্থার কষ্ট কিম্বা জন্ম সময়ের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে কষ্ট যে একবারে ভুলিয়া যায় ; অকস্মিত ছোট শিশুকে তাহার মলমূত্রের সঙ্গে লুটাইতে দেখিয়াও বাহ্যিক বিরক্তি বা ঘৃণা ( জ্ঞান ) হয় না ; যে জন্ম চলিয়া গিয়াছে তাহার কথা বৃষ্টিতে পারে না,<sup>১</sup> যে জন্ম পরে আগিতেছে তাহার কথা চিন্তাও করে না—এমনিই বাহ্যিক মনের ভাব ; আর, জীবন যৌবনের মধ্যে মত্ত হইয়া যে মৃত্যুচিন্তাও করে না ; জীবনের প্রতি পূর্ণবিশ্বাসে যে মৃত্যুর অস্তিত্বই মনে মানিতে চায় না ; ক্ষুদ্র জলাশয়ের মন্ত্র যেমন আশা করে যে এ জল কখনই শুকাইবে না, এবং গভীর জলে বাইতে চায় না ; কিম্বা, সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া হরিণ যেমন ব্যাধের আগমন লক্ষ্য করে না,—মন্ত্র যেমন ( লুক্কায়িত ) বঁড়ী না দেখিয়া আমিষ টোপ গিলিয়া ফেলে ; নীপের উজ্জল প্রভা তাহাকে জ্বলাইবে ইহা যেমন পতঙ্গ বৃষ্টিতে পারে না ; কিম্বা, নিদ্রাস্থে মগ্ন হইয়া মূৰ্খ যেমন ঘর জলিতেছে তাহা দেখে না,—না জানিয়া যেমন বিষের সহিত অন্ন রন্ধন করে ; ( ৭৪০ ) তেমনি, জন্মের আকারে মৃত্যুই আসিয়া উপস্থিত,—ইহা যে রাজসিক স্থখে নিমগ্ন থাকিয়া বৃষ্টিতে পারে না ;<sup>২</sup> শরীরের পুষ্টি, অহোরাত্র ব্যাগিয়া বিষয়স্ব-ভোগের সামর্থ্য ( অভিমান ) কেই যে একমাত্র সত্য বলিয়া মানে ; পরন্তু, বেচারী মূৰ্খ বৃষ্টিতে পারে না যে বেচারীর সর্বস্ব অর্পণের অর্থ তাহার নিজেরই সর্বনাশ ; ঠগের সহিত মৈত্রী প্রাণঘাতকই হইয়া থাকে,—মৃত্তিকার দেওলালে অঙ্কিত চিত্রকে স্নান করাইলে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ; পাণ্ডুরোগে অঙ্গের ক্ষতি মৃত্যুরই লক্ষণ,—তেমনি যে আহারনিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয় সে বৃষ্টিতে পারে না ( ইহাতে তাহার সর্বনাশ হইবে ) ; সমুদ্রস্থ শূলের দিকে, ধাবমান<sup>৩</sup> ব্যক্তি যেমন প্রতি পক্ষক্ষেপে মৃত্যুর নিকটনর্তী হয় ;<sup>৪</sup> তেমনি দেহ যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, দিনের পর দিন যেমন গত হয়, বিষয়ভোগের স্বর্থ যেমন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; মৃত্যু ততোধিক বেগে আয়ুকে হরণ করে ;—লবণ

১ পূর্ণজন্ম বাহ্যিক শেষ হইয়া গিয়াছে ;

২ দেখে না ;

৩ দ্রুত ধাবমান ;

৪ প্রতিষ্ঠা করে ;

যেমন জলে গলিয়া যায় ;—তেমনি আয়ুর ক্ষয় হইতে থাকে, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, §—প্রত্যক্ষ এই বিষয় যে বুঝিতে পারে না ; অধিক কি বলিব ? হে পাণ্ডব, জীবনের মিথ্যা মায়া' যে দেহের নিত্যসঙ্গী মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখে না ; ( ৭৫০ ) হে মহাবাহো, সে অজ্ঞান রাজ্যের অধিপতি—এ সিদ্ধান্তের কোনও ন্যূনতা নাই ;<sup>১</sup> জীবনের প্রাচুর্য্যে এই ব্যক্তি যেমন মৃত্যুকে দেখিতে পায় না, তেমনি যৌবনের আনন্দে সে জরাকে অগ্রাহ্য করে। পর্ব্বতগাত্র হইতে পতনশীল শকট, কিম্বা গিরিশৃঙ্গ হইতে স্থলিত প্রস্তর-খণ্ডের স্তায় যে সম্মুখে বার্কক্য আছে তাহা দেখে না ; কিম্বা, জজলের নালার বস্ত্রা আসিলে, অথবা মহিষ মত্ত হইয়া যুঝিতে থাকিলে যেমন হয়, তেমনি যে তারুণ্যের মদে মত্ত হইয়া যায় ; দেহের পুষ্টি কমিতে থাকে, দেহকান্তি লোপ পায়, ( জরায় ) মস্তক কাঁপিতে আরম্ভ করে ; শত্রু পাকিয়া সাদা হইয়া যায়, গলদেশ ছলিতে থাকে, তথাপি যে পূর্ব্বের উৎসাহ<sup>২</sup> ত্যাগ করে না ; অন্ধ যেমন সম্মুখের বস্ত্র বুকে আসিয়া না লাগা পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব টের পায় না, কিম্বা অলস ব্যক্তি যেমন চোখের পিচুটা না সরাইয়া আনন্দে পড়িয়া থাকে ; তেমনি যে আজ তারুণ্য ভোগ করিবার সময় কাল যে বৃদ্ধাবস্থা আসিতেছে তাহা দেখিতে পায় না, সে সত্যই অজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি ; অক্ষয় কুজদেহ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে অবজ্ঞাভরে ( গর্বে ) উপহাস করে, পরন্তু, তাহার নিজেরও যে এই দশা হইবে<sup>৩</sup> তাহা ভুলিয়াও মনে করে না ; আর, মৃত্যুর বারতা লইয়া বৃদ্ধাবস্থার চিহ্নগুলি তাহার অঙ্গে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিলেও বাহ্যিক যৌবনকালের মোহ ( ভ্রম ) দূর হয় না ( ৭৬০ ) ; এইরূপ পুরুষ অজ্ঞানের ঘর,—ইহা অতি সত্য কথা জানিবে ; এখন অজ্ঞানের কতকগুলি প্রধান লক্ষণ শুন। ব্যাভ্রসঙ্কুল কোনও বনে চরিয়া ভাগ্যক্রমে একবার ফিরিয়া আসিলে ষাঁড় যেমন সেই ভরসায় পুনরায় সেই বনে প্রবেশ করে ; কিম্বা অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে সর্প দেবতার মূর্ত্তি ধরিলে<sup>৪</sup>—৫ যেমন কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া নাস্তিক হইয়া যায় ; তেমনি, দিনের মধ্যে দু'একবার দুঃখ-

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“মৃত্যুরূপ কাল তাহার নিকটবর্তী হয়” ;

১ বিষয়ভোগের মায়ায় ভুলিয়া ;

২ এ সম্বন্ধে কোনও ভিন্ন মত বা মতভেদ নাই ;

৩ মায়ায় প্রসার ;

৪ ইহাই হইবে ;

সর্বের গর্ত হইতে দৈবাৎ হুহু শরীরে গুপ্তধন আনিতে সক্ষম হইলে ;

প্রাপ্তি হইলে যে তাহার জ্ঞান কোনও আসক্তি আছে তাহা মানিতে যায় না। § শব্দ নিম্নিত হইয়াছে এবং উহার সহিত স্বশেষ (শব্দতার)ও শেষ হইয়াছে—ইহা মনে করিয়া মূৰ্খ যেমন সন্তানসন্ততিসহ প্রাণ হারায় ; তেমনি যতদিন আহার ও নিদ্রা নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে, এবং যে পর্যন্ত রোগ না আক্রমণ করে, ততদিন যে কোনও ব্যাধির চিন্তা করে না (রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে) ; আর, জীপুত্র পরিবার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্পত্তি হইতে যেমন যেমন অধিকাধিক বিষয়ভোগের বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়ভোগের ধূলায় বাহার চক্ষু অন্ধ হয় ; শীঘ্রই বিয়োগ (বিচ্ছেদ) আসিতে পারে, একদিনেই বিপত্তি হইতে পারে,—এইরূপ ভাবী দুঃখ যে পূৰ্ব হইতেই দেখে না ; হে পাণ্ডব, সে অজ্ঞানেরই প্রতিমূর্তি ; যে ইন্দ্রিয়গুলিকে যেখানে সেখানে বিষয়ভোগে লাগায় সেও ‘অজ্ঞান’, জানিবে ; তাক্ষণ্যের উৎকর্ষে এবং সম্পত্তির সাহায্যে যে সেব্যাসব্য বিষয়ের বিচার না করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থে মগ্ন থাকে ; ( ৭৭০ ) যাহা করণীয় নহে তাহাই করে, অসুঃভাব্য বিষয়ের আশা করে, যে বিষয়ের চিন্তা করা উচিত নহে, তাহাই মনে চিন্তা করে ; যেখানে প্রবেশ করা উচিত নহে, সেখানে প্রবেশ করে, যাহা লওয়া উচিত নহে তাহাই চায়, যাহা স্পর্শ করা উচিত নহে তাহার সহিত দেহ ও মনের সংস্পর্শ স্থাপন করে ; যেখানে যাওয়া উচিত নহে, সেখানে যায়, যাহা দেখা উচিত নহে, তাহাই দেখে, এবং নিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া সন্তোষলাভ করে ; যাহার সঙ্গ করা উচিত নহে, তাহারই সঙ্গ করে, অস্থানে আসক্তি স্থাপন করে এবং যে মার্গে চলা উচিত নহে, তাহারই আচরণ করে ; যাহা শ্রবণের অযোগ্য তাহাই শ্রবণ করে, যাহা বলা উচিত নহে তাহাই বলে, পরন্তু, এইসব আচরণে যে দোষ তাহা দেখিতে পায় না ; দেহের বা মনের সুখ (কুচি) ইহাচার একমাত্র লক্ষ্য—এ বিষয়ে যে কৃত্যাকৃত্য বিচার করে না (বিষয়ে চিন্তা করে না), যে ‘করণীয়’ বলিয়া সৰ্ব্বপ্রকার কর্ণের আচরণ করে ; পরন্তু, ‘ইহাতে আমার পাপ হইবে কিনা নরকবন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে’—ইহা যে পূৰ্ব হইতে চিন্তাও করে না ; তাহার সংসর্গে সংসারে অজ্ঞান এতদূর বলবান হয়, যে জ্ঞানীলোকের সঙ্গেও লড়িতে সক্ষম হয় । আর বেশী

§ এই গুণীর পাঠান্তর আছে—“তেমনি দৈবক্রমে দুঃখের অস্থি হইলে, শরীরে রোগ হইয়াছে ইহাই যে মনে করে” ;



বলিবার প্রয়োজন নাই ; এখন আমি অল্প কয়েকটি লক্ষণ বলিব বাহাতে তুমি অজ্ঞানের স্বরূপ সঠিক বুঝিতে পারিবে, শ্রবণ কর। বাহ্যিক ঘরগৃহ-স্থালীর প্রতি শ্রীতি, নবপ্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধ পরাগের প্রতি ভূদ্বীর শ্রীতির ত্রায় ( ৭৮০ ) ; চিনির স্তূপে বসিয়া মক্ষিকা যেমন আর উঠিতে চায় না, তেমনিভাবে বাহ্যিক মন ঘরের লোকের প্রতি আসক্ত।<sup>১-২</sup> কুপের মধ্যে যেমন ভীক ভেক আবদ্ধ থাকে, § মশক যেমন নাসিকা-নিঃসৃত কক্ষের সহিত আঁটিয়া থাকে, গবাদি পশু যেমন কর্দ্মে আমূল প্রোথিত হয় ; তেমনি, যে জীবনে মরণে ঘরের বাহিরে হয় না,—যে সাপের ত্রায় নিজের গৃহে পড়িয়া থাকে ; প্রমদা যেমন গভীরভাবে প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তেমনি যে সর্বাস্তঃকরণে নিজের কুটার ( গৃহস্থালী ) আঁকড়াইয়া থাকে ; মধুকর যেমন মধুরসের জগ্ন সর্বদা পরিশ্রম করে, তেমনি সতর্কভাবে যে গৃহস্থালী রক্ষা করে ; বৃদ্ধবয়সে একটা পুত্ররত্ন লাভ হইলে মাতাপিতা তাহার প্রতি ষড়টী অঙ্গুরক্ত হয় ; হে পার্থ, যে নিজের গৃহের প্রতি সেই পরিমাণে আসক্ত হয় এবং জী তিন্ন অগ্ন কাহাকেও জানে না ; মহাপুরুষের চিত্ত যেমন ব্রহ্মবস্ত্রভেদে লীন হইয়া থাকে, এবং তাঁহার সমস্ত ( জাগতিক ) ব্যবহার লোপ পায় ; তেমনি যে সর্বভাবে জীদেহের ভজনা করে, এবং সে কে এবং তাহার কর্তব্য কি, তাহার কিছুই জানে না ; বাহ্যিক সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একাগ্র হইয়া জীতেই লাগিয়া থাকে, এবং যে লাভ<sup>৩</sup> ক্ষতি দেখে না, বা লোকাপবাদ গ্রাহ করেনা ; ( ৭২০ ) জীৱ চিত্ত আরাধনা করিয়া তাহারি ছন্দে (ইচ্ছানুসারে) নাচে—যেমন বাজীকরের আজ্ঞায় বানর নৃত্য করে ; লোভী যেমন আপন লাভই শুধু দেখে,† আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে দূরে ঠেলিয়া দেয়,—এবং তিল তিল করিয়া নিজের সম্পদ বাড়াইয়া যায় ; তেমনি, যে দান ও পুণ্যকর্ম সংক্ষেপ করিয়া, নিজ গোত্র কুটুম্বকে বঞ্চনা করিয়া, জীৱ ইচ্ছা পূরণ করিতে কার্পণ্য করে না ; আরাধ্য দেবতার পূজা কোনও রূপে সম্পন্ন করে, গুরুকে কথাবার্তা ভুলায়,

১-২ জীৱ চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত ;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—“তরঙ্গে ভীত ভেক যেমন কুপের মধ্যে থাকে” ; “জলের কুণ্ডে যেমন ভেক আবদ্ধ থাকে” ;

৩ লজ্জা ;

† প্রথম চরণের পাঠান্তর—“আপনাকে কষ্ট দেয়” ;

মাতাপিতাকে নিজের দারিত্র্যের অভূহাত দেখায় ; পরন্তু স্ত্রীর জন্ত অনেকানেক ভোগসম্পত্তি এবং যে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দেখে তাহাই সংগ্রহ করে ; প্রেমিক ভক্ত যেমন আপন ফুলদেবতাকে ভজনা করে, তেমনি একাগ্রচিত্তে যে স্ত্রীর উপাসনা করে ; ইহাকে ( স্ত্রীকে ) কেহ দেখিল, বা ইহার কিছু অনিষ্ট হইল,— তাহাতে বাহার মনে হয় যেন প্রাণের উপস্থিত হইয়াছে ; খাটি ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার স্ত্রীর জন্ত সংগ্রহ করে, কিন্তু অন্ন লোকের তরপপোষণের জন্ত সামান্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় ; খোসপাঁচড়ার ভয়ে যেমন লোকের নাগের মানত\* ভাঙে না, তেমনি যে স্ত্রীর সামান্য ইচ্ছাও পালন করে ; আর অধিক কি বলা যায় ? হে ধনঞ্জয়, স্ত্রীই বাহার সর্বস্ব, এবং তাহার গর্তজাত সন্তান বাহার একমাত্র স্নেহের পাত্র ; ( ৮০০ ) আর, স্ত্রীর সমস্ত বৈভব, ( ধন সম্পত্তি ) যে নিজের জীবন অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় মনে করে ; সেই অজ্ঞানের মূল, তাহার দ্বারাই অজ্ঞান বলবান হয়,—আর কি বলিব ? তাহাকে অজ্ঞানের প্রতিমূর্তিই বলা যায়। বিষ্ণুর লম্বজের মধ্যে বায়ুচালিত নৌকা যেমন তরঙ্গের দোলনে তুলিতে থাকে ; তেমনি, প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সুখের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে,—আর অপ্রিয় বস্তুপ্রাপ্তিতে দুঃখলাগরে তলাইয়া যায় ; এইভাবে, হে মহামতি, বাহার চিত্ত বৈষম্য-সাম্যের ( ভেদভাবের ) চিন্তায় দোহুলায়মান, তাহাকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলা যায়। আর, যে আমাকে ভক্তি করে, পরন্তু, ফললাভের আশায় আমাকে ভজনা করে,—অন্তরে ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া যেমন কেহ বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় করে ; কিংবা বৈরিণী স্ত্রী যেমন অন্তরে সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইবার উদ্দেশ্যে পতির মনস্তত্ত্ব বিধান করে ; তেমনি, হে কিরীটি, যে বিষয়সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে ভজনা করিবার সাধন করে ; আর, এইভাবে ভজনা করিয়া যদি বিষয়প্রাপ্তি না হয় তবে আমার পূজা পরিত্যাগ করিয়া বলে ‘এ সমস্ত ভণ্ডামি ;’ কুবক যেমন নিত্য নূতন জমি চাষ করে, তেমনি আমার পূজার জায়গায় অন্ন দেবতা স্থাপনা করিয়া পূজা আরম্ভ করে’ ; ( ৮১০ ) গুরু করিতে হইলে বাহার বাহ্যিক ঠাঁট বেশী দেখা যায়, তাহার কাছেই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং অন্ন কাহাকেও স্বীকার

\* দেবতাকে রোগ্যানির্গত নাগ উৎসর্গ করিবার মানত

১ পূর্বের জায় আগ্রহসহকারে অন্ন দেবতার পূজা করে ,

করে না ; প্রাণিমাত্রের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, ( বৃক্ষ, পাবাণ প্রভৃতি )  
 স্বাবয় পদার্থকে বিশেষ ভক্তি করে, পরন্তু, বাহার একনিষ্ঠতা নাই ; আমার  
 মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গৃহেয় এক কোণে স্থাপন করে, এবং অস্ত্র দেবদেবীর  
 যাত্রায় বাহির হয় ; নিত্য আমার আরাধনা করে, মঙ্গলকার্থ্যে কুলদেবতার  
 অর্চনা করে, কিন্তু বিশেষ কোন পর্কের সময় অস্ত্র দেবতার পূজা করে ;  
 আমাকে ( আমার মূর্ত্তি ) গৃহে স্থাপন করে, আর অস্ত্র দেবতার উদ্দেশে মানত  
 করে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহাদের ভক্ত হয় ; একাদশীর দিনে আমাকে  
 যেমন ভক্তি করে, নাগপঞ্চমী তিথিতে ( শ্রাবণ শুক্লাপঞ্চমী ) অল্পরূপ ভক্তি-  
 সহকারে নাগের পূজা করে ; ( ভাদ্র মাসের শুক্লা ) চতুর্থীতে গণপতির ভক্ত হইয়া  
 যায়, এবং চতুর্দশীতে দুর্গাদেবীকে বলে ‘মা, আমি তোমারই সেবক’ ; নবমীতে  
 গুছাইয়া নবচণ্ডীর অহুষ্ঠান করিতে বসিয়া যায়, রবিবাসরে ভৈরবের খিচুড়ী-  
 প্রসাদ বণ্টন করিতে লাগিয়া যায় ; পরে সোমবার আসিলে সে বেলপাতা  
 হস্তে লইয়া শিবলিঙ্গের কাছে দৌড়ায়—এইভাবে যে একাই সর্বদেবতার পূজা  
 করে ; নিরন্তর বিভিন্ন দেবতার ভজনা করিয়া যে ক্ষণভরও স্থির থাকে না,—  
 বাহিরে পতিপরায়ণা নারী যেমন গ্রামের ঘারে ঘারে গিয়া ( অনেকের ভজনা  
 করিয়া ) সৌভাগ্যবতী হয় ; ( ৮২০ ) তেমনি যে ভক্ত বৃথাই নানাদিকে  
 দৌড়ায়,—‘তাহাকে অজ্ঞানের মূর্ত্তিমান অবতার বলিয়া জানিবে ; আর, উত্তম  
 একান্ত স্থান, তপোবন, তীর্থ বা পবিত্র নদীতট দেখিয়া বাহার মনে বিরক্তি  
 হয়, তাহাকেও অজ্ঞানের মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে ।+ আর যে বিজ্ঞা দ্বারা  
 আত্মদর্শন হয়, সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞার নাম শুনিয়া যে বিজ্ঞান উপহাস  
 করে ; উপনিষদের দিকে যে তাকায় না ( যায় না ), বাহার যোগশাস্ত্র ভাল  
 লাগে না, অধ্যাত্মজ্ঞানের অস্ত্র বাহার মনে কোনও আগ্রহ নাই ; আত্মচর্চা  
 ( আত্মানাত্মনিক্রপণ ) করা প্রয়োজন—এই বুদ্ধির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহার  
 মন বহুযুক্ত পন্থায় ইত্যন্ততঃ বিচরণ করে ; যে কর্মকাণ্ডে নিপুণ, পুরাণ  
 বাহার কণ্ঠস্থ, যে জ্যোতিষশাস্ত্রে এমন পারদর্শী যে তাহার গণনা সর্বদা  
 নিছুল হয় ; যে শিল্পবিজ্ঞায় অতিদক্ষ, রত্নবিজ্ঞায় হুচতুর, অধর্মক বেদের

১ যে ভক্তকে নানাদিকে দৌড়াইতে দেখিবে ;

+ ইহার পর পাঠান্তরে অস্ত্র একটি গুণী দেখা যায়—‘বাহার জনপদে হুখ, সংসারের  
 কোলাহলে আনন্দ, এবং যে লৌকিক বিষয় আলোচনা করিতে ভালবাসে, সেও অজ্ঞান’ ,

বিধি (মন্ত্রতন্ত্র) বাহ্যিক হস্তগত ; কামশাস্ত্রে বাহ্যিক নৃতন কিছুই শিখিবার নাই, মহাভারত যে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, ভজনা করিলে আগমশাস্ত্র (বেদ) বাহ্যিক সম্বন্ধে মুর্ত্তিমান হইয়া থাকে ; নীতিশাস্ত্রে যে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক বাহ্যিক সম্পূর্ণ জ্ঞান, কাব্য ও নাটকের জ্ঞানে বাহ্যিক সমকক্ষ কেহ নাই ; যে নৃত্তিশাস্ত্র চর্চা করে, গারুড়ী বিজ্ঞান মর্মে জানে, এবং শব্দকোষ বাহ্যিক প্রজ্ঞান দেবক (আয়ত্ত) ; (৮৩০) ব্যাকরণে বাহ্যিক ব্যুৎপত্তি, গ্রাম্যশাস্ত্রে বাহ্যিক প্রগাঢ় জ্ঞান, পরন্তু, একমাত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞান যে সত্যই জন্মাক্ত ; ঐ একটি ভিন্ন অগ্র সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং তাহার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে সক্ষম ; পরন্তু এই জ্ঞানে দ্বিক —অশুভ নক্ষত্রে জাত সন্তানের গ্রাম্য তাহার দিকে তাকান উচিত নহে। ময়ূরের অঙ্গে পালকের উপর অসংখ্য চক্ষু (অঙ্কিত) আছে,—পরন্তু তাহার একটিও দেখিতে পায় না—তাহার অধীত বিজ্ঞান তেমনি নিরর্থক ; পরমাণু পরিমাণ সজীবনীমূল যদি পাওয়া যায়, তবে গাড়ীর পর গাড়ী (অগ্র মহৌষধিতে) বোঝাই করিবার কি প্রয়োজন ? তেমনি, এক অধ্যাত্মজ্ঞান ভিন্ন অগ্র সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানই অপ্রমাণ ; এইজন্য, হে অর্জুন, যে শাস্ত্রমুদ্র (পণ্ডিতমূর্খ) ব্যক্তির বুদ্ধি অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; তাহার শরীর অজ্ঞানের নবানুকূলিত বীজ—যাহা হইতে তাহার ব্যুৎপত্তি অজ্ঞানবল্লীর দ্বারা উদ্ভূত হয় ; তাহার মুখনিঃসৃত বাক্য অজ্ঞানেরই ফুল, তাহার পুণ্যকার্যের ফলও অজ্ঞান। বাহ্যিক অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি আস্থা নাই সে কখনও প্রকৃত জ্ঞানার্থ দেখিতে পায় না,—ইহা কি বলিবার প্রয়োজন আছে ? এপারের নদীতীর পর্য্যন্ত না গিয়া যে ফিরিয়া পলাইয়া আসে, সে নদীর অপর তীরের পার্শ্ব কি করিয়া জানিবে ? (৮৪০) কিম্বা গৃহদ্বারেই বাহ্যিক পদদ্বয় ভালভাবে রাখিয়া রাখা যায়, সে গৃহভাস্ত্রে কি আছে কেমন করিয়া দেখিবে ? তেমনি, হে ধনঞ্জয়, বাহ্যিক অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত পরিচয় নাই, তাহাকে জ্ঞানার্থ (তত্ত্বার্থ) বুঝাইয়া কি হইবে ? সুতরাং এইরূপ মনুষ্য জ্ঞানের তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে পারে না,—ইহা এখন অল্প কথিয়া (প্রমাণ দিয়া) তোমাকে বলিতে হইবে না। যে অন্ন গভিণী মাতাকে দেওয়া হয়, তাহাতেই গর্ভস্থ শিশুর তৃপ্তি (পোষণ) হয়, তেমনি, (জ্ঞান সম্বন্ধে) পূর্বে যে পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতেই অজ্ঞানের নিরূপণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, পৃথক করিয়া অজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই,—অন্ধকে নিয়ন্ত্রণ করিলে

যেমন হয় ( তাহাকে যেমন চক্ষুমান একব্যক্তিকে লক্ষ্যে আনিতে হয় ) ; এই-  
 ভাবে উপরে বর্ণিত চিত্রের বিপরীত জ্ঞানচিত্রগুলি আমি পূর্বের অমানিষাদি  
 লক্ষণের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছি ; জ্ঞানের যে অষ্টাদশ লক্ষণের কথা  
 বলিয়াছি, তাহাদেয় বিপরীত লক্ষণগুলি বর্ণনা করিলেই অজ্ঞানের স্বরূপ  
 বর্ণনা করা হইল ; পূর্বোক্ত শ্লোকের উত্তরাঙ্কে শ্রীমুকুন্দ বলিয়াছেন যে জ্ঞানের  
 লক্ষণগুলি উল্টাইয়া দিলেই অজ্ঞানের লক্ষণ হয় । এইজগুই ঐ পদ্বা অবলম্বন  
 করিয়া আমি অজ্ঞানের লক্ষণগুলি বিস্তারিত করিয়া বলিলাম ;—নতুবা হুধে  
 জল মিশাইয়া তাহার পরিমাণ যেমন বাড়ান যায় ;—তেমনি, বৃথা বাগ্‌জাল  
 বিস্তার না করিয়া, পদের এক অক্ষরও না ছাড়িয়া ( বিবয়ের সহজ্ঞ না  
 ত্যাগ করিয়া ) মূল ধ্বনি ( মূল অর্থ ) বাড়াইবার প্রয়াস করিয়াছি।”  
 ( ৮৫০ ) তখন শ্রোতাগণ বলিলেন—“যথেষ্ট হইয়াছে ; দোষনিরসনরূপ  
 আত্মসমর্থনের কি প্রয়োজন ? হে কবিপোষক, আপনি অনর্থক কেন  
 ভীত হইতেছেন, শ্রীমুনারি আপনাকে বলিয়াছেন ‘যে মর্থার্থ আমি গুপ্ত  
 রাখিয়াছি, তুমি তাহা প্রকট কর।’ আপনি ভগবানের এই মনোগত  
 অভিপ্রায় পূরণ করিয়াছেন,—একথা যদি ‘আমরা বলি তবে আপনার চিত্ত  
 ( প্রেমে ) অভিভূত হইবে। অতএব, আমরা একথা বলিব না,—পরন্তু  
 লোকত্রয় যে আপনার শ্রবণস্থলকর ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইল, ইহাতে আমরা পরম  
 সন্তোষ লাভ করিয়াছি । এখন শ্রীহরি ইহার পর আর কি বলিলেন আপনি  
 তাহাই শীঘ্র বলুন।” সন্তশ্রোতাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্তি-  
 দাস বলিলেন—শুভন, শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর এই কথা বলিলেন—শ্রীভগবান  
 বলিলেন—“হে পাণ্ডব, তুমি ( শেষে ) যে সমস্ত লক্ষণের কথা শুনিবে তাহা  
 অজ্ঞানেরই লক্ষণ ; এই অজ্ঞানের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া এখন তুমি প্রকৃত  
 জ্ঞানের স্বরূপ সহজে দৃঢ়নিশ্চয় হও” ; জ্ঞান পরিপূর্ণ হইলেই মনে ‘জ্ঞেয়’ বস্তুর  
 সাক্ষাৎকার হয়—অর্জুনের তাহাই জানিবার ইচ্ছা হইল ; তখন সর্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ  
 ( সর্বস্বর্বাদামী ) ভগবান তাহার মনের ভাব জানিয়া বলিলেন—“এখন ‘জ্ঞেয়’  
 কাহাকে বলে তাহাই বলিব শ্রবণ কর । ( ৮৬০ )

জ্ঞেয়ং যন্তং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞান্ধায়তমশুভে ।

অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসহচ্যতে ॥ ১৩

ব্রহ্মবস্তুরকেই ‘জ্ঞেয়’ বলিবার কারণ এই যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; আর যে বস্তুর জ্ঞান লাভ হইবার পর আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না—যে জ্ঞান ব্রহ্মে তন্ময়তা ( তন্নীনতা, তদ্রূপতা ) আনিয়া দেয় ; যে বস্তুর জ্ঞান লাভ হইলে, সংসারকে তীয়ে ত্যাগ করিয়া ( মুমুক্শু ) নিত্যানন্দসাগরে ডুব দিয়া তাহাতে লীন হয় ; তাহাই ‘জ্ঞেয়’, তাহা অনাদি, তাহাকে স্বতঃই ‘পরব্রহ্ম’ আখ্যা দেওয়া হয় । যদি বল তাঁহার অস্তিত্ব নাই, তবে তিনি বিশ্বাকারে রহিয়াছেন ; যদি বলা হয় তিনিই বিশ্ব, তবে ইহা তো মায়া, ( অনিত্য ) ; ইহার রূপ, বর্ণ, ব্যক্তি ( দৃশ্যমান সত্তা ) নাই, ইহার দৃশ্য বা দ্রষ্টার স্থিতি নাই—তবে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কে কেমন করিয়া বলিবে ? আর, তাঁহার অস্তিত্বই যদি না থাকে তবে তাঁহার অভাবে মহত্ত্বাদির স্ফুরণ হইল কিরূপে এবং কোথা হইতে ? স্বতরাং, বাহ্যকে দেখিলে তিনি আছেন বা তিনি নাই এসব প্রশ্ন বা তর্ক মুক্ হইয়া যায় ; এবং বিচারের দ্বারা যেখানে পৌছান যায় না ; পৃথ্বী, যেমন ভাঁড়, ঘট, কলসী ইত্যাদি নানা আকারে বিद्यমান, তেমনি, যে বস্তু ( ব্রহ্মবস্তু ) সর্ব পদার্থে, সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন ;

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪

স্থানকাল হইতে ভিন্ন না হইয়া, সর্ব দেশে ও সর্ব কালে, স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব সত্তায় যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া বাহার হস্তস্বরূপ ; ( ৮৭০ ) তাঁহাকে এই কারণে ‘বিশ্ববাহু’ বলা হয় ; যে ব্রহ্মবস্তু সর্বাকার হইয়া সর্বদা সর্ব ক্রিয়া করিতেছেন ; আর, হে ধনঞ্জয়, একই কালে, সর্বস্থানে একসঙ্গে আছেন বলিয়া বাহাকে ‘বিশ্বাঃস্ত্রি’ আখ্যা দেওয়া হয় ; সূর্য্যের বিধে যেমন চক্ষুরূপ কোনও পৃথক অঙ্গ নাই ( তথাপি সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে ), তেমনি সর্ব স্বরূপ হইয়া যিনি সর্বদ্রষ্টা ; সেইজন্ত, অচক্ষু বা নেত্রহীন হইলেও বাহাকে বেদ অতিবিচক্ষণতার সহিত ‘বিশ্বতশ্চক্ষু’ বলিয়াছে ; অগ্নির সর্ব মূর্ত্তিই যেমন তাহার মুখ, তেমনি যে ব্রহ্মবস্তু সর্ব স্বরূপ হইয়া সর্ব ভূত উপভোগ করেন ; হে পার্থ, এই কারণে ঐতি তাঁহাকে ‘বিশ্বতোমুখ’ এই আখ্যা দিয়াছে ; আর, সমস্ত বস্তুর মধ্যে আকাশ যেমন ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তেমনি বাহার শ্রবণ ( উচ্চারিত ) শব্দ-

মাত্রের মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে ; সেইজন্য আমরা তাঁহাকে ‘সর্বশ্রুতিমান’ বলি—এইভাবে যিনি সর্ব জগৎ আবরণ করিয়া আছেন ; হে মহামতি, বাস্তবিক দেখিতে গেলে, শ্রুতি তাঁহাকে ‘বিশ্বতশ্চক্ষু’ প্রভৃতি আখ্যা দিয়া তাঁহার সর্বব্যাপকত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে ; নতুবা, যিনি সর্বশ্রুত্বের নিরূপ ( পরিণাম, সার ),<sup>১</sup> তাঁহার সম্বন্ধে ‘হস্ত’ ‘পদ’ ‘নেত্র’ এইসব ভাষা কি করিয়া প্রযোজ্য হইবে ? ( ৮৮০ ) একটি তরঙ্গ অল্প একটি তরঙ্গকে গ্রাস করিতেছে দেখা যায়, পরন্তু, গ্রসিত, ও গ্রাসকারী তরঙ্গের মধ্যে কি কোনও প্রভেদ থাকে ? তেমনি, পরব্রহ্ম যখন সর্বস্বরূপ,<sup>২</sup> সেখানে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা কোথা হইতে আসিবে ? তবে, বুঝাইবার জন্য ( আলংকারিক ) নাম ব্যবহার করিতে হয়। ‘শূন্য’ বুঝাইতে গেলে যেমন একটা বিন্দু অঙ্কিত করিতে হয়, তেমনি ‘অদ্বৈত’তত্ত্ব প্রকাশ করিতে ‘দ্বৈত’ ব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। এইজন্য,<sup>৩</sup> হে পার্থ, গুরুশিষ্যসম্বন্ধের পথে অন্তরায় উপস্থিত হয় এবং আলোচনা সর্বথা বন্ধ হয় ; এইজন্যই শ্রুতি দ্বৈতব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করিয়া ‘অদ্বৈত’তত্ত্ব নিরূপণের পথ বাহির করিল ; এখন, এই ‘জ্ঞেয়’ বস্তু কিভাবে নেত্রগোচর সর্ব আকারে ব্যাপিয়া আছেন তাহাই শুন।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫

আকাশ যেমন অবকাশে ব্যাপিয়া আছে, তত্ত্ব যেমন বস্তুমধ্যে বস্তুরূপ হইয়া থাকে, ব্রহ্মবস্তুও তেমনি ( সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন ) ; রস যেমন জলের মধ্যে জল হইয়া আছে, তেজ যেমন দীপের মধ্যে দীপতত্ত্ব ( প্রকাশ ) হইয়া আছে, দেখা যায় ; সৌরভ ( গন্ধতত্ত্ব ) যেমন কর্পূরের মধ্যে কর্পূররূপে অবস্থান করে, কিয়া যেমন শরীররূপে শরীরের মধ্যে প্রকট হয় ; বেনী কি বলিব ? হে পাণ্ডব, স্বর্ণের সত্তা যেমন স্বর্ণের কণার মধ্যে আছে, তেমনি ব্রহ্মবস্তু সর্বস্বরূপ হইয়া সর্বসত্তার অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ( ৮৯০ ) পরন্তু, স্বর্ণ যখন স্বর্ণকণা হইয়া থাকে তখন তাহাকে

১ ভাষা দ্বারা শূন্যত্বের নির্ণয় করা সম্ভব নহে ;

২ একমাত্র সত্য ;

৩ অন্তর্ধার ;

( স্বর্ণ ) কণাই বলা হয়, তথাপি কণার রূপ নষ্ট হইলে ( সোনার সহিত সোনা মিশাইলে ) তাহা স্বর্ণই থাকিয়া যায় ; নদীর প্রবাহ আকিয়া থাকিয়া গেলেও জল ঋজু ও সরলই থাকে, লৌহখণ্ড আগুনে পুড়িয়া অগ্নির মতই হয়, কিন্তু অগ্নি লোহা হয় না ; ঘটের আকারে ধরিলে আকাশ গোলাকার দেখায়, চতুষ্কোণ গৃহাভ্যন্তরে বিস্তৃত হইলে তাহাকে চতুষ্কোণ দেখায় ; কিন্তু যেমন ঐ গোল ও চতুষ্কোণ আকার আকাশের নহে, তেমনি ( মায়ার উপাধিতে ) নানারূপে বিকার প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার কোনও বিকার হয় না ; হে ধনঞ্জয়, বাহ্যতঃ এই ব্রহ্মবস্ত্র মন আদি ইন্দ্রিয় ও সত্ত্বাদি গুণের সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হন । পরন্তু, গুড়ের মিষ্টত্ব যেমন তাহার আকারের উপর নির্ভর করে না, তেমনি গুণ বা ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব নহে । হে কপিধ্বজ, যেমন দুধের অবস্থায় ঘৃত ঐ দুধের আকারেই থাকে, পরন্তু ঐ দুধ ঘৃত নহে ; তেমনি ব্রহ্মবস্ত্রতে ( গুণেন্দ্রিয়সংযোগে ) বিকার দেখা গেলেও তাঁহার কোনও বিকার হয় না—জানিবে ; বিভিন্ন আকারে তৈয়ারী সোনার অলঙ্কারের ‘ফুল’ ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়, পরন্তু সোনার তৈয়ারী ঐসব বস্তু সোনাই । সোজা মারাঠি ভাষায় বলিতে গেলে, হে ধনঞ্জয়, ব্রহ্মবস্ত্র বাস্তবিকপক্ষে গুণ ও ইন্দ্রিয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ; নামরূপ আদি সষষ্ঠ, জাতি ক্রিয়া আদি ভেদ—এ সমস্তই আকারেরই সংজ্ঞা, ( ব্রহ্ম ) বস্তুর নহে । ( ২০০ ) এই ব্রহ্মবস্ত্র গুণ নহে, তাঁহার সহিত গুণের কোনও সঘন্ধ নাই, তবে ইহার ব্রহ্মেই ভাসমান ; এইজন্তই ( এই ভ্রমাত্মক গুণাভাসের জন্ত ) হে কিরীটি, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ব্যক্তি মনে করে এইসব বিকার ব্রহ্মেই বিজ্ঞমান ; পরন্তু, ব্রহ্মে এইসব বিকার তেমনিভাবে ভাসমান, যেমন আকাশে মেঘ, কিংবা দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা যায় ; অথবা, যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, বা সূর্য্যের কিরণে যেমন যুগজলের মরীচিকার সৃষ্টি হয় ; তেমনি, নিগুণ ব্রহ্ম সঘন্ধবিহীন হইয়া এই সারা বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, পরন্তু, ব্রহ্মে দৃষ্ট এই বিকারগুলি ভ্রমাত্মক ও বার্থ, শুধু মিথ্যা দৃষ্টিতে ভাসমান তাহার অসত্য ; আর, স্বপ্নে যেমন দরিদ্র ভিক্ষুক রাজ্য ভোগ করে, তেমনি নিগুণ ব্রহ্ম এইসব গুণ ভোগ করেন ; স্বতরাং নিগুণ ব্রহ্ম গুণের সঙ্গ করেন অথবা গুণ ভোগ করেন একথা বলা যায় না ।



বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

স্বস্বদ্বাস্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকৈ চ তৎ ॥ ১৬

হে পাণ্ডুহস্ত, বাহ্য চরাচর ভূতে ব্যাপিয়া আছে, অগ্নির উত্তাপ যেমন অস্তেদে তাহার নানা রূপে নিহিত থাকে ; তেমনি বাহ্য সর্বব্যাপীরূপে এবং স্বস্বভাবে সমস্ত বিধে ব্যাপিয়া আছে তাহাকেই ‘জ্ঞেয়’ বলিয়া জানিবে ; যে বস্তু অন্তরে বাহিরে, দূরে ও সন্নিহিতে, এক হইয়া সমভাবে বিরাজ করেন, বাহ্যর কোনও বিদ্ব ( দ্বিতীয় ) নাই । ( ১১০ ) ।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিষু প্রভবিষু চ ॥ ১৭

ক্ষীরসমুদ্রের মাধুর্য মধ্যস্থলে বেশী এবং তীরের কাছে কম—এমন নহে, —তেমনি, যিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া পূর্ণ হইয়া আছেন ; স্বেদজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভূতে যিনি অখণ্ডভাবে অস্থস্থ্যত হইয়া আছেন ; হে শ্রোতৃশিরোমণি অর্জুন, সহস্র ঘণ্টের ( জলের ) মধ্যে চক্রেবির বিদ্ব প্রতিবিম্বিত হইলেও, চক্রে যেমন কোনও ভেদ নাই ; কিম্বা, লবণখণ্ডের রাশির মধ্যে ক্ষারত্ব ( লবণত্ব ) যেমন একভাবেই থাকে, কিম্বা, কোটি ইক্ষুখণ্ডের মধ্যে যেমন রস ( মিষ্টত্ব ) এক-প্রকারেরই হয় ; তেমনি, হে স্মৃতি, অনেক ভূতমধ্যে যিনি এক হইয়া ব্যাপ্ত, এবং এই বিশ্বরূপ কাৰ্যের মূল কারণ ; সেইজন্য, তরঙ্গ যেমন সাগর হইতে উৎপন্ন হয়, তেমনি এই নামরূপাত্মক ভূতাকার বাহ্য হইতে উৎপন্ন এবং যিনি ইহার আধার ; বালাদি তিন অবস্থা যেমন একই শরীরে হয়, তেমনি স্থিতি স্থিতি প্রলয়ে যিনি অখণ্ড ; সায়ংকাল, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন প্রত্যহ যেমন আসে ও যায়, কিম্বা গগনে যেমন কোনও পরিবর্তন হয় না ; § হে প্রিয়োত্তম, বিশ্বের উৎপত্তিকালে বাহ্যকে ব্রহ্মা বলে, ব্যাপ্তি ( স্থিতি ) কালে বাহ্যর অন্ত নাম হয় ;<sup>১</sup> নামরূপাত্মক এই বিশ্বের লয় হইবার সময় বাহ্যকে রুদ্র বলে,— আর গুণত্রয়ের লোপ হইলে যিনি শূন্যরূপে অবস্থান করেন ; ( ১২০ ) +

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—বাহ্যর অর্থ একই ;

১ বাহ্যকে বিষ্ণু নামে অভিহিত করে ;

+ “আকাশের শূন্যত্ব গিলিয়া এবং গুণত্রয়ের লোপ করিয়া, বাহ্য শূন্যরূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বেদপ্রতিপাদিত মহাশূন্য”—১২০ ওবীর পর, পাঠান্তরে এই অর্থের একটি ওবী পাওয়া যায় ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্ব্বশ্চ স্থিতিতম্ ॥ ১৮

যিনি অগ্নির প্রকাশ (দীপ্তি), চক্রেয় জীবন (অমৃত), সূর্য্যের নয়ন,—যাহা  
হায়া তাহার দেখিবার শক্তি হয় ; যিনি আদিরও আদি, বুদ্ধির বৃদ্ধি, বুদ্ধির  
বুদ্ধি, জীবের জীবন ; যাহার তেজে তারাগণ তেজ প্রাপ্ত হয়, যাহার (আধারে)  
জ্যোতিতে মহাতেজ সারা জগৎকে উদ্ভাসিত করে ; যিনি মনের মন, নেত্রের  
নয়ন, নাসিকার ভ্রাণশক্তি, বাক্যের বাক্য ; যিনি প্রাণের প্রাণ, গতির চরণ,  
ক্রিয়ার ক্রিয়াশক্তি ; হে পাণ্ডুকুমার, যিনি আকারের আকার, বিস্তারের  
বিস্তার, সংহারের সংহার : যিনি পৃথ্বীর পৃথ্বী, জলের জল, যাহার তেজে তেজ  
প্রকাশিত হয় ; যিনি বায়ুর শ্বাসোচ্ছ্বাস, গগনের অবকাশ, সমস্ত দৃশ্যজাত  
বস্তু যাহার জন্ত ভাসমান হয় ; আর অধিক কি বলিব ? হে পাণ্ডব, যিনি  
সর্বভূতে সর্ব স্বরূপ, এবং যাহাতে দ্বৈতভাস নাই ; যাহার দর্শন হইবামাত্র  
দৃশ ও ত্রুষ্টি সমরস হইয়া একরূপ হইয়া যায় ; ( ২৩০ ) তিনিই জ্ঞান, জ্ঞাতা  
ও জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানের দ্বারা যে 'গন্তব্যস্থানে ( ব্রহ্মে ) পৌঁছান যায়, তিনি  
তাহাই । হিসাব মিলিয়া গেলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা থাকে  
না ( 'অঙ্ক এক হইয়া যায়' ), তেমনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর সাধ্যসাধনাদির ঐক্য  
হয় । হে অৰ্জ্জুন, ইহার সহিত দ্বৈততাবের কোনও সম্বন্ধ নাইঃ ( দ্বৈতের  
উল্লেখ করা যায় না ), এককথায়, তিনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া  
আছেন ।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।

মন্তুক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে ॥ ১৯

হে প্রিয় মিত্র, এইভাবে আমি 'প্রথমে তোমাকে 'ক্ষেত্রের' স্বরূপ ল্পষ্ট  
করিয়া বুকাইয়াছি । তেমনি, 'ক্ষেত্রের' পর, হে কিরীটি, যাহাতে 'তুমি  
প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাও, এইভাবে 'জ্ঞানের' কথা বলিয়াছি । তৎপরে  
কোতুকে অজ্ঞানের রূপ পূর্ণভাবে নিরূপণ করিয়াছি,—বতক্ষণ না তুমি

‘যথেষ্ট হইয়াছে’ বলিয়াছ;† আর এখন অকাটা বুদ্ধিবারা স্পষ্ট করিয়া ‘জ্ঞেয়’ নিরূপণ করিয়াছি; হে অৰ্জুন, এই সমস্ত বিষয় বুদ্ধিবারা বিবেচনা করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কার হয়;’ দেহাদি পরিগ্রহ সংক্রান্ত করিয়া ঐহ্যারা জীবন আমার সেবাতেই সমর্পণ করেন (‘মনেপ্রাণে আমাকেই অহুসরণ করেন’), হে কিরীটি, তাঁহারা আমার ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিতে পারিয়া অস্তে আপন ব্যক্তিত্ব তুলিয়া২ মজ্জপ হইয়া যান। (২৪০) (মুমুক্শু পক্ষে) মজ্জপ হইবার শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সরল পথ আমি রচনা করিয়াছি—ইহা জানিয়া রাখ। যেমন পর্বতগাত্রে উঠিতে সিঁড়ি তৈয়ারী করিতে হয়, আকাশে (উচ্চস্থানে) উঠিতে হইলে যেমন মঞ্চের প্রয়োজন, গভীর জল পার হইতে যেমন নৌকার দরকার হয়; নতুবা, হে বীরোত্তম, সর্বভূতেই আত্মা সমাহিত আছেন একথা বলিলে তোমার মনে লাগিবে না বা মনঃপূত হইবে না;৩ এইজন্ত, তোমার বুদ্ধির দুর্বলতা দেখিয়া, একই পরব্রহ্মকে চতুর্ধা ভাগ করিয়া তোমাকে বুঝাইয়াছি। বালককে খাওয়াইতে হইলে যেমন তাহার খাণ্ড বিশ ভাগ করিয়া দিতে হয়, তেমনি, একই বস্তুকে চার ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে বলিয়াছি। তোমার অবধানশক্তি (গ্রহণশক্তি) জানিয়া, ‘ক্ষেত্র’, ‘জ্ঞান’, ‘জ্ঞেয়’, এবং ‘অজ্ঞান’—এই চারি বিভাগ করিয়াছি; আর, হে পার্থ, ইহা সত্ত্বেও যদি আমার কথার মর্মার্থ তুমি না বুঝিয়া থাক, তবে এই ব্যবস্থার কথা আর একবার (অনুভাবে) বলিতেছি। এখন এই তত্ত্বটি চতুর্ধা ভাগ না করিয়া, একত্ব না মানিয়া, ‘আত্মা’ ও ‘অনাত্মা’ (পুরুষ ও প্রকৃতি) এই দুটি সমানভাবে বুঝাইব। পরন্তু, তুমি শুধু ইহাই কর—আমি বাহ্য চাহিতেছি তাহাই আমাকে দাও,—আপনার সমগ্র মনকে কান করিয়া শ্রবণ কর।” শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অৰ্জুনের রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান কহিলেন—“শাস্ত হও, অধীর হইও না”; (২৫০) এইভাবে অৰ্জুনের ভাবাবেগ শাস্ত করিয়া শ্রীরজ বলিলেন, “এখন প্রকৃতি-পুরুষের ভেদের কথা

† তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“যতক্ষণ না তোমার তৃপ্তি হইয়াছে”; “যতক্ষণ না তোমার বুদ্ধির তৃপ্তি হইয়াছে”.

১ আমাকে আশ্রিত জন্ত ইচ্ছা হয়;    ২ আপন ব্যক্তিত্বের বদলে;

৩ মনে ধরিবে না.

বলিব শুন। জগতে যে মার্গকে যোগিগণ সাংখ্যযোগ বলেন, তাহার অনিচ্ছিন্ন দ্রব্য আমি ‘কপিল’রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম ; সেই ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ সম্বন্ধে নির্দোষ বিচার শ্রবণ কর”—আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিতে লাগিলেন—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০

“এই পুরুষ অনাদি, এবং তাহার সহিত প্রকৃতি সংযুক্ত—যেমন দিবা ও রাত্রি একসঙ্গে’ মিলিত হইয়া আছে ; কিম্বা, রূপ অবাস্তব বা মিথ্যা নহে, রূপের সহিত ছায়াও সংযুক্ত—হে ধনঞ্জয়, ফসলের দানার সঙ্গে কণা ও তুষ উভয়েই বাড়িতে থাকে ; তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুটি অঙ্গাদিভাবে’ মিলিত হইয়া অনাদিসিদ্ধরূপে প্রকট রহিয়াছেন ; ‘ক্ষেত্র’ নামে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি তাহাকে এই ‘প্রকৃতি’ বলিয়াই জানিবে ; ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বলিয়া তাহাকে বর্ণনা করিয়াছি তিনিই এই ‘পুরুষ’—ইহা পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই ; ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইলেও ইহার নিত্য, ইহাতে অম্বা নাই—একথা ভুলিলে চলিবে না—সেইজন্তই আমি ইহা বারবার বলিতেছি। হে পাণ্ডুসুত, পুরুষই একমাত্র অব্যয় সত্তা এবং প্রকৃতিই সমস্ত ক্রিয়ার মূলধার। ( ২৬০ ) বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি বিকারের উৎস ( উৎপন্ন করিবার শক্তি ), এবং সত্তাদি তিনটি গুণ ; ইহার সমস্তই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, জানিবে, এবং ইহারাই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তির কারণ।

কার্য্যাকারণকর্তৃষে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সূত্রহুঃখানাং ভোক্তৃষে হেতুরূচ্যতে ॥ ২১

তাহা ( প্রকৃতি ) হইতেই প্রথমে ইচ্ছা ও বুদ্ধি, অহংকারের সহিত উৎপন্ন হয়, এবং তাহারাই কারণের উৎস (ছন্দ গঠন করে)। হে ধনঞ্জয়, কারণের সিদ্ধির জন্ত যে সূত্ররূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহারি নাম কার্য্যাকারণ। ইচ্ছার উদ্গাদনা জাগ্রিলে মন উদ্ভূত হয়, এবং উদ্ভূত মন ইন্দ্রিয়গুলিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহাকেই ‘কর্তৃষ’ বলে। এইজন্তই,—সিদ্ধজনশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে

ছেন, “প্রকৃতিই ‘কার্য’ ‘কারণ’ ও ‘কৰ্ত্তৃৎ’ এই তিনটির মূল। এইভাবে, এই তিনটি একত্র হইলে প্রকৃতি কর্ত্ত্বরূপ ধারণ করে, পরন্তু, যে গুণটি অবলম্বন করে, ‘কৰ্ম’ তাহারি অঙ্গরূপ হয়; যে কৰ্ম সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে অহুষ্ঠিত হয় তাহাকে ‘সৎকৰ্ম’ বলে, রজোগুণের আশ্রয়ে যে কৰ্ম সম্পাদিত হয় তাহাকে ‘মধ্যম’ কৰ্ম বলে; যে কৰ্ম কেবল তমোগুণে অহুষ্ঠিত হয় তাহাকে নিষিদ্ধ ‘অধম’ কৰ্ম বলিয়া জানিবে। এইভাবে সৎ, ও অসৎ কৰ্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ফলে সুখদুঃখের ভোগ হয়। ( ২৭০ ) নিষিদ্ধ বা অসৎকৰ্মে দুঃখ হয়, সৎকৰ্মে সুখ উৎপন্ন হয়, এবং এই দুইটিই পুরুষকে উপভোগ করিতে হয়। প্রকৃতি-পুরুষের এই সংসার বলিতে গেলে এক বিচিত্র ব্যাপার, কারণ পত্নী যাহা উপার্জন করে, পতি তাহা উপভোগ করে ( বসিয়া খায় )। বতকণ সুখ ও দুঃখ সত্য বলিয়া ভাসমান হয়, প্রকৃতি এই সুখদুঃখ উৎপাদনের কার্য করিয়া যায়, এবং পুরুষ সেই ফল উপভোগ করে। পতি-পত্নীর মধ্যে কোনও সংযোগ হয় না, অথচ পত্নী ( প্রকৃতি ) এই জগৎ প্রলব করে—কি চমৎকার ব্যাপার দেখ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্মাদসদস্যোনিজন্মসু ॥ ২২

( এই পুরুষ ) অনঙ্গ ও পঙ্গু ( নিষ্ক্রিয় ), কেবল নির্ধন, জীর্ণ, অতিবৃদ্ধ হইতেও বৃদ্ধ; তিনি নামেই ‘পুরুষ’, বাস্তবিকপক্ষে তিনি জ্ঞীও নন, নপুংসকও নন, §—প্রকৃতি হইতেই এই জগতের উৎপত্তি। তিনি চক্ষুহীন, কর্ণহীন, হস্তপাদাদিবিহীন, তাঁহার রূপ, বর্ণ বা নাম নাই; দেখ, ঈহার কিছুই নাই, তিনিই প্রকৃতির ভর্তা, এবং তাহার জগুই তাঁহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়; তিনি অকৰ্ত্তা ( নিষ্ক্রিয় ), উদাসীন ও অভোক্তা হইলেও তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী প্রকৃতি তাঁহাকে সকলি ভোগ করায়; স্বল্পপরিমাণ রূপ ও গুণের অল্পকুলতায়\* ( সহযোগে ), প্রকৃতি নানা প্রকার খেলার আকার দেয়

১. যে গুণের সামর্থ্য বাড়়ে ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“কিং বহবা, তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না” ,

২ চালে , মাধ্যমে ,

(দেখায়); (২৮০) এইজন্ত প্রকৃতিকে ‘গুণময়ী’ আখ্যা দেওয়া হয়; বেশী কি বলিব? প্রকৃতি গুণেরই প্রত্যক্ষ মূর্তি। এই প্রকৃতি প্রতিজ্ঞের রূপ ও গুণের নব নব মূর্তি প্রদর্শন করে, এবং নিজের মত্ততায় জড়পদার্থকেও উন্নত করে। ইহা হইতেই নামের প্রসিদ্ধি হয়, ইহারই স্নেহে ইন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতা আসে; ইহা হইতেই ইন্দ্রিয়গুলি প্রবুদ্ধ (জাগ্রত) হয়।† মনকে নপুংসক কি করিয়া বলা যায়? কারণ (প্রকৃতির প্রেরণায়) মন ত্রিভুবন ভোগ করিয়া বেড়ায়—ইহার (‘প্রকৃতির’) এমন অলৌকিক কার্য! এই প্রকৃতি ভ্রমের মহাবীণ, ব্যাপ্তির মূর্তি এবং অপরিমেয় বিকার উৎপন্ন করেন। ইনি কামের (বাসনারূপী লতার) মণ্ডপ, মোহবনের মাধবী (ভ্রান্তিবীথিকার বসন্তলক্ষ্মী) এবং দৈবী মায়া নামে প্রসিদ্ধ; শব্দসৃষ্টির বিস্তার ইনিই করিয়া থাকেন, নামরূপাত্মক জগৎসৃষ্টিও ইহা দ্বারা হয়, এবং সর্বপ্রকার প্রপঞ্চের (আক্রমণ) রচনা ইনিই বরাবর করিতেছেন। কলা, বিদ্যা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়; ইনিই নাদের (শব্দের) টাঁকশাল (উৎপত্তিস্থল), চমৎকারের (আশ্চর্য্যের) লতামণ্ডপ—আর বেশী কি বলিব? ইনিই সকল খেলা খেলিতেছেন। সৃষ্টি ও প্রলয় ইহারি সায়াং ও প্রাতঃকাল,—বস্তুতঃ প্রকৃতি এক প্রবল মোহিনীশক্তি। (২৯০) ইনি স্বয়ংের সজিনী, নিঃসঙ্গের আত্মীয়া, ইনি শূণ্ঠে ঘর বাঁধিয়া তাহাতে পরমানন্দে বাস করেন। ইহার সৌভাগ্য এত অধিক যে ইনি অন্যের পুরুষকে আপন বশে আনিয়াছেন। বস্তুতঃ এই উদাসীন পুরুষের কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং তাঁহার সবকিছু হইয়া যান। প্রকৃতিই এই স্বয়ং পুরুষের উৎপত্তি, সেই নিরাকারের আকার (মূর্তি) ও স্থিতি। প্রকৃতি স্বয়ং এই বাসনারহিতের বাসনা, স্বয়ংপূর্ণের তৃপ্তি, কুলহীনের জাতি হইয়া যান। তিনি অবর্ণনীয়ের চিহ্ন (লক্ষণ); অপারের (মান) আকার প্রমাণ, অমনস্কের (মনরহিতের) মন ও বুদ্ধি; তিনি নিরাকারের আকার, নির্ক্যাণারের ব্যাপার, নিরহঙ্কারের অহঙ্কার; তিনি অনামীর নাম, জন্মরহিতের জন্ম, এবং স্বয়ং ক্রিয়ারহিত হইয়াও কর্তৃকল্প হইয়া আছেন। তিনি নিগুণের গুণ, চরণহীনের চরণ, কর্ণহীনের কর্ণ ও চক্ষুহীনের চক্ষু। তিনি ভাবাতীতের ভাব, অবয়বহীনের অবয়ব—অধিক

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই;

১ সূক্ষ্ম; ২ অমনস্কের; মনহীনের,

৩ আকার,

আর কি বলিব? প্রকৃতিই এই পুরুষের সবকিছু হইয়া আছেন। ( ১০০০ ) এইভাবে, প্রকৃতির এই সর্বব্যাপক বিস্তারের জন্য অবিকারী (ব্রহ্ম) বিকারের মধ্যে লিপ্ত হইয়া যান। এই পুরুষের যে পুরুষত্ব তাহা প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়—যেমন অমাবস্তায় চন্দ্রমা অদৃশ্য হয়; যেমন খাঁটি সোনায় একরঙি (বাল) পরিমাণ খাদ মিশাইলে তাহার কল পাঁচে নামিয়া যায়; অথবা পিশাচের সন্ধার হইলে যেমন সাধু বা সদাচারী পুরুষ নিম্ননীয় বা স্থগিত আচরণ করিতে আরম্ভ করে,<sup>১</sup> অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যই যেমন দুর্দ্দিনে পরিণত হয়; পশুর পেটে যেমন দুগ্ধ লুকায়িত থাকে, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, বা রত্নের জ্যোতিঃ যেমন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়; রাজা পরাধীন হইলে, বা সিংহ রোগগ্রস্ত হইলে (যেমন তাহাদের তেজ লোপ পায়), তেমনি পুরুষও প্রকৃতির সংসর্গে আসিয়া আপন তেজ হারান; জাগ্রত মনুষ্য যেমন সহসা নিদ্রার বশীভূত হইয়া স্বপ্নের মধ্যে বাসনার বশীভূত হয়; তেমনি, প্রকৃতির সংযোগে পুরুষকে গুণ ভোগ করিতে হয়—যেমন উদাসীন পুরুষ স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অধীন হয়; তেমনি, ইনি জন্মরহিত ও শাস্ত (নিত্য) হইয়াও গুণের সংযোগে জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়েন (আঘাতপ্রাপ্ত হন); পরন্তু, হে পাণ্ডুভূত, ইহা এইপ্রকার—উত্তপ্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর আঘাত করিলে লোকে যেমন মনে করে অগ্নির উপর আঘাত পড়িতেছে; ( ১০১০ ) কিম্বা জল আন্দোলন করিলে যেমন তাহাতে অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এবং লোকে চন্দ্রের উপর অনেকটুকু আরোপ করে; দর্পণ কাছে আনিলে যেমন ছুটি মুখ দেখা যায়, বা কুসুমের উপর ক্ষটিকমণি রাখিলে যেমন রক্তবর্ণ দেখায়; তেমনি, গুণসংযোগে জন্মরহিতের জন্ম হইতেছে দেখা যায়, পরন্তু, তাঁহার জন্ম নাই; মনে হয় পুরুষের অধমোত্তম যোনিতে জন্ম হয়,—যেমন সন্ন্যাসী স্বপ্নে অন্ত্যজ হয়; বাস্তবিকপক্ষে, এই শুদ্ধ, নিঃসঙ্গ পুরুষের কোনও ভোগ নাই,—গুণসঙ্গই এক্ষেত্রে অশেষ বন্ধনের মূল কারণ ॥

উপজ্জষ্টান্নমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাশ্রুতি চাপ্যুক্তো দেহেহগ্নিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩

১ নিরজাতীয় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া মলিনতা প্রাপ্ত হয়;

যুক্তি লভাকে ধারণ করিয়া (যুক্তিকা-প্রাপ্তি) দণ্ড যেমন ঋতু হইয়া থাকে, তেমন প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পুরুষও অলিপ্ত অবস্থায় আছেন—কিন্তু প্রকৃতির সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; হে কিরীটি, প্রকৃতিনদীর তটে পুরুষ মেরুপর্বতের জায় (স্থির ও অচল), নদীতে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়ে কিন্তু তিনি নদীর প্রবাহে ভাসিয়া যান না ; আর, প্রকৃতির উৎপত্তি ও লয় আছে, কিন্তু পুরুষ শাস্ত ও নিয়ন্তা ; পুরুষ হইতেই প্রকৃতি জীবন প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সত্যাই (সামর্থ্যে) এই জগৎ প্রসব করে, এইজন্ত পুরুষকে প্রকৃতির ভর্তা বলা হয় ; হে কিরীটি, অনন্তকাল হইতে যেসব সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কল্লাস্তসময়ে ঐ পুরুষের মধ্যেই লীন হয় ; (১০২০) এই মহদব্রহ্মই প্রকৃতির স্বামী, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিধার এবং ইহার ব্যাপকতা এতই অপার যে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ মাপ করিতে পারেন ; দেহের মধ্যে যে পরমায়া আছেন বলে, তিনি এই পুরুষই, ইহা জানিয়া রাখ। হে পাণ্ডুহত, লোকে যে বলে প্রকৃতির ওপারে একটি বস্তু আছে, তাহা (তদ্বতঃ) বাস্তবিক-পক্ষে এই পুরুষই।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৪

যে মহত্ত্ব এই পুরুষকে শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া পূর্ণভাবে জানিতে পারে এবং বুঝিতে পারে যে এই ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি প্রকৃতিদ্বারাই উৎপন্ন ; হে ধনঞ্জয়, যে নির্ণয় করিতে সমর্থ যে ইহা রূপ (মূল বস্তু) এবং ইহা ছায়া, দূরের ঐ জল—মায়ামরীচিকা মাত্র ; হে অর্জুন, সেইভাবে, যে প্রকৃতিপুরুষ সম্বন্ধে মনে বিচার করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে ; সেই মহত্ত্ব শরীরপ্রাপ্তির নিমিত্ত যেসব কর্মই করুক না কেন—আকাশ যেমন ধূলায় দ্বারা মলিন হয় না, তেমন কর্মসঙ্গে মলিনতা প্রাপ্ত না হইয়া নির্লিপ্ত থাকে। যতদিন দেহ থাকে ততদিন সে দেহের মোহে পতিত হয় না, দেহপাত হইলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ; এইভাবে প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান জন্মিলে, তাহা এক মহৎ উপকার সাধন করে। এখন, সূর্য্যের জ্ঞান নির্মল



এই জ্ঞান যাহাতে অন্তরে উদয় হয়, তাহার অনেক উপায় আছে প্রবণ কর। (১০৩০)

ধ্যানেনাশ্বনি পশুস্তি কেচিদাশ্বানমাশ্বনা ।

অশ্বে সাঙ্থ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫

হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, কেহ কেহ বিচাররূপ আত্মটিতে (অগ্নিপাত্র) আত্মানাত্মতত্ত্বের আলোচনায় (আত্মতত্ত্ব-হইতে অনাত্মরূপ দোষ ক্ষালনের জন্য) জ্ঞানের পুট দিয়া ছত্রিশ ভেদরূপী কস জালাইয়া নিঃসংশয়ে নির্মল (শুদ্ধ) আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করেন; হে কিরীটি, তাঁহার। এই আত্মতত্ত্বের মধ্যে আত্মধ্যানের দৃষ্টি দ্বারা আত্মস্বরূপই দেখিতে পান; অশ্বে দৈবযোগে সাংখ্য-প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের ধ্যান করেন, অপরে কর্মযোগের পথে সাধনা করেন।

অশ্বে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধাশ্চেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬

এইরূপ বিবিধ উপায়ে সত্য-সত্যই লোকে এই ভয়সঙ্কুল ভ্রমণমার্গ<sup>১</sup> হইতে উত্তীর্ণ হয় (ভবসংসার পার হয়); পরন্তু, কেহ এইরূপ করে—সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কাহারও উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করে; যে সাধুপুরুষ তাহার হিতাহিত দেখেন, অহুকম্পাভরে তাহার দুঃখ বা অভাব মোচন করেন, (অপরের কাছে) ভিক্ষাসা করিয়া তাহার ক্লেশ হরণ করেন ও তাহাকে স্বথ প্রদান করেন; সেই সাধুপুরুষের মুখনিঃসৃত উপদেশ পরম আদরে (শ্রদ্ধাসহকারে) শ্রবণ করিয়া কায়মনে এক হইয়া তাহা পালন করে; তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য সর্বত্র অর্পণ করে এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে (উপদেশের প্রতি অক্ষরকে গ্রাণ দিয়া আরতি করে); হে কপিশ্বজ, এই উপায়ে এই মৃত্যুরূপ সংসারার্ণব উত্তমভাবে পার হইতে সমর্থ হয়। (১০৪০) এক ব্রহ্মবন্ত জানিবার জন্য এইরূপ বহুবিধ উপায় আছে; এ সম্বন্ধে যথেষ্ট

বলা হইল ; সর্বশাস্ত্র মনন করিয়া সিদ্ধান্তরূপ যে নবনীত লাভ করা যায়, এখন তাহাই তোমাকে দিব ; বাহা হইতে, হে পাণ্ডুহৃত, ( ব্রহ্মরূপের ) অমৃতভবপ্রাপ্তি তোমার পক্ষে সহজ হইবে, এবং সেজন্য তোমাকে অস্ত্র কোনও প্রয়াস করিতে হইবে না ; হুতরাং, এখন তাহারই বিচার করিব—বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ ফলিতার্থের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিব ।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রস্তসংযোগাৎ তদ্বিক্তি ভরতর্ষভ ॥ ২৭

‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ এই নামে তোমাকে যে আত্মতত্ত্বের কথা বুঝাইয়াছি, আর, ‘ক্ষেত্র’ সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছি ; তাহাদের পরস্পর সংযোগে এইসব সৃষ্টির উৎপত্তি হয়,—বায়ুর সংযোগে যেমন জলে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ; কিম্বা, হে বীর, উষর জমির উপর সূর্যের কিরণ পড়িলে যেমন মৃগজলের তরঙ্গের আভাস হয় ; অথবা, মেঘ হইতে প্রচুর ধারাবর্ষণে বহুক্ষরা প্রাবিত হইলে যেমন নানাবিধ অঙ্কুরোদগম হয় ; তেমনি, এই চরাচর জগৎ—বাহাকে জীব আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা এই উভয়ের সংযোগেই সম্ভব হয় জানিবে ; এই-জগুই, হে অর্জুন, পুরুষ ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) ও প্রকৃতি ( প্রধানা ) হইতে ‘ভূতব্যক্তি’ ( নামরূপাত্মক সৃষ্টি ) ভিন্ন নহে । ( ১০৫০ )

সমং সর্বৈষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যাংস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮

পটত্ব তত্ত্ব নহে, পরত্ব তত্ত্ব হইতেই পট ( বস্ত্র ) রূপগ্রহণ করে, তেমনি উন্মুক্ত ( গভীর ) দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে এক্য দেখিতে হইবে ; সমস্ত ভূতগ্রাম ঐ একেরই একরূপ,—কিন্তু বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয় ; ইহাদের নানা নাম, ইহাদের চালচলন ভিন্ন ভিন্ন, ইহাদের বেশ ও ( আকার ও বর্ণ ) নানা প্রকারের ; হে কিরীটি, এইসব দেখিয়া যদি অন্তরে ভেদভাবের প্রশ্রয় দাও, তবে জন্মমৃত্যুর যাতায়াত হইতে বাহির হইতে পারিবে না ; একই অলানু গাছে যেমন নানা আধার অহুসারে দীর্ঘ, বক্র ও

বর্জুল—নানা আকারের ফল হয় ; কিম্বা নানাস্থানে লোজা, বক্র হইলেও লতা' যেমন সেই লতাই থাকে, তেমনি ভূতগ্রাম বিভিন্ন আকারের হইলেও সর্বভূতের আধার যে পরমবস্তু তাহা সরল ( ও একই ) । অকারকণা বহু আকারের হইলেও তাহার উষ্ণতা যেমন সমান, তেমনি জীবসমুদায় নানা আকারের হইলেও পরমাত্মা একরূপই । হে বীর অর্জুন, গগনভরা বারিবর্ষণ হইলেও তাহার জল যেমন একই, তেমনি ভূতাকার বিভিন্ন হইলেও পরমাত্মা সর্বত্র সমানভাবে আছেন । ভূতগ্রাম, কিম্বা ( নানা নামরূপাত্মক ), পরন্তু ব্রহ্মবস্তু সর্বত্র সমভাবে বিজ্ঞমান—যেমন ঘট ও মঠের মধ্যে আকাশ ; ভূতভাস নশ্বর, পরন্তু আত্মা অবিনাশী—যেমন কেয়ুরাদি অলঙ্কারের মধ্যে স্বর্ণের কস একই ; ( ১০৬০ ) এইভাবে, যিনি আত্মতত্ত্বকে জীবধর্ম হইতে নিষ্টিপ্ত অথচ জীব হইতে অভিন্ন দেখেন, তিনিই জ্ঞানীদের মধ্যে স্বেজ্ঞ ( উত্তমমনস-বিশিষ্ট ) । হে বীরেশ, তিনি জ্ঞানের 'দৃষ্টি' হইয়া যান, এবং তাঁহাকে দ্রষ্টাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা বলিয়া জানিবে—ইহা স্ততি নহে ; এইপ্রকার জ্ঞানী অত্যন্ত ভাগ্যবান ।

সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯

এই দেহ ইন্দ্রিয়ের খলিবিশেষ,<sup>১</sup> ( বায়ু পিত্ত ও কফ এই ) তিন ধাতুর ত্রিকুটা, এবং পাঁচটি মহাভূতের মিশ্রণে প্রস্তুত ; অশুভ ও ভয়ঙ্কর । ইহা স্পষ্ট পাঁচটি হলবিশিষ্ট বৃশ্চিকের ত্রায় শরীরের পাঁচ জায়গায় দংশন করে, ইহা জীবরূপী সিংহকে হরিণের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে । শরীর যখন এইপ্রকারের তখন অনিত্যভাবে উদরে কে ( আত্মা অবিনাশী এই ) অনন্ত বৃদ্ধির<sup>২</sup> ছুরি চালাইয়া বাহির হইবে না ? পরন্তু, হে পাণ্ডুহৃদ, জ্ঞানীপুরুষ যতদিন এই দেহে বাস করেন ততদিন আত্মার<sup>৩</sup> বিনাশ সাধন করেন না, আর শেষে ( অন্তে ) তাঁহার ( পরমার্থতত্ত্বের ) সহিত মিলিত হন । যোগিগণ আপন যোগজ্ঞানের লামর্থ্যে কোটিজন্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, যেখানে 'আর জন্মগ্রহণ করিব না' বলিয়া প্রবেশ করেন ; বাহা আকারের

১ বদরীকল ; ২ গুণ ও ইন্দ্রিয়ের খলি ; ৩ নিত্যবৃদ্ধির ; ৪ আপনার ;

(নামরূপাত্মক ভূতসৃষ্টির) অপর ভীয়ে ; বাহা তুরীয় অবস্থার মধ্যস্থান, বাহা নাদের সীমানার ওপারে অবস্থিত, বাহাকে পরব্রহ্ম বলে ; বাহাতে মোক্ষ আদি সমস্ত পরম গতি তেমনিভাবে বিশ্রাম লাভ করে, যেমন গজাঙ্গি নদী সমুদ্রে লীন হইয়া যায় ; বাহারী ভূতবৈষম্য থাকিলেও বিষমবুদ্ধি হয় না (মনে ভেদভাব আসিতে দেয় না) ব্রহ্মপ্রাপ্তির স্থখ তাহাদের এই দেহেই পদপ্রকাশনের জন্ত আগাইয়া আসে ; ( ১০৭০ ) কোটি দীপের তেজ যেমন একরূপ হইয়াই দীপ্তি প্রকাশ করে, তেমনি অনাদি পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে আছেন। হে পাণ্ডুসুত, এইভাবে সর্বজীবে যে সমস্ত দর্শন করে তাহাকে জয়মত্বার বন্ধনে পড়িতে হয় না। সেইজন্তাই, যিনি সাম্যত্বের শয্যায় নিদ্রিত, আমি সেই মহা ভাগ্যবান পুরুষের বারম্বার স্তুতি করি।

প্রকৃতিৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশুতি তথাত্মানমকৰ্ত্তারং স পশুতি ॥ ৩০

আর মন, বুদ্ধি প্রমুখ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিই সমস্ত কৰ্ম করাইতেছে— ইহা যে সত্যই বুঝিতে পারে ; ঘরের অভ্যন্তরে বাহারী বাস করে তাহারাই সব করে, ঘর কিছুই করে না, মেঘ আকাশে ধাবিত হয়, কিন্তু আকাশ স্থির হইয়া থাকে ; তেমনি, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আত্মার প্রকাশে গুণাধুসারে হৃদয়ের খেলা<sup>১</sup> প্রদর্শন করে, আত্মা স্তম্ভের গ্রায় উদাসীন থাকিয়া কিছুই জানে না ; এইপ্রকার অমুভূতি বাহার অন্তরে প্রকাশিত হয়, তিনি নিশ্চিতভাবে অকৰ্ত্তা আত্মার স্বরূপ জানিয়াছেন।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্মিন্মুপশুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১

হে অৰ্জুন, বস্তুতঃ যিনি বিভিন্ন ভূতাকৃতির মধ্যে একত্ব দেখিতে পান, তিনি ব্রহ্মসংযুক্ত বা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান.; জলে যেমন তরঙ্গ, ভূতলে যেমন পয়মাণুকণিকা, সূর্য্যমণ্ডলে যেমন রবিকিরণ ; অথবা, দেহের সৰ্ব্ব অবয়ব, মনের সৰ্ব্ব ভাব, এক বহির সৰ্ব্ব ক্ষুদ্রিক ; ( ১০৮০ ) তেমনি, বাহার (জ্ঞান)

১ জগের সহিত যুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকারের (হৃদয়) খেলা ;

দৃষ্টি ভূতাকারে প্রকৃতভাবে একত্ব দেখিতে পায়, তাঁহার ব্রহ্মরূপ সম্পত্তির নোকাপ্রাপ্তি হইয়াছে ; যেদিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে তিনি সমস্তই ব্রহ্মময় দেখিতে পান, আর অধিক কি বলিব ? তিনি অপার স্বত্বভোগ করেন ; এইভাবে, হে পার্থ, আমি তোমাকে ঠিক ঠিকভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সর্ববিধ ব্যবস্থা (সম্বন্ধ) বুঝাইয়া বলিলাম—বাহাতে তোমার অল্পভব-সিদ্ধ জ্ঞান হয় ; অমৃতের এক গণ্ডুষ পাইলে, ধনসম্পত্তি চোখে দেখিলে (লাভ হইলে) যে আনন্দ হয়, (ব্রহ্মতত্ত্বশ্রবণে) তোমার তেমনি পরম লাভ হইল, জানিবে। পরন্তু, হে স্তব্ধাপতি, যতক্ষণ না বিচারপূর্বক চিন্তে প্রতীতি জন্মায়, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিবে না ; এই গভীর তত্ত্বের দু'একটি কথা এখন বলিতে চাহি, তুমি মনকে বদ্ধক দিয়া শ্রবণ কর" ; এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, ও অর্জুন, সর্বদা অবধানময় করিয়া (গভীর অভিনিবেশ সহকারে) শুনিতে লাগিলেন।

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাং পরমাশ্রায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২

বলিলেন—“সূর্যের প্রতিবিম্ব জলে পড়িলে সূর্য যেমন জলে ভিজিয়া যায় না, তেমনি ধাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয় তিনিও শুদ্ধ স্বরূপ ; কারণ, হে কিরীটি, সূর্য জলের আগে হইতেই আছে এবং পরেও থাকিবে, স্তবরাং উহা ‘অসং’ (শাস্ত, সনাতন),—মারো অজ্ঞানীলোকের দৃষ্টিতে (জলের মধ্যে) প্রতিবিম্বরূপে দৃষ্ট হয় ; তেমনি, আত্মা দেহের মধ্যে আছে—একথা বলাও ঠিক নহে,—কারণ আত্মা সর্বদা যেখানকার সেখানেই অবস্থিত। (১০২০) নরপণে মুখ যেমন তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র, আত্মার দেহে বাসও তেমনি। আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে একথা বলাও সর্বথা নিরর্থক,—বায়ু ও বালুকার সহিত কি কখনও সংযোগ হয় ? অগ্নি এবং পালক, স্ত্রী এবং স্ত্রীচ যেমন<sup>১-২</sup> ; আকাশকে পাখাণের<sup>৩</sup> সহিত বাঁধা বায়ু কিরূপে ? একজন পূর্বদিকে বাহির হইল, অস্ত্র একজন পশ্চিমদিকে গেল,—তাহাদের সাক্ষাতের

যে সম্ভাবনা, আত্মা ও দেহের মধ্যে সম্বন্ধও তেমনি ; আলোক ও আঁধার, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ, আত্মা ও দেহের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ, জানিবে ; রাত্রি ও দিবস, স্বর্ণ ও কাপাসের মধ্যে যে ভেদ, আত্মা ও দেহের মধ্যেও সেই প্রকারের প্রভেদ ; এই দেহ পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত, কর্ণের সূত্রের ( বন্ধনের ) দ্বারা আবদ্ধ, এবং জন্মমূর্ত্যরূপ ভবচক্রে ঘূর্ণায়মান ; কালানলের কুণ্ডে এই দেহ একটি ক্ষুদ্র মাখনের ডেলার জায় পতিত, মক্ষিকার পাখা নাড়িতে যে সময় লাগে তাহার মধ্যেই ( চক্ষের নিমেষে ) ইহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; দৈবযোগে অগ্নিতে পড়িলে ভস্ম হইয়া উড়িয়া বাইবে, কুকুরের মুখে পড়িলে তাহার বিষ্ঠায় পরিণত হইবে ; এই দুই অবস্থায় না পড়িলে কুমিকীটের স্তূপে পরিণত হইবে,—হে কপিশ্বজ, ইহাই দেহের স্থণিত ( দোষযুক্ত ) পরিণাম । ( ১১০০ ) দেহের এই অবস্থা, পরন্তু, আত্মা অনাদি বলিয়া নিত্য, ( শাস্ত ) স্বয়ংসিদ্ধ ; ইহা নিঃশব্দ, স্তব্ধতাং কলায়ুক্ত বা পূর্ণও নহে, অথবা কলারহিত বা অপূর্ণও নহে, নিষ্ক্রিয়ও নহে, ক্রিয়াশীলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, স্থূলও নহে ; ইহা অরূপ ( নিরাকার ), স্তব্ধতাং ইহা আভাস ( দৃশ্য )ও নহে, নিরাভাস ( অদৃশ্য )ও নহে, প্রকাশও নহে, অপ্ৰকাশও নহে, অল্পও নহে, বহুও নহে ; ইহা শূন্য স্বরূপ, স্তব্ধতাং রিক্তও নহে, পরিপূর্ণও নহে, সঙ্করহিতও নহে, সঙ্কয়ুক্তও নহে, মূর্ত্তিমানও নহে, অমূর্ত্তও নহে ; ইহা কেবল আত্মস্বরূপ, স্তব্ধতাং ইহা আনন্দও নহে, নিরানন্দও নহে, একও নহে, বিবিধও নহে, যুক্তও নহে, বদ্ধও নহে ; ইহা অলক্ষ্য বলিয়া ইহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে ইহা এতবড় কি অতবড়, স্বয়ম্ বা অপরের দ্বারা সৃষ্ট, সবাচ্ বা মুক । ইহা সৃষ্টির সময় উৎপন্ন হয় না, প্রলয়ের সময় ইহার নাশ হয় না,—ইহা উৎপত্তি ও নাশ এ উভয়েরই লয়স্থান । ইহা অব্যয়, স্তব্ধতাং ইহার মাপ বা বর্ণনা করা যায় না, ইহার উপচয় বা অপচয় নাই, ইহা গ্লান হয় না বা বলীন হয় না । হে প্রিয়োত্তম, আত্মার স্বরূপ বুঝন এইপ্রকার, তখন আত্মাকে দেহী বলিলে আকাশকে মঠাকার বলিবার জায় হইবে ; দেহের আকৃতি গড়ে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পরন্তু, হে স্মৃতি, আত্মা সর্বব্যাপক, দেহ-

ধারণা করে না দেহত্যাগও করে না, যেমন আছে তেমনিই থাকে । ( ১১১০ )  
 আকাশে যেমন দিন ও রাত্রি আনাগোনা করে তেমনি শরীরে আত্মার সজ্জার  
 রূপ গ্রহণ করে ও বিনষ্ট হয় । এইজন্ত, আত্মা শরীরে থাকিলেও তাহাকে  
 কোনও কৰ্ম করায় না, বা নিজেকে কোনও কৰ্ম করে না, শরীরের কোনও  
 ব্যাপারেই লিপ্ত হয় না । এই কারণে উহার স্বরূপে কোনও ন্যূনতাও হয় না,  
 পূর্ণতাও আসে না,—শুধু ইহাই নহে, শরীরে থাকিয়াও শরীরের সর্বব্যাপার  
 হইতে অলিপ্ত থাকে ।

যথা সর্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩

আকাশ কোথায় নাই? কোথায় ইহা প্রবেশ করে না? পরন্তু, কোনও  
 বস্তুদ্বারা ইহা দূষিত বা বিকারগ্রস্ত হয় না; তেমনি, সর্বত্র সর্বদেহে  
 থাকিয়াও আত্মা সঙ্গদোষে লিপ্ত হয় না । বার বার এইভাবে তোমাকে  
 এইসব লক্ষণ পরীক্ষার করিয়া বুঝাইতেছি,—যাহাতে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’কে ক্ষেত্রবিহীন  
 ( আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ) বলিয়া জানিতে পার । লৌহ চুম্বকের  
 সংসর্গে আকৃষ্ট হয়, পরন্তু, লৌহ চুম্বক নহে,—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধও  
 তজ্জপ । দীপবর্ত্তিকার আলোয় গৃহকার্য সম্পন্ন হয়, তথাপি দীপ ও গৃহের  
 মধ্যে ( কোটীলঃ ) অসার প্রভেদ ; হে কিরীটি, বহি কাঠের মধ্যে থাকিলেও  
 কাষ্ঠ নহে,—এই দৃষ্টির দ্বারাই ( ক্ষেত্রজ্ঞকে ) দেখিতে হইবে ; আকাশ ও  
 মেঘের মধ্যে, রবি ও মৃগজলের মধ্যে যে প্রভেদ, ইহাদের ( ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের )  
 মধ্যেও তেমনি প্রভেদ—সেই দৃষ্টিতে, বিচারপূর্বক ইহা দেখিতে হইবে ।  
 ( ১১২০ )

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪

এ সমস্ত একদিকে থাক ; আকাশে সূর্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত ভুবন  
 প্রকাশিত করে ;—তেমনি, ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ সমগ্র ভাসমান ‘ক্ষেত্র’কে প্রকাশ  
 করে,—ইহার পর আর কিছুই প্রসন্ন করিবার নাই, আর কোনও সন্দেহ  
 করিও না ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্শং চ যে বিদুর্যাস্তি তে পরম্ ॥ ৩৫

যে প্রজ্ঞার দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ,—দেহ ও আত্মার মধ্যে এই প্রভেদ দেখা যায়, তাহাই প্রকৃত দ্রষ্টার দৃষ্টিস্বরূপ, তাহাই শব্দার্থের মৰ্ম গ্রহণ করিতে পারে। এই দুটির মধ্যে প্রভেদ জানিবার জ্ঞাত বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানী পুরুষের দ্বারে আরাধনা করেন। ইহারি জ্ঞাত স্মৃতি সন্ত পুরুষেরা তপঃসম্পত্তি অর্জন করেন ও ঘরে শাস্ত্ররূপী হৃদয়বতী দেখু পোষণ করেন (নিরন্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন)। এই জ্ঞানপ্রাপ্তির আশায় কেহ কেহ যোগাভ্যাসের আকাশে চড়িবার উৎকট ইচ্ছা পোষণ করেন। কেহ শরীরাদি সমস্ত বিনাশশীল জ্ঞান করিয়া মনপ্রাণে সন্তদের চরণোপাসনা করেন। এইভাবে লোকে অন্তরে জ্ঞানলাভের উৎকট ইচ্ছা পোষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মার্গে জ্ঞানের সাধন করিয়া শুদ্ধ হয়। জ্ঞানের উন্মেষে বাহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে অন্তর (প্রভেদ) পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে, তাহাদের আমি আরতি করি। আর, মহাভূতাদি বস্তুর অনেক প্রভেদরূপ লতার<sup>১</sup> মধ্যে যে মিথ্যা মায়াবী প্রকৃতি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; (১১৩০) তাঁহারি মায়ায়, শুকনলিকা-গ্রাস্তহুসারে বাহা বাস্তবিক বন্ধন নয় তাহাই বন্ধন বলিয়া প্রতিভাত হয়—এই তথ্য যিনি অবগত আছেন; যেমন (পুষ্পমালা সন্ধকে) মিথ্যা সর্পবুদ্ধির (সর্পাভাসের) নাশ হইলে, মালাকে চক্ষু মালা বলিয়াই দেখে; কিম্বা, রোপ্যাভাসের ভ্রম দূর হইলে যেমন শুক্তিকে সত্যই শুক্তি বলিয়াই প্রতীতি জন্মে; তেমনি, আত্মা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, ইহা যিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়াছেন—ইহাই আমি বলি; যে ব্রহ্ম আকাশ হইতেও বিশাল, অব্যক্ত প্রকৃতির অপর সীমানায় অবস্থিত, বাহার সাক্ষাৎকার হইলে (ভেদভাবের) বিশৃঙ্খলা<sup>২</sup> দূর হয়; বাহাতে আকার, জীবন্ত বা বৈত-ভাব থাকিতে পারে না,—যিনি শুদ্ধ, স্বদয়; হে পার্থ, বাহারা আত্মানাত্ম-ব্যবস্থা সন্ধকে সম্যক অবহিত, এবং রাজহংসের গ্রায় অসার বস্তুত্যাগ করিয়া কেবল সারবস্তু গ্রহণে সমর্থ, তাঁহারা সর্বথা পরমতত্ত্বই হইয়া যান।<sup>৩</sup>

১ ভূপবৎ;

২ প্রভেদের;

৩ সাম্য ও অসাম্য; ভেদভাব।



এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মানাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপন অন্তঃকরণের সর্বস্ব দান করিলেন ( বুঝাইয়া দিলেন )। একটি কলসী হইতে যেমন অন্ত্র একটি কলসী পূর্ণ করা যায়, তেমনি শ্রীহরি সমস্ত আত্মজ্ঞান অর্জুনকে প্রদান করিলেন। আর, কে কাহাকে দেয়? যিনি নর, তিনিই নারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখাইয়া স্বয়ং বলিয়াছেন, “ও তো আমিই”। ( ১১৪০ ) পরন্তু, আর বলা বৃথা; যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে না তখন আমি আর কি বলিব? সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার সর্বস্ব অর্জুনকে দান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্জুনের মনে তৃপ্তি হইল না, আরও শুনিবার ইচ্ছা বাড়িল; দীপে তেল ভরিয়া দিলে তাহার প্রকাশ আরও অধিক হয়, তেমনি ( শ্রীকৃষ্ণের উপদেশশ্রবণে ) অর্জুনের অন্তঃকরণে শুনিবার ইচ্ছা বাড়িতে লাগিল। যদি হৃগৃহিণী উদার হয়, এবং ভোক্তাগণ রসজ্ঞ হয়,—ইহারা মিলিলে যেমন ( উভয়পক্ষের ) হাত চলিতে থাকে; অর্জুনের শুনিবার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া ভগবানেরও তেমনি হইল, ব্যাখ্যানের ক্ষুধা চতুর্গুণ বৃদ্ধিশ্রান্ত হইল। অহুকুল পবনে যেমন আকাশে মেঘ আসিয়া জমে; চন্দ্রমা দর্শনে যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসে, তেমনি শ্রোতাগণের আদরে বস্তার রসক্ষুধা হয়। তখন সজয় বলিলেন—“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন সারা বিশ্ব আনন্দময় করিবেন, হে রাজন, আপনি শ্রবণ করুন।” এইভাবে, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের শ্রীব্যাসদেব অগাধ বুদ্ধিবলে যে শাস্ত্ররসপূর্ণ কথা বলিয়াছেন; সেই কৃষ্ণার্জুনসংবাদ আমি শুদ্ধ নাগরী ভাষায়, ওবী ছন্দে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি; এখন আমি যাহা বলিব তাহা শুধু শাস্ত্ররসের কথা—পরন্তু, উহা শৃঙ্গাররসের মস্তক পদদলিত করিবে ( শৃঙ্গাররসকেও হার মানাইবে ); ( ১১৫০ ) আমার হৃন্দর নবীন দেশী ( মারাঠা ) ভাষায় এমনভাবে শব্দ যোজনা করিব যে তাহা সাহিত্যকে জীবনীশক্তি দিয়া প্রকাশিত করিবে,—মাধুর্য্যে ইহা অমৃতকেও হার মানাইবে ( দোষ ধরিবে ); এই ভাষায় কথিত বাণী রসাত্র-শীতলতায়<sup>১</sup> চন্দ্রমার তুল্য হইবে, ইহার রসরসের<sup>২</sup> ( রসালতার ) মোহিনী-শক্তিতে স্বয়ং নাদব্রহ্ম লীন হইয়া থাকিবে; খেচরাদি পিশাচের মনেও সাত্ত্বিকবৃত্তির স্রোত বহিবে,—ইহা শ্রবণে সাধুসম্মতগণের আত্মসমাধি হইবে;

আমি এখন এমন বাগ্‌বিলাস বিস্তার করিব যে তদ্বারা সারা বিশ্ব গীতার্থে ভরিয়া যাইবে, এবং জগতে একটি আনন্দের অঙ্গন রচিত হইবে। বিবেকের দৈন্ত্য ঘুচিবে, শ্রবণ ও মন মোহিত হইবে, এবং যেদিকে তাকাইবে সেদিকেই ব্রহ্মবিজ্ঞার খনি দৃষ্টিতে পড়িবে। এই চক্ষুতেই পরমার্থতত্ত্বের দর্শন হইবে, সুখের পূর্ব (আনন্দোৎসব) আসিবে, এবং সারা বিশ্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুকাল (সুযোগ) হইবে। আমি এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিব যে এখন এ সমস্তই হইবে—কারণ আমি পরমদেব শ্রীনিবৃত্তিনামের আশ্রয় লাভ করিয়াছি; এইজন্ত, প্রত্যেক অক্ষরে উপমা শ্লেষাদি উত্তমরূপে ভরিয়া গ্রন্থের প্রতিপদের অর্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিব। আমার শ্রীমন্ত গুরুরাজ আমাকে সর্বশাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞান দিয়া এতদূর পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়াছেন; তাঁহারি রূপাবলে আমি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতেছি তাহা মাত্র হইতেছে, আর আপনাদের সভায় গীতার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছি। (১১৬০) তৎপরে, আমি আজ আপনাদের ত্রায় সন্তজনের চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এবং এইজন্ত আমার সম্মুখে কোন বাধাই নাই। হে প্রভু, মাতা সরস্বতীর গর্ভে কি ভুলক্রমেও (কৌতুকে) মুক বালকের জন্ম হয়? না, লক্ষ্মীদেবীর কোনও শুভ সামুদ্রিক গুণ আছে? তেমনি, আপনাদের ত্রায় সন্তজনের পাশে অজ্ঞান কিরূপে থাকিবে? এইজন্ত, আমি আমার ব্যাখ্যায় নবরসের বহা বহাইয়া দিব; আর অধিক কি বলিব? জ্ঞানদেব বলিতেছেন—“আমাকে অবসরমাত্র দিন, আমি উত্তমরূপে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিব।” (১১৬৪)

ও তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

ক্ষেত্রক্ষেত্রজযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমাপ্ত।

## চতুর্দশ অধ্যায়

হে আচার্য্যদেব, আমি আপনার জয়গান করিতেছি ; সর্ব্ব দেবতার মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ ; প্রজ্ঞারূপী প্রভাতের আপনিই সূর্য্য ; আপনা হইতেই স্বর্ষের উদয় হয় ; আপনিই সর্ব্ব জগতের বিশ্রামস্থল ; আপনিই সোহংভাবের সাক্ষাৎ করাইয়া থাকেন ; নানা লোকসৃষ্টির তরঙ্গ যে সমুদ্রের বুকে দেখা যায়, সে সমুদ্র আপনিই—আপনার জয় হউক ; হে দুঃখিতের বান্ধব, অখণ্ড করুণাসিন্ধু, শুদ্ধ আত্মবিভারূপ বধূর বল্লভ, হে গুরুদেব, আপনি অবগণ করুন ; আপনার স্বরূপ যাহার কাছে গোপন করেন, তাহাকেই আপনি এই মায়িক বিশ্ব দেখাইয়া থাকেন—তখন এই নামরূপাত্মক সারা জগৎ প্রকট করেন ( অথবা, যখন আপনাকে প্রকট করেন, তখন সারা বিশ্বই আপনি ) ; অপরে যদি ভ্রম উৎপন্ন করে,<sup>১-২</sup> তাহাকে ‘নজরবন্দী’ করা বলে, পরন্তু আপনি এক আশ্চর্য্য কৌশলে আপনার স্বরূপ গোপন করেন ; হে প্রভু, এই চরাচর বিশ্বে আপনি আপনারই সমতুল—কাহাকেও আত্মবোধদর্শন করান, কাহাকেও মায়ায় ভুলাইয়া রাখেন—ইহা শুধু আপনারই লীলাচাতুর্য্য,—আপনাকে নমস্কার করি ; জগতে যাহাকে জল বলে তাহার সরসতা আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়,<sup>†</sup> পৃথ্বীর ক্ষেমত্ব<sup>‡</sup> ( কল্যাণ করিবার শক্তি ) আপন হইতেই আসিয়াছে ; রবিচন্দ্রাদি যে গ্রহ উদ্ভিত হইয়া জিলোক উদ্ভাসিত করে তাহারা আপনার তেজোপ্রভা হইতেই তেজপ্রাপ্ত হয় ; বায়ুর চঞ্চলতা আপনারই দৈবী সামর্থ্য, আকাশ আপনারই আশ্রয়ে এইসব লুকোচুরির খেলা দেখায় ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আপনা হইতেই অশেষ মায়ী উৎপন্ন হয়, জ্ঞান আপনার সামর্থ্যেই দৃষ্টি লাভ করে ; যথেষ্ট বলা হইল—বেদও এই বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রান্ত হইয়াছে ; ( ১০ ) আপনার স্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত বেদ আপনার উত্তম বর্ণনা করে, কিন্তু (আপনার আত্মস্বরূপের প্রকাশ হইলে) বেদ ও আমি মুক হইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া থাকি ( আমাদের অবস্থা

<sup>১-২</sup> অপরের দৃষ্টিতে ভ্রম উৎপন্ন করিলে ;

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“ঘরের মধ্যে ঘরে” ;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“হে প্রভু, তাহাকে আপনিই সরস করিয়াছেন” ;

‡ ক্ষমত্ব ( সহনশীলতা ) ;

এক হইয়া যায় ) ; একারণে যখন চতুর্দিক জলময় হয়, তখন জলবিন্দুগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না,—মহানদীর অন্তিমই কি করিয়া জানা যাইবে ? সূর্যের উদয় হইলে চন্দ্রমা যেমন জোনাকীর দ্বারা দেখায়, তেমনি আপনার সম্মুখে বেদ ও আমার একই অবস্থা হয় ; আর, যখন দ্বৈতভাব নিষ্কর হইয়া যায়, এবং পরা ও বৈধরী বাণী স্তব্ধ হয়, তখন আমি কোন্ মুখে আপনার বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব ? এইজন্ত, এখন আপনার স্তুতি হইতে বিরত হইয়া নিঃশব্দে আপনার চরণে মস্তক নত করাই ভাল মনে করিতেছি ; হে গুরুরাজ, আপনি যেমন আছেন তেমনিই আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার উত্তমর্ণ হইয়া আমার গ্রন্থোত্তমকে সফল করুন ; এখন আপনি আপনার রূপার ভাণ্ডার (পুঁজি) খুলিয়া আমার বুদ্ধির খলি ভরিয়া দিুন, যাহাতে আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপদ-প্রাপ্তি হয় ;<sup>১</sup>-<sup>২</sup> আমি সেই (আপনার রূপার) পুঁজি দ্বারা ব্যাপার করিয়া (আপনায় রূপাপ্রসাদে) সমস্তগণের কর্ণে বিবেকবচনরূপ স্নলক্ষণ (সুন্দর) কর্ণভূষণ পরাইব ; অহো, আমি গীতার্থ-রূপ জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া প্রকট করিব, ইহাই আমার মনের ইচ্ছা ;—আপনি আমার নেত্রে আপনার স্নেহাজন (রূপার দিব্যাজন) লাগাইয়া দিুন ; আপনি আপনার নির্মল করুণারূপ সূর্য্য এমনভাবে প্রকাশিত করুন যাহাতে আমার বুদ্ধির নেত্র একদৃষ্টিতে বাক্‌সৃষ্টি (শব্দময় সৃষ্টি) স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় ; (২০) আপনি স্বয়ং স্নেহময়ের শিরোমণি বসন্তকাল হইয়া যাউন, যাহার প্রভাবে আমার প্রজ্ঞারূপী লতায় সুন্দর কাব্যরূপ ফল ধরে (উত্তম কাব্য রচনা করিতে পারে) ; আপনি আপনার উদার রূপাদৃষ্টির এমন বর্ষণ নামাইয়া দিুন—যাহাতে আমার বুদ্ধিরূপী গন্ধা তর্কসিদ্ধান্তের বস্তায় ভরিয়া যায় ; হে বিশ্বের একমাত্র বিশ্রামস্থল, আপনার প্রসাদচন্দ্রমা আমাকে সৃষ্টির পূর্ণিমা প্রাপ্ত করাইয়া দিক ; যাহা দেখিয়া আমার জ্ঞানরূপ সাগরে এমন জোয়ার আসিবে যে আমার রসবৃষ্টির স্রোত<sup>৩</sup> উছলিয়া বাহিরে বহিতে থাকিবে।” তখন গুরুরাজ নিবৃত্তি নাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“তুমি বিনতিব্যাজে (প্রার্থনার ভান করিয়া) আমার স্তুতির কৌশলে<sup>৪</sup> দ্বৈতভাব বাড়াইতেছ ; এখন এই ব্যর্থ স্তুতি বন্ধ কর, জ্ঞানরূপ

১ জলবিন্দুগুলি ; প্রলয়মেঘ ;

২-৩ জ্ঞানপদ লাভ করিয়া আমার শ্রেষ্ঠ হয় ; ৪ রসবৃষ্টির সৃষ্টি ; ৫ স্তব করিয়া ;

স্বপ্নে ভরা গ্রন্থ রচনায়' মনোনিবেশ কর ; ( আমাদের ) উৎকর্ষা ভঙ্গ করিও না" ; ( তখন জ্ঞানদেব বলিলেন ) "অহো স্বামিন্, আমি আপনার শ্রীমুখ হইতে এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিলাম—যে 'তুমি গ্রন্থ রচনা করিয়া যাও' ; দুর্বার অঙ্কুর স্বভাবতঃই<sup>১</sup> অমর, তাহার উপর অমৃতের বজ্রা বহিয়া গেল ; এখন, আমি আপনার রূপাপ্রসাদে মূল গীতাগ্রন্থের প্রত্যেক পদ সবিস্তারে এবং চাতুর্ধ্য সহকারে ব্যাখ্যা করিতেছি ; পরন্তু, যাহাতে মনের অভ্যস্তরে সন্দেহের নৌকা ডুবিয়া যায় (সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়) এবং শ্রবণের ইচ্ছায় আগ্রহ দেখা যায় ; § (৩০) গুরুর রূপার ঘরে আমি এই ভিক্ষা করি যে আমার ভাবায় যেন তেমনি মধুরতার সৃষ্টি হয় ; পূর্বে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' সংযোগে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং গুণের লক্ষণদ্বয়ে আত্মা সংসারী হইয়া যায় ; আর 'প্রকৃতিগত' (মায়ার অধীন) হইয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করে,—নতুবা আপন কৈবল্যস্বরূপে আত্মা গুণাভীত ; এই অবস্থায় এই অসঙ্গের লক্ষ্যপ্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হয় ? 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞের' যে এই সংযোগ হয়, ইহা কি ? ক্ষেত্রজ্ঞের সুখ-দুঃখাদির ভোগ কি প্রকারে হয় ? গুণ কয়টি এবং তাহার স্বরূপ কি ? কি প্রকারে বন্ধন<sup>২</sup> হয় ? অথবা, গুণাভীতের লক্ষণ কি ? এই চতুর্দশ অধ্যায়ে, এইসব বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করা হইবে ; এখন এই প্রকরণে, বৈকুণ্ঠপতি বিশেষরের কি অভিপ্রায় তাহাই শ্রবণ করুন ।

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুক্তমম্ ।

যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বের পরাং সিদ্ধিমিতো গতাতঃ ॥ ১

ভগবান বলিলেন, "হে অর্জুন, তুমি অবধানের সর্ব সেনা সমবেত করিয়া (একাগ্রচিত্তে) এখন জ্ঞানের স্বরূপ ধারণা করিতে চেষ্টা কর । আমি পূর্বে বহু যুক্তিসহকারে তোমাকে জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইয়াছি, পরন্তু, এখন পর্য্যন্ত

১ জ্ঞানার্থ উত্তমরূপে প্রকট করিয়া , ২ অহো ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—'শ্রবণের ইচ্ছা বাড়িতে দেখা যায়' ;

৩ বাধা ;

তোমার অন্তরে কোনও প্রতীতি জন্মানাই । (৪০) সেইজন্ত, প্রতি বারবার যে জ্ঞানের' মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে, সেই জ্ঞানের কথা আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি ; বাস্তবিকপক্ষে এই জ্ঞান আমাদের নিজস্ব, পরস্ব, ভবস্বর্গাদিঃ বিষয়ের প্রতি আসক্তির জন্তঃ ইহা 'পর' বা 'পরকীয়' হইয়া গিয়াছে ; এই কারণেই আমি ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম বলিতেছি,—কারণ ইহা অগ্নি, এবং অগ্নি সব জ্ঞান তৃণসদৃশ ( ইহা অগ্নির দ্বারা অগ্নি সব জ্ঞানকে জালাইয়া ভস্ম করে ) ; যে জ্ঞান স্বর্গাদিলোককে সত্য বলিয়া জানে, যাগযজ্ঞাহুষ্ঠানকে উত্তম বলিয়া মানে, এবং ভেদভাবের জন্ত বৈতকেই সত্য বলিয়া জানে ; এই 'পর' জ্ঞান লাভ হইবার পর সেইসব জ্ঞান স্বপ্নের মত প্রতিভাত হয়,—বায়ুর শ্রোত যেমন গগনেই লয়প্রাপ্ত হয় ;<sup>১</sup> কিম্বা, সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন চন্দ্রাদির তেজ লোপ পায়, অথবা, প্রলয়জলের বহ্নায় যেমন নদনদী লীন হয় ; তেমনি এই আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, সর্বপ্রকার অজ্ঞান একেবারে বিলীন হইয়া যায়—এইজন্ত, হে ধনঞ্জয়, আমি এই জ্ঞানকে 'উত্তম' জ্ঞান বলিতেছি ; হে পাণ্ডুসুত, আপনার যে অনাদি, স্বয়ংসিদ্ধ মুক্তস্থিতি, সেই 'মোক্' যে জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যে জ্ঞানের প্রতীতি ( অমুভব ) হইলে বিচারশীল শূর মনুষ্যগণ সংসারকে মাথা তুলিতে দেয় না ; তাহারা মন দ্বারাই মনকে নিগ্রহ করিয়া স্বাভাবিক বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহারা দেহধারী হইয়াও দেহের অধীন হয় না ; ( ৫০ ) তাহারা দেহের বন্ধন পার হইয়া আমার সহিত সমতা প্রাপ্ত হয় ;

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ॥ ২

হে পাণ্ডুসুত, ইহারা আমার নিত্যতায় নিত্য হয়, আমার পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয় ; আমি যেমন অনন্ত, আনন্দস্বরূপ, সত্যসিদ্ধ<sup>৩</sup>, তাহারাও তেমনি হইয়া যায়, ( তখন আমার ও তাহাদের মধ্যে.) কোনও ভেদ অবশিষ্ট থাকে না ; আমার স্বরূপ যেমন ও বস্তুবড়, উহাদের স্বরূপও তরুণ হইয়া যায়—ঘট ভাদ্রিয়া

১ যে জ্ঞানকে "পর" জ্ঞান বলিয়া,    ২ স্বর্গাদি ;    ৩ "অবর" হওয়ায় ;

৪ ভবস্বর্গাদি লোককে ;    ৫ অন্তে লয়প্রাপ্ত হয়,    ৬ সত্যসিদ্ধ ; স্বতঃসিদ্ধ ; সত্যসত্ত্ব ;

গেলে বাহা ঘটাকাশ<sup>১</sup> বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা যেমন আকাশের সঙ্গে মিলিয়া যায় ; অথবা, একদীপের জ্যোতির মধ্যে<sup>২</sup> অনেক দীপশিখা মিলিলে যেমন হয় ; তেমনি, হে অৰ্জুন, দ্বৈতভাব চলিয়া গেলে সমস্ত নামরূপাত্মক পদার্থ স্থখে এক পংক্তিতেই বলিয়া যায়—তখন তাহারা আমার সহিত এক হইয়া যায় ; এই কারণে, যখন ( প্রলয়ের পর ) প্রথম সৃষ্টির রচনা হয় তখনও উহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; আদিসৃষ্টির সময়ে বাহাদের দেহের বাধা<sup>৩</sup> হয় না, প্রলয়কালে তাহাদের নাশ কি করিলা হইবে ? অতএব, হে ধনজয়, বাহারা এই জ্ঞানের অম্লসরণ করে, তাহারা জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া আমার স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়।” এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনের ঔৎসুক্য জাগাইবার জন্ত<sup>৪</sup> অত্যন্ত প্রেমসহকারে জ্ঞানের মাধুর্যের<sup>৫</sup> প্রশংসা করিলেন । ( ৬০ ) তখন অৰ্জুনের এক অগ্র প্রকারের অবস্থা হইল, সর্বদিকে যেন কান উৎপন্ন হইল, এবং তিনি সম্পূর্ণ অবধানের মুক্তি হইয়া গেলেন ( একাগ্রতায় তন্ময় হইলেন ) ; এখন ভগবানের প্রেমপূর্ণ উৎসাহ অৰ্জুনের হৃদয় এমনভাবে গ্রাস করিল, যে তাহার নিরূপণ আকাশেও ধরিয়া রাখা যায় না ( তাহার পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না ) ; তখন ভগবান বলিলেন—“হে প্রজ্ঞাকান্দ ( বুদ্ধিমান ) অৰ্জুন, আমার বক্তৃতা<sup>৬</sup> আজ উজ্জল ( ধন ) হইল, কারণ তোমাকে আমার বাণীর যোগ্য শ্রোতারূপে পাইয়াছি ; এই ত্রিগুণরূপী ব্যাধ মূল একস্বরূপ আমাকে কি করিয়া অনেকভাবে দেহপাশে বদ্ধ করে ; এবং ক্ষেত্র ( মায়া ) সংযোগে আমি কেমন করিয়া এইসব জগৎ সৃষ্টি করি, তাহাই এখন ত্বরা করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর ; আমার সত্ত্বরূপ বীজ হইতেই ভূতরূপ ফল উৎপন্ন হয়, এইজন্তই প্রকৃতিকে ‘ক্ষেত্র’ বলে ;

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

আমি, প্রকৃতির যে মহদব্রহ্ম এই নাম,—ইহার কারণ এই যে প্রকৃতিই

১ ঘটাকাশ যেমন আকাশ হয় ;

২ মূল দীপের জ্যোতির মধ্যে ;

৩ বন্ধন ;

৪ জ্ঞানলাভের আকাজ্ঞা বাড়াইবার জন্ত ;

৫ মহেশ্বর ;

৬ বক্তৃতাশক্তি ;

মহাদানিতত্ত্বের বিশ্রামস্থল ; হে অর্জুন, ইহা হইতেই বিকারের বহুপ্রকারে  
 বলবৃদ্ধি হয়,—তাই ইহাকে মহদব্রহ্ম বলে, জানিবে ; ‘অব্যক্ত’মতবাদী ইহাকে  
 ‘অব্যক্ত’ বলে, সাংখ্যবাদের ‘প্রকৃতি’ ইহাই ; বৈদান্তিকগণ ইহাকে ‘মায়ী’  
 আখ্যা প্রদান করে, পরন্তু, হে প্রাজ্ঞশিরোমণি, যথা বাক্যব্যয় করিয়া কি লাভ ?  
 এই প্রকৃতিই ‘অজ্ঞান’ ; ( ৭০ ) হে ধনঞ্জয়, আপনার আত্মস্বরূপের বিশ্বাসিহ  
 এই অজ্ঞানের স্বরূপ ; ইহার আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে—দীপ জ্বলাইলে  
 যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়,—তেমনি বিচার ভিন্ন ইহার স্বরূপ দেখা যায়  
 না ; দুধ নাড়িতে থাকিলে যেমন তাহার সর নষ্ট হয়, না নাড়িলে উপরে সর  
 ভাসিয়া উঠে ; অজ্ঞান গাঢ় অসুস্থির তায়, বাহাতে আগৃতিও থাকে না, স্বপ্নও  
 দেখা যায় না,—অথবা যাহা আত্মস্বরূপ সমাধিও নহে ; কিম্বা বায়ুর  
 সঞ্চরণ না থাকিলে আকাশ যেমন শান্ত ও স্থির ( ‘বক্ষ্য’ ও শূন্য ) থাকে,  
 অজ্ঞানও ঠিক তদ্রূপ ; ঐ দূরের বস্তুটি স্তম্ভ কি মাহুয, নিশ্চয়ভাবে বলা যায়  
 না,—পরন্তু, ‘কে জানে ? একটা কিছু দেখা যাইতেছে’—ইহাই মনে হয় ;  
 তেমনি, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সঠিক দেখা যায় না, পরন্তু ইহা যে অস্ত্র কোনও  
 বস্তু, তাহাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না ; দিনও নহে, রাত্রিও নহে, তাহাদের  
 সন্ধিস্থলে যেমন সায়ংকাল, তেমনি, যাহা বিরুদ্ধ জ্ঞানও নহে, আত্মজ্ঞানও নহে ;  
 —এইরূপ কোনও এক অবস্থা—তাহাকেই ‘অজ্ঞান’ বলে ; আর অজ্ঞানের  
 দ্বারা আচ্ছন্ন চৈতন্ত্যের ( আত্মতত্ত্বের ) নামই ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ ; অজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা  
 করে, এবং আপন শুদ্ধস্বরূপ জানিতে দেয় না—ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞের রূপ ( লক্ষণ )  
 জানিবে ; ( ৮০ ) ( প্রকৃতি ও পুরুষ,—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ) উভয়ের মধ্যে যে  
 সংযোগ তাহা ইহাই—হে বৎস, ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখ,—ইহাই সত্তার  
 ( আত্মতত্ত্বের ) নৈসর্গিক স্বভাব ; এখন, অজ্ঞানকে অত্মসরণ করিয়া চৈতন্ত্য-  
 বস্তু ( আত্মা ) আত্মস্বরূপকে দেখে, পরন্তু, তাহার অনেক রূপের আভাস হয়,  
 এবং ( কোন্টি সত্য কোন্টি মিথ্যা ) তাহা বুঝিতে পারে না ; যেমন কোনও  
 দরিদ্র ব্যক্তি ভ্রমে পতিত হইয়া বলে—‘ওরে, আমি রাজা হইয়াছি’, কিম্বা  
 কেহ মুচ্ছাভক্ত হইবার পর বলে—‘আমি স্বর্গলোক হইতে আসিলাম’ ;  
 তেমনি, দৃষ্টিবিলম্ব হইলে যে যে পদার্থ ভাসমান হয়, তাহাকেই সৃষ্টি বলে, এই



সৃষ্টি আমা হইতেই উৎপন্ন হয় ; +এ বিষয়ে বাহ্যতে কোনও ভ্রম না হয় এই-  
ভাবে আমি পুনরায় এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি, পরস্তু, তুমি স্বয়ং  
ইহা অসম্ভব করিয়া উপলব্ধি কর ; আমার অবিচ্ছিন্নরূপী এই গৃহিণী অনাদি,  
তরুণী, এবং অবর্ণনীয় গুণে ভূষিত ; আমি যখন নিদ্রিত, ইহা ( মায়া ) তখন  
জাগিয়া থাকে, এবং আত্মসত্তার সহিত সংযোগ হইলে গর্ভিণী হয় ; প্রাকৃতিক  
আঁচটি বিকারের সহায়তায় মহদব্রহ্ম ( প্রকৃতি ) আপনার উদরে গর্ভের  
পোষণ ( প্রতিদিন বৃদ্ধি ) করে ; ইহার রূপ বর্ণনা করা যায় না, ইহার  
ব্যাপকতা অপরিমেয়, বাহ্যরা নিদ্রিত ( অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ) ইহা তাহাদের  
সমীপস্থ, বাহ্যরা জাগ্রত, তাহাদের হইতে দূরে অবস্থিত ; ( প্রকৃতি ও  
পুরুষের ) উভয়ের সংযোগ হইলে প্রথমে বিচারশক্তির ( বুদ্ধিতত্ত্বের ) বিকাশ  
হয়।' বুদ্ধিতত্ত্বদ্বারা অহুপ্রাণিত হইয়া মন জয়গ্রহণ করে। ( ২০ ) মনের  
ভারণ্য<sup>১</sup> অহঙ্কারতত্ত্ব রচনা করে, অহঙ্কার হইতে ( পঞ্চ ) মহাভূতের  
অভিব্যক্তি হয়। আর, মহাভূতের স্বভাবই এই যে ইহা 'বিষয়' ও 'ইন্দ্রিয়'-  
গণের সহিত সর্বদা সংলগ্ন থাকে, ( ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আসক্তির সম্বন্ধ )  
এবং এইজন্তই ইহারাও মহাভূতের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয় ; বিকারকোভ  
হইলে, পরে গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়,—এইভাবে গর্ত তৎকালে<sup>২</sup> সম্পূর্ণ হয় ;  
বৃক্ষের উৎপত্তির ব্যাপার<sup>৩</sup> এই যে,—বীজকণিকা জলের সংস্পর্শে আসিলেই  
যেমন তাহা হইতে অঙ্কুরোদগম হয় ; তেমনি, আমার সজপ্রাপ্তি হইলেই  
অবিজ্ঞা আপনা হইতেই<sup>৪</sup> নানা নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে ;  
হে সৃজনশ্রেষ্ঠ অর্জুন, এই গর্তগোলক কি প্রকারে নানারূপ প্রাপ্ত হয় এখন  
তাহাই শ্রবণ কর ; উহাতে, অণুজ, স্বেদজ, জারজ ও উদ্ভিজ্জ<sup>৫</sup>—এই চারি  
প্রকার অবয়ব সহজে উৎপন্ন হয় ; গর্ভরসে ঘোম ও বায়ুর সংযোগে 'মণিজ'  
বিভাগরূপ অবয়ব উৎপন্ন হয় ; উদরের মধ্যে যখন তম ও রজোগুণের সহিত  
যুক্ত হইয়া জল ও তেজের আধিক্য হয়, তখন 'স্বেদজ' বিভাগের উৎপত্তি

+ পাঠান্তরে এখানে আর একটি গুণী আছে—“স্বপ্নের মোহে পড়িয়া যেমন কোনও মমুষ্য  
আপনাকে নানারূপে দেখিতে পায়, আত্মব্রহ্মের বিস্মরণ হইলে আত্মাও ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হয়।”

১ বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয় ;

২ তরুণী ( স্ত্রী ) মমতা ;

৩ ব্যর্থ ; ৪ পরিশ্রুতি ; ৫ তীত্র ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া ; ৬ অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে  
আরম্ভ করে ; ৭ উদীজ ;

হয়; পৃথ্বী ও জলতন্ময়ের প্রাবল্য হইলে উহাতে বধন কেবল নিকট তমোগুণ থাকে, তখন ‘হাবর’ বর্ণ উৎপন্ন হয়—এবং তাহাকেই ‘উদ্বীজ’<sup>১</sup> বিভাগ কহে। ( ১০০ ) পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় মন ও বুদ্ধি আদি স্বাভাবিক ভাবে<sup>২</sup> হয় ( কার্য্য করে ) এবং ইহাই ‘জারজ’ বিভাগের উৎপত্তি, জানিবে; এই চারিটি বিভাগ তাহার সরল হস্ত ও চরণতল, স্থূল ( অষ্টধা ) মহাপ্রকৃতি তাহার মস্তক; প্রবৃত্তি তাহার মোটা উদর, নিবৃত্তি তাহার সরল পৃষ্ঠ, অষ্ট স্বরষোনি তাহার উর্দ্ধাঙ্গ, স্বর্ণ তাহার বিকশিত কণ্ঠ-প্রদেশ, মৃত্যুলোক তাহার মধ্যভাগ, অধোদেশ ( পাতাললোক ) তাহার স্তম্ভাতি নিতম্ব, দেখ, মায়া এমনি একটি বালক প্রসব করিল—এই ত্রিলোক তাহার সুপুষ্ট বাল্যাবস্থা; চুরাশি লক্ষ যোনি তাহার হস্তপদাঙ্গুলী ও অস্থির সন্ধিস্থল,—এই বালক দিন দিন বাড়িতে থাকে; নানা প্রকারের দেহ, অবয়ব ও নামরূপের অলঙ্কার পরাইয়া মায়া তাহার বালককে নিত্যনূতন মোহনশীল স্তম্ভপান করাইয়া বাড়াইতে থাকে; এই বালকের করাঙ্গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকরূপী অঙ্গুরী শোভা পায়,—এই অঙ্গুরীর জ্যোতিঃও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের; এইপ্রকার একমাত্র একটি সহজ-সুন্দর চরাচর-স্বরূপ বালককে প্রসব করিয়া প্রকৃতি অভিমানে ক্ষীত হয়; এই বালকের প্রভাতকাল ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নকাল বিষ্ণু আর সন্ধ্যাকাল সদাশিব; ( ১১০ ) এই বালক খেলা সাজ করিয়া মহাপ্রলয়ের শয্যায় নিদ্রিত হয়, এবং কল্লোদয়ে বিষমজ্ঞানে ( অর্থাৎ বিপরীতজ্ঞান বা অজ্ঞানের মোহে ) জাগ্রত হয়; হে অর্জুন, এইভাবে অজ্ঞানের ( ‘মিথ্যাদৃষ্টির’ ) ঘরে এই বালক ক্রীড়াকৌতুকে যুগান্তকাল কাটাইয়া দেয়; সঙ্কল্প ইহার ইষ্ট,—অহঙ্কার ইহার সমীপস্থ হইলে জ্ঞান-ধারা ইহার অন্ত হয়; § এখন অনেক বলা হইল; এইভাবে মায়া বিশ্ব প্রসব করিয়াছে, তাহাতে আমার সন্তাও উত্তমরূপে সাহায্য করিয়াছে।

সর্ব্বষোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

১ উদ্ভিজ্জ,

২ সজ্জিত হয়,

§ এই ওবীর পাঠান্তর—“সঙ্কল্প ইহার ইষ্ট, অহঙ্কার ইহার চিত্ত, শুধু জ্ঞানধারাই ইহার অন্ত হয়”।

এইজন্ত, হে পাণ্ডুহৃত, আমি পিতা, মহাদেব (মূলমাত্রা) মাতা, এবং এই জগদম্বর (বিশ্ববিস্তার) আমাদের সন্তান; এখন, সংসারে বিভিন্ন আকারের শরীর দেখিয়া তোমার চিত্তে যেন কোনও ভেদভাবের উদয় না হয়, কারণ সর্বভূতে মন ও বুদ্ধি সব একরূপ; একই শরীরে কি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব থাকে না? তেমনি, (নানারূপে ভাসমান) এই বিচিত্র বিশ্ব মূলতঃ একই; দেখ, একই বীজ হইতে যেমন (বৃক্ষে) উঁচু নীচু, বিষম (অসমান) ও পৃথক্ পৃথক্ নানা প্রকারের শাখা উৎপন্ন হয়; আর, (আমাদের মধ্যে) সম্বন্ধও তেমনি—যেমন মুগ্গয় ঘটের (মৃত্তিকার সহিত), কিম্বা পটঙ্গ যেমন কার্পাসের মধ্যে থাকে;† অথবা, সাগর হইতে উৎপন্ন অসংখ্য তরঙ্গমালা যেমন সাগরের সন্ততি, তেমনি আমার সহিত এই চরাচর জগতের সম্বন্ধ; (১২০) সুতরাং যেমন অগ্নি ও অগ্নিশিখা মূলতঃ শুধু অগ্নিই, তেমনি সকল বিশ্বই আমার স্বরূপ,—আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে ইহা ব্যর্থ কল্পনা; জগৎ সৃষ্টি হইলে যদি আমার স্বরূপ লোপ পায়, তবে কাহার তেজে এই সারা জগৎ প্রকট হয়? মানিক কি তাহার তেজের মধ্যে লুপ্ত হয়? কিম্বা, স্বর্ণ হইতে অলঙ্কার প্রস্তুত হইলে কি স্বর্ণের সত্তা নষ্ট হইয়া যায়? কমল পদ্ম বিকশিত হইলে কি কমলত্বের নাশ হয়? হে ধনঞ্জয়, বল, অবয়বগুলি কি অবয়বীকে (শরীরধারীকে) ঢাকিয়া ফেলে,—না, তাহার রূপ (অবয়ব) মাত্র? জোয়ারের গাছ বাড়িয়া যখন শস্ত্র পাকিয়া উঠে, তখন কি বলিব যে ইহা নষ্ট হইল, না প্রসারিত হইল? সুতরাং, জগৎকে একপাশে সরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইবে—ইহা সম্ভব নহে, কারণ এই সারা বিশ্বই আমি; হে বীর, জীব সম্বন্ধে এই শুদ্ধ সত্য সিদ্ধান্ত নিজের মনে গাঁথিয়া রাখ; এখন আমি বিভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাসমান—এইরূপ মনে হয়, কারণ আমি ত্রিগুণের বন্ধনে বদ্ধ; হে কপিধ্বজ, স্বপ্নে মহুস্ত্র যেমন নিজে উঠিয়া কল্পনাবশে নিজের মৃত্যু ভোগ করে; কিম্বা, পাণ্ডুরোগ হইলে যেমন চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং সেইজন্ত রোগী যাহা দেখে তাহাই পীতবর্ণ দেখায়; (১২০) অথবা, সূর্য্যের প্রকাশেই যেমন মেঘ দেখা যায়, আর ঐ মেঘদ্বারা

† এই শবীর পাঠান্তর—“আর (আমাদের মধ্যে) সম্বন্ধও তেমনি, যেমন মাটি হইতে খটরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়, কিম্বা পটঙ্গ যেমন কার্পাসের নাতি হয়।”

মূৰ্খ্য ঢাকিয়া গেলেও যেমন তাহাও সূৰ্য্যের প্রকাশেই দেখা যায় ; অথবা, আপন শরীর হইতে উৎপন্ন নিজের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইয়া যেমন ভীত মনুষ্যের জ্ঞান ব্যবহার করে ;§ তেমনি, নানা দেহে আমিই নানা রূপে প্রকাশিত হই—ইহাতে যে বন্ধন হয়, তাহারি কথা শুন ; ‘আমি বন্ধ না মুক্ত’,—এই প্রশ্ন আত্মস্বরূপের জ্ঞানের অভাবেই উঠে ; হে অৰ্জুন, কোন্ গুণের জন্ত এবং কিভাবে আমার এমন বন্ধন হয়,† এখন তাহাই শুন ; গুণের কি ধর্ম, ইহাদের নাম কি, এবং কোথা হইতে উহার উৎপন্ন হয়, ইহারই রহস্ত প্রবণ কর ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসমুৎথাঃ ।

নিবল্লন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

সত্ত্ব, রজঃ ও তম,—গুণের এই তিনটি নাম, আর, প্রকৃতি হইতেই ইহাদের উৎপত্তি ; ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ উত্তম, রজোগুণ মধ্যম,—তিনটির মধ্যে তমোগুণই স্বভাবতঃ অধম ; এই তিনটি গুণই একই মনোবৃত্তির মধ্যে থাকিতে পারে,—যেমন একই দেহে তিনটি অবস্থা—( বাল্য, তারুণ্য ও বৃদ্ধাবস্থা ) ; কিছা, খাটি সোনার সহিত ক্রমশঃ খাদ মিশাইলে যেমন যেমন ওজন বাড়ে, তেমনি সন্ধে সন্ধে সোনার কস নামিতে নামিতে পাঁচে দাঁড়ায় ; ( ১৪০ ) কিছা, মানসিক সতর্কতা আলস্তে ডুবিয়া গেলে যেমন নিদ্রা আসিয়া দৃঢ়ভাবে বসে ; তেমনি, অজ্ঞানকে স্বীকার করিয়া যে বৃত্তি বিস্তারলাভ করে, তাহা সত্ত্ব ও রজোগুণের দ্বার দিয়া তমোগুণে প্রবেশ করে ; হে অৰ্জুন, ইহাদের নামই গুণ,—এখন ইহার কি প্রকারে বন্ধক হয়, তাহারি লক্ষণ বলিতেছি ; আত্মা যখন ক্ষেত্রজদশায় অর্থাৎ জীবাশ্মারূপে শরীরে সামান্য প্রবেশ করে, তখনই ‘এই দেহই আমি’—এইরূপ বলিতে আরম্ভ করে ; জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহধর্মের বিষয়ে যখন মনুষ্যের অভিমান পোষণ করে ;—যেমন মৎস্যের মুখে আমিষের টোপ পড়িলেই মৎস্যশিকারী টোপে ঝটকা মারিয়া তাহাকে গাঁথিয়া ফেলে ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“দেখিয়া ভীত হয়, পরন্তু, ছায়া হইতে কি ভিন্ন ?”

† প্রথম চরণের পাঠান্তর—“গুণ কয় প্রকারের এবং তাহাদের ধর্ম কি” ;

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

তেমনি, সম্বন্ধপী ব্যাধ সুখ ও জ্ঞানের জাল টানিতে আরম্ভ করে এবং জীবাশ্মা হরিণের গ্রায় তাহাতে আটকাইয়া পড়ে ; ঐ অবস্থায় জীবাশ্মা জ্ঞানের অভিমানে আফালন করে, সুখের উপর লাগি মারে,<sup>১</sup> এবং হস্তগত আশুসুখ ফেলিয়া দেয় ; তখন, বিধান বন্ধিয়া কেহ মানিলে তুষ্ট হয়, সামান্ত ( সুখ ) লাভেই হর্বের সীমা থাকে না, এবং তাহার মনে এই আশুপ্লাঘা হয় যে “আমি বাস্তবিকই সুখী” ; বলে—“আমার কি ইহা সৌভাগ্য নহে ?” “আমার মত সুখী আজ আর কেহই নাই”,—এইভাবে সাত্বিক ভাবের বিকারে ফুলিয়া উঠে ; ( ১৫০ ) শুধু ইহাই নহে, আর একটা বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হয়—তাহার অঙ্গে পাণ্ডিত্যের ভূত আসিয়া চাপে ; নিজেই সে জ্ঞানস্বরূপ, এই জ্ঞান সে হারাইল তাহাতে তাহার কিছুযাত্র দুঃখ হয় না, পরন্তু বিষয়জ্ঞানে সে আকাশের সমান ফুলিয়া উঠে ; যেমন কোনও রাজা স্বপ্নে ভিত্তারী হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া মনে করে “ইহা খুব ভাল হইল, আমি কি ইন্দের গ্রায় ভাগ্যবান নই ?” তেমনি, হে পাণ্ডুহুত, দেহাতীত আশ্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয় ; প্রবৃত্তিশাস্ত্রে নিপুণ হয়, যজ্ঞবিদ্যায় তাহার জ্ঞান হয়, শুধুই ইহাই নহে, স্বর্গের খবর পর্যন্ত রাখে ; আর বলিতে থাকে—“আমার সমান কেহই জ্ঞানী নহে, চাতুর্ধ্যচক্রে আমার চিত্তগগনে উদ্ভিত হইয়াছে” ; এইভাবে সম্বন্ধপী জীবাশ্মাকে সুখ ও জ্ঞানের রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া রজ্জুবদ্ধ বলদের গ্রায় পশু করিয়া ফেলে ; এখন এই শরীরধারী জীবাশ্মা রজ্জোগুণের দ্বারা কিভাবে বদ্ধ হয় তাহাই বলিতেছি, শুন ;

রজ্জো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তল্লিবদ্ধাতি কৌন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

ইহাকে রজ্জোগুণ কহে কারণ ইহা জীবাশ্মাকে তরুণ কামনা বাসনা দ্বারা সম্বাহু রঞ্জিত করে ; ইহা স্বল্প পরিমাণেও জীবাশ্মার মধ্যে প্রবেশ করিলে,

১ জ্ঞানের উপর বিতৃষ্ণ হয় ;

তাহাকে বিষয়ভোগের মাগে লাগাইয়া দেয় এবং সে বাসনার বাহুর উপর আরুঢ় হয় ; ( ১৬০ ) প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে বজ্রাগ্নির স্তায় জলিয়া উঠিলে<sup>১</sup> যেমন ছোট বড় সবই গ্রাস করে ; তেমনি, বিষয়ভোগের ইচ্ছা প্রবল হইলে হৃৎ-মিশ্রিত বিষয়ও স্মৃষ্টি বোধ হয়, এবং ইশ্বের বৈভব লাভ হইলেও তাহা কম মনে হয় ; সেই বিষয়তৃষ্ণা বাড়িয়া গেলে মেরুপর্বত হস্তগত হইলেও ( সেই তৃষ্ণা মেটে না ) বিষয়প্রাপ্তির জন্ত অল্প কিছু ভয়ানক কৰ্ম করিতে উদ্যত হয় ; “আজ্জ যাহা আছে ধুবচ করি, কিন্তু কাল কি হইবে ?”—ইহা ভাবিয়া আশার বশবর্তী হইয়া তাহার ব্যবসা বাড়াইতে চেষ্টা করে ; কড়ির ( অর্থের ) জন্ত জীবনপাত করিতে প্রস্তুত হয় ( “জীবনকে অর্থের কাছে আরতি করিয়া বলি দেয়” ), তৃণ পরিমাণ বস্তু লাভ হইলে কৃতকৃত্য হয় ( আপনাকে ধন্য মনে করে ) ; বলে—“স্বর্গে তো যাইব, তবে সেখানে কি থাইয়া থাকিব ?”—আর এই জন্তই যাগযজ্ঞ করিতে দৌড়ায় ; ব্রতের পয় ব্রত করিয়া যায়, ইষ্টপূর্তির ( যাগযজ্ঞাদি ও জনহিতকর কার্য ) আচরণ করে, কাম্য ভিন্ন অল্প কৰ্মে হাত দেয় না ; হে বীর, গ্রীষ্ম ঋতুর অস্তে বাহু যেমন বিশ্রাম জানে না, তেমনি এই ব্যক্তিও ( বিশ্রাম না করিয়া ) দিনরাত আপনার ব্যাপার করিয়া যায় ; তাহার চঞ্চলতা মৎস্তের চঞ্চলতা, কামিনীর কটাক্ষ বা বিদ্রুতের দ্রুত গতিকেও হার মানায় ; তেমনি দ্রুতবেগে সে স্বর্গসংসারের আমক্তির জন্ত ( ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ের লোভে ) ক্রিয়া কর্ত্ত্বের অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে ; ( ১৭০ ) এইভাবে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াও দেহধারী জীবাত্মা বাসনার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ হইয়া নানা ব্যাপারের ঝড়ট আপন গলদেশে ধারণ করে ; এইভাবে রজোগুণের দারুণ বন্ধন দেহধারী জীবাত্মাকে বাঁধিয়া ফেলে ; এখন, তমোগুণের কৌশলের কথা শুন :-

তমস্তত্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালশ্চনিদ্রাভিস্তম্নিবন্ধাতি ভারত ॥ ৮

বাহা দ্বারা ব্যবহার-জ্ঞানের দৃষ্টি মন্দ ( ক্রীণ ) হয়, বাহা মায়ারাজির<sup>২</sup>

১ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে দ্রুত পড়িলে ;

৪ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ;

২ মোহরাজির ;

কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সদৃশ ; বাহা অজ্ঞানের জীবন, বাহার মায়ায় ভুলিয়া এই বিশ্ব নাচিতে থাকে ; বাহা অবিচারের মহামন্ত্র, বাহা মূৰ্খতা ( অজ্ঞান ) কৃপী মদিরার পাত্র,—আর কি বলিব ? বাহা জীবের পক্ষে মোহনামন্ত্র হইয়া আছে ; হে পার্থ, তাহাকেই তমঃ বলে ; ইহা দেহাভিমানীর চতুর্দিকে একটা বর্ধ ( রহস্ত ) রচনা করে ; যখন এই তমোগুণরূপ বিকার<sup>১</sup> চরাচর জগতের অন্ধে বাড়িতে থাকে, তখন সেখানে অন্ধ কোনও গুণ আসিতে পারে না ; সৰ্ব্ব ইন্দ্রিয়গ্রাম অজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, মনের মধ্যে মূঢ়তা আসে, এবং স্মারস্তের বলবৃদ্ধি হয় ; তখন জীব অন্ধমোড়া দিতে থাকে, কৰ্ম্মে তাহার কুটি থাকে না, এবং সৰ্ব্বকণ জন্তুণ করিতে থাকে ; হে কিরীটি, ঐ অবস্থায় চক্ষু খোলা থাকিলেও কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না,—কেহ তাহাকে না ডাকিলেও সে “হাঁ” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় ; ( ১৮০ ) প্রস্তরখণ্ড একবার ভূমিতে পড়িলে যেমন আর নড়ে না, ( পাশ ফেরে না ) তেমনি এই ব্যক্তি এক অবস্থায় থাকিলে আর নড়িতে চায় না ;† পৃথিবী রসাতলে ঝাউক, কিংবা আকাশ পর্য্যন্ত উঠুক, পরন্তু ইহার মনে উঠিবার ইচ্ছা হয় না ; আনন্দে লুটাইতে থাকিলে অন্তরে সমস্ত উচিতাহুচিত জ্ঞান লোপ পায়, যেখানে পড়িয়া থাকে সেখানেই লুটাইতে ইচ্ছা হয় ; করতল উঠাইয়া কপালে আঘাত করে, কখনও বা হাঁটুর উপর মস্তক রাখে ; আর নিদ্রা বিষয়ে তাহার এত বেশী আসক্তি যে, নিদ্রা আসিলে তাহার স্বর্গলাভও ক্ষুদ্র মনে হয় ; ব্রহ্মার আয়ু লাভ করিব, এবং এই আয়ুকাল নিদ্রায় কাটাইব—ইহাই তাহার ইচ্ছা,—ইহা ব্যতীত তাহার অপর কোনও ব্যসন নাই, পথে বেগে চলিতে চলিতে<sup>২</sup> যদি শুইয়া পড়ে, তবে নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া যায়, আর নিদ্রা আসিলে অমৃতও লইতে চায় না ; যদি তাহাকে কোনও সময়ে জোর করিয়া কাজ করিতে বাধ্য করা হয়, তবে সে ক্রোধে অন্ধ হয় ; কখন কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কাহাকে কি বলা উচিত, কোন কার্য করিবার যোগ্য, কোনটি নয়,—এসব কিছুই জানে না । পতঙ্গ যেমন

১ একা ;

† এই গুরুর পাঠান্তর :—“প্রস্তরখণ্ড পড়িলে যেমন পাশ ফিরিতে পারে না, তেমনি একবার উদ্ধাভিত্ত হইলে আর চক্ষু খুলিতে চায় না ।”

২ শামিয়া গেলে ; পথে ঘাইবার সময় ;

নিজের পাখা দাবাই বনের আগুন নিবাইবার ইচ্ছা করে; (১২০) তেমনি এই ব্যক্তিও কারণ বিনাই সহসা' উৎকট ইচ্ছায় কৰ্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়,—বেশী কি বলিব? এমনি ভাবে কেবল প্রমাদেই তাহার রুচি হয়। নিরুপাধি শুদ্ধ জীবকে এইভাবে তমোগুণ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ, এই ত্রিবিধ পাশে বন্ধন করে; কোনও কাঠে আগুন ধরিলে অগ্নি ঐ কাঠের আকার ধারণ করে, ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ ঘটাকাশরূপে ভাসমান হয়; অথবা একটি সুরোবর জলে পূর্ণ হইলে তাহাতে চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি গুণাভাসে<sup>১</sup> আত্মাও বদ্ধ হয় এমনি মনে হয়।

সত্ত্বং সূখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যত ॥ ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

কফ ও বায়ুকে সরাইয়া পিত্ত যখন শরীরে প্রবল হয়, তখন যেমন শরীর সন্তপ্ত হয়; কিম্বা, বর্ষার অন্তে, (সব ঋতুকে) জয় করিয়া যেমন গীতের আগমন হয়, এবং তখন আকাশে শৈত্যের সঞ্চার হয়; অথবা, স্বপ্ন ও জাগৃতির লোপ হইলে যখন সুস্থিতি থাকিয়া যায় তখন ক্ষণকালের জন্য ধৃতিও<sup>২</sup> যেমন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তেমনি রজঃ ও তমোগুণকে দাবাইয়া যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তখন জীব বলিতে থাকে, “আমি কত সুখী”; তেমনি যখন সত্ত্ব ও রজোগুণ লোপ পায় এবং তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন সহজেই জীব প্রমাদের বশীভূত হয়; অহরূপভাবে যখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে দাবাইয়া রজোগুণ প্রবল হইয়া উঠে; (২০০) তখন দেহের স্বামী দেহী (জীবাত্মা) “কৰ্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু সুন্দর<sup>৩</sup> বস্তু নাই”—ইহাই মনে করে।+

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিজ্ঞানং বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১

১ সাহসের সহিত; ২ গুণরূপ পাশে; ৩ চিত্তবৃত্তি; চিদ্রবৃত্তি; ৪ ভাল;

+ পাঠান্তরে ইহার পর অল্প একটি ওরী আছে :—“আমি তিনটি মোকে ত্রিগুণবুদ্ধি নিরূপণ করিলাম জানিবে; এখন সত্ত্বগুণ বুদ্ধির লক্ষণের কথা বলিতেছি, অন্যোপপূর্ব্বক শ্রবণ কর”;



লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্মণামশমঃ স্পৃহা ।  
 রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২  
 অপ্রকাশোঃপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।  
 তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩  
 যদা সৰ্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূং ।  
 তদোন্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪  
 রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্মসঙ্গিষু জায়তে ।  
 তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিয়া যখন দেহে সত্ত্বগুণ বাড়ে, তখন তাহার এই সব লক্ষণ দেখা যায় ; বসন্ত ঋতুতে কমলের স্তম্ভ যেমন ( চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে ), তেমনি, প্রজ্ঞা অস্তর পরিপূর্ণ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসে ; সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিবেক আগ্রত থাকিয়া কৰ্ম করে, এবং হস্তপদাদি সত্যই এক অদ্ভুত দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় ; রাজহংসের সম্মুখে নীর ও কীরের সমস্তা রাখিলে যেমন সে তাহার চক্ষুর অগ্রভাগ ব্যবহার করিয়া সে সমস্তার সমাধান করে ; তেমনি ইহার ইন্দ্রিয়গ্রামই দোষাদোষ পরীক্ষা করিয়া তাহার বিচার করে, এবং “নিয়ম” ( ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ) সেবক হইয়া তাহার সেবা করে ; যে কথা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহার কান তাহা বর্জন করে, যে বস্তু দেখিবার যোগ্য নহে, তাহার চক্ষু তাহার দিকে তাকায় না, যে বাক্য বলা উচিত নহে, তাহার জিহ্বা তাহা লব্ধে পরিহার করে ; দীপের সম্মুখে যেমন অন্ধকার পলাইয়া যায় তেমনি নিষিদ্ধ কৰ্ম তাহার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না ; বর্ষাকালে যেমন কোনও মহানদী দ্রুত ছাপাইয়া বিলুপ্ত হয়, তেমনি তাহার বুদ্ধি সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে প্রসারিত হয় ; পূর্ণিমার দিবসে ( রাত্রে ) চন্দের প্রভা যেমন আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার জ্ঞানবৃত্তি তেমনি চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে ; ( ২১০ ) বাসনা একস্থানে স্থির হইয়া যায়, প্রবৃত্তি সঙ্কচিত হয় ( পশ্চাতে হটে ), মন শান্ত হইয়া স্বপ্নের উপর বিশ্রাম করে ; এমনি ভাবে,

১ তাহার বৃত্তিজ্ঞানের সীমার মধ্যে ;

৫ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“মন বিষয়ভোগে বিরক্ত হয়” ;

সদ্বশুণের বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার লক্ষণগুলি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে ; আর যদি এই অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া যায় ; গৃহে সম্পত্তি বা ধনবৃদ্ধির সঙ্গে যদি উদার মনোবৃত্তি থাকে, তবে পরলোকের সাধন ( স্বর্গলাভ ) ও ইহলোকে কীৰ্ত্তি হয় ; কিবা, স্বকাল হইলে ( প্রচুর ধানের ফসল হইলে ) ভোজের উৎসব লাগিয়া যায় এবং স্বর্গ হইতে প্রিয় অতিথিগণ আসিয়া উপস্থিত হন ; হে ধনজয়, এইরূপ উত্তম মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের তুলনা কোথায় ? তেমনি, সদ্বশুণে দেহান্ত হইলে ইহা ভিন্ন আর কোন গতি হইতে পারে ? ইহার কারণ এই যে, শুণের শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ, সদ্বশুণ লইয়া জীবাত্মা যখন এই ভোগক্ষীণ<sup>১</sup> দেহ ত্যাগ করিয়া বাহির হয় ; অকস্মাৎ এইভাবে বাহার মৃত্যু হয়, সে কেবল সত্ত্বেরই নবীন মূর্ত্তি হইয়া যায় ;—আর বেশী কি বলিব ? সে ( পরজন্মে ) জ্ঞানিজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ; হে ধনুর্দ্ধর, রাজা যদি স্বীয় রাজবৈভব সহ কোনও পূর্ব্বতের উপর গিয়া বলে, তবে কি তাহার কোনও ন্যূনতা হয় ? বল । অথবা, হে পাণ্ডব, যদি কোনও দীপকে এক গ্রাম হইতে নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামে লওয়া হয়, তবে কি উহা সেখানেও সেই দীপই থাকিবে না ? তেমনি, শুদ্ধ সদ্বশুণ জ্ঞানের অত্যধিক বৃদ্ধি করে, এবং বৃদ্ধি বিবেকের সাগরে তরঙ্গের ন্যায় ভাসিতে থাকে ; ( ২২০ ) মহর্দাদি সমস্ত তত্ত্বের অহুক্রম বিচার করিয়া, অস্তে জীবাত্মা ঐ বিচারের সহিত বাহার মধ্যে লীন হয়, বাহা ছত্রিশ তত্ত্বের পর সাঁইত্রিশ তত্ত্ব, অথবা ( সাংখ্যে বর্ণিত ) চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, বাহা নৈসর্গিক তিন শুণের ওপারে চতুর্থ তত্ত্ব ; এই যে সর্ব্বোত্তম স্থিতি তাহা স্বগম হইলে, তাহারই বলে এমন দেহ প্রাপ্ত হয় বাহার তুলনা নাই ; এই প্রকারে, দেখ, তমঃ ও সদ্বশুণকে দাবাইয়া, রজোগুণ যখন প্রবল হয় ; তখন নিজের কার্যক্রম দ্বারা এই দেহরূপ গ্রামে এক প্রচণ্ড হাজারী ( ধুমধাম ) বাধাইয়া তোলে,—ঐ সময়ে এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায় ; ঝটিকাঘর্ষ উঠিলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত জিনিস একত্র করিয়া উড়াইয়া লয়, তেমনি ( রজো-শুণের প্রাবল্য হইলে ) ইন্দ্রিয়গ্রামকে অসংযতভাবে বিষয় ভোগ করিবার

১ ধর্ম্মবৃত্তির উদয় হয় ; মনোবৃত্তির উদয় ; ওদার্য ও ধৈর্যবৃত্তি ,

২ ভোগ ও মোক্ষের সাধক ;

† ( জ্যোতিষ অধ্যায় ৬৭ ) ;

জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; পরদারাদি-গমন সে নীতিবিরুদ্ধ মনে করে না, মন তাহার' ছাগলের মুখের স্তায় যথেষ্টভাবে চরিয়া বেড়ায় ; তাহার লোভ এত অধিক বাড়িয়া যায় যে, যে বস্তু তাহার আয়ত্তের বাহিরে শুধু তাহাই তাহার স্বৈরাচার ( গ্রাস ) হইতে নিষ্কৃতি পায় ; আর, হে ধনঞ্জয়, উহার সম্মুখে যে কোন কার্যই উপস্থিত হউক না কেন, উহার প্রবৃত্তি সে কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে দেয় না ; তেমনি 'একটি প্রাসাদ' তৈরী করিব' কিবা 'অবমেধ বজ্র করিব'—এইরূপ বৃহৎ ( উদ্ভট ) কল্পনা ও কখন কখনও তাহার মাথায় উঠে ; ( ২৩০ ) ( কখনও মনে করে ) একটি নগর গঠন করিতে হইবে, বা বৃহৎ উদ্যান রচনা করিতে হইবে, অথবা নানাপ্রকারের জলাশয় নির্মাণ করিতে হইবে ; এইরূপ অনেক অপরিমিত বৃহৎ কর্মের পরিকল্পনা করিয়া আরম্ভ করে, এবং উহার ঐহিক বা পারলৌকিক স্খলানসা কখনও পূর্ণ হয় না ; উহার অন্তঃকরণ এমন উৎকট ও প্রচণ্ড স্খলিতভাবে সর্বদা পূর্ণ থাকে, যে তাহার তুলনায় সাগরও ( সাগরের বিশালতা ) কিছুই নহে,—নিজের অঙ্গের জন্ত<sup>১</sup> তিন কড়িও খরচ করিতে চায় না ; মনের আগে আগে স্থা<sup>২</sup> ( ভোগলালসা ) আশার বশীভূত হইয়া দৌড়ায় এবং এই ভোগস্পৃহার চাপে সারা বিশ্বকে পদদলিত করে ; এইভাবে রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, এইসব চিহ্নগুলি সহজে প্রকট হয় ;—আর এই অবস্থার যদি স্মৃতি ঘটে ; § তবে এই সমস্ত গুণের সহিত যুক্ত হইয়া অল্প দেহে প্রবেশ করে,—পরন্তু মহাশয়ানিই প্রাপ্ত হয় ; একটি ভিক্ষারী যদি সর্বস্বত্বপূর্ণ রাজপুত্রীতে<sup>৩</sup> গিয়া বসে, তবে কি সে রাজা হইয়া যায় ? বাহারই বরষাজী লইয়া যাউক না কেন, বলদের ভাগ্যে 'কডবা' ( বিচালি ) ভিন্ন অল্প কিছুই জোটে না ; অতএব, বাহাদুরের সাংসারিক ব্যাপার দ্বিবারাত্রি বন্ধ<sup>৪</sup> না করিয়া চলিতে থাকে, ইহাকে তাহাদের পর্যায়ে ফেলা যায় ( 'তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসে' ) ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে ব্যক্তি রজোগুণের

১ এবং ;      ২ "প্রাসাদ"—"প্রাসাদে"র অপপাঠ ;      ৩. অগ্নির ( দাহিকা শক্তির ) কোনও মূল্য নাই ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—"আর এইরূপ রজোগুণের প্রাবল্যের সময় যদি দেহপাত হয়" ;

৪ রাজসম্মিলনে ; রাজসভানে ;

৫ বিপ্রায় ;

বুদ্ধিরূপ গভীর জলে ডুবিয়া মরে, সে পুনরায় কৰ্মপ্রবণ লোকের মধ্যেই জন্ম-  
গ্রহণ করে ; ( ২৪০ ) তেমনি বজঃ ও সমুদ্রভিত্তি গ্রাস করিয়া যখন তমোগুণ  
প্রবল হয় ; তখন দেহে যে অন্তর্কর্ষ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তাহাই  
বলিতেছি—মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর ; তখন মন অমাবস্তার রাত্রে রবিচন্দ্র-  
হীন আকাশের স্থায় ( অন্ধকার ) হইয়া যায় ; তেমনি, অন্তঃকরণ অত্যন্ত  
ক্ষুধিতহীন ও শূন্য ( উন্মাদ )<sup>১</sup> হয় এবং বিচারের ভাষা হারায় ( বিচারের শক্তি  
থাকে না ) ; বুদ্ধি তাহার মূর্ততা ( তীক্ষ্ণতা ) এতদূর হারায় যে প্রস্তরখণ্ডও  
গণিতে পারে না ( বুদ্ধি অত্যন্ত জড়তাপ্রাপ্ত হয় ), স্মৃতিশক্তিও দেশছাড়া হয়  
( লোপ পায় ) ; সর্ব শরীর অবিচারের ( বিবেকশূন্যতার ) মত্ততায় ভরিয়া  
থাকে ( নিনাদিত হয় ), এবং সে শুধু মূর্ততার লেনদেন করে ( সর্ব ব্যাপারে  
তাহার মূর্ততা প্রকাশ পায় ) ; আচার ভঙ্গের অস্থি ( সদাচারের উল্লঙ্ঘন )  
তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে খোঁচা দেয়—যদি তাহাতে মৃত্যুও হয় তথাপি সেই  
অনাচার করিতে থাকে ; আর একটি কথা এই যে, পেচক যেমন শুধু  
অন্ধকারেই দেখিতে পায়, ( এই তামস জীবের ) তেমনি দুষ্কৃতি করিতেই  
চিন্তে উন্মাদ হয় ; যে কোনও নির্বিদ্ধ কৰ্মের নামেই ঐ কৰ্ম করিবার উৎকট  
বাসনায় তাহার মন ভরিয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিও সেই বিষয়ের দিকে  
দোড়ায় ; মত্তপান না করিয়াই মত্তপের স্থায় টলিতে থাকে, সন্নিপাত না  
হইলেও প্রলাপ বকে, এবং হৃদয়ে প্রেম না থাকিলেও পাংলনের স্থায়  
মোহগ্রস্ত হয় ; ( ২৫০ ) চিন্ত তাহার স্বপ্নে থাকে না, অথচ তাহা  
‘উন্মনা’ ( সমাধি ) অবস্থা নহে, এইভাবে সে সর্বদা মোহে উন্মত্ত  
অবস্থায় থাকে ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তমোগুণ যখন তাহার বিস্তার  
লইয়া বাড়ে, তখন তাহা হইতে এই সব চিহ্নই প্রকট হয় ; আর এই বায়ুর  
ঝাপটায়<sup>২</sup> যদি মৃত্যুর স্থান হইতে ডাক আসিয়া যায় তবে তেমনি ভাবে  
তমোগুণের সহিত এই শরীর হইতে বাহির হয় ; রাই ( সৰ্প ) আপনার  
বিশিষ্ট গুণ ও স্বরূপ বীজের মধ্যে রাখিয়া শুকাইয়া ( মরিয়া ) যায় ; ঐ বীজ  
যখন অক্লুরিত হয় তখন কি রাই ভিন্ন অল্প কিছু উৎপন্ন হইতে পারে ?  
যে অগ্নি দ্বারা দীপ জ্বালান হয়, ঐ মল অগ্নি নিবিয়া গেলেও প্রজ্বলিত দীপের

নিখার মধ্যে মূল অগ্নির সর্বগুণ বর্তমান থাকে (দীপও সর্বভোভাবে সেই অগ্নিই); সেইভাবে জীব যখন আপনার সর্বজ্ঞের বোঝাগুলি তমোগুণের গাঁঠরীর মধ্যে বাধিয়া দেহভ্যাগ করে, তখন সে পুনরায় তামস দেহই প্রাপ্ত হয়; এখন আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? তমোগুণের প্রাবল্যের মধ্যে বাহার মৃত্যু হয়, তাহার পশু, পক্ষী, বৃক্ষ বা কৃমিকীট ঘোনিতে জন্মলাভ হয়।

কর্মণঃ স্কৃতস্তাহঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্।

রজসন্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

এই কারণে ঋতি বলিয়াছে—বাহ্য সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই স্কৃতি বা পুণ্যকৃত্য; অতএব, নির্মল সত্ত্বগুণ হইতে যে সুখ ও জ্ঞানরূপ অপূর্ব ফল সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে সাত্বিক ফল কহে; আর রজোগুণ হইতে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহা ‘ইন্দ্রাবণী’\* ফলের স্মার—সুখের রূপ লইয়া আসে কিন্তু অস্তে দুঃখদায়ক; (২৬০) কিম্বা, নিম্ববৃক্ষের পক ফল যেমন উপরে দেখিতে স্নানর কিন্তু ভিতরে বিষের স্মার কটু, রাজস ক্রিয়ার ফলও তেমনি; বিষবৃক্ষের অঙ্কুর যেমন বিষাক্তই হয় তেমনি তামস কর্মের ফলই অজ্ঞান।

সত্বাৎ সজায়তে জ্ঞানং রজসৌ লোভ এব চ।

প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

সুতরাং, হে অর্জুন, সুখ্য যেমন দিনমানের কারণ, তেমনি সত্ত্বগুণই জ্ঞানের কারণ; আর, আত্মস্বরূপের বিস্থিতি যেমন অধৈতভাবের লোপের কারণ,<sup>১</sup> রজোগুণ হইতেই তেমনি লোভের উৎপত্তি হয়; হে সুবিজ্ঞ অর্জুন, মোহ, অজ্ঞান ও প্রমাদ—এই একত্রীভূত দোষমণ্ডলীর (ত্রিদোষের) তমঃই সর্ব সময়ে মূল কারণ; করতলগত স্মারলকী যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি, বিচারের দৃষ্টিতে তোমাকে এই তিনটি গুণের লক্ষণগুলি যথাসময়ে বলিয়াছি;

\* কড়ুয়াবন—একপ্রকার তিক্তফল;

১ ষ্ঠৈতভাব আনয়ন করে;

রজ: ও তমোগুণ—এই দুইটির বৃদ্ধি অধঃপাতের কারণ, আর সম্বন্ধে ভিন্ন অন্য কোনও গুণই জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতে পারে না। এইজন্যই, ভাগবত<sup>১</sup> যেমন সর্বত্যাগ করিয়া চতুর্থী ( ভক্তি ) মার্গ গ্রহণ করিতে বলে, তেমনি কেহ কেহ আজন্ম সাধিক বৃত্তির আচরণ করিয়া থাকে।

উর্দ্ধঃ গচ্ছন্তি সম্বন্ধা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

তেমনি, যাহারা সর্বপ্রকারে সর্বসময়ে সাধিক বৃত্তির আচরণ করে, তাহারা দেহান্তে স্বর্গের রাজা হয় ; এই প্রকারে, যাহারা রজোগুণে জীবিত থাকে ও মৃত হয়, তাহারা মৃত্যুলোকে মহাশয়ানিতেই জন্মগ্রহণ করে ; ( ২৭০ ) সেখানে অশ্বত্থঃখের খিচুড়ী একই খালায় ভক্ষণ করে, এবং এই জন্মমৃত্যুর চক্রে একবার পড়িলে আর উঠিতে পারে না ; আর যাহারা তমোগুণেই বাড়ে, এবং এই ভোগক্ষীণ, অক্ষম দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের তামস স্থিতি—তাহারা নরকভূমিতে বাস করিবার পাট্টা পায় ; হে পাণ্ডুহৃৎ, এইভাবে, ব্রহ্মের সত্তা হইতে উৎপন্ন এই ত্রিগুণের স্বরূপ ও আকারযুক্ততার<sup>২</sup> সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ; বস্তুতঃ ব্রহ্মের স্বরূপে কোনও বিকার হয় না ( ‘বস্তু আপন বস্তুত্বেই পূর্ণভাবে থাকে’ ), তবে কার্য-বিশেষ ( প্রসঙ্গানুক্রমে ) আপন গুণের লক্ষণের অনুসরণ করে ; যেমন কেহ স্বপ্নে সন্ন্যাসী হয়, অথবা ‘আমি রাজা হইয়াছি’ দেখে, § এবং স্বপ্নেই তাহার জয়পরাজয় হয় ; তেমনি উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ ( উত্তম, মধ্যম ও অধম )—এই যে তিনটি গুণভেদ—এই গুণবৃত্তিভেদ<sup>৩</sup> ছাড়িলে ব্রহ্ম কেবল শুদ্ধ বস্তু ; পরব্রহ্ম আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই—এই পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই ভূমি মানিবে না ; এখন তোমাকে পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই পুনরায় বলিতেছি, শুন—

১ কেহ যেমন...চতুর্থী ভক্তি স্বীকার করিয়া লয় ;

২ ‘স্কারগতা’—মূল কারণের ;

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“যেমন কেহ স্বপ্নে রাজা হইয়া আপনাকে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত দেখে” ।

৩ গুণভেদের বৃত্তি ;

নান্যং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টামুপশ্রুতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯

এই তিনটি গুণ, দেহকে নিমিত্ত করিয়া, নিজ নিজ সামর্থ্যে সহজে উৎপন্ন হয়; অগ্নি যেমন ইন্ধনের আকারে প্রকট হয় অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরের রস যেমন বৃক্ষের রূপ ধারণ করে<sup>১</sup> অথবা, দুগ্ধ যেমন পরিণামে দধিতে রূপান্তরিত হয়, কিম্বা, মিষ্টত্ব যেমন ইক্ষুরূপে মূর্ত্ত হয়; (২৮০) তেমনি, গুণ অন্তঃকরণের সহিত যুক্ত হইয়া দেহের রূপ ধারণ করে, এবং এইজন্যই বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; পরন্তু, হে ধনুর্ধর, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, (স্বল্প দেহের সহিত গুণের) এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেও, গুণদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না<sup>২</sup>; গুণ আপন ধর্ম্মানুসারে দেহের পশ্চাত্তের ও সামনের (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) কর্ম্মগুলি আচরণ করায়, সেজন্য নিগুণ আত্মতত্ত্বের (গুণাতীততার) ন্যূনতা করায় না; এমনিভাবে মুক্তি কেমন সহজে হয় সেই কথাই এখন তোমাকে শুনাইব,—কারণ তুমি জ্ঞানরূপ কমলের মধ্যে রসিক ভূঙ্গদৃশ<sup>৩</sup>; আর গুণের সহিত সংযোগ হইলেও চৈতন্য গুণী হয় না, (গুণের দ্বারা লিপ্ত হয় না)—পূর্বে যে কথা বলিয়াছি, এ তত্ত্ব তাহাই\* ; হে পার্থ, জীবের যখন আত্মবোধ হয় তখন ইহা বুঝিতে পারে,—জাগ্রত হইলে স্বপ্ন যেমন (মিথ্যা) হয়; অথবা তীরে বসিয়া যেমন বুঝা যায় যে নদীর জলে নিজের মূর্ত্তি যে তরঙ্গের হিল্লোলে অনেকখা প্রতিফলিত হইতেছে তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র; কিম্বা, নট যেমন নিজের অভিনয়দক্ষতায় আপনাকে প্রতারণিত করে না, তেমনি গুণের সহিত অলিপ্ত থাকিয়া গুণজাত ক্রিয়াগুলি দেখিবে; আকাশ যেমন ঋতুত্রয় অঙ্গীকার করিলেও নিজের স্বরূপে অপূর্ণতা বা ভিন্নতা আনিতে দেয় না; তেমনি, যিনি গুণের মধ্যে থাকিয়াও গুণাতীত হইয়া সহজ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি যখন ‘অহং ব্রহ্ম’ বা ‘ব্রহ্মাস্মি’ এই আত্মতত্ত্বের মূলপীঠে আকুট হন; (২২০) তখন তিনি ঐ স্থান হইতে দ্রষ্টাস্বরূপ কহিতে থাকেন—‘আমি কেবল মাত্র সাক্ষী, আমি অকর্ত্তা,

১ বৃক্ষরূপে দেখা যায় ;

২ মোক্ষের ব্যবহারে কম পড়ে না ;      ৩ “জ্ঞানাম্বুজধিরেক”—এই পাঠ হইবে ;

\* ১৩ অধ্যায় ২৪ শ্লোকের মধ্যে ;

গুণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই এই সব ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ; সস্তু, বস্তু : ও তমোগুণের দ্বারা যেসব বিভিন্ন কণ্ঠের প্রসার হইতেছে, তাহা এই গুণত্রয়েরই বিকার ; বনে যেমন বসন্ত বনলক্ষ্মী শোভার কারণ, তেমনি আমিও ইহাদের মধ্যে অলিঙ্গ থাকি ; কিম্বা, ( সূর্য্যোদয় হইলে ) তারাগণ অদৃশ্য হয়, সূর্য্যকাস্তমণি উদীপ্ত হয়, কমল বিকশিত হয়, অঙ্ককার বিনষ্ট হয় ; ইহাদের কোনও কাজই যেমন ( কারণস্বরূপ ) সবিতার অঙ্গ স্পর্শ করে না, তেমনি আমার সত্তায় এই সব কার্য্য হইলেও আমি এই মেহে অকর্তা ; আমি দেখাই বলিয়াই এই গুণগুলি প্রকট হয়, আমি হইতেই গুণের সামর্থ্য বাড়ে—উহার নিঃশেষ হইলে যে তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহা আমিই ;' হে ধনঞ্জয়, বাহার অস্তরে এই বিবেকের উদয় হয় সে উর্দ্ধপথে ( জ্ঞানমার্গে ) গুণাতীতত্ব প্রাপ্ত হয় ;

গুণানন্তানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাশ্চৈবীর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

এখন, ( গুণের অতীত ) একটি নিগূর্ণ তত্ত্ব আছে, তাহার স্বরূপ সে সঠিকভাবে জানিতে পারে, কারণ তাহার উপর স্বার্থভাবে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে<sup>১</sup> ; হে পাণ্ডুহৃত, বেশী কি বলিব ? নদী যেমন সিক্কুত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই পুরুষ আমার সত্তা ( সাক্ষ্য ) প্রাপ্ত হয় ; তবু যেমন নলিকাধর হইতে মুক্ত হইয়া বৃক্ষশাখায় গিয়া বসে, তেমনি ( এই গুণাতীত পুরুষ ) 'অহং ব্রহ্মস্মি' এই মূল তত্ত্বে গিয়া স্থির হয় ; (৩০০) অহো, যে জীব এতদিন অজ্ঞানের নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নাসিকাধারি করিতেছিল,<sup>২</sup> সে তত্ত্বতঃ এখন আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া আগিয়া উঠিল ; হে বীরেশ, বুদ্ধিভেদ উৎপন্নকারী মোহদর্পণ যখন উহার হাত হইতে খসিয়া পড়ে, তখন সে প্রতিবিম্বের আভাস হইতে মুক্ত হয় ; যখন দেহাভিমানরূপ ঝড়ের বেগ বন্ধ হইয়া যায়, তখন জীব ও ঈশ্বররূপ তরঙ্গ ও সাগরের ঐক্য হয় ; তখন, বর্ষা ঋতুর অবসানে মেঘ যেমন আকাশে লীন হইয়া যায়, তেমনি জীবাত্মাও মূর্ত্তাব প্রাপ্ত হইয়া মজ্জণ হইয়া যায় ; আর মজ্জণ প্রাপ্ত হইবার পরও যদি এই মেহেই অবস্থান



করে, তবে সে দেহ হইতে উৎপন্ন গুণের পাশে আবদ্ধ হয় না ; কাঁচের ঘরের মধ্যে যেমন দীপের প্রকাশ আবরণ করা যায় না, অথবা সমুদ্রের জলে যেমন বড়বানল নির্বাপিত হয় না ; তেমনি, গুণের ( আনাগোনা ) সঞ্চারহেতু জীবের বোধ ( শুদ্ধজ্ঞান ) কখনও মলিন হয় না,—যেমন আকাশের চন্দ্রমা জলে প্রতিবিম্বিত হইলেও জল হইতে নির্মিষ্ট ; তেমনি সে দেহে থাকিলেও দেহধর্ম হইতে অলিপ্ত থাকে ; তিনটি গুণ আপন আপন সার্থক্য অমুসায়ে দেহকে নাচাইবার খেলা দেখায়, পরন্তু জ্ঞানীপুরুষ তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না, এবং কণকালের জন্তও সোহংভাব হইতে বিচ্যুত হয় না ; তাহার অন্তরে এই সোহংভাব এমন দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়, যে দেহে কি কার্য চলিতেছে তাহার কিছুই জানিতে পারে না ; সর্প যখন তাহার খোলস ছাড়িয়া আপন গর্ভে ( পাতালে ) প্রবেশ করে, তখন কি ঐ খোলসের কথা আর চিন্তা করে ? এক্ষেত্রেও তেমনি হয় ; ( ৩১০ ) কিম্বা, কমলকোষক বিকশিত হইলে যেমন তাহার স্নগন্ধ আকাশে মিলাইয়া যায়, এবং কমলকোষের মধ্যে আর ফিরিয়া আসে না ; তেমনি জীব যখন ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভ করিয়া তাহার সহিত সমরস হইয়া যায়, তখন দেহ কি, দেহধর্ম কি—এ সম্বন্ধে তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না ; এইজন্ত, শরীরের জন্ম জরা মরণ আদি যে ছয়টি গুণ আছে, তাহারা দেহেই থাকিয়া যায়, জ্ঞানী জীবের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক থাকে না ; ঘট চূর্ণ হইলে ঘটের ভাগ মাটির টুকরায় পরিণত হয়, পরন্তু ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত মিলিত হইয়া তরুণ হয় ; তেমনি, যখন দেহাভিমান লুপ্ত হয় এবং আপনার আত্মস্বরূপের স্বরণ হয়, তখন ঐ আত্মস্বরূপ ভিন্ন অল্প আর কি থাকে ? এইরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মবোধের সহিত যুক্ত হইয়া সে দেহে বাস করে সেইজন্তই আমি তাহাকে গুণাতীত বলিতেছি” ; ভগবানের এই বাক্য শুনিয়া পার্থের অত্যন্ত সন্তোষ হইল—যেমন মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরের মনে আনন্দ হয় ।

অর্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈজ্ঞান্ গুণানৈতানতীতো ভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংজ্ঞান্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

১ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে মাটির টুকরায় পরিণত হয় ;

এবম্প্রকার সন্তোষ লাভ করিয়া বীর অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে ভগবান্, বাহার এই প্রকার আশ্রবোধ হয়, তাহাতে কি কি লক্ষণ দেখা যায়? সে নিঃশূন্য (শূণ্যতীত) হইয়া কি প্রকার আচরণ করে? গুণের বন্ধন হইতে কি প্রকারে মুক্ত হয়? হে কৃপানিধি, আপনি এসব বলুন” ; যড়গুণৈশ্বর্যসম্পন্ন (‘যড়গুণের রাজা’) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের সমাধান করিতে বাহা বলিতে লাগিলেন তাহা শুনি। (৩২০)

শ্রীভগবান্নুবাচ—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জলতি ॥ ২২

তিনি বলিলেন—“হে পার্থ, আমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে তুমি কেন এই প্রশ্ন করিতেছ; দেখ, ‘শূণ্যতীত’ এই নামটিই তাহা হইলে মিথ্যা (কারণ বাহার ‘আচার’ আছে তাহাকে ‘শূণ্যতীত’ বলা কি অহুচিত নহে?); বাহাকে ‘শূণ্যতীত’ বলা যায় তিনি কখনও গুণাধীন হন না, কিম্বা, গুণের সংস্পর্শে আসিলেও তাহা দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন না; পরন্তু, ‘গুণের উষর ভূমিতে পড়িয়া’ তিনি গুণের অধীনে হন, কি হন না,—ইহা কি করিয়া জানা যাইবে?”—এই সন্দেহ যদি তোমার মনে জাগে, তবে তুমি অন্যায়সে (স্বখে) এই প্রশ্ন করিতে পার; এখন তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শুন; যজ্ঞোশূণ্যের প্রাবল্যে যখন দেহে কর্মের অকুর উৎপন্ন হয়, আর প্রবৃত্তি-গুলি জীবকে ঘিরিয়া ফেলে; ঐ অবস্থায় ‘আমিই কর্মকর্তা’ এইরূপ ঐশ্বর্যের অভিমান বাহাকে স্পর্শ করে না, কিম্বা (কর্ম নিফল হইলে) বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে বাহার কোনও খেদ হয় না; অথবা, যজ্ঞোশূণ্যের বুদ্ধি হইলে, যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর জ্ঞানের প্রভাব প্রসার লাভ করে, তখন বিভ্রান্ত (জ্ঞানের) অভিমানে তাহার সন্তোষও হয় না, খেদও হয় না; কিম্বা, তমোগুণের বুদ্ধি হইয়া যখন মোহভ্রম গ্রাস করে, তখন অজ্ঞানের জন্ত বাহার মনে কোনও খেদ হয় না<sup>১</sup>; যে মোহ উৎপন্ন হইলে জ্ঞানের জন্ত উৎকণ্ঠিত

১ বাগানের মধ্যে বনিষ্ঠভাবে থাকিয়াও;

২ অজ্ঞানকে অঙ্গীকারও করে না, তাহার জন্ত কোনও খেদও হয় না;

হয় না, বা জ্ঞানের উদয় হইলে কৰ্ম পরিত্যাগ করে না, বা তাহা হইতে হৃৎ-  
বোধ করে না ; সূর্য যেমন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের হিসাব রাখে  
না ( গণনা করে না ), তেমনি যাহার মনে কোনও ভেদভাব নাই ; ( ৩৩০ )  
এইপ্রকার যাহার জ্ঞান, তাহার কি অস্ত কোনও ( জ্ঞানরূপী ) প্রকাশের  
আবশ্যকতা আছে ? সাগর ভরিতে কি বর্ষার দরকার হয় ? কৰ্মের আচরণ  
করিলেও কৰ্মঠতা ( কৰ্ত্তৃত্বের অভিমান ) কি তাহাকে স্পর্শ করে ? বল,  
হিমালয় কি শীতে কম্পমান হয় ? অথবা; মোহ উৎপন্ন হইলেও কি ক্রোধ  
প্রকাশ করিবে ? গ্রীষ্মকাল কি অগ্নিকে জালাইতে পারে ?

উদাসীনবদাসীনে গুণৈর্ঘো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

তেমনি এ সমস্ত গুণকার্য তাহার আত্মসত্তায়ক ( তাহার সহিত সে  
এক হইয়া যায় ), সেইজন্ত প্রত্যেকটির জন্ত তাহার কোনও তাড়াহুড়া  
থাকে না ; এইরূপ প্রতীতি লইয়াই সে দেহে বাস করে,—কোনও পথিক  
যেমন পথিমধ্যে অবস্থিত ধর্মশালায় কিছুক্ষণের জন্ত বাস করে ; সমরাজন<sup>১</sup>  
যেমন সংগ্রামে জয়পরাজয়ের সহিত সংযুক্ত হয় না, তেমনি সে ‘আমি কর্ত্তাও  
নহি, গুণও নহি’ এই মনোভাব লইয়া কাজ করিয়া যায় ; + আর, হে পাণ্ডব,  
স্বপ্নজলের তরঙ্গে মেরুপর্বত যেমন টলে না, তেমনি, জ্ঞানীপুরুষও গুণের  
ঘাতাত্মাতে ( উপদ্রবে ) বিচলিত হয় না ; আর বেশী বলিয়া কি হইবে ?  
বাধুর ধাক্কায় আকাশ উড়িয়া যায় না, § অন্ধকার সূর্যকে গ্রাস করিতে পারে  
না ; স্বপ্ন যেমন জাগ্রত মনুষ্যকে ধোঁকা দিতে পারে না, তেমনি গুণ  
তাহাকে ( জ্ঞানীপুরুষকে ) চালাইতে পারে না, জানিবে ; সে কখনও গুণের  
কবলে পড়ে না, পরন্তু দূর হইতে যখন কোঁড়ুকে গুণের খেলা দেখে তখন  
লোকে যেমন পারাপারের নৌকা দেখে,<sup>২</sup> তেমনি নির্লিপ্তভাবে দেখে ;

১ পৃথ্বী ;

+ পাঠান্তরে এখানে অস্ত্র একটি ওবী আছে—“কিষ্ণা, শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণ, অথবা গৃহে  
আগত অতিথি ব্রাহ্মণ, বা চৌরাস্তায় অবস্থিত স্তম্ভ যেমন সম্পূর্ণ উদাস ( অলিপ্ত ) থাকে” ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না” ; “বায়ু আকাশকে হাওয়া করে না” ;

২ দর্শক যেমন কাঠপুত্তলিকার নাচ দেখে ;

( ৩৪০ ) সমস্ত গুণ শুদ্ধ সাংখ্যিক কৰ্মে, যজ্ঞঃ যজ্ঞোপবিশিষ্ট কৰ্মে, এবং তমঃ সদা মোহাদি কৰ্মে ব্যাপৃত থাকে ; পরন্তু, আমরাই সমস্ত এই সমস্ত গুণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়—ইহা স্পষ্ট জানিয়া রাখ,—স্বর্ঘ্য যেমন সমস্ত লৌকিক ব্যাপারের মূল ( অথচ তাহা হইতে অলিপ্ত ) ; ( চন্দ্রমার উদয় হইলে ) সমুদ্রে জোয়ার আসে, চন্দ্রকাস্তমণি দ্রবীভূত হয়, কুমুদ বিকশিত হয়—পরন্তু চন্দ্র শুদ্ধ ( নির্লিপ্ত ) হইয়া থাকে ; বায়ু বেগে বহিতে থাকে বা শান্ত হয়, কিন্তু গগন নিশ্চল থাকে, তেমনি যিনি গুণের ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হন না ; হে অর্জুন, এইসব লক্ষণ দ্বারাই গুণাতীত পুরুষকে জানা যায়,—এখন তাঁহার আচরণ কি প্রকার হয় তাহাই শ্রবণ কর ।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যানিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

হে কিরীটি, যেমন বস্ত্রের সামনে পিছনে ( অন্তরে বাহিরে ) সূতা ভিন্ন অস্ত্র কিছুই নাই, তেমনি তাঁহার দৃষ্টি চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত<sup>১</sup> ; ক্রীহরি যেমন বৈরী ও ভক্তকে একই প্রকার মুক্তি প্রদান করেন, তেমনি জানীপুরুষ সুখ ও দুঃখ উভয়কে সমান চক্ষে দেখেন ; বাস্তবিক পক্ষে মৎস্ত যেমন জলে খেলিয়া বেড়ায়, তেমনি এই দেহরূপ জলে সুখ ও দুঃখ সহজেই অহুভূত ( দৃষ্ট ) হয় ; এখন এই জানীপুরুষ দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া সদা আত্মস্বরূপে নিমগ্ন থাকেন—বীজ বপন করিয়া শস্ত তৈয়ারী হইলে, বীজের যেমন হয় ; কিষ্কা, নদী নিজের প্রবাহ ছাড়িয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলে যেমন তাহার স্রোতের উচ্ছলতা নিবৃত্ত হয় ; ( ৩৫০ ) তেমনি, হে ধনঞ্জয়, জীব যখন আত্মস্বরূপে লীন হয় ( অবস্থান করে ) তখন দেহে থাকিলেও তাঁহার পক্ষে সুখ ও দুঃখ স্বতঃই সমান হয় ; একটি স্তম্ভের কাছে যেমন দিন ও রাত্রি সমান, তেমনি আত্মারায় দেহীর ( আত্মস্বরূপে নিমগ্ন মহেশ্বর ) সমস্ত দ্বন্দ্ব ( সুখ ও দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি ) এক হইয়া যায় ; নিদ্রিত ব্যক্তির অঙ্গে লাগের স্পর্শ ও উর্বরীর স্পর্শ সমান, ঠিক ঐ প্রকার স্বরূপস্থ পুরুষের কাছে শারীরিক দ্বন্দ্ব সব সমান হইয়া যায় ; সেইজন্ম, এই পুরুষের দৃষ্টিতে সোনা ও গোবর, বা রত্ন ও

<sup>১</sup> চরাচরে মগ্ন দেখিতে পায় ;

প্রস্তরের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না ; স্বর্গস্থও যদি তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিম্বা ব্যাত্তও যদি আক্রমণ করে, তথাপি তাঁহার আত্মবুদ্ধি-সম্বোধে ( আত্মস্বরূপ স্থিতিতে ) কোনও ন্যূনতা হয় না ( রসহীন হয় না ) ; মরিলে যেমন আর উঠিতে পারে না, ( বীজ ) জালাইলে যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি ইহার সাম্যবুদ্ধি কখনও নষ্ট হয় না ; তাঁহাকে যদি কেহ ‘ব্রহ্মা’ বলিয়া স্তুতি করে, বা ‘নীচ’ বলিয়া নিন্দাও করে, তথাপি ভগ্নের জ্ঞায়, তিনি জলিয়াও উঠেন না বা ‘নিবিয়াও’ যান না ; সূর্য্যের রূপে’ ( মণ্ডলে ) যেমন আধারও নাই, দীপও জ্বলে না, তেমনি ইহার কাছে নিন্দা বা স্তুতির কোনও অর্থই হয় না ( অভিব্যক্তি হয় না ) ।

মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

তাঁহাকে যদি কেহ দৈব বলিয়া পূজা করে বা চোর বলিয়া ( ভৎসনা ) পীড়ন করে, অথবা বৃষ, গজ ইত্যাদি দ্বারা ঘিরিয়া তাঁহাকে রাজা বানাইয়া দেয় ; মিত্র যদি আসিয়া পাশে জোটে অথবা বৈরী হইয়া দাঁড়ায়,—তিনি তেমনি নির্বিকার থাকেন, যেমন সূর্য্যের তেজ দিবা ও রাত্রির দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় না, (৩৬০) ষড়ঋতুর আগমনে আকাশ যেমন নির্লিপ্ত থাকে, তেমনি তাঁহার মন কোনও প্রকার বৈষম্য জানে না ; তাঁহার মধ্যে আচারের আর একটি লক্ষণ দেখা যায়, তিনি কোনও ব্যাপার ( কার্য ) করিতেছেন বলিয়াই মনে হয় না ; তিনি সর্ব্বারম্ভ ( সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ ) দূর করিয়া দেন, প্রবৃত্তি-গুলি দাবাইয়া রাখেন, তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল জলিয়া যায় § ; ঐহিক বা পারলৌকিক কোনও ভোগের ইচ্ছা তাঁহার মনে উৎপন্ন হয় না, স্বভাবে ( স্বাভাবিকভাবে ) যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই অঙ্গীকার করিয়া লন ; সূখীও হন না, দুঃখও করেন না, তাঁহার মন পাষাণের জায় কঠিন, এবং সর্ব্বপ্রকার সংকল্পবিকল্পবর্জিত ; আর কত বিস্তার করিয়া বলিব ? তাঁহার আচরণ এইপ্রকার দেখা যায় তাঁহাকে প্রকৃত গুণাতীত পুরুষ বলিয়া

১. যের ;

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“কর্ম্মফল জলিয়া যায় কারণ ( জানানোকে ) তিনি অয়িসদৃশ” ;

জানিবে” ; ভগবান ঐক্য তৎপরে কহিলেন—“এখন জীব কি উপারে গুণাতীত হইতে পারে তাহাই প্রবণ কর ।

মাং চ যোঃব্যভিচারেণ ভক্তিসযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

যে পুরুষ ( ব্যভিচাররহিত হইয়া ) একনিষ্ঠচিত্তে এবং ভক্তিসহকারে আমার সেবা করে সেই এই গুণকে বশীভূত করিতে পারে ; এখন, আমি কে, ভক্তি কি প্রকারের, অব্যভিচারী ভক্তির লক্ষণই বা কি, এ সমস্ত বিষয়ের নিরূপণ করা আবশ্যক ; হে পার্থ, শুন—বস্তু ও বস্তুর প্রভা যেমন একই, আমিও তেমনি এখানে (এই বিশ্বের মধ্যে) আছি ; (৩৭০) কিষা, তরলতাই যেমন জল, অবকাশই যেমন অধর ( আকাশ ), মিষ্টত্বই যেমন শর্করা, —দ্বিতীয়\* কোন পদার্থ নহে ; অগ্নিশিখাই যেমন অগ্নি, কমলদলের নামই কমল, বা শাখা, ফলাদি লইয়াই যেমন বৃক্ষ ; হিম জমিয়াই° যেমন হিমবস্ত ( হিমালয় ) হয়, অথবা, দুগ্ধ জমিয়া যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয় ; তেমনি, বিশ্ব যাহাকে বলে সে সবই আমি ; —যেমন চন্দ্রের কলা দেখিতে হইলে চন্দ্রবিশ্বের পরদা উন্মোচন করিতে হয় না ; জমাট ঘৃত যেমন ঘৃতই থাকিয়া যায়, কিষা সোনার কঙ্কণ না গলাইলেও সোনাই থাকে ; বস্তুর স্তূতা না খুলিলেও যেমন তাহা স্পষ্টই তত্ত্বরই সমষ্টি ; —নূতন তৈয়ারী ঘট° কি পৃথী নহে ? স্তূতরাং ইহা ঠিক নহে যে বিশ্বভাবনা নষ্ট হইবার পর আমাকে লাভ করা যায়,—কারণ এ সমস্তই আমি ; আমাকে এইভাবে জানাকেই জ্ঞান ভক্তি° কহে, ইহাতে বহি কোনও ভেদ দেখা যায়, তাহাই ‘ব্যভিচার’ ; এইজন্ত সর্বপ্রকার ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া, অখণ্ড-চিত্তে ( একাগ্রমনে ) আপনার সহিত আমাকে জানিবে ( সারা বিশ্বে আমিই ব্যাপিয়া আছি ইহাই জানিবে ) ; হে পার্থ, সোনার টিপ সোনার উপর বলাইলে যেমন হয় তেমনি আপনাকে ( বিশ্ব হইতে ) পৃথক বলিয়া মানিবে না ; (৩৮০) তেজ ( সূর্য্য ) হইতে তেজ বাহির হইয়া পুনরায় সেই তেজেই লীন হয়, এবং তাহাকে রশ্মি কহে,—আপনাকেও সেই রশ্মির গ্রায় দেখিবে ; পৃথিবীর

১ জ্বালাইতে ;

২ ভিন্ন ;

৩ হিমের রাশি হইতে ;

৪ ঘট না ভাঙ্গিলেও তাহা ;

৫ অব্যভিচারী ভক্তি ;

অন্তঃস্থলে যেমন পরমাণু, হিমাচলে যেমন হিমকণা, আমার মধ্যেও তেমনি আপনাকে' দেখিবে; তরঙ্গগুলি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন,—তাহারা সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে,—তেমনি 'আমি'ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহি; এইপ্রকার সমরসের ( সমভাবের ) যে আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি, তাহাকেই আমি 'ভক্তি' বলি; এই ( আনন্দপূর্ণ ) দৃষ্টিই সর্ব জ্ঞানের সার ও ষোগের সর্বস্ব ; সমুদ্র ও মেঘের মধ্যে অথও ধারায় বর্ষণ হইলে যেমন দুইটি এক হইয়া গিয়াছে দেখায়, হে বীর, এই উল্লাসপূর্ণ বৃত্তিও তদ্রূপ ; কৃষ্ণার মুখের সহিত আকাশের যেমন কোনও ছোড় নাই, তেমনি, ( জ্ঞানীপুরুষ ) পরমরসের ( পরব্রহ্মের ) সহিত এক হইয়া যায় ; ( সূর্য্যের ) বিশ্ব হইতে প্রতিবিশ্ব পর্য্যন্ত যেমন সূর্য্যের প্রভার তেজ প্রসারিত হইয়া থাকে, তেমনি 'সোহং' বৃত্তিও ( পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা পর্য্যন্ত ) বিস্তৃত হইয়া আছে; যখন এই প্রকার 'সোহং' দৃষ্টি একবার প্রকট হয়, তখন মনুষ্য ঐ দৃষ্টির সহিত পরমাত্মতত্ত্বে বিলীন হইয়া যায় ; হে পাণ্ডব, লবণের টোলা সমুদ্রে পড়িয়া একবার গলিয়া গেলে যেমন তাহার গলিবার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায় ; ( ৩২০ ) অথবা, তৃণ জ্বালাইবার পর অগ্নি যেমন আপনা হইতেই নির্বাপিত হয়, তেমনি জ্ঞানের অগ্নিতে ভেদবুদ্ধি নষ্ট হইলে জ্ঞানই থাকে<sup>১</sup> ; তখন আমি ওপারে ( সংসারার্ণবের ) এবং ভক্ত এপারে—এই কল্পনা নষ্ট হইয়া যায়, এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে অনাদি ঐক্য তাহাই থাকিয়া যায় ; এখন, হে কিরীটি, এই প্রকার ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্তি হইলে ( 'ঐক্যপ্রাপ্তির বাকী না থাকিলে' ) 'গুণাতীত' হইবার কথাই উঠে না ; বেশী কি বলিব ? হে মৰ্ম্মজ্ঞ অৰ্জুন, এই দশাকেই 'ব্রহ্মত্ব' বা 'ব্রাহ্মীস্থিতি' কহে, যে আমাকে এইভাবে ভজনা করে সেই এই 'ব্রহ্মত্ব' প্রাপ্ত হয় ; আমি পুনরায় বলিতেছি, জগতে এই লক্ষণযুক্ত আমার যে ভক্ত আছে তাহাকে এই 'ব্রহ্মত্ব' বা ব্রাহ্মীস্থিতি পতিব্রতা স্ত্রীর শ্রায় সেবা করে ; উভাল তরঙ্গের সহিত প্রবহমান গঙ্গার স্রোতের<sup>২</sup> যেমন সমুদ্র ভিন্ন অন্য কোনও যোগ্য স্থান নাই ; তেমনি, হে কিরীটি, যে পুরুষ জ্ঞানের দৃষ্টিতে আমার সেবা করে, সেই এই ব্রহ্মত্বের মুকুটমণি হয় ; হে পার্থ, এই ব্রহ্মত্বকেই সায়ুজ্য বলে, ইহাই চতুর্থ পুরুষার্থ, অর্থাৎ মোক্ষ ; আমার আরাধনাই ব্রহ্মত্বলাভের সোপান, কিন্তু

আমি শুধু ‘সাধন’ যাত্রা—ইহাই যদি মনে হয় ; তবে ‘ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন’  
—এইপ্রকার ধারণা কখনও তোমার চিত্তে প্রবেশ করিতে দিও না । (৪০০)+

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়ন্ত চ ।

শাস্বতস্ত চ ধর্মস্য সুখশ্চৈকান্তিকস্ত চ ॥ ২৭

হে সুবর্মা, (মর্মজ অর্জুন) দেখ, চন্দ্র ও চন্দ্রমণ্ডল যেমন পৃথক নহে, তেমনি, ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে অহুমাত্র ভেদ নাই ; যে বস্তু শাস্বত, অচল, অখণ্ড<sup>১</sup> ধর্মধরূপ, অপার সুখরূপ ( আনন্দময় ) ও অবৈত ( অদ্বিতীয় ) ; বিবেক তাহার কর্ম ( উপযোগিতা ) ত্যাগ করিয়া যে ধাম প্রাপ্ত হয়, যাহা নিকর্ষের ( সিদ্ধান্তের ) পরম সীমা,—তাহা আমিই” ; এইভাবে অনন্ত ( একনিষ্ঠ ) ভক্তের পরমাত্মীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মধর পার্থকে এইসব কথা বলিলেন ; তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—“হে সঞ্জয়, তোমাকে এসব কথা কে জিজ্ঞাসা করিল ? তুমি নিরর্থক এসব কি বলিতেছ ? আমার এসময়ের চিন্তা দূর করিয়া তুমি ( আমার পুত্রগণের ) বিজয়ের শুভ সংবাদ বল” ; তখন সঞ্জয় ( মনে মনে ) বলিলেন—  
“এসব ( বিজয়ের ) কথা এখন ছাড়িয়া দাও” ; সঞ্জয় মনে বিন্ময়বোধ করিলেন, এবং সর্বাস্তঃকরণে<sup>২</sup> বলিলেন—“আহা, ইহার মন ভগবানের প্রতি কতখানি ঘেমে<sup>৩</sup> পূর্ণ ; তথাপি দয়ালু ভগবান সম্ভটে হইয়া ইহাকে কৃপা করুন, বাহাতে বিবেকরূপী ঔষধ পান করিয়া ইহার মোহরূপ মহারোগ দূর হয়” ; সঞ্জয় এই বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার মনে কৃষ্ণার্জুনসংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রভূত আনন্দের বজ্রা আসিল ; সেইজন্য এখন উৎসাহেব সহিত সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ বলিতে আরম্ভ করিবেন ; ( ৪১০ ) নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—“আমি সেই ভাষণের ভাবার্ধ আপনাদের হৃদয়দয় করাইব—আপনারা শুনুন । ( ৪১১ )

ও তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদভগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

গুণজয়বিভাগবোপ নামক চতুর্দশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

+ এই ওবীর পর পাঠান্তরে আর একটি ওবী দেখা যায়—“হে পাণ্ডব, ‘ব্রহ্ম’ বাহাকে বলা হয় সে আমিই, এই সমস্ত শব্দের দ্বারা আমাকেই বুঝায়” ;

১ অনাবৃত্ত ( অনাবর ) ;

২ দয়ার্জচিত্ত হইয়া ;

৩ লম্ব ( বিরোধ ) ;



## পঞ্চদশ অধ্যায়

এখন আমার হৃদয়কে চোকা ( আসন ) করিয়া তাহার উপর শ্রীগুরু চরণযুগল স্থাপন করিতেছি ; তাবপর, সর্বৈশ্বর্যরূপ কুসুমকলি ঐক্যভাবে অঙ্কলিতে' ভরিয়া সেই পুষ্পাঙ্কলি<sup>১</sup> আমি ( গুরুদেবের চরণে ) অর্ঘ্য দিতেছি ; অনন্তশক্তিবারিষাত, শুদ্ধ, তমিষ্ঠ, বাসনারূপ চন্দন দ্বারা তাঁহার অঙ্গে তিলক পরাইতেছি ; শুদ্ধ প্রেমের স্বর্ণম্পূর গড়াইয়া তাঁহার স্বকুমার চরণ-যুগলে পরাইতেছি ; নির্মল, অব্যভিচারী, দৃঢ় প্রেমের অঙ্গুরীযুগল তাঁহার ( চরণের ) অঙ্কলিতে পরাইতেছি ; আনন্দের স্নগন্ধে আমোদিত অষ্টসাত্বিকভাবে অর্ঘ্য প্রস্তুতিত অষ্টদলবিশিষ্ট কমলপদ্মরূপে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিতেছি ; তারপর, অহংকারের ধূপ জ্বালাইয়া, নিরভিমানের দীপ<sup>৩</sup> দ্বারা তাঁহার আরতি করিয়া সমরসে ( ঐক্যভাবে ) নিরন্তর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছি ; আমার শরীর ও প্রাণ—এছটিকে পাছুকা ( খড়ম ) বানাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে পরাইতেছি এবং ভোগ ও মোক্ষকে 'নিমলোণ' ( আরতি ) করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিতেছি ; যে গুরুচরণসেবাবারা সকল পুরুষার্থের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি ভাগ্যবলে সেই সেবার যোগ্য হইব ; জ্ঞানের উন্মেষ দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মব্রহ্মপের বিশ্রাস্তিধাম পর্যন্ত পৌছিবে, এবং বাক্যে সুধাসিক্তুর মধুরতা আসিবে ; ( ১০ ) ( আমার ভাবণের ) প্রত্যেক অক্ষর এত মধুরতা প্রাপ্ত হইবে যে বজ্রতা অন্তে কোটিপূর্ণচন্দ্ররূপ পুরস্কার ( নৈবেদ্য, দান ) পাওয়া যাইবে ; পূর্বগগনে সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয় ( প্রকাশিত হয় ), তেমনি আমার বাণী শ্রোতৃমণ্ডলীকে দিবালী প্রকাশের স্তায় জ্ঞান-মণ্ডিত করিবে ; যে সৌভাগ্যের উদয় হইলে মুখ হইতে এমন শব্দ ( বাণী ) বাহির হয় বাহার সম্মুখে নাদব্রহ্ম ( বেদ ) ধ্বংস হয়, এবং বাহার সহিত কৈবল্য ( মোক্ষ )ও প্রতিযোগিতা করিতে পারে না ; "যে সৌভাগ্য দ্বারা বাণীর লতা এমন সরসভাবে বাড়িতে থাকে যে শ্রবণস্বরূপ মণ্ডপের নীচে সারা বিবে বসন্তশোভার সৌন্দর্য্য অহুত হয় ; যে পরমাত্মাকে না পাইয়া মনের

১ ঐক্যভাবে ডাল ;

২ পুষ্পাঙ্কলি ভরিয়া ;

৩ লোহা ভাবের দীপ ;

মহিত বাক্য কিরিয়্যা আসে, সেই পরমাত্মাকে শব্দদ্বারা গোচরীভূত করা যায়—বাণী সৌভাগ্যক্রমে এমন চমৎকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়<sup>১</sup>; (যে সৌভাগ্যের উদয় হইলে,) বাহা জ্ঞানের অগম্য ও ধ্যানের অসাধ্য সেই ইন্দ্রিয়াভীত (অগোচর) ব্রহ্মতত্ত্বকে শব্দদ্বারা<sup>২</sup> বর্ণনা করা সম্ভব হয়; শ্রীগুরুদেব-পরাগের এক কণা প্রাপ্ত হইলে বাণীর সেই সৌভাগ্য লাভ হয়; আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন?” জ্ঞানদেব বলিলেন—“এ যোগ্যতা আজ আমা ভিন্ন অগ্নি কাহারও নাই; তাহার কারণ এই যে আমি আমার গুরুদেবের একমাত্র শিষ্যসন্তান, সুতরাং আমি একলাই তাঁহার কৃপার পাত্র; দেখুন, মেঘ তাহার সমস্ত জলরাশি চাতকের জগ্ন ঢালিয়া দেয়, আমার প্রভু আমার জগ্ন তাহাই করিয়াছেন (কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন); (২০) ইহার ফলে, আমার অসার মুখ হইতে বার্থ বাগ্জাল বাহির হইলেও মধুর গীতার্থ প্রকট হইয়াছে; ভাগ্য (অদৃষ্ট) অমুকুল হইলে বালুকণাও রত্ন হইয়া যায়, আয়ু না ফুরাইলে ঘাতকও দয়া করে; শ্রীজগন্নাথ যদি কাহারও ক্রুধা মিটাইতে চাহেন (সময়মত অন্ন দিতে চান) তবে প্রস্তরখণ্ড জ্বল দিলেও তাহা অমৃততুল্য ততুলে<sup>৩</sup> পরিণত হয়; ঠিক ঐপ্রকার, শ্রীগুরুদেব যদি অঙ্গীকার করিয়া লন, তবে এই সারা সংসার মোক্ষময় হইয়া যায়<sup>৪</sup>; দেখুন, পুরাণ-পুরুষ, বিশ্ববন্দ্য, নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ কি পাণ্ডবগণের কোনও ন্যূনতা রাখিয়াছেন? তেমনি, শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজও আমার অজ্ঞানের মধ্যেও জ্ঞানের প্রকাশ আনয়ন করিয়াছেন; পরন্তু, এখন যথেষ্ট বলা হইল; বলিতে বলিতে আমি প্রেমে অভিভূত হইয়াছি, গুরু-গৌরব বর্ণনা করিবার সময় কাহার জ্ঞান থাকে? এখন, তাঁহারি প্রসাদে আমি গীতার অর্থ প্রকট করিয়া সমস্ত শ্রোতা আপনাদের চরণ সেবা করিতেছি; এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তে কৈবল্যাপতি শ্রীকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন যে, যেমন শত বস্ত্র করিলে স্বর্গের সম্পত্তি (ইজ্জত) লাভ করা যায়, তেমনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে সে মোক্ষলাভে সমর্থ; (৩০) কিম্বা, যিনি শতজন্ম ধরিয়া ‘ব্রহ্মকর্ম’<sup>৫</sup>

১ শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা যায়;

২ ওবীর মধ্যে;

৪ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“মোহের সাগর মোক্ষ হইয়া যায়”;

৫ বাহ্যকর্ম (জগতের ব্যাপার);

করিতেছেন তিনিই ব্রহ্মা, অন্য কেহই নহে ; অথবা, চক্ষুস্থান ব্যক্তিই যেমন সূর্য্যের প্রকাশ অসুভব করিতে পারে, তেমনি জানীপুরুষই শুধু মোক্ষের পরমানন্দ লাভ করে ; এখন এইজ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্যতা কাহার হইতে পারে—ইহার বিচার করিলে জগতে শুধু একটি পুরুষকেই ইহার যোগ্য দেখা যায় ; চক্ষুতে দিব্য অঙ্কন লাগাইলে পৃথিবীর অন্তঃস্থলে গুপ্তধন দেখা যায়, পরন্তু শুধু পায়ালু\* মহুয্যই এইপ্রকার দিব্যচক্ষু পায় ; তেমনি, জ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তি করায়,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই,—পরন্তু, মন অত্যন্ত শুদ্ধ না হইলে সেখানে জ্ঞান স্থির হইয়া থাকে না ; আর, ভগবান বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৈরাগ্য বিনা জ্ঞান স্থির হইয়া থাকিতে পারে না ; এখন, কি প্রকারে মনে বৈরাগ্য আসিতে পারে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি তাহাও বিচার করিয়াছেন ; ভোজনকারী যদি বুঝিতে পারে যে পক্কানের সহিত বিষ মিশান আছে, তবে সে যেমন অন্নের খালা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়ে ; তেমনি, যখন এই সারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হয়, তখন বৈরাগ্যকে দূরে ঠেলিয়া দিলেও পশ্চাদভ্রমরণ করে ; এখন, এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে, বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ একটি বৃক্ষের ( রূপক ) উপমা দ্বারা সংসারের অনিত্যতা বুঝাইতেছেন ; ( ৪০ ) সাধারণতঃ একটি বৃক্ষে উপড়াইয়া উল্টাইয়া দিলে শীঘ্রই শুকাইয়া যায়—এই সংসাররূপী বৃক্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না ; এই প্রকার একটি রূপকের কোশল দ্বারা ভগবান সংসারের ( জন্ম-মৃত্যুর ) চক্র ছেদন করিতেছেন ; সংসারের অনিত্যতা সিদ্ধ করিয়া, স্বল্পরূপে সোহং ভাবকে দৃঢ় করাই এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ; এখন, এই গ্রন্থের গূঢ় রহস্য আমি আপনাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝাইব, আপনারা মন দিয়া শুনুন ।” তখন, মহানন্দের সমুদ্র, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন :—

শ্রীভগবানুবাচ—

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রোছরব্যয়ম্ ।

ছন্দাসি যন্ত পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

হে পাণ্ডুকুমার অর্জুন, আমার স্বরূপপ্রাপ্তির পথে যে বিশ্বাভাস প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় ; তাহা এই জগদম্বর ( বিশ্ববিস্তার ) নহে, এই সংসার বস্ত্তঃ

\* বাহার জন্মকালে পদব্রত অগ্রে বাহির হয় ;

একটা প্রকাণ্ড বর্জনশীল বৃক্ষ ; পরন্তু, অশ্রান্ত বৃক্ষের তায় ইহার মূল নিম্নদিকে অবস্থিত নহে, এবং শাখা-প্রশাখা উর্দ্ধদিকে প্রসারিত নহে,—এইজন্য ইহাকে ( বৃক্ষ বলিয়া ) জানিতে পারা যায় না ; বৃক্ষের গুঁড়িতে যদি অগ্নিসংযোগ করা হয় বা কুঠারের আঘাত করা হয় তবে তাহার উপরের দিকে বতাই শাখা-প্রশাখার বিস্তার থাকুক না কেন ; তাহার মূল ( শিকড় ) ছেদন করিলে শাখা সহিত উল্টাইয়া পড়ে, পরন্তু তেমনিতাবে সহজে এই সংসাররূপী বৃক্ষকে উৎপাটন করা যায় না ; ( ৫০ ) হে অর্জুন, ইহার সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ও অলৌকিক<sup>১</sup> কথা এই যে ইহা নীচের দিকেই বাড়িয়া যায় ; সূর্য্য যেমন কত উর্দ্ধে অবস্থিত জানা যায় না এবং তাহার কিরণজাল নিম্নাভিমুখে প্রসারিত, এই বিচিত্র সংসাররূপী বৃক্ষও তেমনি ; আর, প্রলয়কালের জনরাশি যেমন সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া ফেলে তেমনি এই সংসার-বৃক্ষ বিশ্বের যেখানে বাহা আছে সে সমস্ত ব্যাপিয়া আছে ; কিম্বা, যেমন সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রি অন্ধকারে একেবারে ভরিয়া যায়, তেমনি এই বৃক্ষ সারা গগনে ব্যাপিয়া আছে ; ইহার কোন ফল নাই বাহা ভক্ষণ করা যায়, কোনও ফুল নাই, বাহার ভ্রাণ লওয়া যায়,—হে পাণ্ডুসুত, ইহা কেবল বৃক্ষই সার ; ইহার মূল ( শিকড় ) উর্দ্ধদিকে প্রসারিত, পরন্তু ইহা কোন উন্নত মূলিত বৃক্ষ নহে—ইহা সর্ব্বদা নবীন ও সতেজ থাকে ; আর ইহাকে যে ‘উর্দ্ধমূল’ বলা হয় তাহা ঠিকই, পরন্তু নীচের দিকেও ইহার অসংখ্য শিকড় আছে ; ভূণ যেমন যেখানে সেখানে যথেষ্টভাবে বাড়িতে থাকে, § বট ও পিপুল বৃক্ষের শাখা হইতে যেমন শিকড় নামিয়া আসে, আর তাহাতেও শাখা বাহির হয় ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, এই সংসারতরুর নীচের দিকেই যে শাখা আছে—এমন নহে ; উপরের দিকেও ইহার অগণিত শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া আছে ; ( ৬০ ) ইহাকে দেখিলে মনে হয় যে আকাশই পল্লবিত হইয়াছে, কিম্বা বায়ুই বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে, অথবা অবস্ফার ( উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ) এইভাবে উদ্ভূত হইয়াছে ; এইভাবে এক বিশ্বরূপী প্রকাণ্ড ‘উর্দ্ধমূল’ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, জানিবে ; এখন, এই ‘উর্দ্ধ’ কি ?

<sup>১</sup> হৃদয় ;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—‘চতুর্দিকে উৎপন্ন হয়’ ; চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে ;

ইহার মূলের লক্ষণ কি ? ইহা অধোমুখ হইয়া কেন অবস্থিত, ইহার শাখা কি প্রকারের ; অথবা, এই বৃক্ষের অধোভাগের শিকড় কোনগুলি, এবং তাহা হইতে যে উর্দ্ধশাখা উৎপন্ন হয় তাহাদের স্বরূপ কি ? আর, এই বৃক্ষ ‘অম্বথ’ নাম কি করিয়া প্রাপ্ত হইল,—আত্মজ্ঞানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তাহা নির্ণয় করিয়াছেন ; এই সমস্ত বিষয় যাহাতে তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পার সেইজন্ত স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেছি ; হে ভাগ্যবান অর্জুন, তুমিই এই প্রসঙ্গ শুনিবার যোগ্য, সুতরাং সর্বদা কর্ণে পরিণত করিয়া, সর্বাস্তঃকরণে শ্রবণ কর” ; বাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে অত্যন্ত প্রেমসহকারে<sup>১</sup> বলিলেন—তখন অর্জুনও মনোযোগের প্রতিমূর্তি হইয়া গেলেন ; আকাশ যেমন প্রসারিত হইয়া দশ দিককে আলিঙ্গন করে তেমনি অর্জুনের শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা এত অধিক বাড়িল যে ভগবানের নিরূপণ তাহার কাছে কম মনে হইল ; যদিও শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভাষণ সমুদ্রের ত্রায় অনন্ত ছিল, অর্জুনও দ্বিতীয় অগস্ত্য ঋষি সাজিয়া ভগবানের ঐ সমস্ত বচন-সাগর এক গওঁঘে পান করিতে চাহিলেন ; ( ৭০ ) অর্জুনের শুনিবার আগ্রহ এমন সীমাহীনভাবে বাড়িয়া গেল যে তাহা দেখিয়া ভগবান সুখী হইয়া তাঁহাকে আরতি করিলেন ; তখন ভগবান বলিলেন—“হে ধনঞ্জয় এই বৃক্ষের উর্দ্ধে যে ব্রহ্ম আছেন, যাহা হইতে এই বৃক্ষমূল উর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে ; বাস্তবিক পক্ষে, যাহাতে মধ্য উর্দ্ধ অধঃ এইপ্রকার কোনও ভেদ নাই, যাহা অদ্বয় কৈবল্যতত্ত্বের ঐক্যরূপ ; যাহা সেই নাদব্রহ্ম যাহা কর্ণে শ্রবণ করা যায় না, সেই মকরন্দের স্নগন্ধ যাহা ব্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অহুভব করা যায় না, সেই স্বরূপানন্দ যাহা কোনও বিষয়ের সংস্পর্শ বিনা প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যাহা এপারে এবং ওপারে, অগ্রে ও পশ্চাতে স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা অদৃশ্য, পরন্তু দৃষ্টি বিনাই দেখা যায় ; যাহা উপাধির সংযোগে নামরূপাত্মক বিশ্বসংসাররূপে প্রতিভাত ; যাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিনাই কেবল জ্ঞান, যাহা শুদ্ধ, আনন্দে পূর্ণ আকাশসদৃশ ; + এই সত্য শুদ্ধ ‘বস্তু’ ( ব্রহ্ম )ই এই সংসারতন্ত্রের উর্দ্ধভাগ,—তাহার ( উর্দ্ধ ) মূল হইতে যে অক্ষুর উৎপন্ন হয়, তাহা এইরূপ ; ইহাকেই

১ প্রেমরসে ভরপুর হইয়া ;

+ পাঠান্তরে এই স্থলে অল্প একটি ওরী দেখা যায়—“যাহা কার্যও নহে কারণও নহে যাহা বৈতও নহে, অবৈতও নহে, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ ;

মায়া আখ্যা দেওয়া হয়,—ইহা (জ্ঞানের কাছে) নাই, অথচ (অজ্ঞানের কাছে) ভাসমান,—কিহা বক্ষ্যার সম্ভবিত্ব বর্ণনা যেমন (মিথ্যা বা অলৌকিক) হয়; তেমনি, ইহা সংগত নহে অসংগত নহে—যাহা বিচারের নাম সহ্য করিতে পারে না (জ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না); এমনি বাহার প্রকার, —যাহাকে ‘অনাদি’ বলা হয়; (৮০) যাহা সংসার রূপ বৃক্ষের বীজ, প্রপঞ্চের চিত্র আঁকিবার চিত্রপট,<sup>১</sup> ও বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা গঠিত দীপিকা (প্রকাশ); যাহা নানা শক্তির পেটিকা, যাহা জগৎরূপ মেঘের<sup>২</sup> আকাশ (আধার), যাহা সমস্ত আকার-রূপ বস্তুর (ভাঁজ করা) সমষ্টি; এই মায়া নিগুণ ব্রহ্মে এমনভাবে অবস্থিত যে মনে হয় উহা নাই,—পরন্তু, ইহার দ্বারাই ব্রহ্মের প্রকাশ বিশ্বরূপে প্রকট হয়; নিজা আসিলে আমরা নিজেই যেমন আপনাকে জ্ঞানগ্রহণ করি, কিহা দীপ যেমন কজ্জল উৎপন্ন করিয়া আপনার প্রভা মন্দ করে; যেমন কোনও পুরুষ আলিঙ্গন বিনাই স্বপ্নে নিজা হইতে সন্তোষিত একটি তরুণাঙ্গী স্ত্রীদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কামবিকারে ক্ষুব্ধ হয়; তেমনি হে ধনঞ্জয়, নিগুণ ব্রহ্মে যে মায়া উৎপন্ন হয় এবং যাহা মূল স্বরূপের বিশ্বাস আনয়ন করে, তাহাই এই সংসার-তরুর প্রথম জড় বা শিকড়; মূলবস্তুর যে আত্মবিশ্বাস (অজ্ঞান) তাহাই এই বৃক্ষের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত ঘনীভূত কন্দ (মূল)—যাহাকে বেদান্তে ‘বীজভাব’ বলিয়াছে; অজ্ঞানময় গাঢ় স্ফুষ্টির অবস্থাকে ‘বীজাকুর’ ভাব কহে; স্বপ্ন ও জাগৃতিতে স্ফুষ্টির ‘ফলভাব’ কহে; বেদান্তের নিরূপণে এইসব পরিভাষাই<sup>৩</sup> ব্যবহৃত হইয়াছে; পরন্তু, এই প্রশ্ন এখন থাকুক,—অজ্ঞানই এই সংসারতরুর মূল; ইহার উর্দ্ধভাগেই নির্মল আত্মা; অধোভাগে যে মূল বাহির হইয়াছে তাহার মায়া সংযোগে পুষ্ট হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; (৯০) অধোমূল<sup>৪</sup> হইতে অনেক প্রকার অসংখ্য দেহ<sup>৫</sup> উৎপন্ন হয়, যাহার চতুর্দিকে অন্ধুর বাহির হইয়া বাড়িতে থাকে<sup>৬</sup>; এইভাবে এই সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধভাগে ব্রহ্ম হইতে বল প্রাপ্ত হয়, এবং অধোভাগে অসংখ্য অন্ধুরের গুচ্ছ উৎপন্ন করে; ইহার প্রথম অন্ধুর ‘চিদ্বস্তি’,—যাহা মহত্ত্ব হইতে বিকশিত, একটি অপূর্ব কোমল পত্ররূপে

১ প্রপঞ্চের ভূমিকা;    ২ জগৎরূপ ভ্রমের;    ৩ এইরূপ অসংখ্য পরিভাষা;

৪ অধোভাগে;    ৫ সন্দেহ, সংশয়;    ৬ নীচের দিকে যায়;

বাহির হয়; ইহার নিয়ন্ত্রণে তিনটি পত্রবিশিষ্ট একটি অঙ্কুর বাহির হয়—  
 ইহা সত্ত্বরজসমাশ্রয় ত্রিবিধ ‘অহংকার’; এই অহংকার বুদ্ধিরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন  
 করে, এবং নানারূপ ভেদভাব<sup>১</sup> বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মনরূপ শাখাকে পুষ্ট ও সতেজ  
 রাখে; এইভাবে মূলের সামর্থ্যে বিকল্পরূপে ভরা চিত্তচতুষ্টয়ের (বুদ্ধি, মন,  
 অহংকার ও চিত্ত) কোমল পত্রবিশিষ্ট শাখা উৎপন্ন হয়; তৎপরে ক্ষিতি,  
 অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতরূপী পাঁচটি সুন্দর ঋজু শাখা  
 সতেজে বাহির হয়; এইভাবে, শ্রোত্রাদি তন্মাত্রাসহিত পঞ্চেন্দ্রিয় বিচিত্র ও  
 কোমল পত্ররূপে এই শাখার অঙ্গ হইতে বাহির হয়; তৎপরে শব্দাঙ্কুর উৎপন্ন  
 হইলে, শ্রোত্রের (কর্ণেন্দ্রিয়ার) অত্যধিক বৃদ্ধি হয় এবং বাসনার অবয়বগুলি  
 কাণ্ডরূপে বাড়িতে থাকে; অঙ্গরূপী লতা ও স্বকরূপী পল্লবে স্পর্শজ্ঞানের  
 অঙ্কুরোদগম হয়, এবং তাহা হইতে অনেক প্রকার অভিনব বিকারের বৃদ্ধি  
 হয়; (১০০) ইহার পর রূপের পল্লব বাড়িতে থাকিলে,<sup>২</sup> দূরদর্শী চক্ষুর  
 কাণ্ড বাড়িতে থাকে,<sup>৩</sup> (চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপমাধুর্যের পশ্চাতে অনেকদূর যায়)  
 এবং তখন ব্যামোহের (মোহ ও ভ্রমের) বিস্তার হয়; আর যখন রসের  
 অনেক শাখা অত্যধিক বেগে বাড়িতে থাকে, তখন জিহ্বার উপর লালসার  
 অসংখ্য পল্লব বাহির হয়; তেমনিভাবে গন্ধের অঙ্কুরোদগম হইলে, ভ্রাণের  
 অঙ্কুর বাড়িয়া বলপ্রাপ্ত হয়, এবং সানন্দে লোভের তলদেশে যায় (অর্থাৎ  
 লোভের বৃদ্ধি করে); এইভাবে মহত্ত্ব, অহংকার, মন, ও পঞ্চমহাভূতের  
 সমষ্টি—ইহারাই এই সংসারের সীমার নিয়ন্ত্রণকর্তা (সংসারবৃক্ষের বিস্তার  
 বাড়াইতে থাকে); বেশী কি বলিব? মহত্ত্বাদি আট অঙ্গে এই বৃক্ষের  
 শাখা অধিকারিক<sup>৪</sup> বাড়িতে থাকে, পরন্তু শুক্তি দেখিয়া যখন রৌপ্যের ভ্রম হয়  
 তখন রৌপ্য যেমন শুক্তির আকারেই দেখা যায়; কিম্বা সমুদ্র যতদূর বিস্তৃত  
 দেখা যায় তরঙ্গের বিস্তারও ততদূর পর্য্যন্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মও এই অজ্ঞান-মূল  
 বৃক্ষের আকার ধারণ করেন; এখন, স্বপ্নের মধ্যে যেমন কেহ একাকী  
 হইয়াও নিজেই তাহার সারা পরিবার হইয়া যায়, তেমনি এই সংসারবৃক্ষের  
 বিস্তার যতদূর, ইহাও (ব্রহ্মতত্ত্ব) ততদূর প্রসারিত; পরন্তু, যথেষ্ট বলা হইল,

১ ভেদের বুদ্ধি; ভেদভাব;

২ উঠিলে; উৎপন্ন হইলে;

৩ চক্ষুর কাণ্ড দূরদর্শিতারূপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়;

৪ নীচের দিকে;

—এই প্রকারের এক বিচিত্র, ভ্রমাত্মক বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আর মহাদানি অকুসুমোদগম হওয়ায় অধোভাগে শাখাসমূহ বাড়িতে থাকে ; আর, জ্ঞানিগণ ইহাকে ‘অশ্বখ’ কেন বলেন তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর ; ‘অশ্বখ’ শব্দের অর্থ ‘উষা’, উষার দ্বায় এই প্রসঙ্গরূপ বৃক্ষ যে পরদিন প্রভাতকাল পর্য্যন্তও টিকিবে তাহা অনিশ্চিত ; (১১০) ক্ষণে ক্ষণে যেমন মেঘের রং বদলায়, কিম্বা বিদ্যুৎ যেমন এক নিমেষমাত্রও অখণ্ড থাকে না ; অথবা, কম্পমান পদ্মপত্রের উপর যেমন জল দাঁড়াইতে পারে না, কিম্বা, ব্যাকুল মহুগ্ধের চিত্ত যেমন অস্থির হয় ; তেমনি, ইহার স্থিতি,—প্রতিক্ষণে ইহার নাশ হয়, এইজন্যই ইহাকে ‘অশ্বখ’ বলে ; আর, কেহ কেহ ‘অশ্বখ’কে ব্যবহারিকভাবে ‘শিপুল’ বলে—পরন্তু ইহা ভগবান শ্রীহরির অতিপ্রেত নহে ; বস্তুতঃ ইহাকে ‘শিপুল’ বলিলেও এই প্রসঙ্গে অর্থের সঙ্গতি ভালভাবেই রক্ষা করা যায়, পরন্তু লৌকিক মতামত থাকুক ; অতএব, এখন আপনারা এই অলৌকিক গ্রহ শ্রবণ করুন, ইহার ক্ষণভঙ্গুরতার জন্য এই বৃক্ষকে ‘অশ্বখ’ বলা হয় ; আর এই বৃক্ষের অব্যয়ত্বের জন্যও বিশেষ খ্যাতি আছে ; পরন্তু তাহার গূঢ় অর্থ এইরূপ : যেমন সমুদ্রের জল একদিকে মেঘদ্বারা শোষিত হয় ( বাষ্পরূপে), তেমনি অন্তরীক্ষে ( মেঘের বর্ষণ হইলে ) নদনদী ভরিয়া যায় ; সমুদ্রের জল কমেও না, বাড়েও না, এমনি পরিপূর্ণ দেখায়, পরন্তু তাহা মেঘ ও নদীর আদান-প্রদানের ক্রিয়া যতক্ষণ না বন্ধ হয়, তাহার উপর নির্ভর করে ; তেমনি, এই সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি ও লয় এত তাড়াতাড়ি হইতে থাকে যে তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; এইজন্য লোকে ইহাকে ‘অব্যয়’ বলে ; ( ১২০ ) দানশীল পুরুষ ( ধন ) ব্যয় করিয়াই ( পুণ্য ) সঞ্চয় করে, তেমনি এই বৃক্ষও ‘ব্যয়’ হইতে থাকে বলিয়া ‘অব্যয়’ রূপে প্রতিভাত হয় ; রথের চক্র অতিবেগে ঘুরিতে থাকিলে যেমন মনে হয় যেন নিশ্চল হইয়া আছে, বা ভূমিতে লাগিয়া আছে ; তেমনি, কালের প্রভাবে এই বৃক্ষের কোনও ভূত শাখা শুকাইয়া পড়িয়া গেলে, তাহার স্থানে অংশখ্য অন্ত অঙ্গুর উৎপন্ন হয় ; পরন্তু, আবার মাসের মেঘগুণ্ডের গমনাগমনের দ্বারা, ইহার একটি শাখা কখন স্থলিত হয় আর তাহার স্থানে কখন কোটি শাখা উৎপন্ন হয় তাহা জানা যায় না ; মহাকল্পান্তে প্রকটিত সারা সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়,



কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনেক নতুন সৃষ্টির অরণ্য উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে ; প্রাণের অস্ত্রে যেমন ধ্বংসকারী প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে বিশ্বরূপী বৃক্ষের ছাল ভস্ম হইয়া যায়, আর তখনই নবীন কল্পের নব নব পত্রপল্লবের শুষ্ক উৎপন্ন হয় ; ইক্ষুর কাণ্ড হইতে যেমন অনেক নতুন কাণ্ড উৎপন্ন হয়, তেমনি এক মল্লুর পর অল্প ময়ূরঙ্গ আসে, বংশের পর বংশপরম্পরা বিস্তারলাভ করে ; কলি-যুগের অস্ত্রে যেমন যুগচতুষ্টয়ের শুষ্ক শাখা পড়িয়া যায়, তেমনি কৃত ( সত্য ) যুগের নতুন ( প্রথম ) ছাল পুনরায় উৎপন্ন হয় ; প্রচলিত বর্ষের অস্ত্রে যেমন আগামী বর্ষের আমন্ত্রণ হয়, দিন আসিল কি গেল যেমন বুঝা যায় না ; বায়ুর প্রবাহে যেমন সন্ধিস্থল দেখা যায় না, তেমনি এই বৃক্ষের কত শাখা উঠিল বা পড়িল তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; (১৩০) একটি শরীরের অক্ষুর বিনষ্ট হইলে, অনেক নতুন শরীরের অক্ষুর উৎপন্ন হয়, এইজন্তই এই ভবতরুকে ‘অব্যয়’ বা নিত্য বলিয়া মনে হয় ; প্রবহমান জল যেমন বেগে সম্মুখে চলে, এবং পশ্চাতের জল আসিয়া তাহার স্থান লয়, তেমনি এই জগৎ অসং ( নশ্বর ) হইলেও সং ( শাস্ত, নিত্য ) বলিয়া মনে হয় ; কিম্বা, চক্ষুর নিমেষে ( সমুদ্রের বুকে ) কোটি তরঙ্গ উঠে এবং লয়প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানবশতঃ মনে হয় ঐ তরঙ্গ নিত্য ; কাকের অক্ষিগোলক একটি, তাহাকে দুদিকে দুটি চক্ষুর মধ্যে ক্রতবেগে চালায় বলিয়া, তাহার দুটি অক্ষিগোলক আছে এইরূপ যেমন ভ্রম হয় ; লাটিম ( সমতা প্রাপ্ত হইয়া ) খুব জোরে একস্থানে ঘূরিতে থাকিলে মনে হয় ঘের ভূমিতে লাগিয়া নিশ্চল হইয়া আছে, এইভাবে বেগাতিশয়ই ভুলের কারণ হয় ; আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; একটি জলন্ত কাষ্ঠ-খণ্ড ক্রতবেগে অঙ্গকারে ঘুরাইতে থাকিলে যেমন একটি অখণ্ড’ রেখার মত দেখায় ; তেমনি এই সংসারতরুর শাখা সহসা ভাঙে এবং উৎপন্ন হয়— তাহা না বুঝিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ ইহাকে ‘অব্যয়’ মনে করে ; পরন্তু, ইহার বেগ দোঁখিয়া ধাঁহার। ইহার ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং বুঝিতে পারেন যে একনিমেষে ইহা কোটিবার উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয় ; ধাঁহার। পূর্ণভাবে বুঝিয়াছেন যে এই সংসারবৃক্ষের মূল অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহার অস্তিত্বই মিথ্যা, এবং এই বৃক্ষটি জীর্ণ ( ‘জীর্ণ ছাল বিশিষ্ট’ ) ও ক্ষণ-

ভক্ত; হে পাণ্ডুসুত, তাঁহাদের আমি ‘সর্বজ্ঞ জ্ঞানী’ বলি, তাঁহারা বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অবগত আছেন’ (১৪০) সমস্ত যোগসাধনা এইপ্রকার একটি জ্ঞানীর পক্ষেই উপযোগী হয়,—আর বেশী কি বলিব? ইহাৱাই জ্ঞানকে জীবিত রাখেন; আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; এই সংসারতরুকে যিনি কণভক্ত<sup>১</sup> (নম্র) বলিয়া জানেন, তাঁহার বর্ণনা কে করিতে পারে?

অধশ্চোৰ্দ্ধাং প্রসূতাস্তস্ম শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলানুসৃতানি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুশ্যালোকে ॥ ২

এই অধোশাখা প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের অনেক ডাল পল্লব সোজা উৰ্দ্ধ দিকে উঠিয়া গিয়াছে; আর, নীচের দিকে যে ডালগুলি নামিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতেও শিকড় বাহির হইয়াছে,<sup>২</sup> এবং ঐ শিকড় হইতেও লতাপল্লব বাহির হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে; এইভাবে আমি যাহা আরম্ভেই বলিয়াছি তাহাই অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, শুন; অজ্ঞানই এই বৃক্ষের দৃঢ় মূল, যাহা হইতে মহাদাদি ‘শাসন’ (আজ্ঞা) বেদরূপ ঘোর অরণ্যের সহিত উৎপন্ন হয়<sup>৩</sup>; পরন্তু প্রথমতঃ<sup>৪</sup> এই বৃক্ষের কাণ্ড হইতে ‘স্বৈদজ’ ‘জারজ’ ‘উদ্ভিজ্জ’ ও ‘ধনিজ’ এই চারটি প্রবল শাখা (মহাভূজ) বাহির হয়; ইহার এক-একটি মূল<sup>৫</sup> হইতে চৌরাশী লক্ষ যোনিরূপ ছোট ছোট শাখা বাহির হয়, এবং তখন জীবরূপী অসংখ্য শাখার বিস্তার হয়; সরল শাখা হইতে আশেপাশে নানা সৃষ্টিকরূপ ডালপালা নির্গত হয়, এবং তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাখাগুলি উৎপন্ন হয়; স্ত্রী পুরুষ-নপুংসকরূপ ব্যক্তিভেদের অগ্রভাগগুলি অঙ্গের নানা প্রকার বিকারের ভাবে আন্দোলিত হইতে থাকে; (১৫০) বর্ষাকালে আকাশ যেমন নবঘন মেঘে ছাইয়া যায়, তেমনি অজ্ঞান হইতে নানা প্রকার আকারের উৎপত্তি হয়; (এই সংসারবৃক্ষের) শাখাগুলি নিজেদের ভারে নীচের দিকে ঝুকিয়া পড়ে এবং পরস্পরের সহিত জড়াইয়া যায়, ইহাতে গুণকোত্তের হাওয়া বহিতে থাকে; এই গুণাবলী

১ তাঁহারা আমার নম্র; ২ বর্ণন; অসিদ্ধি; (এই পাঠে অর্থের সঙ্গতি হয় না);

৩ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—‘উৰ্দ্ধদিকে মূলগুলি অবস্থিত’;

৪ বেদের সহিত বাহির হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; ৫ নীচের দিকে; ৬ শরীর,

প্রচণ্ড ঝড়বাত্রে এই উর্দ্ধমূল বৃক্ষটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়; এইভাবে রজোগুণের হাওয়া অধিক বেগে বহিতে থাকিলে মানব জাতিরূপ শাখা বলবতী হইয়া বাড়িতে থাকে; এই শাখার উর্দ্ধদিকে কি অধোভাগে কোনও শাখা বাহির হয় না, পরন্তু মধ্যভাগে প্রচুর পরিমাণে চাতুর্ভুজের শাখা-প্রশাখা বাহির হয়; ইহা হইতে বিধিনিষেধের পল্লবসহ বেদবাক্যের অভিনব স্তম্ভের শাখাপল্লব বাহির হইয়া ছলিতে থাকে; অর্থ ও কামের বিস্তার হয়, উহাতে নব নব পল্লব বাহির হয়, সেখান হইতে বিভিন্ন দিকে ইহলোকের ক্ষণিক সুখভোগের মঞ্জরী নির্গত হয়; সেখানে প্রবৃত্তিমার্গের বুদ্ধি হয়, এইজন্ত স্তম্ভস্তম্ভ নানা কর্ণের যে কত শাখা বাহির হয় তাহার ইয়ত্তা নাই; তেমনি, ভোগক্ষীণ পূর্বের দেহগুলি শুক ডালের জায় করিয়া পড়ে, তখন অনেক নূতন দেহের পল্লব উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে; আর শব্দাদি স্বাভাবিক রঙ্গে স্রোতোভিত নূতন বিষয়পল্লবগুলি নিত্য উৎপন্ন হয়; (১৬০)

এইভাবে, রজোগুণের বায়ুর প্রচণ্ড প্রবাহে সমস্ত মানবশাখার অত্যধিক প্রসার হয়; ইহাতে মল্লমূলোকে প্রতীক্টা হয়; তেমনি, রজোগুণের বায়ুর প্রবাহ একটু শান্ত হইলে, তমোগুণের ঘোর প্রভঞ্জন বহিতে থাকে; এই সময়, মানবশাখার নীচের দিকে নীচ বাসনা উৎপন্ন হইয়া কুকর্ষের শাখাগুলি বাড়িয়া উঠে; অপ্রবৃত্তির (নীচমার্গের) ঋজু ও সতেজ শাখাগুলি নির্গত হয়, এবং তাহাতে প্রমাদের পত্র, পল্লব ও ডাল উৎপন্ন হয়; নিয়ম ও নিষেধের বিধানকারী ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ এই শাখার উপরিভাগে দোহুল্যমান পল্লবের জায় অবস্থিত; অধর্ববেদ—বাহা অভিচার (জারণ-মারণ) রূপ পরপীড়ক শাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছে—তাহার পল্লব বাহির হইয়া তাহা হইতে বাসনার লতাগুচ্ছ প্রসারিত হয়; যেমন যেমন বাসনার ক্রিয়া চলিতে থাকে, তেমনি অকর্ষের মূল বাড়িতে থাকে, এবং জন্মের শাখা বাড়িয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়; চণ্ডালাদি হীনবর্ণ ও নীচকর্মা জাতির একটি বৃহৎ শাখাও বাহির হয়,—বাহার জালে ভ্রমে পতিত ও কর্মভ্রষ্ট লোক আটকাইয়া যায়; পশু, পক্ষী, শূকর, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প আদি অসংখ্য জীবের শাখাগুলিও এইসঙ্গে আড়াআড়িভাবে বাহির হইয়া বিস্তৃত হয়; হে পাণ্ডব, এইভাবে এই বৃক্ষের সর্বদিকে নিত্য নব নব শাখা উৎপন্ন হয়—বাহার কলে নরকভোগপ্রাপ্তি হয়; (১৭০)

আর, হিংসা আদি বিষয় সম্মুখে করিয়া, কুকর্মে নেতৃত্ব করিয়া, এইসব অক্লুরগুলি জন্ম হইতে জন্মান্তর পর্য্যন্ত বাড়িয়া চলে ; এইভাবে, বৃক্ষ, তৃণ, লৌহ, যুক্তিকা, প্রস্তর আদির শাখাও বাহির হয় এবং তাহা হইতে এইসব ফল উৎপন্ন হয় : হে অৰ্জুন, এইভাবে মানবশাখা হইতে স্বাবয়বগণ পর্য্যন্ত অনেক শাখা-প্রশাখা নির্রাতিমুখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; এইজন্ত, এই মহুয়াশাখার ডালকেই অধোভাগের মূল বলিয়া জানিবে, কারণ ইহা হইতেই সংসারতরু ( নিয়মিকে ) বিস্তৃত হয় ; নতুবা, হে পার্থ, যদি উর্দ্ধভাগে অবস্থিত প্রাথমিক মূলের বিষয় চিন্তা করা যায়, তবে উর্দ্ধ হইতে অধোভাগের মধ্যস্থ শাখাগুলিকে এই ( মানব ) শাখা বলিয়া ধরিতে হইবে ; পরন্তু, স্কৃততদুচ্ছ্রুতাত্মক সবগুণ ও তমোগুণের শাখাগুলি এই বৃক্ষের উর্দ্ধ ও অধোভাগে বিস্তৃত ; আর, হে অৰ্জুন, বেদত্রয়ের যে পত্রগুচ্ছ—যাহা অগ্ন্যত্র সংলগ্ন নহে—তাহারা মহুয়াধোনি ভিন্ন অগ্ন্য কোনও বিষয়ে বিধান দিতে পারে না ; সেইজন্ত যদিও মানব-তত্ত্বের শাখা উর্দ্ধমূল হইতে বাহির হইয়াছে, তথাপি এই শাখাই কৰ্ম্মবৃদ্ধির মূল কারণ ; আর, অগ্ন্য বৃক্ষের শাখা বাড়িতে থাকিলে মূল দৃঢ় হয়, এবং মূল পুষ্ট হইলে শাখার বিস্তার খাড়ে , শরীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়,—যতক্ষণ কৰ্ম্ম থাকে ততক্ষণ দেহের পরম্পরাও বজায় থাকে, আর দেহের অস্তিত্ব যতদিন থাকে, ততদিন কৰ্ম্মের ব্যাপার চলে না—একথা বলা যায় না ; ( ১৮০ ) এইজন্তই, জগজ্জনক শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এই মানবশরীরই সংসারের বিস্তারের মূল—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ; যখন তমোগুণের প্রচণ্ড প্রবাহ স্থির হয়, তখন সবগুণের ঝড় অতিবেগে বহিতে থাকে ; তখন, মহুয়াকার মূল হইতে সদ্বাসনারূপ অক্লুর উৎপন্ন হয় এবং সংকৰ্ম্মের শাখা-পল্লব প্রচুর পরিমাণে উদ্গত হয় ; জ্ঞানের উদয় হইলে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাকিশলয়ের<sup>১</sup> অক্লুর নির্গত হইয়া নিমেষের মধ্যেই বিস্তারপ্রাপ্ত হয় ;+ মেধার রসে স্তব্ধা স্তম্ভোদ্ভিত আত্মপত্র ( নিষ্ঠাভক্তির পল্লবরাজি ) হইতে সদবৃত্তির সরল অক্লুর নির্গত হয় ; সদাচারের বহু অক্লুর সুহসা বাহির হয়, এবং তাহা হইতে

১ প্রজ্ঞাকুলতার ;

+ এখানে পাঠান্তরে অগ্ন্য একটি গুণী আছে—“বুদ্ধির শাখা বিস্তার লাভ করে এবং উহাতে ক্ষুদ্র শাখাপল্লব উৎপন্ন হয়,—বুদ্ধির প্রকাশ বিবেকের আশ্রয় লইয়া সম্মুখে ধাবিত হয়” ;

বেদরূপ পক্ষিকুলের<sup>১</sup> নির্ঘোষ উখিত হয় ; শিষ্টাচার, বেদোক্ত বিধি<sup>২</sup> ও নানা  
 যাগযজ্ঞাদি কৰ্মের অসংখ্য পত্রের মধ্য হইতে অনেক নূতন পত্র বাহির  
 হইতে থাকে ; তপস্তার শাখা হইতে যমদমাদি সংযমের গুচ্ছ বাহির হয়,  
 এবং তাহা হইতে বৈরাগ্যের কোমল অথচ বিশাল শাখা উৎপন্ন হয় ;  
 বিশিষ্ট ব্রতের পল্লব ও ধৈর্য্যের তীক্ষ্ণফলাবিশিষ্ট অক্ষুরগুলি উৎপন্ন হইয়াই  
 উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যায় ; মধ্যস্থলে বেদরূপী পত্রপল্লবগুচ্ছ থাকে—সত্ত্বগুণের  
 ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকিলে তাহা হইতে বিস্তার গর্জ্জন চতুর্দিকে  
 প্রসারিত হয়। ( ১২০ ) ধর্ম্মের ডাল বিস্তার লাভ করিলে জ্ঞানের সরল  
 শাখাসকল<sup>৩</sup> বাহির হয়, তাহা হইতে স্বর্গাদির ফলরূপী-শাখাগুলি আড়া-  
 আড়িভাবে ফুটিয়া উঠে ; বৈরাগ্যের রঙ্গে রঞ্জিত ধর্ম্ম যোক্ষের কোমল নব  
 নব শাখাপল্লব<sup>৪</sup> নিত্য উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে ; সূর্যচন্দ্রাদি গ্রহ, পিতৃ-  
 লোক, ঋষিকুল ও বিদ্যাধরাদির উপশাখাগুলি নির্গত হইয়া প্রসার লাভ করে ;  
 ইহাদের অনেক উর্দ্ধে ফলভারে আচ্ছাদিত ইন্দ্রলোকের এক বৃহৎ শাখা থাকে ;  
 ইহারও উপরে মরীচি, কল্প প্রভৃতি ঋষিগণ তপোজ্ঞানপ্রভাবে নিজ নিজ  
 শাখা উর্দ্ধে বিস্তার করিয়া আছেন ; এইভাবে পত্রাচ্ছাদিত<sup>৫</sup> অনেক শাখা  
 উত্তরোত্তর উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়, এবং বৃক্ষটি মূলের কাছে ছোট দেখাইলেও  
 উপরিভাগে ফলে আচ্ছাদিত হইয়া একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয় ;  
 হে কিরীটি, যে উপরের শাখা পরে ফলে ভরিয়া যায়, তাহার অগ্রভাগ হইতে  
 ব্রহ্মা শঙ্কর আদি দেবতার অঙ্কুরোদগম হয় ; উর্দ্ধের শাখাগুলি প্রচুর ফল-  
 ভারে অবনত হয় এবং বাঁকিয়া মূলের দিকে ঝুলিয়া পড়ে ; সাধারণ বৃক্ষেও  
 এইপ্রকার হয়, ফলের ভারে শাখাগুলি বাঁকিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে ;  
 যে মূল হইতে এই সারা সংসারতরুর উদ্ভব হয়, হে শাওব, জ্ঞানের বৃদ্ধি  
 হইলে, সংসারতরুর বিস্তার সেই মূলেই আসিয়া আশ্রয় লয় ; ( ২০০ )  
 এইজন্ম ব্রহ্মলোক ও শিবলোকের উর্দ্ধে জীবের আর কোনও বৃদ্ধি বা  
 উন্নতি নাই, তাহার উপরেই ব্রহ্মত্ব ; পরন্তু ইহা থাকুক ; ব্রহ্মাদি দেবতাও  
 আপন সামর্থ্যে<sup>৬</sup> ঐ উর্দ্ধমূলের সমতা লাভ করিতে পারে না ; ইহাদের উপরে,

১ বেদপত্রের ;

২ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদ্বারা নির্দিষ্ট বিধি ;

৩ শাখাপল্লব ;

৪ সরল শাখা ;

৫ গুরে গুরে ;

৬ অঙ্কুর ;

জনকাদি নামে বিখ্যাত অপর একটি (নিবৃত্তিয়ার্গের) শাখা আছে—যাহা ফলমূলদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া ব্রহ্মে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে ; এইভাবে মহুগ্ধরূপ শাখা হইতে উর্দ্ধে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত শাখাপল্লবগুলি অনেক উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; হে পার্থ, উপরের ব্রহ্মাদিরূপ শাখা মহুগ্ধশাখা হইতেই উৎপন্ন হয় ; এইজন্তই এই নিম্নের মহুগ্ধ শাখাকেই মূল বলা হয় ; এইভাবে তোমাকে এই অধোর্দ্ধশাখা অলৌকিক<sup>১</sup> উর্দ্ধমূল ভববৃক্ষের কথা বলিলাম ; আর এই বৃক্ষের যে মূল নীচের দিকে গিয়াছে সবিস্তারে তাহারও বর্ণনা করিলাম,—এখন এই সংসারবৃক্ষকে কি করিয়া সমূলে উৎপাটন করা যায়, তাহাই শ্রবণ কর ।

ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অস্থখমে নং স্মবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্দা ॥ ৩

হে কিরীটি, তোমার মনে এই ভাবনা হইতে পারে যে ‘এমন কি সাধন আছে, যাহা দ্বারা এই বিশাল বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায় ?’ ইহার উর্দ্ধমুখী শাখাগুলি বাড়িয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে—ইহার মূল নিম্নাংকার ব্রহ্মেই অবস্থিত । ইহার, নিম্নাভিমুখী শাখাগুলি স্বাবরের অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার মধ্যভাগে মানবরূপী একটি স্বতন্ত্র মূল বাহির হইয়াছে<sup>২</sup> (২১০) এমন দৃঢ় ও বিশাল বৃক্ষকে কে বিনাশ করিতে পারে ? এই প্রকার দুর্বল ভাবনা যেন তোমার মনে কখনও না আসে ; এই বৃক্ষকে উৎপাটন করা কি বিশেষ শ্রমসাধ্য ? বালকদের ভয় দূর করিবার জন্ত কি বাঙলকে (ভূতকে) দেশছাড়া করিতে হয় ? কল্লিত গন্ধর্বদুর্গ (আকাশে লুকিত মেঘগুহ) কি ধ্বংস করিতে হয় ? খরগোসের শিং কি ভাঙা যায় ? আকাশকুসুম কি চয়ন করা যায় ? তেমনি, হে বীর, এই সংসাররূপী বৃক্ষ অবাস্তব ও অসত্য,—তাহাকে উৎপাটন করিতে কোন ভয় হইবে কেন ? আমি ইহার মূল ও শাখার যে বর্ণনা করিয়াছি, তাহা বক্ষ্যার ঘর পুত্রকন্যা ভরিয়া আছে—এইরূপ বর্ণনার গ্ৰায় ; স্বপ্নের কাহিনী কি জাগিয়া উঠিলে কোনও কাজ দেয় ? এই বৃক্ষের কাহিনীকেও তুমি তেমনি অলৌক ও ব্যর্থ বলিয়া

জানিও ;+ এইজন্ত, হে ধনঞ্জয়, কচ্ছপের স্তূত যেমন রাজাকে পরিবেশন করা যায় না, আমি যে সংসারবৃক্ষের স্বরূপের বর্ণনা করিলাম তাহাও তেমনি মায়ী বা ব্রাহ্মিপূর্ণ ;+ মূলতঃ অজ্ঞান যদি মিথ্যাই হয়, তবে অজ্ঞানপ্রসূত কার্যের কি মূল্য ? সেইজন্ত, সত্য বিচার করিয়া দেখিলে, এই সংসারবৃক্ষের সমস্তই মিথ্যা ; আর যাহারা বলে এই বৃক্ষের অন্ত নাই, সত্য বিচার করিলে, তাহারা একপ্রকার ঠিকই বলে ; আগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত কি নিজার অন্ত হয় ? রাজি শেষ না হইলে কি উষার আগমন হয় ? ( ২২০ ) তেমনি, হে পার্শ্ব, যতক্ষণ না জ্ঞানের উদয় হয়, ততক্ষণ এই ভবরূপী অশ্বখের অন্ত হয় না ;+ এই সংসারকে যে অনাদি বলা হয়, ইহাও মিথ্যা নহে,— উপরোক্ত বিচার অনুসারে ইহা ঠিকই ;+ যাহার জন্মই হয় না, তাহার মাতা কে কি করিয়া বলা যায় ? এই বৃক্ষের কোনও অস্তিত্বই নাই, সেইজন্তই ইহাকে অনাদি বলা যায় ;+ ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, স্থিতি নাই,

+ এখানে পাঠান্তরে অস্ত্র দুটি ওবী আছে—“তাহা না হইলে, এই বৃক্ষটি সত্যই যদি আমি যেমন বর্ণনা করিয়াছি তেমনি অচলমূল ও দৃঢ় হয়, তবে কোন্ মায়ের সন্তান তাহাকে উৎপাটন করিতে সক্ষম হইবে ? হুঁ দিয়া কি আকাশকে উড়াইয়া দেওয়া যায় ?”

+ পাঠান্তরে অস্ত্র একটি ওবী দেখা যায়—“যুগজলের সরোবর দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য, কিন্তু উহার জলে কি ধানের চারা বপন করা যায় ?”

+ এইস্থলে পাঠান্তরে অস্ত্র তিনটি ওবী আছে—

“প্রবহমান বায়ু শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় .

এইজন্ত যখন সূর্য্য অন্ত যায়, যুগজলও অদৃশ্য হয়, দীপ নির্বাণ করিলে তাহার প্রভাও নষ্ট হয় ;

তেমনি, যখন মায়ী বা অবিচার্য্য বিনাশকারী জ্ঞানের বিকাশ হয় তখনই এই সংসাররূপী বৃক্ষের অন্ত হয়, তাহা না হইলে কখনও হয় না ;”

+ পাঠান্তরে এই স্থলে অস্ত্র দুটি ওবী আছে—

“কারণ, এই সংসারবৃক্ষটি যখন অবাস্তব ও অসত্য, তখন তাহার আদিই বা কি, এবং কি করিয়া হইবে ?

যাহার সত্যই উৎপত্তি আছে তাহার সর্ধক্ষেই বলা যায় যে ইহার আদি আছে, পরন্তু যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার মূল বা আদি কোথা হইতে আসিবে ?”

+ পাঠান্তরে এখানে আরও অনেকগুলি ওবী আছে—

“বহ্যার পুত্রের জন্মপত্রিকা কোথা হইতে আসিবে ? আকাশের নীল ভূমিকাই বা কি করিয়া কল্পনা করা যায় ? হে পাণ্ডব, আকাশবৃক্ষের উঁটি কে ভাঙিবে ? স্তবরাং যাহার অস্তিত্বই

রূপও নাই,—ইহাকে উৎপাদন করিবার জন্য কোনও তোড়জোড়ের (পরিশ্রম বা কষ্ট) কি প্রয়োজন? হে কিরীটি, আত্মস্বরূপের অজ্ঞানের জন্যই এই মিথ্যা সংসার এত বলবান হয়, আত্মজ্ঞানের শস্যের দ্বারা ইহাকে কাটিয়া ফেলা উচিত; নতুবা জ্ঞান ভিন্ন অন্য যে কোনও উপায়ে ইহাকে জয় করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা দ্বারা আরও অধিকতর ভাবে এই বৃক্ষের ফাঁদে জড়াইয়া পড়িবে; ইহার কত শাখা-প্রশাখায়, উর্দ্ধে এবং অধোভাগে, ঘুরিয়া বেড়াইবে? স্বতরাং সম্যগজ্ঞান দ্বারা ইহার মূল যে অজ্ঞান, তাহাকে ছেদন কর; সর্বপ্রথমে বন্ধুকে যষ্টিদ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে কি সারা পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না? যুগজলকে গঙ্গা (নদী) মনে করিয়া তাহা পার হইবার জন্য ডোকা তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে যে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায় সে যেমন সত্য সত্যই জলের প্রবাহে ডুবিয়া মরে; তেমনি, হে বীর, এই মিথ্যা সংসারকে নাশ করিবার জন্য যে উপায় চিন্তা করে সে আত্মজ্ঞান হারায়, এবং তাহার বায়ু কুপিত হয় (সংসারভ্রম দিনে দিনে বাড়িতে থাকে); (২৩০) হে ধনঞ্জয়, যেমন স্বপ্নে প্রাপ্ত আঘাতের একমাত্র ঔষধ জাগ্রত

নাই, তাহার আদির ভাবনা কোথা হইতে আসিবে? মাটির বট তৈয়ারী না করিলে যেমন তাহার অস্তিত্বই নাই (তাহার নাস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ), তেমনি এই সমূল বৃক্ষটিকে অনাদি বলিয়া জানিবে;

হে অর্জুন, তুমি ঘুরিয়া রাখ,—ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, মধ্যস্থলে যে স্থিতির আভাস পাওয়া যায়, তাহাও মিথ্যা; যুগজল ব্রহ্মগিরি হইতে বাহির হয় না, এবং সমুদ্রেও গিয়া প্রবেশ করে না—মধ্যস্থলে যেমন ইহার ব্যর্থ আভাস দৃষ্ট হয়, তেমনি, এই সংসারের কোনও আদিও নাই, অন্তও নাই,—ইহার বাস্তব কোনও অস্তিত্বই নাই,—পরন্তু ইহার মিথ্যা অস্তিত্বের অপূর্ততা ভাসমান হয়;

ইন্দ্রধনু যেমন নানা রংয়ে রঙ্গীন দেখায়, তেমনি এই সংসার অজ্ঞানের নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত দেখায়; চতুর নট যেমন বিভিন্ন বেশে লোকের মনোহরণ করে, সংসারের এই মধ্যবর্তী আভাস তেমনি অজ্ঞানীর চক্ষুতে ভ্রম উৎপাদন করে; আর, আকাশের কোনও রং না থাকিলেও কখনও কখনও নীলবর্ণ দেখায়—পরন্তু পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া যায়;

স্বপ্নে দৃষ্ট মিথ্যা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে কি তাহা হইতে কোনও কাজ পাওয়া যায়? তেমনি এই ক্ষণিকের আভাসও মিথ্যা; জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বানর যেমন তাহা ধরিতে যায়, কিন্তু ধরিতে পারে না; এই জগদাভাস চকিতে দৃষ্ট হয় এবং পরক্ষণেই লোপ পায়—ইহার চঞ্চলতা তরঙ্গজঙ্গলের চঞ্চলতা ও বিদ্যুতের গতিকের হার মানায়; ঐশ্বরের শেষে যেমন বায়ুর প্রবাহ সামনে কি শিছন হইতে আসিতেছে বুঝা যায় না, তেমনি এই মধ্যস্থ ভ্রমের কোনও বাস্তব স্থিতি নাই;”



হওয়া, তেমনি জ্ঞানখড়্গের দ্বারাই এই অজ্ঞানমূল সংসারকে ছেদন করা যায় ; পরন্তু, এই জ্ঞানখড়্গ সহজভাবে চালনা করিলে, বুদ্ধি বৈরাগ্যের নিত্য নূতন অমোঘ বল প্রাপ্ত হইবে ; বৈরাগ্যের উদয় হইলেই, মনুষ্য জীবনের তাপ হইতে তেমনি ভাবে মুক্তি লাভ করে, যেমন কুকুর বিযাক্ত অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বমন করিয়া ফেলে ; হে পাণ্ডব, যখন সংসারের প্রত্যেক পদার্থ বিরক্তি উৎপাদন করে, তখনই বুদ্ধিতে হইবে যে বৈরাগ্য প্রবল হইয়াছে ; দেহাভিমানের আবরণ একেবারে ত্যাগ করিয়া এই অস্ত্র প্রত্যগবুদ্ধি বা আত্মভাবনারূপ করতলে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে হইবে ;<sup>১</sup> বিবেকরূপী শানের উপর “ব্রহ্মাস্মি” এই তীক্ষ্ণ আত্মবোধরূপী ভাবনা দ্বারা এই অস্ত্রকে শান দিতে হইবে, এবং পূর্ণবোধের চূর্ণদ্বারা ইহাকে মাজিতে (পালিশ করিতে) হইবে ; ইহার পর, নিশ্চয়ের মুষ্টিতে—কিরকম শক্তিলাভ হইল পরীক্ষা করিবার জন্ত দু-একবার প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে, অনন্তর অতিশুদ্ধ মননদ্বারা ইহাকে তোল (পরীক্ষা) করিবে ; পরে, নিদিধ্যাসন দ্বারা যখন এই শস্ত্র ও শস্ত্রধারী সম্পূর্ণভাবে একরূপ হইয়া যাইবে, তখন ইহার আঘাতে কিছুই টিকিতে পারিবে না ; অদ্বৈত তেজোদৃষ্ট আত্মজ্ঞানের এই অস্ত্র সংসার-বৃক্ষের কোথায়ও কিছু অবশিষ্ট রাখিবে না (তাহাকে নির্মূল করিবে) + তখন চন্দ্রমার প্রকাশে যেমন মৃগজল অদৃশ্য হয়, তেমনি সংসারবৃক্ষের উর্দ্ধভাগ বা উর্দ্ধে অবস্থিত মূল<sup>২</sup> ও অধোভাগে শাখা-প্রশাখার বিস্তারও অদৃশ্য হয় ; ( ২৪০ ) হে বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুন, এইভাবে, আত্মজ্ঞানের খড়্গ দ্বারা উর্দ্ধমূল এই সংসার রূপী অশ্বথ বৃক্ষকে ছেদন করা উচিত ।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাভ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃন্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪

১ আত্মভাবনারূপ তরবারি দৃঢ়হস্তে ধারণ করিতে হইবে ;

+ পাঠান্তরে এখানে অপর দুটি শব্দী দেখা যায়—

“শরভের প্রারম্ভে বায়ু যেমন অসার জগ্গালকে দূর করে ( আকাশকে সেখমুক্ত করে ) কিংবা উদিত সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে গ্রাস করে ;

অথবা, জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত খেলার অন্ত হয়, আত্মজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রও তেমনি করে ( সংসারভরকে নাশ করে )” ;

২ অধোমূল ;

তাহার পর মনুষ্যের আত্মস্বরূপ দর্শন হয়—বাহার সম্বন্ধে ‘ইহা অমুক বস্তু’ বলা যায় না এবং বাহা অহংতাবিনাই স্বয়ংসিদ্ধ ; পরন্তু, মূৰ্খ ব্যক্তিগণ দর্পণে আপনার একটি মুখের স্থলে দুইটি দেখে, তুমি তেমন করিও না ( দ্বৈতাভাস স্বীকার করিও না ) ; + অদ্বৈতদৃষ্টি দ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শনের ইহাই রীতি—ইহা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি ; না দেখিয়াই ঐহাকে দেখা যায়, না জানিয়াই ঐহাকে জানা যায়, যে বস্তুকে ‘আত্মপুরুষ’ বলা হয় ; তাহার সম্বন্ধে উপাধির আশ্রয় লইয়া শ্রুতি অনেক কথা বলিয়াছে, এবং বার্থই তাহার নামরূপের বর্ণনা করিয়াছে ; স্বর্গস্থখে ও সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন হইলে মুমুকুগণ ‘এখানে আর কিরিয়া আসিব না’ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ( ঐহার সম্বন্ধে ) যোগজ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া বাহির হন ; বৈরাগ্যের বাজী জিতিয়া ( বৈরাগ্য সাধন করিয়া ) সংসারকে পদদলিত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হন, এবং কর্মমার্গের আকাজক্ষিত ব্রহ্মপদের পর্বত পার হইয়া আরও আগে চলিয়া যান ; অহংতাদি ভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানিগণ যে মূলঘরে ( পরমপদে ) যাইবার অমুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন ; যে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতার জন্ত এই বিশ্বসংসারের বৃহৎ মিথ্যাভাস হয়, এবং অস্তিত্ববিহীন ‘তুমি’ ‘আমি’ এই দ্বৈতভাবের প্রসার হয় ; ( ২৫০ ) যে মূল বস্তু হইতে, দুর্ভাগার শুদ্ধ ( বার্থ ) আশার জ্ঞায়,

+ পাঠান্তরে ইহার পর অস্ত পাঁচটি ওবী আছে—

‘হে বীর অর্জুন, আত্মদর্শন করিবার ইহাই রীতি—কুঁয়া গুঁড়িবার পূর্বেই যেমন মাটির নীচে খরনা আপন স্থানে জলে ভরিয়া থাকে ;

অথবা, জল শুকাইলে প্রতিবিম্ব যেমন নিজবিম্বের মধ্যেই মিলাইয়া যায়, কিম্বা ঘট স্নানিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে লীন হয় ;

অথবা, ইক্ষুদালিয়া গেলে বহিঃ যেমন নিজের মূলধরুপে লীন হইয়া যায়, তেমনি, হে ধনঞ্জয়, আত্মস্বরূপকে দেখিতে হইবে ;

এই আত্মস্বরূপদর্শন ঠিক তেমনিই, যেমন জিহ্বা স্বয়ং আপনার স্বাদগ্রহণ করে, অথবা নেত্র নিজের অক্ষিগোলকটিকে দেখে ;

কিম্বা তেজ যেমন তেজের মধ্যেই মিলিয়া যায়, আকাশ আকাশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অথবা নানা স্থানের জল যেমন জলাশয় ভরিয়া দেয় ;

১ শ্রুতিজিহ্বা চালনা করে ;

এত বৃহৎ এই বিশ্বপরম্পরার বিস্তার বাড়িতে থাকে ; হে পার্থ, সেই যে আশ্রয় (মূল) বস্তু—আপনার আত্মস্বরূপ,—তাঁহাকে, বরফ দ্বারা যেমন বরফ জমান যায়, তেমনিভাবে দেখিবে ; হে ধনঞ্জয়, এই বস্তুকে আর একটি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়,—তাঁহা এই যে, একবার এই স্বরূপের দর্শন হইলে আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না ; পরন্তু, মহাপ্রলয়ে যেমন সর্বত্র জলময় হয়, তেমনিভাবে যে জ্ঞান সর্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া থাকে, সেই জ্ঞান দ্বারাই এই আত্মদর্শন হয় ; .

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈত্বৈবমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যায়ং তৎ ॥ ৫

বর্ষার অন্তে যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হয়, তেমনি যে মনুষ্যের মন হইতে মান, মোহ আদি বিকার অন্তর্হিত হয় ; আত্মীয়বর্গ যেমন নিধন ও নিহ্নর মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি যিনি সর্বপ্রকারে বিকারের পাশ হইতে মুক্ত ; ফল ধরিলেই যেমন কদলীবৃক্ষ উন্মূলিত হয়, তেমনি প্রবল (সম্পূর্ণ) আত্মপ্রাপ্তির জগৎ যাহার সমস্ত ক্রিয়াই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায় ; অগ্নি লাগিলে পক্ষিকুল যেমন বৃক্ষ হইতে পলাইয়া যায়, তেমনি যিনি সর্বপ্রকারে সংকল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন ; যে ভেদবুদ্ধির ভূমিতে সকল দোষরূপ ভূণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়,—যিনি সেই ভেদবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত ; সূর্য্যোদয় হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকার আপনা হইতেই পলায়ন করে, তেমনি যাহার দেহাভিমান অজ্ঞানের সহিত নষ্ট হইয়াছে<sup>১</sup> ; ( ২৬০ ) আয়ু ফুরাইলে জীব যেমন অতর্কিতে শরীরকে পরিত্যাগ করে, তেমনি যিনি অজ্ঞানময় দ্বৈতভাবকে পরিত্যাগ করেন ; পরশ পাথরের কাছে যেমন লৌহের সঙ্কট উপস্থিত হয় ; সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, তেমনিভাবে যাহার কাছে দ্বৈতবুদ্ধির দুর্কাল হয় ; সুখ-দুঃখাকারে দেহে যে বন্দ দৃষ্টিগোচর হয়, যাহার সম্মুখে সেই বন্দ ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইতে পারে না ; স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্য বা মরণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় হর্ষ ও শোকের কারণ হয় না ; তেমনি সুখ-দুঃখরূপী পুণ্য ও পাপ উৎপন্নকারী বন্দ তাঁহাকে অভিভূত করে না—সর্ব

যেমন পুরুড়ের কাছে বাইতে পারে না; আর অনাস্ববস্তুরূপ জলতাপ করিয়া যে সুবিচাররূপী রাজহংস আত্মানন্দরূপ হৃদয় পান করেন; সূর্য্য যেমন ভূতলে জলবর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে আপনায় কিরণজালদ্বারা নিজের বিষের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লয়; তেমনি, আত্মভ্রান্তির (অজ্ঞানের) অগ্ন্য চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আত্মবস্তুর সত্যকে যিনি জ্ঞানদৃষ্টি' দ্বারা অখণ্ডরূপে একত্র করিতে সমর্থ; কিং বহন, ঐহার বিবেক শুদ্ধ অন্তরে আত্মনির্ণয়ের মধ্যে ডুবিয়া যায়—যেমন গঙ্গার প্রবাহ সমুদ্রে ডুবিয়া সমরস হয়; সর্বত্র আত্মদর্শনের ফলে তাঁহার অগ্ন্য কোনও অভিলাষ থাকে না—সর্বব্যাপী আকাশের যেমন অগ্ন্যত্র বাওয়া অসম্ভব; (২৭০) অগ্নির (জালামুখী) পর্বতের উপর যেমন কোনও বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না—তেমনি ঐহার মনে কোনও বিকারের উদয় হয় না+ এই অসম্বন্ধ বর্ণনার আর কত বিস্তার করা যায়? পরমাণু যেমন বায়ুর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি, যিনি বিষয়ের নামও শুনিতে পারেন না; এইভাবে, ঐহার জ্ঞানায়িত্তে সমস্ত কলুষ আহুতি দিয়া নির্মল হইয়া যান, তাঁহার, খাঁটি সোনা যেমন সোনায় মিশিয়া যায়, তেমনিভাবে সেখানে (পূর্ণস্বরূপে) গিয়া মিশিয়া যান; যদি প্রশ্ন কর 'সে কোন্‌ ঠাঁই?' তাহার উত্তর এই যে সে সেই 'অব্যয়' পদ বাহার কোনও নাশ নাই; যে বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, বা জ্ঞান-গোচর হয় না,—ঐহার সম্বন্ধে একথা বলা যায় না যে 'ইহা অমুক বস্তু' ;

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদ্ গচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

দীপের উজ্জল প্রভা, কিবা চন্দ্রের প্রকাশ,—কি আর বলিব? অংশুমালী সূর্য্যের প্রথর তেজ বাহা—কিছু প্রকাশিত করে; এ সমস্ত জগৎ যিনি অদৃষ্ট হইলেই দৃষ্টমান হয়, ঐহার লোপ হইলে এই বিশ্ব ভাসমান হয়; শুভির

১ আত্মদৃষ্টি ;

+ “মন্মার পর্বতরূপ মন্বনদও উঠাইয়া লইলে স্বীরসমুদ্র যেমন নিশ্চল হইয়াছিল, তেমনি ঐহার অন্তরে কামোদ্বিগ্ন শল্য উঠে না ;”

“বোলকলার পূর্ণ চন্দ্রমার অঙ্গে যেমন কোনও ন্যূনতা দেখা যায় না, তেমনি ঐহার মনে কোনও বাসনার দোষ উৎপন্ন হয় না .”—পাঠান্তরে এখানে এই ছুটি ওবী পাওয়া যায় ;

এত বৃহৎ এই বিশ্বপরম্পরার বিস্তার বাড়িতে থাকে ; হে পার্শ্ব, সেই যে আশ্রয় (মূল) বস্তু—আপনার আশ্রয়রূপ,—তাহাকে, বরফ দ্বারা যেমন বরফ জমান যায়, তেমনিভাবে দেখিবে ; হে ধনঞ্জয়, এই বস্তুকে আর একটি চিহ্ন দ্বারা জানা যায়,—তাহা এই যে, একবার এই স্বরূপের দর্শন হইলে আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না ; পরন্তু, মহাপ্রলয়ে যেমন সর্বত্র জলময় হয়, তেমনিভাবে যে জ্ঞান সর্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া থাকে, সেই জ্ঞান দ্বারাই এই আশ্রয়দর্শন হয় ;

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যায়নিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈত্ববিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃত্যুতাঃ পদমব্যায়ং তৎ ॥ ৫

বর্ষার অন্তে যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হয়, তেমনি যে মনুষ্যের মন হইতে মান, মোহ আদি বিকার অন্তর্হিত হয় ; আত্মীয়বর্গ যেমন নির্ধন ও নিষ্ঠুর মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি যিনি সর্বপ্রকারে বিকারের পাশ হইতে মুক্ত ; ফল ধরিলেই যেমন কদলীবৃক্ষ উন্মূলিত হয়, তেমনি প্রবল (সম্পূর্ণ) আত্মপ্রাপ্তির জগৎ বাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায় ; অগ্নি লাগিলে পক্ষিকুল যেমন বৃক্ষ হইতে পলাইয়া যায়, তেমনি যিনি সর্বপ্রকারে সংকল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন ; যে ভেদবুদ্ধির ভূমিতে সকল দোষরূপ তৃণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়,—যিনি সেই ভেদবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত ; সূর্যোদয় হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকার আপনা হইতেই পলায়ন করে, তেমনি বাঁহার দেহাভিমান অজ্ঞানের সহিত নষ্ট হইয়াছে<sup>১</sup> ; ( ২৬০ ) আয়ু ফুরাইলে জীব যেমন অতর্কিতে শরীরকে পরিত্যাগ করে, তেমনি যিনি অজ্ঞানময় বৈতভাবে পরিিত্যাগ করেন ; পরশ পাথরের কাছে যেমন লৌহের সঙ্কট উপস্থিত হয় ; সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, তেমনিভাবে বাঁহার কাছে বৈতবুদ্ধির দুর্কাল হয় ; সুখ-দুঃখাকারে দেহে যে বন্দ দৃষ্টিগোচর হয়, বাঁহার সম্মুখে সেই বন্দ ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইতে পারে না ; স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্য বা মরণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় হর্ষ ও শোকের কারণ হয় না ; তেমনি সুখ-দুঃখরূপী পুণ্য ও পাপ উৎপন্নকারী বন্দ তাঁহাকে অভিভূত করে না—সর্ব

যেমন গরুড়ের কাছে বাইতে পারে না; আর অনাস্ববস্তুরূপ জলত্যাগ করিয়া যে স্থবিচাররূপী রাজহংস আত্মানন্দরূপ দুগ্ধ পান করেন; সূর্য যেমন ভূতলে জলবর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে আপনার কিরণজালদ্বারা নিজের বিষের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লয়; তেমনি, আত্মভ্রান্তির (অজ্ঞানের) অন্ধ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আত্মবস্তুর সত্তাকে যিনি জ্ঞানদৃষ্টি' দ্বারা অখণ্ডরূপে একত্র করিতে সমর্থ; কিং বহুনা, যাহার বিবেক শুদ্ধ অন্তরে আত্মনির্গয়ের মধ্যে ডুবিয়া যায়—যেমন গজার প্রবাহ সমুদ্রে ডুবিয়া সমরস হয়; সর্বত্র আত্মদর্শনের ফলে তাঁহার অন্ধ কোনও অভিলাষ থাকে না—সর্বব্যাপী আকাশের যেমন অন্ধ্র বাওয়া অসম্ভব; (২৭০) অগ্নির (জালামুখী) পর্বতের উপর যেমন কোনও বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না—তেমনি যাহার মনে কোনও বিকারের উদয় হয় না+ এই অসংকল্প বর্ণনার আর কত বিস্তার করা যায়? পরমাণু যেমন বায়ুর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি, যিনি বিষয়ের নামও শুনিতে পারেন না; এইভাবে, যাহারা জ্ঞানায়িত্তে সমস্ত কলুষ আছতি দিয়া নির্মল হইয়া যান, তাঁহারা, খাঁটি সোনা যেমন সোনায়ে মিশিয়া যায়, তেমনিভাবে সেখানে (পূর্ণস্বরূপে) গিয়া মিশিয়া যান; যদি প্রশ্ন কর 'সে কোন্ ঠাই?' তাহার উত্তর এই যে সে সেই 'অব্যয়' পদ যাহার কোনও নাশ নাই; যে বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, বা জ্ঞান-গোচর হয় না,—যাহার সৎকে একথা বলা যায় না যে 'ইহা অমুক বস্তু';

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদ্ গচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

দীপের উজ্জ্বল প্রভা, কিবা চন্দ্ৰের প্রকাশ,—কি আর বলিব? অংশুমালী সূর্যের প্রথর তেজ বাহা-কিছু প্রকাশিত করে; এ সমস্ত জগৎ যিনি অদৃষ্ট হইলেই দৃষ্টমান হয়, যাহার লোপ হইলে এই বিশ্ব ভাসমান হয়; শুক্তির

১

+ “মন্মথ পর্বতরূপ মন্মথনও উঠাইয়া লইলে ক্ষীরসমুদ্র যেমন নিশ্চল হইয়াছিল, তেমনি যাহার অন্তরে কানোন্দির শল্য উঠে না;”

“বোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রমার অঙ্গে যেমন কোনও নূনতা দেখা যায় না, তেমনি যাহার মনে কোনও বাসনার দোষ উৎপন্ন হয় না,”—পাঠান্তরে এখানে এই ছটি ওবী পাওয়া যায়;

জ্ঞান যেমন যেমন মন্বীভূত হয়, তেমন তেমন উহাতে রৌপ্যের ভাস সত্য মনে হয়, অথবা, যেমন যেমন রজ্জ্বর জ্ঞান লোপ পায়, তেমনি উহার সম্বন্ধে সর্পভ্রম দৃঢ় হয় ; তেমনি, যে বস্তুর প্রকাশ ঢাকিয়া গেলে ( ‘অন্ধকার’ হইলে ) চন্দ্রসূর্যাদির প্রচণ্ড তেজ প্রকাশিত হয় ; সেই যে বস্তু, তাহা কেবল তেজোরালি,—যাহা সর্বভূতে সমানভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে,—এবং যাহা চন্দ্রসূর্যের মনে প্রকাশিত হয় ( অর্থাৎ যাহার প্রভাবে চন্দ্র সূর্য প্রকাশ বিকীরণ করে ) ; (২৮০) সুতরাং, চন্দ্রসূর্যেব প্রকাশ এই ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশেরই প্রতিফলিত আংশিক প্রকাশ মাত্র ;—এইজন্য সমস্ত তেজোময় পিণ্ডের যে তেজ, তাহা এই ব্রহ্মবস্তুরই একটি অংশ ; আর, সূর্যোদয় হইলে যেমন চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রপুঞ্জ লুপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ হইলে সূর্য্যচন্দ্র সহ সমস্ত জগতের লোপ হয় ; অথবা জাগ্রত হইবার সময় যেমন স্বপ্নের আভাস তিরোহিত হয়, কিম্বা, সন্ধ্যাকালে যেমন যুগতৃফিকা অন্তর্হিত হয় ; তেমনি, যে বস্তুর সন্নিধানে অত্র কোনও আভাসই টিকিতে পারে না, তাহাই আমার মুখ্য নিষ্প্রাণ জানিবে ; সেইস্থানে একবার পৌছিয়া গেলে, সাগরে লীন জলস্রোতের ন্যায়, কেহই আর পশ্চাৎদিকে পদক্ষেপ করেন না ( ফিরিয়া আসেন না ) ; কিম্বা, লবণে প্রস্তুত হস্তিনী যেমন সাগরে° প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আসে না ; অথবা, অগ্নির শিখা আকাশে উঠিয়া গেলে যেমন আর নামিয়া আসে না,—উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের উপর জল নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না ; তেমনি, শুদ্ধ জ্ঞান হইলে যে ব্যক্তি আমার সহিত একরূপ হইয়া যান, তাঁহার পুনরাবৃত্তির পথ বন্ধ হয় ;” তখন প্রজাপৃথিবীর রাজা ( বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ ) পার্থ বলিলেন—“হে দেব, আপনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন,—আমার একটি প্রার্থনা আছে, তাহা শ্রবণ করুন ; যাহারা আপনার সহিত একরূপ হইয়া যান, এবং আর ফিরিয়া আসেন না, তাঁহারা কি আপন হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ? ( ২৯০ ) যদি তাঁহারা অনাদিসিদ্ধ ভিন্নই, তবে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন না—একথা অসঙ্গত,—ভ্রমর ফুলে বসিলেই কি ফুল হইয়া যায় ? যে বাণ লক্ষ্য হইতে ভিন্ন, সে বাণ লক্ষ্য স্পর্শ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া পড়ে,—তেমনি জীবও

আপনাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিবে ; অথবা, যদি আপনি ও জীব স্বভাবতঃ একই, তবে কে কাহার সহিত মিলিবে ? অস্ত্র নিজেকে কি করিয়া বিদ্ধ করিবে ? সুতরাং, যে জীব আপনা হইতে অভিন্ন, তাহার সম্বন্ধে আপনার সহিত সংযোগ বা বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না,—যেমন অবয়বগুলি শরীর হইতে ভিন্ন, একথা বলা যায় না ; আর, যদি জীব আপনা হইতে সর্বদা ভিন্নই, তবে সে কোথায়ও আপনার সহিত মিলিয়া একরূপ হইতে পারে না—তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসে বা আসে না একথার বিচার সস্পূর্ণ নিরর্থক ; এখন, হে বিশ্বতোমুখ দেব, আমাকে বুঝাইয়া বলুন—যাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আর ফিরিয়া আসে না, তাহারা কে ?” অর্জুন এই সংশয় প্রকাশ করিলে, শিষ্যের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া সর্বজ্ঞ-শিরোমণি ত্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সন্তোষ হইল ; এবং তিনি বলিলেন—“হে মহামতে, যাহারা আমাকে লাভ করিয়া আর ফিরিয়া আসেন না—তাহারা আমা হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এ-দুইখানি বলা যায় ; গভীরভাবে বিচার করিলে, স্বভাবতঃ তাঁহারা ও আমি একই, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে হয় ; যেমন জলের উপর তরঙ্গ উঠিলে তাহাদের জল হইতে ভিন্নই দেখায়,—যদিও বাস্তবিকপক্ষে তাহারা কেবল জলই ; ( ৩০০ ) কিম্বা, অলঙ্কার স্বর্ণ হইতে ভিন্নই দেখায়, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ( স্বর্ণ হইতে প্রস্তুত ) সমস্ত অলঙ্কারই সোনা ভিন্ন কিছুই নহে ; তেমনি, হে কিরীটি, যদি জ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করা যায়, তবে তাঁহারা আমা হইতে অভিন্নই,—ভিন্নতা যাহা দেখা যায়, অজ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ ; ব্রহ্মবস্তুকে যদি সঠিক বিচার করা যায়, তবে একমেবাদ্বিতীয় আমাতে ভিন্নত্ব কি করিয়া আসিবে—যাহা ভিন্নাভিন্ন ব্যাধ্বারেই ( মায়ার উপাধিতে ) প্রকট হয় ? সূর্য্যের বিষ যদি সারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া নিজের উদয়ের মধ্যে ভরিয়া নেয়, তবে প্রতিবিম্ব কোথায় পড়িবে ? কিরণজালই বা কোথায় যাইবে ? হে ধনঞ্জয়, প্রলয়কালের জলে কি জোয়ার আসে ? তেমনি, বিকাররহিত, একমেবাদ্বিতীয় আমার কি কোনও অংশ হইতে পারে ? পরন্তু, প্রবহমান জলের স্রোত



একত্র হইলে ঋজু প্রবাহও বাকিয়া যায়,—জলের উপাধির জন্ত (প্রতিবিম্ব পড়িয়া) সূর্যের দৈতত্ব আসে (ছাইটি দেখায়); আকাশ চতুর্দোণ কি গোলাকার কি করিয়া বলা যায়? পরন্তু (ঘট মঠের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া) ঘট ও মঠের উপাধির জন্ত তাহাকে তেমনি দেখায়; আরও দেখ, যদি কেহ স্বপ্নে রাজা হইয়া যায়, তবে কি নিজের আধারে সে একাই সারা জগৎ ভরিয়া ফেলে না? খাদ মিশ্রিত হইলে খাঁটি সোনার ‘কস’ যোল আনা হইতে নামিয়া যায়, তেমনি শুদ্ধ-স্বরূপ আমি যখন আপন মায়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত (হইয়া বিকারপ্রাপ্ত) হই; তখন অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এবং এই অজ্ঞান হইতেই মনে ‘কোহং’ (আমি কে?) রূপ বিকল্প উৎপন্ন হয় এবং তখন জীব ‘এই দেহই আমি’ এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। (৩১০)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭

এইভাবে আত্মজ্ঞান শরীরের মধ্যে লীমাবদ্ধ হইলে, সেই স্বল্পপরিমাণ আত্মজ্ঞানই আমার অংশরূপে ভাসমান হয়; বায়ুর প্রবাহের জন্ত সমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার। যেমন সমুদ্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা দেখায়; তেমনি, হে পাণ্ডুহৃৎ, আমিই জড়পদার্থে চৈতন্য প্রদান করি এবং দেহাভিমান উৎপন্ন করি বলিয়া জীবলোকে আমিই (জীবাত্মা) জীবরূপে ভাসমান হই; জীবের দৃষ্টিতে চতুর্দিকে যে ব্যাপার ঘটিতেছে দেখা যায়, ‘জীবলোক’ এই শব্দ তাহাকেই নির্দেশ করে; জন্ম ও মৃত্যুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াকেই আমি ‘জীবলোক’ বা ‘সংসার’ বলিতেছি; এবং বিধ জীবলোকে তুমি আমাকে তেমনি ভাবে দেখিবে, যেমন জল হইতে পৃথক (‘জলাতীত’) হইয়াও চন্দ্রমা জলে প্রতিবিম্বিত হয়; হে পাণ্ডব, ফটিকমণিকে কুঙ্কুমের উপর রাখিলে সাধারণ লোকে তাহাকে লাল রংয়ের দেখে, যদিও উহা লাল নহে; তেমনি, যদিও আমার অনাদিত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব অবিকৃত থাকে, তথাপি, আমাকে যে কর্তা ও ভোক্তা রূপে দেখা যায়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র, জানিবে; ইহার তাৎপর্য এই যে—শুদ্ধ এই আত্মা প্রকৃতির সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া স্বয়ং এই প্রকৃতিধর্মের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়; তখন মনাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়, ও

প্রোজ্ঞাতি প্রকৃতির কার্য করিবার অবয়বগুলি ‘আমার’ মনে করিয়া সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় ; ( ৩২০ ) যেমন কোনও পরিব্রাজক যথেষ্ট নিজেই নিজের কুটুম্বপরিবার হইয়া তাহাদের মোহে ইতস্ততঃ দোড়াদোড়ি করে ; তেমনি, আত্মস্বরূপের বিশ্বাস হইলে জীবাত্মা আপনাকে প্রকৃতি বা মায়ার সমান মনে করিয়া, তাহাকেই ভজনা করে ; তখন মনের রথে আরোহণ করিয়া<sup>১</sup> শ্রবণের রঞ্জে প্রবেশ করে ও শব্দরূপী বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে ; প্রকৃতির লাগাম ধরিয়া, স্বকের দ্বার দিয়া স্পর্শের ঘোর বনে প্রবেশ করে ; কোনও এক সময়ে, নেত্রের দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া ‘রূপ’ বিষয়ের পর্বতে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে ; কিম্বা, হে বীর অর্জুন, জিহ্বার পথে বাহির হইয়া রস-বিষয়ের গুহায় ( অভ্যন্তরে ) প্রবেশ করে ( ভরিতে থাকে ) ; অথবা, মদঃশব্দরূপী<sup>২</sup> জীবাত্মা ভ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গন্ধের দারুণ অরণ্য পার হইয়া যায় ; এইভাবে দেহেন্দ্রিয়ের নায়ক ( দেহাভিমানী ) জীবাত্মা, মনকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করিয়া, শব্দাদি বিষয়রূপী বিবের অলঙ্কার<sup>৩</sup> উপভোগ করে ;

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

পরন্তু, জীবাত্মা যখন কোনও এক শরীরে প্রবেশ করে, তখনই তাহার ‘কর্তৃত্ব’ বা ‘ভোক্তৃত্ব’ দৃষ্টিগোচর হয় ; হে ধনঞ্জয়, রাজার যোগ্য ( রাজকীয় ) প্রাসাদে বাস করিলে যেমন একটি পুরুষের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা বৃদ্ধিতে পারা যায় ; ( ৩৩০ ) তেমনি জীবাত্মা যখন দেহ ধারণ করে, তখনই তাহার ‘অহং-কর্তৃত্বের’ ( অহংকারের ) বৃদ্ধি ও বিষয়েন্দ্রিয়ের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার জানিতে পারা যায় ; অথবা, জীব যখন দেহত্যাগ করে, তখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি সামগ্রী আপনার সম্পত্তির মত নিজের সঙ্গে লইয়া যায় ; অতিথিকে অপমান করিলে সে যেমন গৃহস্থের গুণ্যসম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়া যায়, কিম্বা কাঠপুত্তলীর গতি ( চলনশক্তি বা ক্রিয়াবলী ) যেমন তাহার সূত্রতন্ত্র উপর নির্ভর করে ; অথবা, অন্তর্গামী সূর্য্য যেমন লোকের দৃষ্টি আপনার সঙ্গে

১ হাত ধরিয়া ;      ২ দেহাংশ ; দেহেশ ; দেহাভিমানী ;      ৩ বিষয়ভূগ ;  
বিষয়-সমুদায় ;

লইয়া যায়, অথবা বায়ু যেমন স্থবাস হরণ করিয়া লয়; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দেহরাজ জীবাশ্মাও মন ও শ্রোত্রাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়কে আপনার সঙ্গে লইয়া যায়;

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং শ্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

তাহার পর এখানে ( মর্ত্যালোকে ) বা স্বর্গলোকে যেখানে যে দেহ ধারণ করে ( দেহে আশ্রয় লয় ) সেখানে সেই দেহে মনাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে পুনরায় বিস্তার করে; হে পাণ্ডব, দীপশিখা নির্ঝাপিত হইলে যেমন তাহার প্রভাও তাহার সহিত চলিয়া যায়, আর, পুনরায় জ্বলাইলে ঐস্থানে তখনই প্রভাদহ তেমনি ভাবে প্রকটিত হয়; পরন্তু, হে কিরীটি, অবিবেকীর ( অজ্ঞানের ) দৃষ্টিতে এমনভাবে সর্ব কার্যে সেইরূপ ব্যবহারই দৃষ্ট হয় ( জীবের কর্তৃত্ব দেখা যায় ); কারণ, তাহার মনে করে আত্মা সত্যসত্যই দেহে প্রবেশ করে, আর আত্মাই বিষয় ভোগ করে, অথবা সত্যই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়; নতুবা ( বাস্তবিকপক্ষে ) এই আসা, যাওয়া, কার্য করা বা ভোগ করা—এ সমস্তই প্রকৃতির ধর্ম—ইহাই আত্মা মানিয়া লয় ( ৩৪০ ) ।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।

যতন্তোহ্যপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

পরন্তু, সম্মুখে দেহের মোটী ( আকার ) খাড়া হইয়া আছে এবং তাহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, আর চেতনাশক্তির প্রভাবে দেহ নড়িতেছে, —ইহা দেখিয়া লোকে বলে ( আত্মা ) আসিয়াছে; তেমনি, হে স্বেদপ্রাপতি, তাহার ( দেহের ) সংযোগে যখন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় আপন-আপন বিষয়ে প্রবেশ করে, তখনি বলে ‘জীব ভোগ করিতেছে’; পরে যখন ভোগে ক্ষীণ হইয়া দেহ আপনা হইতেই নিশ্চেষ্ট হয়, তখন ‘গেল রে গেল’

বলিয়া চীৎকার করে; § হে পাণ্ডব, বৃক্ষ ছলিতেছে দেখিয়াই কি বলিবে বায়ু বহিতেছে, আর বৃক্ষের কম্পন না থাকিলে কি বায়ু থাকে না? কিম্বা, দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া নিজের রূপ দেখিলেই কি তখন রূপের সৃষ্টি হয়? দর্পণে দেখিবার পূর্বে কি রূপ থাকে না? কিম্বা, দর্পণ দূরে সরাইয়া লইলে যখন প্রতিবিম্বের আভাস নষ্ট হইয়া যায়, তখন কি বুঝিতে হইবে যে নিজের অস্তিত্বের লোপ হইল? শব্দ আকাশেরই গুণ, পরন্তু, যখন মেঘ গর্জন করে তখন ঐ শব্দ মেঘেই আরোপ করা হয়, কিম্বা, যেমন মেঘের বেগ চন্দ্রে আরোপ করা হয়; তেমনি মোহবশতঃ লোকে দেহের যাওয়া-আসা (জন্মমৃত্যু) বিকাররহিত আত্মসত্তার উপর নিশ্চিতভাবে আরোপ করে—তাহারা অন্ধ; এই শরীরে আত্মা আপন স্থানে থাকিয়া দেহের ধর্ম বাহা দেহেই অহস্তিত হয়—তাহা (সাক্ষীভূত হইয়া) দেখে,—যে বিবেকী পুরুষ ইহা দেখিতে পায় সে (পূর্বকথিত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ হইতে) স্বতন্ত্র; জ্ঞানের প্রভাবে যাহার দৃষ্টি শুধু দেহের থলিতে আবদ্ধ নয়,—গ্রীষ্মকালে প্রথর সূর্য্যাকিরণের ছায়; (৬৫০) বিবেকের বিভূত প্রকাশে যাহার অন্তরে আত্মরূপের স্ফূরণ হইয়াছে—কেবল সেইরূপ জানীপুরুষই শুদ্ধ আত্মাকে দেখিতে পান; নক্ষত্রে ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব যেমন সমুদ্রে পড়ে, পরন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে আকাশ ভাদ্রিয়া সমুদ্রে পড়ে নাই; আকাশ যেখানকার সেখানই আছে, সমুদ্রে তাহার প্রতিবিম্ব মিথ্যা আভাস মাত্র,—তেমনি দেহে আত্মাকে আবদ্ধ দেখা যায়—উহা আভাস মাত্র; অগভীর জলের বিক্ষুব্ধতা (যাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব টুকরা টুকরা দেখায়) জলে মিলাইয়া গেলে যেমন দেখা যায় চন্দ্রমা স্বস্থানে স্থির হইয়া আছে; কিম্বা, জলের গর্ভে জল কখনও ভরিয়া থাকে, কখনও শুকাইয়া যায়, পরন্তু সূর্য্য যথাস্থানে ঠিক একভাবেই থাকে,† তেমনি দেহে জন্মমৃত্যু থাকিলেও, আমি সর্বদা অবিকৃত থাকি—জানিগণ তাহাই দেখেন; ঘট ও মঠ তৈয়ারী করিয়া পরে ভাদ্রিয়া ফেলা যায়, পরন্তু আকাশ যেমন ছিল তেমনই থাকে; তেমনি, আত্মসত্তা

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—তবে অর্থ একই.

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“কিম্বা, গর্ভের জল যেমন শুকাইয়া যায়, সূর্য্য যেমন তেমনই থাকে.”

অথও ও অব্যয়, অজ্ঞানদৃষ্টিতে কল্পিত দেহেরই জন্মমৃত্যু হয়—জানিগণ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত ; নির্মল আত্মজ্ঞানের প্রভাবে তাঁহারা জানিতে পারেন যে চৈতন্তের ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই, উহা কৰ্ম করায়ও না করেও না। মহুগ্ন যতই জ্ঞান লাভ করুক না কেন, সৰ্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হউক না কেন, বুদ্ধির প্রভাবে অণুপরমাণুও বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হউক না কেন ; পরন্তু, এমন ব্যাপ্তি হইলেও, যতক্ষণ না তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় ; ততক্ষণ আমার সৰ্ব্বাত্মক স্বরূপের দর্শনলাভ করিতে পারে না ; ( ৩৬০ )

হে ধনুর্দ্ধর, মহুগ্ন মুখে বিবেকের বাক্য বলিতে পারে, পরন্তু তাহার অন্তঃকরণ যদি বিষয়ের আধার হয়, তবে ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সে আমাকে কখনও প্রাপ্ত হইবে না ; স্বপ্নে প্রাপ্ত গ্রন্থ' দ্বারা কি সংসারের সমস্তাগুলির মীমাংসা হয় ? কিবা পুস্তক স্পর্শ করিলেই কি তাহা পড়িবার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ? অথবা, চক্ষু বাঁধিয়া শুধু নাকের সহিত লাগাইলেই কি মুস্তার দ্ব্যম বলা যায় ? তেমনি, যদি চিত্তে অহংকার ভরা থাকে, আর মুখে সকল শাস্ত্রের চর্চা করিতে থাকে তাহা হইলে কোটি জন্ম গেলেও আমাকে প্রাপ্ত হয় না ; একমাত্র আমিই সৰ্ব্বভূতে কি করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া আছি এখন তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি, শুন ;

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তন্তেজো বিজ্জি মামকম্ ॥ ১২

সূর্য্য সমেত এই সারা বিশ্বরচনা যে তেজদ্বারা প্রকটিত হইয়া আছে, তাহা আত্মত্ব<sup>২</sup> আমারি তেজ, জানিবে ; হে পাণ্ডুরত, সবিতা যে জলশোষণ করিয়া অস্ত্র যায়, চন্দ্রমা তাহা আনন্দে পূরণ করে,—সেই চন্দ্রের কিরণ আমারি তেজ ; আর, অগ্নির তেজোরুদ্ধি ( প্রচণ্ড তেজ ) নিরবধি দহন, পাচন ইত্যাদি কৰ্ম করে, তাহাও আমারি ।

গামাবিশ্ণু চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চোষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসান্ধকঃ ॥ ১৩

আমি ভূতলে প্রবেশ করিয়া পৃথ্বীকে ধারণ করিয়া আছি, সেইজন্যই

ইহা মাটির ঢেলা হইয়াও মহাসাগরের জলে গলিয়া যায় না ; আর, পৃথ্বী যে অসংখ্য চরাচর ভূতগ্রামের ভার বহন করিতেছে,—আমিই তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধরিয়া আছি ; (৩৭০) হে পাণ্ডুহৃত, আকাশে চন্দ্রমার রূপে আমিই একটা চলন্ত অমৃতের ভরা সরোবর ; সেখান হইতে চন্দ্রের যে কিরণজাল নিক্ষিপ্ত হয় তাহাতে অমৃতের স্রোত বহাইয়া আমিই সমস্ত বনস্পতি ( সর্বৌষধি )কে পোষণ করি ; এইভাবে, ধাতাদি সকল শস্তকে রসাল করিয়া, অন্নদ্বারা সকল প্রাণিগণের জীবনরক্ষা করি ;

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচামন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

আর, অন্ন উৎপন্ন হইলে, সেই অন্ন যে জঠরাগ্নি পাক করিয়া জীবের পুষ্টিসাধন করে, অগ্নির সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল ? সুতরাং, হে কিরীটি, প্রাণিমাত্রেরই শরীরে, নাভিদেশে অগ্নির পাত্র জ্বালাইয়া, আমিই তাহাদের জঠরাগ্নি হইয়া থাকি ; দিবারাত্রি প্রাণ ও অপান বায়ুর যুক্ত-হাপর চালাইয়া, তাহাদের উদরের মধ্যে যে কত খাণ্ডদ্রব্য পাক করি তাহার ইয়ত্তা নাই ; শুষ্ক অথবা স্নিগ্ধ ( রসাল ), স্থপক কিম্বা দধ্ব—এইরূপ চারি-প্রকার অন্ন আমি পাক করি ; এইভাবে, জগতে যত জীব আছে সে সবই আমি, তাহাদের জীবনও আমি, জীবনের মুখ্য সাধন যে জঠরাগ্নি তাহাও আমিই ; এখন, আমার বিচিত্র ব্যাপকতা সঙ্ক্ষে ইহার অধিক আর কি বলিব ? এই বিশ্বে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, আমিই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি ; তবে এক কারণে প্রাণিগণের মধ্যে একজন সदा স্ব্থ ভোগ করে, অল্প একজন দুঃখে ডুবিয়া থাকে ( ব্যাকুল হয় ) ? § ( ৩৮০ ) সারা নগরীতে যদি একটি দীপের দ্বারা অল্প দীপগুলি জ্বালান হয় তবে তাহার মধ্যে একটির প্রকাশ নাই এরূপ কেন হয় ? তোমার মনে যদি এইরূপ তর্ক-বিতর্ক ( সংশয় ) উঠে, তবে তোমার শৃঙ্খা ভালভাবে দূর করিতেছি, ওন ; বাস্তবিক পক্ষে, জগতে সর্বত্র আমিই ব্যাপ্ত হইয়া আছি, আমা ভিন্ন অল্প

১ একটা মনুষ্য ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“প্রাণিগণের মধ্যে একজন দুঃখে আক্রান্ত হয় ;”

কিছুই নাই,—পরন্তু প্রাণিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে আমাকে কল্পনা করে ; যেমন, আকাশধ্বনি একই, অথচ বাতাসের ভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নাদ উৎপন্ন করে ; কিম্বা, একই সূর্য্য উদয় হইলে লোকের বিভিন্ন ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপযোগী হয় ; অথবা, বীজের ধর্ম্মানুসারে জল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ উৎপন্ন করে, তেমনি আমার স্বরূপ জীবের বিভিন্ন রূপে পরিণত হয় ; একটি মূর্খ অগ্রাটি চতুর, ইহাদের সম্মুখে একটি নীলমণির দোহুতী হার পড়িলে, মূর্খ সর্প ভাবিয়া ভীত হয়, অগ্রাটি ( তাহার স্বরূপ জানিয়া ) আনন্দিত হয় ; আর বেনী বদিবার প্রয়োজন নাই,—স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তির মধ্যে গিয়া মুক্তা হয়, আর সর্পের মুখে বিধে পরিণত হয়,—তেমনি আমি জ্ঞানী পুরুষের সুখের, এবং অজ্ঞানী পুরুষের দুঃখের কারণ হই ;

সর্ব্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেত্তো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

বাস্তবিকপক্ষে সর্ব প্রাণীর হৃদয়দেশে ‘আমি অমুক’—এই যে বুদ্ধি ( অহংকার ) রাত্রদিন স্মৃতিত হয়, সে বস্তুও আমি ; পরন্তু, সাধুসঙ্গ করিয়া, যোগজ্ঞানের অভ্যাস করিয়া, এবং বৈরাগ্যের সহিত গুরুচরণ উপাসনা করিয়া ; ( ৩৯০ ) এইরূপ সদাচরণ করিয়া যাহাদের অশেষ অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়, আর যাহাদের অহংভাব আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করে ( লয়প্রাপ্ত হয় ) ; তাঁহারা আপনা হইতেই আমাকে জানিতে পারেন, এবং আত্মস্বরূপেই সদা স্থখী হইয়া থাকেন—ইহাদের এই প্রকার ( আনন্দময় ) স্থিতির জন্ত আমি ভিন্ন আর কোন কারণ থাকিতে পারে ? হে ধনঞ্জয়, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন সূর্য্যের প্রকাশেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, তেমনি আমাতে আমাকে জানিবার কারণ আমিই ; অপন্ন পক্ষে, দেহের ( শরীররূপ প্রিয়বস্তুর ) সেবা করিয়া এবং সর্ব্বদা সংসারসুখের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া যাহাদের অহংতা দেহেই ডুবিয়া আছে ; তাঁহারা স্বর্গ ও সংসারের জন্ত ( ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্ত ) কৰ্ম্মের পশ্চাতে°

ধাবিত হয় এবং সেইজন্ত তাহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করে ( দুঃখের শেল-  
ভাগী হয় ) ; পরন্তু, হে অৰ্জুন, অজ্ঞানজনিত এই স্থিতি তাহারা আমার  
সত্তা হইতেই প্রাপ্ত হয়, যেমন আগ্রত অবস্থার বিষয়গুলিই নিদ্রায় স্বপ্নের  
কারণ হয় ; মেঘের জন্ত দিনের আলো কমিয়া যায়, পরন্তু দিনের ( আলোর )  
জন্তই মেঘ দেখা যায়, তেমনি আমাকে না জানিয়া ( আমার স্বরূপের জ্ঞান  
হারাইয়া ) প্রাণিগণ যে বিষয়ে মত্ত থাকে, তাহা আমার সত্তা হইতেই হয় ;  
হে ধনঞ্জয়, যেমন নিদ্রা ও আগরণের মূল কারণই আগ্রত অবস্থা তেমনি  
জীবের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মূল কারণই আমি ;+ এইজন্তই, হে ধনঞ্জয়,  
আমার বাস্তবস্বরূপ না জানিয়া বেদ যখন আমাকে জানিবার প্রয়াস করিল,  
তখন উহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইল ; তথাপি, এই ভিন্ন ভিন্ন শাখা  
হইতে আমার স্বরূপ নিশ্চিতভাবে জানা যায়—যেমন পূৰ্ব ও পশ্চিমগামী  
নদীগুলি সব সমুদ্রেই আশ্রয় পায় ; ( ৪০০ ) আর যেমন গন্ধের সহিত  
বায়ুপ্রবাহ আকাশে লীন হয় তেমনি শব্দের সহিত শ্রুতি ও ( ব্রহ্মান্বিরূপ )  
মহাসিদ্ধান্তের মধ্যে লীন হয় ; তেমনি, সমস্ত শ্রুতি যাহার সমুখে লজ্জিত  
হইয়া স্তব্ধ হয়, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে আমিই যথাবৎ প্রকট করি ; তারপর,  
যেখানে শ্রুতির সহিত সারা জগৎ নিঃশেষে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শুদ্ধ আত্ম-  
জ্ঞানের প্রকৃত জ্ঞাতা আমিই ; নিদ্রা হইতে জাগিলে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়গুলি  
যেমন অন্তর্হিত হয় এবং আগ্রত মনুষ্য আপনাকে একাই দেখিতে পায় ;  
তেমনি, কোনওপ্রকার দ্বৈতভাষ্য বিনাই আমি আমার অদ্বৈততত্ত্ব জানিতে  
পারি—এই আত্মবোধের মূল কারণ আমিই ; হে বীর, যেমন কর্পূরে অগ্নি  
লাগিলে কাজলও পড়ে না আর অগ্নিও শেষ পর্য্যন্ত থাকে না ; তেমনি,  
যে জ্ঞান সমস্ত অবিজ্ঞাকে ভক্ষণ ( ভস্ম ) করে, ঐ জ্ঞান যখন স্বয়ং লুপ্ত হয়,  
তখন কিছুই নাই বলা যায় না, আর আছে তাহাও ঠিক নয় ; § যে চোর  
আপনার পশ্চাৎ ( সঙ্গে ) সারা বিশ্বই চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহার  
শঙ্কান কে করিবে ? তেমনি, যাহা কোনও একটি শুদ্ধ অবর্ণনীয় অবস্থা,

+ এখানে পাঠান্তরে অস্ত্র একটি ওরী দেখা যায়—“যেমন সর্পের আভাস ও রজ্জুর জ্ঞানের  
মূল কারণ রজ্জুই, তেমনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রসারের নিশ্চিত কারণ আমিই” ;

১ তিনটি ;

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“আর আছে তাহা বলাও শোভা পায় না” ;



তাহা আমিই” ; † —এইভাবে, কৈবল্যপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার উপাধি-  
 রহিত শুদ্ধস্বরূপ কিরূপে জড় ও সজীব সমস্ত বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে,  
 তাহাই বর্ণনা করিলেন ; আকাশে চন্দ্রোদয় হইলে ক্ষীরসমুদ্রে যেমন তাহার  
 প্রতিবিম্ব পড়ে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশের বোধ অৰ্জুনের মনে সহসা  
 উদয় হইল ; ( ৪১০ ) কিম্বা, নির্মল মন্থণ দেওয়ালের উপর যেমন তাহার  
 সমুখস্থ চিত্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি অৰ্জুনের অন্তঃকরণে বৈকুণ্ঠনাথের  
 উপদেশের প্রতিবিম্ব পড়িল ( ‘অৰ্জুন ও বৈকুণ্ঠনাথের মনে বোধ সমানভাবে  
 বিরাজ করিতে লাগিল’ ) ; ব্রহ্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই এই যে যেমন যেমন এই  
 জ্ঞান হইতে থাকে, তদনুপাতে ইহা জানিবার স্পৃহাও বলবতী হয়, সেইজন্ম  
 ( আত্মতত্ত্বজ্ঞ ) অমৃতভব-সিন্ধুর রাজা ( শ্রেষ্ঠ ) অৰ্জুন কহিলেন, “হে দেব,  
 আপনার ব্যাপকতা বর্ণন করিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে আপনি আপনার অনন্ত,  
 উপাধিরহিত স্বরূপের যে বর্ণনা করিলেন ; তাহাই একবার পূর্ণভাবে  
 আমাকে বুঝাইয়া বলুন”,—তখন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“তুমি ভালই  
 বলিয়াছ ; আমিও নিরন্তর প্রেমসহকারে এই কথাই বলিতে চাহি, পরন্তু,  
 কি করা যায় ? তোমার জ্ঞায় প্রসঙ্গকারী শ্রোতা জোটে না ; আজ  
 তোমাকে পাইয়া আমার মনোরথ সফল হইল, কারণ তুমি প্রাণ ভরিয়া  
 আমাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ ; অদ্বৈতপ্রাপ্তির পর যে নির্মলস্বরূপের অমৃতভূতি  
 হয়, সে সৰ্ব্বদা প্রশ্ন করিয়া তুমি আমাকে স্মৃতি করিয়াছ ; দর্পণ কাছে  
 আনিলে যেমন তাহার মধ্যে আপনার চক্ষু দেখা যায়, সেই দর্পণের জায়  
 নির্মল প্রশ্নকুশল-শিরোমণি তোমাকে পাইয়াছি ; হে সখা অৰ্জুন, তুমি  
 অজ্ঞানতাৰণতঃ প্রশ্ন করিতেছ, আর আমি তোমাকে স্তবাইতে ( শিখাইতে )  
 বসিয়াছি—এমন নহে” ; এই কথা বলিয়া ভগবান-অৰ্জুনকে আলিঙ্গন  
 করিলেন, ও তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ;  
 ( ৪২০ ) “ওষ্ঠ দুটি হইলেও বাক্য একই, চরণ দুইটি হইলেও চলন একই, তেমনি  
 তোমার প্রশ্ন করা এবং আমার বলা এ-দুটিও এক ; এইরূপে, তুমি ও আমি  
 একই অর্থে ( অভিপ্রায়ে ) দৃষ্টি রাখিয়াছি, সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রশ্নকারী ও

† চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে,—অর্থ একই : “সে শুদ্ধবস্ত আমিই” ;

১ এখন ;

উত্তরদাতা দুই এক হইয়া গিয়াছে” ; এইভাবে, বলিতে বলিতে নোহে আবিষ্ট হইয়া ভগবান অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিলেন, পরে চকিত ( ভীত ) হইয়া কহিলেন,—“অর্জুনের প্রতি এত প্রেম ভাল নহে ; পাছে’ আল দিয়া ইক্ষুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষার মিশ্রিত করিতে হয়, তেমনি এই প্রেমের মোহ দূর না করিলে আমাদের সংবাদস্বত্বের রসালত্ব নষ্ট হইবে ; অর্জুন নর, আমি নারায়ণ, প্রথম হইতেই আমাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই—পরন্তু আমার এই প্রেমের বেগ ( আবেশ ) আমার অন্তরের মধ্যেই থামাইয়া দিতে হইবে” ; এইভাবে বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা বলিলেন—“হে বীরেশ, তুমি এ কেমন প্রশ্ন করিলে ?” ; এদিকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন ( শ্রীকৃষ্ণ লীন হইয়া ছিলেন ) ; ( একথা শুনিয়া ) তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, এবং তিনি প্রশ্নাবলীর কথা শুনিবার জগু উদ্‌গ্ৰীব হইলেন ; গদগদ ভাষায় অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনি আপনার নিরুপাধিক স্বরূপের কথা বলুন” ; ইহা শুনিয়া শাকধর শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিবার জগু উপাধির দুইপ্রকার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন ; নিরুপাধিস্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল, এখানে উপাধির কথা কেন বলিতেছেন ?—যদি কাহারও মনে এইরূপ প্রশ্ন জাগে ( ৪৩০ ) ; ( ইহার উত্তর এই যে ) ঘোল হইতে সারাংশ বাহির করাকেই মাখন তোলা বলে, খাদ গলাইয়া ফেলিলে পর সোনা খাটি শুদ্ধ সোনায় পরিণত হয় ; শৈবাল হাত দিয়া সরাইবার পর জল পাওয়া যায়, মেঘ সরিয়া গেলেই আকাশ নির্মল হয় ( সিদ্ধ হয় ) ; উপরের ভূমির আবরণ (ঝাড়িয়া ) ফেলিয়া’ আলাদা করিলে কি শস্তের কণা পাইতে কোনও কষ্ট হয় ? তেমনি, বিচার দ্বারা উপাধিবৃত্ত বস্তুর উপাধির অন্ত হইলেই ‘নিরুপাধিক’ কি তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না ; কুলঙ্গী যেমন ( পতির নাম উল্লেখ করিলে ) কোনও কথা না বলিয়াই পতির বর্ণনা করে, তেমনি বাণী শুদ্ধ হইয়াই সেই অবর্ণনীয় বস্তুকে বর্ণনা করে ; ‘তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না’ এই কথা বলিলেই নিরুপাধিক’ স্বরূপের বর্ণনা করা হয়, হুতরাং লক্ষ্মীনাথ<sup>১</sup> শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ উপাধির<sup>২</sup> বর্ণনা আরম্ভ করিলেন ; প্রতিপদের

১ বাণি ;

২ ঝাড়িয়া ;

৩-৪ উপাধির লক্ষণ ;

চন্দ্রের (স্বপ্ন) রেখা দেখিবার জন্য যেমন বৃক্ষের শাখাই উপযোগী, তেমনি এই সময় উপাধির আলোচনাই নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ বর্ণনার উপযোগী হইল ;

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

ভগবান কহিলেন—“হে সব্যাসাচি, এই সংসাররূপ নগরের বাসিন্দা খুবই কম,—শুধু দুইটি পুরুষ (এখানে বাস করে) ; সারা গগনে যেমন দিন ও রাত্রি এই দুটি বিরাজ করে, এই সংসাররূপী রাজধানীতেও শুধু দুটি পুরুষ আছে ; অন্য একটি তৃতীয় পুরুষও আছেন, পরন্তু তিনি এ দুটির নামও সহ্য করিতে পারেন না,—তঁাহার উদয় হইলে তিনি নগর সমেত এ দুটিকে খাইয়া ফেলেন ; ( ৪৪০ ) পরন্তু এসব কথা থাকুক ; প্রথমতঃ এই দুটির কথা শুন,—যাহারা এই সংসারগ্রামে বাস করিতে আসিয়াছে ; ইহার মধ্যে একটি তো অক্ষ, মূঢ় ও পশু, অপরটি সৰ্ব্বাঙ্গে হস্তপুষ্ট, একই গ্রামে থাকার জন্য উভয়ের মধ্যে সন্ধ ঘটিয়াছে ; ইহার একটির নাম ‘ক্ষর’ অপরটিকে ‘অক্ষর’ বলা হয়, ইহারা দুটিতে এই সংসার ব্যাপিয়া ভরিয়া আছে ; এখন ‘ক্ষর’ কোনটি, ‘অক্ষরের’ লক্ষণ কি—এই সমস্ত পূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়া তোমাকে বলিতেছি ; হে ধনুর্ধর, মহত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ত্বণের শেষ ডগা পর্যন্ত ; ছোট বড়, চরাচর বস্তু যাহা কিছু এই সংসারে আছে—এক কথায় মন ও বুদ্ধির গোচর যাহা কিছু আছে ; যে সকল বস্তু পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন, যাহাদের নাম ও রূপ আছে, এবং যাহারা গুণত্রয়ের ( কারণানার ) আয়ত্তের মধ্যে পড়ে ; যে সোনা হইতে ভূতাকৃতি মূদ্রা তৈয়ারী হয়, যে কড়ি দ্বারা কালরূপী জুয়াড়ীর খেলা চলে ; বিপরীত জ্ঞান বা মোহ হইতে যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাহা কিছু প্রতিক্রমে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয় ; ভাস্কিরূপ অরণ্য হইতে যে সৃষ্টি রূপ গ্রহণ করে,—আর অধিক কি বলিব ? যাহাকে লোকে জগৎ কহে ; ( ৪৪০ ) যে অষ্টধা ভিন্ন ( ভেদসংযুক্ত ) প্রকৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে ; যাহাকে ছত্রিশ তত্ত্বদ্বারা নির্মিত দেহ-ক্ষেত্র বলা হইয়াছে ; এই পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের আর কত বর্ণনা করা যায় ? এখনি সংসারবৃক্ষের রূপকের দ্বারা যাহার বর্ণনা করিয়াছি ; এ সমস্ত সাকার জগৎ আপনারই থাকিবার নগর ( আবাসস্থান ) কল্পনাকরিয়া, তদনুসারে চৈতন্ত স্বয়ং এই সব আকার ধারণ

করিয়াকে ; কৃপের জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া সিংহ যেমন ( অস্ত্র একটি সিংহ মনে করিয়া ) ক্ষুব্ধ হয়, এবং ক্রোধে ঐ কৃপের মধ্যে লাকাইয়া পড়ে ; কিবা, যেমন জলের অভ্যন্তরস্থ আকাশতন্দের উপর আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি অর্ধৈতচৈতন্য ( মায়া'র উপাধি দ্বারা ) দ্বৈতরূপ ধারণ করে ; হে অর্জুন এইভাবে সাকার নগর কল্পনা করিয়া আত্মা ( আপনার মূলস্বরূপ ) ভুলিয়া যায়, এবং ঐ বিশ্বভিত্তিতে নিদ্রা যায় ; স্বপ্নে শয্যা দেখিয়া যেমন কেহ তাহাতে নিদ্রা যায়, তেমনি আত্মাও ঐ কল্পিত নগরে নিদ্রিত হয় ; পরে, নিদ্রার আবেশে 'আমি স্থখী' 'আমি দুঃখী' বলিয়া নালিকাধ্বনি করে এবং অহংতা ও মমতার<sup>১</sup> প্রবল আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রার মধ্যে জোরে কথা বলিতে থাকে ; 'এই আমার পিতা' 'এই আমার মাতা', 'আমি গৌরবর্ণ', 'আমি হীন', 'আমি পূর্ণ', 'ইহারা কি আমার পুত্র, বিত্ত, কান্তা নহে ?' এইভাবে, স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া ভবস্বর্ণের ঔরণ্যে দোড়াইতে থাকে,—হে অর্জুন, এই চৈতন্যকেই 'কর' পুরুষ বলা হয় ; (৪৬০) এখন যাহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই আখ্যা দেওয়া হয়, যে দশাকে জগতে 'জীব' বলে ; যে আপনাকে বিশ্বত হইয়া সর্বভূতের গুণধর্মের অহুকরণ (অহুমরণ) করে,—সেই আত্মাকে ( জীবাত্মাকে ) 'কর পুরুষ' নাম দেওয়া হয় ; ব্রহ্মস্থিতিতে পরিপূর্ণ বলিয়া তাহাকে 'পুরুষ' বলা হয়, আর দেহনগরে নিজাবস্থায় থাকে বলিয়াও তাহার নাম 'পুরুষ' ; আর, উপাধি দ্বারা বেষ্টিত বলিয়াই বৃথা তাহাকে 'করতা' বা নশ্বরতার অপবাদ দেওয়া হয় ; খল্খল শব্দে প্রবহমান ( তরঙ্গায়িত ) জলের উপর চন্দ্রের প্রকাশ যেমন আন্দোলিত হইতে দেখা যায়, তেমনি উপাধির বিকার-হেতু আত্মাকেও ঐরূপ ( চঞ্চল ) দেখায় ; ক্ষুদ্র জলের প্রবাহ যখন শুকাইয়া যায়, উহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের প্রকাশও সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়, তেমনি উপাধির নাশ হইলে উপাধিজনিত বিকারও<sup>২</sup> লুপ্ত হয় ; এইভাবে উপাধির সামর্থ্যই এই পুরুষ 'কর্ণিকৃৎ' ( কণভঙ্গুরতা ) প্রাপ্ত হয়, এই অসারতার জন্তই ইহাকে 'কর' বলে ; এইরূপে, সমস্ত জীবচৈতন্য ( জীবাত্মা )কে 'কর' পুরুষ বলিয়া জানিবে ; এখন 'অকর' পুরুষ<sup>৩</sup> কাহাকে বলে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি ; হে ধনঞ্জয়,<sup>৪</sup> 'অকর' নামীয় যে দ্বিতীয় পুরুষ আছেন,

১ অহং সমাধির ;

২ উপাধির ক্ষরণ ;

৩ ধর্মকর ;

তিনি পর্বতের মধ্যে মেকর জায়, কেবল মধ্যস্থ বা সাক্ষীরূপে বর্তমান ; কারণ, পৃথ্বী, পাতাল ও স্বর্গের ভেদে যেমন মেকর তিন প্রকারের হয় না ( অথও ), তেমনি এই ‘অক্ষর’ পুরুষও জ্ঞান ও অজ্ঞানের অঙ্গে লিপ্ত হন না ; ( ৪৭০ ) যথার্থ ( শুদ্ধ ) জ্ঞান তাঁহাকে একত্ব প্রাপ্ত করায় না, বিপরীত জ্ঞান তাঁহাতে দ্বৈতভাব আনে না—এই দুই স্থিতির মধ্যে যে শুদ্ধ ( কেবল ) অজ্ঞান, তাহাই তাঁহার স্বরূপ ; মাটির মাটিত্ব নিঃশেষ হইলে, ( তাহাঘাটা ) ঘটভাঙাদি তৈয়ারীর পূর্বে মৃৎপিণ্ড যেমন একটি মধ্যস্থ অবস্থা, ঐ মৃৎপিণ্ডের জায় ‘অক্ষর’ পুরুষেরও তেমনি মধ্যস্থ স্থিতি ; সাগর শুকাইলে তাহাতে তরঙ্গও থাকে না, জলও থাকে না,—তেমনি মধ্যস্থ নিরাকার যে স্থিতি, হে পার্থ, জাগৃতি চলিয়া যায়, পরন্তু স্বপ্নাবস্থা আসে না—সেইরূপ ‘মধ্যস্থ’ নিদ্রার অবস্থার জায়’ ইহাকে দেখিবে ; বিশ্বাভাস মিটিয়া যায় পরন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না,—এইরূপ ( মধ্যস্থ ) কেবল ‘অজ্ঞান’ দশারই নাম ‘অক্ষর’ ; বোলকলা বিরহিত অমাবস্তার চন্দ্রের যে রূপ,—এই ‘অক্ষরের’ রূপও তেমনি জানিবে ; সর্বোপাধির বিনাশ হইলে, জীবদশা বাহাতে লীন হয়, —যেমন ফল পাকিবার পর বৃক্ষ বীজরূপে তাহাতে সমাবিষ্ট হয় ; তেমনি, উপাধিবৃক্ত জীব উপাধিসহ যেখানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে ( লীন হয় ), তাহাকেই ‘অব্যক্ত’ বলে ; বেদান্তে বাহাকে ‘বীজভাব’ ( বা বীজস্থিতি ) বলিয়াছে সেই স্থিতিই ‘অক্ষর’ পুরুষের স্থান ; যেখান হইতে ‘অনুধ্যা’ বা বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জাগৃতি ও স্বপ্ন বিস্তার করে, এবং নানা বুদ্ধি ( ভর্তুকিভর্তুক )রূপ অরণ্যে প্রবেশ করে ; ( ৪৮০ ) হে কিরীটি, যেখান হইতে জীবত্ব উঠে এবং বিশ্বাভাস সৃজন করে—‘আমি’ ও ‘আমার’ অর্থাৎ জীবত্ব ও বিশ্ব ( অব্যক্ত ও ব্যক্ত ) এই ‘উভয়বুদ্ধি’<sup>২</sup> যেখানে একত্ব হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়— তাহাই ‘অক্ষর’ পুরুষ ; অপর যে ‘ক্ষর’ পুরুষ যিনি বিশ্ব<sup>৩</sup> স্বপ্ন ও জাগৃতির খেলা খেলিতেছেন,—এই দুইটি অবস্থা যেখান হইতে উৎপন্ন হয় ; অজ্ঞানঘন স্তম্ভপুঞ্জ বলিয়া বাহার খ্যাতি, বাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কিছু নিম্নের স্থিতি ; আর, হে বীর, এই জাগৃতি ও স্বপ্নাবস্থা না থাকিলে যে স্থিতিকে সত্যই ব্রাহ্মীস্থিতি

১ সঙ্কুচিত অবস্থার জায় ;

২ উভয়বোধ ; উভয়ভেদ ;

৩ যিনি দেহ ধারণ করিয়া বিধে ;

বলা বাইত; পরন্তু, যে (নিজারূপী) গগনে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'রূপ দুইটি মেঘের উৎপত্তি হয়, যাহাতে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজের' স্বপ্রাভাস হয়; মোট-কথা এই অধোশাখা যে সংসাররূপ বৃক্ষ, তাহার মূলই 'অক্ষর' পুরুষের স্বরূপ; ইহাকে 'পুরুষ' কেন বলা হয়? ইনি পূর্ণভাবে আত্মস্বরূপ হইয়াও<sup>১</sup> শয়ন করিয়া নিজা বান বলিয়াই ইহাকে 'পুরুষ' বলে; আর যে অবস্থায় বিকারের খেলা বা বিপরীত জ্ঞানের (অজ্ঞানের) প্রকার (ক্রিয়া) অল্পতব করা যায় না, তাহাই ইহার 'স্বস্থি'; এইজন্য, ইহা শয়ন নষ্ট হয় না, এবং জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু ইহাকে নাশ করিতে পারে না; এই কারণে বেদান্তের মহাসিদ্ধান্তের মধ্যে ইহা 'অক্ষর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; (৪২০) এইভাবে জীবরূপী কার্যের বাহ্য কারণ, এবং মায়ার সজ্জই যাহার লক্ষণ, তাহাকেই 'অক্ষর' পুরুষ বা 'চৈতন্য' বলিয়া জানিবে;

উত্তমঃ পুরুষস্ত্যুঃ পরমাণ্বোত্যাহুতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যব্য ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

এখন, বিপরীত জ্ঞান হইতে এই বিশ্বে (জাগৃতি ও স্বপ্ন) এই যে দুইটি অবস্থায় উৎপত্তি হয়, তাহা মূল গাঢ় অজ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়; অজ্ঞান যখন জ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া যায়, এবং জ্ঞান যখন অজ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন, অগ্নি যেমন কাঠকে জ্বালাইয়া স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হয়<sup>২</sup>; তেমনি, জ্ঞান অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া, এবং ব্রহ্মবস্তু(স্বরূপ) প্রাপ্ত করাইয়া<sup>৩</sup> স্বয়ং নষ্ট হয়,—এই অবস্থায়, জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে; তাহাই 'উত্তমপুরুষ', যাহাকে তৃতীয় পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এবং বাহ্য পূর্বোক্ত দুইটি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র; হে অর্জুন, 'স্বপ্ন' ও 'স্বস্থি' হইতে 'জাগৃতি' যেমন সম্পূর্ণ একটি পৃথক অবস্থা; কিম্বা, বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল যেমন সূর্য্যকিরণ ও যুগ্মজল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনি 'উত্তম' পুরুষও (অন্য দুইটি পুরুষ হইতে) সম্পূর্ণ পৃথক; অথবা, কাঠে নিহিত অগ্নি যেমন কাঠ হইতে ভিন্ন, উত্তমপুরুষও তেমনি 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' হইতে স্বতন্ত্র; কল্পান্তে একার্ণবে

১ ইহাকে পূর্ণভাবে আত্মস্বরূপ বলিয়া বানা হয়, পরন্তু;

২ অবশিষ্ট থাকে না;

৩ স্বয়ং ব্রহ্মবস্তু হইয়া দাঁড়ায়;

পূর্ণ জলপ্রবাহ বাড়িয়া যেমন আপনার সীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত নদনদীকে এক করিয়া দেয় ; তেমনি, বাহার সম্মুখে স্বপ্ন, স্মৃতি বা জাগৃতি—এ কোনও অবস্থার অস্তিত্বই থাকে না—যেমন প্রলয়ের সংহারভেজে দিন ও রাত্রি গলিয়া যায়’ ; (৫০০) বাহাতে ‘একত্ব’ ( অঈশ্বত ) বা দৈতাভাস আছে কি নাই বুঝা যায় না এবং অমুভব স্তব্ধ হইয়া ডুবিয়া যায় ; এই যে একটি তত্ত্ব— তাহাকে ‘উত্তমপুরুষ’ বলিয়া জানিবে ;—বাহাকে ইহলোকে পরমাত্মা বলা হয় ; হে পাণ্ডুহৃত, তাহাতে (পরমাত্মায়) লীন না হইয়া, জীবন্ত আশ্রয় করিয়াই তাহাকে এইভাবে ( ‘উত্তমপুরুষ’রূপে ) অভিহিত করা যায় ;—ডুবিয়া যাইবার বার্তা যেমন শুধু সেই বলিতে পারে যে তাঁরে দাঁড়াইয়া থাকে ; তেমনি, হে কিরীটি, বেদ যতক্ষণ বিবেকের তাঁরে দাঁড়াইয়া থাকে, ততক্ষণ ‘পরাবরের’ ( এপারের ওপারের ) কথা বলিতে সক্ষম হয় ; সেইজন্ত ‘ক্ষর’ ও ‘অক্ষর’ এই দুটি পুরুষকে ‘অবর’<sup>১</sup> ( এপারের ) বলে, ও আত্মস্বরূপকে পরমাত্মা বা ‘পর’ আখ্যা দেওয়া হয় ; এইভাবে, হে অর্জুন, ‘পরমাত্মা’ এই শব্দের দ্বারা ‘পুরুষোত্তম’কেই বুঝাইতেছে,—ইহাই জানিয়া রাখ ; বাস্তবিকপক্ষে যেখানে না বলাই বলার সমান, কিছু না জানাই জ্ঞান, না হওয়াই হওয়ার সমান—সেই যে বস্তু ; সোহংভাবই যেখানে লোপ পায়, যেখানে বস্তু ও বস্তুব্য এক হইয়া যায়, § দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য লয়প্রাপ্ত হয় ; এখন বিষ প্রতিবিম্বের মধ্যবর্তী প্রভা যদি দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে কি বলা যায় যে এ প্রভাই নাই ? কিম্বা, নাক ও ফুলের মধ্যে যে স্নগন্ধ,<sup>৩</sup> তাহা দেখা যায় না বলিয়া একথা বলা ঠিক নয় যে স্নগন্ধই নাই ; (৫১০) তেমনি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য লুপ্ত হইলে কি অবশিষ্ট থাকিল তাহা কে বলিবে ? অমুভব দ্বারা বাহা পাওয়া যায় তাহাই তাহার স্বরূপ ; † প্রকাশ না হইয়াই বাহা স্বয়ংপ্রকাশ, নিয়ন্ত্রণের যোগ্য পদার্থ বিনাই বাহা স্বয়ং নিয়ন্তা ( দৈশ্বর ), বাহা স্বতঃই অবকাশ হইয়া সমস্ত ব্যাপিয়া আছে ; বাহা নাদব্রহ্মকে শুনিবার নাদ, স্বাদ গ্রহণ

১ ( দিন ও রাত্রিকে ) গ্রাস করে ;

২ অনাবর ; এপারের ; ‘অবতার’ ; ‘অবসর’ ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“যেখানে বাণী স্তব্ধ হয় ;

৩ স্মৃতি ;

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“অমুভবের দ্বারা বাহার স্বরূপ জানা যায়” ;

করিবার স্বাদ, ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবার আনন্দ ; বাহা স্বথকে স্বথ দেয়, তেজকে তেজ প্রাপ্ত করায়, শূন্যকে মহাশূন্যে লয়প্রাপ্ত করে ; বাহা পূর্ণতার পরিণাম, পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম, বিশ্রান্তির বিশ্রামস্থান ; বাহা আকাশকেও<sup>১</sup> পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট থাকে, গ্রাসকেও গ্রাস করে, বাহা বহু হইতেও বহুভাবে বহু ; শুদ্ধি যেমন যৌপ্য না হইয়াও অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যৌপ্যের প্রতীতি আনয়ন করে ; কিম্বা নানা অলঙ্কাররূপে সোনা যেমন স্বর্ণত্ব ত্যাগ না করিয়াও স্বর্ণত্বলোপের ভাস আনে,<sup>২</sup> তেমনি বিশ্ব না হইয়াও যিনি বিশ্বাভাসের আধার হন ; অথবা জল ও ( জলে উৎপন্ন ) তরঙ্গের মধ্যে যেমন কোনও ভেদ নাই, তেমনি যিনি এই দৃশ্যমান জগৎরূপে আপনার সত্তাকেই প্রকাশ করিতেছেন ; হে বীরেশ, জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের সংকোচবিকাশের কারণ যেমন সম্পূর্ণ<sup>৩</sup> চন্দ্রই ; ( ৫২০ ) তেমনি, বিশ্বাভাসে ইহার কোনও বিকার হয় না, বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহার নাশ হয় না—যেমন দিনে ও রাত্রিতে সূর্যের দ্বিধাভাব হয় না ( সূর্যের প্রকাশের কোনও ভেদ হয় না ) ; তেমনি, কোনও দিকে, কিছু দূরবর্তী, ঋতুর কোনও ব্যয় বা বিকার হয় না—ঋতুর তুলনা<sup>৪</sup> তিনি নিজেই ;

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

হে ধনঞ্জয়, যিনি স্বয়ং আপনাকে প্রকাশিত করেন,—আর অধিক কি বলা যায় ? ঋতুতে কোনও দ্বৈতভাব নাই ; তাহা আমারই উপাধিরহিত স্বরূপ, ‘ক্ষর’ এবং ‘অক্ষর’ হইতে শ্রেষ্ঠ—সেই একমেবাদ্বিতীয় পুরুষ আমিই—এইজন্তই বেদ এবং সমস্ত জগৎ আমাকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে ।

যো ময়ৈবমস্মদ্রো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ; হে ধনঞ্জয়, জানরূপ সূর্যের উদয়

১ বিকাশ ;

২ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ;

৩ সমগ্র ;

৪ নুনতা ; সঙ্কোচ ;



হইলে যিনি আমাকে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া জানিতে পারেন; আপনার জ্ঞান আগ্রস্ত হইলে যেমন স্বপ্নাভাস চলিয়া যায়; তেমনি জ্ঞানের ক্ষুরণ হইলে বাঁহার পক্ষে ত্রিভুবন মিথ্যা হইয়া যায়; কিহা, মাল্য হাতে লইলেই যেমন সর্পাভালের ভয় দূর হয়, তেমনি আমার স্বরূপের জ্ঞান হইলে, এই বিশ্বের মিথ্যাভাস বাঁহাকে জড়াইতে পারে না; যে অলঙ্কারকে সোনা জ্ঞান তাইয়ারী বলিয়া জানে, তাহার দৃষ্টিতে অলঙ্কারস্থ মিথ্যা, তেমনি যিনি আমার সত্যস্বরূপ জানিয়া ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছেন; যিনি আমাকে সর্বব্যাপক, সচ্চিদামঙ্গ, অদ্বিতীয়, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জানেন, এবং আমি হইতে তিনি ভিন্ন, একরূপ কোনও ভেদভাব পোষণ করেন না; তিনি সবকিছুই জানিয়াছেন—একথা বলিলেও কম বলা হয়, কারণ তাঁহার মধ্যে বৈতন্ধ্যবের লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই; ( ৫০০ ) হে অর্জুন, এইজন্তই তিনি আমাকে ভজনা করিবার যোগ্য হন,—যেমন আকাশই আকাশকে আলিঙ্গন করিবার যোগ্য; ক্ষীরসাগরের আতিথ্য যেমন শুধু ক্ষীরসাগরই করিতে পারে, কিহা যেমন অমৃতই শুধু অমৃতে মিশিয়া একরস হইতে পারে; সাড়ে পনের কসের উত্তম সোনা উত্তম সোনার সহিত মিশাইলে যেমন পনের কসের ( উত্তম ) সোনাই হয়, তেমনি আমাতে মজ্জপ হইলেই আমাকে ভক্তি করা সম্ভব হয়; আর, দেখ, গঙ্গা ( নদী ) যদি সিক্ত হইতে ভিন্নই হয়, তবে কেন ফিরিয়া আসিবে না? সুতরাং মজ্জপ না হইয়া আমার সহিত ভক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না; এইজন্তই, কল্লোল ( তরঙ্গ ) যেমন সর্বপ্রকারে সাগরের সহিত একরূপ, তেমনি আমাকে যিনি ভজনা করেন তিনি আমি হইতে অনন্ত, জানিবে; স্বর্ধ্য ও প্রভার মধ্যে যে ঐক্য, তাহার সহিত, আমার ভক্ত ও আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার তুলনা দেওয়া যায়;

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইতে যে সর্বশাস্ত্রৈকলভ্য কমলদলের সুগন্ধের স্রাব দশ উপনিষদের সুরতি ( গীতার্থ ) প্রতিপাদন করা হইয়াছে; এই হে ব্রহ্মরূপ

বনবীড়, বাহা মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রজ্ঞারূপ হস্তদ্বারা স্বপ্ন করিয়া বাহির করিয়াছেন,—সেই সারতত্ত্ব আমি আপনাদের পরিবেশন করিলাম ; (ভগবান বলিতেছেন) ইহা জ্ঞানামৃতের জাহ্নবী, আনন্দরূপী চন্দ্রমার লগ্নদশ কলা, বিচাররূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উদ্ভূত নতন লক্ষ্মীদেবী ; অতএব, ইনি আপন পদ (শরঙ্গসমূহ), বর্ণ (অক্ষর) ও অর্থরূপী জীবনে ও প্রাণে আমাকে ভিন্ন অস্ত্র কিছুই জানেন না ; (৫৪০) ইহার সম্মুখে ‘কর’ ও ‘অক্ষর’ দণ্ডায়মান, কিন্তু ইনি তাঁহাদের পুরুষত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং আপনার সর্বত্র ‘পুরুষোত্তম’ আমাকেই অর্পণ করিয়াছেন ; এইজন্যই, এ সংসারে গীতাকে আমার আত্মার পতিব্রতা পত্নী বলিয়া থাকে, আজ তুমি ইহাই শ্রবণ করিয়াছ ; সত্যই, এই গীতা শাস্ত্রব্যাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না ; পরন্তু, সংসারকে অন্ন করিবার ইহা এক পরম অস্ত্র, যে-অস্ত্রাক্ষর দ্বারা আত্মা প্রকট হয়, তাহা এই গীতাই ; হে অর্জুন, তোমাকে যে গীতার কথা বলিলাম,—তাহা দ্বারা আমি যেন আজ আমার গুপ্ত ধনভাণ্ডার তোমার সম্মুখে খুলিয়া প্রকট করিলাম ; (গীতারূপী গঙ্গা) যাহা আমি চৈতন্যরূপ শঙ্কর মন্তকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলাম, হে পার্থ, আজ আত্মানিধি তুমি তাহাকে আত্মাপূর্বক বাহির করিয়া দ্বিতীয় গোতম্য হইয়াছ ; হে ধনঞ্জয়, আমার শুদ্ধ স্বরূপ যথার্থভাবে দেখাইবার জন্য তুমি আজ আমার সম্মুখে দর্পণের গ্রায় বহিয়াছ ; কিহা, সমুদ্র যেমন চন্দ্রমা ও নক্ষত্রে ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব ধারণ করে তেমনি তুমি গীতার সহিত আমাকে আপনার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়াছ ; হে বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জুন, তোমার মধ্যে ত্রিবিধ তাপের যে মালিগ্র ছিল তাহা দূর হইয়াছে—এইজন্য তুমি গীতার সহিত আমার আবাসস্থল হইয়াছ ; পরন্তু, গীতার (মাহাত্ম্য) আর কত বর্ণনা করিব ? যে গীতাকে আমার জ্ঞানবল্লীরূপে জানে সে সমস্ত মোহ হইতে মুক্ত হয় ; হে পাণ্ডুবৃত্ত, অমৃতরূপ নদীর জল পান করিলে যেমন সমস্ত রোগ দূর হয়, এবং মহুগ্ধ অমরত্বলাভের যোগ্য হয় ; (৫৫০) তেমনি, গীতার জ্ঞান লাভ হইলে, যদি মোহ বিনষ্ট হয়, তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? পরন্তু, (সেই মহুগ্ধ) আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপে মিলিত

‡ দীর্ঘতমা ও প্রবেশীর পুত্র, অহল্যার স্বামী গোতম কবি, তপতাদ্বারা ভগবান শঙ্করকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার ভটা হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়াছিলেন ;

হয় ; যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখন কর্ম, সেই জ্ঞানে আপন আবুর শেষ দেখিয়া ঋণমুক্ত হইয়া, লয়প্রাপ্ত হয় ; হে বীরবিলাস অর্জুন, হারান জিনিস প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহাকে খুঁজিবার কর্ম শেষ হয়, তেমনি কর্মরূপ মন্দিরের শীর্ষদেশে জ্ঞানরূপ কলস\* স্থাপিত হয় ( সমস্ত কর্মই জ্ঞানে সমাপ্ত হয় ) ; সেইজন্ত, তখন জ্ঞানীপুরুষের করণীয় আর কোন কর্মই অবশিষ্ট থাকে না— অনাথের সখা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের এই কথামৃত অর্জুনের অন্তঃ-করণ ভরিয়া বাহিরে ছাপাইয়া পড়িল ; এবং সজয় ব্যাসদেবের কৃপায় তাহা প্রাপ্ত হইলেন ; সজয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ঐ অমৃত পান করিতে দিলেন, এবং এইজন্তই আবুর শেষে তাঁহার পরিণাম কটকর হয় নাই ; সাধারণতঃ গীতাপাঠের সময় যদি কোনও শ্রোতাকে অনধিকারীও মনে হয় তথাপি পরিণামে উহার জ্ঞাত ও গীতাশ্রবণের<sup>১</sup> ফল ভালই হয়<sup>২</sup> ; দ্রাক্ষালতার মূলে যদি দুধ ঢালা হয়, তবে মনে হয় ঐ দুধ বুধাই ঢালা হইল, পরন্তু ফল ধরিবার সময় যেমন দেখা যায় উহাতে দ্বিগুণ ফলপ্রাপ্তি হইল ; তেমনি, সজয় অতি প্রকার সহিত শ্রীহরির মুখনিঃসৃত বাণী ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন,—তাহার ফলে, মরণকালে ঐ অন্ধরাজা স্থখী হইয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের সেই কথামৃত আমি মারাতী ভাষায়, বিস্তার করিয়া, নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অহুসারে অবিজ্ঞতাভাবে আপনাদের শুনাইতেছি ; ( ৫৬০ ) সেবস্তী ফুলে<sup>৩</sup> অরসিক ব্যক্তি বিশেষ আকর্ষণীয় কিছুই দেখিতে পায় না, পরন্তু রসজ্ঞ ভ্রমর তাহার সুগন্ধ রস আন্বাদন করিতে জানে ; এইভাবে, আপনারা আমার ভাষণে যে সিদ্ধান্তগুলি নির্দোষ ও উপযোগী<sup>৪</sup> তাহাই গ্রহণ করুন, বাহার ন্যূনতা আছে তাহা আমাকেই দিন, আমার শ্রায় বালকের পক্ষে কিছু না বুঝাই স্বাভাবিক ; পরন্তু, বালক অজ্ঞান হইলেও তাহাকে দেখিয়া মাতাপিতার হর্ষের সীমা থাকে না, তাহাকে কোতুকে আদর করিয়া থাকেন ; তেমনি, আপনারা সম্ভজন আমার মাতৃগৃহসদৃশ ( প্রেমের আধার ), আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া আমি যে আপনাদের প্রেমভাজন হইয়াছি, এই গীতা গ্রন্থ মানিয়া লইয়া

\* কলস স্থাপন করিয়াই মন্দিরনির্মাণের কার্য শেষ হয় ;

১-২ গীতা উপযোগী হয় ;

৩ প্রথম চরণের পাঠান্তর—“সেবস্তীর দর্পণে” ;

৪ প্রমাণযোগ্য ;

আপনারা তাহা স্বীকার করুন ; এখন, জ্ঞানদেবের এই প্রার্থনা, হে বিশ্বাত্মক আমার স্বামী ত্রিনিবৃত্তিনাথ মহারাজ, আপনি আমার এই বাক্যপূজা গ্রহণ করুন । ( ৫৬৫ )

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

পুরুষোত্তমযোগে নামক পঞ্চদশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

## ষোড়শ অধ্যায়

বিশ্বাভাস নষ্ট করিয়া অদ্বৈতরূপী কমলকে বিকশিত করিয়া যে (সদ্বাক্ত-  
রূপ) শুদ্ধ<sup>১</sup> (স্পষ্টপ্রতীয়মান) সূর্য্য উদ্ভিত হইয়াছেন তাঁহাকে এখন আমি  
বন্দনা করিতেছি ; যে সূর্য্য অজ্ঞানরূপ রাত্রিকে দূর করিয়া জ্ঞানাজ্ঞানরূপ  
চন্দ্রপ্রকাশকে গ্রাস করিয়া জ্ঞানিজনের আত্মবোধের হৃদয় করিয়াছে ; যে  
সূর্য্য প্রাতঃকালে উদয় হইলে আত্মজ্ঞানের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপ পক্ষী  
দেহাভিমানরূপ নীড় পরিত্যাগ করিয়া যায় ; বাহার উদয় হইলে (বাসনাশূন্য)  
লিঙ্গদেহরূপ কমলকোষের অভ্যন্তরে বন্দী জীবচৈতন্যরূপ ভ্রমর বন্ধনমুক্ত হয় ;  
ভেদনদীর উভয়পারে, শাস্ত্রের বাগ্জালে বিমূঢ় হইয়া যে বুদ্ধি ও জ্ঞান পরস্পর  
বিরহে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে থাকে ; যে সূর্য্য ঐ ভিক্ষুক-যুগলের<sup>২</sup> চিদ-  
গগনরূপ ভবন<sup>৩</sup> আলোকিত করিয়া তাহাদের (সমরসের) ঐক্যের আনন্দলাভ  
করাইয়া দেয় ; যে সূর্য্য উদয় হইলে প্রভাত হয়, ভেদরূপী প্রদোষকালের অন্ত  
হয়, এবং যোগমার্গের পথিক আত্মানুভবের পথে বাহির হয় ; যে সূর্য্যের  
বিবেকরূপ কিরণস্পর্শে জ্ঞানরূপ সূর্য্যকাস্তমণি প্রদীপ্ত হইয়া সংসাররূপ  
বনকে জালাইয়া দেয় ; যে সূর্য্যের প্রথম কিরণজাল আত্মস্বরূপদর্শনরূপ  
উকতায়<sup>৪</sup> স্থির হইলে মহাসিদ্ধিরূপ যুগজলের বজ্রা আসিয়া যায় ; যে সূর্য্য  
আত্মবোধের মস্তকের উপর সোহৃৎভাবের মধ্যারু আনয়ন করিলে আত্মভ্রান্তি-  
রূপ (দেহাশ্রভাবের) ছায়া স্বতঃই লুপ্ত হয়<sup>৫</sup> ; (১০) সেই সময় যারারাত্রির  
অবসান হইলে, বিশ্বরূপ স্বপ্ন (বিশ্বাভাস) সহ বিপরীতজ্ঞানের নিজ্রা কোথায়  
থাকিবে ? স্মৃতবাং তখন অদ্বয় বোধরূপী নগরে মহানন্দের বজ্রা আসিয়া  
যায়, এবং স্থাভূত<sup>৬</sup> প্রাপ্তি<sup>৭</sup> মন্দীভূত হয় ; অধিক কি বলা যায় ? এইভাবে,  
যে সূর্য্যের প্রকাশ কৈবল্যমুক্তির শুভদিবস সদা আনয়ন করে<sup>৮</sup> ; নিজধামরূপ  
(আত্মস্বরূপ) আকাশের রাজা যে সূর্য্য উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বাদি দিক্  
সহ উদয় অন্তের স্থানের অস্তিত্ব নাশ করে ; যে সূর্য্য জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানকে  
নাশ করিয়া উভয়ের মধ্যে লুক্কায়িত আত্মতত্ত্বকে স্পষ্ট করিয়া প্রকট করে,—

১ নবীন ; অদ্বিত ;    ২ চক্রবাক শিশুদের ;    ৩ ভুবন ; স্থান ;    ৪ উত্তর ভূমিতে ;

৫ তাহার পদতলে লুকাই ;    ৬ লেনদেন ;    ৭ প্রকাশিত করে ;

আর অধিক কি বলিব ? যে সূর্য্য সর্ব্বপ্রকারে একটি উবা আনয়ন করে ; এই অহোরাত্রের ওপারে অবস্থিত জ্ঞান-মার্গকে কে দেখাইতে পারে ? বাহ্য প্রকাশ বিনাই স্বয়ংপ্রকাশ ; সেই চৈতন্যরূপী সূর্য্য ত্রিনিবৃত্তিনাথ— তাঁহাকে আমি এখন বারবার নমস্কার করিতেছি,—তাঁহাকে বাক্যদ্বারা স্তুতি করিতে গেলে তাহা ( বাক্যের অক্ষমতার অজ্ঞ ) বার্থাপ্রাপ্ত হয় ; বেদের মান ( প্রমাণ ) অনুসারে,\* স্তুতি তখনই উত্তমরূপে করা যায়, যখন সূর্য্য বুদ্ধির সহিত লয়প্রাপ্ত হয় ; না জানাই তাঁহাকে জানার উপায় ( সর্ব্ব নাম-রূপাত্মক বস্তুর জ্ঞান নষ্ট হইলেই তাঁহাকে জানা যায় ) মৌন আলিঙ্গন দ্বারাই দ্বাহার বর্ণনা হয়, স্বয়ং লয়প্রাপ্ত হইয়াই ( অমৃতভব দ্বারা ) তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সেই আপনাকে স্তুতি করিতে গিয়া ‘পদ্মা’র সহিত ‘বৈখরী’ বাকী ‘পদ্মস্বতী’ ও ‘মধ্যমা’র গর্ভে প্রবেশ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয় ; ( ২০ ) আপনায় সেবক হইয়া আমি আপনার অঙ্গ স্তূতিরূপ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিতেছি—আপনি তাহা স্বীকার করিয়া লউন,—একথা বলিতেই অদ্বৈত আনন্দের ন্যূনতা হয় ; পরন্তু যখন এক দরিদ্র ব্যক্তি অমৃতসাগর দেখিয়া ঔচিত্য ভুলিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করে, এবং শাকভাত দিয়া তাহার আতিথ্য সংকার করিতে উদ্যত হয়—তখন, যেমন তাহার ( প্রদত্ত ) শাকভাতকেই যথেষ্ট মনে করিয়া, তাহার আনন্দোচ্ছ্বাসকেই মানিয়া লওয়া উচিত,—হস্তস্থিত দীপ দ্বারা দিব্যতেজ ( সূর্য্য )কে প্রকাশিত করিতে গেলে তাহাতে স্তম্ভিই পাওয়া যায় ; বালক যদি কি উচিত, কি অসুচিত তাহা জানিতে পারে, তবে তাহার বালকত্ব কোথায় থাকিল ? পরন্তু তাহার মাতা, সে বাহাই করুক না কেন, তাঁহাতেই সন্তোষ লাভ করে ; অহো, গাঁয়ের নালায় জল বাড়িয়া বন্ধি গজাব ( নদীর ) চরণে গিয়া পড়ে, তবে গজা কি তাহা অজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখে ? হে প্রভো, পুতনা তাঁহার চরম অপকার করিতে আসিলেও কি শাকধর শ্রীকৃষ্ণ ( তাঁহাকে স্তম্ভদান করিতে আসিয়াছে বলিয়া ) তাহা পরম উপকার মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই ? § কিবা অন্ধকারে

\* প্রথম চরণের পাঠান্তর—“দেবতার মহিমা অনুসারে” ;

§ এই গবীর পাঠান্তর—“হে প্রভো, ভৃগুমুনি ( লাধি মারিয়া ) কত অজ্ঞার কাজ করিলেও শাকধর নারায়ণ কি তাহা ( তাহার পদচিহ্ন ) গুরুপ্রসাদরূপ প্রেমোপচার বা ভূষণ মনে করিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই ?”

আবৃত আকাশ যদি সূর্য্যের সম্মুখে পড়ে, তবে কি সূর্য্য তাহাকে বলে ‘হূরে সরিয়া যাও’? তেমনি, আমি যদি ভেদবুদ্ধির তুলনামতে আপনাকে সূর্য্যের রূপক দ্বারা তাহার সহিত তুলনা করিয়া থাকি, তবে, হে প্রভো, আপনি অবিলম্বে আমার ন্যূনতা পূর্ণ করুন; † বাহারা ধ্যানের দৃষ্টিতে (ধ্যান-সমাধি দ্বারা) আপনাকে দেখিয়াছে, বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা আপনার বর্ণনা করিয়াছে, তাহাদের যেমন আপনি সহ্য করিয়াছেন, আমাকেও সেইরূপ সহন করুন; পরন্তু, আমি যে আপনার গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাকে অপরাধ গণ্য করিবেন না;—আপনি বাহাই করুন না কেন, আমি অর্জুতপ্ত অবস্থায় আজ উঠিব না; (৩০) আমি ‘গীতা’ নামে আপনার বশরূপ অমৃত বখন প্রেমভরে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন আমার পরমভাগ্যবলে আমার দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হইল; হে প্রভো, অনেক কল্প ধরিয়া আমি সত্যভাষণরূপ তপ করিয়াছি, তাহার ফলস্বরূপ এই (গীতা নামক) মহাদীপ প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি অনেক অসাধারণ পুণ্যকর্ম করিয়াছি, তাহাই আপনার গুণ বর্ণনা করিবার বুদ্ধি দিয়া আমাকে আজ ঋণমুক্ত করিয়াছে; হে প্রভো, আমি ‘জীবনের অরণ্যে মরণরূপ গ্রামে আবদ্ধ হইয়াছিলাম (জন্মমৃত্যুর ফাঁদে পড়িয়াছিলাম), সেই সমস্ত দুর্দশা আজ দূর হইয়াছে; ‘গীতা’ নামে সুপ্রসিদ্ধ যে আপনার কীৰ্ত্তি, বাহা প্রগাঢ় অজ্ঞান নাশ করে, আমি তাহা বর্ণনা করিবার যোগ্য হইয়াছি; দেখ, নির্ধনের ঘরে যদি অকস্মাৎ মহালক্ষ্মী আসিয়া বসেন, তাহার পর কি তাহাকে নির্ধন বলা যায়? অন্ধকারের ঘরে দৈবক্রমে যদি সূর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সেই আধার কি জগৎকে প্রকাশ করিবে না? যে দেবতার মহত্বের কাছে এই বিশ্ব পরমাণুসদৃশও নহে, সেই ভগবান-কি ভক্তের ভাবে ধরা দেন না? তেমনি, আমার পক্ষে গীতার ব্যাখ্যান আকাশকুসুমের গন্ধ গ্রহণের জায় অসম্ভব, পরন্তু আপনি আপনার সামর্থ্যে আমার ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন; সেইজন্য, জ্ঞানদেব বলিতেছে—‘আমি আপনারই প্রসাদে

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তবে, হে প্রভো, এবার আমার অপরাধ কমা (সহ) করুন”;

১ ভাবের পূর্ণতায়;

শ্রীভায় গৃহ স্নোকেয় অর্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইব ; ( ৪০ ) পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন ; সদ্বৈষ্ণৱ যেমন ( রোগীর ) দেহাভ্যন্তরের রোগ নির্ণয় করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণের রূপকধারা আলংকারিক ভাষায় মায়ার উপাধিরূপ সম্পূর্ণ এই বিশ্বের বর্ণনা করিয়াছেন ; আর, কুটস্থ ‘অক্ষর’কে পুরুষাকারে’ দেখাইয়াছেন— যাহা দ্বারা চৈতন্যকে উপাধিযুক্ত, আকারবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; তাহার পর ‘উত্তমপুরুষ’ এই শব্দের দ্বারা শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন ; তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে জ্ঞানই আত্মপ্রাপ্তির অন্তরঙ্গ ও বলশালী সাধন ; এইজন্ত এই অধ্যায়ে নিরূপণ করিবার যোগ্য বিষয় কিছুই অবশিষ্ট নাই ; এখন কেবল গুরুশিষ্যের স্নেহসম্বন্ধই রহিল ; এই-ভাবে, এবিষয়ে অনেক<sup>১</sup> বুঝান হইয়াছে,<sup>২</sup> পরন্তু সাধারণ মুমুক্শুগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই ; “যে মর্ষজ পুরুষ জ্ঞানের দ্বারা আমাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই ভক্তির সীমা ( ভক্তির শিরে উঠিয়াছেন ) ;” এইভাবে, ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীকৃষ্ণ ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্ত্যম্লোকে বলিয়াছেন—এবং সেখানেই পরম সন্তোষের সহিত জ্ঞানের মহিমা বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন ; “প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়া, ত্রষ্টাকে দৃষ্টবস্তুর সহিত লীন করাইয়া জীবকে আনন্দসাম্রাজ্যের অধিকারী করে” ; ( ৫০ ) ভগবান বলিয়াছেন—“ব্রহ্মপ্রাপ্তির এমন অশ্রু কোনও উপায়ই নাই, সম্যক-জ্ঞানই সমস্ত উপায়ের ( সাধনের ) মধ্যে শ্রেষ্ঠ”§ ; এইভাবে, যাহারা আত্মজিজ্ঞাসু, তাঁহাদের চিত্তে সন্তোষ হইয়াছে এবং তাঁহারা আপনার প্রাণের দ্বারা সাদরে জ্ঞানের আরাতি করিয়াছেন ; এখন যে বিষয়ের প্রতি মনে অহুর্বাণ জন্মে, দিনে দিনে অন্তঃকরণে তাহারি অধিকাধিক সঞ্চায় হইতে থাকে, এবং ইহাই প্রেমের লক্ষণ ; এইজন্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ উত্তম প্রেমামৃতভব হয় নাই,† তাঁহাদের মনে জ্ঞানপ্রাপ্তি কি করিয়া হয়, এবং ( যোগ ) জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তাহাকে কি করিয়া রক্ষণ ( কেম ) করা যায়—এ সম্বন্ধে চিন্তার ক্ষুরণ হওয়া, স্বাভাবিক ; এইজন্ত সেই

১ “পুরুষ”রূপে ;

২-৩ জ্ঞানিগণ সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়াছেন .

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—“সম্যক জ্ঞানের অধিকারী ভগবান বলিয়াছেন” ;

† দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর :—“যাহাদের জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ উত্তম প্রতীতি হয় নাই ;”



সম্যকজ্ঞান ( অপরোক জ্ঞান ) কি করিয়া লাভ করা যায় ? প্রাপ্ত হইলে কি করিয়া সেই জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় ? কিহা, সেই জ্ঞান কেন প্রাপ্ত হওয়া যায় না ? প্রাপ্ত হইবার পর কেন কুশে চালিত হয় ? সেই জ্ঞান কেন মন্দ হয় ?—এইসব প্রশ্নের বিচার করিতে হয় ; জ্ঞানপ্রাপ্তির পথে বাহ্যিকিছু ‘বিরুদ্ধ’ ( বাধা ) আছে, তাহা সরাইয়া বিচারপূর্বক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্ত বাহ্য কল্যাণকর—তাহাই সর্বভাবে করিতে হয় । এইভাবে জ্ঞানজিজ্ঞাসু শ্রোতা আপনাদের মনে যে সমস্ত ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ; তাহাই পূরণ করিবার জন্ত লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ এখন বলিবেন ; সেই দৈবী সম্পত্তির গুণগান করিবেন—বাহ্য জ্ঞানের পুনর্জন্ম<sup>১</sup> দান করে এবং আত্মবিশ্রান্তির ( শান্তির ) বৃদ্ধি করে ; + এই দুইটি আশ্চর্যজনক সম্পত্তি ( দৈবী ও আত্মর ) হইতেই সহজভাবে ইষ্ট ও অনিষ্টের উৎপত্তি হয় । নবম অধ্যায়ে এই দুইটি বিষয়ের বিবেচনা<sup>২</sup> করা হইয়াছে ; ( ৬০ ) সেখানেই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ বিচার করা উচিত ছিল, কিন্তু অত্র প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল,—এখন সেই প্রসঙ্গ ভগবান এই অধ্যায়ে নিরূপণ ( ব্যাখ্যা ) করিবেন ; এই প্রসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায়কে পূর্বের অধ্যায়ের সহিত সংযুক্ত বলিয়া জানিবে ; পরন্তু, অনেক বলা হইল ; এখনকার বিষয় এই যে—দৈবী ও আত্মরী এই দুটি সম্পত্তি জ্ঞানের হিতাহিত ( ইষ্ট ও অনিষ্ট ) করিতে সমর্থ ; এখন প্রথমে দৈবী সম্পত্তির লক্ষণ শুন—বাহ্য মুমুক্শুগণের পথপ্রদর্শক, ও মোহরাত্রির ( অন্ধকার-বিনাশক ) ধর্মরূপ দীপ ; যে অনেক পদার্থ—একটি অশ্রুটিকে পোষণ করে—তাহাদের সবগুলিকে একত্র করিলে সেই সমষ্টিকেই লোকে ‘সম্পত্তি’ বলে ; ইহারা দৈবভূগে একোপজীবী, এবং দৈবযোগে স্বয়ং উৎপন্ন করে বলিয়াই ইহারা দৈবী সম্পত্তি—জানিবে ;

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥

+ এখানে পাঠান্তরে অশ্রু একটি ওরী আছে—“আর যে জ্ঞান” কানাকারে রাগ-ঘেযাদি বিকারের আশ্রয় দেয়, সেই বোর আত্মরী সম্পত্তির স্বরূপ বর্ণনা করিবেন ।”

( \* পাঠান্তরে “জ্ঞান”এর স্থলে “অজ্ঞান” এই পাঠ আছে )

২ প্রস্তাবনা ;

এখন, এই দৈবী গুণের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চে স্থান প্রাপ্ত হয়, সেটিকে ‘অভয়’ বলে ; যে মহাবিশ্বায় লক্ষ প্রদান করে না, তাহার ডুববার ভয় থাকে না, যে সুপথ করে তাহার কোনও রোগ হয় না ; তেমনি, সমস্ত কৰ্ম ও অকৰ্মের মধ্যে যে অহংকারকে উঠিতে দেয় না, এবং যে সংসারের ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে ; অথবা অদ্বৈতভাবের<sup>১</sup> বিস্তারের জন্য যে সমস্ত জগৎকে আত্মস্বরূপ বলিয়া মানে,—যে সংসারের বার্তা ( বিষয় ) মন হইতে দূর করিয়াছে ( দেশছাড়া করিয়াছে ) ; (৭০) জল লবণকে ডুবাইতে আসিলে লবণ যেমন জল হইয়া যায়, তেমনি সমস্ত দ্বৈতভাব আত্মস্বরূপে লীন হইলে<sup>২</sup> ভয় দূর হয় ; ইহাকেই ‘অভয়’ বলা হয়, জানিবে, ইহাই সম্যক্ জ্ঞানের সম্পূর্ণ কল্পনা ( বা হেতু ) ; এখন, ‘সদ্বৃত্তি’ যাহাকে বলে, তাহা এমনভাবে জানিবে,—যেমন বহিঃ প্রজ্জলিত হইয়া উঠে নাই, অথবা নিবিয়াও যায় নাই ; কিম্বা অমাবস্তার ক্ষয় শেষ হইয়াছে, অঁথচ প্রতিপদের কলাবুদ্ধি আরম্ভ হয় নাই, এরূপ মধ্যাবস্থায় হরিণযুক্ত ( মৃগলাঞ্জন ) চন্দ্র যেমন ( অবিকৃত ) থাকে<sup>৩</sup> ; অথবা, বর্ষার অন্তে এবং গ্রীষ্ম ঋতু আসিবার পূর্বে নদী যেমন নিজরূপ ধারণ করে ( পরিষ্কার হয় ) ; তেমনি রজঃ ও তমোগুণপ্রসূত নানারূপ সঙ্কল-বিকল্পের বোঝা নামাইয়া, বুদ্ধি কেবল আত্মস্বরূপ চিন্তায়<sup>৪</sup> অহরন্তর হয় ; ইন্দ্রিয়বর্গকে উত্তম বা বিরুদ্ধ ( ভালমন্দ ) যে কোনও বিষয় দেখাইলেও চিত্তে কোনও বিস্ময় উৎপন্ন হয় না ( চিত্ত বিচলিত হয় না ) ; পুত্রিত্বতা স্ত্রীর পতি বিদেশে গমন করিলে যেমন তাহার বিরহযুক্ত মন কোনও প্রকার হানি বা লাভের বিষয় চিন্তা করে না ; তেমনি, আত্মস্বরূপে অহরাগ উৎপন্ন হইলে, যে বুদ্ধি তাহাতেই তন্ময় হয়, তাহাকেই কংসহস্তা শ্রীকৃষ্ণ ‘সদ্বৃত্তি’ বলিতেছেন ; এখন, আত্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানযোগের মধ্যে আপন ধ্যেয় বিষয়ে পূর্ণভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকা ; (৮০) এবং ঐ স্থিতিতে সমস্ত চিত্তবৃত্তি ত্যাগ করিবার<sup>৫</sup> যে রীতি,—যজ্ঞায়িতে যেমন নিকাম হইয়া পূর্ণাহুতি দিতে হয় ; কিম্বা কুলীন পুরুষ যেমন আপন কন্যাকে সংকুলেই অর্পণ করে—এক

১ ঐক্যভাব ;    ২ আগনার অদ্বৈতভাব আসিলে ;    ৩ সমর্থক ;    ৪ ভয় ;

৫ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—‘মধ্যাবস্থায় চন্দ্র যেমন অতি সুন্দারূপে থাকে’

৬ স্বপ্নবিষয়ে ;

কথায়,—লক্ষ্মী যেমন অচলা হইয়া মুকুন্দকেই বরণ করেন; তেমনি, অনন্তভাবে সংযমগ্নির অহুসরণ করাকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় গুণ বা ‘জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতি’ বলিতেছেন; এখন, যে আর্ত<sup>১</sup>, তাহাকে বঞ্চনা না করিয়া কায়মনোবাক্যে এবং আপন শক্তি অহুসারে বিত্ত দান করিয়া সেবা করা; হে ধনঞ্জয়, বৃক্ষ যেমন আপনার ফুল, ফল, ছায়া, মূল ও পত্র দ্বারা পথচারীকে সেবা করিতে কুণ্ঠিত হয় না; তেমনি ভাবে, প্রসঙ্গাহুসারে কোনও প্রান্ত মনুষ্য (সাহায্যের জন্ত) আসিলে, যোগ্যসময়ে ধনপর্যন্ত<sup>২</sup> দিয়া তাহার মনোমত উপযোগী সাহায্য করা; তাহাকেই ‘দান’ বলে—যাহা যোক্তরূপ গুপ্তধন দেখাইবার দিব্যাজ্ঞান; এখন ‘দম’ের লক্ষণ শুন; পার্কা\* (নির্মলী ফুলের বীজ) যেমন কর্দমাক্ত জল পরিষ্কার করে,<sup>৩</sup> তেমনি ‘দম’ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ হয়, তাহাকে বিনষ্ট করে; তেমনি, ‘যম’ ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়জ্ঞাত ঝঙ্কারে বহিতে দেয় না, তাহাদের বাঁধিয়া প্রত্যাহারের হস্তে অর্পণ করে; চিত্তের অভ্যন্তরে অজ পর্যন্ত যে প্রবৃত্তিনিচয় লাগিয়া থাকে তাহারা পলায়ন করে, বৈরাগ্যের অগ্নি দেহের দশ দ্বারে প্রবেশ করে; (২০) যাহা দ্বারা অত্যন্ত স্বাদোচ্ছাস হয়, কৃচ্ছাদি কঠিন ব্রত বিশ্রাম না করিয়া রাত্রিদিবস আচরণ করা হয়; তাহাকেই ‘দম’ বলে,—ইহাই তাহার লক্ষণ, জানিবে; এখন, যজ্ঞার্থের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি; সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ এবং অন্তর্দিকে জিয়াদি—ইহাদের মধ্যস্থলে, আপন আপন অধিকার অহুসারে; যাহারা তাহাদের সর্বোত্তম, ভজনীয় দেবতাদাম<sup>৪</sup> যথা শাস্ত্রবিধি যজ্ঞন করে (শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিয়া দেবতার পূজন করে); যেমন দ্বিজ ষট্ কর্ম<sup>৫</sup> করে, শূত্র তাহাকে নমস্কার করে (তাহার সেবা করে) —উভয়েই যেমন আপন আপন আচার পালন করিয়া, ষাগ করে; এবং সমানভাবে ফল লাভ করে; তেমনি সবারই আপন আপন অধিকার

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—তেমনি অনন্তভাবে যোগজ্ঞানকেই জীবনের বৃত্তিবরণ গ্রহণ করাকেই; “তেমনি নিষ্কিঞ্চনভাবে (বিকাররহিত হইয়া) যোগজ্ঞানকেই...”;

১ শত্রুও যদি আর্ত হয়; ২ মন হইতে ধন পর্যন্ত;

\* এই বীজ কর্দমাক্ত জলে ফেলিলে জল পরিষ্কার হয়;

৩ ঋগুপাণি যেমন শত্রুকে সংহার করে; ৪ দেবতাদাম;

৫ যজ্ঞন, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ;

অনুসারে যজ্ঞ করা কর্তব্য, পরন্তু তাহা হইতে বিষয়রূপ ফলের আশা' পোষণ করা উচিত নহে ; আর 'আমিই এই যজ্ঞের কর্তা' এইরূপ মনোভাব দেহের দ্বারেও বাইতে দেওয়া উচিত নহে ( এইরূপ দেহাভিমান পোষণ করিবে না ) —তথাপি স্বয়ং বেদাজ্ঞার আধার হইয়া থাকিবে ( বেদাজ্ঞা স্বতঃ পালনীয় ) ; হে অৰ্জুন, সৰ্ব্ব যজ্ঞের ইহাই সংজ্ঞা জানিবে, ইহাকেই কৈবল্যমার্গের 'অভিযজ্ঞ'<sup>১</sup> ( মহৎ যজ্ঞ ) বলে ;<sup>২</sup> খেলিবার বল ভূমিকে আঘাত করিবার জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয় না, পরন্তু নিজের হাতে ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই ফেলা হয়, কিম্বা বীজ জমিতে ছড়ান হয়, উত্তম ফসলই তাহার লক্ষ্য ; অথবা গুপ্তধন দেখাইবার জ্ঞান যেমন দ্বীপকে আদর করিতে হয়, কিম্বা বৃক্ষের শাখায় ফল লাগিবে বলিয়া যেমন মূলে জল সিঞ্চন করিতে হয় ; ( ১০০ ) অনেক বলা হইল : দর্পণে নিজের মুখ দেখিবার জ্ঞান যেমন বারম্বার বহুপ্রকারে তাহাকে প্রীতিপূর্বক<sup>৩</sup> দেখা হয়<sup>৪</sup> ; তেমনি, ( বেদ ) প্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে গোচর করাইবার জ্ঞান নিরন্তর শ্রুতির অভ্যাস বা অধ্যয়ন করিতে হয় ; এই পবিত্র ( শুদ্ধ ) তত্ত্ব পাইবার জ্ঞান ( ব্রহ্মপ্রাপ্তির জ্ঞান ) ব্রাহ্মণাদি দ্বিজের পক্ষে ব্রহ্মসূত্র, অথবা বর্ণের জ্ঞান স্তোত্র বা নামমন্ত্রের আবৃত্তি করিতে হয়<sup>৫</sup> ; ভগবান কহিলেন—“হে পার্থ, যাহাকে 'স্বাধ্যায়' বলে তাহা ইহাই ; এখন 'তপ' শব্দের অর্থ তোমাকে বলিতেছি শুন ; জ্ঞানপ্রাপ্তির জ্ঞান সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ করা, পরন্তু রক্ষা করিতে মৃত্যু বরণ করা—কিম্বা ফলপ্রাপ্তির পর ( লাগিলে ) ঔষধির শুকাইয়া যাওয়া ;<sup>৬</sup> অথবা ধূপ যেমন অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হয়, জ্বালাইলে যেমন সোনার খাদ নষ্ট হয় ( এবং ওজন কমিয়া যায় ), ( কৃষ্ণপক্ষে ) পিতৃপক্ষকে পোষণ করিতে যেমন চন্দ্রের কলার হ্রাস হয় ; তেমনি, হে বীর, সৰ্ব্বধর্মের প্রসারের জ্ঞান প্রাণের সহিত শরীরকো ক্ষীণ

১ কলাশারূপ বিষয়বিষ ; কলাশারূপ বিব ( পরিত্যাগ করা উচিত ) ;

২ অভিযজ্ঞ ; ৩ পথপ্রদর্শক ;

৪-৫ প্রীতিপূর্বক ঘনিষ্ঠা স্বচ্ছ করা হয় ; তাহার প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হয় ;

৬ এই ওবীর পাঠান্তর :—“সৰ্ব্বস্ব দান করাকেই 'দান' বলে, লক্ষ্যনা করিলে সবই ব্যর্থ হয়—যেমন ইন্দ্রাবকী ফল লাগিলে স্বয়ং শুকাইয়া যায়” ; ( কোনও কোনও পাঠে 'ইন্দ্রাবকী' স্থলে 'ইন্দ্রাবনী' বা 'ওবকী' আছে )

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“ব্রহ্মপের প্রসারের জ্ঞান প্রাণেশ্বর শরীরকে” ;

করা—তাহাকেই ‘তপ’ বলে ; অথবা তপের অন্য প্রকার রূপ আছে ; হংস যেমন ছুঁড়ে নিজের চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া দেয় ( জল হইতে ছুঁড় পৃথক করে ) ; তেমনি, দেহ ও জীবভাবের মিলনে যে বিবেক স্ফূর্তিত হইয়া ( জল ঢালে, অর্থাৎ ) দেহভাবকে সরাইয়া জীবভাবকে ফুটাইয়া তোলে, সেই বিবেককে অন্তঃকরণে সদাজাগ্রত রাখিতে হয় ; আত্মবিচারের সময় অন্য বুদ্ধির প্রসার<sup>১</sup> ( বিষয়ের দিকে দৃষ্টি ) সংকুচিত হয়, যেমন জাগ্রত হইলে নিদ্রার সহিত স্বপ্ন ডুবিয়া যায় ; ( ১১০ ) তেমনি, হে ধর্ম্মধর, আত্মপর্যালোচনার ( আত্মদর্শনের ) সময় অন্তঃকরণে যে বিবেকের উদয় হয়, তাহাই ‘তপ’ নির্ণয় করে ( তাহাব্যাহাই ‘তপ’ সাধ্য হয় ) ; এখন বালকের<sup>২</sup> মনে স্তম্ভহুঙ্ঘ যেমন, নানা দৃষ্টির মধ্যে চৈতন্ত যেমন<sup>৩</sup>, তেমনি প্রাণিমাাত্রের প্রতি সৌজন্যকেই ‘আর্জব’ বলে ।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

আর জগৎকে স্থখী করিবার উদ্দেশ্যে, শরীর বাক্ ও মনের দ্বারা যে ব্যবহার, তাহাই ‘অহিংসার’ লক্ষণ, জানিবে ; এখন, জুঁই ফুলের কলি যেমন তীক্ষ্ণ হইয়াও কোমল, কিম্বা, চন্দ্রের প্রকাশ তেজস্বী হইয়াও শীতল ; রোগ নাশ করিতে সমর্থ, অথচ জিহ্বার আঘাতে তিক্ত হইবে না—একরূপ কোনও ঔষধের যোগ্যতা নাই—সুতরাং উপমা কি করিয়া দেওয়া যায় ? ( তথাপি ) চোখে জলের ঝাপটা দিলে যেমন কোমলতার জন্ত কিছুমাত্র কষ্ট দেয় না, অথচ সেই জল প্রস্রাব ভেদ করিয়া বাহির হয় ; তেমনি সংশয় ভঞ্জন করিতে কাল লৌহসম তীক্ষ্ণ, অথচ শুনিতে যাহা মাধুর্য্য হইতেও মধুর ; শুনিবার সময় মনে হয় যেন কাল কোতূকে স্তম্ভ হইয়া শুনিতেছে অথচ সত্যতার নিমিত্তঃ ব্রহ্মতত্ত্বকেও ভেদ করে ( স্পষ্ট করে ) ; আর বেশী কি বলা যায় ? মধুরতার জন্ত কাহাকেও প্রতারণা করে না, সত্য হইলেও কাহাকেও আঘাত করে না ; নতুবা, শিকারীর গান মধুবর্ণন করে পরস্তু যথার্থভাবে

১ বুদ্ধির প্রসার ;

২ বালকের পক্ষে স্তম্ভ যেমন হিতকারী ;

৩ নানা প্রাণির মধ্যে চৈতন্ত যেমন ,

৪ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—সত্যতার সামর্থ্য ;

দেখিলে উহা ( শিকারের পক্ষে ) প্রাণঘাতক হয়, অগ্নি আপন কর্ম ( শুদ্ধির কাজ ) ভালভাবেই করে, পরন্তু সত্যই সব জ্বালাইয়া দেয় ; (১২০) কিম্বা, যে বাণী কানে মধুর বোধহয়, অথচ অর্থে হৃদয় ভেদ করে, তাহাকে সুন্দর বলা যায় না, তাহাকে রাক্ষসীই বলা উচিত ; পরন্তু, যে মাতা সন্তানের সহিত আচরণে বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করে, কিন্তু তাহার লালনপালনে পুষ্পের স্থায় কোমল, সেই মাতার স্বরূপ যেমন হয় ; যে বাণী<sup>১</sup> শ্রবণস্থতকর ও চতুর এবং পরিণামে সত্যরূপ, তাহাই নিঃশব্দে<sup>২</sup> 'সত্য' ; এখন পাবাণে জল ঢালিলেও যেমন তাহাতে অঙ্কুর হয় না, কিম্বা কাঁজী (ফেন) মছন করিলে মাখন পাওয়া যায় না ; নাপের খোলস পায়ে মাড়াইয়া<sup>৩</sup> ('চিরিয়া') দিলেও<sup>৪</sup> যেমন ফণা তোলে না, সেবস্তীর<sup>৫</sup> যেমন শীতকালে<sup>৬</sup> ফুল হয় না ; অথবা, রক্তার রূপলীল্য যেমন শুকদেবের মনে কামবিকার উদ্ভেক করে নাই, কিম্বা, ভস্মে ঘৃত ঢালিলেও যেমন অগ্নি জ্বলিয়া<sup>৭</sup> উঠে না ; যে কথায় ( মন্ত্রের বীজাক্ষরে ) অজ্ঞান বালকেরও ক্রোধ হয়, এমনি ক্রোধোদ্দীপক, অপমানজনক ( 'নিমিত্ত' ) অসংখ্য কথাও যদি উচ্চারিত হয় ( এইরূপ অসংখ্য কারণও যদি উপস্থিত হয় ) ; তথাপি, হে পাণ্ডুহস্ত, গতায়ু মহুগ্নের জন্ত অয়ং ব্রহ্মার পায়ে পড়িলেও যেমন সে আর উঠে না, তেমনি যে অবস্থায় ক্রোধোন্মি একেবারেই উৎপন্ন হয় না ; সেই স্থিতিকেই 'অক্রোধত্ব' বলিয়া জানিবে,"—এই কথাই লক্ষ্মীপতি শ্রীনিবাস অর্জুনকে বলিলেন ; এখন, মৃত্তিকা ত্যাগ করিলে যেমন ঘট, তত্ত্ব ত্যাগ করিলে যেমন বস্ত্র, বীজ ত্যাগ করিলে যেমন বটবৃক্ষকে ত্যাগ করা হয় ; ( ১৩০ ) কিম্বা, ভিত্তি ত্যাগ করিলে যেমন ( তাহার উপর অঙ্কিত ) সমস্ত চিত্রকেই ত্যাগ করা হয়, ঈনিদ্রা ত্যাগে যেমন বিচিত্র স্বপ্নজাল নষ্ট হয় ; অথবা, জলত্যাগে যেমন তরঙ্গের, বর্ষাত্যাগে যেমন মেঘের, দান ও<sup>৮</sup> ত্যাগে যেমন ভোগের ত্যাগ হয় ; তেমনি, বুদ্ধিমান মহুগ্ন ( জ্ঞানী ) দেহের অহংতা ( দেহাভিমান ) ত্যাগ করিয়া এই অশেষ সংসারপ্রপঞ্চকে ত্যাগ করিয়া থাকে ; তাহাকেই

১ তেমনি যে বাণী... ; ২ অবিকারী ( বিকারশূন্য ) ; ৩-৪ ( খোলসের ) মাখায় লাধি মারিলেও ; ৫-৬ বসন্তকালেও আকাশে যেমন ; ৭ উদ্দীপ্ত হয় না ;

৪ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ;

৮ ধনত্যাগে ;

‘ত্যাগ’ বলে—এই কথাই বজ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এবং ইহা মানিয়া লইয়া ভাগ্যবান পার্থ প্রস্থ করিলেন ; “হে দেব, এখন শাস্তির লক্ষণ কি তাহাই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন” ; ভগবান কহিলেন—“উত্তম কথা, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর ; ‘জ্যে’ বস্তুকে গ্রাস করিয়া জ্ঞাতা এবং জ্ঞান যখন নিশ্চিত ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই স্থিতিকেই ‘শাস্তি’ বলে ; প্রলয়কালের বজ্রা যেমন সারা বিশ্বের বিস্তারকে ডুবাইয়া আপনি আপনাতে পর্যাবসিত হয় ; তখন যেমন ‘উগম’ ( নদীর উৎপত্তি ), ‘প্রবাহ’, ‘সিদ্ধু’—একটি কোনও ব্যবহারভেদ থাকে না—পরন্তু ‘জল’ ( জলাকীর্ণ ) বলিতে যে বোধ হয় তাহাই বা কি করিয়া হইবে ? তেমনি, হে কিরীটি, যখন ‘জ্যে’ বস্তুর সহিত ঐক্য হইয়া ( তন্ময় হইয়া ) জাতৃত্বই লয়প্রাপ্ত হয়, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ‘শাস্তি’ ; এখন কষ্টকর ব্যাধির উপশম করিবার চিন্তায় সদবৈতল্য যেমন আপন-পর বিচার করে না ; ( ১৪০ ) কিম্বা, কর্দ্দমে প্রোথিত গাভী দেখিয়া যেমন কেহ সেই গাভী দুধ দেয় বা দেয় না সেকথা চিন্তাও করে না, পরন্তু তাহার কষ্ট দেখিয়া বিকল হয় ; অথবা, যেমন কাহাকেও ডুবিতে দেখিয়া কেহ কৰুণাভ্র হয়, এবং উচ্চনীচ বিচার না করিয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্ত তৎপর হয় ; গৰ্ভবতী স্ত্রীলোক দুর্বিপাকে পড়িয়া দৈবক্রমে যদি বস্ত্রহীন হয়, তবে সজ্জন ব্যক্তি যেমন তাহাকে বস্ত্র না পরাইয়া তাহার দিকে তাকায় না ; তেমনি, অজ্ঞান বা প্রমদা’ জনিত কিম্বা পূর্বজন্মে অর্জিত পাপের জন্ত যাহারা সর্ববিষয়ে নিন্দার পাত্র ; তাহাদের আত্মিক সাহায্য দিয়া তাহাদের দুঃখকষ্ট বিম্বৃত করাইয়া দেন ; আপনার দৃষ্টিদ্বারা অপরের দোষ নষ্ট করিয়া তবে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন ; যেমন প্রথমে দেবতার পূজা করিয়া তাহার পর ধ্যান করিতে হয়, ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া তারপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার পর তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে হয় ; তেমনি, নিজগুণে অপরের ত্রুটি পূরণ করিয়া, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা ; শুধু ইহাই নহে,—বাক্যের দ্বারা কাহারও মর্মে আঘাত না করা, কাহারও (কু)কর্মের জন্ত দমন না করা বা দোষের উল্লেখ করিয়া কাহাকেও দোষী না করা ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—“আপনি আপনার নিবিড় স্বরূপে পরিণত হয়” ;

১ প্রমাদজনিত ;

২ কুর্মেয় জন্ত ;

আরও,—কেহ পড়িয়া গেলে তাহাকে যে কোনও উপায়ে দাঁড় করান—  
তাহার মর্মে আঘাত না করা ; ( ১৫০ ) হে কিরীটি, তাহার দোষ না দেখিয়া  
তাহাকে উত্তম মনুষ্যে পরিণত করিবার জন্ত তাহার দিকে কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত  
করিয়া যাওয়া ; § হে অর্জুন, ইহাকেই ‘অপৈশুণ্যের’ স্বার্থ লক্ষণ বলিয়া  
জানিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত ইহাই মুখ্য স্বথাসন ( স্বথাবহ মুখ্য সাধন ) ; † এখন  
( দয়ার লক্ষণ বলিতেছেন )—হে অর্জুন, শরী যেমন সহজ তাবে, ছোট বড়  
বিচার না করিয়াই সকলকে আনন্দ দেয়’ ; তেমনি, দয়ায় হইয়া দুঃখিতের কষ্ট  
দূর করিবার সময় কে উত্তম কে অধম এই বিচার করেন না ; দেখ সকলের  
জীবনের তুল্য বস্তু ( জল ) আপনাকে নাশ করিয়া তৃণাদি ( বনস্পতিকে )  
জীবিত রাখে ; তেমনি, অপরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে এত বেশী  
করুণার উদ্রেক হয় যে, আপনাতঃ সর্বদ্বন্দ্ব দান করিলেও তাহা কম মনে হয় ;  
নিম্নস্থান না ভরিয়া জলের প্রবাহ অগ্রসর হইতে জানে না,—তেমনি ইনিও  
সম্মুখে আগত জনের<sup>৩</sup> তৃপ্তি সাধন না করিয়া অগ্রসর<sup>৩</sup> হন না ; পায়ে কাঁটা  
ফুটিলে যেমন তাহার ব্যথা চেহারায় প্রকট হয়, তেমনি অপরের সঙ্কট দেখিয়া  
তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয় ; কিম্বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলে যেমন তাহার শৈত্য  
চোখেও পৌঁছায়, তেমনি, পরের স্বখে তাঁহার স্বখ হয় ; অধিক কি বলিব ?  
আর্ন্তের ( তৃণার্ন্তের ) জন্ত যেমন জগতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমন দুঃখিতের  
দুঃখ হরণ করিবার ( দুঃখের ভাগী হইবার ) জন্তই ঈশ্বার জীবন ; ( ১৬০ ) হে  
বীরবাজ, সেই পুরুষকেই মুর্তিমান ‘দয়া’ বলিয়া জানিবে, জন্ম হইতেই আমি  
তাঁহার কাছে ঋণী ; এখন, কমলের হৃদয় সূর্য্যের প্রতি যতই অম্লরস্ক হউক  
না কেন, পরস্তু সূর্য্য যেমন তাহার স্বগন্ধ স্পর্শও করে না ; কিম্বা, বসন্তের  
সমাগমে যতই বনের শোভা বৃদ্ধি হউক না কেন ( ‘বনের অক্ষৌহিণী আশ্রুক  
না কেন’ ) বৃক্ষ যেমন তাহা স্বীকার না করিয়া বাহির হইয়া যায় ; আর কি  
বলা যায় ? সমস্ত মহাসিদ্ধির সহিত স্বয়ং লক্ষ্মী মহাবিস্ময়ের কাছে আসিলে ও

§ এই ওবীর পাঠান্তর :—“উত্তম মনুষ্যের তুলনায় তাহাকে ছোট মনে করা—ইহা জিন  
তাহার কোনও দোষ না দেখা ;”

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর :—“এখন ‘দয়া’ এইরূপ—পূর্ণ চক্ষু যেমন ;”

১ শীতলতা প্রদান করে,      ২ জগতে ;      ৩-৪ শ্রান্ত মনুষ্যের শ্রান্তি দূর করিয়া  
সম্মুখে পদক্ষেপ করেন ;



যেমন তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই ; ঠিক তেমনি, ঐহিক বা স্বর্গীয় বিষয়স্বত্ব যদি তাঁহার ইচ্ছার দাসও হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার মনে সেই স্বত্ব ভোগ করিবার ইচ্ছাও হয় না ; আর অধিক কি বলিব ? যে অবস্থায় বিষয়-<sup>১</sup> বিষয়ের দিকে কোতুকেও মন যায় না<sup>২</sup>, সেই অবস্থাকে ‘অলোলুপ্ত’ বলিয়া জানিবে ; এখন, জলচর জীবের পক্ষে জল যেমন<sup>৩</sup> মৃদু ও কোমল<sup>৪</sup>, কিম্বা পক্ষীর যেমন মুক্ত আকাশ ( উড়িবার পক্ষে ) উপযোগী ও স্বত্বকর ; অথবা, বালকের দৃষ্টিতে মাতার স্নেহ যেমন, কিম্বা শস্যস্তরের স্পর্শে কোমল মলয়ানিল ; চন্দ্রের দৃষ্টিতে প্রিয়জনের দর্শন, আপন শিশুর প্রতি কচ্ছপমাতার দৃষ্টি যেমন হয়, ভূতমাত্রেয় প্রতি ইহার ( ‘মার্দব’ গুণসম্পন্ন পুরুষের ) ব্যবহার তেমনি মৃদু ও কোমল হয় ; স্পর্শে অতি মৃদু ( কোমল ), মুখে লইলে স্নেহাত্ম, ভ্রাণে স্নগন্ধিত, এবং রূপে ( অঙ্গে ) স্বচ্ছ ও নির্মল ; ( ১৭০ ) এমন যে কর্পূর,—তাহা যথেষ্ট ভাবে গ্রহণ করিলেও যদি বিরুদ্ধ না হয়,—তবে তাহাই ইহার উপমার যোগ্য ; পরন্তু, আকাশ যেমন মহাভূতকে আপন উদরে ধরিয়া আছে, অণু-পরমাণুর মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তেমনি আকাশের ত্রায় যাহা বিশ্বের অনুকূল ; আর কি বলিব ? এই ভাবে জগতের জীবন ও প্রাণের সহিত জীবিত থাকা, তাহাকেই আমি ‘মার্দব’ বলিতেছি ; এখন, পরাজয় হইলে রাজা যেমন লজ্জায় কষ্ট পায়, কিম্বা, নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানী পুরুষ যেমন নিন্তেজ-হয় ; § অথবা, চণ্ডাল, জ্বীলোক কিম্বা মদিরা উত্তম সংন্যাসীর কাছে আসিলে তাঁহার যেমন লজ্জা হয় ; ক্ষত্রিয়ের রণ হইতে পলায়ন—এই লজ্জার কথা কে সহিতে পারে ? কিম্বা, মহাসতী যেমন বৈধব্যের অবস্থা জানে না ; † রূপবান পুরুষের কুষ্ঠ হইলে, বা সম্মানিত ব্যক্তির নিন্দা বা অপবাদ হইলে যেমন লজ্জায় প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয় ; তেমনি এই সাড়ে তিন হাত শরীরে বারম্বার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করা ও জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ; গর্ভাশয়ের মেদের মুচির মধ্যে রক্ত, মূত্র ও রসের পুতলী হইয়া থাকা

১-২ মন বিষয় অভিলাষী হয় না ;      ৩-৪ মধু মক্ষিকার পক্ষে মধুচক্র ;

§ এই গুণের পাঠান্তর :—“অথবা অকস্মাৎ কোনও চণ্ডালের মন্দিরে আসিয়া পড়িলে যেমন একটি উত্তম সংন্যাসীর লজ্জা হয় ;”

+ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—“কিম্বা মহাসতীর বৈধব্যের আশ্রয় আসিলে যেমন হয়” ;

একটা লজ্জার ব্যাপার ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে—দেহের বন্ধনে পড়িয়া নান্যরূপাত্মক আকার গ্রহণ করা—যাহা হইতে অধিকতর লজ্জার কথা আর কিছুই নাই ; ( ১৮০ ) এইভাবে, এই নিরুপ্ত শরীর ধারণে যে যুগা তাহাকেই ‘লজ্জা’ বলে, পরন্তু ইহা নির্মল, সাধু ব্যক্তিরই হয়, নিজজ্জ লোকের পক্ষে অল্প প্রকার হয়’ ; এখন, সূত্রতন্তু ছিঁড়িয়া গেলে যেমন কাষ্ঠপুস্তলীর চলন ( অজ্ঞভঙ্গী ) বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা, প্রাণ গেলে যেমন কর্ণেজ্রিয়ের গতি বন্ধ হয় ; কিম্বা, সূর্য্য অস্ত গেলে যেমন তাহার কিরণজাল অদৃশ্য হয়, মনের জয় হইলে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও তেমনি হয় ; এই ভাবে মনপ্রাণ নিয়মিত হইলে দশটি ইন্দ্রিয়ই পঙ্ক হইয়া যায়,—ইহাকেই ‘অচাপল্যের’ ধর্ম্ম’ বলিয়া জানিবে ;

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ ৩+

মরণ স্বতঃই দুঃখজনক, অগ্নিপ্রবেশে মৃত্যু আরও ভয়ঙ্কর, পরন্তু সতী স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমরণে তাহাও গ্রাহ্য করে না ; তেমনি আত্মপ্রাপ্তির চিন্তায় ( যোগমার্গে ) বিষয়বিষয়ের বাধা দূর করিয়া ( ‘বিষয়বিষয়ের বাধারূপ প্রাচীরের মধ্যস্থ’ ) শূন্যপ্রাপ্তির সর্বাঙ্গ মার্গে অগ্রসর হন ; তখন শাস্ত্রোক্ত বিধির নির্দেশ পালন করিতে হয় না, নিষেধ ও বাধা সৃষ্টি করে না, এবং মহানিকির মোহ তাঁহাকে আকর্ষণ করে না ; এইভাবে আন্তরিক সহজ প্রেরণায় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হওয়াকেই ‘আধ্যাত্মিক’ তেজ কহে ; এখন, সর্ব্ব সহনশীলদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গর্ব্ব না করা—তাহাই ‘ক্ষমা’,—যেমন শরীর অসংখ্য রোমরাজি বহন করে, কিন্তু তাহা জানেও না ; আর, মত্ত ইন্দ্রিয়গুলি যদি বেগশালী হয়, কিম্বা প্রাচীন রোগ বাড়িয়া উঠে ; অথবা প্রিয়জনের বির্যোগ হয় বা অপ্রিয় প্রসঙ্গের সহিত সংযোগ হয় ; ( ১২০ ) এই সমস্ত বিষয়গুলি যদি প্রভূত পরিমাণে একসঙ্গে আসিয়া পড়ে ; তবে

১ ইহা স্বপ্নকর হয় ; ২ বর্ষ ( রহস্ত ) ;

+ এখানে ( অর্থাৎ ১৮৫ ওবীর পূর্বে ) পাঠান্তরে একটি ওবী আছে—“এখন, ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্ত বাহ্যার জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে এবং মনে তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তাহাদের শক্তির অভাব হয় না” ; পাঠান্তরে এই ওবীটি ১২৩ ওবীর পরে দৃষ্ট হয় ;

অগত্য ঋষির শ্রায় ধীরভাবে নিশ্চল হইয়া তাহা সহ করা ; আকাশে প্রকাণ্ড ধূমের রেখা উঠিলে যেমন বায়ুর এক ঝলক আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে ; তেমনি, হে পাণ্ডব, অধিভূত, অধিদৈব ও আধ্যাত্মিক এই তিনপ্রকার উপদ্রব যদি উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের পান করিয়া ফেলা ( তাহা দ্বারা অবিকৃত থাকা ) \* ; এইভাবে চিন্তাক্রোড উৎপন্নকারী প্রসঙ্গ আসিলে দৈব্যা ত্যাগ না করিয়া উত্তমভাবে তাহাকে ধরিয়া থাকাকেই ‘স্থিতি’ কহে—ইহা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ ; এখন, স্বর্ণকলস মাজিয়া স্বচ্ছ করিবার পর তাহাতে গলাজলরূপ অমৃত ভরিলে যেমন শুদ্ধ হয়, ‘শৌচ’ সেই কলসসদৃশ ; শরীরে নিক্রিয় আচরণ ও অন্তরে বিবেকের নির্দেশ যথাযথ পালন,—এই সবাহুত্বই ‘শুচিৎস্ব’র লক্ষণ ; গঙ্গার জল যেমন ( স্নানার্থীদের ) পাপতাপ হরণ করিয়া, তীরস্থ বৃক্ষাদির পোষণ করিয়া, সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয় ; জগতের অন্ধকার নাশ করিয়া, শ্রীমন্দির উদ্ঘাটিত করিয়া, সূর্য্য যেমন প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয় ; তেমনি, যিনি বদ্ধ জীবকে মুক্ত করেন, যে ( সংসারলাগরে ) ডুবিতেছে তাহাকে উদ্ধার করেন, এবং আর্তের সঙ্কট মোচন করেন ; কিং বহুনা, এইরূপ দিবস-রাত্রি অপরের সুখ বাড়াইতে গিয়া যিনি প্রকারান্তরে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করেন ; ( ২০০ ) পরন্তু, আপন কার্য্যের জগু, প্রাণিমাত্রের কল্যাণ কামনার পথে কোনও বাধা সৃষ্টি করেননা ; হে কিরীটি, এইসব কথা যাহা এখন শুনিয়াছ, তাহাই ‘অজ্ঞোহংসের’ লক্ষণ,—তুমি যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পার, এইভাবে বলিলাম ; আর, হে পার্থ, গঙ্গা শব্দের মন্তকে আশ্রয় পাইয়া যেমন সঙ্কুচিত ( লজ্জিত ) হইয়াছিল, তেমনি লোকের কাছে সম্মান পাইলে যে ‘লজ্জা’ হয় ; হে স্মৃতি, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ ( নিশ্চিতভাবে ) ‘অমানিত্ব’ বলিয়া জানিবে, পূর্বে একথা বলা হইয়াছে—আর কত বলা যায় ? ব্রহ্ম ( দৈবী ) সম্পত্তির এই যে ছান্ধিশ গুণ—ইহা যেন মোক্ষ-সাম্রাজ্যের অধিপতি ( পরমাত্মা ) স্বয়ং জায়গীর স্বরূপ দান করিয়াছেন ; অথবা এই দৈবী সম্পত্তি যেন নবীন গুণরূপ তীর্থজলে পূর্ণ নির্বিষ সাগরের দৈবী গঙ্গা<sup>১</sup> ; কিম্বা, এই গুণরূপী পুষ্পের মালা হন্তে

\* এইস্থানে পাঠান্তরে পূর্বোক্ত ভাটটি দৃষ্ট হয় ;

১ অনিষ্ট কল্পনারূপ ;      ২ বৈরাগ্যরূপ সগরপুত্রের উপর পতিত দৈবীগঙ্গা ;

লইয়া ‘মুক্তি’-রূপী বধু যেন বৈরাগ্যরূপ ভাগ্যের গলায় পরাইয়া দিতেছে ; কিম্বা, এই ছাব্বিশগুণ জ্যোতিবিশিষ্ট দীপ জ্বালাইয়া গীতা যেন নিজপতি আত্মার আরাতি করিতেছে ; গীতারূপ সমুদ্রের দৈবী সম্পদরূপ স্থিতি<sup>১</sup> ( শুক্তি ) হইতে যেন এই নির্মল গুণরূপী মুক্তাকল বাহির হইয়াছে ; এই দৈবী শাস্তিরূপ<sup>২</sup> গুণরাশির যে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইল, তাহা হইতে অধিক আর কি বলা যায় ? ( ২১০ ) এখন, আসুরী সম্পত্তি—যদিও দুঃখের অধস্তিত<sup>৩</sup> ( সম্পূর্ণ ) লতা—কাললৌহের ভল্ল সদৃশঃ—তথাপি নিজনামেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয় ; যাহা ত্যাজ্য ( নিন্দনীয় ) তাহাকে ত্যাগ করিতে হইলে—অহুপযোগী ( অনিষ্টকারী ) হইলেও তাহার স্বরূপ জানিতে হয়, সেইজন্ত উত্তমরূপে মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর ; জীবকে ভয়ঙ্কর নরক-ব্যাথা প্রাপ্ত করাইবার জন্ত যোর পাতকিগণ যে দোষ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাই আসুরী সম্পত্তি ; সমস্ত প্রকারের বিষ একত্র করিলে যেমন তাহাকে কালকূট বলে, তেমনি সমস্ত পাপকে একত্র করিলে তাহার সমষ্টিকে আসুরী সম্পত্তি কহে ।

দন্তো দর্পোহিতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুণ্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

হে বীর অর্জুন, এই আসুরী দোষের মধ্যে যেটি সামর্থ্যে সর্বাপেক্ষা হেয় ( পক্ষসদৃশ ) তাহা ‘দন্ত’ ; আপন জননী তীর্থস্বরূপা হইলেও, তাহাকে জনসম্মুখে নগ্ন করিলে যেমন তাহা অধঃপতনের কারণ হয় ; কিম্বা, গুরুপদ্বিষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞা চৌরাস্তায় ( সর্বসমক্ষে ) উদ্ঘাটন করিলে, যেমন ইষ্টদা হইয়াও অনিষ্টের কারণ হয় ; দেখ, বস্ত্রার জলে ডুবিতে থাকিলে<sup>৪</sup> যে নৌকা অপরপারে পৌছাইয়া দেয়, তাহাকে যদি মস্তকে বাঁধিয়া ধারণ করা হয় তবে তাহা যেমন আপনাকেই ডুবার ; হে পাণ্ডুসুত, যে অন্ন জীবনের কারণ, তাহা ভাল বলিয়া অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা হইলে যেমন সেই অন্ন বিষ হয় ; তেমনি, যে ধর্ম ইহলোক ও পরলোকের সখা, সেই ধর্ম আচরণ করিয়া যদি উচ্চৈঃস্বরে

১ মুক্তি ; শুক্তি ; ২ সম্পত্তি রূপ ; ৩ অভ্যস্তরের ;

৪ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—দুঃখের দোষরূপ কাঁটায় ভরা ;

৫ মহাবস্ত্রার ডুবিতে থাকিলে ,

তাহার ঘোষণা করা হয়, তবে সেই ধর্মাচরণ তারক না হইয়া দোষের সাধন হইয়া দাঁড়ায় ; ( ২২০ ) এইজন্তেই, হে বীর, ধর্মাচরণ করিয়া বাক্যের দ্বারা তাহা চতুর্দিকে ঘোষণা করিলে সেই ধর্ম অধর্মের পরিণত হয়,— তাহাকেই ‘দম্ব’ বলিয়া জানিবে ; এখন, মূর্খের জিহ্বায় দু-চার শুভ অক্ষরের অধিষ্ঠান হইলেই’ ( অর্থাৎ কিছু পড়িতে শিখিলেই ) যেমন সে ব্রাহ্মণের সম্মান না গিয়া সম্ভট হয় না ; কিম্বা, দক্ষ ঘোড়সওয়ারের ঘোড়া যেমন গজপতির শ্রেষ্ঠত্বকে<sup>১</sup> তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিম্বা কাঁটাগাছের উপর চড়িয়া গিরগিটি যেমন স্বর্গকেও নীচ মনে করে ; তদ্রূপ ইক্ষন জলিয়া উঠিলে অগ্নির শিখা যেমন আকাশে উঠিয়া যায় ; ক্ষুদ্র জলাশয়ের মৎস্য যেমন সমুদ্রকেও গণনার মধ্যে আনে না ; তেমনি, স্বামী, ধন, বিদ্যা, জ্ঞতি ও বহুমান প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য উন্নত হয়,—যেমন একদিন পরান পাইয়া দরিদ্র আপনাকে ধন্য মনে করে ; মেঘের ছায়া দেখিয়া অভাগা মনুষ্য যেমন নিজের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে,—মৃগজল দেখিয়া যেমন মূর্খ তাহার জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয় ; অধিক বলিবার কি প্রয়োজন ? এইভাবে সম্পত্তির লোভে উন্নত হওয়াকেই ‘দর্প’ বলে—এই সিদ্ধান্তের কোনও অন্তথা নাই ; আর, সর্ব জগৎ বেদে বিশ্বাস করে, বেদে বিশ্বাসী লোক ঈশ্বরকে পূজ্য মনে করে, ঈশ্বরই জগৎকে প্রকাশিত করিবার একমাত্র সূর্য্য ; সর্ব জগৎ সার্বভৌম পদের জঁম্ম স্পৃহা করে ; জগতে আপনার মরণ কেহই কামনা করে না— ইহা নির্বিবাদ সত্য ; এইজন্ত, যদি লোকে উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের জ্ঞতি করে তবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? তবে ইহা শুনিয়া অল্প লোকের মনে তাঁহার প্রতি ‘মৎসর’ উৎপন্ন হয় ; ( ২৩০ ) তাহার বল—‘ঈশ্বরকে খাইয়া ফেলিব, বেদকে বিষ প্রদান করিব,—আপন মহত্ব<sup>২</sup> দ্বারা তাহাদের সম্ভা ভাঙ্গিয়া ফেলিব’ ; পতঙ্গ যেমন দীপের জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না, খন্তোত যেমন সূর্য্যকে ঘৃণা করে, টিট্টিভপক্ষী যেমন সমুদ্রের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ; তেমনি ( আসুরী প্রকৃতির মনুষ্য ) অহংকারের মোহে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না, এবং বলে ‘বেদান্ত’ আমার সপত্নী ( শত্রু ) ; এইপ্রকার ‘মান্ততার’ ( সম্মানের ) অহংকারকেই অতি মন্দ ‘অভিমান’ বলিয়া

১ অক্ষরের অধিষ্ঠান হইলে ,

২ গজপতিক ;

৩ “গোখা” “গৌরবের” অপপাঠ ;

জানিবে,—ইহাই রৌরব নরকের প্রসিদ্ধ মার্গ ; আর, অগ্নির হুখ দেখিয়া  
 যাহার মনোবৃত্তি ক্রোধায়ির বিবে জলিয়া উঠে ; তন্তু তেলে শীতল জল  
 পড়িলে যেমন জলিয়া উঠে, চন্দ্র দেখিয়া শৃগল যেমন অন্তরে জলিতে থাকে ;  
 যে স্বর্ধ্য সকলের<sup>১</sup> জীবন দান করে, সেই স্বর্ধ্য প্রাতঃকালে উদয় হইলে  
 যেমন পাণী পেচকের চক্ষু অন্ধ হয় ; জগতের হুখ (আনন্দদায়ী)  
 প্রাতঃকাল যেমন চোরের পক্ষে মরণ হইতেও কষ্টকর,—সর্পের উদরে গিয়া  
 দুধও যেমন কালকূট হয় ; অগাধ সমুদ্রের জলের সংস্পর্শে আসিয়া বড়বাঘি  
 যেমন আরও অধিক জলিয়া উঠে, এবং কিছুতেই শান্ত হয় না ;  
 তেমনি, অপরের বিত্যাবিনোদ বৈভব আদি সৌভাগ্য দেখিয়া যদি কাহারও  
 রোষ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তবে সেই মনোবৃত্তিকেই ‘ক্রোধ’ বলিয়া জানিবে ;  
 (২৪০) আর, যাহার মন সর্পের সৃষ্টি<sup>২</sup> (সর্পের মনের দ্বারা জরুর), চক্ষুর  
 দৃষ্টি বাণবৃষ্টির দ্বারা, বাক্য অগ্নিবৃষ্টি সদৃশ ; যাহার অস্ত্র ক্রিয়াকলাপ তীক্ষ্ণধার  
 করাতের দ্বারা ক্রেশদায়ক,—এইভাবে যাহার অন্তর ও বাহির তীক্ষ্ণ  
 (মর্গভেদকারী) ; তাহাকে মহত্ত্বের অধম বলিয়া জানিবে—‘পারুশ্বের’ ইহাই  
 লক্ষণ ; এখন ‘অজ্ঞানের’ লক্ষণ বলিতেছি শুন ; পাষণের যেমন শীতোষ্ণ  
 স্পর্শ-জ্ঞান নাই, জন্মান্তর যেমন রাত্রি ও দিবসের ভেদ জানে না, অগ্নি  
 জলিয়া উঠিলে যেমন খাতাখাত বিচার না করিয়া সব খাইয়া ফেলে, কিম্বা  
 পরশ পাথর যেমন সোনা ও লোহার মধ্যে ভেদ জানে না ; অথবা, নানা  
 রসে প্রবেশ করিয়া হাতা যেমন তাহার রসাস্বাদনে অনভিজ্ঞ<sup>৩</sup> ; কিম্বা, বায়ু  
 যেমন মার্গামার্গবিষয়ে কোনও বিচার করে না, তেমনি কৃত্যাকৃত্যবিচারে যে  
 অধমজাতীয়<sup>৪</sup> ; কোনটা ভাল, কোনটা দূষিত, ইহা না জানিয়া যেমন বালক  
 বাহা দেখে তাহাই মুখে ফেলিয়া দেয় ; তেমনি পাপপুণ্যের খিচুড়ী করিয়া  
 খাইবার সময় (যে কোনও কাজ করিবার সময়) বুদ্ধি দ্বারা কোনটা কষ্ট,  
 কোনটা মধুর (ভাল কি মন্দ) তাহা বুঝিতে পারে না—তখন যে দশা— ;  
 তাহারই নাম ‘অজ্ঞান’—ইহাতে কোনও অন্তথা নাই ; এইভাবে ছয়টি

১ বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়া ;

২ বিবর ;

৩ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ প্রায় একই ;

৪ অজ্ঞের দ্বারা ;

দোষের লক্ষণ তোমাকে বলা হইল ; ( ২৫০ ) এই ছয়টি দোষের সংযোগে আত্মরী সম্পত্তি বিশেষ বলপ্রাপ্ত হয়,—যেমন ভূজ্ঞের অঙ্গ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার বিষ ভয়ঙ্কর ; কিম্বা, তিন অগ্নির ( প্রলয়গ্নি, বিদ্যুতগ্নি, বড়বাগ্নি ) সংখ্যা দেখিলে কমই মনে হয়, পরন্তু তাহাতে সারা বিশ্বও আহুতি দিলে যথেষ্ট হয় না ; ব্রহ্মার শরণ লইলেও ত্রিদোষপ্রাপ্ত মনুষ্যকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যায় না,—এই ছয়টি দোষ সংখ্যায় সেই ত্রিদোষের দ্বিগুণ ; এই সম্পূর্ণ ছয়টি দোষই এই ( আত্মরী সম্পত্তিরূপ ) ইমারতের ভিত্তিস্বরূপ,—সুতরাং আত্মরী সম্পত্তি কখনও ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় না ; সমস্ত কুরগ্রহ যেমন কখনও কখনও এক রাশিতে আসিয়া মিলিত হয়, কিম্বা, নিম্নক যেমন অশেষ পাপের ভাগী হয় ; মরণকালে যেমন শরীরে সমস্ত রোগ আসিয়া আক্রমণ করে, কিম্বা, কুমুহুর্তে যেমন সমস্ত দুর্যোগ আসিয়া একত্র হয় ; কিম্বা, ছাগলীর আয়ু ফুটাইলে যেমন তাহাকে সপ্তহলবিশিষ্ট বৃশ্চিক দংশন করে, তেমন এই ছয়টি দোষ একত্র মিলিয়া মনুষ্যের ভাগ্যে জুটিয়া যায় ; চোরের হাতে পড়িলে, কিম্বা ক্লান্ত হইয়া বস্ত্রায় প্রবেশ করিলে যেমন হয়, এই দোষগুলিও মনুষ্যের তেমনি অবস্থা করে ; মোক্ষমার্গের দিকে চলিতে গিয়া যাহার পথে ( দোষরূপ ) জল সিঞ্জন হয়, এবং বাহির হইতে না পারিয়া যে সংসারে ডুবিয়া যায় ; হে কিরীটি, যে অধম যোনির সিঁড়িতে নামিতে নামিতে স্বাবর-যোনিরও নীচে গিয়া পৌঁছায় ; ( ২৬০ ) আর বেশী কি বলিব ? তাহারি মধ্যে এই ছয়টি দোষ মিলিয়া আত্মরী সম্পত্তির বল বৃদ্ধি করে ; এইভাবে লোকে প্রসিদ্ধ এই দুটি ( দৈবী ও আত্মরী ) সম্পত্তির লক্ষণগুলি আমি পৃথক করিয়া তোমাকে বলিলাম ।

দৈবী সম্পত্তিমোক্ষায় নিবন্ধায়াত্মরী মতা । †

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫

এই দুটির মধ্যে প্রথম যে দৈবী সম্পত্তির কথা বলিলাম, তাহাকে মোক্ষ-স্বরূপ সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত উবা বলিয়া জানিবে ; অপর দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ আত্মরী সম্পত্তি—ইহা জীবের লোভমোহরূপ প্রত্যক্ষ শৃঙ্খলস্বরূপ ; পরন্তু

† তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“যেমন ভাগ্যবানের সঙ্গে বিবম বিবম-বিষ প্রবেশ করে” ;

ইহা ভুলিয়া তুমি যেন কদাচ মনে নিরুৎসাহিত হইও না ; ( চান্দনী ) চন্দ্রপ্রকাশ' কি রাত্রিকে ভয় করে ? হে ধনঞ্জয়, এই আত্মরী সম্পত্তি শুধু তাহাদেরই বন্ধনস্বরূপ হয় বাহারা এই ছয়টি দোষকে আশ্রয় দেয় ; পরন্তু হে পাণ্ডব, আমি যে দৈবী গুণের বর্ণনা করিলাম, তুমি তাহারি প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তিস্বরূপঃ অন্মগ্রহণ করিয়াছ ; সুতরাং হে পার্থ, তুমি দৈবী সম্পত্তির স্বামী হইয়া কৈবল্য-স্থখ ভোগ করিবে ।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্দৈব আত্মর এব চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আত্মরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

আর, দৈবী ও আত্মরী সম্পত্তিযুক্ত মনুষ্যের আচরণের মার্গ ( পন্থা ) অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আছে ; যেমন রাত্রিকালে<sup>১</sup> আকাশ নিশাচর প্রাণিদ্বারা ব্যাপিয়া যায়,<sup>২</sup> এবং দিনে মনুষ্যাদি প্রাণীর যোগ্য ব্যাপার চলে ; ( ২১০ ) তেমনি, হে কিরীটি, দৈবী ও আত্মরী এই দুই সৃষ্টি ( বৃত্তি ) আপন আপন মার্গে বর্ত্তমান আছে ( ব্যবহার করিতেছে ) ; তাহার মধ্যে, গ্রহের প্রথম ভাগে 'জ্ঞান' বিষয়ক প্রস্তাবের সহিত দৈবী সম্পত্তির বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে ; এখন, আমি আত্মরী সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি, তুমি উত্তমরূপে অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর ; বাস্তবিক বিনা যেমন নাদ ( বাত ), দ্বিতীয় বস্তু বিনা শব্দ হয় না,<sup>৩</sup> কিম্বা পুষ্প বিনা যেমন মুকরন্দ প্রাপ্ত হইয়া যায় না ; তেমনি, আত্মরা প্রকৃতি কোনও একটি শরীর আশ্রয় না করিয়া একা একা দৃষ্টিগোচর হয় না ; অগ্নি যেমন কাষ্ঠে প্রকট হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি আত্মরী প্রকৃতিও প্রাণিদেহ আশ্রয় করিয়া তাহাকে ব্যাপিয়া ফেলে ; এই অবস্থায়, ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি<sup>৪</sup> সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার ভিতরের রসও বাড়ে, তেমনি প্রাণিদেহের বৃদ্ধির সঙ্গে আত্মরী প্রকৃতিরও বৃদ্ধি হয় ; এখন, হে ধনঞ্জয়,

১ দিন;

২ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিধি” ;

২-৩ ব্যাপার চলে ;

৪ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর :—“কোনও শব্দ উৎপন্ন করে না ;”



যে প্রাণীর মধ্যে আত্মরী দোষের সম্বন্ধি হয়' তাহারই লক্ষণসমূহ তোমাকে বলিব ।

প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ জনা ন বিদুঃস্মরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদুতে ॥ ৭

পুণ্যাচরণে প্রবৃত্তি ও পাপাচরণ বিষয়ে নিবৃত্তি,—ইহার জ্ঞান ( বিচার ) সম্বন্ধে তাহার মনে বাক্সির জ্বায় অন্ধকার থাকে ; কোশের মধ্যে আবদ্ধ বেশমের কীট যেমন গুটির মধ্যেই থাকিয়া কষ্ট পায়, এবং তাহার মনে বাহির হইবার কিস্বা ভিতরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছাও হয় না ; ( ২৮০ ) কিস্বা, অর্পিত সম্পত্তি ভবিষ্যতে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে কি না ইহা বিচার না করিয়াই মুখ যেমন চোরের হস্তে তাহার পুঞ্জি অর্পণ করে ( ধার দেয় ) ; তেমনি, আত্মরী প্রকৃতির লোক 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' এ দুটির কথাই জানে না, এবং 'শৌচ' সম্বন্ধে স্বপ্নও দেখে না ; কয়লা কি তাহার মসীবর্ণ ত্যাগ করে ? বায়স কি কখনও শুদ্ধ হয় ? রাক্ষসের কি মাংসভোজনে বিরক্তি হয় ? পরস্তু হে ধনঞ্জয়, মত্তভাণ্ড যেমন কখনও পবিত্র বা শুদ্ধ হয় না, তেমনি আত্মরী প্রাণী কখনও শুচিতা লাভ করিতে পারে না ; আর শাস্ত্রোক্ত বিধি পালন করিবার ইচ্ছা বাড়ান, কিস্বা বয়োজ্যেষ্ঠের আচরণের অনুকরণ করা বা আজ্ঞাপালন—ইহার কথাই তাহাদের মনে উদয় হয় না ; ছাগল যেমন ( ইচ্ছামত ) চরিয়া বেড়ায়, বায়ু যেমন ( স্বেচ্ছায় ) ধাবিত হয়, অগ্নি যেমন বাহা পায় তাহাই জ্বালাইয়া দেয় ; তেমনি আত্মরী প্রকৃতির লোক, অগ্রগামী হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, সত্যের প্রতি তাহার সর্বদা বৈরভাবাপন্ন ; বৃত্তিক যদি কখনও আপন হলের দ্বারা স্ফুট স্ফুটি দেয়, তবেই তাহার সত্য কথা বলিবে ; যদি অপানদ্বার ( গুহদ্বার ) হইতে স্বগন্ধ বায়ুনিঃসরণ হয় তবেই আত্মরী লোকের মধ্যে সত্যের সন্ধান মিলিবে ; এই সব কিছু না করিলেও তাহার স্বভাবতঃই মন্দ প্রকৃতির ; এখন, তাহাদের কথার নূতনত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব ; ( ২২০ ) যদিও উটের স্বক্ৰন্দ্রদেশ দেখিতে সুন্দর, অন্য অবয়বগুলি সম্বন্ধে কি তাহা বলা যায় ? বাহাদের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে তাহাদের কথাই

জন ; § চিম্নীর মুখ হইতে যেমন ধূমের স্রোত নির্গত হয়, তেমনি তাহে ইহাদের মুখ হইতে যে বাক্যস্রোত বাহির হয়, তাহার কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ;

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসমুত্তং কিমগ্রং কামহৈতুকম্ ॥ ৮

এই বিশ্ব অনাদি, এবং ঈশ্বর, ইহার নিয়ন্তা অধীশ্বর ; বিচারশালায় বেদ গ্রন্থ ও অগ্রন্থ সম্বন্ধে নির্ণয় করিয়াছে ; বেদ বাহাকে ‘অগ্রন্থী’ (দোষী) বলে, সে নরকভোগের দণ্ড পায়, বাহাকে ‘সন্ন্যাসী’ (গ্রন্থপরাশরণ) বলে, সে স্বর্গে স্বর্গবাণ করে ; হে পার্থ, অনাদি কাল হইতে এই যে বিশ্বব্যবস্থা প্রচলিত আছে,—তাহারা (আহুরী মহুগগণ) বলে ‘এই সবই মিথ্যা’ ; ‘বহুশ্রুত ব্যক্তিগণ যজ্ঞের ফেরে পড়িয়া বিভ্রান্ত হয়, দেবতায় বিশ্বাসী লোক প্রতিমা পূজায় পাগল হয়,’ আর সমাধিভ্রমে পতিত যোগিগণ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া সর্বত্র হারায়’ ; ‘এই জগতে আপন সামর্থ্যে বাহা উপভোগ করা যায়, তাহা ভিন্ন অগ্র সমস্তই নিশ্চিত এক প্রকাণ্ড শৃঙ্খলা ; অথবা, নিজের আঙ্গিক অক্ষমতার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়োপভোগের বস্তু সংগ্রহ করিতে না পারিলে যে দুঃখে পীড়িত হইতে হয়, তাহাই বাস্তবিক পাপ ;’ ‘সম্পন্ন (ধনবান) ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিলে যদি সত্যই পাপ হয়, তবে তাহার সর্বত্র নিজের হাতে আসিলে কি তাহা পুণ্যের ফল নয় ? বলবান অশক্তকে (খাইলে) নাশ করিলে যদি বাধা সৃষ্টি করে (নিষিদ্ধ হয়), তবে মৎস্ত নিঃসন্তান হয় না কেন (বড় মৎস্ত ছোট মাছকে খাইয়া কেলে) ?’ (৩১০) ‘দুই পক্ষের কুল মিলাইয়া, শুভলগ্নে যদি সন্তানোৎপাদনের অগ্র বালক-বালিকাদের বিবাহ দেওয়া হয় ; তবে পশুপক্ষী আদি প্রাণী—বাহাদের

§ এই ওরী (২২১)র পাঠান্তর—“উটের শরীরে কি কোনও অবয়ব আছে বাহাকে হৃদয় বলা যায় ? আহুরী মহুগ সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়; তবে প্রসঙ্গক্রমে কিছু বলিতেছি শুন” ;

। করে ;

† দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“বাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া ভোগ করা যায়, তাহা ভিন্ন অগ্র কি পুণ্যকৃত্ত আছে ?”

২ কর্তৃক ; সামর্থ্যে ;

৩২

সন্ততির সংখ্যা গণনা করা যায় না—তাহাদের কোন্ শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ হয়?’ ‘চুরি করা ধন কি কাহারও পক্ষে বিষবৎ হয়? প্রেমসহকারে রমণ করিলে কি কাহারও কুষ্ঠরোগ হয়?’ ‘সুতরাং, “ঈশ্বর জগতের স্বামী, এবং তিনিই জীবের ধর্মাধর্মের ফল ভোগ করান, আর পরলোকেই লোকে (ইহলোকে কৃতকর্মের) ফল ভোগ করে” (ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যদি মানিতে হয়); ‘তবে, পরলোক বা দেবতাকে চোখে দেখা যায় না, সুতরাং এ সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা,—আর কর্তারই যদি (মৃত্যুর পর) অস্তিত্ব না থাকে, তবে ফল ভোগ করিবে কে?’ ‘স্বর্গলোকে ইন্দ্র যেমন উর্বশীর সহিত স্ব-ভোগ করেন, নরকের কুমিকীটও তেমনি বিষ্ঠার মধ্যে থাকিয়া আপনাকে ধন্য মনে করে’; ‘সুতরাং, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে যে পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ ভোগ করায়—কারণ উভয় স্থানেই কামনা হইতে ভোগ হয়’; ‘কাম হইতেই স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম হয়, এবং তাহা হইতেই জগতে সর্ব প্রাণীর জন্ম হয়’; ‘আর, নিজের স্বার্থের জন্ত যে কামবাসনা পোষণ করা হয়, অবশেষে পরস্পর ঘেষের দ্বারাই সেই কামবাসনার নাশ হয়’; ‘এইভাবে, কাম ভিন্ন জগতের অস্ত্র কোনও মূল কারণ নাই’—এই কথাই ‘আত্মরী’ লোক বলে; ( ৩১০ ) এখন এই অশুদ্ধ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না, কারণ এবিষয়ে চর্চা করিলে বাক্যই ব্যর্থ হয় ;

‘এতাং দৃষ্টিমবশ্ঠভ্য নষ্টান্মানোহ্লবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

আর, ঈশ্বরকে ঘেষ করিয়া তাহারা কেবল বুধাই বাগ্জাল বিস্তার করে,—পরন্তু, এসম্বন্ধে তাহাদের মনে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নাই; আর অধিক কি বলা যায়? অঙ্গে নাস্তিকতা ঢুকাইয়া তাহারা জিহ্বায়’ নাস্তিকতার হাড় বিদ্ধ করে—অর্থাৎ নাস্তিক মতবাদ প্রচার করে, এই অবস্থায়, স্বর্গের প্রতি প্রভা কিম্বা নরকের ভয়,—এইপ্রকার মনোবৃত্তির অঙ্কুর জলিয়া ভস্ম হইয়া যায়; হে লখা অর্জুন, অপবিত্র জলের গর্ভের দ্বায় এই (শরীররূপী) খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া আত্মরী প্রকৃতির

লোকেরা বিষয়পক্ষে ডুবিয়া থাকে ; যখন জল শুকাইয়া জলচরগণের মৃত্যু সন্নিকট হয়, তখন ধীবরগণ আসিয়া জলাশয়ের নিকট একত্র হয়, কিম্বা, শরীরপতনের সময় নানা বোগের উদয় হয় ; বিশ্বের অনিষ্টের জন্ত যেমন ধূমকেতুর আবির্ভাব (উদয়) হয়, তেমনি লোকের বিনাশসাধনের জন্তই এই আত্মরী মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করে ; অন্ত (অমঙ্গলের) বীজ বপন করিলে তাহা হইতে অন্ত (আত্মরী) অঙ্কুরই উৎপন্ন হয়,—ইহারা চলমান পাণের কীৰ্ত্তিস্তম্বরূপ ; আর, আগ্নে পিছে যে কোনও বস্তু থাকুক না কেন, তাহা জ্বালান ভিন্ন অগ্নি যেমন আর কিছুই জানে না, তেমনি, ইহারা শুধু বৈরী করিতেই জানে ; পরন্তু, এইসব কৰ্ম্ম তাহারা করুণ আদর ও সন্ত্রাসের সহিত আরম্ভ করে, তাহাই শুন”—এই কথা ত্রিনিবাস পার্থকে কহিলেন । (৩২০)

কামমাস্রিত্য দুস্পূরং দন্তমানমদাস্বিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীতাসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহুচ্চিব্রতাঃ ॥ ১০

“জলদ্বারা জাল ভরা যায় না ; অগ্নির পক্ষে ইন্ধন কখনও যথেষ্ট হয় না ; কামবাসনা বাহাদের পরিতৃপ্ত হয় না ( বাহাদের মুখ ভরে না ) তাহাদের মধ্যে ইহারা অগ্রগণ্য<sup>১</sup> ; হে পাণ্ডব, অন্তরে কামবাসনার বীজ (সার) পোষণ করিয়া, ইহারা দন্ত ও মানের (অহঙ্কারের) রাশি সংগ্রহ করে ; মন্ত হস্তীকে মদ খাওয়াইলে যেমন অধিকতর উন্নত হয়, তেমনি মদের<sup>২</sup> অহঙ্কারে ইহাদের অঙ্গে জ্বর ফুটিয়া বাহির হয়<sup>৩</sup> ; আর, তাহাদের অনমনীয় বস্তাবের (দুরাগ্রহের) উপর মূৰ্খতা এমনি ভাবে সাহায্য করে—ইহাদের হঠকারিতার লীলার আর কত বর্ণনা করিব ? যে সব কৰ্ম্ম অপরকে পীড়া দেয় বা অন্তের মনে ত্রাস উৎপন্ন করে—সেই সব কৰ্ম্মে ইহারা জন্ম হইতেই পটু (প্রগাঢ়ভাবে) লিপ্ত থাকাই ইহাদের জন্মের ব্রত ) ; আপনাদের অহুষ্ঠিত

১ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“বাহাদের<sup>২</sup> উপর পূর্ণ হয় না এইরূপ কুখ্যাতদের মধ্যে ইহারা অগ্রগণ্য” ;

১-২ ইহাদের অঙ্গে-মদের জ্বর ফুটিয়া বাহির হয় ;

৩ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তেমনি মদের অহঙ্কারে ইহাদের অঙ্গে নবজন্মের স্থায় ফুটিয়া বাহির হয়” ;

কর্ণের কথা চতুর্দিকে ঘোষণা করে, এবং সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করে,—  
দর্শনিকে তাহারা আপনাদের বাসনার জাল ছড়াইয়া দেয়; পাশমুক্ত যেহু  
যেমন চতুর্দিকে চরিয়া থাকে, এই আত্মরী মনুষ্যগণও তেমনি অহকারের মোহে  
চারিদিকে পাশাচরণের বৃদ্ধি করে;

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১

ইহাদের সর্বপ্রকার সাংসারিক বৃত্তি এই রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়,—  
আর, মৃত্যুর পরের চিন্তাও তাহাদের পীড়ন করে; তাহাদের এই চিন্তা  
পাতাল হইতেও গভীর ( নিম্ন ), ক্ষুদ্র আকাশ হইতেও উচ্চ,—যাহার  
সহিত তুলনা করিলে ত্রিভুবন পরমাণু তুল্যও নহে; তাহারা ধোগবস্ত্রের  
মাপ অনুসারে ( সংস্থানের নিয়মানুসারে ) অন্তঃকরণে অনিয়মের ( অঘোর )  
চিন্তা ধারণ করে,—পতিব্রতা স্ত্রী যেমন মরণকালেও স্বামীকে ত্যাগ করে  
না<sup>১</sup>; ( ৩৩০ ) তেমনি, অসার বিষয়ভোগের লালসা অন্তরে ( দৃষ্টিতে ) ভরিয়া  
তাহার জন্ত অপার চিন্তা নিরন্তর বাড়াইতে থাকে; ইহারা জীলোকের<sup>২</sup>  
শুনিতে চায়, চক্ষু দ্বারা জীরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, এবং সর্বেজ্জি  
দ্বারা জীলোককে আলিঙ্গন করিতে চায়; তাহাদের অমৃত দ্বারা আরতি  
করে; এইভাবে জীসন্দের বাহিরে অন্য কোনও সুখ নাই—ইহাই তাহারা  
মনে নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া লয়; আর, জীসন্দের জন্ত, আকাশ পাতাল  
এমন কি দিগ্বিভাগের ( দিগন্তের ) সীমানাও অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়।

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঈহস্তু কামভোগার্থমজ্ঞায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

অনেক সংস্র যেমন এক টুকরা আম্রিষের টোপ ঠোকরাইয়া কাটিয়া  
লয়,§ বিষয়াশাও ইহাদের তেমনি অবস্থা করে; বাঞ্ছিত বিষয় প্রাপ্তি না

১ রমণী যেমন স্বামীকে ত্যাগ করে না;

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর :—“সংস্র যেমন লোভবশতঃ কোন বিচার না করিয়া  
( ঝড়পীড়ে বিদ্ধ ) আম্রিষের টোপ গিলিয়া ফেলে”;

হইলেও, প্রত্যক্ষ আশাপরম্পরা বাড়াইতে বাড়াইতে তাহারা রেশমের কীটের জ্বার আশার জালে আবদ্ধ হয়; আর, ব্যাপক অভিশাপ অপূর্ণ হইলে (বাসনার তৃপ্তি না হইলে) তাহা ঘেষের রূপ ধারণ করে,— এইভাবে, কামক্রোধের অধিক তাহাদের আর কোনও পুরুষার্থ (কর্তব্য) থাকে না; হে পাণ্ডব, ধান্যের প্রহরীকে যেমন দিনে রোঁদে বাহির হইতে হয় এবং রাত্রি আগিয়া পাহারা দিতে হয়,—অহোরাত্রির মধ্যে বিশ্রাম করিতে পায় না; তেমনি, ইহারা কামবাসনার উচ্চ শিখর হইতে ঝট হইলে (কামবাসনা চরিতার্থ না হইলে) ক্রোধের পাহাড়ের উপর পড়ে, তথাপি কামক্রোধের বিষয়ের প্রতি অহুরাগের সীমা থাকে না; তেমনি, মনের ইচ্ছানুসারে বিষয়বাসনার ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, পরন্তু ইহা ভোগ করিবার জন্ত অর্থের প্রয়োজন; (৩৪০) সেইজন্ত, বিষয়োপভোগের জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সংগ্রহ করিতে ইহারা জগতে অশেষ উপজীব আনয়ন করে; কাহাকেও একান্তে পাইয়া জাগ্রত অবস্থায় হত্যা করে,<sup>১</sup> কাহারও সর্বস্ব হরণ করে, কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্ত নানা প্রকার যন্ত্র খাড়া করে (উপায় উদ্ভাবন করে); শিকারী যেমন পাহাড়ে শিকার করিতে বাইবার সময়, পাশ, খলি, জাল, কুকুর, তীক্ষ্ণদণ্ড, ভল্ল ইত্যাদি সঙ্গে লয়; তাহারা আপনাদের পেট ভরাইবার জন্ত বহু প্রাণী হত্যা করিয়া আনে,— তেমনি ইহারাও (আহুরী লোক) ঐরূপ নিকৃষ্ট কর্ম করে; অপরের প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের ধন হস্তগত করে,—এইভাবে ধন উপার্জন করিয়া তাহাদের কি সন্তোষ হয়?

ইদমচ্ছ ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্যো মনোরথম্ ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

বলে—‘আজ বহু লোকের সম্পত্তি আপন হস্তগত<sup>১</sup> করিয়াছি, আমি কি গন্ত নহি?’ এইভাবে, আত্মপ্রাণায় পূর্ণ হইয়া তাহার মন অস্ত্র দিকে যায়, এবং তখন বলিতে আরম্ভ করে—‘এখন দেখি অস্ত্র<sup>২</sup> কাহার সম্পত্তি পাওয়া

১ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“নিফল আশাপরম্পরা”; “নিফল আশারূপ সম্পত্তি;

২ ধরিয়া হত্যা করে;

২ আপনার;

যায়।' 'এখন পর্যন্ত বাহা পাইয়াছি, তাহাকেই খুঁজি করিয়া, সারা চরাচর লান্ত করিতে হইবে; এইভাবে সারা বিশ্বের সম্পত্তির আমি মালিক হইব, আর, বাহা কিছু আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহা হস্তগত না করিয়া ছাড়িব না।'

অসৌ ময়া হতঃ শক্রহ্নিনিষ্যে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহিমহং ভোগী সিদ্ধোহিং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

'আমি এ পর্যন্ত যে শত্রু বধ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা সামান্য, এখন আরও অনেক বলবান শত্রু বধ করিব, তখন আমি একাই সুখে বাস করিতে সমর্থ হইব; (৩৫০) বাহার্য্য আমার দাস হইয়া আমার কাজ করিবে, তাহাদের ছাড়িয়া অস্ত্র সবাইকে হত্যা করিব, বেশী বলার কি প্রয়োজন? আমিই তো সর্ব চরাচরের ঈশ্বর; আমি ভোগভূমির রাজা হইয়া সর্ব সুখ উপভোগ করিব,—আমার তুলনায় স্বয়ং ইন্দ্রও তুচ্ছ; আমি কায়মনো-বাক্যে বাহা করিতে চাহিব, তাহা সিদ্ধ হইবে না কেন? আমি ভিন্ন অস্ত্র কে আছে যে আজাদিদ্ধ (বাহার আজাদ তৎক্ষণাৎ পালন করিতে হয়)? অতুলনীয় আমাকে না দেখা পর্যন্ত কাল আপনার বলের বড়াই করিতে পারে,—আমিই বথার্থই শুদ্ধ সুখের রাশি!'

আচ্যোহভিজ্ঞানবানস্মি কোহচ্যোহস্তি সদৃশো ময়া ।

যক্ষো দাস্তামি মোদিস্যইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫

'কুবের অশেষ ধনসম্পন্ন, পরন্তু সে আমার স্বরূপ জানে না,—আমার জ্ঞান সম্পত্তি স্বয়ং লক্ষ্মীপতিরও নাই; আমার ফুলের গৌরব কিংবা জাতি-গোত্রের বিস্তার দেখিলে ব্রহ্মাও আমার তুলনায় স্বল্পপরিমাণে হীন হইয়া যান; এইজন্ত, ঈশ্বরাদির মহিমা কীর্তন করা ব্যর্থই, আমার সমান যোগ্যতা উহাদের কাহারও নাই; এখন অভিচার-মন্ত্র (জারণমারণাদি) লোপ পাইয়াছে, আমি তাহার জীর্ণোদ্ধার (পুনরায় প্রবর্তন) করিয়া জীবের পীড়া দিবার জন্ত' বাগযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিব; বাহার্য্য আমার প্রশংসা কীর্তন করিবে, বা নৃত্য, অভিনয় দ্বারা আমার

মনোরঞ্জন করিবে, তাহারা বাহা চাহিবে সেই বস্তুই তাহাদের প্রদান করিব ; আমি মাহক ভোজ্য ও পানীয় সেবন করিব, প্রমদার আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া ত্রিভুবনে আনন্দ ভোগ করিব’ ; এইভাবে আর কত অধিক বলিব ? আত্মরী বৃত্তিতে মত্ত হইয়া তাহারা ( কল্পনায় ) অশেষ আকাশকুসুমের গন্ধ আশ্রাণ করে ।

অনেকচিন্তাবিশ্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ !

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে২শুচৌ ॥ ১৬

অজ্ঞানের ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া ইহারা আশার ঘূর্ণিবাত্যায় পড়িয়া মনোরথের আকাশে ঘুরিতে থাকে ; জরের আবেশে রোগী যেমন প্রলাপ-বাক্য বলে, তেমনি ইহারাও সংকল্প-বিকল্পের শ্রোতে পড়িয়া নানারূপ অসংযত কথা বলে<sup>১</sup> ; আবারের মেঘ যেমন অশান্ত, সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন অভঙ্গ ( অখণ্ডিত ), তেমনি ইহাদের মনে অসংখ্য ও অখণ্ড কামনা বাসনা ; এইভাবে তাহাদের মনে কামনারূপী লতার জাল উৎপন্ন হয়,—এবং কাঁটার পড়িয়া কমলের দল যেমন ক্ষতবিক্ষত হয় ; কিম্বা, হে পার্শ্ব, পাষাণের উপর পড়িয়া মাটির ঘড়া যেমন চূর্ণ হয়, তেমনি, ইহাদের অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে খণ্ডবিখণ্ড হয় ; তখন, রাত্রি বাড়িতে থাকিলে যেমন অন্ধকারও বাড়ি, তেমনি ইহাদের অন্তঃকরণে মোহ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; আর মোহবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনারও বৃদ্ধি হয়, এবং বিষয়ের সহিত তখন পাপের রাশি আসিয়া একত্র হয় ; পাপ যখন নিজস্বার্থে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া একত্রীভূত হয়, তখন মহুস্তের এই জীবনেই অশেষ নরকভোগ হইতে থাকে ; অতএব, হে হুমতি অর্জুন, বাহারা কুমনোরথকে ( দুষ্ট বাসনাকে ) পালন করে, সেই আত্মর মনুষ্যগণ অন্তে এমন স্থানে গিয়া বাস করে— ; (৩৭০) যেখানে, বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র তরবারির স্তায় তীক্ষ্ণধার, যেখানে খদির বৃক্ষের অঙ্গারের পর্বত প্রমাণ স্তূপ, যেখানে উত্তপ্ত ক্রৈতলের সাগর ফুটিতেছে ; যেখানে বাতনার পংক্তি ( পরম্পরা ) বাঁধা আছে§—বাহারা বৈতরণী পার হইয়া যায় তাহারা সেই দারুণ নরকলোকে গিয়া পড়ে ; নরকের অত্যন্ত স্থণিতভাগে বাতনা ভোগ

১ ঘুরিতে থাকে ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“যেখানে বনরাজ নিত্য নবনব লগ্ন বিধান করেন” ;



করিবার অন্তই বাহারা অগ্রগ্রহণ করে, তাহারাত, দেখ, মোহে পড়িয়া  
বাগবজের বশোকীর্জন করে।<sup>১</sup>

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজন্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭

হে ধনজর, বাস্তবিকপক্ষে এইসব বাগাদি ক্রিয়া হানিকর, পরন্তু, নাটকীয়  
ভাবে আচরণ করিয়া ইহারা এইসব ক্রিয়া নিফল করে ; বেজ্ঞা যেমন আপন  
প্রণয়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া বুধাই আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া সম্ভোষ  
লাভ করে ; তেমনি, এই আত্মরী মনুষ্য নিজের নিজের মহত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব)  
মানিয়া লইয়া অহঙ্কারে অসাধারণ ফুলিয়া উঠে ; আর, ঢালাইকরা লোহ-  
স্তম্ভের ছায়, কিবা আকাশচূষী পর্বতের ছায় তাহারা কখনই নম্র হইতে  
জানে না ; তেমনি, ইহারা আপন ঐশ্বর্যের গরবে মনে সম্ভোষ লাভ করে,  
এবং সারা জগৎকে ভূণাটপি নীচ মনে করে ; তদুপরি, হে ধনজর,  
তাহারা ধনসম্পত্তির মদে এমন উন্মত্ত হয় যে কৃত্যাকৃত্য ভুলিয়া আপনাকে  
জগৎ হইতে ভিন্ন মনে করো ; বাহাদের অঙ্গের বৃত্তি এইরূপ, তাহারা যজ্ঞ  
করিবে কেন ? তথাপি, মূর্থ (অজ্ঞান) লোকে কিনা করে ? (৩৮০)  
এইজন্ত, কোনও এক সময়ে, মূর্থতার বশে, ইহারা বাগবজের টঙ্ক আরম্ভ করে  
(যজ্ঞ করিবার ভান করে) ; এই যজ্ঞে, কুণ্ড, মণ্ডপ, বেদী<sup>২</sup> কিবা যোগ্য  
যজ্ঞোপচারসামগ্রী থাকে না, এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধানের সঙ্গে ইহাদের  
চিরকালের বৈরিতা ; দেবতা ব্রাহ্মণের নাম যদি বাতাসেও ভাসিয়া আসে  
তাহাও তাহারা সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ যজ্ঞস্থলে কার্য আরম্ভ করিতে  
কে আসিবে ? পরন্তু, যুতবৎসের পেটে খড় তরিয়া গাভীর সামনে খাড়া  
করিয়া যেমন বুদ্ধিমান লোক হুঙ্ক দোহন করে ; তেমনি, ইহারা যজ্ঞের  
নামে লোককে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উপহার আদায়  
করিয়া তাহাদের লুণ্ঠন করে ; এমনি ভাবে, বাহারা আপন লাভের জন্ত  
যজ্ঞহোমাদি করে তাহারা অনেক প্রাণীর সর্বনাশ করিবার ইচ্ছা করে ।

১ অনুষ্ঠান করে ;

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে বিচারই করে না”

২ লতা ;

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।

মামান্নপরদেহেবু প্রদ্বিষন্তোহভ্যনুয়কাঃ ॥ ১৮

ইহারা সম্মুখে ভেরী নিশান লইয়া বুধাই জগতে ঘোষণা করিয়া বেড়ায় যে ‘আমরা দীক্ষিত হইয়াছি’; তখন, এই অধম প্রকৃতির মনুষ্যদের মহত্বের গর্ব আরও অধিক বাড়িয়া যায়, অন্ধকারের উপর কালিমার প্রলেপ দিলে যেমন হয়; তেমনি, ইহাদের মূৰ্ত্তা ঘনীভূত হয়, অহঙ্কার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, এবং ঔদ্ধত্য অহঙ্কারকে বাড়ায়; ইহারা অপরের নাম পর্য্যন্ত কাহাকেও লইতে দেয় না, ইহাদের বলিষ্ঠতা ( শক্তি-সামর্থ্য ) নবীন বলে বলীয়ান হয়; ( ৩৯০ ) এইভাবে, অহঙ্কার ও বল একত্র হইলে, ইহাদের দর্পরূপ সাগর সীমা অতিক্রম করিয়া উছলিয়া উঠে; দর্প বাড়িয়া উঠিলে’ ( উছলিয়া উঠিলে ) কামের পিত্ত স্কন্ধ ( প্রবল ) হয়, এবং তাহার তাপে ক্রোধাগ্নি প্রচণ্ডভাবে জলিয়া উঠে; প্রথমে গ্রীষ্মের দিনে তৈল ও স্নাতভাগারে বহি প্রচণ্ড অগ্নি লাগিয়া যায়, এবং ঐ সময়ে জোরে হাওয়া বহিতে থাকিলে যেমন হয়; তেমনি, অহঙ্কার প্রবল হইলে এবং দর্প, কাম, ক্রোধের সহিত বাড়িয়া উঠিলে—এই ছুটির মিলন বাহাদের মধ্যে হয়; হে বীরেশ, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে কোন্ প্রাণীর হিংসা সাধন করে না? হে ধনুর্ধর, প্রথমে ইহারা অভিচারের জন্ত ( জারণ-মারণাদির প্রয়োগ সিদ্ধ করিবার জন্ত ) নিজের রক্ত ও মাংস ব্যয় করিতে অগ্রসর হয়; যে জীবন্ত শরীর তাহারা জালায় ( পীড়ন করে ), তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাদের আত্মাবরূপ যে আমি—আমাকেও পীড়া দেয় ( আমার উপরও আঘাত করে ); আর জারণ-মারণাদি অভিচার ক্রিয়া দ্বারা বাহাদের পীড়ন করে—তাহাদের মধ্যে যে আমি চৈতন্যরূপে অবস্থান করি,—আমাকেও কষ্ট দেয়; দৈবযোগে বাহারা এইরূপ অভিচার ক্রিয়া হইতে রক্ষা পায়, তাহাদের শৈশবের ( নিন্দার ) ইষ্টক মারিয়া গ্রহণ করে; লতী, লম্বপুরুষ, দানশীল ব্যক্তি, ব্যক্তিক, অলৌকিক তপস্বী, বা সন্ন্যাসী; ( ৪০০ ) কিষ্কা, ভক্ত, মহাত্মা—বাহারা শ্রোতাদিক ( শ্রোত, স্মার্ত ইত্যাদি ) ব্রহ্মণ ও হোমকর্মাদি অহুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হইয়াছে,—এবং

যাহারা আমার নিজধামস্বরূপ ; তাহাদের উপর ঘেঘের কালকূট বিব রাখান,  
তীক্ষ্ণ, দুর্ভীক্য ( নিন্দা ) রূপী ভীত বাণ বর্ষণ করে ।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজশ্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥ ১৯

এইভাবে যাহারা সর্ব প্রকারে আমার বৈরসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই পাগীদের আমি কি শিক্ষা দিই, তাহাই ভন ; মহুগ্ধদেহ আশ্রয় করিয়া যাহারা সংসারের প্রতি বিরূপ হয় ( ‘জগৎকে রুষ্ট করে’ ), তাহাদের মহুগ্ধ-পদবী হরণ করিয়া এই গতি করি ;—ক্লেশরূপী গ্রামের আবর্জ্যমাস্তূপ, ভবপুরীর পঙ্কিল জলের নালাস্বরূপ যে তমোযোনি—সেই স্থানেই আমি এই জঘন্য মহুগ্ধ-দের বৃত্তি স্থাপন করি ( অর্থাৎ সেই যোনিতে তাহাদের নিক্ষেপ করি ) ; যেখানে আহারের নামে একটি তৃণ পর্যন্ত গজায় না, সেইরূপ অরণ্যে আমি তাহাদের ব্যাত্র, বৃকযোনিতে প্রেরণ করি ; সেখানে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উহার নিজেদের শরীরের মাংসই ছিঁড়িয়া খায় এবং বারবার মৃত্যুমুখে পড়িয়া পুনরায় ( সেই যোনিতেই ) জন্মগ্রহণ করে ; কিম্বা, যাহারা নিজের বিষের অগ্নিতে নিজের গাত্রচর্খ ( ‘গাত্রকুণ্ডলী’ ) জালায়, সেই সর্পযোনিতে প্রেরণ করি, এবং গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া রাখি ; পরন্তু হে অর্জুন, নিঃশ্বাস ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের জন্যও আমি ইহাদের বিশ্রাম করিতে দিই না ; এমনিভাবে যাহার সহিত তুলনায় কোটীকল্প ও সংখ্যায় কম হয়—সেই সময় পর্যন্ত আমি তাহাদের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিই না ; ( ৪১০ ) তথাপি, এই আশুরী মহুগ্ধদের অন্তকালে যে গতি হয়—ইহা শুধু তাহার প্রাথমিক দফা ( অবস্থা )—সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া কি তাহাদের আরও অধিক দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ?

আশুরীং যোনিমাপন্ন মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্ট্যন্ন কোন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“বিশ্রাম এই দুর্জনের পক্ষে বিষতুল্য হয়” ; “এই দুর্জনেরা বিশ্রাম করিতে পায় না” ;

এই আত্মরী সম্পত্তির জন্তই ইহারা এই পর্য্যন্ত<sup>১</sup> অধোগতি প্রাপ্ত হয়—  
ইহা নিশ্চিত জানিবে ; অনন্তর, ব্যাভ্রাদি তামস যোনিতে দেহধারণ করিয়া যে  
সামান্য ( বিশ্রাম ) নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় ; তাহার আধারও আমি<sup>২</sup>  
হরণ করি, এবং তখন তাহারা একেবারে তমোজ্ঞের রূপ প্রাপ্ত হয়—যে  
তমঃ এত গাঢ় যে অন্ধকারকেও কালিমামণ্ডিত করে ; বাহার স্থায় নরক ভয়  
প্রাপ্ত হয়,—বাহার কষ্টে কষ্টই মুক্তি যায় ; বাহার সংযোগে মল মলিন হয়,  
তাপ অধিকতর উত্তপ্ত হয়, বাহার নামে মহাভয় ভীত হয় ;+ হে ধনঞ্জয়,  
এই যে সারা বিশ্বের মধ্যে নিকৃষ্টতম, অধম অবস্থা, তাহাই ভোগ করিবার  
জন্ত ইহারা তামস যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ; অহো, ইহা বর্ণন করিতে বাণী  
বিকল হয়, চিন্তা করিতে মন পশ্চাৎপদ হয়, হায় হায়, মূর্থ লোকেরা কেমন  
করিয়া এই স্থিতি<sup>৩</sup> অর্জন করিল ? যে আত্মরী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে এইরূপ  
বৃহৎ<sup>৪</sup> পতন হয়, তাহা তাহারা কেন ব্যর্থ পোষণ করে ? হুতরাং, হে ধনুর্ধর,  
যেখানে আত্মরী সম্পত্তির অধিকারী মহুগুগণ বাস করে, তুমি তাহার সন্মুখেও  
বাইও না ; ( ৪২০ ) আর, বাহাদের মধ্যে দস্তাদি ছয়টি দোষ পূর্ণভাবে বিরাজ  
করে, তুমি তাহাদের ত্যাগ করিবে—ইহাও কি বলিয়া দিতে হইবে ?

ত্রিবিধং নরকশ্রেণ্যং দ্বারং নাশনমাশ্রয়নঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

পরন্তু, যেখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই ত্রিমূর্তি<sup>৫</sup> প্রবল হয় সেইখানেই  
অশুভ অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়,<sup>৬</sup> জানিবে ; হে ধনঞ্জয়, সর্বপ্রকার  
দুঃখ এই তিনটিকে পথপ্রদর্শকরূপে রাখিয়াছে—বাহাতে অন্যায়সে এই সব  
দুঃখের দর্শন হয় ( এই তিনটি রিপুই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ ) ; কিম্বা,  
ইহারা পাপীদের নরক ভোগ করাইবার জন্ত জগতে পাপের একটি প্রকাণ্ড  
সভা বসাইয়াছে ; যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে এই তিনটি পাপের সঞ্চার না হয়,

১ এতদূর ভয়ঙ্কর ;

+ এই স্থলে আর একটি গুণী পাঠান্তরে দেখা যায়—“বাহাকে পাপ ঘৃণা করে, বাহার  
সংস্পর্শে অমঙ্গল বস্তুর অমঙ্গলতা বাড়ে, অপবিত্রতা বাহার অপবিত্রতাকে ভয় করে” ;

২ নিরয় ; নরকভোগ , ৩ ঘোর ; অঘোর ; ৪ ত্রিপুটী রিপু : রাশি, জুপু ;

৫ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;

ততক্ষণ পর্যন্ত রোরব নরকের কথা প্রত্যক্ষভাবে শোনা (অস্বত্ব করা) যায় না ; ইহাদের সন্ধার হইলে অমঙ্গল সহজে আসিয়া জুটে, ইহারা ই সর্বপ্রকার বাতনা সহজে প্রাপ্ত করায়<sup>১</sup>—হানি হানিই নহে, এই তিনটি দোষই প্রকৃত হানিস্বরূপ ; যে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর অধিক কি বলা যায় ? এই কামক্রোধলোভরূপী ত্রিশূল ( ত্রিশূলী ) বা ত্রিশূলই নিরুপম নরকের দ্বার-  
স্বরূপ ; এই কাম, ক্রোধ, লোভের মধ্যে যে জীব সর্বদা বাস করে, সে নরকের সত্য হান লাভ করে<sup>২</sup> জানিবে ; এইজন্যই, হে কিরীটি, আমি বারবার তোমাকে বলিতেছি যে এই কামাদি দোষরূপ ত্রিশূলী সর্ব বিষয়ে হানিকর বলিয়া পরিত্যাগ্য ।

এতৈবিস্কৃতঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈর্দ্বিভিন্নরঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

এই সব দোষের মণ্ডলী ( সংঘাত ) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবার পরই জীবের ধর্মাদি ( পুরুষার্থের ) চতুর্বর্গের কথা চিন্তা করা উচিত<sup>৩</sup> ; ( ৪৩০ ) ভগবান ত্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“ততক্ষণ পর্যন্ত এই তিনটি দোষ জীবের অন্তরে জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রকৃত কল্যাণপ্রাপ্তি হইতে পারে— ইহা আমি কানে শুনি নাই ; বাহার আত্মার প্রতি প্রেম আছে ( আত্মার কল্যাণ ইচ্ছা করে ), মনে আত্মনাশের ভয় আছে, তাহার সাবধানতার সহিত এই ত্রিদোষের সংসর্গ করা উচিত নহে ; পেটে পাষণ্ড বাঁধিয়া আপন ভুজবলে সমুদ্রপার হওয়া, কিংবা জীবনধারণের জন্য কালকূট বিষ সেবন করা যেমন ; এই কামক্রোধলোভের সংসর্গে কার্য্যসিদ্ধিও তেমন হয়,—এইজন্য ইহাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করা উচিত ; যদি দৈবাৎ কখনও এই তিনটি কড়ায়ুক্ত শূল ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই জীব স্বর্থে আত্মহিতের পথে চলিতে সক্ষম হয় ; কক্ষ, পিত্ত ও বায়ু এই ত্রিদোষ হইতে মুক্ত শরীর, নিন্দা, চুরি ও বেস্তাবৃত্তি এই ত্রিকূটা হইতে মুক্তনগর, ত্রিদাহ ( আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ ) হইতে মুক্ত অন্তঃকরণ যেমন স্থখী হয় ; তেমন, কামাদি তিনটি দোষ হইতে মুক্ত জীব সংসারে স্থখী হয় এবং মোক্ষমার্গে

সজ্জনদের সঙ্গলাভ করে; সংস্কারের প্রভাবে, এবং সংশাস্ত্রের সহায়তায় ইহারা জন্মমৃত্যুরূপ প্রস্রবাকীর্ণ উষর মালভূমি পার হইয়া যায়; তখন, গুরুর কৃপায়, সেই স্থান প্রাপ্ত হয় যেখানে সদা নির্মল আত্মানন্দ বিরাজ করে; সেখানে সৰ্ব্বপ্রিয়জনের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ আত্মারূপী মাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত সাংসারিক ডামাডোল বন্ধ হইয়া যায়; (৪৪০) যে কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে মুক্ত হইয়া শান্ত হইয়া থাকে সেই এই পরম লাভের ( আত্মপ্রাপ্তির ) অধিকারী হয়।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বৰ্ত্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

পরন্ত, যাহার এসব কিছুই ভাল লাগে না, যে আত্মচোর ( যে আপন কল্যাণ চিন্তা করে না ), কামাদি দোষের নিকট আত্মসমর্পণ করে ( নিজের মস্তক নত করে ); যে বেদ জগতের সকলের প্রতি সমানভাবে কৃপালু, সকলের হিতাহিত দেখাইবার দীপস্বরূপ,—যে ব্যক্তি সেই মহাভাগ বেদকে অগ্রাহ্য করে; যে বিধি নিষেধের বাধা মানে না, যাহার আত্মকল্যাণের জন্ত অহুসারগ নাই, এবং যাহার ইন্দ্রিয়সক্তি ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়; যে কামক্রোধ-লোভাদি রিপুর দাস ( ‘কখনও তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করে না’ ), তাহাদের কথা ঠেলিতে পারে না, অশেষ স্বৈরাচারের জ্বলে প্রবেশ করে; সংসারের বিধিনিষেধ সব যায়’—নিঃসন্দেহে তাহার কিছুই থাকে না—পরন্ত সে ইহলোকেও কোনও বিষয় ভোগ করিতে পারে না; সে কখনও মুক্তিনদীর জল স্পর্শ ( পান ) করিতে পারে না,—স্বপ্নের কাহিনীর স্তায় তাহা দূরেই থাকে ( স্বপ্নেও লেখিতে পায় না ); মৎস্তের লোভে ভুলিয়া যদি কোনও ব্রাহ্মণ জলে ঝাঁপ দেয়, তবে কি পায় ?<sup>১</sup> আশুন লাগিলে যেমন হয়<sup>২</sup>; তেমনি, বিষয়ভোগের লোভে যে পরলোককে উল্টাইয়া ফেলে ( পরলোক প্রাপ্তির জন্ত উৎকট সাধন করে ), তাহাকে মরণ আসিয়া অন্ত্র লইয়া যায়; এইভাবে, তাহার পরলোকের স্বর্গভোগও হয় না, ঐহিক বিষয়ভোগও হয় না,—সেখানে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ কোথা হইতে আসিবে ? (৪৫০) এইজন্ত

যে কামবাসনার বশবর্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে বিষয় ভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, সে ঐহিক বিষয় ও স্বর্গস্থ উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়, আর তাহার কখনও মুক্তি হয় না।

তস্মাচ্ছাত্ত্বং প্রমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্যাব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রং বিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তৃমিহাহঁসি ॥ ২৪ ॥

এইজগত্বে, হে বৎস, যাহার আপনার প্রতি 'রূপা' আছে ( আত্মহিত-সাধনের ইচ্ছা আছে ) তাহার বেদের নির্দেশ পালন করিতে অগ্রথা করা উচিত নহে ; পতিব্রতা স্ত্রী পতির ব্রত ' ( ধার্মিক আচার ) অনুসরণ করিয়া যেমন অনায়াসে আত্মহিত প্রাপ্ত হয় ; অথবা, শ্রীগুরুর উপদেশ যত্নসহকারে পালন করিয়া শিষ্ট যেমন আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে ; বেশী বলিবার কি প্রয়োজন ? আপনার গুণধন পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত যেমন যত্নপূর্বক সম্মুখে প্রজ্জলিত দীপ ধরিতে হয় ; তেমনি, হে পার্থ, যাহারা সমস্ত পুরুষার্থের অধিকারী হইতে চায়, তাহাদের শ্রুতিস্মৃতির ( উপদেশ ) শিরোধার্য্য করা উচিত ; শাস্ত্র যাহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তাহা রাজ্য হইলেও তৃণবৎ জ্ঞান করিবে, যাহাকে গ্রাহ্য বলিয়াছে তাহা বিষ হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ বা অনিষ্টকারী মনে করিবে না ; হে বীর অর্জুন, এইভাবে বেদৈকনিষ্ঠ হইলে ( একনিষ্ঠভাবে বেদের আজ্ঞা পালন করিলে ) কে অনিষ্টের সম্মুখীন হয় ? এইজগত্বে জগতে শ্রুতি হইতে বড় অগ্র কোনও মাতা নাই যিনি সম্ভানকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন এবং কল্যাণ সাধন করিয়া তাহাকে পুষ্ট করেন ; সুতরাং যে শ্রুতি হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে, তুমি ইহাকে বিশেষভাবে ভজনা করিবে ; (৪৬০) কারণ, হে অর্জুন, আজ এ জগতে শাস্ত্রের স্বার্থে ( যথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্ত ) এবং ধর্ম্মের বলবৃদ্ধি করিবার জন্তই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; আর, তুমি ধর্ম্মের অহঙ্ক, (সকলের মনে) এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে,— সুতরাং ইহার অগ্রথা ( বিপরীত আচরণ ) করা উচিত নহে ; কার্য্যাকার্য্য বিচারে শাস্ত্রের নির্দেশই মানিয়া চলিবে, যাহা শাস্ত্রে অকৃত্য বা মন্দ

বলিয়াছে তাহা সযত্নে বর্জন করিবে; বাহা বাস্তবিক কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা তোমার সর্কশক্তি দ্বারা আচরণ করিবে এবং প্রজ্ঞাসহকারে উত্তমরূপে সম্পূর্ণ ( সিদ্ধ ) করিবে; হে স্ববুদ্ধি অর্জুন, বিশ্বপ্রামাণ্যের ( জগন্মান্ত্র হইবার ) মূত্রা ( মোহর ) আজ তোমার হস্তগত হইয়াছে এবং লোকসংগ্রহের ( জনশিকার অর্থাৎ জগতের লোককে সংমার্গে প্রবৃত্ত করাইবার ) জন্ত তুমি নিশ্চয়ই যোগ্য হইয়াছ” ; এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সমস্ত আত্মরী সম্পত্তির লক্ষণগুলি বলিয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায়ও নিরূপণ করিলেন ; ইহার পর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন জীবের ‘সম্ভাব’ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, আপনারা তাহা চৈতন্তের কর্ণদ্বারা ( শাবধান চিত্তে ) শ্রবণ করিবেন ; ব্যাস ঋষির আজ্ঞায় ( প্রসাদে ) সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা শুনাইয়াছেন, তেমনি আমিও শ্রীনিবৃত্তিনাথের কৃপায় এই প্রসঙ্গ আপনাদের নিবেদন করিব ; আপনারা সম্ভ্রমগুলী যদি আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি পূর্ণভাবে নিক্ষেপ করেন, তবে আমিও এমনি হইব যে আপনারা আমাকে মান্ত করিয়া লইবেন ; এইজন্ত জ্ঞানদেব বলিতেছে, আপনারা নিজ অরখানরূপ প্রসাদ দান করিয়া আমাকে কার্যক্ষমঃ করুন ( ৪৭০ ) ।

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

দৈবাস্বরবিভাগযোগ নামক

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## সপ্তদশ অধ্যায়

বাহার নিদ্রা<sup>১</sup> বিশ্ব বিকাশরূপ আকার (মূদ্রা) প্রকটিত করে,<sup>২</sup> সেই গুরুরূপী হে গণপতি, আমি আপনাকে নমস্কার করি ; ত্রিগুণরূপী ত্রিপুরাসুর দ্বারা বেষ্টিত, জীবন্তহুর্গে আবদ্ধ যে আত্মারূপ শত্ৰু—তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াই মুক্তিলাভ করেন ; অতএব, শত্ৰুর সহিত তুলনায় আপনারই গুরুত্ব (মহত্ব) অধিক,—তথাপি (মুখ্যদেবের) মায়াজালরূপী<sup>৩</sup> ভবসমুদ্র পার করাইবার জন্য আপনি (নৌকার শ্রায়) লঘু ; বাহারা আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে মূঢ় (অজ্ঞান), তাহারা আপনাকে বক্রতুণ্ড মনে করে, পরন্তু জানীদের দৃষ্টিতে আপনি নিত্য, সরল ; আপনার দিব্যচক্ষু দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ঐ চক্ষু বন্ধ ও উন্মীলন করিয়া আপনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়—এই দুই লীলাই করিয়া থাকেন ; আপনি যখন আপনার প্রবৃত্তিরূপ কর্ণ নাড়িতে থাকেন, তখন মদগন্ধানিল (মদগন্ধে সুরভিত বায়ু) বহে, এবং জীবরূপ ভূজ আকৃষ্ট হইয়া আপনার গণ্ডস্থলে বসায় মনে হয় যেন নীল কমলদ্বারা আপনার পূজা করা হইয়াছে ; পরে যখন আপনার নিবৃত্তিরূপ অগ্র কান নাড়িতে থাকেন তখন, (বন্ধনরূপ) সমস্ত সাজান পূজার বিসর্জন হয়,<sup>৪</sup> এবং সেই সময় আপনার স্বন্দর শুদ্ধ স্বরূপের দর্শন পাওয়া যায় ; আপনার বামাদ্বেষ লাস্তবিলাস (মায়ার ললিত নৃত্যকলা) বাহা এই জগদ্রূপী আভাস সৃষ্টি করে, তাহা আপনি তাণ্ডব নৃত্যের কলাকৌশলরূপে দেখান ; শুধু ইহাই নহে, হে উদার গুরুদেব, বিশ্বয়ের বিষয় এই যে আপনার সহিত বাহারই আত্মীয়তার সম্বন্ধ হয়, সে এই আত্মীয়তার ব্যবহার হইতে মুক্ত হয় (বৈতম্ভাব নষ্ট হইয়া আপনার স্বরূপে লীন হয়) ; আপনি যখনই সমস্ত বন্ধন নাশ করেন, তখনই ‘আপনি জগৎকু’ ইহাই মনে করিয়া<sup>৫</sup> আপনার ভক্তগণ গভীর আনন্দে আপনার অঙ্গে লীন হয় ; (১০) বৈতম্ভাবের নাম পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না, এবং দেহাশ্রবোধও নষ্ট হয় ; পরন্তু, হে দেবরাজ,<sup>৬</sup> বাহারা জানিয়া শুনিয়া<sup>৭</sup> নিজেকে আপনা হইতে পৃথক মনে করে এবং আপনাকে

১-২ বোগসমাদিরূপ নিদ্রা এই বিরাভাস নষ্ট করে ;      ৩ মায়াজাল, মায়াসমুদ্র ;

৪ পূজার বিসর্জন হয় ;      ৫ এই ভাব মনে ধরিয়া ; অর্থাৎ, ইহাই মনে করিয়া ,

৬ রাজন ;      ৭ বাহারা নিজেকে... ;

দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া আপনাকে লাভ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া দৌড়াদৌড়ি করে, আপনি তাহাদের অনেক পশ্চাতে থাকেন (তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হয় না); বাহারা মনে মনে আপনার ধ্যান করে আপনি তাহাদের সন্নিকটেও থাকেন না, পরন্তু তাহাদের ধ্যান পর্যন্ত চলিয়া যায় (আত্মৈক্যের ভাবে) তাহারাই আপনার পরম প্রিয়; বাহারা সাবধান (সতর্ক) হইয়াও আপনার স্বরূপ সহজে অজ্ঞ, তাহারা নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে,—আপনার সহজে অনেক বর্ণনা করিলেও আপনি বেদের কথায় কান দেন না; আপনার রাশি নামই ‘মৌন’,—এখন, আপনাকে জ্ঞতি করিবার ইচ্ছা কিরূপে কমান যায়? আপনার স্বরূপ যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই যদি যায়, তবে আপনাকে কিরূপে ভজনা করিব? যদি আমাকে (দেবতার) আপনার সেবক বলিয়া দেখি, তবে ভেদভাব আসিয়া দ্বৈতরূপ আত্মদ্রোহ হইবে, স্তুত্যাং এখন আপনার সহিত কোনও সহজ রাখাই উচিত নহে; সর্বপ্রকার ভেদভাব সর্বথা ত্যাগ করিলেই আপনার অদ্বয় স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, হে আরাধ্য দেবতা, আমি আপনার এই রহস্য জানিতে পারিয়াছি; লবণ যেমন স্বাতন্ত্র্য (ভেদভাব) ত্যাগ করিয়া রসে স্বীকৃত হয় (মিশিয়া যায়), তেমনি আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন—ইহার অধিক আর কি বলা যায়? সমুদ্রের মধ্যে শূন্য কুন্ত ডুবাওয়া তুলিলে যেমন জলে ভরিয়া উঠে, কিম্বা, পলিতা যেমন দীপের সংস্পর্শে দীপের রূপ প্রাপ্ত হয়; তেমনি, হে ত্রিনিবৃত্তিনাথ, আপনার পরিপূর্ণতায় আমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছি, এখন আমি গীতার্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিব; (২০) ষোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান ইহাই নিশ্চয়-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন; যে, “হে পার্থ, কৃত্যাকৃত্য কর্ণের অচ্ছান্নে শাস্ত্রই সর্বথা তোমার একমাত্র প্রমাণ”; ইহা শুনিয়া অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগিল—“শাস্ত্রের সহায়তা বিনা আমার মুক্তি নাই” এ কেমন কথা? তৎককের (সর্পের) ফণায় চাপিরা তাহার (মস্তকের) মণি কিরূপে আনা যায়? সিংহের নাসিকার কেশ কি করিয়া উপড়ান যায়? আর উহাদের গাঁথিয়া

১ আপনি স্বয়ংসিদ্ধ তাহা জানেন না,

২ দমন করা যায়?

৩ আপনাকে প্রমাণ করিয়া;

৪ কর্ণের মীমাংসা হইবে না,

কি অলঙ্কার রূপে ( গলদেশে ) ধারণ করা যায় ? যদি তাহা না করা যায়, তবে কি রিক্তকণ্ঠ থাকিতে হইবে ? তেমনি, বিভিন্ন শাস্ত্রের মতবাদের স্বাতন্ত্র্য একত্রীভূত করিবে কে ? এবং তাহাদের সামঞ্জস্য করিয়া এক-বাক্যভার ফল কেমন করিয়া লাভ করা যায় ? যদি এই বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য করাই যায়, তবে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে কি ? ইহার জ্ঞাত এতখানি আয়ুর্কিই বা হইবে কি করিয়া ? আর শাস্ত্র অর্থ, দেশ ও কাল এই চতুর্ভুগই যদি কোনও একটি কার্য্যে লাভ হয়ঃ সমস্ত কার্য্যেই<sup>১</sup> এইরূপ ইচ্ছা করিলে কি তাহা ব্যর্থ হইবে না ? এইজ্ঞাতই শাস্ত্রের বহুপ্রকার সাধন সচরাচর ঘটয়া উঠে না,—তবে মুখ্য মুমুক্শুদের কি গতি হইবে ?” এই প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে অর্জুন যে প্রশ্নাব করিবেন—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা হইয়াছে ; (৩০) যিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিরাসক্ত, সমস্ত কলাবিদ্যায় প্রবীণ ( পারদর্শী ), যিনি অর্জুনরূপে দ্বিতীয় ( নবীন ) কৃষ্ণ ; যিনি শৌর্য্যের আধার, চন্দ্রবংশের ভূষণ, স্খাদি উপচার<sup>২</sup> ( স্বেথোপভোগ ) বাহার লীলাখেলা মাত্র ; যিনি প্রজার প্রিয়োত্তম, ব্রহ্মবিদ্যার বিশ্রামস্থল, যিনি মনোধর্ম্মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহচর—

অর্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াধিতাঃ ।

তেবাং নির্ণা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

সেই অর্জুন বলিলেন—“হে তমালতাম ভগবন, যদিও আপনি ইন্দ্রিয়-গোচর, প্রত্যক্ষ পরব্রহ্ম, তথাপি আপনার কথা আমার কাছে সংশয়াত্মক মনে হইতেছে ; জীবের মোক্ষসাধনের জ্ঞাত শাস্ত্র ভিন্ন, জ্ঞাত কোনও উপায় নাই—এই পক্ষপাতবিশিষ্ট কথা আপনি যে বলিলেন ; যদি উপযুক্ত স্থান, ও শাস্ত্রাভ্যাস করিবার অবকাশ ( কাল ) না পাওয়া যায়, এবং শাস্ত্রাভ্যাস যিনি করাইবেন, সেই গুরুই যদি দূরে থাকেন ( অপ্রাপ্য হন ) ; যে সব সামগ্রী শাস্ত্রাভ্যাসের অনুকূল তাহা যদি সে সময় সংগ্রহ করা না যায় ; পূর্ব্বজন্মের

১ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“কদাচিৎ কখনও কি পায় ?” “কি উপায়ে পায় ?”

২ জগতের সকলেই ;

২ উপকার ;

স্বকৃতির অভাবে বাহ্যিক বুদ্ধিবলও নাই—এইভাবে শাস্ত্র ‘সম্পাদন’ (শাস্ত্রা-  
নুযায়ী কৰ্ম্মাঙ্কুঠান) বাহ্যিক পক্ষে কঠিন; অধিক আর কি বলিব? শাস্ত্র-  
বিষয়ে নথস্পর্শ করিয়াও বাহ্যিক কিছুই পায় না, এবং সেইজন্য শাস্ত্রালোচনা  
বাহ্যিক ছাড়িয়াছে (করিতে অক্ষম); পরন্তু, ‘পবিত্র শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম শাস্ত্রার্থ  
অনুসারে অনুষ্ঠানের ফলে বাহ্যিক সত্যই পরলোকে আনন্দলাভ করেন’; (৪০)  
‘আমরা তাঁহাদের জ্ঞান হইব’—মনে এই ইচ্ছা পোষণ করিয়া বাহ্যিক  
তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আচরণ করে; হে উদার প্রভু, পাঠের অক্ষরের  
নীচে যেমন বালক (তাহা দেখিয়া) লেখে, কিম্বা, অক্ষম ব্যক্তি যেমন সক্ষম  
(যষ্টি দ্বারা সাহায্য করিতে পারে এমন) লোককে সম্মুখে লইয়া চলে;  
তেমনি, সর্বশাস্ত্রনিপুণ পণ্ডিতের আচরণকে প্রমাণস্বরূপ মানিয়া বাহ্যিক  
শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অনুসরণ করে; আর বাহ্যিক গভীর শ্রদ্ধার সহিত শিব  
আদি দেবতার পূজন, ভূম্যাদি মহাদান, ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে;  
হে পুরুষোত্তম প্রভো, তাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটির মধ্যে কোন  
গতি লাভ করে—আপনি আমাকে তাহাই বলুন”; তখন, বৈকুণ্ঠ গীঠের  
দেবতা, নিগম (বেদ) পদ্যের পরাগ, বাহ্যিক অজ্ঞানায় এই জগতের জীবন  
চলিতেছে; কাল স্বভাবতঃই বলবান, অলৌকিক, শ্রেষ্ঠ, অধিতীয়, গুঢ় ও  
আনন্দঘন; সেই কাল বাহ্যিক সামর্থ্যে মহত্ত্ব (প্রাণা) প্রাপ্ত হয়, আকাশ  
বাহ্যিক পূর্ণ অঙ্গ স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাস্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

ভগবান কহিলেন—“হে পার্থ, তোমার মন কোনদিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে  
তাহা আমার অবিদিত নহে—শাস্ত্রাজ্যাস তুমি কষ্টকর মনে করিতেছ কি?  
তুমি ভাবিতেছ কেবল শ্রদ্ধা দ্বারাই পরমপদ লাভ করা যায়—কিন্তু, হে  
প্রবুদ্ধ অর্জুন, ইহা অত সহজ নহে; (৫০) হে কিরীটি, ‘শ্রদ্ধা’ (‘আমার শ্রদ্ধা  
আছে’) বলিলেই তাহার উপর বিশ্বাস করা চলে না—অস্ত্যজ্ঞের সহিত নিবিড়  
সংসর্গে কি দ্বিজ অস্ত্যজ্ঞ হইয়া যায় না? গজোদক যদি মত্তভাবে আনা যায়,

তবে তাহা কি কেহ গ্রহণ করিবে? (আমি বাহা বলিতেছি তাহা সত্য কিনা) তুমিই বিচার কর; চন্দন বাস্তবিকই শীতল, পরন্তু যদি অগ্নির সহিত উহার সংযোগ হয়, তখন হাতে ধরিলে কি উহা জ্বালাইতে সক্ষম হইবে না? কিম্বা, হে কিরীটি, বিস্তৃত সোনায় যদি খাদমিশ্রিত সোনার পুট দেওয়া হয়, এবং তাহাকে খাঁটি সোনা বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে কি তাহাতে ক্ষতি হইবে না? তেমনি, প্রকার স্বরূপ স্বভাবতঃই খাঁটি (নির্মল), পরন্তু, ঐ প্রকা যে প্রাণীর ভাগে পড়ে; আর, সেই প্রাণী স্বভাবতঃ অনাদি মায়ার প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত; এই তিন গুণের মধ্যে দুটিকে দাবাইয়া রাখিয়া একটি প্রবল হয়—এবং তখন ঐ প্রাণীর বৃত্তি এই শেবোক্ত গুণানুসারে চলিতে থাকে; বৃত্তি অনুসারে মন হয়, মন অনুসারেই প্রাণীর কর্মের আচরণ হয়, আর মরণের পর ঐ প্রাণী আপন কর্মানুসারেই নূতন দেহ ধারণ করে; বীজ নষ্ট হইলে, (উহা হইতে) বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, বৃক্ষ শুকাইয়া গেলে ঐ বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, এইভাবে কোটি কল্প যায়, পরন্তু জাতির নাশ হয় না; তেমনিভাবে, অসংখ্য জন্মান্তর আসে যায়, কিন্তু এই ত্রিগুণ প্রাণীকে ত্যাগ করে না; অতএব, প্রাণীদের ভাগ্যে যেটুকু প্রকা আসিয়া পড়ে, জানিয়া রাখ (দেখ), তাহা ঐ তিন গুণানুসারেই হয়; যদি কদাচিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন জ্ঞানের সঙ্গ পাওয়া যায়, পরন্তু, এই এক সত্ত্বগুণের দুটি মারক ঔষধ আছে (ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে); সত্ত্বগুণের সহায়তায় প্রকা মোক্ষফল পর্যন্ত অগ্রসর হয়,—কিন্তু রজোগুণ ও তমোগুণ কি তখন চূর্ণচাপ বলিয়া থাকে? সত্ত্বগুণের বল তাকিয়া যখন রজোগুণ আকাশে উঠিতে থাকে (বাড়িতে থাকে), তখন প্রকা কর্মের চাকরাণী হইয়া যায়<sup>১</sup>; আর, যখন তমের অগ্নি জলিয়া উঠে (তমোগুণের প্রাবল্য হয়), তখন ঐ প্রকার ভঙ্গী এমন হয় যে উহা নানাপ্রকার বিষয়োপভোগে প্রবৃত্ত করায়।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্তু প্রকা ভবতি ভারত।

প্রকাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

হে সুবিজ্ঞ অর্জুন, সারকথা এই যে, এই ভূতগ্রামের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অলিপ্ত নির্দোষ প্রকা থাকিতে পারে না; সুতরাং

১ কর্ম প্রসব করে;

স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রত্ন: তম: সাত্বিক ভেদে ত্রিগুণাত্মক হইয়া দাঁড়ায়; যেমন জল প্রাণীমাত্রেরই জীবনস্বরূপ, পরন্তু বিবেক সহিত মিশ্রিত হইয়া মারক হয়, কিংবা মরিচের সহিত তীক্ষ্ণ হয়, এবং ইক্ষুর বসে মিষ্ট হয়; তেমনি, যে প্রাণী তমোগুণের প্রাবল্যে বারবার জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার শ্রদ্ধাও পরিণামে তেমনি ( তমোগুণযুক্ত ) হয়; কাজল ও মসীর মধ্যে যেমন ভেদ দেখা যায় না, তেমনি শ্রদ্ধাও তামসী হইয়া যায় এবং তাহাতে তম: ভিন্ন অল্প কিছুই থাকে না; ( ৭০ ) তেমনিই রাজসী জীবের শ্রদ্ধা রজোময়, সাত্বিক পুরুষের সমস্তই সত্ত্বগুণময়, জানিবে; এমনভাবে, এই সারা বিশ্ব-বিস্তার কেবল শ্রদ্ধার ঢালা প্রতিমূর্তিস্বরূপ ( শ্রদ্ধায় পূর্ণ ); পরন্তু, এই গুণত্রয়-বশে শ্রদ্ধার উপর যে ত্রিবিধত্বের দোষ স্পর্শে, তুমি তাহা বুঝিয়া রাখ; ফল দেখিয়া যেমন বৃক্ষ চেনা যায়, কথা শুনিয়া যেমন মনের গঠন ( মনোভাব ) জানা যায়, ভোগ দেখিয়া যেমন পূর্বজন্মের কৃতকর্মের পরিচয় মিলে; তেমনি যে চিহ্নের দ্বারা শ্রদ্ধার এই তিনটি রূপ জানা যায়, সেই চিহ্নের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর;

যজ্ঞন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্তে যজ্ঞন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

সাত্বিক শ্রদ্ধা দ্বারা গঠিত জীবের বুদ্ধি স্বর্গপ্রাপ্তির জন্ত অনেক কর্ম করায়; তাহার সর্ব বিদ্যা অধ্যয়ন করে, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করে, শুধু তাহাই নহে,—তাহারা<sup>১</sup> দেবগণের মধ্যে গিয়া বাস করে<sup>২</sup>; আর, হে বীরেশ, তাহার রাজসী শ্রদ্ধার মূর্তি, তাহার রাক্ষস, খেচরাদির ভজনা করে; + তাহার বলি দিবার<sup>৩</sup> জন্ত জীবহত্যা করে, সন্ধ্যাকালে আশানে ভূতপ্রেত-মণ্ডলীকে<sup>৪</sup> পূজা করে; তাহার তমোগুণের সার উপাদানে গঠিত মহুগ্ন, তাহাদিগকে তামসী শ্রদ্ধার আধার বলিয়া জানিবে; ( ৮০ ) এইরূপ তিনটি চিহ্নসংযুক্ত তিন প্রকারের শ্রদ্ধা জগতে আছে, পরন্তু ইহাদের কথা আমি এই

১-২ দেবলোকে;

+ পাঠান্তরে ইহার পর অল্প একটি ওবী দেখা যায়—“বাহাদের শ্রদ্ধা তামসিক, তাহাদের কথা তোমাকে বলিতেছি : তাহার কেবলই পাপরাশি, অতি কর্কশ ও নির্দয় প্রকৃতির।”

৩ মণ্ডলী; ( ‘মৌলী’—‘মৈলী’ শব্দের অপপাঠ );

কারণে বলিতেছি—যে, হে সুবিশ্ব অৰ্জুন, তুমি সাধ্বিক শ্রদ্ধাই বস্ত্র করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে,—আর অস্ত্র দুটি বিরুদ্ধ শ্রদ্ধা ( রাজসী ও তামসী ) ত্যাগ করিবে ; হে ধনঞ্জয়, এই সাধ্বিক শ্রদ্ধা বাহার সংরক্ষক হয়, তাহার কৈবল্যপ্রাপ্তির পথে কোনও বিঘ্ন ( অপদেবতার ভয় ) হয় না ; যদিও সে ব্রহ্মসূত্র পাঠ করে নাই, সৰ্বশাস্ত্র আলোড়ন করে নাই ( শাস্ত্রাভ্যাস করে নাই ), ( শাস্ত্রের ) সিদ্ধান্তগুলি তাহার হস্তগত হয় নাই ; পরন্তু, বাহার। প্রতিশ্রুতির অর্থের মূর্ত প্রতীক স্বরূপ, এবং আপনাদের আচরণের দ্বারা জগতে পূজ্য হইয়াছেন ; তাঁহাদের আচরণ অনুসরণ করিয়া এইসব লোক সাধ্বিক শ্রদ্ধা সহকারে চলে, এবং তাঁহারা ( শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ) যে ফল প্রাপ্ত হন, সেই ফলই লাভ করে ; দেখ, এক ব্যক্তি বহু আয়াসে একটি দীপ জালায়, অপর একজন তাহাই বিস্তার করিবার জন্ত আসিয়া বসে, § এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কি দীপের প্রকাশ হইতে বঞ্চিত হয় ? কিম্বা, একজন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি ( চুনকাম করা ) গৃহ নির্মাণ করিল—সেই গৃহে বাহার। বাস করে তাহার। কি সুখ ভোগ করে না ? একটি তালাও ( পুঙ্করিণী )-এর জল কি যে তালাও বাঁধে শুধু তাহারই তৃষ্ণা মেটায় ? অস্ত্র সবারই কি তৃষ্ণাহরণ করে না ? তাহাই বিচার কর ; আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন ? গজা ( গোদাবরী ) কি একা গৌতম ঋষির জন্ত ( পবিত্র ) ? জগতের অস্ত্র সমস্ত লোকের পক্ষে কি সামান্য ক্ষুদ্র নদীর ত্রায় তুচ্ছ ? ( ২০ ) অতএব, বাহার। আপন বুদ্ধি অনুসারে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের প্রদর্শিত পন্থায় শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের অনুকরণ করে, তাহার। মুখ হইলেও মুক্তিলাভ করে ।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫

বাহার। শাস্ত্রের নাম উচ্চারণ করিবার জন্ত নিজের গলাও সাক্ষ করিতে জানে না ( বাহাদের শাস্ত্রাধ্যয়নের কোনও ইচ্ছা নাই ),—শুধু তাহাই নহে,

১ সত্য, স্বতন্ত্রভাবে ;

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“অন্ত একজন সেই দীপ হইতে নিজের দীপ ধরাইতে আসে” ; “অন্ত একজন সেখানে আসিয়া শুধু বসিয়া থাকে” ।

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্পর্শই সহ্য করিতে পারে না ; যাহারা বয়োবৃদ্ধ লোকের আচরণ দেখিয়া মুখ ভেঙচাইয়া উপহাস করে এবং পণ্ডিতের কথার উপর তুড়ি দিয়া ( অপমান করে ) ; নিজের চতুরতার অহঙ্কারে ও ধনগর্বে ক্ষীণ হইয়া 'সত্যই খণ্ডিত ( শাস্ত্রবিধিবিহীন ) তপের' আচরণ করে ; যাহারা অস্ত্র দ্বারা নিজের ও অপরের গাত্ৰ হইতে রক্তমাংস বাহির করিয়া বজ্রপাত্ত ভরিয়া দেয় ; এবং তাহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেয়, বা চেড়ী\* মুখে স্পর্শ করায়,—আপনার মানত পূর্ণ করিবার জন্ত বালকদের বলি দেয় ; যাহারা আগ্রহের আতিশয্যে, ক্ষুদ্র দেবতার বরপ্রাপ্তির জন্ত সাত সাত দিন পর্য্যন্ত অন্নভোগ করিয়া উপবাস করে ; হে সখা অর্জুন, তাহারা তমোগুণের ক্ষেত্রে আত্মনিগ্রহ ও পরপীড়নের বীজ বপন করে, এবং ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অহরূপ ফসল উৎপন্ন করে ; তখন, হে ধনঞ্জয়, নিজের বাহুবল নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই—তাহাদের মনের অবস্থা এই প্রকার হয়† ; সেই রোগীর গ্ৰায় হয়, যে বৈজ্ঞের সহিত বিরোধ করিয়া ঔষধ ফেলিয়া দেয়, এবং রোগের ব্যথা হইতে মুক্ত হয় না ; (১০০) অথবা, যে বৈজ্ঞের সহিত ষেষ করিয়া আপনার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলে এবং অন্ধের গ্ৰায় অবনত হইয়া চলে‡ ; যাহারা শাস্ত্রনির্দিষ্ট পন্থার নিন্দা করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কষ্ট পায়§ ; সেই আত্মরী মনুষ্যদেরও সেই প্রকার অবস্থা হয় ; কামপ্রবৃত্তি যাহা করায় তাহাই করে, ক্রোধের বশীভূত হইয়া য়াহাকে মারিতে চায় তাহাকে মারে,—আর অধিক কি বলিব ? দুঃখরূপ প্রসূতরথও দ্বারা আমাকে দুঃখ দেয়® ।

কর্ময়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাং চৈবাস্তুঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্মরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

১ নাস্তিক আগারের ,

\* চেড়ী—পৈশাচিক দেকুতা, অস্ত্রের অপকার করিবার জন্ত যাহার পূজা করা হয় ,

§ এই ওবীর পাঠান্তর—“তখন, হে ধনঞ্জয়, তাহাদের কুবল্য সেই মনুষ্যের গ্ৰায় হয়, যে সময়ে নিজের বাহুর সামর্থ্যে সঁতার দিতে পারে না অথচ নৌকারও আশ্রয় লয় না” ,

২ অকস্মাৎ অন্ধ হইয়া ( নিজের ঘরে ) শুক হইয়া বসিয়া থাকে ;

৩ মোহরূপ অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় ;

৪ দুঃখরূপ প্রসূতরের স্তূপের নীচে আমাকে পুতিয়া কেলে ,



তাহারা নিজের ও পরের দেহে যে কষ্ট দেয়, তাহা দ্বারা আমার আত্মাকেই পীড়ন করে; এইসব পাণীদের কথা মুখেই আনা উচিত নহে (‘বাক্যের প্রাস্ত দ্বারা স্পর্শ করা উচিত নহে’), কিন্তু তাহাদের (সংসর্গ) ত্যাগ করাইবার জন্তই তাহাদের কথা বলিতে হইল; দেখ, মৃতদেহকে ঘরের বাহির করিতে হয়, কিম্বা অন্ত্যজের সংস্পর্শ যেমন বাঁচাইয়া চলিতে হয় (‘তাহাকে অবহেলা করিতে হয়’), আর কি বলিব? হাতের মল যেমন ধুইয়া ফেলিতে হয়; শুদ্ধির<sup>১</sup> আশায় ইহাদের স্পর্শ করিলে যেমন তাহা দোষের হয় না, তেমনি এই পাণীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করাইবার জন্ত তাহাদের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইল; পরন্তু, হে অর্জুন, যদি কখনও ইহাদের দর্শন হইয়া যায়, তবে আমাকে স্মরণ করিও—কারণ এই পাপের জন্ত অন্ত কোনও প্রায়শ্চিত্ত মানা যায় না।

আহারস্তপি সর্বশুত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

অতএব, যে সাংখ্যিক শ্রদ্ধার বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহা উত্তমরূপে এবং সর্বপ্রকারে যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে; তাহাদের সঙ্গ করিলে সাংখ্যিক ভাবের পোষণ হয়, তাহাদের সঙ্গ করিবে, যে খাওয়া গ্রহণ করিলে সাংখ্যিক ভাবের বৃদ্ধি হয় তাহাই গ্রহণ করিবে; (১১০) বাস্তবিক পক্ষে, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পুষ্টির জন্ত অন্ন বিনা অন্ত কোনও বলবান সাধন নাই; হে বীর, ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখ,—যদি একটি স্বাভাবিক সংযত মনুষ্য মজা পান করে, তবে তৎক্ষণাতঃ উন্নত হইয়া যায়; কিম্বা, যে শুধু অন্নরসই সেবন করে তাহার প্রকৃতি বায়ুপ্রধান হয়, শরীরে দাহকারী জ্বালা পথ্যাদি দ্বারা উপশম করা যায়<sup>২</sup>; অথবা অমৃত সেবন করিলে যেমন অমর হওয়া যায়, কিম্বা বিষ সেবন করিলে যেমন উহা সর্বদা প্রবেশ করিয়া বিষাক্ত করিয়া তোলে; তেমনি, যে প্রকারের আহাৰ্য্য বস্তু গ্রহণ করা যায়, শরীরে ঐ প্রকারের ধাতুরস

১ তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিতে হয়;

২ বুদ্ধির;

৩ এই ওষীর পাঠান্তর—“কিম্বা যে সদা অন্নরস সেবন করে, তাহার প্রকৃতি বাতশ্লেষাদি প্রধান হয়,—স্বপ্ন হইলে কি চক্ষুগানে তাহার উপশম হয়?”

উৎপন্ন হয়, আর খাতু অহুসারে মহুগ্ধের মনোবৃত্তিগুলি গড়িয়া উঠে ; পাত্র পরম হইলে যেমন উহার মধ্যস্থিত জলও গরম হইয়া উঠে, তেমনি চিত্তবৃত্তিও খাতু অহুসারী হয় ; এইজন্ত, সাত্বিক অন্ন গ্রহণ করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, অন্নপ্রকার অন্নগ্রহণ করিলে চিত্তবৃত্তি রাজসী বা তামসী হয় ; সাত্বিক আহার কি, এবং রাজস ও তামস আহারের লক্ষণ কি, এখন তাহাই বলিব, তুমি সামরে শ্রবণ কর ; আর, হে বীর অর্জুন, একই আহার তিন প্রকারের কি করিয়া হয়, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব ; অন্নভোজীর কৃচি অহুসারে খাতু-পদার্থ তৈয়ারী হয়, এবং খাতুগ্রহণকারী তিনটি গুণের দাস হইয়া যায় ; (১২০) যে জীব কর্তা ও ভোক্তা হয়, তাহার বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ ঐ তিনটি গুণাহুসারে তিন প্রকারের হয়, তাহার আচরণও তিন প্রকারের হয় ; এইজন্ত আহারও তিন প্রকারের হয়, যজ্ঞও তিন প্রকারের, দান<sup>১</sup> ও ব্যাপারও তিন প্রকারের হয় ; পরন্তু সর্বপ্রথমে আহারের লক্ষণগুলি বলিব, তাহাই শুন ; লক্ষণগুলি উত্তমরূপে বর্ণনা করিব ।

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যস্বখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।

রস্ভ্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

দৈবযোগে ভোক্তার প্রবৃত্তি যদি সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়, তবে মধুর রসে তাহার প্রীতি বাড়িয়া যায় ; যে খাতুপদার্থ স্বতঃই সরস, মধুর রসে পূর্ণ, অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্থপক হয় ; যাহা আকারে স্থূল নহে ( সূদৃশ ), স্পর্শে অতি কোমল,<sup>২</sup> জিহ্বায় রসাল ( রুচিকর ) ও সুস্বাদু ; যাহা রসে পূর্ণ আর স্পর্শে নরম, যাহার দ্রব-ভাগ অগ্নির উত্তাপে স্বস্থানেই শুকাইয়া গিয়াছে ; যাহা আকারে ও পরিমাণে ক্ষুদ্র, পক্ষান্ত পরিমাণে পরম হিতকর—গুরুমুখনিঃসৃত অক্ষরের স্থায় স্বল্প হইলেও আহারে তৃপ্তিদায়ক ; আর, যে পদার্থ মুখে যেমন খাইতে মিষ্ট, তেমনি, দেহের অভ্যন্তরেও<sup>৩</sup> ( সুখবর্দ্ধক )—এই প্রকার খাতুগ্ধের প্রতি সাত্বিক মহুগ্ধের প্রীতি বাড়িয়া যায় ; এইরূপ গুণ ও লক্ষণযুক্ত অন্ন সাত্বিক ভোগ্য<sup>৪</sup> ( ভোজনের যোগ্য খাতু ) জানিবে, ইহা নিত্য নূতনভাবে আয়ু সংরক্ষণ

১ দান, তপ এবং, তপ, দান ; তপ, দান ও ; ২ নির্বল, কর্কশ নহে ;

৩ পরিমাণে হিতকর ; ৪ ভোজ্য ;

করে ; (১৩০) এইরূপ সাত্বিক রসরূপ মেঘ যখন দেহে বারিবর্ষণ করে, তখন আয়ুরূপ নদী দেহে দেহে বাড়িতে থাকে ; হে স্মৃতি, সূর্য্য যেমন দিবসের বৃদ্ধির কারণ, তেমনি এই আহার সত্ত্বগুণের পোষক<sup>১</sup> ; কিহা এই আহারই শরীর ও মনের বলের আধার—এই অবস্থায় রোগ আসিবে কি করিয়া ? এইপ্রকার সাত্বিক অন্ন ভোজন করিলে আরোগ্য ( স্বাস্থ্য ) ভোগ করা যায়, এবং তখন শরীরের সৌভাগ্যের উদয় হয়, জানিবে ; আর এইপ্রকার আহারে স্ব্থের লেনদেন হয় ( নিজেও সুখী হয়, অপরকেও সুখী করে )—উত্তম স্ব্থের প্রাপ্তি হয় ; আর কি বলিব ? আনন্দের সহিত মৈত্রী বাড়িয়া যায় ; এইভাবে সাত্বিক আহার পরিণামে অন্তর্বাহ শরীরের অত্যন্ত উপকার করে ; এখন রাজসগুণসম্পন্ন মনুষ্যের কোন্ আহারে প্রীতি হয়, তাহাই তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করিব ।

কটুপ্লবলবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ ।

আহার্য্য রাজসশ্রেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

যে পদার্থ মারকত্ব হিসাবে কালকূটকেও ছাড়াইয়া যায়, এবং তাহারি সমান কটু, কিহা চুন হইতেও অধিকতর দাহক এবং স্বাদে অন্ন ; আটা ভিজাইবার জগ্ন যেমন তাহাতে জল মিশাইতে হয় তেমনি, বাহাতে অন্ন হুনের সহিত ঢেলা বাঁধিয়া যায় সেই পরিমাণে ইতর কাররস অন্নের সহিত মিশ্রিত করা হয় ; এইভাবে, অত্যধিক কার পদার্থই রাজস লোকের ভাল লাগে,—গরম গরম খাইবে বলিয়া আগুনের জ্বায় গরম অন্ন মুখে দেয় ; ( ১৪০ ) যে অন্ন এত গরম যে তাহার বাষ্পের অগ্রভাগে দীপের বাতি লাগাইলে, তাহা জলিয়া উঠে, রাজস ব্যক্তিগণ সেই প্রকার গরম অন্নই খাইতে চায় ; পাথর ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া দেয়ঃ এমনি ( তীক্ষ্ণ ) সাবলের আঘাতের জ্বায় তীক্ষ্ণ ( তীব্র ) পদার্থ ভংগ করে—যাহা জখম না করিলেও বেদনা উৎপন্ন করে ; আর যে অন্ন ভস্মের জ্বায় রূক্ষ ও বাহিরে ও ভিতরে<sup>২</sup> আঘের জ্বায়<sup>৩</sup> শুষ্ক—তাহা খাইলে জিহ্বায় যে জ্বালা হয় তাহার

১ পোষণের কারণ ;

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থে কোনও পরিবর্তন হয় না ,

২-৪ বাহিরে ও ভিতরে সমানভাবে ভস্মের জ্বায় রূক্ষ ও শুষ্ক ;

তাহাই আশ্বাদন করিতে অত্যন্ত ভালবাসে ; যে অন্ন এত কঠিন যে চিবাইয়া খাইবার সময় দাঁতে দাঁত ঘষিয়া যায়, সেই অন্ন মুখে দিয়া তাহারা পরম সন্তোষ লাভ করে ; যে দ্রব্য প্রথম হইতেই তীক্ষ্ণ বা তীব্রস্বাদযুক্ত, তাহাতে রাই সংযোগ করিয়া তাহার আশ্বাদ এমন তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময় করা হয় যে মুখে গ্রহণ করিলেই নাক মুখ হইতে জল ঝরিতে থাকে ( ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে ) ; শুধু ইহাই নহে,—এই রাজস মনুষ্যের আশ্বাদ হইতেও তীব্রতর 'রায়তা' প্রভৃতি আচার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ; এইভাবে তাহাদের মুখ ভরে না ( কোনও ভোজ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না ), জিহ্বার লোভে তাহারা পাগল হইয়া যায়, অন্নরূপে গণাগণ জলন্ত অগ্নি খাইতে থাকে ; এইভাবে, গাত্রে এত জ্বালা হয় যে ইহারা ঘরের মেঝে বা শয্যায় শুইয়াও শান্তি পায় না, এবং জলের পাত্র এক মুহূর্ত্তও মুখ হইতে নামাইতে পারে না ; এইসব পদার্থ ভোজন করিলে আহার ( পুষ্টি ) হয় না, পরন্তু শরীরে ব্যাধিরূপ যে সর্প নিহিত থাকে তাহাকে উদরের মধ্যে ( উত্তেজক ) দ্রব্য ভরিয়া জাগাইয়া দেয় ; তেমনি, পরম্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সর্বরোগ একসঙ্গে মাথা তুলিয়া উঠে—এইভাবে, রাজস আহার কেবল দুঃখরূপ ফলই উৎপন্ন করে ; হে ধনুর্ধর, এইভাবে, আমি রাজস আহারের লক্ষণগুলি বলিলাম, এবং তাহার পরিণামের কথাও বিচার করিয়া বুঝাইলাম ; এখন, তামস পুরুষের কোন্ কোন্ আহার ভাল লাগে তাহাই বলিব—

যাহা শুনিয়া তোমার মনে ঘৃণার উদয় হইতে পারে ;

যাতযামং গতরসং পূতিপর্যুষিতং চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

বাসী পচা ও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তাহারা মনে করে না—কিষা, মহিষ যেমন তাজা, নষ্ট ( অব্যবহার্য্য ) মিশ্রিত অন্নের জাবনা খায় ; তেমনি তামস প্রকৃতি মনুষ্যগণ দ্বিপ্রহরের কিষা সময় দিনের' বাসী<sup>১</sup> অন্ন খাইতে ভালবাসে ; অথবা<sup>২</sup> অর্দ্ধসিদ্ধ কিষা সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধ, রসবিবর্জিত অন্ন খাইয়া থাকে ; তামস ব্যক্তিগণ সুপরিপক বা

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“মহিষ যেমন ভোজন বা মিশ্রিত অন্নের জাবনা খায়” ;

১ প্রস্তুত অন্ন পরদিন ,                      ২ শুকাইয়া ,

রসে পরিপূর্ণ অন্নকে অন্ন বলিয়াই মানে না; যদি কদাচিত্ দৈবযোগে উত্তম অন্ন জুটিয়া যায়, তবে ব্যাশ্বেয় জ্ঞায় তাহা ফেলিয়া রাখে বতকণ না উহা পচিয়া দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয়; বহুদিন পূর্বে রন্ধন করা, আদহীন, শুদ্ধ অথবা গলিত,—কীটবিশিষ্ট (শোকায় ভরা) (অন্ন); তাহাই, বালকেরা কর্দম চটকাইলে যেমন হয় তেমনি ভাবে চটকান, § কিম্বা, যেমন কয়েকটি (বরের বাড়ীর) নারী একসঙ্গে বসিয়া অন্ন চটকাইয়া খায়, তেমনি অন্ন; এই প্রকার দূষিত অন্ন খাইয়া তাহার মনে করে ভোজন হইল, পরন্তু, ইহাতেও এই পাপীদের তৃপ্তি হয় না; (১৬০) আরও চমৎকার ব্যাপার দেখ, যে সব অন্ন শাস্ত্রনিষিদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর (সন্দোষ) ও ভোজনের অযোগ্য (কুদ্রব্য); সেই সব অপেয় পান করিবার ও অথাত্ত ভোজন করিবার ইচ্ছা এই তামসপ্রকৃতির লোকের বাড়িয়া যায়; হে বীর, তামস অন্ন যাহারা আহার করে তাহাদের এইপ্রকার আসক্তি (অভিরুচি) হয়, এবং এই ভোজনের ফলের জগ্ন তাহাদের বেশীকণ অপেক্ষা করিতে হয় না; কারণ, মুখ দ্বারা এই অপবিত্র খাত্ত পানীয় স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা পাপের পাত্র (ভাগী) হইয়া যায়; ইহার পর, তাহারা যাহা ভোজন করে—ভোজনের রীতি না জানায়,—উদরের মধ্যে শুধু যাতনার সমষ্টিই ভরিয়া দেয়, জানিবে; শিরশ্ছেদ করিলে কি হয়, কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিলে কেমন লাগে, ইহা জানিতে হইলে কি তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া দেখিতে হয়? পরন্তু, ইহারা এই প্রকার যজ্ঞগাই সহ্য করে; সুতরাং—হে অর্জুন,” ভগবান কহিলেন—“তামস আহারের পরিণাম পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; এখন, ইহার পর, আহারের জ্ঞায় যজ্ঞও তিন প্রকারের, ইহা জানিয়া রাখ; হে মর্ষজ্ঞ-শিরোমণি অর্জুন, এই ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে প্রথম সাত্বিক যজ্ঞের লক্ষণ (বহন্ত) শুন।

অফলাকাজিহ্মির্ভিষজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি যনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১

যেমন পতিব্রতা স্ত্রীর মনোবর্ধই এই যে তাহার প্রিয়োত্তম পতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি কামবাসনা বাড়িতে দেয় না; (১৭০) অথবা, গজানদী যেমন

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ প্রায় একই;

সমুদ্রে পড়িয়া আর সমুদ্রদিকে অগ্রসর হয় না, কিম্বা আত্মদর্শন হইয়া গেলে বেদ যেমন শুক হয় ; তেমনি, যে পুরুষ আপনার চিন্তাবৃত্তি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-পালনেই নিয়োগ করে এবং কৰ্মফল সম্বন্ধে তিলমাত্র অহঙ্কার পোষণ করে না ; জল যেমন বৃক্ষের মূলে গিয়া আর পিছু হটিয়া আসে না, পরন্তু তাহার অঙ্গেই মিশিয়া যায় ; তেমনি, যে কায়মনে উভয়দিক দিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে তাহাতেই লীন হইয়া যায় এবং কোনও ফলাশা পোষণ করে না ; ফলের আকাজক্ষা ত্যাগ করিয়া, স্বধৰ্ম্মাহুষ্ঠান ভিন্ন অন্য বিষয়ে বিরক্ত ( উদাসীন ) হইয়া যে সৰ্ব্বাঙ্গহীনর যজ্ঞ অলঙ্কৃত করে ; পরন্তু, দৰ্পণে যেমন চক্ষু আপনারই রূপ দেখে, কিম্বা হস্তে ধৃত দীপের আলোতে যেমন বস্তু দেখা যায় ; অথবা সূর্য্য উদয় হইলে যেমন উদ্ভিত চলিবার পথ স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি, বেদের নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে ; যখন কুণ্ড, মণ্ডপ, বেদী আদি প্রস্তুত করা হয়, এবং যজ্ঞের অগ্র উপচার ( সাধন ) সামগ্রী ( সমুদ্রিসমূহ ) সংগ্রহ করা হয়, তখন মনে হয় যেন এই সব ব্যবস্থা স্বয়ং বিধি ( শাস্ত্রাজ্ঞা )-ই করিয়াছেন ; যেমন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে উহাদের অনুরূপ অলঙ্কার ধারণ করিলে শোভা পায়, তেমনি, যখন যজ্ঞের সব সমগ্রী উপযুক্ত ভাবে যথাস্থানে বস্কিত হয় ; আর অধিক কথা বলিবার কি প্রয়োজন ? তখন মনে হয়, সৰ্ব্বান্তর্য্যে ভূষিত হইয়া স্বয়ং মূর্ত্তিমতী যজ্ঞবিষ্ঠাই যজ্ঞকে নিমিত্ত করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; ( ১৮০ ) এই প্রকারে যে যজ্ঞ সমস্ত অঙ্গে পরিপূর্ণ হয়, এবং যাহা মহেশ্বের আকাজক্ষা অঙ্কুরিত হইতে দেয় না ; যে তুলসী গাছ হইতে ফল, ফুল বা ছায়ার আশ্রয় পাওয়া যায় না, তাহাকে যেমন চতুষ্কোণ মঞ্চ বাধিয়া<sup>১</sup> প্রতিপালন করা হয় ; কিং বহুনা, যে যজ্ঞ এইভাবে ফলাশা বিনা ( নিঃস্বার্থভাবে ) অহুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলিয়া জানিবে ।

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্ত্যর্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম ॥ ১২ .

এখন, হে বীরেশ, যে যজ্ঞ এইভাবেই ( এইরূপ সৰ্ব্বাঙ্গহীনর ভাবেই ) অহুষ্ঠিত হয়—পরন্তু আঁকে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলে যেমন হয় ; গৃহে যদি

রাজার আগমন হয়, তবে তাহা অত্যন্ত উপযোগী হয়, এবং (গৃহকর্তার) কীর্তিও বাড়ে—শ্রদ্ধারও হ্রাস হয় না; § তেমনি, ঐ প্রকার উদ্দেশ্য বা আশা লইয়া যজ্ঞাহুষ্ঠানকারী মনে মনে বলে—‘ইহাতে নিশ্চিত স্বর্গলাভ হইবে, যজ্ঞে দীক্ষিত হইব এবং যজ্ঞও উত্তমরূপে অহুষ্ঠিত হইবে’³; এইভাবে, হে পার্থ, কেবল ফলের আশায় এবং জগতে নিজের মহত্ত্ব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হয় তাহাই রাজস যজ্ঞ।

বিধিহীনমসৃষ্টানং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

যেমন পশুপক্ষীর বিবাহে কামবাসনার অতিরিক্ত অন্ত কোনও দৈবজ্ঞের (পৌরোহিত্যের) আবশ্যক হয় না, তেমনি তামস যজ্ঞের মূল কারণ একমাত্র আগ্রহ; বায়ু যেখানে খুসী সেখানে যায়,² কিস্বা মরণ কোনও শুভমূহূর্ত দেখিয়া আসে না, কিস্বা অগ্নি যেমন নিবিদ্ধ পদার্থ দেখিয়া (জ্বালাইতে) ভয় পায় না; তামস পুরুষের ব্যবহারেও তেমনি বিধিনিষেধের বাধা (অর্থাৎ তামস পুরুষ ব্যবহারে কোনও বাধানিষেধ মানে না); এইজন্তই, হে ধনুর্দ্ধর, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল³ হয়; (১২০) বেদে তাহার শ্রদ্ধা নাই, মন্ত্রাদিও তাহার আবশ্যক হয় না,—মক্ষিকা যেমন অন্ন হইতে মুখ সরাইতে চায় না (তাহারও বিধিনিষেধের বিচার ঐ প্রকার); ব্রাহ্মণের প্রতি তাহার বৈরতাব—(তাহার যজ্ঞে) কে দক্ষিণা লইতে আসিবে? সাধুপুরুষ⁴ ঘৃণিবাভ্যায় পড়িলে যেমন হয়; তেমনি ইহার শ্রদ্ধার মূল না দেখিয়া (শ্রদ্ধাবিরহিত হইয়া) আপনাদের যথাসর্বস্ব বৃথাই উড়াইয়া দেয়—নিঃসন্তানের ঘরে ঢুকিয়া সবাই যেমন তাহার সম্পত্তি লুটিয়া লয়”; ত্রিনিবাস ত্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“শুন, এই প্রকার যে যজ্ঞান্তাস, তাহারি নাম তামস যজ্ঞ; এখন, গন্ধার জল এক হইলেও বিভিন্ন বর্ণের (জাতির) লোক⁵ তাহাতে স্নান করে এবং কেহ জল

§ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“শ্রদ্ধাক্রিয়ায়ও কোনও ত্রুটি হয় না”, “জগতের মধ্যে”;

১ জগতে মাগ্ন হইব,

২ বায়ুর জন্ত পথ খুঁজিতে হয় না; ৩ “উৎসকু খলু”—“উৎসখলু” এই শব্দের অপপাঠ;

৪ অগ্নি (আধির সাহায্যে যেমন জ্বলিয়া উঠে);

৫ ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের জল

ময়লা করে, কেহ শুদ্ধ আনে ; তেমনি তপও তিন গুণের সংযোগে ত্রিবিধ রূপ ধারণ করে—এক প্রকারের তপ পাপ উৎপন্ন করে ( অধোগতি দেয় ), অল্প প্রকারের তপ উদ্ধার করে ( মোক্ষ প্রদান করে ) ; হে স্ববুদ্ধি অৰ্জুন, যদি জানিতে চাও তপের এই তিন ভেদ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তবে প্রথমে তপের স্বরূপ জানিয়া লও ; এখন ‘তপ’ কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি ; গুণসংযোগে তাহার ভেদ কি প্রকারে হয় তাহা পরে বলিতেছি ; যাহাকে ‘সম্যক্’ ( উত্তম ) তপ বলে, উহা তিন প্রকারের হয়—শারীর, মানসিক ও শাস্তিক ( বাচনিক ) ; এখন এই তিনটির মধ্যে প্রথম ‘শারীর’ তপের কথা শুন ; শ্রীহরি বা শব্দর, তাহার প্রতি ভক্তি আছে—; (২০০)

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

—তাহার প্রিয় দেবতার মন্দিরে ( দর্শন এবং অস্ত্রান্ত কৰ্ম করিবার জন্ত ) যাতায়াতে অষ্টপ্রহর তাহার পদবয় চলিতে থাকে ; দেবতার প্রাণন হুশোভিত করা, দেবপূজার জন্ত উপচার সংগ্রহ করা ও অস্ত্রান্ত করণীয় সেবাকৰ্মে তাহার হস্ত সৰ্ব্বদা নিয়োজিত থাকে ( শোভা পায় ) ; দেবতা লিঙ্গ বা প্রতিমা দৃষ্টিতে পড়িলেই অঙ্গে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করে ; আর, যে সব ব্রাহ্মণ বিজ্ঞা বিনয়াদি গুণের জন্ত লোকপূজ্য তাঁহাদের সম্বন্ধে সেবা করে ; অথবা, প্রবাসে যাহারা পীড়িত বা ক্লান্ত কিম্বা সঙ্কটাপন্ন, তাহাদের সেবা করিয়া সুখী করে ; সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ আপন পিতামাতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করে ( ‘শরীর দ্বারা তাঁহাদের আরতি করে’ ) ; যে গুরুদেব জ্ঞানদানে সাক্ষর ( কৃপালু ) এবং এই দারুণ সংসারে যিনি দর্শনমাত্রই যাবতীয় ক্লেশ হরণ করেন, সেই গুরুদেবকে ভজনা করে ; আর, হে বীর অৰ্জুন, স্বধর্মরূপী অগ্নিপাত্র ( আত্মীতে ) বেদাধ্যয়নরূপ পুট দিয়া, দেহজাভ্য ( দেহাভিমান ) রূপ সর্বদোষ জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করে ; ভূতমাত্রের দেহকে<sup>১</sup> নমস্কার করে, পরোপকারে নিজেকে উৎসর্গ করে ( কষ্ট করে )<sup>২</sup>, আর জীবনিয়ে আপনাকে

১ অঙ্গপুট ; অঙ্গবষ্টি ( লুটাইয়া ),      ২ বস্তু ( পরমাত্মা ) ( ভূতমাত্রের মধ্যে যে পরমাত্মা আছেন ) ;      ৩ ভজনা করে ;



বারম্বার নিয়ন্ত্রিত করে ; জন্মের সময়ে স্বীদেহ ( মাতৃদেহ ) স্পর্শ করিতেই হয়, কিন্তু তাহার পর সারাদেহ<sup>১</sup> ঐ স্পর্শ হইতে অলিপ্ত রাখে ;<sup>২</sup> ( ২১০ ) ভূতমাত্রেয় নামে তৃণ পর্য্যন্ত মাড়ায় না, কিং বহনা, তাহাদের ছিন্নভিন্নও করে না ; এইভাবে যখন শরীরের আচরণ শুদ্ধ ও সহজ হয়, তখনই জানিবে যে ‘শারীর’ তপের সমৃদ্ধি হইয়াছে ; হে পার্থ, এই সমস্ত ব্যাপারে শরীরই মুখ্য সাধন বলিয়া ইহাকে আমি ‘শারীর’ তপ বলিতেছি ; এইভাবে, আমি তোমাকে শারীর তপের লক্ষণগুলি বলিলাম,—এখন নিম্পাপ যে বাঙময় তপ তাহার কথা শুন ।

অমুদবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

দেখ, পরশপাথর যেমন লোহার আকার বা ওজন না বদলাইয়া তাহাকে সোনা করিয়া দেয় ; তেমনি, অপরকে হুংখ না দিয়া পার্শ্ব লোকের সুখ-বিধান করে—যাঁহার বাক্য এমনি সৌজন্যপূর্ণ ( সাধুতাপূর্ণ ) ; প্রধানতঃ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে তৃণেরও জীবন দান করে, তেমনি একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেও তাঁহার বাক্য সকলের পক্ষেই হিতকর হয় ; অমৃতের গন্ধা যেমন প্রাণকে অমর করে, স্নানে পাপ হরণ করিয়া তাপ নিবারণ করে, সেবনে জিহ্বায় মধুর স্বাদ প্রদান করে ; তেমনি, যে ভাষণে অবিবেক ( অজ্ঞান ) নষ্ট করিয়া, আপনার অনাদিত্ব ( আত্মস্বরূপ ) প্রকট করে, পরন্তু অমৃতের স্নায় শ্রবণে কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করে না ; যদি কেহ কোনও প্রশ্ন করে তবেই তিনি কথা বলেন, নতুবা বেদরূপী পর্কতেই যাতায়াত করেন<sup>৩</sup> ( বেদাদি আবৃত্তি করেন ) ; ( ২২০ ) তিনি ঋক্বেদাদি তিন বেদকেই বাগ্ভবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার ( বদনকে ) বাণীকে যেন বেদশালায় পরিণত করেন ; অথবা, কোনও এক শৈব বা বৈষ্ণব নাম দ্বিনরাত উচ্চারণ করেন—ইহাকেই ‘বাগ্ভব’ ( বাক্ হইতে উৎপন্ন, বা বাঙময় ) ‘তপ’ বলিয়া জানিবে ; এখন মানসিক তপের কথা বলিব, শ্রবণ কর’—লোকপালের স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—

১-২ সারাজন্ম ঐ স্পর্শ হইতে দেহকে বাঁচাইয়া পবিত্র রাখে ;

৩ বেদ কথা নামের আবৃত্তি করেন ,

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যস্তং মৌনমাঝ্যবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্ত্বপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

“তরঙ্গ বিহীন সরোবর, বা মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশ, কিম্বা, সর্পশূন্য চন্দ্রনের উজ্জান যেমন হয় ; অথবা, কলাবৈষম্যরহিত চন্দ্র, কিম্বা মানসিক ভাবনা রহিত নরেন্দ্র, অথবা ( মন্থনকারী ) মন্দরাচল বিনা ক্ষীরসমুদ্র ( যেমন স্থির থাকে ) ; তেমনি, নানা সঙ্কল্প-বিকল্পের জাল, হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বাহার মন কেবল আত্মস্বরূপেই নিমগ্ন হইয়া থাকে ; স্বর্ধ্যবিনা প্রকাশ, মান্দ্যবিনা ঋতুরস, অথবা শূন্যগর্ভতা ( শূন্যতা )-রহিত অবকাশ যেমন হয় ; তেমনি, আপনার স্বরূপ জানিয়া যে আপনার স্বভাব হইতে মুক্ত হয়—শীত যেমন শৈত্য দ্বারা অভিভূত হয় না<sup>১</sup> ; নবীন<sup>২</sup> কলরু রহিত চন্দ্রবিষ যেমন পার্করণ ( পর্বকালে দৃষ্ট—কচিংদৃষ্ট ), তেমনি, শুদ্ধ ও নির্মল বাহার মনের স্বৈর্য্য ; তখন বৈরাগ্যের অগ্ন্য তপের আবশ্যকতা থাকে না<sup>৩</sup>, মনের আকাজক্ষা মিটিয়া যায়,—এই অবস্থায়, হে বৎস, অগ্ন্য বৃত্তি আর কোথায় থাকিবে ? (২৩০) †এইজগৎই শাস্ত্রের বিচারে যে মুখ সর্বদা নিযুক্ত থাকিত, সে মুখ বাণীর স্ত্র আর হাতে ধরিতে চায় না ( মৌনাবলম্বন করে ) ; স্বাভাবিক আকাজক্ষা থাকে না, মনের মনস্ব চলিয়া যায়—“ লবণ যেমন গলিয়া<sup>৪</sup> আপন অঙ্গেই লীন হয় ; এই অবস্থায় মনের সেই ভাব কি করিয়া উৎপন্ন হইবে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের পথে দৌড়াইয়া বিষয়ের গ্রামে পৌঁছিতে ? এইজগৎ হাতের তালু যেমন যৌমবিহীন, তেমনি এইরূপ মনে ভাবভুক্তি আপনা হইতেই আসিয়া যায় ; হে অর্জুন, আর অধিক কি বলিব ? যখন মনের এই দশা ( যোগ্যতাপ্রাপ্তি ) হয় তখন মন তপের নামের যোগ্য হয়” ৬ ভগবান কহিলেন—“পরন্তু, যথেষ্ট হইয়াছে, মানস তপের

১ হিমে নিম্পল শরীরে যেমন হিম লাগে না ; ২ নিশ্চল ;

৩ প্রথম চরণের পাঠান্তর—“বৈরাগ্যের উৎকর্ষার নিবৃত্তি হয়” ;

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তখন নিজ বৃত্তিগুলি বাশ্প হইয়া উড়িয়া যায়” ; “আত্ম-বোধের পূর্ণতা<sup>১</sup>ই অবশিষ্ট থাকে” ;

\* প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“আত্মস্বরূপলাভের পর মনের মনস্ব থাকে না ( সংকল্প-বিকল্প হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপেই লীন হয় )” ;

৩ জলের সহিত সমরস হইয়া ;

লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে তোমাকে বলিয়াছি ; এইভাবে, দেহ বাক্য ও মন অবলম্বন করিয়া যে তপ ত্রিবিধ প্রাপ্ত হয় সেই সামান্ত্যের<sup>১</sup> কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিলাম ; এখন গুণত্রয়সংযোগে তপের যে তিন ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রজ্ঞাবলে উত্তমরূপে প্রবণ কর ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাজ্জিভিযুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

এই যে ত্রিবিধ তপের কথা তোমাকে বিশদভাবে বলিলাম, তাহা কলের আশা ত্যাগ করিয়া আচরণ করিলে প্রখ্যাত<sup>২</sup> হয় ; ইহা যখন আত্মিকাবুদ্ধি সহকারে, পূর্ণ, শুদ্ধ, সাত্ত্বিকভাবে আচরণ করা হয়, তখন বুদ্ধিমান মনুষ্যেরা এই তপকে সাত্ত্বিক তপ বলে ; ( ২৪০ )

সংকারমানপূজার্থং তপো দস্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমক্রবম্ ॥ ১৮

আর, যে তপস্তাকে নিমিত্ত করিয়া, জগতে বৈতন্ধ্যবের আশ্রয় লইয়া আপনাকে মহত্ত্ব প্রভৃতির<sup>৩</sup> শিখরে বসাইবার চেষ্টা করা হয় ; ‘জিতুবনের সম্মান আমরাই প্রাপ্য, অল্প কাহারও জন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, ভোজন-সভায় আমার আসন সর্বপ্রায়ে হইবে ; আমিই সারা বিশ্বের স্তুতির পাত্র হইব, বিশ্বের লোক আমাদের দর্শন করিতেই যাত্রা করিবে ; লোকের বিবিধ পূজা পাইব, অপরের আশ্রয় হইব, সর্বপ্রকার মহত্ত্বের যশ-ভোগ আমরাই ভোগে লাগিবে’ ; অজহীন<sup>৪</sup> ( কুরুপ ) মনুষ্য যেমন শৃঙ্খার-সজ্জা করে, তেমনি নিজের মূল্য ( প্রতিষ্ঠা ) বাড়াইবার জন্ত অঙ্গে ও বাণীতে তপের যে আবরণ চড়ান হয় ; এক কথায়, ধনমান বাড়াইবার আশায় যে তপ কষ্ট করিয়া অমুষ্ঠান করা হয়, তাহাকেই রাজস তপ বলে ; ‘পছন্নী’ নামক কীট শুনে লাগিলে গাভী যেমন বৎস প্রসব করার পরও দুগ্ধ দেয় না, কিম্বা তৈলারী শস্তক্ষেত্রে গবাদি পশু চরিয়া গেলে যেমন ফসল পাওয়া যায় না ; তেমনি, যে

১ সামান্ত্য তপ, সমাক্ তপ ;      ২ পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত করিবে ; প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত ;

৩ মহত্ত্বরূপ পরিতের ;      ৪ হীন অজনা ; পণ্যজনা ;

তপ আড়ম্বর সহকারে নিজের প্রসিদ্ধির জন্ত করা হয়, তাহা নিফল ও নিঃশেষে ব্যৰ্থই হয় ; হে পাণ্ডুহৃদ, নিফল দেখিয়া তপক্রিয়ার মধ্যেই তাহা বন্ধ করিয়া দেয়,—এইজন্ত এইপ্রকার তপের কোনও স্থিরতা বা স্থায়িত্ব থাকে না ; সাধারণতঃ যে অকালের মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং গর্জন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাইয়া তোলে, তাহা কি বৈশীকণ স্থায়ী হয় ? ( ২৫০ ) তেমনি, রাজস তপ নিফল ও ব্যৰ্থ তো হয়ই, পরন্তু তাহার অহুষ্ঠানেও ব্যাঘাত হয় ( অব্যাহত থাকে না ) । এখন, ইহার পর যে তপ তামস রীতিতে অহুষ্ঠিত হয়,—তাহার আচরণে মহুশ্য ইহলোকে কীৰ্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইতে বঞ্চিত হয় ( ‘পরব্রহ্মও কীৰ্ত্তি দূরে যায়’ ) ।

মুঢ়গ্রাহেণাশ্বনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরশ্রোংসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম ॥ ১৯

হে ধনুর্দ্ধর, যে মূৰ্খতার অভিমান মনে পোষণ করিয়া শরীরকে শক্তজ্ঞান করে ; পঞ্চাঙ্গির হটসাদন দ্বারা<sup>১</sup> শরীরকে ক্লীণ করে, কিম্বা শরীরকে ইন্ধন করিয়া তাহার ভিতরে অগ্নিসংযোগ করে ; মস্তকের উপর গুণ্ণগুল জালায়, অঙ্গে লোহার কাঁটা বিদ্ধ করে, শরীরকে বাঁধিয়া আপনাকে জালাইয়া দেয় ;<sup>২</sup> খাস-প্রখাস বন্ধ করিয়া বুধাই উপবাস করে, কিম্বা, ( শরীরকে উন্টা করিয়া টালাইয়া ) অধোমুখে ধূম গ্রাস করে ; নদীতটে<sup>৩</sup> শরীর ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া কৃচ্ছ সাধনা করে—জীবন্ত শরীর হইতে মাংসের টুকরা কাটিয়া বাহির করে ; এমনি ভাবে হে ধনঞ্জয়, আপন শরীরকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া যে তপ সাধনা হয়—অপরকে নাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য ; একটি প্রস্তর-খণ্ড যেমন আপনাদি গুরুভারে নীচে পড়িয়া স্বতঃই টুকরা টুকরা হয়,<sup>৪</sup> সম্মুখে কিছু পড়িলে তাহাকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করে ; অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—হে কিরীটি, এই প্রকার নিকৃষ্ট ও ক্লেশকর যে তপ আচরণ করা হয়

১ উত্তপ্ত জ্বালার মধ্যে ,

২ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“পৃষ্ঠে লোহার কাঁটা বিদ্ধ করে, চতুর্দিকে আগুন জালাইয়া নিজ শরীরকে দগ্ধ করে” ;

৩ প্রস্তরময় নদীতটে ;

৪ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“ভালিয়া খণ্ড খণ্ড হয়” ; “স্বতঃই টুকরা টুকরা হয়” ;

তাহাই 'তামস' তপ ; তেমনি, আপনার শরীরকে শুকাইয়া, অন্তরে স্থানীয় জীবকেও কষ্ট দিয়া, জীবিত থাকিবার জন্ত এই তপ আচরণ করে। এইভাবে, সৎবাদি গুণসংযোগে যে তিন প্রকার তপ হয়, তাহা আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম ; এখন প্রসঙ্গক্রমে, দানের যে তিন প্রকার লক্ষণ আছে তাহাই তোমাকে বলিতেছি ; গুণসংযোগে<sup>১</sup> দানও ত্রিবিধ হয়, তাহার মধ্যে প্রথমে সাত্ত্বিক দানের কথা শুন।

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

আপন ধর্ম্মানুসারে আচরণ করিয়া যে সব দ্রব্যের প্রাপ্তি হয়,—যে তাহা অত্যন্ত সম্মান সহকারে অপরকে দেয় ; উত্তম বীজ পাওয়া গেলেও কখনও কখনও তৈয়ারী ক্ষেত্রের অভাব হয়, দানের প্রসঙ্গেও তেমনি দেখা যায় ; বহুমূল্য রত্ন হাতে আসিল, কিন্তু ( তাহা বসাইবার ) সোনা পাওয়া গেল না,—এ দুটি পাওয়া গেলেও পরাইবার যোগ্য অঙ্গ জুটিল না ; পরন্তু, যখন নিজের ভাগ্যোদয় হয় তখন সুযোগ ( পর ), সুহৃদ ও ধনসম্পত্তি এই তিনটির যোগাযোগ হইয়া যায় ; তেমনি, দানের কার্যে যখন সম্বন্ধগণের সহায়তা পাওয়া যায়, তখন দেশ, কাল, সৎপাত্র ও দ্রব্য একসঙ্গে আসিয়া যায় ; দানের জন্ত প্রথমে কুরুক্ষেত্র বা কাশী, অথবা ইহাদের সমতুল্য কোনও পবিত্র স্থান প্রযত্ন করিয়া বাহির করিবে ; (২১০) তৎপরে, রবিচন্দ্রগ্রহণের জ্ঞায় পুণ্যকাল দেখিবে, কিম্বা তাহারি সমান কোনও শুভ কাল দেখা উচিত ; ঐ প্রকার কালে এবং দেশে, ( দানের যোগ্য ) এমন সৎপাত্র খুঁজিয়া বাহির করিবে—যে শুচিতার মূর্তিরূপ হইবে ; যে পবিত্র দ্বিজরত্ন ( ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ) সদাচারের মূলনীতি ( আশ্রয় ) এবং বেদের বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্ররূপ ; তারপর, মনে মনে নিঃসন্ত হইয়া আপন অধিকার তাহাকে দান করিবে—যেমন পত্নী ( নিঃসন্তচিত্তে ) আপনার প্রিয় পতির কাছে গমন করে ; কিম্বা যেমন কোনও সম্মান ব্যক্তি তাহার কাছে গচ্ছিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া ভারমুক্ত হয়, অথবা যেমন কোনও পানবরদার সেবক রাজাকে তাহুল প্রদান করে ; তেমনি, নিষ্কাম অন্তঃকরণে, সেবকের জ্ঞায় দীনভাবে দান

করিবে,¹—কিং বহুনা, কোনও প্রকার ফলাকাজ্ঞা নিজের মনে উঠিতে দিবে না ; আর এমন লোককে দান করিবে, যে দান গ্রহণ করিয়া তাহা কোনও প্রকারেই প্রত্যর্পণ করিতে না পারে ; আকাশকে হাঁক দিয়া ডাকিলে যেমন তাহার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না,² কিংবা দর্পণের উল্টা দিকে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না ; ভিজা মাটিতে বল নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা লাকাইয়া উঠিয়া হাতে ফিরিয়া আসে না ; অথবা, বাঁড়কে চায়া ঘাস দিলে, বা কুতলকে মস্তকাজ্ঞা করিয়া আশীর্বাদ করিলে, যেমন কোনও প্রত্যুপকারের আশা থাকে না ; ( ২৮০ ) তেমনি, দাতাও এমনভাবে দান করিবেন যে দানের কোনও অংশই যেন কোনও প্রকারে ফিরিয়া না আসে ; দান করিবার সময় বাহাকে দান করা হইতেছে তাহার প্রশংসা করা উচিত³ ; হে বীররাজ, এইভাবে দেশ, কাল ও পাত্র মিলাইয়া যে দান করা হয়, তাহাই সাত্বিক দান—তাহাকে সর্ব দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ।

যন্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্दिष्टं বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২১

আর দেশ, কাল ও সৎপাত্র বিচার করিয়া যে দান দেওয়া হয়, ঐ দান নির্দোষ ও শ্রায়গত ( শাস্ত্রোক্ত ) হয় ; পরজ, দুখ পাইবার আশায় যেমন গাভীকে চায়া দেওয়া হয়, কিংবা শস্তগোলা ভরাইবার জন্ত যেমন ক্ষেতে বীজ বপন করা হয় ; অথবা, উপহারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন আত্মীয়-গণকে নিমন্ত্রণ করা হয়, কিংবা ব্রতচারী মহুয়ের ঘরে ভোজ্য-পানীয়ের দান পাঠান হয় ; যেমন অগ্রিম বকশিশ ( ঘূষ ) লইয়া অপরের কাজ করা হয়,—পারিশ্রমিক ( দর্শনী ) লইয়া পীড়িত মহুয়াকে ঔষধ দেওয়া হয় ; তেমনি, যে দান দেওয়া হয় তাহা দ্বারা পরে নিজের কোনও ( ভোগ ) উপকার বা লাভ হইবে—এই উদ্দেশ্যে যে দান দেওয়া হয় ; হে পাণ্ডুসুত, যদি পথে চলিতে কোনও উত্তম ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হয়, যিনি দানগ্রহণ করিয়া তাহা কোনও উপায়ে প্রত্যর্পণ করিতে অসমর্থ ; তবে তাঁহাকে এক কড়ি দান দিয়া যেমন তাঁহার দ্বারা নিজের সমস্ত গোত্রবর্গের প্রায়শ্চিত্তের সঙ্কল্প

১ ভূমাদি দান করিবে ;    ২ প্রতিফলি হয় ;    ৩ দাতার মনে যেন সাম্যভাব থাকে ;

করাইয়া লওয়া হয় ; তেমনি পরলোকে নানাপ্রকার ফলপ্রাপ্তির আশায় এত অল্প পরিমাণে দান করা হয় যে তাহা একবেলায়ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত যথেষ্ট নয় ; ( ২০০ ) আর ব্রাহ্মণ যখন ঐ সামান্য দান লইয়া প্রস্থান করেন, তখন ঐ হানির ( অন্নদানের ) জন্ত দাতার মন এত কাতর ( ক্ষুব্ধ ) হয়, যেন চোরে তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গেল ; হে স্মৃতি অৰ্জুন, আর অধিক কি বলিব ? এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া যে দান করা হয়, তাহাকে ত্রিজগতে রাজস দান বলে ।

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

আর স্নেহের বস্তিতে, অরণ্যে বা অপবিত্র স্থানে ( কৈকট—কীকট\* দেশে ), কিম্বা শিবিরে বা নগরের চৌরাস্তায় উপর ; এই প্রকার স্থানে মিলিত হইয়া, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে চুরিকরা ধন উপার ভাবে দান করা ; ‘পাত্ৰ’ কাহার ? ভাট, বাজীকর, বেস্তা, জুয়াড়ী—যাহারা ‘মুর্জিমান’ ভ্রম এবং অল্প লোককে ঠকায় ; সম্মুখে ‘রূপলাবণ্যবতী স্ত্রীলোকের নৃত্য চক্ষুকে মোহিত করে, ভাটগণের স্ততিপাঠ ও সঙ্গীত নিরন্তর কর্ণের তৃপ্তি বিধান করে ; তাহার পর যখন অল্পপরিমাণে ফুল ও অল্প গন্ধদ্রব্যের সুবাস অঙ্গে গ্রহণ করে, তখন মনে হয় যেন ভ্রমের মুর্জিমান ‘বেতাল’ ( পিশাচ ) আসরে অবতরণ করিয়াছে ; + এই ভাবে যে দান করা হয় তাহাকে আমি তামস দান বলি ; আর দৈবযোগে কখনও অল্প একপ্রকার ঘটয়া যায় ; যেমন কদাচিত্ ‘ঘৃণাকর’ পড়ে ( কাষ্ঠখণ্ডে ঘূর্ণ লাগিয়া অন্ধরের মত দেখায় ),—হাতে তালি বাজাইতে বাজাইতে তাহার মধ্যে কাক আসিয়া পড়ে,—তেমনি তামস পুরুষের ভাগ্যেও কখনও কখনও পুণ্যদেশ ও শুভকাল আসিয়া জোটে ; সেখানে তাহার ঐশ্বর্য দেখিয়া যদি কোনও দাসের যোগ্য পাত্ৰ কিছু বাজ্ঞা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেও দ্রব্যের মোহে ভুল করিয়া বলে ; § ( ৩০০ ) তখন

\* ধর্মকার্যের জন্ত অপবিত্র দেশ ;

+ এখানে পাঠান্তরে অল্প একটি ওরী আছে—“দারা জগৎ লুটিয়া যে বহু পদার্থ সংগ্রহ করে তাহা এমনভাবে বিলাইয়া দেয়, যে মনে হয় যেন নীচ লোকের জন্ত অল্পসত্ত্ব খোলা হইয়াছে” ;

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তখন সেও যদি গর্ভস্তরে ( দান করিতে ) ইচ্ছুক হয়” ;

তাহার (ঐ তামস পুরুষের) মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় না, তজ্জন্ত ঐ অতিথিকে নমস্কার তো করেই না, তাহাকে পাশ্চ অর্থা দিয়া নিজেও অত্যর্থনা করে না, অপরকে দিয়াও করায় না; অতিথিকে বসিবার জন্ত আসনও দেয় না,— গন্ধাক্ত দ্বারা তাহাকে পূজা করা তো দূরের কথা—তামসিক পুরুষের এইরূপ ব্যবহার; উত্তমর্গকে যেমনভাবে বিদায় করা হয়, তেমনি যাচকের হস্তে সামান্ত কিছু অর্পণ করিয়া, তাহার প্রতি ‘তুই’ ‘তোকারি’ প্রভৃতি বহু অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করে; আর, হে কিরীটি, যদি কিছু দানও করে তবে বারম্বার তাহার উল্লেখ করে এবং অবজ্ঞাসূচক নানা কুবাক্য বলিতে থাকে; আর বেশী বলিবার কি প্রয়োজন? এইভাবে যে দান করা হয়, তাহাকে চরাচর জগতে ‘তামস’ দান বলে; এইভাবে, হে রাজনন্দন’, নিজ নিজ লক্ষণের দ্বারা অলঙ্কৃত তিনটি দানের কথা ( তাহাদের লক্ষণের সহিত ) তোমাকে বুঝাইয়া বলিলাম; হে বিচক্ষণ অর্জুন, আমার মনে হয়, কদাচিত্ত তোমার মনে এই ভাবনার উদয় হইতে পারে—; যে শুধু সাধ্বিক কর্মই যখন ভববন্ধন-মোচক, তখন অগ্র বিরুদ্ধ, দোষযুক্ত কর্মের কথা কেন বলিতেছি; পরন্তু, ভূত না তাড়াইলে যেমন ( ভূমিতে প্রোথিত ) গুপ্তধন লাভ করা যায় না, কিম্বা, ধূম সহ্য না করিয়া যেমন বাতি জ্বালান যায় না; তেমনি, সুধারূপঃ সত্ত্বগুণের বাধাস্বরূপ যে রজঃ ও তমোগুণের কপাট আছে, ত্রিভুবনে তাহাকে মন্দ বলিতেই হইবে; (৩১০) আমি ‘শ্রদ্ধা’ হইতে ‘দান’ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা বলিলাম, তাহারা এই তিনটি গুণের দ্বারাই অভিযুক্ত; তাহার মধ্যে তিনটির কথা বলিব না—নিশ্চিতভাবে ইহাই মনে করিয়াছিলাম, পরন্তু সত্ত্বের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্তই অগ্র দুটির কথা বলিলাম; দুটির মধ্যে যে তৃতীয় বস্তু থাকে, অগ্র দুটিকে না সরাইলে তাহাকে দেখা যায় না,— অহোরাত্র ত্যাগেই যেমন সন্ধ্যার রূপ দেখা যায়; তেমনি ‘রজঃ’ ও ‘তমের’ নাশ হইলে যে তৃতীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃই ‘সত্ত্ব’ বলিয়া দৃষ্ট হয়; এইভাবে, সত্ত্বের স্বরূপ বুঝাইবার জন্ত যে তোমাকে রজঃ ও তমের লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহাদের ত্যাগ করিয়া সত্ত্বের সহায়তায় আপনার কার্য সাধন কর; তুমি নির্মল সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি সকল কর্মের



আচরণ করিলে তোমার আত্মরূপ করতলগত হইবে ; স্বয়ং স্বর্গই যেখানে দেখাইতেছেন, তখন এমন কোন্ বস্তু আছে বাহা দেখা যাইবে না ? তেমনি সঙ্কল্পপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিলে এমন কোন্ ফল আছে বাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না ? সর্ব বিষয়ে সঙ্কল্পের এই উত্তম রীতি আছে,—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—পরন্তু মোক্ষপ্রাপ্তি বাহা হইতে হয়— ; তাহা একটি অগাধ ( গহন, গূঢ় ) বস্তু ; সঙ্কল্প যখন তাহার সাহায্য লাভ করে, তখনই মোক্ষের গ্রামে প্রবেশ করে ( মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করে ) ; পনেরর দরের ( উত্তম ) সোনা হইলেও যতক্ষণ না রাজচিহ্নের ছাপ তাহার উপর পড়ে ততক্ষণ যেমন তাহা প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত হয় না ( বাজারে চলে না ) ; ( ৩২০ ) স্বচ্ছ, শীতল, সুগন্ধ জল সুখপ্রদ হয়, পরন্তু তীর্থের জলই পবিত্র ( ‘তীর্থের সহিত সঙ্কল্প হইলেই পবিত্র হয়’ ) ; সাধারণ নদী যত বড়ই হউক না কেন যাইতে পারে না,—পরন্তু গঙ্গা যেমন তেমন অবস্থাতেই সাগরে গিয়া মিশে,—দর্শনমাত্রেই সারা বিশ্বকে উদ্ধার করে ;§ তেমনি, হে কিরীটি, বাহার সাঙ্গিক কর্ম্মের আচরণ করে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তির পথে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না,—ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি” ; এই কথা শ্রবণমাত্র, অর্জুনের মনে ঔৎসুক্য ছাপাইয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন—“হে দেব, কৃপা করিয়া তাহা বলুন” ; তখন কৃপালু-শ্রেষ্ঠ ক্রীভগবান বলিলেন—“সাত্ত্বিক শক্তি হইতে কি করিয়া রত্নের উৎপত্তি হয় তাহারি বিবরণ শুন ।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩

অনাদি যে পরব্রহ্ম, যিনি জগদাদির মূল’ ( উৎপত্তি ) ধাম, তাহার নাম একটি পরব্রহ্ম তাহা ত্রিধা বা তিন প্রকারের ; বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্ম নাম ও জাতিবিহীন, পরব্রহ্ম এই মায়াজনিত মোহান্ধকারে<sup>২</sup> পরব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার

§ এই শব্দের পাঠান্তর—“সাধারণ নদী যত বড় হউক না কেন, গঙ্গা ( মহানদী ) তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া লইলেই সে সাগরে প্রবেশ করিতে পারে” ;

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“সাত্ত্বিক পুরুষ কি করিয়া মোক্ষরূপ রত্ন লাভ করে” ;

১ জগদাদির ধাম ; জগদাদির বিশ্রামস্থল,      ২ অবিভাবগর্ভের অন্ধকারে

জন্তু ঋতি তাঁহার একটি নাম দিয়াছে (লক্ষণের কথা বলিয়াছে) ; +সংসারের দুঃখকষ্টে পীড়িত জীব যখন পরব্রহ্মের নিকট আশ্রিত-মোচনের জন্ত প্রার্থনা করে, তখন যে নামে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার সাঙ্কেতিক নাম ; রূপাবশতঃ গিত্তৃত্ব্য বেদ এমন একটি মন্ত্র বাহির করিয়াছেন যাহার সহায়তায় ব্রহ্মের মৌনতা ভঙ্গ করা যায়, এবং তাঁহার অর্ঘ্যে স্বরূপ ব্যক্ত-রূপে অনুভব করা যায় ; যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মকে ডাকিলে তিনি পশ্চাতে থাকিলেও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন ; ( ৩৩০ ) পরন্তু, বেদরূপ পর্কর্তের শিখরে, উপনিষদার্থরূপী নগরে, যাহারা ব্রহ্মের সহিত এক পংক্তিতে বলিয়া থাকে, এই মন্ত্র শুধু তাহাদেরই ;<sup>১</sup> শুধু ইহাই নহে—প্রজাপতি ব্রহ্মা যে নাম আবৃত্তি করিয়া জগৎসৃষ্টির শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও এই নাম ; হে বীরোত্তম,<sup>২</sup> সৃষ্টি আরম্ভ করিবার পূর্বে ব্রহ্মা এমন একা এবং হতবুদ্ধি ( বিকল ) অবস্থায় ছিলেন—; যে ঈশ্বরকেই<sup>৩</sup> ভুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৃষ্টি করিবার শক্তিও ছিল না,—তখন যে নাম উচ্চারণ করিয়া সেই যোগ্যতা ( সামর্থ্য ) লাভ করিয়াছিলেন ; যাহার অর্থ অন্তরে ধ্যান করিয়া, এবং যে তিনটি অক্ষর জপ করিয়া তিনি বিশ্বসৃজনের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন ( তাহা এই মন্ত্র ) ; তখন, তিনি ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন, তাহাদের বেদের শাসন মানিয়া চলিতে নির্দেশ দিলেন, এবং জীবন নির্বাহের জন্ত তাহারা যজ্ঞকর্ম আচরণ করিবে ইহাই মনে স্থির করিলেন ; . তাহার পর, অসংখ্য অস্ত্র লোক আসিয়া জুটিল,—যাহাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না, এবং তাহাদের এই তিন ভুবন দানপত্র লিখিয়া দিলেন” ; ভগবান ত্রীকান্ত কহিলেন—“যে নামমন্ত্রের প্রভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই অভূত শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইলেন, এখন তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর ; সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে গ্রন্থের অর্থাৎ ‘ঐকার’ এই নামের আদিবর্ণ ( অক্ষর ), উহার দ্বিতীয় অক্ষর ‘তং’, এবং তৃতীয় ‘সং’ ; এইভাবে, ‘ঐতংসং’ আকারে ব্রহ্মের ত্রিবর্ণ নাম—উপনিষদের এই স্মরণ ফুলের স্মরণ<sup>৪</sup> তুমি এখন আত্মাণ কর ; ( ৩৪০ ) এই নামের সহিত

+ পাঠান্তরে ইহার পর অস্ত্র একটি ওবী আছে—“বালক যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার কোনও নাম থাকে না, পরে নাম রাখা হইলে সেই নামে সাড়া দেয়” ;

১ তাহারাই এই মন্ত্র জানিতে পারে ;      ২ বীরোত্তম ;      ৩ আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকেই ;

একরূপ হইয়া সাত্বিক কৰ্ম আচরণ করিলে কৈবল্যকে ঘরের দ্বার করিয়া রাখা যায় ; দৈবযোগে কর্পূরের অলঙ্কার পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু হে বৎস, ঐ অলঙ্কার শরীরে ধারণ করিতে জানা অত্যন্ত কঠিন ; তেমনি, সংকৰ্ম আরম্ভ করা গেল, এবং ব্রহ্মের নামও উচ্চারণ করা হইল, পরন্তু যদি বিনিয়োগের ( শাস্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থার ) জ্ঞান না থাকে—( তবে এ সবই ব্যর্থ হয় ) ; অনেক সাধু সন্ত ঘরে আসিলে, যদি তাঁহাদের যথা-যোগ্য আদর-সংকার ( সন্মান ) কি করিয়া করিতে হয় তাহা না জানা থাকে, তবে অজ্ঞিত পুণ্যের ক্ষয় হয় ; কিম্বা যেমন গহনা পরিবার আগ্রহে কতকগুলি হুন্দর জড়োয়া অলঙ্কার ও সোনা একত্রে ঘোঁট বাধিয়া গলায় ঝুলান হয় ; তেমনি, মুখে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেও, এবং হস্তদ্বারা সাত্বিক কৰ্ম করিলেও, বিনিয়োগের জ্ঞানের অভাবে সৰ্ব্ব কৰ্মই নিষ্ফল হয় ; দেখ, ক্ষুধা ও অন্ন পাশাপাশি থাকিলেও বালক যদি ভোজন করিতে না জানে, তবে তাহাকে উপবাসই করিতে হয় ; কিম্বা, হে বীর, তেল, সূত্র ( পলিতা ) ও অগ্নি একজায়গায় সংগ্রহ করিলেও, পলিতা জ্বালাইবার পদ্ধতি না জানা থাকিলে, প্রকাশ ( আলোক ) হয় না ; তেমনি, উপযুক্ত সময়ে কৰ্ম করিলেও, এবং মন্ত্র স্মরণে আসিলেও বিনিয়োগ বিনা সমস্তই ব্যর্থ হয় ; এইজন্ত, বর্ণ-জয়াস্বক এই যে পরব্রহ্মের একটি নাম, তাহার বিনিয়োগের কথা এখন শ্রবণ কর । ( ৩৫০ )

তস্মাদোমিত্যাদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

এই নামের তিনটি অক্ষরকে, কৰ্মের আরম্ভে মধ্যে ও অন্তে—এই তিন স্থানে যোজনা করা কর্তব্য ; হে কিরীটি, এই ব্যবস্থা দ্বারা ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মের দর্শন প্রাপ্ত হন ; ইহারা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তির জন্ত যজ্ঞাদি কৰ্ম ত্যাগ করেন ; তাঁহারা প্রথমে গুণাবের ধ্যান করিয়া তাহাকে গোঁচরীভূত ( সিদ্ধ ) করেন, তাহার পর মুখে তাহার উচ্চারণ করেন ; এইভাবে ধ্যানে প্রকট হইলে স্পষ্টভাবে প্রণবের উচ্চারণ

করিয়া তাঁহারা কর্ত্তমার্গে প্রবৃত্ত হন ; আঁধারে অভঙ্গ ( স্থির ) দীপের ভায়, অরণ্যে সমর্থ ( বলবান ) সজীর ভ্রায়, কর্ণারন্তে শ্রণব সহায়ক হয়, জানিবে ; ধর্ম্মাঙ্কিত বহু দ্রব্য বিজ্ঞ দ্বারা উচিত ( বেদোক্ত ) দেবোদ্দেশ্যে বজ্রের অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করেন ;<sup>১</sup> তাঁহারা দক্ষতার সহিত আহবনীয় আদি\* তিন অগ্নিতে ত্যাগরূপ হবন করিয়া দ্রব্যাদি আহুতি প্রদান করেন<sup>২</sup> ; কিং বহন৮, নানাপ্রকারের যাগযজ্ঞাদি উত্তমরূপে অহুষ্ঠান করিয়া বিরক্তি সহকারে সংসারের মোহজনিত উপাধি ত্যাগ করেন ; কিম্বা, উপযুক্ত স্থানে ও কালে, সংপাত্রে জ্বাষাভাবে লব্ধ পবিত্র ভূম্যাদি দ্রব্য দান করেন ; ( ৩৬০ ) অথবা একান্তর ( একদিন অন্তর ) ভোজনের ব্রত গ্রহণ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করেন, বা চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা মাসের পর মাস উপবাসে নিজের সপ্ত ধাতুকে শুকাইয়া তপস্তা করেন ; এইভাবে, যজ্ঞ, দান, তপ আদি কর্ম্ম—বাহাদের বন্ধনকারক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে,—সেই কর্ম্মের আচরণেই মোক্ষপ্রাপ্তি সহজ হয় ; যে নৌকা স্থলে গুরুভার মনে হয়, জলে যেমন তাহাই পার করে, তেমনি এই নামের সহায়তায় বন্ধনকারক কর্ম্ম হইতে মুক্তি পাওয়া যায় ; পরন্তু অনেক বলা হইয়াছে ; যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া গুণকারের সাহায্যে হিতকারক হয় ;

তদিত্যনভিসঙ্কায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজিক্রিভিঃ ॥ ২৫

যখন দেখা যায় এই সব ক্রিয়া সামান্য ফল প্রসব করিবার উপক্রম করিতেছে ( ‘ফলে প্রবেশ করিতেছে দেখা যায়’ ) তখনই ‘তৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় ; যিনি সর্ব্ব জগতের ওপারে অবস্থিত, যিনি একাই সব কিছু দেখিতে পান, যিনি ‘তৎ’ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত, তিনিই সেই পরব্রহ্ম ( বস্তু ) ; তিনিই সকলের আদি বা কারণ—চিন্তে তাঁহার এইরূপ ধ্যান করিয়া স্মৃতি পুরুষগণ পরে বাণী দ্বারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন ; তাঁহারা বলেন—‘তৎ’-

১ বজন করেন ;

\* আহবনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণ ;

২ যজন করেন ,

রূপী ব্রহ্মকে আমাদের সমস্ত ক্রিয়া ফলের সহিত অর্পণ করিলাম—আমাদের ভোগের জগৎ কিছুই অবশিষ্ট রহিল না ; এইভাবে, ‘তৎ’ স্বরূপ ব্রহ্মকে কর্ম অর্পণ করিয়া ‘ন মম’ (‘আমার নয়’) এই কথা বলিয়া অঙ্গ ঝাড়িয়া উঠেন (মুক্ত হন) ; এখন, ‘ওঁকার’ উচ্চারণ করিয়া বাহা আরম্ভ করা হয়, এবং ‘তৎ’কার দ্বারা (বাহার ফল) সমর্পণ করা হয়—এই রীতিতে যে কর্ম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ; ( ৩৭০ ) সেই কর্ম নিশ্চিতভাবে ব্রহ্মাকার হইয়া গেলেও, কর্তার মধ্যে দ্বৈতভাব থাকায় তাহার একেবারে নাশ হয় না ; লবণ জলের মধ্যে গুলিয়া যায়, পরন্তু তাহার স্কার স্বরূপে পৃথকভাবে থাকে, তেমনি ‘কর্ম’ ব্রহ্মাকার হইলেও দ্বৈতভাব থাকিয়া যায়, জানিবে ; আর যতক্ষণ ঐ দ্বৈতভাব থাকে ততক্ষণ সংসারভয় হইতে মুক্তি হয় না—একথা ভগবানের মুখস্বরূপ বেদ ঘোষণা করে ; সুতরাং পরতত্ত্ব যে ব্রহ্ম তাহা আত্মা স্পর্শ করে—এই দোষ কালন করিবার জগুই ভগবান ‘সৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ; ‘ওঁকার’ ও ‘তৎ’কার দ্বারা যে কর্ম ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে তাহাকে ‘প্রশস্তাদি’ কথা দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে ; এই ‘প্রশস্ত’ কর্মেই ‘সৎ’ শব্দ বিনিয়োগ ( ঘোষণা ) করা হয়—তাহাই বাহাতে প্রবণযোগ্য হয় সেইভাবে বলিতেছি ।

সদভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কস্মিণি তথা সচ্ছকঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬

এই ‘সৎ’ শব্দের দ্বারা ‘অসৎ’-রূপ মুদ্রা, অর্থাৎ অজ্ঞানজনিত নাম-রূপাত্মক বিশ্বের নাশ হইলে, ‘সৎ’ তত্ত্বরূপ স্ববর্ণের নির্দোষ শুদ্ধস্বরূপ প্রকটিত হয় ; বাহার দেশ ও কাল ভেদে কোনও পরিবর্তন হয় না, এবং বাহা সর্বদা আত্মস্বরূপে অখণ্ডিত ভাবে অবস্থিত ; এই দৃষ্টমান নামরূপাত্মক জগৎ অনিত্যতার জগু, ‘সৎ’ ( শাস্ত, নিত্য ) নহে—আত্মরূপের লাভ হইলেই যে ‘সৎ’ তত্ত্বের জ্ঞান হয় ; সেই ‘সৎ’ শব্দের যোগে যে কর্ম ‘প্রশস্ত’ হইয়াছে—সেই কর্ম ঐক্যবোধে সমরস হইয়া সর্বাঙ্গিক ব্রহ্ম হইয়া যায় ; ( ৩৮০ ) তখন, ‘ওঁকার’ ও ‘তৎ’ কার দ্বারা যে সব কর্ম ব্রহ্মাকার ধারণ করে তাহার ‘সৎ’ শব্দের মধ্যে যগ্ন হইয়া একেবারে ‘চিন্নাত্ম’ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া

৪ দ্বিতীয় চরণের পাঠভেদ আছে—অর্থ একই ;

১ সন্নাত্ম, অর্থাৎ ‘সৎ’ স্বরূপ ;

যায়; ইহাই ‘সৎ’ শব্দের বিনিয়োগের অন্তরঙ্গ (গূঢ়) রহস্য, জানিবে”—  
 শ্রীরঙ্গ এই কথা বলিলেন—(জ্ঞানদেব বলিতেছেন) ইহা আমি নিজে বলিতেছি  
 না; আমি বলিতেছি এই কথা বলিলে শ্রীরঙ্গের উপর দৈতভাবরূপ দোষ  
 আরোপ করা হইবে, সুতরাং ইহা ভগবানেরই কথিত বাক্য; এখন অন্ত  
 প্রকারেও ‘সৎ’ শব্দ সাঙ্গিক কর্ণের পক্ষে উপযোগী হয় (উপকার করে),  
 তাহাই শুন; সংকর্ষ অধিকার অমুসারে উত্তমরূপে অহুষ্টিত হইলেও যদি  
 কোনও কারণে একটি বিষয়ে অঙ্গহীন হয়; তখন, যেমন একটি অবয়বের  
 ন্যূনতায় বা দোষে সমস্ত শরীরের ব্যাপার লুপ্ত হয়, কিম্বা, অবিচারের গতি  
 অনেক ভাবে প্রকট হয়; § তেমনি, ‘সৎ’ (উত্তম) কর্ণ যখন একটি গুণের  
 অভাবে ‘অসৎ’ কর্ণে পরিণত হয়; তখন, ‘ওঁকার’ ও ‘তৎকারের’ সাহায্যে  
 ‘সৎ’ শব্দ এই (খণ্ডিত বা হীন) কর্ণের উত্তমরূপে জীর্ণোদ্ধার করে; ‘সৎ’  
 শব্দ ঐ কর্ণের ‘অসৎ’ ভাব দূর করিয়া নিজ সত্ত্বের সামর্থ্যে ঐ কর্ণে সদ্ভাবের  
 যোগ্যতা আনয়ন করে; ঔষধ যেমন রোগের পক্ষে, সাহায্য যেমন ভঙ্গ বা  
 পরাজিত লোকের পক্ষে, তেমনি ‘সৎ’ শব্দ বিভিন্ন কর্ণের পক্ষে (সহায়ক)  
 জানিবে (অঙ্গহীন কর্ণের ন্যূনতা দূর করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দেয়);  
 (৩৯০) অথবা, কখনও ভুলবশতঃ কর্ণ আপন সীমা (বিধিনিয়ম) উল্লঙ্ঘন  
 করিয়া নিষিদ্ধ পথে চলে; পথিক কখনও পথ ভুল করিয়া অন্য পথে চলে,  
 পরীক্ষকও ভ্রমে পতিত হয়,—ব্যাবহারিক জগতে কি এই প্রকার হয় না?  
 সুতরাং যখন কোনও কর্ণ অবিচারের জগ্ন (অনবধানবশতঃ) নিজের সীমা  
 উল্লঙ্ঘন করে, এবং অসাধুত্বের (নিষিদ্ধ কর্ণের) দুর্নাম অর্জন করিবার  
 উপক্রম করে; তখন, হে প্রবুদ্ধ অর্জুন, ‘সৎ’ শব্দ, অগ্ন্য হুটির সঙ্গে প্রযোজিত  
 হইলে, সেই কর্ণকে সাধু (নির্মল) কর্ণে পরিণত করে; লৌহখণ্ডের সহিত  
 পরশপাথরের ঘর্ষণ, ক্ষুদ্র নদীর সহিত গঙ্গার মিলন, অথবা মৃত ব্যক্তির উপর  
 অমৃতবর্ষণ যেমন হয়; হে বীরেশ্ব, অসাধু কর্ণে ‘সৎ’ শব্দও তেমনি  
 (কল্যাণকরক হয়); অধিক কি বলিব? এই নামের এমনি মহিমা; এই  
 ব্যাখ্যার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি তুমি এই নামের বিচার কর, তবে এই

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—‘কিম্বা যেমন অঙ্গহীন রথের গতি সম্ভ হয়;

১ ব্যঙ্গ বা অঙ্গহীন;

২ ‘সৎ’ শব্দের প্রয়োগ;

নামই যে কেবল ( শুদ্ধ ) ব্রহ্ম তাহা তুমি জানিতে পারিবে ; যে স্থান হইতে নামরূপাত্মক দৃশ্যমান জগতের উদ্ভব হয়, 'ঐত্যংসৎ' উচ্চারণ করিয়া জীব সেখানে পৌঁছিয়া যায় ; এই স্থানই নির্বিশেষ, অখণ্ড, শুদ্ধ পরব্রহ্ম, এবং এই নামই ইহার অন্তর্গত শক্তি বা সামর্থ্যের ব্যক্তক ( প্রকাশক ) ; পরন্তু আকাশই যেমন আকাশের আশ্রয়, এই নাম এবং নামীর' ( 'ব্রহ্ম ) মধ্যে তেমনি অভেদ ; ( ৪০০ ) আকাশে উদ্ভিত হইয়া যেমন রবি আপনাকেই প্রকাশ করে, এই নামের উচ্চারণই তেমনি ব্রহ্ম ( স্বরূপ ) কে প্রকট করে ; সুতরাং, এই নাম শুধু ত্রিঅক্ষরের সমষ্টি নয়, ইহাকে কেবল ( প্রত্যক্ষ, শুদ্ধ ) ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, —ইহার প্রীত্যর্থ্যে তুমি যে যে কর্ম করিবে ;

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্বিত্তি চোচ্যতে ।

কর্ম চৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

সে কর্ম—যজ্ঞই হউক, দানই হউক বা গহন ( কঠিন ) তপই হউক,—যথাবিধি সম্পন্নই হউক বা অজহীন হইয়া অপূর্ণই থাকুক ; যেমন, পরশমণির কষ্টিপাথরে ঘষিলে সোনা খাটি বা খারসংযুক্ত একরূপ কোনও ভেদ থাকে না ( অর্থাৎ পরশের স্পর্শে সবই শুদ্ধ সোনা হইয়া যায় ), তেমনি সমস্ত কর্মই ব্রহ্মার্পণ করিলে ব্রহ্মরূপই হইয়া যায় ; সমুদ্রে মিশিলে ভিন্ন ভিন্ন নদীকে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্মার্পণ করিলে কর্মে ন্যূনতা বা পূর্ণতার ভেদ অবশিষ্ট থাকে না—ইহা নিশ্চিত জানিবে ; হে সুবিজ্ঞ পার্থ, এইভাবে আমি তোমাকে ব্রহ্মনামের শক্তি যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছি ; আর, হে বীর, এই নামের ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের প্রয়োগের রীতিও তোমাকে উত্তমরূপে বলিয়াছি ; এই নাম একরূপ মহিমা সমন্বিত যে এইজন্মেই ইহাকে ব্রহ্মনাম ধেওয়া হয়,—এখন, হে রাজন, তুমি কি ইহার গুঢ়মর্ম বুঝিয়াছ ? এখন হইতে, এই নামের উপর শ্রদ্ধা যেন তোমার হৃদয়ে দিন দিন বিস্তার লাভ করে, কারণ একবার ইহার উদয় হইলে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ; যে কর্মের অহুসারে এই 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই কর্ম সম্পূর্ণভাবে বেদনির্দিষ্ট বিধি অনুসারে অহুষ্ঠিত বলিয়া ধরা যায় । ( ৪১০ )

১ অনামী ; অনামা ;

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রোত্য নো ইহ ॥ ২৮

এই মার্গ ত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধার হাত ভাঙ্গিয়া ( সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া ), দুর্বাগ্রহের বলবৃদ্ধি করিয়া ; যদি কোটি অশ্রমেধ বজ্রও করা হয় বা রত্নে ভরিয়া সমগ্র পৃথিবীকেই দান করা হয়,—একাদ্বৈতের উপর দাঁড়াইয়া সহস্রসংখ্যক তপও করা যায় ; জলাশয়ের নামে সমুদ্রই খনন করা হয়,— কিং বহুনা, এসমস্তই নিষ্ফল হয় ; প্রস্তরের উপর বর্ষার জলের দ্বায়, ভস্মে প্রদত্ত আহুতির গ্রায়, কিষা, ছায়ার সহিত আলিঙ্গনের গ্রায় ; অথবা, হে অৰ্জুন, আকাশে চপেটাঘাত করার গ্রায়,—এই সমস্ত সমারম্ভ বার্থ্য হইয়া যায় ; ঘানিতে প্রস্তরখণ্ড দিলে যেমন তেল বা খইল বাহির হয় না, তেমনি এইসব কর্মদ্বারা শুধু দারিদ্র্যই লাভ করা যায় ; মাটির খাপরীর মোট বাধিয়া ( বিক্রয়ের জ্ঞ ) এখানে-ওখানে ঘুরিলে যেমন বিক্রয় হয় না এবং উপবাসী থাকিয়া মরিতে হয় ; তেমনি, এইসব কর্ম আচরণ করিয়া ইহলোকেই সুখভোগ হয় না, তো পরলোকের<sup>১</sup> কি ( অপেক্ষা ) আশা থাকিবে ? সুতরাং, ব্রহ্মনামে শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া যে কর্মেরই ( ব্যাপারেরই ) অহুতান করা হউক না কেন—ইহলোকে বা পরলোকে তাহা কেবল দুঃখদায়কই হয়” ; এইভাবে, কলুষনাশন ( কলুষরূপ গজসংহারকারী সিংহ ), ত্রিতাপ তিমিরহর ( সূর্য ), শ্রীবীরবর, নরহরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ; ( ৪২০ ) তখন, চন্দ্রমা যেমন চাঁদনীতে লীন হইয়া যায়, অৰ্জুনও তেমনি অপার আত্মানন্দে নিমগ্ন হইলেন ; অহো, সংগ্রাম এমন একটি ব্যাপার যে বাণাশ্রের মাপের দ্বারা জীবিত মনুষ্যের মাংস কাটিয়া কাটিয়া তাহাকে মাপ করে ; এইরূপ<sup>২</sup> ঘোর অবস্থায়<sup>৩</sup> অৰ্জুনের আত্মানন্দরূপরাজ্য ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হইল ? আজ অন্ত্রজও ভাগ্যোদয় হইল ;<sup>৪</sup> সঙ্ঘ বলিলেন—“হে কৌরবরাজ, শক্রর ( অৰ্জুনের ) এই গুণ আমাদের আনন্দ দান করিতেছে, এবং আমাদের সুখপ্রাপ্তির ইনিই গুরু ( কারণ ) ; ইনি এইসব প্রশ্ন না করিলে কি ভগবানের হৃদয়ের রহস্ত উদ্ঘাটিত হইত ? আর আমাদেরই বা পরমার্থের দর্শন কি প্রকারে সম্ভব



হইত ? আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়িয়াছিলাম, ইনিই আমাদের আত্মজ্ঞানোদয়ের মন্দিরের অভ্যন্তরে আনিয়াছেন ; ইনি আপনার এবং আমার এত গভীর উপকার করিয়াছেন যে ( আমাদের ) গুরুস্বরূপ হইয়া ব্যাসদেবের সহোদরের স্তায় হইয়াছেন” ; এই কথা বলিয়া সঞ্জয় আপন মনে চিন্তা করিলেন—“আমি যে অর্জুনের অতিশয় স্তুতি করিতেছি, ইহা এই রাজার হৃদয় বিদ্ধ করিবে—সুতরাং আর বেশী না বলাই ভাল” ; এইভাবে, তিনি এই প্রসঙ্গ ছাড়িয়া, অর্জুন এই সময় শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ; নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন—“সে কথা যাহাতে বুঝা যায় § এমনভাবে আমিও বলিব, আপনারা শ্রবণ করুন ।” ( ৪৩০ )

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

শ্রদ্ধাঞ্জয়বিভাগযোগ নামক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

হে নির্মল দেব, আপনি আপনার ভক্তের অশেষ কল্যাণ করেন, আপনি প্রভঞ্জন বায়ুর ত্রায় জন্মজ্বরাক্রপী মেঘমণ্ডলকে নাশ করেন, আমি আপনার জয় গান করিতেছি ; হে প্রবল দেব, আপনি সমস্ত অমঙ্গল সমূলে নাশ করেন, বেদশাস্ত্ররূপ বৃক্ষের ফল প্রদান করেন, আপনার জয় হউক ; হে স্বয়ংপূর্ণ দেব, সংসার ভোগ বাসনায়ুক্ত জীবের প্রতি আপনার অশেষ প্রেম, কালের বিচিত্র লীলার আপনিই নিয়ন্ত্রণকারী, হে কলাতীত দেব, আমি আপনার জয় গান করিতেছি ; হে নিশ্চল ( অটল ) দেব, চঞ্চল চিত্ত গ্রাস করিয়া আপনি ক্ষীণত্বোদর হইয়াছেন, আপনি জগৎ উন্মোচন ( বিকসিত ) করিয়া তাহার মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আপনার জয় হউক ; হে দোষরহিত দেব, আপনি উৎকৃষ্ট অত্যানন্দের ক্ষুরণকারী ; 'অখিল অমঙ্গলের নিরসনকারী, আপনি বিশ্বের মূলধার, আপনার জয় হউক ; হে স্বয়ংপ্রকাশ দেব, আপনিই এই জগৎরূপ মেঘের আশ্রয়স্বরূপ আকাশ, বিশ্বরূপ ভবনের<sup>১</sup> উৎপত্তির মূল স্তম্ভ, আপনিই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারধ্বংসকারী, আপনার জয় হউক ; হে নির্মল শুদ্ধ দেব, আপনি জ্ঞানরূপ<sup>২</sup> অরণ্যের হস্তী ( জ্ঞানের অভিমাননাশকারী ), শমদমের সাধনায় মদনের অহংকারনাশকারী, হে দয়ার্ঘব, আপনার জয় হউক ; হে একস্বরূপ দেব, আপনি কন্দর্পরূপ সর্পের দর্পহারী, আপনি ভক্তের ভাবরূপ মন্দিরের অভ্যন্তরে দীপস্বরূপ, হে সংসারের তাপনাশকারী দেব, আপনার জয় হউক ; হে অদ্বিতীয় দেব, বাহারা পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়াছে তাহারাই আপনার প্রিয়, আপনি ভক্তাধীন<sup>৩</sup>, ভজনীয়, আপনি মায়াবদ্ধ জীবের অগম্য, আপনার জয় হউক ; হে সদ্গুরুরূপী দেব, আপনি কল্পনাতীত হইয়াও কল্পতরু সদৃশ<sup>৪</sup>, আত্মজ্ঞানরূপ বৃক্ষের বীজের উৎপত্তিস্থান, আমি আপনার জয়গান করিতেছি ; ( ১০ ) হে নির্বিশেষ প্রভু, নানা ভাষা বিদ্যাস করিয়া আর কত প্রকারে, কি ভাবে আপনার উদ্দেশে স্তুতি রচনা করিব ? আপনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে যত বিশেষণই প্রয়োগ

১ নিত্য সর্বদোষনাশকারী,      ২ ভুবন ;      ৩ অবিকাররূপ ;      ৪ মূলে  
 "জয়" "জন" শব্দের অপপাঠ ;      ৫ কল্পনাতীত রূপে কল্পতরু ;

করা যাউক না কেন, তাহা দ্বারা আপনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না ; ইহা জানিয়াই আমি এই ভাবে বর্ণনা করিতে লজ্জিত হইতেছি ; পরন্তু, সমস্ত আপনার সীমায় আবদ্ধ, এই যে লৌকিক প্রসিদ্ধি তাহা যতক্ষণ না চন্দ্রমার উদয় হয় ততক্ষণই থাকে ; সোমকাস্তমণি আপনার অঙ্গের আদ্রিতার দ্বারা চন্দ্রমাকে অর্ঘ্য প্রদান করে না, চন্দ্রমাই স্বয়ং তাহাকে এই কার্য্য করায় ; বসন্তের সমাগমে, না জানি কেমন করিয়া, বৃক্ষের অঙ্গে নূতন পত্র ও পল্লব অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠে,—তাহা বৃক্ষ বৃষিতেও পারে না—তাহাতে বাধা দিতেও পারে না ; বরিকিরণের স্পর্শে পদ্মিনী কি লজ্জিত হয় ? কিম্বা জলের স্পর্শেই লবণ নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায় ; তেমনি, হে গুরুদেব, আপনাকে স্মরণ করিলেই আমি আত্মবিস্মৃত হই<sup>১</sup> ; ভোজনে তৃপ্তি হইলে যেমন উৎসার উঠিতে থাকে ; হে প্রভো, আপনি আমার অবস্থাও তেমনি করিয়াছেন—আমার অহংভাবকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া ( দেশছাড়া করিয়া ) জিহ্বায় এমন ( পঞ্চমহাভূতের ) পাগলামির সঞ্চার করিয়াছেন<sup>২</sup> যে আমার বাণী সর্বদা আপনার স্তুতি গান করিতেছে ; যদি দেহাভিমান বজায় রাখিয়া আপনার স্তুতি করি, তবে গুণ ও গুণীর মধ্যে সমান ভার আসিয়া যাইবে ; তবে, হে প্রভু, আপনি এক রসের ( অথও ব্রহ্মানন্দস্বরূপের ) মূর্ত্তি, আপনার মধ্যে গুণ ও গুণীর বিভাগ ( ভেদ ) কি করিয়া সম্ভব ? একটি মুক্তাকে দ্বিখণ্ড করিয়া তাহাকে ছোড়া দেওয়া ভাল, না তাহাকে অখণ্ড রাখাই ভাল ? ( ২০ ) যদি আমাকে আপনার সেবকরূপে কল্পনা করি তবে আপনাকে স্বামী বা প্রভু ভাবে কি করিয়া স্তুতি করিব ? এইরূপ উপাধি দ্বারা দূষিত করিয়া কেন বর্ণনা করিব ? আর, আপনাকে পিতা বা মাতা বলিয়া স্তুতি করা যাইবে না, কারণ তাহাতে সম্ভানের উপাধির দোষ স্পর্শ করিবে ; আপনাকে যদি একেবারে ‘জগদ্বাদা’ বলিয়া স্তুতি করি, তবে আপনার তায় জ্ঞানদাতাকে আমার অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিতে হয় ; এইজন্ত সত্যসত্যই এই জগতে আপনাকে স্তুতি করিবার কোন পথই দেখিতেছি না—মৌনতা ভিন্ন অত্র কোনও অলঙ্কার আপনার অঙ্গে পড়ান যায় না ; কিছু না বলাই আপনার স্তুতি, কিছু

১ বাহা অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হই ; ২ বাহা আপনার স্তুতিরূপ পাগলামি করিতেছে ;

না করাই আপনার পূজা, আপনার কাছে কিছু না হওয়াই ( অর্থাৎ আপনাকে লীন হওয়াই ) আপনার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ; ভ্রমাবিষ্ট লোক যেমন পাগলের ভ্রায় কথা বলে, আমার স্তুতিও তেমনি হইতেছে—আপনি মাতার ভ্রায় তাহা সহ্য করুন ; এখন, আপনি আমার বাক্‌বিজ্ঞাসের উপর গীতার্থরূপী মুদ্রা ( ছাপ ) এমন ভাবে অঙ্কিত করুন যাহাতে আমার ভ্রাতৃ এই সজ্জন-সভায় মাশ্রু হয়” । তখন শ্রীনিবৃত্তিনাথ বলিলেন—“তুমি বারম্বার একথা বলিও না ; লোহার উপর পরশপাথর কতবার ঘষিতে হয় ?” তখন জ্ঞানদেব বিনতি-পূর্বক বলিলেন—“অহো, হে দেব, আপনার প্রসাদে আমি এখন গীতার অর্থ বলিব—সেদিকে অবধান করুন ; অহো, গীতারূপ রত্নখচিত দেবালয়ের শিখরে যাহা অর্থরূপ চিন্তামণি প্রস্তরে তৈয়ারী কলস, যাহা সর্ব গীতার্দর্শনের প্রকাশক ( পথপ্রদর্শক ) ; ( ৩০ ) ব্যবহারজগতে এমনি হয় যে দূর হইতে কলস দেখিলেই লোকে মনে করে যে দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হইল ; এ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়—যে এই একটি অধ্যায় দ্বারা সমগ্র গীতাশাস্ত্রের অর্থ ( দৃষ্ট ) প্রকটিত হয় ; এই কারণেই আমি বলিতেছি যে বাদরায়ণ ব্যাসদেব এই গীতারূপী মন্দিরের শিখরে অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ কলস স্থাপিত করিয়াছেন ; কলস স্থাপনার পর যেমন মন্দির নির্মাণের আর কোনও কাজ বাকি থাকে না, তেমনি এই অষ্টাদশ অধ্যায়েই গীতার সমাপ্তি ; ব্যাসদেব স্বভাবতঃই শক্তিশালী সূত্রকার, তিনি বেদরূপ রত্নগিরির উপরে উপনিষদরূপ সম্মালভূমি খনন করিয়াছেন ; সেখানে ত্রিবর্গের ( ধর্ম, অর্থ, কামরূপী ) নানা আকারের অসংখ্য প্রস্তরের টুকরা বাহির হইয়াছে যাহাবারা তিনি এ ভূমির চতুর্দিকে মহাভারতরূপী একটা প্রাকার তৈয়ারী করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে কৃষ্ণার্জুনসংবাদের কোশলে আত্মজ্ঞানরূপ প্রস্তরখণ্ডগুলি ঝাড়িয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়াছেন ; নিবৃত্তিরূপ সূত্র ধরিয়া, সর্বশাস্ত্রের পূর্ণ সহায়তায় মোক্ষের রেখা টানিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ( রেখা টানিয়া মোক্ষমন্দিরের প্রকল্পনা আঁকিয়াছেন ) ; এইভাবে মন্দির নির্মাণের কাজ চলিতে চলিতে, পঞ্চাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পনেরটি স্তরে প্রাসাদটি ( মোক্ষমন্দির ) সম্পূর্ণ হইল ; উপরে ষোড়শ অধ্যায় তাহার গ্রীবাখণ্ডের গবুজ, এবং সপ্তদশ অধ্যায় তাহার কলসের বৈঠক ; ( ৪০ ) সেই বৈঠকের উপর অষ্টাদশ অধ্যায় রূপ কলসটি বসান হইয়াছে, এবং তাহার উপরে

গীতারূপ ব্যাসদেবের ধ্বজা উড়িতেছে ; সুতরাং পূর্বের অধ্যায়গুলি মন্দিরের মঞ্জিলরূপে একটির উপর আর একটি বসান হইয়াছে, এবং এই অধ্যায়ে তাহার নিজ অঙ্গে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইতেছে ; ( মন্দিরের ) কাজ শেষ হইলে তাহা গোপন না রাখিয়া ( শিখরস্থ ) কলস কার্ধ্যের সমাপ্তি প্রকট করে, তেমনি অষ্টাদশ অধ্যায়টি গীতারহস্ত আশ্রিত প্রকটিত করিতেছে ; এইভাবে, কোশলী ব্যাসদেব গীতামন্দিরটি রচনা করিয়া নানা প্রকারে জীবের কল্যাণ সাধন ( সংরক্ষণ ) করিয়াছেন ; কেহ কেহ বাহিরে গীতা জপ ( পাঠ ) করিতে করিতে মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে, কেহ বা গীতাশ্রবণ-রূপ মন্দিরের ছায়াতলে বিশ্রাম করে ; কেহ বা অবধানরূপ তাম্বুল ও দক্ষিণা লইয়া অর্থজ্ঞানের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে ; তাহার আত্মবোধের সহায়তায় আত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করে ; পরন্তু ইহাদের সকলেরই মোক্ষমন্দিরে প্রবেশ করিবার সমান যোগ্যতা আছে + ; এইভাবে গীতারূপ বৈষ্ণব মন্দিরে এই অষ্টাদশ অধ্যায়টি উজ্জল কলসস্বরূপ,—সমস্ত ভেদ ( রহস্ত ) স্মরণে রাখিয়া আমি ইহা বলিয়াছি ; এখন সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়গুলির পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহাই এমনভাবে বলিতেছি যাহাতে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায় ; দুটি ( স্ত্রী ও পুরুষের ) আকার ত্যাগ না করিয়া যেমন 'এক' শরীরে অর্দ্ধনারীনারটেশ্বরমূর্তি পূর্ণ দেখায় ; ( ৫০ ), কিষ্কা, গঙ্গা ও যমুনার জল,—প্রবাহের বিচারে পৃথক দেখাইলেও, যেমন জলত্বের বিচারে একই ; অথবা, দিনের পর দিন চন্দ্রবিষের উপর কলারুদ্ধি হইলেও যেমন চন্দ্রে কোনও ভিন্নতা হয় না ; তেমনি, পৃথক চারটি চরণের জন্ত প্রত্যেকটি প্লোক প্লোকের স্তায় দেখায়, অধ্যায়ভেদে অধ্যায়গুলিও পৃথক মনে হয় ; পরন্তু, এই গ্রন্থের প্রতিপাত্ত অর্থের কোনও পৃথক স্বরূপ নাই,—ভিন্ন ভিন্ন রত্নমণি যেমন একই স্ত্রে গ্রথিত হয় ; অনেকগুলি মুক্তা একত্রে গাঁথিলে যেমন একটি একনরী মালা হয়, পরন্তু তাহাদের রূপ এক-ভাবেই শোভা পায় ; ফুল হইতে ফুলের মালা তৈয়ারী করিলে তাহাদের

+ ইহার পর, পাঠান্তরে অস্ত্র একটি ওবী আছে—“ধনী ব্যক্তির গৃহে পংক্তিতোজনে বসিলে যেমন উপরের ও নীচের পংক্তির লোক একই পকান পায়, তেমনি গীতাশ্রবণে, অর্থগ্রহণে ও পঠনে সবাই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ।”

সংখ্যা বাড়ে কিন্তু উহাদের স্বগন্ধ একই ( তাহা মাপ করিতে দুটি অভুলীর দরকার হয় না ), শ্লোক ও অধ্যায়ের মধ্যেও ঐ প্রকার সম্বন্ধ জানিবে ; গীতায় সাতশত শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায় আছে, পরন্তু, ভগবান যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা একই,—তাহাতে বিশ্ব ( বিভিন্নতা, বৈষম্য ) নাই ; আমিও তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ ত্যাগ না করিয়া গ্রন্থার্থ প্রতিপাদন করিয়াছি, এই অধ্যায়ও আমি আপনাদের বুঝাইবার জন্য সেইভাবেই বলিতেছি, আপনারা শুনুন ; সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইবার সময়, শেষ শ্লোকে ভগবান এইভাবে বলিয়াছেন—“হে অর্জুন, ব্রহ্মনামে শ্রদ্ধা না রাখিয়া যে কৰ্মের আচরণ করা হয় তাহা অসং ( অশাস্ত ) বা ব্যর্থ হয়” ; ( ৬০ ) শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জুন আনন্দে হুলিতে লাগিলেন, এবং ভাবিলেন, “ভগবান কৰ্মনিষ্ঠাকেই মূল<sup>১</sup> বলিয়াছেন—এইরূপ মনে হয় ; ( কিন্তু ) যে সব অজ্ঞানান্ধ বেচারী জীব দৈবের স্বরূপ জানে না, তাহারা এই ব্রহ্মনামের কি বুঝিবে ? আর, বজ্রঃ ও তমের নাশ হইলে যে সামান্য সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হয়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মনামের নাগাল পাইবে কি করিয়া ? ঐ অবস্থায়, শত্রু ( ভল্ল ) কে আলিঙ্গন করা, বা রজ্জুর উপর দোড়ান, বা নাগিনীর ফণার সহিত খেলা করা যেমন প্রাণঘাতক হয়ঃ ; তেমনি, কৰ্ম অত্যন্ত দুর্বীর ( দুস্তর ),—অনন্ত জন্মান্তরের গ্রায় দুস্তর নকট এই কৰ্মের মধ্যে আছে ( কৰ্মই জন্মমৃত্যুর কারণ ) ; দৈবযোগে যদি কৰ্ম সরল হয় ( ভালভাবে অচ্যুত হইয়া ) তবে তাহা জ্ঞানপ্রাপ্তির যোগ্যতা আনয়ন করে,—নতুবা ঐ কৰ্মের দ্বারা নরক=প্রাপ্তি হয় ; কৰ্ম সাক্ষ হইবার পথে অনেক প্রকার বাধা উপস্থিত হয়, এই অবস্থায় কৰ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কি প্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে ? এইজন্য কৰ্মের ন্যূনতা হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত কৰ্মই ত্যাগ করিবে,—অব্যাক ( দোষরহিত ) সংশ্রাসই গ্রহণ করিবে, যাহাতে কৰ্মবাধার ( বন্ধনের ) ভয়মাত্র নাই, যাহা দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যাহা জ্ঞানের আবাহনমাত্র, জ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন করিবার উত্তম ক্ষেত্র,—কিন্তু যাহা জ্ঞানকে আকর্ষণ করিবার

১ নিমূল ; দোষের ;

ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ প্রায় একই—“নাগিনীর সহিত খেলা পরিহার করিতে হয়” ;

সুত্র-তত্ত্ব ( রজ্জ্ব ) ; ( ৭০ ) এই দুইটি—‘সংগ্ৰাস’ ও ‘ত্যাগ’—অস্থিষ্ঠান করিয়া জগত্তের লোক মুক্ত হয়,—এখন ইহাদের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্ত ভগবানকে প্রশ্ন করিব” ; এইভাবে, মনে মনে চিন্তা করিয়া অর্জুন ‘ত্যাগ’ ও ‘সংগ্ৰাস’ ব্যবহার স্পষ্টীকরণের জন্ত প্রশ্ন করিলেন ; ইহার প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বাহা বলিলেন তাহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে ; এইভাবে, কার্য-কারণ নিয়মাত্মসারে এক অধ্যায় হইতে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্ম হয়,—এখন অর্জুন যে উত্তম প্রশ্ন করিলেন তাহাই শুভুন ; পাণ্ডুকুমার অর্জুন ভগবানের কথা শেষ হইল মনে করিয়া অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিলেন ; বাস্তবিক পক্ষে, তত্ত্বসিদ্ধান্তের বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হইল, পরন্তু, ভগবান যে তাঁহার কথা বন্ধ করিলেন, তাহা অর্জুনের সহ্য হইল না ; বৎস ( দুহ্ম পান করিয়া ) তৃপ্ত হইলেও চায় না যে তাহার ধেম্মমাতা দূরে যায়,—এক-নিষ্ঠ প্রেমের ইহাই রীতি ; যে পরম প্রিয়, তাহার সহিত বিনা কাজেই কথা বলিবে, দেখা হইলেও পুনরায় দেখিতে চাহিবে, প্রিয় বস্তু উপভোগ করিবার সময়ও তাহার প্রতি অমুরাগ দ্বিগুণ বাড়িবে ; ইহাই প্রেমের লক্ষণ,—আর পার্থ তো প্রেমেরই মূর্তি ; এই জন্ত ভগবান মৌনাবলম্বন করিলে তাঁহার মনে কষ্ট হইল ; আর, দর্পণে যেমন নিজের রূপ দেখা যায় তেমনি অর্জুন কথোপকথনের ছলে সেই পারমার্থিক বস্তুর দর্শনস্থখ উপভোগ করিতে-ছিলেন—যাহা ব্যাবহারিক জগতে দুর্লভ ; ( ৮০ ) এখন এই ‘সংবাদ’ ( সম্ভাষণ ) বন্ধ হইলে যে বস্তু উপভোগ করিতেছিলেন তাহাও বন্ধ হইবে—আত্মস্থখে বিভোর অর্জুন তাহা কি করিয়া সহ্য করিবেন ? এইজন্ত, ‘ত্যাগ’ ও ‘সংগ্ৰাস’ এই দুটি বিষয়কে নিমিত্ত করিয়া গীতারূপী বস্ত্রের তাঁজ পুনরায় খুলিলেন ; ইহা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় নহে, ইহা এক-অধ্যায়ী গীতাই—বৎস, যখন নিজে মাতা গাভীর দুহ্ম দোহন করে, তখন কি কোনও দেবী হয় ? তেমনি, গীতা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুন তাহার পুনরাবৃত্তি করাইলেন—সেবক প্রশ্ন করিলে প্রভু, কি তাহার উত্তর দেন না ?

অর্জুন উবাচ—

সংগ্ৰাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্ত চ হ্রষীকেশ পৃথক্ কেশিনিযুদন ॥ ১

পরন্তু, বথেষ্ট হইয়াছে ; এখন অর্জুন বিনতি করিয়া বিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া বলিতেছেন—“হে দেব, আপনি অবধান করুন ; হে প্রভো, ‘সংগ্রাস’ ও ‘ত্যাগ’ এ দুটি শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, যেমন ‘সংবাদ’ (সংবাদ) ও ‘সদ’ দ্বারা ‘সদ’ই বুঝায় ; তেমনি, ‘ত্যাগ’ ও ‘সংগ্রাস’ এ দুটি শব্দ দ্বারা কেবল ত্যাগই সূচিত হয়, ইহাই আমার মনে হয় ; পরন্তু ইহাদের অর্থে যদি কোনও প্রভেদ থাকে, তবে, হে দেব, আপনি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলুন”—তখন শ্রীমুখন্দ বলিলেন—“হাঁ, এ দুটি শব্দের অর্থ ভিন্নই বটে ;

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্মণাং হ্যাসং সংগ্রাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

বস্তুতঃ, হে অর্জুন, তোমার মনে ‘ত্যাগ’ ও ‘সংগ্রাস’ এই দুটি একার্থ-বোধক হইতেছে, তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি ; এছাড়া শব্দদ্বারা নিশ্চিত-ভাবে ‘ত্যাগ’ই সূচিত হইতেছে, পরন্তু, ইহাদের অর্থভেদের কারণ এই ; (২০) —যখন সর্বতোভাবে ( নির্মল করিয়া ) কর্ম ত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে ‘সংগ্রাস’ বলে, আর ফলমাত্র ( কর্মের ফলাংশ ) ত্যাগ করিলে তাহাই ‘ত্যাগ’ ; পরন্তু, কোন্ কর্মের ফলত্যাগ করা উচিত, আর কোন্ কর্ম’ একেবারেই ত্যাজ্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর ; বনে ও পর্বতের উপর অসংখ্য অসার ঝোপঝাড় আপনা-আপনি উৎপন্ন হয়—ধান্তের ফসল কিম্বা উত্তম বাগান কিম্বা তেমনিভাবে আপনা-আপনি তৈয়ারী হয় না ; বিনা বপনেই প্রচুর পরিমাণে তৃণ উৎপন্ন হয়, কিম্বা বিনা পরিশ্রমে যেমন ধান্তের চারা উৎপন্ন হয় না ; কিম্বা, শরীর সহজভাবে বাড়িতে থাকে, পরন্তু অলসতার উদ্যোগ ( পরিশ্রম ) করিয়া গড়াইতে হয়—নদীর জল আপনা হইতেই পাওয়া যায়, কিম্বা কৃপা খনন করিতে হয় ;

১ কর্ম ( কর্মের ) ;

১ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“অসংখ্য ঝোপঝাড় উৎপন্ন হয়” ; “অসার বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া স্থলিমা পড়ে” , “অসার ঝোপঝাড় উৎপন্ন হয়” ,



তেমনি, নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম স্বাভাবিক ভাবে অহুষ্ঠিত হয়, পরন্তু কৰ্মের যদি ফলাকাজ্ঞা না থাকে, তবে সেই কৰ্ম কামিক ( কাম্য ) কৰ্মই হইবে না ( সুতরাং বন্ধনকারক হয় না ) ; উৎকট কামনার প্রেরণায় অহুষ্ঠিত কৰ্ম—যথা অশ্বমেধাদি বাগযজ্ঞের অহুষ্ঠান ; পুষ্করিণী বা কূপ খনন, উত্তান নির্মাণ, ব্রাহ্মণকে ভূমি বা গ্রামদান এবং অন্ত অনেক প্রকারের ব্রতাহুষ্ঠান ; এইরূপ ইষ্ট ( শ্রোত স্মার্ত যজ্ঞাদি ) কৰ্ম ও পূৰ্ত্ত ( জনহিতকর ) কৰ্মসকল, বাহারা কামনামূলক ( সকাম ),—তাহাদের অহুষ্ঠান কর্তার পক্ষে বন্ধন-কারক হয় এবং তাহাকে কৰ্মফল ভোগ করায় ; হে ধনঞ্জয়, যেমন শরীররূপ গ্রামে আসিলে জন্মমৃত্যুর উৎসব এড়ান যায় না ; ( ১০০ ) কিম্বা, ললাটের লিখন কোনমতেই খণ্ডান যায় না,—শরীরের কৃষ্ণ বা গোয়বর্ণ ধুইয়া বদলান যায় না ; তেমনি কাম্য কৰ্ম করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয় ( ‘ফল ভোগের জন্ত ধরণা দিয়া বসে’ )—ঋণ পরিশোধ না করিলে যেমন তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না ; কিম্বা, হে পাণ্ডুহৃত, কামনা না করিয়াও যদি অকস্মাৎ কাম্য কৰ্ম অহুষ্ঠিত হয়,—তবে মুক্ত না করিলেও ভৌতা বাণে যেমন আঘাত লাগে ; গুড় না জানিয়া মুখে দিলে যেমন মিষ্ট লাগে, ভস্ম মনে করিয়া অগ্নি স্পর্শ করিলে যেমন পুড়িয়া যায় ; তেমনি, কাম্য কৰ্মের ( ফলভোগ করাইবার ) এক স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে,— এইজন্ত মুমুক্শুদের কোতুক করিয়াও এই কৰ্মের আচরণ করা উচিত নহে ; বেলী কি বলা যায় ? হে পার্থ, বিষ যেমন বমন করিয়া ফেলিতে হয়, কাম্য কৰ্মকে তেমনি ভাবে ত্যাগ করা উচিত ; এই ত্যাগকে জগতে ‘সংগ্রাস’ আখ্যা দিয়াছে”—সর্বাস্ত্রধারী, সর্বব্রহ্মা ত্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন ; ( তিনি বলিলেন ) “যেমন ধন ত্যাগ করিলে ভয় চলিয়া যায়, তেমনি কাম্য কৰ্ম ত্যাগ করিলেই কামনার সমূল নাশ হয় ; চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণের সময়ে যে সব পার্কণ কৰ্ম করিতে হয়, কিম্বা পিতৃমাতৃপুত্রের তিথিতে যে কৰ্মের অহুষ্ঠান করিতে হয় ; ঋতবা, কোনও অতিথি গৃহে আসিলে ( তাহার আদর সৎকারের জন্ত ) যে সব কৰ্ম করিতে হয়, সেই-সব কৰ্মকে নৈমিত্তিক কৰ্ম বলিয়া জানিবে ; ( ১১০ ) বর্ষাকালে যেমন গগন ক্ষুদ্র হয়, বসন্তে যেমন

বনশোভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়,—যৌবনাবস্থায় যেমন দেহের শৃঙ্খার (সৌন্দর্য-বৃদ্ধি) হয়; কিম্বা, যেমন চন্দ্রকাস্তমণি চন্দ্রের কিরণে জ্বলীভূত হয়, সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন কমল বিকসিত হয়,—এই সব উদাহরণে মূল বস্তুরই বিস্তার হয়, পৃথক কিছু উৎপন্ন হয় না; তেমনি, নিত্যকৰ্ম্মে যখন নৈমিত্তিকের নিয়ম আসিয়া লাগে, তখন তাহাকে ‘নৈমিত্তিক’ এই বড় নামে অভিহিত করা হয়; আর, সাংকালে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে যে কৰ্ম্ম প্রতিদিন করণীয়,—পরন্তু চক্ষুর দৃষ্টি যেমন ‘অধিক’ (বাহিরের) কিছু নহে; কিম্বা, কিছু না করিয়াও, পদদ্বয়ে চলিবার সামর্থ্য (গতি) যেমন স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়, অথবা দীপবিষয়ে যেমন দীপ্তি থাকে; বাহিরের স্নগন্ধ না লাগাইয়াই চন্দনে যেমন সৌরভ থাকে, তেমনি যে সব কৰ্ম্ম অধিকারেরই রূপ গ্রহণ করে (অর্থাৎ স্বাধিকারেই যাহা অহুষ্ঠিত হয়); হে পার্থ, এই সব কৰ্ম্মকেই লোকে নিত্যকৰ্ম্ম বলে—আমি তোমাকে ‘নিত্য’ ও ‘নৈমিত্তিক’ এই দুই প্রকার কৰ্ম্মেরই লক্ষণগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম; যেহেতু এই নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মগুলি অবশ্যকর্তব্য বলিয়া করিতে হয়, কেহ কেহ ইহাদ্বয়ে নিষ্ফল বলিয়া থাকে; পরন্তু ভোজনে যেমন তৃপ্তিও হয়, স্নানও যায়, তেমনি এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম দ্বারা সৰ্ব্বপ্রকারে ফলপ্রাপ্তি হয়; খাদ্যসংযুক্ত সোনা জ্বালাইলে তাহার খাদ্য নষ্ট হয় এবং তাহার কস বাড়ে, এই সব কৰ্ম্ম হইতেও সেই প্রকার ফলপ্রাপ্তি হয়—জানিবে; ( ১২০ ) কারণ (এই কৰ্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা) প্রত্যবায় (দোষ) দূর হয়, স্বাধিকার অধিকতর ভাবে (প্রকাশিত) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহা হইতে সদগতি হাতেহাতেই পাওয়া যায়; নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম হইতে এই প্রকার প্রচুর ফল-প্রাপ্তি হইলেও—মূলা নক্ষত্রে জাত সন্তানের জ্ঞান, তাহা ত্যাগ করা উচিত; (বসন্ত ঋতুর আগমনে) সমস্ত লতার শ্রীবৃদ্ধি হয়, আশ্রবৃক্ষের নবপল্লব ফুটিয়া বাহির হয়, কিন্তু বসন্ত ঋতু তাহা স্পর্শ না করিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; তেমনি এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মে মৰ্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া তাহাদের অহুষ্ঠানের প্রতি অবহিত হওয়া উচিত, পরন্তু ঐ কৰ্ম্মের সমস্ত ফল বমনের জ্ঞান ত্যাগ করিবে; এই কৰ্ম্মফলত্যাগকে জানী পুরুষগণ ‘ত্যাগ’ বলিয়া থাকেন; এই ভাবে ‘ত্যাগ’ ও ‘সংগ্রাসের’ স্বরূপ তোমাকে বুঝাইলাম; এই প্রকার সংগ্রাস হইলে কাম্য কৰ্ম্ম বন্ধনকারক হইতে পারে না; নিবিদ্ধ

কর্ম তো নিষেধের অন্ত স্বভাবতঃই ত্যাজ্য ; আর, মস্তক কাটিয়া ফেলিলে যেমন অন্ত অঙ্গ নির্জীব হইয়া পড়িয়া যায় তেমনি কর্মকলত্যাগের দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক কর্মও আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যায় ; ধাতু থাকিলে যেমন শস্তের পত্রাদি শুকাইয়া ফল হস্তগত হয়, তেমনি কর্মফল নষ্ট হইলে আত্ম-জ্ঞান আপনা-আপনিই আসিয়া পৌছায় ; এই যুক্তিতে ( কর্মফলের ) ‘ত্যাগ’ ও ( কাম্য কর্মের ) ‘সংগ্রাম’ এই দুইটি বাহারা অস্থগ্ঠান করেন, তাঁহারা-আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির অধিকার ( যোগ্যতা ) অর্জন করেন ।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

পরন্তু বাহারা এই রীতি ত্যাগ করিয়া আন্দাজে বা অনুমান দ্বারা ত্যাগের আচরণ করে, তাহাদের ত্যাগ হয় না, বরং তাহারা অধিকাধিক কর্মের জালে জড়াইয়া পড়ে ; ( ১৩০ ) রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রদান করিলে, তাহা পরিণামে বিষতুল্য হইতে পারে—কিছা অন্নগ্রহণ না করিলে কি ক্ষুধায় মৃত্যু হইতে পারে না ? এইজন্ত বাহা ত্যাজ্য নহে, তাহা কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে, আর বাহা ত্যাজ্য, তাহার প্রতি লোভ করা কর্তব্য নহে ; ত্যাগের যুক্তি ত্যাগ করিয়া, সর্বত্যাগ করিলেও তাহা বোঝা স্বরূপ হয়—বীতরাগ ( বৈরাগ্যশীল ) ব্যক্তিগণ নিষিদ্ধ কর্মের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করেন ( কখনই নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করেন না ) ; কেহ কেহ ফলাকাজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না—তাহারা সমস্ত কর্মকেই বন্ধক বলে—যেমন কোনও ব্যক্তি নিজের উলঙ্গ হইয়া জগতের সবাইকে ঋণগড়াটে বলে ; কিছা, হে ধনঞ্জয়, যেমন জিহ্বা-লম্পট রোগী ( বাহার জিহ্বার কখনও তৃপ্তি হয় না ) সর্বপ্রকার অন্নের দোষ ধরে, অথবা যেমন কুষ্ঠরোগী ( অঙ্গের উপর উপবিষ্ট ) মক্ষিকার উপর ক্রুদ্ধ হয় ; তেমনি, ফলকামী দুর্বলচেতা মহন্ত বলে ‘কর্মই দোষযুক্ত’ এবং সর্ব কর্মই ত্যাজ্য এই সিদ্ধান্ত প্রচার করে ; কেহ কেহ বলে ‘বাগযজ্ঞাদি কর্ম করাই আবশ্যক, কারণ ইহা ভিন্ন শোধক আর কিছুই নাই ( চিত্তশুদ্ধির দ্বিতীয় সাধন নাই ) ; যদি চিত্তশুদ্ধির পথে জগতে বিজয়লাভ করিতে হয়, তবে কর্মাচরণে আলস্য করা উচিত নহে ; লোনা শোধন করিতে হইলে যেমন অগ্নির তাপ সহ্য করিতে হয়, কিছা দর্পণকে শুদ্ধ করিতে হইলে যেমন অধিক

পরিমাণে ধূলা দ্বারা ঘষিতে হয় ; অথবা, বস্ত্র নির্মল করিবার ইচ্ছা হইলে, যেমন ঘোবীখানার ভাটীর মলিনতা সহ্য করিতে হয় ; ( ১৪০ ) তেমনি, ক্লেশকারক বলিয়া কর্মকে অবহেলা করা উচিত নহে,—কিছা, বন্ধন বিনা কি উত্তম ( সুস্বাদু ) অন্ন লাভ হয় ?’ এই সব কথা বলিয়া কেহ কেহ কর্মাছুষ্ঠানের দিকেই বুদ্ধি দেয় ( কর্ম করাই উচিত এই সিদ্ধান্ত করে )—এইভাবে ‘ত্যাগ’ বিসংবাদের ( বাদান্ত্ববাদের ) বিষয় হইয়াছে ; পরন্তু এখন বিসংবাদ দূর করিয়া ‘ত্যাগ’ সম্বন্ধে যাহাতে এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তেমনি ভাবে আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি অবধান কর ।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাজ ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪

হে পাণ্ডব, ত্যাগ তিন প্রকারের জানিবে ; এই ত্রিবিধ ত্যাগের লক্ষণগুলি আমি পৃথকভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি ; যদিও বলিয়াছি যে ত্যাগ তিন প্রকারের, তাহার সার তাৎপর্য এইরূপ জানিবে ; আমি সর্বজ্ঞ, আমার বুদ্ধি যাহা সঠিক বলিয়া নিশ্চিতভাবে মানে প্রথমে তাহাই বিচার কর ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

আপনার মুক্তির জন্ত যে মুমুক্শু সর্বদা আগ্রহ, তাহাকে সর্বতোভাবে এই একটি কার্য্য করিতে হয় ; পথিক যেমন পথ চলা বন্ধ করে না, তেমনি যজ্ঞ, দান, তপাদি আবশ্যকীয় কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে ; হারাণ বস্ত্র পাইতে হইলে যেমন যতক্ষণ তাহা না পাওয়া যায় ততক্ষণ খুঁজিতে হয়,—কিছা, তৃপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন অগ্নের খালা দূরে সরান যায় না; ভীরে পৌছিবার পূর্বে যেমন নৌকা ত্যাগ করা যায় না, ফল লাগিবার পূর্বে যেমন কদলীবৃক্ষ কাটিয়া ফেলা উচিত নহে, কিছা, রক্ষিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার পূর্বে যেমন দীপ নির্ঝাণ করা যায় না ; ( ১৫০ ) তেমনি,

আত্মজ্ঞানবিষয়ে একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাগাদি কর্তৃক সযত্নে উদানীন হওয়া উচিত নহে; স্বাধিকারাম্বলসারে প্রত্যেকেই স্বজ্ঞ, দান, তপাদি কর্তৃক বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত আচরণ করা উচিত; যত শীঘ্র চলিবে, তত শীঘ্র উদ্দিষ্টস্থানে গিয়া বিপ্রায় করিতে পারিবে, তেমনি, অধিক পরিমাণে কর্ত্বের আচরণ করিলে, নৈকর্য্য লাভ করা যায়; অধিকতর আগ্রহে ঐষধ সেবন করিলে ব্যাধি হইতে শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায়; তেমনি, নির্দিষ্ট কর্ত্বগুলি যথাবিধি তৎপরতার সহিত অহুষ্ঠান করিলে রজো ও তমোগুণ সমূলে নাশ হয়; সোনায বারম্বার<sup>১</sup> ( ক্রমের ) পুট দিলে শীঘ্র শীঘ্র খাদ জলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, এবং সোনা নির্দোষ ( খাটি ) হয়; তেমনি, নির্ভায় সহিত কর্ত্বের অহুষ্ঠান করিলে, তাহা রজঃ ও তমকে সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দেয়, এবং শুদ্ধ সত্ত্বের মন্দিরের দর্শনপ্রাপ্তি করায়; এইজন্ত, হে ধনঞ্জয়, সত্ত্বভুক্তিপ্রাপ্তির জন্ত সংকর্ত্ব তীর্থের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেঃ; + মরুপ্রদেশে উষ্ণবায়ুর ঝলকা<sup>২</sup> যেন তৃষ্ণার্ত পথিককে অমৃত পান করাইল, কিম্বা অন্ধের নেত্রে যেন সূর্য্যের তেজ আসিয়া গেল, নিমজ্জমান ব্যক্তিকে যেন নদীই বাঁচাইবার জন্ত দৌড়াইয়া আসিল, পড়িবার মুখে স্বয়ং ধরিয়াই করুণার্দ্ৰ হইয়া ধরিয়া ফেলিলেন,—যত্নের সম্মুখীন ব্যক্তিকে যেন যত্নই আয়ুঃ প্রদান ( বৃদ্ধি ) করিল; ( ১৬০ ) হে পাণ্ডুহৃত, তেমনি কর্ত্বই মুমুক্ পুরুষকে কর্ত্ববন্ধন হইতে মুক্ত করে—রসায়ন সেবন করিয়া যেমন যত্নপথ-যাত্রী বিষ হইতে রক্ষা পায়; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, কর্ত্বাহুষ্ঠানের এক বৈশিষ্ট্য ( কৌশল ) এই যে বন্ধক হইয়াও ইহা মুক্তি প্রদান করিবার মধ্য সাধন হয়।

এতান্মপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

১ একের পর এক;

২ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একহ;

+ এই স্থলে পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী আছে—“তীর্থের জলে বাহু মলিনতা ধোঁত হয়, কর্ত্বের অহুষ্ঠানে অন্তর উজ্জ্বল ( নির্মল ) হয়, এইভাবে সংকর্ত্ব চিত্তশুদ্ধির জন্ত তীর্থধারণ হয়;

এখন, হে কিরীটি, কর্ণের দ্বারা কি করিয়া কর্ণের নাশ হয় (‘কর্ণ কি কি করিয়া কর্ণের উপর কুট্ট হয়’), সেই কোশলের কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব; (পঞ্চ) মহাযজ্ঞাদি প্রমুখ কর্ণ নিধুঁতভাবে অহুষ্ঠিত হইলেও কর্ণকর্তার মনে কর্তৃত্বের অভিমান উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে; (অপরের) পরশা ধরচ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলে কোনও লোকের মনে ‘আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি’ বলিয়া আত্মপ্রাধান্তিত সন্তোষ হয় না; কিম্বা কোনও সমর্থ ব্যক্তির আজ্ঞায় যদি কেহ একটি রাজাকে ধরিয়া ফেলে, তবে ‘আমিই রাজাকে জয় করিয়াছি’ এমন গর্ব যেমন তাহার মনে উদ্ভূত হয় না; অপরের কোমর ধরিয়া নদী পার হইলে কাহারও মনে সীতারূপ অহঙ্কার হয় না;—(যজ্ঞমানের নির্দেশে দান করিয়া) পুরোহিতের মনে এই অভিমান হয় না যে ‘আমিই দাতা’; তেমনি কর্তৃত্বের অহঙ্কার না রাখিয়া কৃত্য কর্ণগুলি যথাসময়ে যথাবিধি সম্পূর্ণ করিবে; আর, হে পাণ্ডব, অহুষ্ঠিত কর্ণের যে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে, সে বিষয়ে মনে কোনও ইচ্ছা বা আশা উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে; হে ধনঞ্জয়, প্রথম হইতেই ফলের আশা ত্যাগ করিয়া (নিকামভাবে) কর্ণ আরম্ভ করিবে—যেমন ধাত্রী পরের সন্তানকে (নির্বিকারভাবে) দেখে; (১৭০) ফলের আশা করিয়া যেমন কেহ পিপুল বৃক্ষে জল সেচন করে না, তেমনি ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ণ করিবে; রাখাল যেমন দুধের আশা ত্যাগ করিয়া গ্রামের সমস্ত দেখুগুলি একত্র করিয়া চরাইতে লইয়া যায়, কিং বহুনা, কর্ণফল সম্বন্ধেও তেমনি করিবে; এই যুক্তি অনুসারে কর্ণ করিলে আপনা হইতেই আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়; অভাব ফলের আকাঙ্ক্ষা ও দেহাভিমান (কর্তৃত্বের অভিমান) ত্যাগ করিয়া কর্ণের আচরণ করিবে—ইহাই আমার সর্বোত্তম আদেশ; বাহারা জীববন্ধনকে (জন্মমৃত্যুর বন্ধনকে) ঘৃণা করে এবং আপনার মুক্তিকামী, তাহাদের পুনঃ পুনঃ আমি এই কথাই বলি যেন আমার আদেশ উল্লঙ্ঘন না করে।

নিয়তস্তু তু সংগ্রাসঃ কুর্মণো নোপপত্ততে।

মোহান্তস্তু পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥৭

অন্ধকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন কেহ নিজের চক্ষুর মধ্যে নখ ঢুকাইয়া দেয়, তেমনি কর্ণধেয়ে (বদ্ধক কর্ণের উপর রাগ করিয়া) যে সমস্ত কর্ণই

ত্যাগ করে; তাহার কর্তব্যত্যাগকে আমি 'তামস' ত্যাগ বলি—স্বাধাব্যথার যেমন কেহ নিজের মাথাই কাটিয়া ফেলে (ইহাও তেমনি); স্বাস্থ্য ধারাপ (দুস্তর) হইলে কোন রকমে পা চালাইয়া পার হইতে হয়—পথের দোষের জ্ঞান কি নিজের পা কাটিয়া ফেলিতে হইবে? ক্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে যদি খুব সরস অন্ন দেওয়া হয়, এবং সে বুদ্ধিমানের জ্ঞান ব্যবহার না করে, তবে কি তাহাকে উপবাস করিতে হয় না? তেমনি, কর্মের বন্ধকত্ব দোষ কর্মের যৌক্তিক আচরণের দ্বারাই নষ্ট করা যায়—অন্ন মোহগ্রস্ত হইয়া তামস ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে পারে না; (১৮০) কারণ, স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের ত্যাগে যে কর্ম আসিয়া পড়ে, তাহারা তাহাও ত্যাগ করে, পরন্তু তুমি যেন কখনও এক্ষণ তামস ত্যাগকে স্পর্শও করিও না।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াং ত্যজেৎ ।

স কৃদ্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

অথবা, নিজের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কোন কর্ম তাহার পক্ষে বিহিত কর্ম তাহা বুঝিতে পারে, পরন্তু কর্মের কঠোরতা তাহাকে ঐ কর্মে বিমুগ্ধ করে; কর্মের প্রারম্ভে কিছুকালের জ্ঞান ঐ কর্ম কঠিন মনে হয়—যেমন নিজের শোভা অয়ের পাত্র লইয়া বাইবার সময় ভারী বোধ হয়; নিম্ন যেমন জিহ্বায় তিক্ত লাগে, হরীতকীর স্বাদ প্রথমে কষায় হয়, তেমনি কর্মের আরম্ভে 'কঠিন' হয়; গাতীর যেমন ভয়ঙ্কর (দুরন্ত) শিং থাকে, সেবস্তী স্কুলের অঙ্গ যেমন কটকাকীর্ণ, স্বয়ং পাক করিতে গেলে যেমন শোজনস্বত্ব মহার্ঘ্য হয়; তেমনি অনেক সময় আরম্ভকালে কর্ম অতি কঠোর মনে হয় এবং এইজন্ত ঐ কর্মের অহুষ্ঠানে শ্রম হয়, মানি; কিন্তু বিহিত কর্ম মনে করিয়া সে কর্ম আরম্ভ করে, পরে কষ্টকর বলিয়া জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের জ্ঞান ঐ কর্ম পরিত্যাগ করে; বলে—'অনেক ভাগ্যে দেহরূপ (অমূল্য) বস্তু পাইয়াছি, এখন পাপীর জ্ঞান কর্মাচরণ করিয়া তাহাকে কেন ক্লেশ প্রদান করিব?' 'কর্ম করিয়া যে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে তাহার জ্ঞান অপেক্ষা না করিয়া, বরং আজ যে ভোগ (ঐশ্বর্য) হাতের মধ্যে আসিয়াছে তাহাই কেন উপভোগ

করিব না ?' হে বীরেশ, এইরূপ শারীরিক ক্রেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয়—তিনিরা রাখ—তাহাকে 'রাজস' ত্যাগ বলে ; ( ১২০ ) বাস্তবিক পক্ষে, ইহাতেও কর্মত্যাগ হয়, পরন্তু তাহা দ্বারা ত্যাগের ফলপ্রাপ্তি হয় না—যেমন যে ঘৃত উৎলিয়া অগ্নিতে পড়ে তাহা দ্বারা হোম হয় না ; কিম্বা, যে জলে ডুবিয়া মরে, তাহার অর্দ্ধোদকী মৃত্যু ( জলসমাধি ) হইয়াছে বলা যায় না,—তাহার অপঘাত মৃত্যুই হয় ; তেমনি, যে দেহের প্রীতির জগ্ন কর্মত্যাগ করে ( 'কর্মের উপর জল ঢালিয়া তিলাঞ্জলি দেয়' ) সে সত্যই ত্যাগের ফল লাভ করে না ; বেশী কি বলিব, সূর্য্যোদয় যেমন নক্ষত্রগুলিকে গিলিয়া ধায় ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে—যে কর্মত্যাগ হইতে অজ্ঞানসহ ক্রিয়ার লোপ হয়, তাহা হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ; হে অর্জুন, অজ্ঞানবশতঃ কর্মত্যাগ করিলে সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না—সুতরাং এই প্রকার রাজস ত্যাগ দ্বারা সঠিক কর্মত্যাগ হয় না জানিবে ;

কার্যামিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

কোন প্রকারের ত্যাগ দ্বারা মোক্ষফল নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে তাহাই প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর ; স্বাধিকার অহুসায়ে যে কর্ম স্বাভাবিকভাবে নিজের ভাগে আসিয়া যায়, তাহা স্তম্ভরভাবে এবং উত্তমরূপে আচরণ করে ; পরন্তু, 'আমিই এই কর্ম করিতেছি' এই প্রকার ভাবনা মনেও আসিতে দেয় না, এমনভাবে ফলের আশার উপর জল ঢালিয়া দেয় ( ফলাকাজ্ঞা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ) ; হে অর্জুন, দেখ, মাতাকে অবজ্ঞা করা ও তাঁহার প্রতি কামভাব পোষণ করা—এ দুটিই অধঃপাতের ( নরকপ্রাপ্তির ) কারণ হয় ; ( ২০০ ) এইজন্য এই দুটিই বর্জন করিয়া মাতার সেবা করা উচিত, —গাভীর মুখ অপবিত্র বলিয়া কি সমগ্র গাভীটিকেই ত্যাগ করিতে হয় ? যে ফল অত্যন্ত প্রিয় তাহার ছাল এবং আঠা অসার বলিয়া কি কেহ ফলটিকেই ফেলিয়া দেয় ? তেমনি কর্তৃষের 'মদ' ( অভিমান ) ও কর্মফলের আকাজ্ঞা ( লোভ ) এই দুইটিই কর্মের বন্ধনকারক হয় ; পিতা যেমন নিজের কন্তাকে স্পর্শ করে না, তেমনি এই দুটি বিষয়ে যদি সাবধান হওয়া যায়, তবে বিহিত ক্রিয়া মহন্তের দুঃখের কারণ হয় না ; এই ত্যাগরূপ মহান তত্ত্বের মোক্ষরূপ



কল প্রসব করে, এবং জগতে ইহাই 'সাত্বিক' ত্যাগ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; বীজ জালাইয়া ফেলিলে বৃক্ষ যেমন নির্বংশ হয়, তেমনি কলত্যাগ করিয়া যে কর্মত্যাগ করিয়াছে—;

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুযজ্ঞতে ।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

পরশমণির স্পর্শমাত্রেই যেমন লোহার ঘৃণিত কালিমা ( কাল রং ) নষ্ট হয়, তেমনি তাহার রজঃ ও তমোগুণ এঁ দুটিই নষ্ট হইয়া যায় ; আর শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণের প্রভাবে আত্মবোধের দৃষ্টি খুলিয়া যায়—তখন সন্ধ্যাকালে যেমন যুগ-জল অদৃশ্য হয় ; তেমনি বুদ্ধি আদির সম্মুখে এই অসং ( অশাশ্বত ) বিশ্বাভাস আকাশের গ্রায় অদৃশ্য হয় ; সেইজন্য পূর্বজন্মার্জিত ভাল বা মন্দ যে কর্মই প্রাপ্ত হউক না কেন,—তাহা, আকাশের মেঘ যেমন মিলাইয়া যায় ; ( ২১০ ) তেমনি, হে কিরীটি, তাহার দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত কর্মই দৃষ্টির গ্রায় ( নির্মল ) হইয়া যায় ; \* এইজন্য তাহাতে স্খলদুঃখ উঠিতে পারে না ; শুভকর্ম জানিয়া তাহার হর্ষ হয় না, অশুভকর্মের প্রতি তাহার ঘেয় হয় না ; ইহাদের ( শুভ ও অশুভকর্মের ) বিষয়ে তাহার মনে কোথাও শঙ্কাই হয় না—যেমন জাগ্রত হইলে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়ের জন্য কোনও স্খলদুঃখ হয় না ; স্তবরাং, হে পাণ্ডুরত, বাহাতে 'কর্ম' ও 'কর্ত্তা'রূপ দ্বৈতভাবের বার্তা থাকে না, সেই ত্যাগকেই সাত্বিক ত্যাগ বলে ।

ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ ।

যন্তু কর্ম্মকলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ -

হে পার্থ, এই প্রকার কর্ম্মত্যাগ করিলেই বাস্তবিক ত্যাগ করা হয়, অল্প প্রকারের ত্যাগ অধিকতর বন্ধনকারক হয় ; আর, হে সব্যাসাচি, বাহারা দেহধারণ করিয়া কর্ম্মকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতই মুর্থ ; ঘট মুক্তিকাকে কি করিয়া ঘৃণা করিবে ? বস্ত্র তত্ত্বকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে ? বাহার অঙ্গেই বহিস্ত্র ( অগ্নিত্ব ), সেই অগ্নি কি তাহার উষ্ণতার কষ্ট

পায় ? হীণ কি নিজের প্রত্যাকে ঘেঁষ করে ? হিং আপনায় দুর্গন্ধে জ্বালিত হইলেও স্তম্ভ কোথা হইতে আনিবে ? জ্বলন্ত ত্যাগ করিয়া জল কোথায় পাড়াইবে ? তেমনি, বতদিন শরীরের আভাস ( আকার ) থাকে ( ‘শরীরের মধ্যে আনন্দে বাস করে,’ ) ততদিন পর্য্যন্ত কর্তৃত্যাগরূপ পাগলামির কি অর্থ ? ( ২২০ ) নিজের কপালে লাগান তিলক অবলীলাক্রমে মুছিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কপাল ( মন ভাগ্য ) কি করিয়া ঘষিয়া উঠান যায় ? তেমনি যে বিহিত কর্ত্ত্ব স্বয়ং আয়ত্ত্ব করা যায়, তাহা ত্যাগ করিতে হইলে ত্যাগ করা যায়, পরন্তু দেহের যে স্বাভাবিক কর্ত্ত্ব তাহা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে ? কারণ স্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়াগুলি নিম্নিত অবস্থাতেও চলিতে থাকে,—নিজে কিছু না করিলেও সেই ক্রিয়াগুলি হয় ; শরীরকে নিমিত্ত করিয়াই এই সব কর্ত্ত্ব দেহে লাগিয়া থাকে,—জীবিত কি মৃত কেহই এই রীতি হইতে মুক্তি পায় না ; এই কর্ত্ত্ব হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে—তাহা এই যে কর্ত্ত্ব করিবার সময় ফলাশায় বশীভূত হইবে না ; কর্ত্ত্বকল ঈশ্বরকে অর্পণ করিলে তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান উদীপ্ত হয়—তখন বজ্রের জ্ঞান হইলে যেমন সর্পাভাস ( সর্পরূপ ভ্রান্তি ) নষ্ট হয় ; তেমনি, আত্মবোধ অবিস্তার সহিত সমস্ত কর্ত্ত্ব নাশ করে, হে পার্থ, এইভাবে ত্যাগ করিলেই প্রকৃত ত্যাগ হয় ; স্তবরাং, জগতে বাহারা এইভাবে কর্ত্ত্বত্যাগ করে তাহারাষ্ট মহাত্যাগী, নতুবা, রোগী মুর্ছা গেলে যেমন লোকে মনে করে সে বিশ্রাম করিতেছে ; তেমনি, একটি কর্ত্ত্বে প্রাস্ত হইয়া অল্প একটি কর্ত্ত্বে বিশ্রাম হইবে মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করে—যেমন কেহ দণ্ডাঘাত<sup>১</sup> হইতে বাঁচিবার জন্য মুঠাঘাত লব্ধ করে ; পরন্তু বখেটে হইয়াছে ; আমি পুনরায় বলিতেছি, এই ত্রিভুবনে তিনিই প্রকৃত ত্যাগী যিনি কর্ত্ত্বকল ত্যাগ করিয়া কর্ত্ত্বকে নিষ্ফল করেন ।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংশ্যাসিনাং কচিং ॥ ১২

বস্তুতঃ, হে ধনঞ্জয়, কর্ত্ত্বকল ত্রিবিধ, যে কর্ত্ত্বকলের আশা ত্যাগ করে নাঃ তাহাকে কর্ত্ত্বের ফল ভোগ করিতে হয় ; অন্যদ্বারা পিতা আপনায় কত্নাকে

১ খড়াঘাত ;

৪ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে—“যে কর্ত্ত্বকল ত্যাগ করে না” ;

‘আমার নয়’ বলিয়া লক্ষ্যদান করিয়া নিজের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানাত্ম তাহাকে গ্রহণ করিয়া ফাঁসিয়া যায় ; বাহ্যার ক্ষেত্রে বিবাক্ত বনশ্চাতি জন্মায় সে তাহা বিক্রয় করিয়া জীবনধারণের উপায় হারায়’, পরন্তু যে ব্যাপার করিয়া তাহা কিনিয়া লয়, সে ঐ বিষ সেবন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; তেমনি যে কর্তা সাজিয়া কর্ম করে, কিম্বা যে ফলাশা ত্যাগ করিয়া ( কর্ম করিয়াও ) অকর্ত্তা হয় ইহারা উভয়েই কর্ম না করিয়া পারে না ; রাত্তার বৃক্ষে ফল পাকিলে বাহার ইচ্ছা হয় সেই লইতে পারে, তেমনি সাধারণ কর্মেও যে ফলের আশা করে সেই ফল প্রাপ্ত হয় ; পরন্তু যে কর্ম করিয়া তাহার ফল গ্রহণ করে না, সে এই সংসারের আবর্ত্তে প্রবেশ করে না,—কারণ এই সারা ত্রিবিধ জগৎ কর্মেরই ফল ; দেব, মনুষ্য ও স্থাবর,—ইহাদের লইয়াই এই জগতের বিস্তার ; আর কর্মের ফলও তিন প্রকারের ; তাহার মধ্যে একটি ‘অনিষ্ট’, একটি কেবল ‘ইষ্ট’, আর একটি ‘ইষ্টানিষ্ট’—এইভাবে ত্রিবিধ ; পরন্তু, অন্তত বুদ্ধি যখন অন্ধে অবিধিৎ মাথিয়া ( বিধি লঙ্ঘন করিয়া ) নিষিদ্ধ কু-ব্যাপারে ( দুর্কর্মে, দুর্বাচারে ) প্রবৃত্ত হয় ; তখন, জীব কৃষি, কীট, লোষ্ট্র ( মৃত্তিকা, প্রস্তর ) আদি নিকৃষ্ট দেহপ্রাপ্ত হয়,—ইহাই অনিষ্ট কর্মফল ; (২৪০) কিম্বা, বাহার স্বার্থে মতি রাখিয়া, নিজের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বেদশাস্ত্রের নিয়মামুসারে পুণ্যকর্মের আচরণ করে ; হে সব্যাসাচি, তাহার ইচ্ছাদি দেবতার দেহ প্রাপ্ত হয়,—ইহাই ‘ইষ্ট’ কর্মফল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; আর, অন্ন ও মধুর রসের সংমিশ্রণে এ দুটির স্বাদ হইতে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর স্বাদের\* একটি মধুর রস উৎপন্ন হয় ; যোগসাধনায় রেচক হইতেই কুস্তক হয়, তেমনি ‘সত্য’ ও ‘অসত্য’ সমরস হইলে ( মিলিয়া এক হইলে ) অসত্যকেও জয় করে\* ( অসত্য হইতে ভিন্ন একটি পদার্থ হয় ) ; এই প্রকারে, সমভাগে শুভাশুভ মিলিয়া যে কর্মের অম্লচাঁন হয়, তাহা হইতেই মনুষ্যত্ব লাভ হয়, ইহাই মিশ্র ফল ; এইভাবে এই জগতে ত্রিবিধ কর্মফল\* ছড়াইয়া আছে—বাহারা কর্মফলের আশা ত্যাগ করিতে পারে না তাহাদের ইহা ভোগ করিতেই হয় ; জিহ্বায় লহ হয় না এমন তীব্র স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য

১ বিক্রয়লব্ধ ধনে মুখে জীবন বাপন করে ;      ২ বিধি ; নিয়মবিধি ; অবধি ;

৩ রসাল ফল ;    ৪ একটি তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় ; সমভাগ্যাকে জয় করে ;    ৫ ফল

গ্রহণ করিবার সময় ভালই লাগে,—পরিণামে কদাচিৎ মৃত্যু হইতে পারে’ ; অরণ্যে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত ভদ্রবেশী ঠগের মৈত্রী ভাল লাগে, বেস্তার অঙ্গ স্পর্শ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে হৃদয় মনে হয় ; তেমনি, কর্ম করিবার সময় শরীরে মহাশ্বেদ ( কর্তৃশ্বেদ ) আভাস হয়,—পরে মৃত্যুর সময় এই সব কর্মের ফল একসঙ্গে পাওয়া যায় ; কিম্বা সমর্থ লোকের কাছে ঋণ গ্রহণ করিবার পর যদি সে চুক্তিমত নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ক্ষেত চায় তখন যেমন তাহাকে ক্ষেতান যায় না, তেমনি প্রাণিমাাত্রকেই কর্মফল ভোগ করিতে হয় ; ( ২৫০ ) শস্ত্রের গুচ্ছ হইতে দানা ভূমিতে পড়িয়া যেমন শস্ত্রের চারা উৎপন্ন করে, এবং সেই শস্ত্র হইতে পুনরায় দানা পড়িলে যেমন পুনরায় চারা উৎপন্ন হয় ; তেমনি জীব যখন নিজকর্মের ফল ভোগ করে তখনই অল্প অনেক কর্মফল উৎপন্ন করিতে থাকে—যেমন পথচারী মল্লয়া পায়ে পায়ে চলিয়া পথ অতিক্রম করে ; পারাপারের ভেলা যে তীরে গিয়া পৌছায় সেইটাই ‘এপার’ হয়, তেমনি কর্মফলভোগের আকর্ষণের অন্ত নাই ; সাধ্যসাধনের ক্রমাস্রসায়ে ফলভোগ ক্রমশঃই প্রসার লাভ করে—এইভাবে অত্যাগী পুরুষগণ সংসারের বন্ধনে জড়িত হয় ; নতুবা, জুঁই ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়া যায়,—তেমনি বাহারা কর্মকে নিমিত্তমাত্র করিয়া কর্তৃশ্বেদ অভিমান ত্যাগ করে ; বীজের জন্ত রাখা শস্ত্র খাইয়া ফেলিলে যেমন কৃষিকর্ম বন্ধ হইয়া যায়,—তেমনি বাহারা কর্মফল ত্যাগ করিয়া কর্মের অবসান করে ; সত্যশক্তির সহায়তায়, এবং গুরুকৃপারূপ অমৃতভূষারে পূর্ণ আত্মবোধের দ্বারা তাহাদের দৈবত্বাবের দৈবত্ব দূর হয় ; তখন, যে ত্রিবিধ ফল জগদাভাসরূপে স্মরিত হয় তাহার নাশ হয়, ঐ অবস্থায় ভোক্তা ও ভোগ্য আপনা হইতেই লয়প্রাপ্ত হয় ; হে বীরেশ, বাহাদের এইরূপ জ্ঞানপ্রধান সংশ্রাস হয়, তাহারা ফলভোগরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হয় ; আর, এই সংশ্রাসের নিমিত্ত বাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া আত্মরূপে পৌছে, তাহারা কর্মকে এইভাবে দেখে— ( ২৬০ ) ভিত্তি ( দেওয়াল ) পড়িয়া গেলে ( তাহাতে অঙ্কিত ) চিত্র<sup>১</sup> ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হয় ;<sup>২</sup> রাজি পোহাইলে কি আধার থাকে ? রূপ ( আকৃতি ) না থাকিলে কিসের ছায়া পড়িবে ? দর্শন না থাকিলে মুখের প্রতিবিম্ব

কোথায় পড়িবে? নিজা টুটিলে অগ্নের প্রভাব কোথা হইতে আসিবে? এবং তাহা লভ্য কি মিথ্যা কে বলিবে? তেমনি এই (জ্ঞানপ্রদান) সংশ্রাস হইলে মূল অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না—তখন অবিচ্ছিন্নত্ব কর্ত্ত্বের লেনদেন কি প্রকারে হইবে? অতএব সংশ্রাস গ্রহণ করিলে কর্ত্ত্বের গোষ্ঠী তাহার—কি করিবে (তাহার কর্ত্ত্ববন্ধন নাই),—পরন্তু যতক্ষণ আপনার দেহে অবিচ্ছিন্ন থাকে; ততক্ষণ আত্মা কর্ত্ত্বের অভিমানে শুভাশুভ কর্ত্ত্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়—এবং যতক্ষণ দৃষ্টিতে ভেদভাব থাকে (‘দৃষ্টিতে ভেদভাবের রাজ-বৈভব বলিয়া থাকে’); ততক্ষণ, হে স্বৰ্ঘ্য (মৰ্ম্মজ্ঞ অর্জুন), কর্ত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক থাকে, যেমন পশ্চিম দিক পূর্ব হইতে একেবারে ভিন্ন; অথবা আকাশ ও মেঘ, সূর্য্য ও মৃগজল, ভূতল ও বায়ুর মধ্যে যেমন প্রভেদ<sup>১</sup>; নদীর জলে প্রস্তরখণ্ড ডুবিয়া থাকিলেও যেমন উভয়ের মধ্যে কোটি প্রভেদ; অহো, শৈবাল জলকে ঢাকিয়া থাকে, পরন্তু উহা জল হইতে ভিন্ন,—কাজল দীপের সঙ্গে থাকিলেও কি তাহাকে দীপ বলা যায়? (২৭০) যদিও চন্দ্রে কলঙ্ক থাকে, তাহা চন্দ্রের সহিত একরূপ হয় না, দৃষ্টি ও নেত্রের মধ্যে যেমন অগার অন্তর; অথবা, পথ ও পথচারী, জলপ্রবাহ ও তাহাতে প্রবহমান জল, দৰ্পণ ও তাহাতে যে মুখ দেখে সেই মল্লস্তর মধ্যে যে প্রভেদ; হে পার্থ, ঠিক সেই পরিমাণে কর্ত্ত্ব আত্মা হইতে ভিন্ন, পরন্তু অজ্ঞানের জগত্ তাহাদের এক বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারুণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩

সরোবরে কমলিনী যেমন পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া সূর্য্যোদয়ের সূচনা করে, এবং অলিকে তাহার মকরন্দ উপভোগ করিতে দেয়; তেমনি, অল্প কারণে আত্মাকে বারম্বার কর্ত্ত্ব করিতে দেখা যায়,—এই কারণ পাঁচটি; তাহাদের লক্ষণের কথা বলিতেছি; আর, কদাচিত্ তুমি এই পাঁচটি কারণের কথা জানিয়া থাকিবে, কারণ শাস্ত্র দুহাত তুলিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছে; বেদবাক্যের রাজধানীতে, সাংখ্যবেদান্তরূপ মন্দিরে, নিরূপণ

( ব্যাখ্যা )-রূপ ভবানি দ্বারা তাহা ঘোষিত হইতেছে ; এই ভগবতে সর্বকৰ্ম-  
সিদ্ধির জন্ত যখন ইহারাই মূল কারণ, তখন অভঙ্গ ( অবিকারী ) আত্মাকে  
তাহার সহিত ভেদান উচিত নহে ; হে কিরীটি, ভবানি করিয়া এই  
কারণগুলি ঘোষিত হইয়াছে এবং তাহাতেই তাহার প্রসিদ্ধি লাভ  
করিয়াছে—এইজন্ত তুমিও ইহা কর্ণপুটে শ্রবণ করিলে উপযোগী হইবে ;  
আর চিন্তামণি<sup>১</sup> স্বরূপ আমি তোমার হাতের কাছে থাকিতে তুমি  
অপরের মুখে শুনিবে—এইরূপ কষ্ট করিবার কি অর্থ ? ( ২৮০ ) দর্পণ সম্মুখে  
থাকিতে, আপনাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত অন্ত লোকের চক্ষুকে কেন  
মান দিবে ( অন্তলোকের চক্ষুর উপর কেন নির্ভর করিবে ) ? তজ্জ  
যেখানে এবং যেভাবে আমাকে দেখিতে চায়, আমি সেখানে সেই রূপ গ্রহণ  
করি—এইরূপ ( ভক্তবৎসল ) আমি আজ তোমার হাতের খেলনা হইয়াছি<sup>২</sup> ;  
প্রেমের আবেশে এইভাবে বলিতে বলিতে ভগবান ভাবে বিভোর হইলেন  
( তাঁহার আত্মবিস্মৃতি হইল )—তখন অৰ্জুনও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন ;  
পূর্ণচন্দ্রকিরণে সৌম্যকান্তমণির পৰ্বত যেমন গলিয়া সরোবর হইয়া যায় ;  
তেমনি, সুখ ও অমুভূতি এই ভাবের মধ্যের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাণেশ্বর  
অৰ্জুন সুখেরই মূর্তি হইয়া গেলেন ; শক্তিমান দেব শ্রীকৃষ্ণ এই অবসরে  
প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং ( সুখের সাগরে ) নিমজ্জমান অৰ্জুনকে উঠাইতে  
প্রয়াস করিলেন ; সুখের বস্তার তোড়ে অৰ্জুনের শ্রায় বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন,  
শক্তিমান পুরুষ ডুবিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় ভগবান তাঁহাকে তুলিয়া  
উঠাইলেন ; ভগবান বলিলেন—“হে পার্থ, তুমি তোমার স্বরূপ ভুলিও না”  
—তখন অৰ্জুন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া<sup>৩</sup> মাথা নাড়িলেন ; এবং বলিলেন—  
“হে উদার প্রভু, আপনার সান্নিধ্যে থাকিয়াও ( বৈতস্ত্যবের জন্ত ) ত্রাসিত<sup>৪</sup>  
হইয়া আপনার সহিত ঐক্যের জন্ত উৎসুক হইয়াছি ; এই অবস্থায় আপনি  
যদি প্রেমবশতঃ আমার ঐৎসুক্য পূর্ণ করিয়াছেন, তবে কেন এখন জীবন্তাব-  
রূপ বাধার সৃষ্টি করিতেছেন ?” ( ২৯০ ) তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“হে

১ জ্ঞান ( চৈতন্য ) চিন্তামণি, ২ হাসিয়া, সম্বরণ করিয়া ;

৩ বিতীর্ণ চরণের পাঠান্তর—“আমি আপনার ব্যক্তি ( অভিব্যক্তি ) হইতে ভিন্ন” ; “আপনা  
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন” ;

নির্কোথ, তুমি অত্ৰাপি এ বিষয় ঠিক বুঝিতে পার নাই,—চন্দ্র ও চন্দ্রের প্রভার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? আর, একটা কথা এই যে—তোমাকে সময়সের ভাবের কথা বলিতে আমি ভয় পাইতেছি—ইহাতে তুমি যদি কষ্ট হও তবে আমাদের প্রেম আরও বলপ্রাপ্ত হইবে; যতক্ষণ আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সম্বন্ধ থাকিবে, ততক্ষণ এই ‘বিসংবাদ’ ( ব্যক্তিত্বের ) ও থাকিবে,—এইজন্য এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; হে পাণ্ডুরত, সর্বকর্মই আত্মা হইতে কি প্রকারে ভিন্ন, এখন আমি তাহাই বলিতেছিলাম”; তখন অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, আমার মনের কথা সহজেই বুঝিয়া আপনি তাহার সমাধান করিতে উত্তম প্রস্তাবনা করিয়াছেন; কারণ-পঞ্চকই যে সর্বকর্মের বীজ তাহাই আপনি বুঝাইয়া বলিবেন—এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; আর, আত্মার এই কর্মের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই—এই কথা যে বলিয়াছেন—তাহাও আমাকে বুঝাইয়া বলুন”; এই কথা শুনিয়া বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়া বলিলেন—“তোমার ত্রায় একরূপ শ্রোতা কোথায় পাওয়া যাইবে—যে এমন করিয়া ধরণা দিয়া বসিবে? হে অর্জুন, তোমাকে যেসব সিদ্ধান্তের কথা শুনাইব বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই এখন বলিব, পরন্তু ইহাতে তোমার কাছে প্রেমের ঋণ আরও বাড়িয়া যাইবে”; তখন অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনি পূর্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি ভুলিয়াছেন? এইজন্যই কি আপনি আমার ও আপনার মধ্যে দ্বৈতভাব রাখিতেছেন?” (৩০০) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তাই কি? এখন আমি যাহা বলিব বলিয়াছি তাহাই বলিতেছি, তুমি উত্তমরূপে মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর; হে ধর্মধর, ইহা সত্য যে সমস্ত কর্মের ব্যাপার বাহিরে বাহিরে ( জ্ঞাত্যার অগোচরে ) এই পঞ্চকারণের দ্বারাই সংঘটিত হয়, আর, যে পঞ্চকারণ মিলিত হইয়া কর্মের আকার প্রদান করে, তাহার হেতুও পাঁচটি; ইহা হইতে পৃথক আত্মতত্ত্ব, সম্পূর্ণ উদাসীন, উহা নিমিত্ত কারণও নহে, উপাদান কারণও নহে—অথবা কর্মের সিদ্ধির জন্য কোনও সাহায্যও করে না; আকাশে যেমন দিবস ও রাত্রি হয়, তেমনি এখানেও শুভাশুভ কর্ম হইতে থাকে; কিধা, জল, তেজ ও ধোয়া ( বাষ্প ) বায়ুর সহিত সংযোগ হইলে মেঘ উৎপন্ন করে—আকাশ তাহা জানিতেও পারে না; বিবিধ কাঠের দ্বারা নৌকা

তৈয়ারী হয়, নাবিক তাহা চালায়, কিম্বা বায়ু তাহাকে চালিত করে—কিন্তু জল শুধু সাক্ষী হইয়া থাকে ; কিম্বা কোনও একটি মাটির পিণ্ডকে চাকার উপর রাখিয়া দণ্ডের সাহায্যে ঘুরাইলে চক্রও ঘোরে এবং ঐ পিণ্ডের মাটিও গিয়া ভাঙে পরিণত হয় ; আর তাহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ কৃতকারের ; পৃথ্বী হইতে ( ভাঁড়ের ) আধার ব্যতীত অস্ত্র কোনও সাহায্য কি পাওয়া যায় ? তাহাই বিচার কর ; ইহাও থাকুক ; সূর্য্যের আলোয় জগতের সমস্ত ব্যাপার ঘটে, কিন্তু কোন্ কার্য্য সূর্য্যের অঙ্গ হইতে আসে ? ( কোন কার্য্যের সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ থাকে ? ) ( ৩১০ ) তেমনি, যখন হেতুপঞ্চকের মিলন হয় তখন এই পঞ্চ ( কর্ম্মের ) সাধন<sup>১</sup> হইতে কর্ম্মরূপী লতার উৎপত্তি ও বিস্তার হয়—আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক ( অলিপ্ত ) থাকে ; এখন এই পাঁচটি কারণের লক্ষণ পৃথকভাবে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিব—যেমন প্রত্যেকটি মুক্তা পৃথকভাবে ওজন করিয়া লইতে হয় ।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

কর্ম্মের পাঁচটি কারণের লক্ষণগুলি এখন শুন—ইহাদের মধ্যে প্রথমটি দেহ—আমি ইহাই বলি ; ইহাকে ‘অধিষ্ঠান’ বলে, তাহার কারণ এই যে ইহাতে ভোক্তা ভোগ্য বিষয়ের সহিত বাস করে ; ইন্দ্রিয়ের দশ হস্তের সাহায্যে, রাত্রদিন কষ্ট সহ্য করিয়া, প্রকৃতি যে স্বখদুঃখ উৎপন্ন করে ; তাহা ভোগ করিবার জন্ত পুরুষের আর অস্ত্র কোনও স্থান নাই,—সেইজন্ত দেহকে ‘অধিষ্ঠান’<sup>২</sup> শব্দদ্বারা অভিহিত করে ; ইহা চতুর্বিংশতি ভাষের বসতিস্থান ( কুটুম্বঘর ), বন্ধ-মোক্ষের জটিল গ্রন্থি এখানেই টুটিয়া যায় ; বেশী কি বলিব ? হে ধনঞ্জয়, এই দেহই অবস্থাজয়ের ( জাগৃতি, স্বপ্ন ও স্নপ্তি ) অধিষ্ঠান, এইজন্তই ইহাকে ‘অধিষ্ঠান’ বলে ; আর, কর্ম্ম-কারণের মধ্যে দ্বিতীয় কারণটি ‘কর্তা’, এই ‘কর্তা’কে চৈতন্তের প্রতিবিম্ব বলে ; আকাশ হইতে জলবর্ষণ হয়, তাহাতে পৃথিবীর উপর ছোট ছোট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়, আর তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব যেমন তদাকার হয় ; ( ৩২০ )



কিছা, রাজা গভীর নিজার বশে আপনাকে তুলিয়া স্বপ্নে যেমন দারিদ্র্য  
অহুতব করে; তেমনি, চৈতন্ত আত্মস্বরূপ বিন্দুত হইয়া দেহাকারের আভাস  
প্রাপ্ত হয় এবং দেহাভিমান প্রকট করে; যে কল্পনার' বেশে চৈতন্য 'জীব'  
নামে প্রসিক্তি লাভ করে, এবং সমস্ত বিষয়ে দেহের সহিত থাকিবে বলিয়া  
চুক্তিবদ্ধ হয়; প্রকৃতিই কর্ম করে, কিন্তু ভ্রমে পড়িয়া জীব বলে 'আমিই  
করিতেছি'—এইজন্যই জীবকে কর্তা বলে; চক্ষুর দৃষ্টি এক হইলেও যেমন  
পাতার লোমের জন্ত মুক্ত চামরের জ্বায় বিভক্ত দেখায়; কিছা ঘরের  
অভ্যন্তরে একটি দীপকে বিভিন্ন গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলে যেমন  
অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দীপের জ্বায় দেখায়; তেমনি, বুদ্ধির জ্ঞান ( জানিবার  
শক্তি ) এক হইলেও, প্রোজাদি ইন্দ্রিয়ভেদে ( বাহ্যেন্দ্রিয়দ্বার দিয়া ) বিভিন্ন  
দিকে প্রসারিত হয়; হে নৃপনন্দন, এই 'পৃথগ্-বিধকরণ' ( পৃথক পৃথক  
ইন্দ্রিয়গুলি ) কর্মের তৃতীয় কারণ, জানিবে; আর পূর্ব ও পশ্চিমবাহী  
প্রবাহগুলি একত্র মিলিয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন নদ-নদী হয়,—যদিও তাহাদের  
জল একই; কিছা, একই পুরুষ পর পর নবরসের অভিনয় করিলে  
যেমন নববিধ রূপগ্রহণ করিতেছে—এমনিই মনে হয়; ( ৩০০ ) তেমনি,  
প্রাণবায়ুর অখণ্ড ক্রিয়াশক্তি দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ  
করে, এই শক্তি বাক্যে আসিলে কথা বলা হয়, হস্তে আসিলে লেন-দেন  
ব্যাপার হয়, চরণে আসিলে গতিরূপে দৃষ্ট হয়, মলমূত্রবारे আসিলে  
'ক্ষরণ' ( মলমূত্রনিষ্কাশন ) হয়; নাভিকমল হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত. যখন  
প্রাণায়ামের উৎকর্ষ প্রকট করে, তখন ইহাকে শরীরের 'প্রাণবায়ু' বলে;  
এই শক্তি যখন উর্দ্ধদিকে ( বাসোদ্ধাসরূপে ) বায়, তখন ইহা 'উদান'  
বায়ু এইরূপ নাম প্রাপ্ত হয়; অধোমুখে চালিত হইলে ইহাকে 'অশান' বায়ু  
কহে, এবং যখন সারা শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তখন ইহাকে 'ব্যান' বায়ু বলে;  
যে অন্ন আহাৰ করা হয় তাহার বস ( শক্তি ) শরীরের সর্ব স্থানে সমান  
ভাবে ভরিয়া বায় এবং সর্ব সন্ধিতে প্রবেশ করে; হে কিরীটি, এইভাবে  
এই ক্রিয়াশক্তির কাজ হয়,—পরে ( যখন ইহা নাভিতে স্থির হয় ) ইহাকে  
'সমান' বায়ু বলে; আর, জুড়ণ, হাঁচি, উদগার আদি বায়ুর ব্যাপারকে

(ক্রিয়াকে) নাগ, কৃষ্ণ, কৃকর ইত্যাদি (উপপ্রাণ বায়ু) বলে;+ হে বীর-  
শ্রেষ্ঠ অর্জুন, এইভাবে বায়ুর ক্রিয়া এক হইলেও, উহা ব্যবহারভেদে ভিন্ন  
ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়; (৩৪০) বৃত্তি অহুসারে বিভিন্নরূপগ্রহণকারী এই বায়ু-  
শক্তিই কর্ণের চতুর্থ কারণ, জানিবে; আর, ঋতুর মধ্যে উত্তম ঋতু শরৎ  
—এই শরতে যদি চন্দ্রোদয় হয়, এবং তাহাতে পূর্ণিমার যোগ হইলে যেমন  
হয়; কিম্বা, বসন্ত ঋতুতে উজানের উত্তম শোভা হয়,—সেই উজানে যদি  
প্রিয়-সমাগম হয়, এবং সেই সময়ে যদি সর্বপ্রকার উপচার (উপভোগের  
সাধনসামগ্রী) আসিয়া যায়; অথবা, হে পাণ্ডব, কমল যদি পূর্ণভাবে  
বিকশিত হয়, এবং বিকশিত হইয়া পরাগরেণু ছড়ায়; মধুর বাণীতে যদি  
উত্তম কবিত্ব যুক্ত হয়, কবিত্ব উত্তম রসিকতাপূর্ণ হয়, এবং রসিকতায়  
পরমার্থতত্ত্বের স্পর্শ থাকিলে যেমন হয়; তেমনি, সর্ববৃত্তিবৈভবের মধ্যে  
বুদ্ধিই একমাত্র উত্তম (শ্রেষ্ঠ) বৃত্তি,—বুদ্ধি উত্তম হইলে ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ  
হয় ও তাহাদের সামর্থ্যের বৃদ্ধি হয়; ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা-  
মণ্ডল অহুকুল হইলে সমর্থ ইন্দ্রিয়গুলির লীলা পরম শোভাদায়ক হয়<sup>১</sup>; যে  
দুর্য্যাদি দেবতামণ্ডলের অহুগ্রহে চক্ষু আদি দশ ইন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে  
অহুকুল হয় (সামর্থ্যলাভ করে); হে অর্জুন, এই উত্তম (অহুকুল) দেব-  
বৃন্দকেই কর্ণের পঞ্চম কারণ বলিয়া জানিবে—ভগবান বলিলেন; “এইভাবে  
তোমার বুদ্ধির মান অহুসারে আমি কর্ণের পাঁচটি মূল কারণ এমনভাবে  
বলিলাম বাহাতে তুমি বুঝিতে পার; (৩৫০)

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ ।

শ্রাযাং বা বিপরীতং বা পঠৈতে তস্ম হেতবঃ ॥ ১৫

এখন, এই মূল কারণের প্রসার হইয়া কর্ণের সৃষ্টি হয়,—যে পাঁচটি ছেতুর  
যোগে ইহা হয় তাহাই তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিব; অকস্মাৎ বসন্ত  
ঋতু আসিলে তাহা নব<sup>১</sup> পল্লব উদগমের হেতু হয়, পত্র হইতে পুষ্পগুচ্ছ হয়,  
ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হয়; কিম্বা, বর্ষাকাল মেঘ লইয়া আসে, মেঘ হইতে

+ এইস্থলে, পাঠান্তরে অস্ত্র-একটি ওবি পাণ্ডবা যায়—“হিমা, অঙ্গ বোড়া দেওয়া ইহাদের  
দেবদত্ত ধনঞ্জয় বলে,—ইহাই বায়ুর দশবিধ লক্ষণ”;  
১ নির্বল শোভাদায়ক হয়;

বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে প্রচুর শস্ত সৃষ্টির ভোগ হয়; অথবা পূর্বদিকে অকণোদয় হয়, অকণোদয়ে সূর্যোদয় হয়, এবং সূর্য্য উঠিলে যেমন দিনের পূর্ণ প্রকাশ হয়; তেমনি, হে পাণ্ডব, মনই কর্ম-সংকল্পের হেতু, এই সংকল্প হইতেই বাণীর দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়; বাণীর দীপ যখন সমস্ত কর্মের পথ উজ্জ্বল করে তখনই কর্তা কর্তৃত্বের কারখানায় প্রবেশ করে (কর্ম করিবার উত্তোগ করে); তখন শরীরাদি (ইন্দ্রিয়) সমুদায় শরীরকর্মের হেতু হয়,— যেমন লোহা দ্বারাই লোহার পদার্থ তৈয়ারী হয়; কিম্বা, হে বিচক্ষণ অর্জুন, যেমন তন্তুর টানা-পোড়েনের বয়নে তন্তুসমুদায় বস্ত্রে পরিণত হয়; তেমনি, মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা যেসব কর্ম হয়, মনাদিই তাহার হেতু—যেমন রত্নের লম্বিটাই রত্নখচিত অলঙ্কার তৈয়ারী করে; শরীরাদি যদি (কর্মের) কারণ হয়, তবে উহারাই কি করিয়া কর্মের হেতু হয়?—ইহা যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার প্রবেশ করুক; (৩৬০) শুন, সূর্য্য যেমন সূর্য্যের প্রকাশের হেতু ও কারণ, কিম্বা ইক্ষুর কাণ্ডই যেমন ইক্ষুর বাড়িবার হেতু; অথবা, বাগদেবতার স্তুতি করিতে হইলে যেমন বাণীকেই কাজে লাগাইতে হয়, কিম্বা, বেদের মহত্বের বর্ণনা যেমন বেদের দ্বারাই সম্ভব; তেমনি, শরীরাদিই যে কর্মের কারণ ইহা নিশ্চিতভাবে জানা আছে, পরন্তু ইহারাই যে কর্মের হেতু সে সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ নাই; আর, দেহাদি কারণ দেহাদি হেতুর সহিত মিলিত হইলে, যে কর্মসমূহের ব্যাপার হয়; ঐ কর্মসমুদায় যদি শাস্ত্রসম্মত মার্গ অনুসরণ করে তবে, হে ধনঞ্জয়, ঐসব কর্ম শ্রায়সঙ্গত হয়, আর হেতুও শ্রায়্য হয়; পর্জন্তের (বৃষ্টির) জলধারা দৈবক্রমে ধাত্তক্ষেত্রে পড়ে এবং সেখানে জমিতে শোষিত হয়,—পরন্তু শস্তের পক্ষে অশেষ উপকারী হয়; কিম্বা, কোনও মল্লভ যদি কোপভরে অকস্মাৎ বাড়ীর বাহির হইয়া দ্বারকার পথে চলিতে থাকে তবে সে পথপ্রমে শ্রান্ত হয়, তথাপি তাহার পদক্ষেপ নিফল হয় না; তেমনি, কারণ ও হেতুর সংযোগে যে কর্ম হয় তাহা অন্ধ, শাস্ত্রের নয়ন লাভ করিলে (শাস্ত্রবিহিত হইলে) তাহাকে শ্রায়্য বা শ্রায়সঙ্গত কর্ম বলে; হৃদ্য পরিবেশন কালে যদি পাত্রে না পড়িয়া বাহিরে পড়ে, তাহাও ব্যর্থ হয়, পরন্তু তাহাকে শ্রায়্য ব্যর্থ বলা যায় না; তেমনি, শাস্ত্রের বিধান বিনা যে কর্ম করা যায়, তাহা যদি ‘অকারণ’ (নিফল বা ব্যর্থ) না হয়,

তবে ভাষ্যে ধন লুটিয়া লইলে তাহাকে 'হান' বলিয়া লেখা হইবে না কেন ? ( ৩৭০ ) হে পাণ্ডুহুত, বাহ্যিক অক্ষরের বাহিরে কি কোনও মন্ত আছে, কিম্বা, এই বাহ্যিক অক্ষর উচ্চারণ করে নাই এমন কোনও জীব আছে ? পরন্তু, হে কোদণ্ডশানি, যতক্ষণ না মন্ত্রের অর্থ ( যুক্তিবিচার ) জানা যায় ততক্ষণ যেমন বাণী ( অক্ষর ) উচ্চারণের ফলপ্রাপ্ত হয় না ; তেমনি, কারণ ও হেতুর যোগে যে অনিয়ন্ত্রিত কর্মের উৎপত্তি হয়, তাহা যখন শাস্ত্রানুমোদিত হয় না—তখন উহা কর্ম হইতে পারে, পরন্তু তাহাকে বাস্তবিক কর্ম বলা যায় না,—উহা অজ্ঞায় ( পাণ ) কর্ম হয়, এবং অজ্ঞায়ের হেতু হয়, জানিবে ; এই প্রকারে, হে মর্মজ্ঞ অর্জুন, কর্মের পাঁচটি কারণ এবং পাঁচটি হেতু—এখন, দেখ, আত্মা কিভাবে ইহার সহিত জড়িত হয় !

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ ।

পশুত্যকৃতবুদ্ধিহ্মান স পশুতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬

সূর্য যেমন কোনও রূপ ( বিষয় ) না হইয়াও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রকাশিত করে, তেমনি আত্মাও কর্ম না হইয়া ( করিয়া ) কর্মগুলি প্রকটিত করে ; হে বীরেশ, দর্পণে যে মুখ দেখে সে যেমন দর্পণ বা প্রতিবিম্ব না হইয়াও উভয়কে প্রকাশিত করে ; কিম্বা, হে পাণ্ডুহুত, সূর্য যেমন দিবা বা রাত্রি না হইয়াও তাহাদের উৎপন্ন করে, তেমনি আত্মা কর্মের কর্তা না হইয়াও তাহাকে প্রকট করে ; দেহাভিমানের ভ্রমে পড়িয়া বাহ্যিক বুদ্ধি দেহেই আবদ্ধ, আত্মজ্ঞান বিষয়ে বাহ্যিক মধ্যমাত্রি ( মধ্য রাত্রির অন্ধকারের স্থায় বাহ্যিক জ্ঞান ) ; যে চৈতন্ত, ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে দেহের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার মনে 'আত্মাই কর্তা' এইরূপ গভীর প্রেম ( বিশ্বাস ) উৎপন্ন হয় ; ( ৩৮০ ) + কারণ 'আমিই আত্মা—যাহা কর্মাতীত, আমি সর্ব-কর্মের সাক্ষীভূত'—এই কথা সে তুলিয়াও গুলিতে চায় না<sup>১</sup> ; সেইজন্য, এই অসীম আত্মাকে দেহের মাপ দ্বারা মাপ করে,—ইহাতে বিচিত্র কি আছে ?

১ নিশ্চিত জ্ঞান, সিদ্ধান্ত ;

+ এইখানে পাঠান্তরে অল্প একটি ওয়া দৃষ্ট হয়—“আত্মাই যে কর্মকর্তা সে সত্ত্বকে তাহার নিশ্চিত ধারণা নাই, সে সত্যই মনে করে এই দেহরূপ আমিই কর্মকর্তা ।”

২ কানে গুলিতে চায় না ;

পেচক কি দিনকে রাজিতে পরিণত করে না?¹ দেখ, যে কখনও আকাশের প্রকৃত স্বরূপকে দেখে নাই, সে কি ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্বর্ঘ্যের প্রতিবিম্বকে স্বর্ঘ্য বলিয়া মানিতে পারে না? বতকণ জলাশয় থাকে ততকণ স্বর্ঘ্যও থাকে, জলাশয় শুকাইলে স্বর্ঘ্যও নষ্ট হয়, কাঁশিলে স্বর্ঘ্যও কাঁশে; নিম্নিত্ত মহুহু বতকণ না আগ্রত হয় ততকণ অগ্ন সত্য বলিয়া মনে হয়, বতকণ না রজ্জু সন্ধকে সত্য জ্ঞান হয় ততকণ তাহাকে সর্প মনে করিয়া ভীত হয়— ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? চক্ষুতে পাণ্ডুরোগ থাকিলে চন্দ্রকে পীতবর্ণ দেখায়, যুগজল কি যুগকে মোহগ্রস্ত করে² না? তেমনি, যে গুরু ও শাস্ত্রের নামের হাওয়া পর্য্যন্ত নিজের শরীরে লাগিতে (স্পর্শ করিতে) দেয় না, সে কেবল মূর্খেরই জীবন ঘাপন করে; শৃগাল যেমন (ধাবমান) মেঘের গতিকে চন্দ্রমার উপর আরোপ করে, তেমনি ঐ মূর্খ দেহাশ্রুতাবেষে জন্তু আত্মাকে দেহরূপ জালে জড়ায়; হে কিরীটি, এই ধারণার জন্তু সে কর্ণের বজ্রগ্রন্থিধারা আপনাকে দেহবন্দীশালে আবদ্ধ করে; দেখ, বোচারা শুক নলের উপর বসিয়া, তাহার পদদ্বয় মুক্ত থাকিলেও, ‘আমি বদ্ধ’ এই দৃঢ় ভাবনায় কি কাঁশিয়া যায় না? (উড়িয়া যাঁইবার চেষ্টাও করে না); (৩৯০) তেমনি, যে প্রকৃতি দ্বারা অহুষ্ঠিত কর্ণ নির্মল আত্মস্বরূপের উপর আরোপ করে সে কলকোটির মাংসে কর্ণের মাংস করে (কোটি কল পর্য্যন্ত কর্ণে জড়িত থাকে)।

যশ্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যশ্য ন লিপ্যতে ।

হত্মাপি স ইমাল্লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

এখন, কর্ণের মধ্যে থাকিলেও বাহাকে কর্ণ স্পর্শ করে না,— বড়বানলকে যেমন সমুদ্রের জল (স্পর্শ করে না); তেমনি, অলিপ্ত থাকিয়া কর্ণ করিয়া যায়, তাহাকে কি করিয়া জানা যায় তাহাই বলিতেছি; মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বিচার করিতে করিতেই নিজের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে,—দীপের আলোতে খুঁজিলে যেমন নিজের হারান বস্তু পাওয়া যায়; অথবা দর্পণে যিহা স্বচ্ছ করিলে যেমন নিজের রূপ নিজেই দেখিতে পায়, কিবা জলের

১ পরিণত করে;

২ ডুলায়;

সহিত যোগ হইলেই যেমন লবণ জল হইয়া যায় ; আর কি বলিব ? প্রতিবিম্ব পিছনে ঘুরিয়া আপন বিষকেই দেখিতে পায়, এবং দেখিতে গিয়া স্বতঃ আপন বিষেই পরিণত হয় ; তেমনি সাধুসত্ত্বজনের স্থিতির আলোচনা করিতে গিয়া নিজের হারান আত্মস্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তি হয়,—এইজন্ত সৰ্বদা সত্ত্বজনের গুণ বর্ণনা করিবে ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিবে ; চর্য্যচক্র দৃষ্টি যেমন চক্র চর্য্য ( পাতা ) দ্বারা আবদ্ধ হয় না,—তেমনি বিনি কৰ্ম্ম করিতে থাকিলেও কৰ্ম্মের সমবিষমত্ব দ্বারা জড়িত হন না ; সেই কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত পুরুষের লক্ষণ এখন আমি যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ; হে প্রবুদ্ধ ( সুবিজ্ঞ ) অৰ্জ্জুন, যে জীব অজ্ঞানের নিজায় অনাদি কাল হইতে বিশ্বস্বপ্নের ব্যাপার ভোগ করিতেছিল ; ( ৪০০ ) সে ( ‘তত্ত্বমসি’ এই ) মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া, গুরুকৃপাবলে,—মাধায় তাঁহার কৃপাহস্ত পড়িতেই—কিবা হাতের চাপড় পড়িতেই, হে ধনঞ্জয়, এই বিশ্বস্বপ্নরূপ মায়ানিজ্রা ত্যাগ করিয়া সহসা ( আত্মস্বরূপদর্শনের ) অবৈতানন্দে জাগিয়া উঠে ; তখন, চন্দ্রমার কিরণস্পর্শে নিরন্তর দৃশ্যমান যুগজলের লহরী যেমন অদৃশ্য হয় ; কিবা, যেমন কাল্যাবস্থা অতীত হইলে বাগুলের\* ( ভূতের ) ভয় দেখাইবার সামর্থ্য চলিয়া যায়, কিবা ইন্ধন জলিয়া গেলে যেমন আর তাহাতে ইন্ধনত্ব থাকে না’ ; অথবা, জাগ্রত হইবার পর যেমন স্বপ্ন আর দৃষ্টিতে পড়ে না, তেমনি, হে কিরীটি, এই জীবের অহংভাব ও মমত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না ; অন্ধকার প্রাপ্তির আশায় যদি সূর্য্য কোনও স্তম্ভে প্রবেশ করে, তবে তাহার ভাগ্যে যেমন অন্ধকার জোটে না ; তেমনি, যে জীব আত্মতত্ত্বে বেষ্টিত ( অর্থাৎ বাহার আত্মদর্শন হইয়াছে ) সে যে যে দৃশ্য বস্তু দেখে তাহা স্রষ্টার রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত একরূপ হইয়া যায় ; অগ্নি যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহা অগ্নির রূপ ধারণ করে, এবং উভয়ের মধ্যে দাহ-দাহক ভেদ স্বতঃ নষ্ট হইয়া যায় ; তেমনি, কৰ্ম্মের আকারে ( কৰ্ম্ম আত্মা হইতে ভিন্ন এই ) বৈতত্বাবের জন্ত আত্মার উপর যে কর্তৃষের আরোপ হয়, এই মিথ্যা আরোপ নষ্ট হইয়া গেলে, বাহা অবশিষ্ট থাকে ;

\* “বাগুল”—এক কাল্পনিক ভূত বাহার কথা বলিয়া শিশুদের ভয় দেখান হয় ;

১ রক্ষন হয় না ;

—তাহাই আত্মস্থিতি ; এই আত্মস্থিতির যিনি রাজা ( প্রভু ) তাঁহাকে কি এই দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় ? প্রলয়কালের জলের মহাবল্লা কি একটি ক্ষুদ্র নদীর প্রবাহকে মানে ? ( ৪১০ ) তেমনি, হে পাণ্ডুসুত, ‘অহং ব্রহ্ম’-রূপ পূর্ণস্থিতিকে কি দেহে আবরণ করা যায় ? সূর্য্যকে কি প্রতিবিম্ব ধরা যায় ? মছন করিয়া যে মাখন তোলা হয়, তাহা পুনরায় ঘোলের মধ্যে ফেলিলে কি তাহা দ্বারা ভিজিয়া যায় ?’ অথবা, হে বীরেশ, কাষ্ঠ হইতে অগ্নি বাহির করিবার পর কি তাহাকে পুনরায় কাষ্ঠের পেটিকার মধ্যে বদ্ধ রাখা যায় ? কিম্বা, যে সূর্য্য রাত্রির গর্ভ হইতে বাহির হয় সেকি ‘অগ্নি আছে’ এরূপ কথা শুনিতে চায় ? তেমনি যে জীব ‘বেত্তা’ ও ‘বেত্তা’ অর্থাৎ ‘জ্ঞেয় বস্তু’ ও ‘জ্ঞাতা’ এই উভয়ের মধ্যে ভেদ গ্রাস করিয়াছে তাহাতে ‘আমিই দেহ’ এইরূপ অহংভাব কি করিয়া হইবে ? আকাশ যেখানে যেখানে যায় সেইখানেই ভরিয়া থাকে,—সেইজন্ত আপনা আপনিই বদ্ধ হইয়া থাকে<sup>১</sup> ; তেমনি, এই জীব যাহা কিছু করে, তাহা স্বভাবতঃ তাহারই আত্মস্বরূপ, তবে কোন্ কৰ্ম্মের দ্বারা সে কর্ত্ত্বের অভিমানে জড়িত হইবে ? যেমন গগনের কোনও ঠাই মাই, সমুদ্রের প্রবাহ নাই, ধ্রুব-নক্ষত্রের কোনও গতি নাই,—এই জীবের স্থিতিও তেমনি হইয়া যায় ; এইভাবে, আত্মবোধের প্রভাবে যাহার কর্ত্ত্বের অহংকার ব্যর্থ ( নষ্ট ) হইয়া গিয়াছে, তাহাকে যতক্ষণ দেহধারণ করিতে হয় ততক্ষণ কৰ্ম্মও করিতে হয় ; বায়ুর প্রবাহ বদ্ধ হইলেও বৃক্ষের দোলন কিছুকাল পর্য্যন্ত থাকে না, কিম্বা কর্পূর উড়িয়া গেলেও ডিবার মধ্যে তাহার গন্ধ থাকে ; ( ৪২০ ) গানের আসর সমাপ্ত হইলেও জ্যোতার কানে তাহার রেশ বাজিতে থাকে, জমির উপর জলের স্রোত বহিয়া যাইবার পূরও ভূমিতে আর্দ্রতা থাকে ; সূর্য্য অস্ত গেলেও যেমন কিছুক্ষণের জন্ত সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের জ্যোতির দীপ্তি আকাশে খেলিতে থাকে ; লক্ষ্যভেদ করিবার পরও বাণ, যতক্ষণ তাহার অঙ্গে শক্তির তেজ ভরিয়া থাকে,<sup>২</sup> ততক্ষণ সম্মুখে অগ্রসর হয় ; অথবা, কুন্তকার তাহার তৈয়ারী ভাণ্ড চাকার উপর হইতে নামাইয়া

১ তাহার লিপ্তপনা, মাখনত্ব, অলিপ্তপনা দৃশিত হয় ? ২ আপনার স্বরূপেই সর্বব্যাপী :

৩ থাকে ;

সইলেও চাকা যেমন পূর্বের গতির বেগে কিছুকাল ঘুরিতে থাকে ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, দেহাভিমান গেলেও, যে স্বভাব ( প্রকৃতিজাত গুণ ) দেহ উৎপন্ন করে, সেই স্বভাবই দেহকে কর্তৃক করাইতে থাকে ; সংকল্প বিনাই যেমন ( নিব্রায় ) স্বপ্ন দেখা যায়, যোগ না করিলেও বনে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, কেহ তৈয়ারী না করিলেও যেমন আকাশে গন্ধর্ব্বভুবন ( মেঘপুঞ্জ ) রচিত হয় ; তেমনি, আত্মার কোনও উত্তম বিনাই, দেহাদি পাঁচটি কারণের জন্ত আপনা আপনিই দেহের কর্তৃকগুলি চলিতে থাকে ; পূর্বজন্মের সংস্কারবশে পাঁচ হেতু ও পাঁচ কারণের সংযোগে অনেক প্রকারের কর্তৃক উৎপন্ন হয় ; এই কর্তৃকে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতে পারে, অথবা 'অন্ত নূতন হৃদয় জগতের সৃষ্টি হইতে পারে,' পরন্তু, কুমুদ কেন শুকায়, কমল কেন বিকশিত হয়, এই দুইটি বিষয়ই সূর্য্য যেমন দেখে না ( বিচার করে না ) ; ( ৪৩০ ) কিম্বা, মেঘ বিদ্যুৎ ( বাজ ) বর্ষণ করিয়া ভূতলকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলুক, অথবা প্রসন্ন<sup>১</sup> বৃত্তিতে ধরাতল শস্তশ্যামলা হইয়া উঠুক ; পরন্তু, আকাশ যেমন এই দুটির একটিও জানিতে পারে না, তেমনি যে বিদেহদৃষ্টি ( দেহাভিমানরহিত ) হইয়া দেহের মধ্যে বাস করে ; সে দেহাদির ক্রিয়া<sup>২</sup> হইতে সৃষ্টির উদ্ভব বা লয় হইতেছে কিনা তাহা দেখে না—যেমন, হে কিরীটি, জাগ্রত হইয়া কেহ স্বপ্ন দেখে না ; সাধারণতঃ বাহারা চক্ষুচক্ষু দ্বারা দেহদ্বারীকে দেখে,<sup>৩</sup> তাহারা মনে করে সেই এইসব কর্তৃক করিতেছে ; যে তৃণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ( পশুপক্ষী তাড়াইবার জন্ত ) ক্ষেতের ধারে লাগান হয়, তাহাকে কি শৃগাল সত্যই পাহারাদার মনে করে না ? পাগল বস্ত্র পরিহিতই হউক বা উলঙ্গই হউক, তাহা যেমন ( অন্ত ) লোকেই দেখে—যুদ্ধে ( মৃত মনুষ্যের দেহের ) আঘাতগুলি যেমন অন্ত লোকেই গুলিয়া দেখে ; কিম্বা, যে মহাসতী সহস্ররূপে যায় তাহার অঙ্গসজ্জা সমস্ত জগৎ দেখে, পরন্তু সে নিজে অগ্নিও দেখে না, নিজের অঙ্গও দেখে না, কিম্বা লোকের দিকেও তাহার দৃষ্টি যায় না ; তেমনি, আত্মস্বরূপে জাগ্রত হইলে বাহ্যের কাছে ষ্ট্রো ও দৃশ্য বস্তু মিলিয়া একরূপ হইয়া গিয়াছে, সে ইন্দ্রিয়গ্রাম কি কি কর্তৃকের ব্যাপার করে তাহা জানিতেও পারে না ; ছোট ছোট তরঙ্গগুলি যখন বৃহৎ তরঙ্গের মধ্যে লীন হয়, তখন তীরের লোকে মনে করে একটি অঙ্গটিকে গ্রাস করিল ;



তথাপি, জলের ঝিক দিয়া দেখিলে কোনটি কাহাকে গ্রাস করে ? তেমনি, যিনি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইরাছেন, তাঁহার অস্ত্র কোনও বস্তু থাকে না বাহা নষ্ট করিতে হয় ( অর্থাৎ কর্মত্যাগ করিতে হইবে এক্ষণ কোনও দ্বৈতভাব থাকে না ) ; ( ৪৪০ ) স্ববর্ণনির্মিত চণ্ডিকা, স্ববর্ণের শূলধার। স্ববর্ণনির্মিত মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন ; তক্তের দৃষ্টিতে ইহা স্বার্থব্যং প্রতীয়মান হয়, পরন্তু মহিষ, শূল ও চামুণ্ডা তিনটিই স্ববর্ণনির্মিত ; চিত্রে অঙ্কিত জল বা অগ্নি দৃষ্টির আভাস ( ভ্রম ) মাত্র, চিত্রপটে অগ্নি কিম্বা আত্মতা এছটির একটিও নাই ; তেমনি মুক্ত-পুরুষের দেহ সংস্কারবশে কর্ম করিয়া যায়, পরন্তু, তাহা দেখিয়া মূর্থ লোক তাহাকে ‘কর্তা’ বলে ; আর ঐ কর্ম দ্বারা যদি ত্রিভুবনই নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি তিনি এই কর্ম করিয়াছেন একথা বলা উচিত নহে ; ( দীপের ) তেজে ( প্রকাশে ) অন্ধকার দেখিয়া তারপর তাহাকে নাশ করিব—এ কথা বলার কি কোনও অর্থ হয় ? তেমনি জ্ঞানীর পক্ষে অস্ত্র কোনও দ্বিতীয় বস্তু নাই, তিনি আর কি করিবেন ? এইজন্ত তাঁহার বুদ্ধি পাপপুণ্যের গন্ধও জানে না—অস্ত্র নদী গঙ্গায় পড়িলে যেমন লম্বুত অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায় ; হে ধনঞ্জয়, অগ্নির সহিত অগ্নি লাগিলে কে কাহাকে জালায় ? শস্ত্র কি আপনি আপনাকে বিদ্ধ করিতে পারে ? তেমনি, যে সর্ব কর্মকে আপনা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র দেখে না তাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হইবে কেন ? সেইজন্ত, কার্য, কর্তা ও ক্রিয়া বাহ্যর পক্ষে আত্মরূপ বা স্বরূপ হইয়াছে, শরীরাদির কর্ম তাহার বন্ধনকারক হয় না ; ( ৪৫০ ) কারণ, জীব কর্তা সাক্ষিয়া কোশলে এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে, দশটি ইন্দ্রিয়কে সাধনস্বরূপ ব্যবহার করিয়া কর্ম করায় ; তখন, শ্রায় ও অশ্রায় এই দ্বিবিধ প্রকারের কর্ম করিয়া কণকালের মধ্যেই কর্মভুবন ( কর্মের মন্দির ) তৈয়ারী করে ; এই বৃহৎ কর্মে আত্মা কোনও সাহায্য করে না ; পরন্তু, যদি বল ‘কর্মের প্রারম্ভে আত্মা কি কোনও সাহায্য করে না ?’ ( ‘হাত লাগায় না ?’ ) —( তবে তাহার উত্তর এই ) যে আত্মা সাক্ষীভূত ও চৈতন্যস্বরূপ, সেই আত্মা কি কর্মপ্রবৃত্তির সংকল্প উৎপন্ন হউক, নিজে এইরূপ আত্মা দিতে পারে ? কর্ম প্রবৃত্তির জন্ত লোকে যে ভ্রম করে, তাহার রেশ আত্মার অঙ্গ স্পর্শ করে না ; এইজন্ত, যে পূর্ণভাবে শুদ্ধ আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তাহাকে কর্মের বন্দীশালায় বদ্ধ থাকিতে হয় না ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচৌদনা ।

করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

পরন্তু, অজ্ঞানের চিত্রপটে অগ্রথা ( বিপরীত ) জ্ঞানের যে চিত্র উঠে, সেখানে চিত্র, চিত্রকার ও চিত্রপট ( কার্য, কৰ্ত্তা ও ক্রিয়া ) এই ত্রিবিধ ত্রিগুণী অঙ্কিত হয়। ‘জ্ঞান’ ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়’—অগতের এই যে বীজতন্ত্র—ইহা হইতেই নিঃসন্দেহে কৰ্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, জানিবে। হে ধনজয়, এখন এই তিনটির বিভিন্ন স্বরূপ বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর; জীবরূপী সূর্য্যমণ্ডলের শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপী রশ্মি ধাবিত হইয়া বিষয়রূপ কমলের কলিতে পড়িয়া তাহাকে বিকশিত করে; (৪৬০) অথবা জীবরূপী নৃপতি ( শরীররূপ ) অশ্বপৃষ্ঠে ইন্দ্রিয়রূপ সাজ চাপাইয়া তাহাতে চড়িয়া বিষয়দেশে প্রবেশ করে এবং সূর্য্য-দুঃখ লুটিয়া আনে। এসব রূপক থাকুক; ইন্দ্রিয়গ্রামের ব্যাপারের মাধ্যমে যে জ্ঞান জীবকে সূর্য্যদুঃখ ভোগ করায়, এবং সূর্য্যপ্তি অবস্থায় যেখানে গিয়া লীন হয়; সেই জীবকে জ্ঞাতা বলে—আর, হে পাণ্ডুহৃদ, এখনি বাহার কথা বলিলাম তাহাকেই ‘জ্ঞান’ বলিয়া জানিবে; হে কিরীটি, যে জ্ঞান অজ্ঞানের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াই আপনাকে তিন স্থানে বটন করে—বেদিকে দৌড়ায় তাহার সম্মুখভাগে একটি ‘জ্ঞেয়’ রূপ প্রস্তরের গোলা নিক্ষেপ করে, এবং পশ্চাদিকে ‘জ্ঞাতৃত্ব’ বা ‘জ্ঞাতা’কে দাঁড় করায়; ‘জ্ঞেয়’ ও ‘জ্ঞাতা’ এই দুয়ের মাঝখানে যে ব্যবহারের মার্গ রচিত হয়,—যে জ্ঞানের সাহায্যে সেই মার্গ সতত চালু থাকে; ‘জ্ঞেয়’ বস্তুর সীমা পর্য্যন্ত গিয়া যাহার দৌড় সমাপ্ত হয়, এবং যে জ্ঞান সমস্ত পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে ইহাই ‘সামান্ত’ জ্ঞান,—এখন ‘জ্ঞেয়’ বস্তুর লক্ষণ শুন; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রস—জ্ঞেয় বস্তুর এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম ( আভাস ); যেমন একই আত্মকল তাহার রস, রূপ ( স্পর্শ ), গন্ধ ও স্পর্শ দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে স্পর্শ করে ( ভিন্ন ভিন্নভাবে ভাসিত হয় ); (৪৭০) তেমনি ‘জ্ঞেয়’ এক হইলেও, ইন্দ্রিয়দ্বারা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হয় বলিয়া পাঁচ প্রকারের হয়; আর, জলের প্রবাহ যেমন তাহার গন্তব্যস্থান সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমাপ্ত হয়, অথবা কল আলিলেই যেমন শস্ত্রের বুদ্ধি বৃদ্ধ হইয়া যায়; তেমনি ইন্দ্রিয়ের মার্গে ধাবমান জ্ঞানের যেখানে অন্ত হয়, হে কিরীটি, তাহাকেই ‘জ্ঞেয়’ বিষয় বলে;

হে ধনঞ্জয়, এইভাবে আমি 'জ্ঞাতা', 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়' ইহাদের লক্ষণগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, এই ত্রিগুটি হইতেই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়; শব্দাদি বিষয় পঞ্চবিধ, পরন্তু 'জ্ঞেয়' প্রিয় বা অপ্রিয় এই এক প্রকারেরই হয়; হে ধনঞ্জয়, 'জ্ঞান' যৎকিঞ্চিৎ 'জ্ঞেয়' পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত করিলেই 'জ্ঞাতা' তাহা ত্যাগ বা স্বীকার করিতে উদ্যোগ করে; পরন্তু, যৎসু দেখিয়া যেমন বক, ধন দেখিয়া যেমন দরিদ্র ব্যক্তি, কিম্বা জীলোক দেখিয়া যেমন কামুক পুরুষ তাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টিত হয়; জল যেমন নীচু জমির দিকে গড়ায়, ভ্রমর যেমন পুষ্পের সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়, অথবা সন্ধ্যায় বৎস ছাড়া পাইলে যেমন ( মাতাগাতীর দিকে ) দৌড়ায়; স্বর্গের উর্বরতার কথা শুনিয়া যেমন লোকে আকাশে বাইবার জন্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান আরম্ভ করে; হে কিরীটি, আকাশে উড্ডীয়মান কপোত যেমন একটি কপোতী দেখিয়াই সর্বদা ছাড়িয়া ( তাহার দিকে ) নামিয়া আসে; (৪৮০) অথবা, মেঘের ধন গর্জনে শুনিবামাত্র ময়ূর যেমন আকাশের দিকে উড়িবার চেষ্টা করে, তেমনি 'জ্ঞেয়' বস্তুদর্শন করিয়া জ্ঞাতা তাহার দিকে দৌড়ায়; হুতরাং, হে পাণ্ডুহত, 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতা', এই ত্রিগুটিই সমস্ত কর্মের কারণ হয়। আর কদাচিৎ যদি এই 'জ্ঞেয়' বস্তু জ্ঞাতার প্রিয় হয়, তবে তাহা উপভোগ করিবার জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব' সহ্য করিতে পারে না; অন্যথায় এই 'জ্ঞেয়' বস্তু দৈবক্রমে যদি বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে যেটুকু সময় লাগে তাহাকে যুগপ্রমাণ ( যুগান্ত ) মনে হয়; সর্প বা রত্নহার হঠাৎ সম্মুখে পড়িলে মনুষ্য যেমন সঙ্গে সঙ্গেই ভীত বা হর্ষাধিত হয়; তেমনি, প্রিয় বা অপ্রিয় 'জ্ঞেয়' বস্তু দেখিয়া জ্ঞাতারও সেই অবস্থা হয়, এবং সে প্রিয় বস্তুকে স্বীকার ও অপ্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়; প্রতিলক্ষণী মনকে দেখিয়া তাহার সহিত লড়িবার আগ্রহে সেনাপতি যেমন রথ হইতে নামিয়া পদচারী হয় ( পদভ্রজে তাহার দিকে যায় ) ; তেমনি, যে জ্ঞাতা ছিল সেই কর্তা হইয়া বসে, ভোজনকারী রন্ধন করিতে বসিলে যেমন হয়; কিম্বা, ভ্রমর ফুলের বাগান রচনা করিতে লাগিয়া যায়, পরীক্ষক নিজেই কষ্টিপাথর হইয়া যায়, অথবা দেবতা স্বয়ং মন্দির নির্মাণকর্মে লাগিয়া যান; তেমনি, হে পাণ্ডব, 'জ্ঞাতা' 'জ্ঞেয়'রূপ বিষয়

ভোগের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গুলিকে কর্মে লাগায়, এবং তখন ‘কর্তা’ হইয়া যায়; (৪২০) আর, ‘জাতা’ যখন নিজেরই কর্তা হইয়া ‘জান’কে ‘করণ’ (সাধন) বানায়, তখন ‘জ্ঞেয়’ স্বভাবতঃই কার্য্য হইয়া যায়; যে স্মৃতি অর্জন, এইভাবে (জান ‘করণ’ হইলে) জ্ঞানের বোজনের কোশলের<sup>১</sup> পরিবর্তন হয়—যেমন রাতে নেত্রের শোভার পরিবর্তন হয় (তেজ কমিয়া যায়); কিম্বা, অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে যেমন শ্রীমন্ত ব্যক্তির আনন্দের<sup>২</sup> পরিবর্তন (হ্রাস) হয়—পূর্ণিমার পর চন্দ্রের যেমন পরিবর্তন হয় (চন্দ্রের কলা কমিতে থাকে); তেমনি, ইন্দ্রিয়গুলি চালিত হইলে জাতা কর্তৃত্বের অভিমানে বেষ্টিত হয়—ঐ অবস্থায় যে যে লক্ষণ দেখা যায়, এখন তাহাই শ্রবণ কর; বুদ্ধি ও মন, চিত্ত ও অহংকার—ইহারাই অন্তঃকরণের চতুর্বিধ চিহ্ন (বৃত্তি); বাহিরে, ত্বক্, শ্রবণ (কর্ণ), চক্ষু, রসনা ও ভ্রাণ (নাসিকা)—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জানিবে; অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা কর্তা কর্তব্যের আশ্রাজ (মাপ) করে, এবং যদি বৃত্তিতে পারে যে ইহাতে স্মৃতিপ্রাপ্তি হইবে—তবে নেত্রাদি দ্বন্দ্ব বাহ্যেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করিয়া ঐ কর্মে অতি গীভ লাগাইয়া দেয়; যতক্ষণ না ঐ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়সমুদায়কে ঐ কর্মে নিয়োজিত<sup>৩</sup> করিয়া রাখে; নচেৎ, যদি বৃত্তিতে পারে যে কর্তব্য (কর্ম) দুঃখের কারণ হইবে, তবে ঐ দশটি ইন্দ্রিয়কে উহা ত্যাগ করিবার জন্ত বোজনা করে; (৫০০) এবং রাজা যেমন (কর উত্তোল করিবার জন্ত) শস্ত্রহীন প্রজাকে বেগার খাটাইয়া লয়,§ তেমনি কর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে রাজিদিন খাটাইতে থাকে—যতক্ষণ না দুঃখ দূর হয়; এইভাবে কর্মের ত্যাগ ও স্বীকারে ইন্দ্রিয়গুলিকে (নেতাস্বরূপে) পরিচালিত করে বলিয়া জাতাকে ‘কর্তা’ বলে,—ইহা জানিয়া রাখ; আর, কর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে চােষের যন্ত্রের স্থায় সর্ব্বকর্মে ব্যবহার করে বলিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি ‘করণ’ বলিতেছি; আর, এই ‘করণ’ দ্বারা কর্তা যে সব ক্রিয়া সম্পাদন করে—সেই ক্রিয়ার ব্যাপারকে (‘বাস্তি’কে) ‘কর্ম’ বলিয়া জানিও; স্বর্ণকারের<sup>৪</sup> বুদ্ধি যেমন অলঙ্কারের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, চন্দ্রের কিরণ যেমন চাঁদনীতে ব্যাপ্ত থাকে, কিম্বা, লতা যেমন

১ নিজগতিতে;

২ বিলাসের; বৈভবের;

৩ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“শস্ত্রকে তুৎশস্ত্র করিতে হইলে যেমন হাওরা লাগাইতে হয়”;

তাহার বিস্তারে ব্যাপিয়া থাকে ; অথবা, প্রভা যেমন প্রকাশে ব্যাপ্ত থাকে, মধুরতা যেমন ইক্ষুরসের মধ্যে নিহিত থাকে,—আর অধিক কি বলিব ? অবকাশ যেমন আকাশে ওতপ্রোতভাবে ভরিয়া থাকে ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, কর্তার ক্রিয়া বাহ্য কিছু ব্যাপিয়া থাকে তাহাকেই ‘কর্ম’ বলে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ; হে বিচক্ষণ-শিরোমণি, এইভাবে তোমাকে ‘কর্তা’ ‘কর্ম’ ও ‘করণ’ এই তিনটিরই লক্ষণসমূহ বুঝাইয়া বলিলাম ।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তাত্ত্বনি ॥ ১৯

এখানে, ‘জ্ঞাতা’, ‘জ্ঞান’ ও ‘জ্ঞেয়’—ইহারাই কর্মের তিনটি কারণ ; তেমনি, ‘কর্তা’, ‘কর্ম’, ও ‘করণ’ ইহারা কর্মসংকর ( কর্মের ত্রিগুণ ) ; ধর্ম যেমন শাস্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত, § বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে নিহিত, কিম্বা মনের মধ্যে যেমন ললা কামনা বাসনা ( গুণ ) থাকে ; ( ৫১০ ) সোনার খনিতে যেমন সোনা থাকে, তেমনি ‘কর্তা’, ‘ক্রিয়া’ ও ‘করণ’ই কর্মের জীবন ; স্তবরাং, হে পাণ্ডুহৃত, যেখানে এই ভাবনা বিজ্ঞমান থাকে যে ‘আমিই এই কার্যের কর্তা’—সেখানে ঐ সমস্ত ক্রিয়া হইতে আত্মা দূরে ( নির্লিপ্ত ) থাকে ; এই কারণে, হে স্মৃতি, আমি বারবার বলিতেছি যে এই সব কর্ম হইতে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক ; এখন আর কত বলিব ? তুমি সবই জ্ঞান ; পরন্তু, তোমাকে যে ‘জ্ঞান’, ‘কর্ম’ ও ‘কর্তা’র কথা বলিলাম, তাহার ত্রিবিধ গুণের জন্ত তিন প্রকারের হয় ; অতএব, হে ধনঞ্জয়, ‘জ্ঞান’, ‘কর্ম’ ও ‘কর্তা’—ইহারা ‘এক পংক্তির ( অর্থাৎ সমান ) একুপ বিবেচনা করা উচিত নহে,’ কারণ দুটি ( বজ্রঃ ও তমঃ ) বন্ধনকারক, শুধু একটি ( সত্ত্বগুণ )ই মুক্তিদান করিতে সমর্থ ; বাহ্যতে সাংখ্যিক গুণ উত্তমরূপে চিনিতে পারা যায়, সেইজন্য আমি এই তিনটি গুণের লক্ষণগুলি পৃথক পৃথক্ ভাবে বলিতেছি,—সাংখ্যশাস্ত্র এই গুণভেদের কথা বিস্তার করিয়া বলিয়াছে ; যে সাংখ্যশাস্ত্র বিচারের ক্ষীরসমুদ্র,

§ প্রথম চরণের পাঠান্তর—“বহি যেমন ধূম দ্বারা পরিবেষ্টিত” ; “বহি থাকিলেই যেমন ধূম থাকে” ;

১-২ ইহার উপর নির্ভর করা উচিত নহে ;

আত্মবোধরূপী কমলকে প্রস্তুতি করিবার চক্র, বাহ্য জ্ঞানের দৃষ্টি মূলিতে শাস্ত্রের মধ্যে প্রের্ত শাস্ত্র; বাহ্য দ্বিগ্ন ও বাহ্যিক জ্ঞান একত্র মিলিত প্রকৃতি ও পুরুষকে—ত্রিভুবনে মার্ত্তণ্ডের জ্ঞান, আলাদা আলাদা করিয়া দেখায়; যে শাস্ত্র অপার মোহবাশি (অজ্ঞান) চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা যাপ-জোখ (নাশ) করিয়া, পরম তত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্তির স্থখভোগ করায়; হে অর্জুন, এই সাংখ্যশাস্ত্র যে গুণভেদের স্তুতি করিয়াছে, সেই বিচিত্র গুণভেদ<sup>১</sup> এইরূপ; (৫২০) যে গুণত্রয় আপন আঙ্গিক সামর্থ্যে সমস্ত দৃশ্য জগৎকে ত্রিবিধপণ্যর ছাপে অঙ্কিত করিয়াছে; সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটি গুণের এমনি মহিমা যে এই ত্রিবিধ গুণ আদি ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছে<sup>২</sup>; পরন্তু বাহ্য দ্বারা বিশ্বের সমগ্র বিস্তার গুণভেদে বিভক্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে সেই ‘জ্ঞান’ের কথা প্রথমে বলিতেছি; কারণ যখন দৃষ্টি শুদ্ধ (নির্মল) হয় তখন প্রত্যেক বস্তুই পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তেমনি যখন শুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয় তখন সব কিছুই শুদ্ধ হইয়া যায়; এইজন্যই ইহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহে—এখন আমি তাহার বর্ণনা করিতেছি—তুমি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর”; কৈবল্যগুণনিধান ত্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

“হে অর্জুন, সেই জ্ঞান শুদ্ধ নির্মল সাত্ত্বিক জ্ঞান, বাহার উদয় হইলেই ‘জ্ঞেয়’ ‘জ্ঞাতা’র সহিত লীন হইয়া যায়; আধার যেমন সূর্যকে দেখিতে পায় না, লাগর যেমন নদীকে জানে না, কিবা, জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেও যেমন নিজের ছায়া ধরা যায় না; তেমনি, যে জ্ঞানকে শিব হইতে তৃণ পর্যন্ত কোনও নাম-রূপাত্মক ভূত-ব্যক্তি স্পর্শ করিতে পারে না; চিত্রকে হস্তদ্বারা দেখিবার চেষ্টা করিলে, লবণকে জলদ্বারা<sup>১</sup> খোঁত করিলে, কিবা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিবার প্রবৃত্ত করিলে যেমন হয় (অর্থাৎ যেমন কিছুই পাওয়া যায় না); তেমনি, যে জ্ঞানের প্রকাশে ‘জ্ঞেয়’কে দেখিলে, ‘জ্ঞাতা’, ‘জ্ঞান’ ও ‘জ্ঞেয়’ ইহাদের

১ গুণভেদের বর্ণন;

২ ব্রহ্ম হইতে কৃমিকীট পর্যন্ত সমস্ত বস্তুতে ত্রৈবিধ্য ( তিন ভেদ ) আনিয়াছে;

কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাঃ (৫৩০) যেমন, সোনাকে গলাইলেই তাহা হইতে আপন ইচ্ছামত গহনা বাহির করা যায় না, কিবা, জল ছাঁকিয়া তাহা হইতে তরঙ্গ পৃথক করা যায় না ; তেমনি, যে জ্ঞান দ্বারা দৃষ্টপথে<sup>১</sup> (অর্থাৎ দৃষ্টবস্তুর মধ্যে) কোনও ভেদ দেখা যায় না, সেই জ্ঞানকে সর্বতোভাবে 'সাত্বিক' জ্ঞান বলিয়া জানিবে ; কোতুকে দর্পণের মধ্যে দেখিলে যেমন ত্রুটিরই (মুখের) প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি যে 'জ্ঞান' 'জ্ঞেয়'কে সরাইয়া স্বয়ং 'জ্ঞাতা' হইয়া যায় ; আমি পুনরায় বলিতেছি, তাহাই 'সাত্বিক জ্ঞান,—এই সাত্বিক জ্ঞানই মোক্ষ-লক্ষ্মীর মন্দির ;—যথেষ্ট বলা হইয়াছে, এখন রাজস জ্ঞানের লক্ষণ শুন ।

পৃথক্‌স্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১

হে পার্থ, শ্রবণ কর : যে জ্ঞান ভেদের কটিদেশ ধরিয়া চলে ( ভূতমাত্রের মধ্যে ভেদ মানিয়া চলে ) সেই জ্ঞান 'রাজস' জ্ঞান ; যে জ্ঞান ভেদভাব দ্বারা ভূতগ্রামকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করে এবং জ্ঞাতাকে ভ্রমে ফেলিয়া বৈচিত্র্য উৎপাদন করে ; নিজা যেমন সত্য ( প্রত্যক্ষ দৃশ্য ) বস্তুর উপর বিন্দুতির কপাট ফেলিয়া স্বপ্নের কষ্টময় স্থিতি অহুভব করায় ; তেমনি, যে জ্ঞান আত্মজ্ঞানের প্রাকারের বাহিরে, মিথ্যার মহাখেলায় জীবকে তিন অবস্থার ( জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ) বিস্তার<sup>২</sup> দেখায় ; অলঙ্কারের রূপে আবৃত সোনাকে যেমন দেখা যায় না,<sup>৩</sup> তেমনি যে জ্ঞান নামরূপে আবৃত অদ্বৈত তত্ত্বকে দূরে রাখে ; মূঢ় ( মূর্খ ) মনুষ্য যেমন মৃত্তিকানিশ্চিত ঘট ও ঘড়ার মধ্যে মৃত্তিকাতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না,—দীপত্বের জন্য যেমন ( তাহার মধ্যে নিহিত ) অগ্নির জ্ঞান হয় না ( উল্টাইয়া যায়<sup>৪</sup> ) ; ( ৫৪০ ) কিবা বস্তুর আবেশে মূর্খ যেমন তত্ত্বের জ্ঞান হারায়, অথবা, পটে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া মূঢ় ব্যক্তির যেমন পটের জ্ঞান লোপ পায় ; তেমনি, যে জ্ঞানের দ্বারা ভূত-ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেখায় এবং একত্ববোধের প্রবৃত্তি<sup>৫</sup> নষ্ট হইয়া যায় ; ইক্ষনভেদে যেমন অগ্নিকে

১ ভূতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ;

১ জ্ঞেয় জ্ঞান ;

২ দৃষ্ট কথা ; দৃষ্ট প্রথা ( দৃষ্ট স্থিতি ) ;

৩ সীড়া ;

৪ বালক দেখিতে পায় না ;

৫ হ্রস্বোদ্য হয় ;

৬ ভাবনা ;

বিভিন্ন আকারে দেখা যায়, বিভিন্ন ফুলের জন্ত যেমন ফুলের গন্ধের বৈচিত্র্য, কিম্বা, জলভেদে এক চন্দ্রমাকে যেমন অনেক দেখায়; তেমনি যে জ্ঞান পদার্থভেদে বৈচিত্র্য, আকারভেদে ছোট ( বড় ) দেখে, তাহাই 'রাজস' জ্ঞান ।

যন্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যো সন্তমহৈতুকম্ ।

অন্তস্বার্থবদল্লং চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

চণ্ডালের ঘর এড়াইতে হইলে যেমন তাহা কোথায় জানা দরকার, তেমনি তামস জ্ঞানের লক্ষণও জানিতে হইবে—তাহাই এখন বলিব—উত্তমরূপে চিনিয়া রাখ; হে কিরীটি, যে জ্ঞান শাস্ত্রবিধির বস্ত্র পরিধান না করিয়া নয় হইয়া থাকে এবং সেইজন্তু ঐতি তাহার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; শাস্ত্রদ্বারা ( সমাজ ) বহিষ্কৃত হওয়ার জন্তু' যে জ্ঞান নিন্দারূপ প্রস্তরাঘাতের ভয় করে না এবং সেইজন্তু অজ্ঞ শাস্ত্রও ( স্মৃতি আদি ) যাহাকে স্নেহধর্মরূপ পর্ষভের উপর নির্ঝালন করিয়াছে; যে জ্ঞান এইভাবে তমোগুণের প্রভাবে পাংগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; যে জ্ঞান আত্মীয়তাসম্পর্কের কোনও বাধা মানে না, কোনও পদার্থকেই নিবিদ্ধ মনে করে না,—জনশূন্য গ্রামের পরিত্যক্ত কুকুরের জায়; যে শুধু সেই পদার্থই ত্যাগ করে যাহা মুখে ধরে না, কিম্বা যাহা থাইলে মুখ জলিয়া যায়,—বাকী সব বস্তুই থাইয়া ফেলে; ( ৫৫০ ) যে জ্ঞান সেই ইন্দুরের জায় যে সোনা চুরি করিবার সময় দেখে না উহা ভাল কি মন্দ,—কিম্বা সেই মাংসানী মছুগ্নের জায়, যে শ্বেত কি কাল পশুর মাংস তাহা বিচার করে না; অথবা, বনের মধ্যে দাবানল যেমন কিছুই বিচার করে না, কিম্বা মাছি যেমন দেহ জীবিত কি মৃত বিচার না করিয়াই তাহার উপর বসে; ( খান্ত ) বস্ম করা বা পরিবেশন করা, তাজা কিম্বা পচা,—কাক যেমন তাহা বিচার করে না; তেমনি, নিবিদ্ধ বস্তু ত্যাগ করিবে, শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম আদরে স্বীকার করিবে—যে জ্ঞান বিষয় স্পর্শে এই ভেদ জানে না; যে যে বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়ে তাহাই উপভোগ্যের বিষয়—ইহাই মনে করিয়া ( যে জ্ঞান ) জীলোক ও অজ্ঞাত দ্রব্য শিশোদরকে বাটিয়া দেয়; পানীয় জল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তাহার বিচার করে না,—তাহাতে তুষা মিটিবার স্তম্ভ হইবে



ইহাই শুধু দেখে ; তেমনিই, খাড়াখাড়া বা নিশ্চ্যানিশ্চা ( নিবিদ্ধ বা অনিবিদ্ধ )  
 বিচার করে না—মুখে বাহা খাইতে ভাল লাগে তাহাই পবিত্র—ইহাই  
 তাহার নিশ্চিত জ্ঞান ; আর, জীজ্ঞাতি সব্বদে স্বগিস্থিই তাহার একমাত্র  
 মানবও,—তাহাদের সহিত শারীরিক সব্বদে স্থাপন করাই তাহার একমাত্র  
 উদ্দেশ্য<sup>১</sup> ; বাহার দ্বারা কোনও স্বার্থসিদ্ধি হয় সেই পরমাত্মীয়, দেহসব্বদে  
 ( আত্মীয়বন্ধনের সহিত শারীরিক সব্বদে ) কিছুই নহে—এই মনোভাব যে  
 জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয় ; সমস্ত বস্তুর স্বত্বের অন্ন ( মৃত্যুই সব কিছু গ্রাস  
 করে ), অগ্নি সব কিছুই জালাইয়া দেয়,—তেমনি তামস জ্ঞান সারা জগৎকেই  
 নিজস্ব ধন ( উপভোগ্য ) মনে করে ; ( ৫৬০ ) এইভাবে, যে মনে করে  
 সারা বিশ্বেই শুধু উপভোগের বিষয় ব্যাপিয়া আছে,<sup>২</sup> তাহার একমাত্র ফলপ্রাপ্তি  
 হয়—তাহা দেহের পোষণ ; আকাশ হইতে পতিত ( বর্ষা ) জলের যেমন  
 কিছুই একমাত্র আশ্রয়, তেমনি ( তামস জ্ঞানের ) সব কৃত্যই উন্নয়পুষ্টির জন্ম  
 হয় ; শুধু ইহাই নহে ;—স্বর্গ ও নরক আছে, এবং ‘প্রবৃত্তি’ ও ‘নিবৃত্তি’ই স্বর্গ ও  
 নরকপ্রাপ্তির হেতু—এ সমস্ত বিষয়ে বাহার অন্ধকারসদৃশ জ্ঞান ( অর্থাৎ যে  
 সম্পূর্ণ অজ্ঞ ) ; ‘এই দেহখণ্ডই আত্মা’ ‘পাষণ্ড প্রতিমাই ঈশ্বর’—বাহার<sup>৩</sup> প্রেম  
 ( বুদ্ধি ) ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জানে না<sup>৪</sup> ; এইজন্ম ( যে জ্ঞান বলে )  
 ‘দেহপাতের পর সমস্ত কৃতকর্মের সহিত আত্মা নষ্ট হইয়া যায়, তখন কর্মের  
 ফলভোগের জন্ম আত্মা কোন আকারে থাকিবে ?’ অথবা, ‘ঈশ্বর কর্তৃ  
 দেবিতা তাহার ফল ভোগ করান—ইহাই যদি সত্য হয় তবে সেই দেবতাকে  
 বেচিয়া খাইলেই হয় !’ ‘গাঁয়ের ( প্রস্তরনির্মিত ) দেবলেশ্বরই যদি সত্যই  
 নিয়ামক হন, তবে দেশের পর্বত কি স্থির হইয়া বলিয়া থাকিবে ?’ এই-  
 ভাবে, যদিও কদাচিৎ দেবতাকে মানে, তবে তাঁহাকে পাষণ্ডমাত্র বলিয়াই  
 জানে, আর মহত্ত্বের দেহকেই আত্মা বলে ; যে জ্ঞান পাপপুণ্যকে মিথ্যা  
 বলিয়া জানে, এবং অগ্নি-মুখে ত্রব্যের দ্বারা সমস্ত ভোগ্য বস্তুই উপভোগ করা<sup>৫</sup>  
 হিতকর মনে করে ; চর্মচক্ষুতে বাহ্য দৃষ্টীগোচর হয়,<sup>৬</sup> ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে যে

১ বন্ধ, বন্ধন ;

২ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে—“শুধু উপভোগের বিষয় মনে করে”;

৩—৩ বুদ্ধি করে না ;

৪ উপভোগ করিয়া বেড়ান ;

৫ প্রশংসা করে ;

বস্তুর সাধুৰ্য্যে বোহিত হয়, তাহাই সত্য—এই বিশ্বাস যে জ্ঞান উৎপন্ন করে ; ( ৫৭০ ) আর অধিক কি বলিব ? হে পার্থ, এই আত্মা এমনভাবে বাড়িতে থাকে—যেমন ধোঁয়ার কুণ্ডলী বুধাই আকাশে উঠে ; যেমন ভেঁড়ী\* তাজা বা শুষ্ক অবস্থায় উপযোগী হয় না, এবং বাড়িতে বাড়িতে আগনিই নষ্ট হইয়া যায় ; অথবা, ইক্ষুদণ্ডের অগ্রভাগের শুষ্ক, বা নপুংসক মল্লয়, বা গাবেদীর বন † যেমন উপযোগী হয় না ; অথবা, বালকের ( চঞ্চল ) মন, কিবা চোবের চুরি করা ধন, অথবা ছাগলের গলার স্তন যেমন ( নিফল হয় ), তেমনি যে জ্ঞান ব্যর্থ ও নিস্তেজ দেখায় তাহাকে আমি ‘তামস’ জ্ঞান বলি ; জন্মান্ধের চক্ষুকে ভাল বলিলে বাহা বুঝায়, ইহাকে ‘জ্ঞান’ নামে অভিহিত করিলে তাহাই বুঝায় ; কিবা বধির ব্যক্তির কানকে সুন্দর বলিলে, অপেক্ষকে ( মস্তকে ) ‘পানীর’ বলিলে বাহা বুঝায়, এই তামস জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ বলিলে তাহাই বুঝায়—‘জ্ঞান’ ইহার একটি অপনাম বা অর্থার্থ নাম ; আর কত বর্ণনা করিব ? এই যে জ্ঞান—ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে—ইহাকে প্রত্যক্ষ অন্ধকার বলিয়া জানিবে ; হে শ্রোতৃশিরোমণি—এইভাবে ত্রিগুণজাত তিন প্রকারের জ্ঞান ও তাহাদের লক্ষণ আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিলাম ।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম্ম যন্তং সাংখ্যিকমুচ্যতে ॥ ২৩

এখন, হে ধনুর্ধর, এই তিন প্রকারের জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা কর্তার সব ক্রিয়া গোচরীভূত হয় ; এইজন্য, প্রবাহের জল যেমন সন্মুখের দিকে যায়, তেমনি কৰ্ম্মও ( এই ত্রিবিধ জ্ঞানের ) তিনটি পথে চলিতে থাকে ; ত্রিবিধ জ্ঞানের ( ভেদের ) জন্য যে ত্রিবিধ কৰ্ম্ম হয়, তাহাদের মধ্যে আমি প্রথমে সাংখ্যিক কৰ্ম্মের লক্ষণ বলিতেছি, শুন ; পতিব্রতা স্ত্রী যেমন আপনার পিত্র পতিকে আলিঙ্গন দেয়, † তেমনি স্বাধিকারাত্মক যে কৰ্ম্ম স্বভাবতঃ অঙ্গে আসিয়া পড়ে ; শ্রাম অঙ্গে যেমন চন্দন, প্রমদ্যার লোচনে যেমন অঞ্জন ( শোভা পায় ), তেমনি স্বাধিকার অঙ্গদ্বারা যে কৰ্ম্ম নিত্য আচরণ করিতে

\* একপ্রকার জলজীবাণু ;

† মনসাজাতীয় ঝড় ;

১ নিরীক্ষণ করে

হয়, তাহা ভূষণরূপ হয়; নিত্যকর্ম স্বভাবতঃই ভাল, তাহার সহিত নৈমিত্তিক কর্ম মিলিত হইলে, সোনার সহিত স্বর্ণরূপ যুক্ত হইলে যেমন হয় তেমনি হয়; আর মাতা যেমন আপন শরীর, আত্মা ও সম্পত্তি দ্বারা সন্তানকে পালন করে এবং তাহাতে তাহার জীবনে কোনও কষ্ট হয় না<sup>১</sup>; তেমনি, যে সর্বান্তঃকরণে কলের আশা না করিয়া কর্ম অহুষ্ঠান করে, সে সর্ব কর্ম একেবারে ব্রহ্মকেই অর্পণ করে; আর প্রিয়জন আসিলে তাহার সংকার করিতে দৌড়ায়<sup>২</sup> এবং কিছু অবশিষ্ট রহিল কিনা তাহার বিচার করে না,<sup>৩</sup> তেমনি সংকর্ম করিবার সময় যদি নিত্যকর্ম বন্ধ হইয়া যায়; তবে, কর্ম করা হইল না বলিয়া কোনও খেদ না করা, বা মনে কোনও ঘেব (রাগ) পোষণ না করা, আর কর্ম সুসিদ্ধ হইলে তাহাতে আনন্দে উৎফুল্ল না হওয়া; এই রীতি অহুসারে যে কর্মের অহুষ্ঠান করা হয়, হে ধনঞ্জয়, তাহাকে সাত্ত্বিক গুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে; (৫২০) ইহার পর তোমাকে রাজস কর্মের প্রকৃত লক্ষণের কথা বলিব,—ইহাতে যেন তোমার মনোযোগ শিথিল না হয়।

যন্তু কামেঙ্গুনা কর্ম সাহস্মারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥

মূর্খ যেমন নিজের ঘরে পিতামাতার সহিত ভাল কথা বলে না, অথচ (বাহিদে) সারা বিশ্বের সহিত আদরপূর্বক ব্যবহার করে; কিষা, তুলসী-গাছে দূর হইতেও এক ফোঁটা জল দেয় না, অথচ দ্রাক্ষালতার শিকড়ে দুধ ঢালে; তেমনি, (রাজস কর্তা) আবশ্যকীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্মচারণ বিষয়ে—যেখানে বসিয়া থাকে সেস্থান হইতে উঠিতেও চায় না; (অথচ) অল্প কাম্য কর্মের নামে দেহপাত হইলে বা সর্বস্ব ব্যয় করিলেও তাহা বথেষ্ট হইল মনে করে না; বীজ বপনের সময় যেমন কেহ বলে না ‘অনেক বীজ খরচ হইল’ (‘বথেষ্ট হইল’), তেমনি দেড়গুণ লাভের জন্য খরচ করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না; কিষা, পরল পাথর হাতে আসিলে, উন্নতি করিবার

১-২ নিজের মনে কোনও কষ্ট হয় না; নিজের জীবনের স্থিতির কথা চিন্তাই করে না;

৩ স্বভাবতঃ;

৪ বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“(তাহাকে ভোজনে বসাইয়া) যেমন কোনও জিনিস রহিল কি ফুরাইল এই ভাবনাই হয় না”;

ইচ্ছায় যেমন কেহ লৌহখণ্ড কিনিবার জন্ত সর্বসম্পত্তি বেচিয়া দেয় ; তেমনি, ( রাজস কর্তা ) ফলের আশা করিয়া অনেক কঠিন কাম্য কর্ম করিয়া যায়, পরন্তু মনে করে ‘অল্পই করিয়াছি’ ; ফলপ্রাপ্তি কামনা করিয়া কাম্য কর্ম যতই আশ্রুক না কেন সমস্তই স্বথাবিধি ও পরিপাটিভাবে সম্পন্ন করে ; আর, কৃতকর্মের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্ত নিজমুখে ডকা বাজাইয়া তাহার ঘোষণা করে ; ( ৬০০ ), তেমনি, কর্তৃত্বের অহঙ্কারে ক্ষীত হইয়া নিজের পিতা বা গুরুকেও মানিতে চায় না—কালজর যেমন কোনও ঔষধই মানে না ; তেমনি সাহকারে, এবং ফলাকাজী হইয়া মনুষ্য যে যে কর্ম সাধরে আরম্ভ করে ; তাহা অনেক কষ্ট সহ করিয়া সম্পন্ন করে—বাজীকর যেমন জীবিকা নির্বাহের জন্ত কষ্টসাধ্য খেলা দেখায় ; এক কণা ততুলের জন্ত মূষিক যেমন পর্বত খুঁড়িয়া ফেলে, কিংবা শৈবালের জন্ত দর্দূর ( ডেক ) যেমন সমুদ্র আলোড়ন করে ; দেখ, সাগুড়ে শুধু ভিকার বেশী কিছুই পায় না তথাপি সাপ লইয়া ঘোরে,—ইহাতে কি লাভ হয় ? কেহ কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়াই আনন্দ পায় ; যথেষ্ট বলা হইল ; পিপীলিকা যেমন এক-কণা শস্তের জন্ত পাতাল পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, তেমনি স্বর্গস্থলের লোভে ইহারা পরিশ্রম করে ; এই যে সক্রোধ ( কষ্টকর ) কাম্যকর্ম—ইহাকেই ‘রাজস’ কর্ম বলিয়া জানিবে—এখন ‘তামস’ কর্মের লক্ষণ শুন ।

অনুবন্ধঃ ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যন্তুতামসমুচ্যতে ॥ ২৫

যে ক্রোধ নিন্দার অঙ্কার-ধাম, এবং যে কর্মের জন্ত নিষেধের জন্ত সার্থক হয়, তাহাই তামস কর্ম ; জলের উপর বেথা টানিলে তাহা যেমন মিলাইয়া যায়, তেমনি এই কর্মের অনুষ্ঠানের পর কোনও ফলপ্রাপ্তি দেখা যায় না ; কিংবা কাঁজী ( ফেন ) কে মন্থন করিলে, নির্দোষিত কয়লায় ফুঁ দিলে, বা ঘানিতে বালুকা পেষণ করিলে যেমন কিছুই পাওয়া যায় না ; ( ৬১০ ) অথবা, ভূমিকে ঝাড়া, বা আকাশকে ফুঁড়িবার চেষ্টা করা, কিংবা বায়ুকে ধরিবার জন্ত জাল বিস্তার করা ; এই সব কাজ যেমন একেবারে নিফল হইয়া নষ্ট হয়, তেমনি,

যে কর্ণের অঙ্কঠান করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায় ; অন্তথায় ( ব্যর্থ না হইলেও ), নরবেহরূপ ( অমূল্য ) ধন ব্যয় করিয়া যে কর্ণের আচরণ করিলে জগতের সমস্ত সুখ নষ্ট হয় ; কমলবনের উপর কাঁটার জাল টানিলে যেমন নিজেরই পরিশ্রম হয়, কমলদলও নষ্ট হয় ; কিম্বা, পঁতজ যেমন দীপের উপর ঘেববশতঃ কাঁপাইয়া পড়িয়া নিজের অঙ্গ পোড়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে জগতের চক্ষু হরণ করে ( অন্ধকার করে ) ; তেমনি, নিজের সর্বস্ব ব্যয় করিয়া দেহের কতি করিয়াও যে কর্ণের দ্বারা অপরের অহিত সাধন ( হানি ) করা হয় ; মক্ষিকা ( খাণ্ডের সহিত ) ময়ূরের উদরস্থ হইয়া আপনি মরে, অপরকেও বমন করাইয়া কষ্ট দেয়—যে কর্ণের আচরণ মক্ষিকার এই দুষিত ব্যবহারকে শ্রবণ করাইয়া দেয় ; এই কর্ম করিবার জন্য আমার সামর্থ্য আছে কি নাই তাহা বিচার না করিয়াই,—আমার শক্তি ( সংস্থান ) কতখানি, কার্যের প্রসারই বা কত, এই কার্য করিলে কি প্রাপ্তি ( বা প্রতিষ্ঠা ) হইবে ; এইসব বিষয় বিচার না করিয়াই ( ‘অবিবেকের পায়ের নীচে মাড়াইয়া’ ) লাভিমাণে ঐ কর্ম করিতে উজ্জত হয় ; ( ৬২০ ) অগ্নি যেমন আপনার ঘর ( আশ্রয় ) জ্বলাইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, কিম্বা সমুদ্র যেমন নিজের সীমানা উল্লঙ্ঘন করিয়া উছলিয়া উঠে ; ছোটবড় বিচার করে না, অগ্রপশ্চাৎ দেখে না, মার্গামার্গ ( পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু ) একাকার করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয় ; তেমনি, যে কর্ম কৃত্যাকৃত্য একত্রে মিশাইয়া ফেলে আপন পর বিচার করে না, সেই কর্ম নিশ্চিত ‘তামস’ কর্ম, জানিবে ; এইভাবে, হে অর্জুন, গুণত্রয়ের বিভিন্নতার জন্য ত্রিবিধ কর্মের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, যুক্তি লহকাবে আমি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি ।

মুক্তসঙ্কোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ ।\*

সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিবকারঃ কৃর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

এখন কর্ম্মাভিমান পোষণ করিয়া যে কর্ত্তা কর্মের অঙ্কঠান করে সে জীবও ত্রিবিধতা প্রাপ্ত হয় ; একই পুরুষ যেমন চতুরাশ্রমের\* চার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি কর্মের ভেদে কর্ত্তাও ত্রিবিধ হয় ; এই তিনটির মধ্যে এখন

\* ব্রাহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ।

‘সাদিক’ (কর্তার) কথা বলিতেছি তুমি দত্ত-চিত্ত হইয়া (পূর্ণ মনোবোগ দিয়া) জ্বলন কর; মলয় পর্বতের (উত্তম প্রকারের) চন্দন বৃক্ষের শাখা যেমন কলের আশা ত্যাগ করিয়া ঋজুভাবে বাড়িয়া যায়; কিবা, ফলপ্রদান না করিয়াই যেমন নাগবল্লীর লতা (পান) সার্থক, তেমনি তিনি (কলের আশা ত্যাগ করিয়া) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিয়া যান; পরন্তু, ফলশূন্যতার জন্য তাঁহার কর্ম বিফল হয় না, কারণ, হে পাণ্ডুহৃদ, ফলের কি কখনও ফল হয়? (৬৩০) আর কৃত্য (করিবার যোগ্য) কর্ম তিনি অনেক করিয়া যান, পরন্তু ‘আমি কর্তা’ একথা কখনও বলেন না (কর্তৃত্বের অভিমান পোষণ করেন না)—বর্ষাকালে যেমন মেঘবৃন্দ (বারির্বর্ষণ করে); তেমনি ভাবে পরমাত্মাকে অর্পণ করিবার যোগ্য কর্মসমূহ করিয়া যান; কাল (যোগ্য সময়) উল্লঙ্ঘন করেন না, শুদ্ধস্থানে কর্মের অহুষ্ঠান করেন, এবং শাস্ত্রের দীপবর্তিকা দেখিয়া (শাস্ত্রবিধি অনুসারে) ক্রিয়া নির্ণয় করেন; মনোরুত্তি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য (একতা) করিয়া চিত্তকে কলের দিকে যাইতে দেন না, এবং নিয়মের শৃঙ্খল বহন করেন; নিরোধ (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) সহ করিবার জন্য তিনি স্মৃতি ধৈর্য্য অবলম্বন করিবার সজীব চিন্তা<sup>১</sup> নিরন্তর বহন করেন (অর্থাৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ পালন করিবেন ইহার উপায় নিরন্তর চিন্তা করেন); আর, আত্মপ্রাপ্তির স্বপ্নের জন্যই কর্ম করিয়া যান, এবং দেহ-স্বপ্নের জন্য<sup>২</sup> লালায়িত হন না; এইভাবে নিজ দূরে যায়, ক্ষুধার অহুভূতি থাকে না, শারীরিক পুণ্ড অঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে না; পুট দিয়া খাদ জালাইলে সোনা যেমন (শুদ্ধ) হয়,<sup>৩</sup> তেমনি ইহারও কর্মে অধিকাদিক উৎসাহ বাড়িতে থাকে; সত্যই যদি মনে প্রীতি থাকে, তবে জীবনই তুচ্ছ করা যায়, (সহমরণে গিয়া) অগ্নিতে প্রবেশ করিতে কি (ভয়ে) রোমাঞ্চ হয়?<sup>৪</sup> হে ধনঞ্জয়, আত্মপ্রাপ্তির জ্ঞায় প্রিয়বস্ত লাভ করিবার জন্য ঔৎসুক্য (প্রীতি) প্রবল হইলে যদি দেহের কষ্ট<sup>৫</sup> হয়, তাহাতে কি মনে বেদ হয়? (৬৩০) এই<sup>৬</sup> জন্য, যেমন যেমন (বিষয়) স্বপ্ন নষ্ট হয় এবং দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কর্মের আচরণে

১ দেহস্বপ্ন প্রাপ্তির জন্য;

২ গুণন কমিলেও কলের বৃদ্ধি হয়;

৩ সত্যের রোমাঞ্চ হয়;

৪ সিদ্ধতা (পূর্ণতা);

৫ ক্ষুধার ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই;

আনন্দও বিত্তও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; এইপ্রকার কর্মের আচরণ করিতে করিতে যদি কোনও এক সময় তাহা বন্ধ হইয়াও যায় ; তবে ঐ কার্য শেষ না হওয়ার জন্ত বাহার মনে কোনও খেদ হয় না—যেমন পর্তুগীজ হইতে পড়িয়া গেলে গাড়ী নিজের জন্ত দুঃখ করে না ; অথবা আরক কর্মের পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইলেও সেই কর্মের প্রতিষ্ঠার জন্ত অন্ন ঘোষণা করেন না ; হে পাণ্ডুরূত, কর্মের আচরণে এই সব লক্ষণ বাহার মধ্যে দেখা যায় তত্বতঃ তাঁহাকে ‘সাত্বিক’ কর্তা বলা হয় ;

রাগী কর্মফলপ্রেম্পুর্নুর্ন্বকো হিংসাত্মকোহুচিৎ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকৌণ্ঠিতঃ ॥ ২৭

হে ধনঞ্জয়, এখন ‘রাজস’ কর্তার লক্ষণ এই যে সে জগতের সর্ব বাসনার আবাসস্থল ; গাঁয়ের আবর্জনা যেমন আঁতাকুড়ে জমা হয়, কিম্বা যত অমূল্য পদার্থ যেমন অশানে আসিয়া ঠাঁই পায় ; তেমনি, যে বিশ্বের বাবতীয় কামনা-বাসনারূপ দোষের পদপ্রক্ষালনের স্থান ; এইজন্ত, যে কর্ম হইতে দৈম্পিত্য ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেই কর্মই যে আগ্রহের সহিত আরম্ভ করে ; আর আপনার অজ্ঞিত সম্পত্তির এক কড়িও খরচ করিতে চায় না এবং সর্বক্ষণ তাহা নিজের প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকে ; ( ৬৫০ ) কৃপণের জায়’ নিজের ধন রক্ষা করে, তেমনি পরের ধন অপহরণ করিতে দক্ষ হয়—বক যেমন মৎস্ত ধরিবার জন্ত ধ্যান করিয়া বসিয়া থাকে ; আর, বদরী বৃক্ষ যেমন কাছে আসিলে কাঁটা দ্বারা আটকায়, ধরিলে অঙ্গ বিদীর্ণ করে, ফলের ( ভীত অন্নবাদে ) অন্তরকে ( জিহ্বাকে ) কষ্ট দেয় ; তেমনি, যে কায় মনোবাক্যে অপরকে নানাপ্রকার দুঃখ দেয়—নিজের স্বার্থ সাধন করিতে অপরের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখে না ; তেমনি স্বতঃ যে কাজ আরম্ভ করে তাহা করিতে সক্ষম না হইলেও তাহা হইতে বিরত হয় না,—যে কার্য মনে রুচিকর বোধ হয় না তাঁহাই ত্যাগ করে<sup>১</sup> ; ধূতুরার ফল যেমন অন্তরে মত্ততাজনক ও বাহিরে দূষিত ( কণ্টকপূর্ণ ), তেমনি বাহার অন্তর ও বাহিরের শুচিতা দুর্বল ; আর, হে ধনঞ্জয়, কৃতকর্মের ফলপ্রাপ্তি হইলে যে

আনন্দে আত্মহার্য্য হইয়া বৃদ্ধান্ত দেখাইয়া ( অপরকে ) উপহাস করে ; অথবা, আরও কর্ষ যদি সম্পূর্ণভাবে সফল না হয় বা নিফল হয়, তবে শোকে ( ব্যাকুল হইয়া ) জীবনকে ধিকার দেয় ; যাহাকে এইরূপ কর্ষে লিপ্ত দেখা যায়, তাহাকে নিশ্চিতভাবে ‘রাজস’ কর্ত্তা বলিয়া জানিবে ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘমুত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

এখন ইহার পর কুর্ষের আকর, তামস কর্ত্তার লক্ষণ বলিতেছি ; অঙ্গ স্পর্শ করিলে অল্প বস্তু কিভাবে জলিয়া উঠে, তাহা যেমন অগ্নি জানে না ; ( ৬৬০ ) শত্রু যেমন জানে না তাহার তীক্ষ্ণধার কি প্রকারে অস্ত্রের জীবন নাশ করে, কিম্বা, কালকূটের যেমন নিজের ( ঘাতক ) কৃত্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাকে না ; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, যে নিজের সম্মুখে পড়িলে অপরকে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না,—যে এইরূপ দুর্ষ্ম আরম্ভ করিয়া চালাইয়া যায় ; ঘূনি-বাত্যায় বায়ু যেমন অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া বেগে ধাবিত হয়, তেমনি যে ঐ কর্ষ করিবার সময় কাহার কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিয়াও দেখে না ; হে ধনঞ্জয়, যাহার কথা ও কাজে মিল নাই, তাহার তুলনায় পাগলের মূল্য কি ? ( অর্থাৎ সে পাগলেরও অধম ) ; আর বলদের আশ্রয়ে থাকিলে যেমন পোষণ হয়, তেমনি যে ইন্দ্রিয়ের পরিবেশিত ভোগে আপনাকে জীবিত রাখে ; কিম্বা, বালকের যেমন হাসিকান্নার কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই—তেমনি ভাবে যে উচ্ছ্বল জীবন যাপন করে ; যে প্রকৃতির ( মায়ার ) বশীভূত হইয়া কৃত্যাকৃত্যের সংবাদ রাখে না ( বিচার করিতে জানে না ) এবং আবর্জনাভূষে যেমন জঞ্জাল ভরিয়া উঠে তেমনি আত্মভৃগুতে জুলিয়া উঠে ; এইজন্ত অহঙ্কারে ফুলিয়া ঈশ্বরের কাছেও মাথা নোয়ায় না, এবং ঐক্যতো পর্ত্তকেও হার মানায় ; আর মন যাহার কপটতায় পূর্ণ, যাহার আচরণ চোরের স্তায়, যাহার দৃষ্টি সত্যই পণ্যজন্য প্রেমের স্তায় ; বেশী কি বলিব ? তাহার দেহ কপটতায় তৈয়ারী, তাহার জীবনই জুরাড়ীদের আড্ডা ; ( ৬৭০ )

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তামস যেমন বলদের পেটের নীচে লাগিয়া থাকে” ;

১-২ কৃত্যাকৃত্যের আবাদ জানে না ; ৩ কালিয়ার ভরা ; ৪ মূর্খ ;



তাহার আবির্ভাব তো আবির্ভাব নহে, উহা বার্ষাবেরী লোভী ভীলদের গ্রাম  
 সন্থন, এইজন্য তাহার পথেও বাতায়িত করা উচিত নহে ; আর অপরের  
 সৎকর্ষ বাহার মনে বৈরতাব উৎপন্ন করে—যেমন, দুই লবণ মিশাইলে  
 তাহা অপের হয় § ; 'স্বপক কোন পদার্থ' অগ্নির মধ্যে কেলিলে যেমন জলিয়া  
 উঠিয়া অগ্নিই হইয়া যায় ; অথবা, হে কিরীটি, যেমন উত্তম খাত্তব্যগুলি  
 শরীরের মধ্যে গিয়া মল হয় ; তেমনি, বাহার মনের মধ্যে অপরের ভাল কিছু  
 গেলে তাহা সমস্ত বিরুদ্ধ হইয়া বাহির হয় ( অপরের ভাল কিছু দেখিতে বা  
 শুনিতে পারে না, বিরুদ্ধতাব পোষণ করে ) ; যে শুণকে দোবে পরিণত করে,  
 অল্পতকে বিধ করে,—যেমন সর্পকে দুধ দিলে তাহা বিষ হইয়া যায় ; আর  
 যদি কোনও লময়ে এক্রপ ( যোগ্য ) শুভকর্মের স্বযোগ উপস্থিত হয় বাহাতে  
 তাহার ঐহিক জীবন সার্থক হইতে পারে এবং পরলোকেরও কল্যাণ হয় ;  
 তখন নিজা আশিয়া স্বতঃই শরীরকে অভিভূত করে—আর দুর্কর্ম করিবার  
 সময় নিজা যেন অপরিজ্ঞতার ভয়ে দূরে পলায়ন করে ; দেখ, দ্রাক্ষারস কিখা  
 ইক্ষুরসের\* লময় যেমন কাকের মুখে রোগ হয়, কিখা দিনের বেলায় যেমন  
 পেচক চক্ষুর দৃষ্টি হারায় ; তেমনি, শুভকর্মের স্বযোগ ( কল্যাণকাল )  
 আসিলে তাহাকে আলস্তে গ্রাস করে, আর অগ্রায় কর্ম করিবার সময় আলস্ত  
 তাহার কথামত কাজ করে ; ( ৬৮০ ) সমুদ্রের গর্ভে যেমন অনির্কীর্ণ বড়বাগি  
 জলে, তেমনি বাহার অন্তঃকরণে সর্কদা বিবাদ ( মৎসর ) ভরিয়া থাকে,  
 ( অপরের ভাল দেখিয়া যে বিষন্ন হয় ) ; অগ্নি থাকিলেই যেমন ধোঁয়া হয় †  
 কিখা আপানবাসু যেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তেমনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত যে বিষাদে  
 ( ঘেব, মাৎসর্য ) ভরিয়া থাকে ; আর, হে বীর, যে কল্লাস্তের পবেও প্রত্যক্ষ  
 কল প্রদান করিবে এই আশায় কাম্য কর্ম করিয়া যায় ; জগতের বাহিরের  
 লোকের ( স্বর্গাদির ) দুশ্চিন্তা সর্কদা চিত্তে পোষণ করে, পরন্তু বাহা করে  
 তাহা হইতে তুণ পর্য্যন্ত লাভ হয় না ; লোকের মধ্যে এমন যে যুগ্মমান  
 পাপপুঞ্জ দেখা যায় তাহারাই নিঃসংশয়ে 'তামল' কর্ত্তা ; হে স্বজন চক্রবর্ত্তি

§ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“যেমন দুই লবণ মিশাইলে হয়” ;

১-২ কিখা কোনও ঠাণ্ডা পদার্থ, কিখা হবির দ্বার পদার্থ,

৩ আম্রসের ;

† প্রথম চরণের পাঠান্তর—“যুগ্মের অগ্নি যেমন ধোঁয়ায় ভরিয়া থাকে” ;

(সম্মতনির্বোধিনি) অর্জুন, এইভাবে তোমাকে কর্ণ, কৰ্তা ও জ্ঞান এই তিনটির ত্রিবিধ লক্ষণের কথা বুঝাইয়া বলিলাম।

বুদ্ধৈর্ভেদং ধৃতৈশ্চৈব গুণতদ্বিবিধং শৃণু।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভেদন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

এখন অবিচার গ্রামে, মোহের বস্ত্র পরিধান করিয়া, সংশয়রূপ সর্ক অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া; (জীব) যে বুদ্ধিরূপ দর্পণে আত্মনিশ্চয়ের মূর্ত শোভা দেখিতে পায়, সেই বুদ্ধি ও তাহার গতি তিন প্রকারের। সম্বাদি গুণ এই জগতের মধ্যে কোন্ বস্তুকে ত্রিধা বিভক্ত করে নাই? এই সৃষ্টিতে এরূপ কাঠ কোথায়? আছে বাহ্যের মধ্যে অগ্নি নিহিত নাই? তেমনি, হে কীরীটি, দৃষ্ট কোন্ বস্তু আছে বাহ্য ত্রিবিধ নহে? (৬২০) এইজন্ত, এই তিনটি গুণ বুদ্ধিকেও ত্রিগুণসম্পন্ন করিয়াছে—ধৃতিও তেমনি ত্রিধা বিভক্ত; এখন পৃথক পৃথক লক্ষণ সহ ইহাদের ভেদের কথা বিশদভাবে বিস্তার করিয়া বলিব; পরন্তু, হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি ও ধৃতির মধ্যে প্রথমে বুদ্ধির ভেদের লক্ষণগুলি বলিব; হে বীর অর্জুন, এই সংসারের বস্ত্র জীব আছে তাহাদের উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট—এই তিনটি চলিবার মার্গ আছে; সাত্বিক, রাজস ও তামস গুণ-বিশিষ্ট এই তিনটি মার্গই প্রসিদ্ধ—ইহারাই জীবের সংসারভয়ের কারণ;

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকাৰ্য্যে ভয়াভয়ে।

বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০

এইজন্ত, ইহাদের মধ্যে নিত্যকর্মই উত্তম (সর্বশ্রেষ্ঠ)—বাহ্য অধিকার-সম্বত, এবং বিধির প্রবাহে, স্বাভাবিক ক্রমাহুসারে, প্রাপ্ত হওয়া যায়; শুধু আত্মপ্রাণিরূপ কলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই নিত্যকর্ম করিতে হয়—তৃষ্ণার্ত মনস্ত যেমন জলপান করে; এইভাবে অহুষ্টিত নিত্যকর্ম বিবম জয়ভয় দূর করিয়া মোক্ষসিদ্ধির (পথ) সুগম করিয়া দেয়; যে এইরূপ নিত্যকর্ম উত্তমভাবে করে, সে সংসারভয় হইতে মুক্ত হয়, এবং এই করণীয় কর্ম

১ কোন;  
কায় ও সিদ্ধি;

২ করণীয়, কাম্য, নিবৃত্তি; অকরণীয়, কাম্য, নিবৃত্তি; অকারণ,

করিয়া সুস্বপ্নের যোগ্য (ভাগী) হয়; যে বুদ্ধি নিত্যকর্মের দ্বারা যোক-  
প্রাপ্তি হইবে এ বিষয়ে গভীর (ভরসা) আস্থা পোষণ করে; ( ৭০০ ) এবং  
এইজন্ত নিবৃত্তির ভিত্তির উপর রচিত প্রবৃত্তিমার্গে চলে—সে কেন এই কর্মের  
মধ্যে বাঁপাইয়া পড়িবে না (ডুবিবে না)? তৃত্যর্জ প্রাণী জল পাইয়া  
বাঁচে, বস্ত্রায় পড়িলে নৌকাই বাঁচায়, অন্ধরূপে সূর্য্যের কিরণই একমাত্র  
পথি; অথবা, পথ্যের সহিত ঔষধ সেবন করিলেই রোগের আক্রমণ হইতে  
বাঁচা যায়, কিম্বা জলই যেমন মৎস্যের জীবন; এই সব অবস্থায় জীবনের  
যেমন ভয় থাকে না, তেমনি এই নিত্যকর্মের আচরণ করিলে যোক-প্রাপ্তি  
হয়; বাহ্যিক এই প্রকার শুদ্ধ, উত্তম জ্ঞান আছে, এবং যে কোন কর্ম  
করিলে তাহা নিশ্চিত বৃত্তিতে পাবে; যে সব কাম্য কর্ম সংসারভয়দায়ক, এবং  
বাহ্যিক উপর নিবেদনের দ্বারা পতিত হইয়াছে (নিবিদ্ধ কর্ম); সেই সব  
অনাচারগীর কর্ম,—বাহ্যিক দৈবযোগে পূর্বজন্মের প্রবৃত্তির ফলস্বরূপ, জন্ম-  
মরণের ভয় আনয়ন করে; অগ্নির মধ্যে যেমন প্রবেশ করা যায় না, অর্থে  
জলে যেমন লাফাইয়া পড়া যায় না, জলন্ত গনুগনে শূল যেমন হাতে ধরা  
যায় না; কিম্বা কালসর্পকে গর্জ্জাইতে দেখিলে যেমন লোকের হাত বাড়ান  
যায় না, ব্যাঘ্রের বিবরে যেমন প্রবেশ করা যায় না; তেমনি, অকরণীয় কর্ম  
দেখিয়া যে বুদ্ধির নিঃসন্দেহে মহাত্ম্য উপস্থিত হয়; ( ৭১০ ) বিধি রক্ষণ  
করিয়া পরিবেশন করিলে যেমন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না, তেমনি যে  
বুদ্ধি নিবিদ্ধ কর্মকে বন্ধনকারক বলিয়া জানে; এই বন্ধনভয়ে ভরা নিবিদ্ধ কর্ম  
বিষয়ে যে কর্মনিবৃত্তি প্রয়োগ করিতে জানে (এইরূপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত  
হয়); এইভাবে ভালমন্দ যেমন পরখ করা হয়, তেমনি যে বুদ্ধি কার্য্য-  
কার্য্যের বিচার দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মাপ করে; তেমনি, যে বুদ্ধি দ্বারা  
কৃত্যাকৃত্য নির্ণয় সর্বদা উত্তমরূপে করা যায়, তাহাকেই সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে,  
জানিবে;

যন্ন্য ধর্মমধর্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজ্ঞানাত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

১ করণীয় কর্ম সম্বন্ধে;

২ ভূতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“প্রজ্ঞাত্তি পিতৃ হটাইয়া দেয়”

বকের গাঁয়ে যেমন কীর ও নীর ( দুধ ও জল ) একত্র মিশ্রিত করা হয়, ( অর্থাৎ জল ছইতে দুধ পৃথক করা যায় না ),—কিহা অন্ধের যেমন দিন-রাতের জ্ঞান নাই ; যে ভ্রমর ফুলের মকরন্দ ভোগ করে, সে কাঠ কোদন করিলেও যেমন ভ্রমরই ছইতে বিচ্যুত হয় না ; তেমনি, যে বুদ্ধি ধর্মার্থরূপ কার্য্যার্থ্যের প্রভেদ নির্ণয় করিতে জানে না ; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ( অর্থাৎ পরীক্ষা না করিয়া ) যে মুক্তা ক্রয় করে, কষ্টাচিৎ সে উত্তম রত্ন পায়,—না পাওয়াই তাহার ভাগ্যে জোটে ; তেমনি, দৈবযোগে যদি অকরণীয় কর্ম্ম না জোটে তবেই ঐরূপ কর্ম্ম ছইতে বিরত হয়, নতুবা যে বুদ্ধি ( করণীয় ও অকরণীয় এই ) দুটি কর্ম্মকেই এক বলিয়া জানে ; সেই বুদ্ধিকেই রাজসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে,—সামাজিক নিয়ন্ত্রণে যেমন যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়াই সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ; ( ৭২০ )

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্ততে তমসাবৃত্তা ।

সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

রাজা যে পথে চলে, চোরের পক্ষে তাহা অপ-পথ ( রাজমার্গ চোরের পক্ষে উপযোগী হয় না ),—কিহা, রাক্ষসেরা দিনকে রাজির জায় দেখে ; অথবা ভাগ্যহীন লোকের কাছে যেমন গুপ্তধন কয়লার স্তূপ হয়,—জীব যেমন আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায় ; তেমনি, যে বুদ্ধি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মকে পাতক বলিয়া মনে করে,—সত্যকে মিথ্যা বলিয়া বুঝে ; যে বুদ্ধি সমস্ত অর্থকে অনর্থ বানায়, ব্যবস্থিত ( যোগ্য ) গুণকে দোষ বলিয়া মানে ; যেই কি বলিব ? যে বুদ্ধি ক্রটি অহুমোহিত কার্য্যসমূহকে বিপরীত ( মিথিত, অকার্য্য ) বলিয়া জানে ; হে পাণ্ডুহস্ত, কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই ( অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে ) তাহাকে ‘তামসী’ বুদ্ধি বলিয়া জানিবে—রাজি কি ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার যোগ্য সময় ? ( অন্ধকার রাজির জায় এই বুদ্ধি ধর্ম্মার্থের যোগ্য নহে ) ; আত্মবোধরূপ কুমুদকে বিকশিত করিবার চন্দ্র, হে অর্জুন, তোমাকে এইভাবে বুদ্ধির তিন প্রকারের ভেদের কথা বিশদভাবে বলিলাম ;

বৃত্ত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেশ্বরিক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা বৃত্তিঃ সা পার্শ্ব সাত্বিকী ॥ ৩৩

এখন এই বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিয়া যে বৃত্তি অশেষ কর্ণে প্রবৃত্ত করায়, তাহাও ত্রিবিধ; সেই বৃত্তির তিন প্রকার লক্ষণের কথা বলিতেছি, উত্তমরূপে অবধান কর; সূর্য্য উদয় হইলে যেমন চোরের সহিত অন্ধকারও অদৃশ্য হয়, কিম্বা রাজাজার যেমন সুব্যবহারের অবসান হয়; (৭৩০) অথবা বায়ু বেগে বহিতে থাকিলে যেমন মেঘ তৎক্ষণাৎ দূর হয় এবং তাহার গর্জনও থাকিয়া যায়; কিম্বা, অগস্ত্য ঋষির দর্শনে যেমন সমুদ্র ( ভীত হইয়া ) মৌন ( শান্ত ) হয়, চন্দ্রোদয় হইলে কমলদল যেমন মুদিত হয়; আর অধিক কি বলিব? মদোন্নত হস্তী যেমন একবার পা তুলিলে, সিংহও যদি গর্জন করিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তথাপি পা থামায় না; তেমনি যে বৃত্তি অন্তরে উঠিলে মনাদির ব্যাপার শান্ত হইয়া বদ্ধ হইয়া যায়; হে কিরীটি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে গ্রহি আপনা আপনি ছিন্ন হয়, আর দশ ইন্দ্রিয় মনরূপী মাতার গর্ভে প্রবেশ করে; প্রাণবাহুর অধোজ ( নীচে ও উপরের ) পথ বদ্ধ করিয়া অস্ত্র নয়টি বাহুকে একত্রে গাঁঠবী বাধিয়া প্রাণ ( প্রাণবাহু ) মধ্যমার ( হৃদয়ার ) মধ্যে প্রবেশ করে ( লাকাইয়া পড়ে ); লব্ধ বিকল্পের বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া মনকে উলঙ্ঘ করে, এবং তখন বুদ্ধি গিয়া পশ্চাতে চূপ করিয়া বসে; এইভাবে যে ধৈর্য্যরাজ ( বৃত্তি ) মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়প্রাণের নিজ নিজ ব্যাপার ( ক্রিয়া ও ভাবণ ) বদ্ধ করাইয়া দেয়; আর ইহাদের কাড়িয়া ( বৃত্তিশূন্য করিয়া ) যোগের ধ্যানরূপ কুঠুরীর মধ্যে ( হৃদয়কোশের মধ্যে ) বদ্ধ করিয়া রাখে; পরন্তু, বতকণ না তাহাদের সম্রাট পরমাত্মা তাহাদের নিজেয় হস্তে গ্রহণ করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করিয়া যে বৃত্তি তাহাদের ধরিয়া রাখে; ( ৭৪০ ) সেই বৃত্তিই 'সাত্বিক' বৃত্তি—ইহা নিশ্চিতভাবে শুনিয়া রাখ—শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন; "আর, যে জীব শরীরী হইয়া, জিবর্গের ( ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ) উপায় অবলম্বন করিয়া, স্বর্গ ও সংসারের ঘরে—ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে বাস করে;

যয়া তু ধর্মকামার্থানু ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন ।

প্রসঙ্গেন কলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

সেই জীব যে ধৈর্যের বলে মনোরথের সাগরে, ধর্মার্থকামরূপ তরঙ্গী ভরিয়া ক্রিয়ারূপ বাণিজ্য ( কর্মের ব্যাপার ) করিতে থাকে ; যে ধৈর্যের সহায়তায় এই জীব কর্মের মূলধনকে চতুর্ভুজ বৃদ্ধি করিবার জন্ত পরিশ্রম সহ করে ; যে পার্থ, সেই ধৃতিই ‘রাজস ধৃতি’,—শুনিয়া রাখ ;—এখন তৃতীয় ‘তামস’ ধৈর্যের লক্ষণ প্রবণ কর ;

যয়া স্বপ্নঃ ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।

ন বিমুঞ্চতি হর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

কয়লা যেমন ( কৃষ্ণের মণ্ডিত ) কালিমার সমষ্টি, তেমনি বাহা সর্ব নিকটে গুণের স্বরূপ ; অহো, এই প্রাকৃত ( সামান্য ) ও হীন পদার্থকে যদি ‘গুণ’ এই মহৎ নামের<sup>১</sup> মান দেওয়া যায়, তবে রাক্ষসকে সাধু পুরুষ কেন বলিবে না ? কিছা গ্রহের মধ্যে যেটি জলন্ত অন্ধারের দ্বারা তাহাকে ‘মদল’ বলা হয়, তেমনি তমো ‘গুণ’ এই নামের সহিত যুক্ত হইয়া গৌরবান্বিত হয়<sup>২</sup> ; তেমনি, হে বীর অর্জুন, সর্ব দোষের আকর যে তমোগুণ,—তাহা দ্বারা যে মল্লযুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী হয় ; পাপ পোষণ করিলে যেমন দুঃখের অন্ত হয় না, তেমনি সেই মল্লযুদ্ধ আলস্য কাঁখে করিয়া বেড়ায়, এবং সেইজন্য নিত্যা কখনও তাহাকে ত্যাগ করে না ; (৭৫০) প্রস্তর যেমন কাঠিগত ত্যাগ করিতে পারে না, তেমনি সে দেহরূপ ধনের উপর অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ কখনও ( তাহার জন্ত ) ভয়-ত্যাগ করিতে পারে না ; আর, কৃত্রিম ব্যক্তির পাপ যেমন তাহাকে ছাড়িয়া যায় না,<sup>৩</sup> তেমনি লম্বত পদার্থের প্রতি আসক্তির জন্ত সে শোকের নিবাসস্থান হইয়া থাকে ; আর অহর্নিশি অন্তরে অসন্তোষ পোষণ করে বলিয়া বিষাদ তাহার সহিত মৈত্রী করে ( সর্বদাই বিবল থাকে ) ;

১ ‘গুণ’ ; ২ “গুণ” এই লম্বকাল নাম দেওয়া হয় ;

৩ ‘কৃত্রিম ও চতুর্ভুজ চরণের পাঠান্তর—“কৃত্রিম ব্যক্তি যেমন চট্টা করিয়াও পাপ হইতে যুক্ত হইতে পারে না” ;

রহন যেমন গম্ব ত্যাগ করে না, বা কুপখ্যাতোজী যেমন ব্যাধি হইতে মুক্ত হয় না, তেমনি সে মরণাবধি বিবাহে নিমগ্ন থাকে ; আর, বয়ল (তাকণ্য) বিত্ত ও কামবাসনার জন্ত তাহার মোহ দিন দিন বাড়িতে থাকে,—সেইজন্য ‘মদ’ (অহঙ্কার) তাহার মধ্যে সর্বদা বাস করে ; তাণ যেমন অগ্নিকে ত্যাগ করে না, জাতি ল্প যেমন ঘেষ ত্যাগ করে না, কিবা জগত্তের বৈরী-ত্ব যেমন অখণ্ড হইয়া থাকে (তর হইতে মুক্ত হওয়া যায় না) ; অথবা, কাল যেমন কোন সময়েরই শরীরকে বিন্ধিত হয় না; তেমনি তমোগুণের মধ্যে মদ সর্বদা অটল হইয়া থাকে ; এইভাবে, যে ধৃতি নিদ্রা আদি পাঁচটি দোষ তামস জীবের মধ্যে ধরিয়া থাকে তাহাকেই তামসী ধৃতি বলিয়া জানিবে”—জগত্তের প্রকৃ লীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন ; (ভগবান বলিলেন) “এইভাবে ত্রিবিধ বুদ্ধি প্রথমে যে কর্ম করিতে কৃতনিশ্চয় হয়, ধৃতিই সেই কর্মে সিদ্ধি আনয়ন করে ; (৭৬০) সূর্য্যের আলোকে পথ দেখা যায়, এবং তখন পথচারী পথ চলিতে আরম্ভ করে,—পরন্তু চলিবার কার্য যেমন বৈধ্য দ্বারা সম্পন্ন হয় ; তেমনি, বুদ্ধিই কর্মের সংকল্প করে এবং করণ সামগ্রী (ইন্দ্রিয়াদি সাধন) জোগায়, পরন্তু সেই কর্ম সম্পন্ন করিতে ধৈর্য্যের দরকার হয় ; তোমাকে সেই ত্রিবিধ ধৃতির কথা বলিলাম—বাহা দ্বারা তিন প্রকারের কর্মের নিস্পত্তি হয় ;

“সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

ইহা হইতে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাহাকে ‘সুখ’ বলে, তাহাও কর্ম অঙ্গুসারে ত্রিবিধ, জানিবে ; এই ফলরূপ যে সুখ, তাহা ত্রিগুণের সংযোগে কি ভাবে বিবিধ প্রকারের হয়, এখন তাহাই স্পষ্ট ভাবায়, উক্তরূপে বিচার করিব ; পরন্তু স্পষ্ট ভাবায় কি করিয়া বলিব ? শব্দের দ্বারা বলিলে কানের হাতের মল (কানের মল) তাহাচত লাগিবে ; সেইজন্য, বাহাকে নিরোধ করিলে অবধানই বাহিরে চলিয়া যায়—সেই অন্তরের<sup>১</sup> ধ্যান সহকারে প্রবণ কর” ; এই কথা বলিয়া ভগবান ত্রিবিধ সুখের প্রস্তাবনা করিলেন

( বলিতে আরম্ভ করিলেন )—সেই ব্যবহার কথা আমি এখন নিরূপণ করিতেছি ; ভগবান বলিলেন—“সেই স্বখত্রয়ের লক্ষণ বলিতেছি—বাহ্যর কথা বলিব বলিয়া অস্বীকার করিয়াছি,—হে প্রাজ্ঞ, এখন তাহা প্রবণ কর ; হে কিরীটি, আত্মস্বরূপ বর্ণন হইলে জীবের যে স্বখ ( আমল ) হয় তাহার কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ( ‘চক্ষুর সম্মুখে উল্কাটিত করিতেছি’ ) ; ( ৭৭০ ) দিব্যৌষধি যেমন মাত্রায় মাপে সেবন করিতে হয়, কিম্বা, ‘রসভাবনা’ দিয়া ( রসায়নক্রিয়া দ্বারা ) যেমন টিনকে রৌপ্য করা হয় ; অথবা, লবণকে জল করিতে হইলে যেমন তাহার উপর দুই চারি বার জল ঢালিতে হয় ; তেমনি, যে স্বখের লেশ মাত্র অনুভূতি হইলে, তাহার অভ্যাসের দ্বারা জীবদশার সকল দুঃখ নষ্ট হইয়া যায় ; তাহাই আত্মস্বখ—ইহা ত্রিগুণাত্মক ( গুণাত্মক ) ( ত্রিবিধ ), এখন তাহাদের প্রত্যেকটির লক্ষণ বলিতেছি ;

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎস্বখং সাত্ত্বিকং প্রাপ্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭

চন্দনবৃক্ষের অধোভাগ যেমন সর্ববেষ্টিত বলিয়া তরুণ, কিম্বা গুপ্তধনের মুখদ্বার যেমন ভূতপিশাচ দ্বারা বক্ষিত ; স্বর্গস্বখ মধুর হইলেও, তাহার জন্ত ( অনুভূতি ) বাগবজ্রাদি যেমন কঠিন সঙ্কটপূর্ণ, কিম্বা, পিতৃহ’ যেমন ত্রাসজনক সময় ; অধিক কি বলা যায় ? নীপ জ্বালাইবার পূর্বে যেমন ধোঁয়ার জ্বালা লক্ষ্য করিতে হয়, অথবা, জিহ্বায় যেমন ( তীব্র, তিক্ত ) ঔষধের স্বাদ গ্রহণ করিতে হয় ; তেমনি, হে পাণ্ডব, যে ( আত্ম ) স্বখপ্রাপ্তির প্রবেশ-দ্বারে বহুমুখরূপ সাধনের বিষয় কষ্ট লক্ষ্য করিতে হয় ; সমস্ত আগতিক পদার্থের প্রতি প্রীতি নাশ করিবার জন্ত অন্তরে এমন ( কঠিন ) বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় যে তাহা স্বর্গসংসারের সঙ্কট বন্ধনকে উৎপাটন করে ; তীক্ষ্ণ বিবেকের ‘প্রবণ’ ( অহংসম্বন্ধ ) ও কঠোর ব্রতচরণ দ্বারা বুদ্ধি আদি বৃত্তি অসার হইতে থাকে ; ( ৭৮০ ) প্রাণাপান বায়ুর প্রবাহ অস্থায়ী নাড়ীতে প্রবেশ করে ( ‘অস্থায়ী স্বখ প্রাপ্তি করে’ )—এই সব মহাকাষ্ট আরম্ভের দিকেই হয় ; চক্রবাক পক্ষীযুগলকে



যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, গোবৎসকে যদি মাতার বাঁট হইতে সরান হয়, নতুবা,<sup>১</sup> ক্ষুধিত ভিখারীকে যদি অগ্নের খালা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয় ; মায়ের একমাত্র বালক পুত্রকে যদি কাল ছিনাইয়া লয়, কিম্বা মৎস্তকে যদি জলের বাহির করা হয় ; তেমনি, বিষয়ের বর ছাড়িতে হইলে ইন্দ্রিয়-গ্রামের ঘোর যুগান্তকারী দুঃখ উপস্থিত হয়—পরন্তু, বীতরাগ বীর তাহা সহ্য করে ; এইভাবে যে স্ব্থের আরম্ভ, বাহ্য এইরূপ কাঠিছের কোণ্ডে পরিপূর্ণ,— ( পরন্তু বাহ্য অন্তে মোক্ষরূপী অমৃতপ্রাপ্তি করায় )—যেমন ক্ষীরাক্তি মহন করিয়া অমৃতলাভ হইয়াছিল ; প্রথমে দৈর্ঘ্যরূপ শঙ্কু যদি বৈরাগ্যরূপ গরল গলাধঃকরণ করে—তবেই পরে জ্ঞানামৃতলাভের আনন্দোৎসব উপভোগ করা যায় ; দেখ, দ্রাক্ষাকল বখন কাঁচা থাকে তখন তাহার ঐ অন্নস্থ কলস্ত কাঠখণ্ডের অপেক্ষাও অধিকতর তীব্র, পরন্তু পাকিলে তাহা যেমন মধুর রসে পূর্ণ হয় ; তেমনি, বখন বৈরাগ্যাদি মনোভাব আত্মজ্ঞানের প্রকাশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন বৈরাগ্যের সহিত সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় ; তখন গঙ্গা সাগরে গিয়া পড়িলে যেমন হয়, তেমনি বুদ্ধি আত্মার সহিত লীন হইলে, আপনা আপনিই অদ্বৈতানন্দরূপ ধনি উন্মুক্ত হয় ; এইভাবে, বৈরাগ্যমূল যে স্ব্থ পরিণামে আত্মাহুতবরূপ আনন্দ ( বিজ্ঞান ) প্রদান করে, তাহাকেই সাত্বিক স্ব্থ বলা হয় ; ( ৭২০ )

ত্রিষয়েঞ্জিয়সংযোগাদ্ যন্তদগ্ৰেহমৃতোপমম্ ।

পরিণামে বিবমিব তৎ স্ব্থং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

আর, হে ধনজয়, বিষয়েঞ্জিয়সংযোগে যে স্ব্থ হুকূল ছাপাইয়া উছলিয়া উঠে ; কোনও অধিকারী ( গ্রামের মালিক ) আপন গ্রামে আসিলে যেমন উৎসব হয়, কিম্বা, ঋণ করিয়া যেমন বিবাহের সমারম্ভ হয় ; অথবা রোগীর জিহ্বায় যেমন কলা ও চিনি ( যদিও .নিবিদ্ধ ) মিষ্ট বোধ হয়, কিম্বা, ‘বচনাগ’<sup>\*</sup> ( বিবাক্ত হইলেও ), যেমন প্রথমে মিষ্ট লাগে<sup>‡</sup> ; ভদ্রবেশী ঠগের

<sup>১</sup> অথবা ;

<sup>‡</sup> প্রথম চরণের পাঠান্তর—“কলস্ত কাঠখণ্ডের ভায়তীব্র”, “খাইলে তাহার খাদ তীব্র হয়” ;

<sup>\*</sup> একপ্রকার বিবাক্ত মূল বা ওষধি ;

<sup>‡</sup> তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ;

সহিত মৈত্রী বা ছুটা জীব ব্যবহার যেমন প্রথমে (সুখকর) মনে হয়, কিম্বা বহুদূরীকৃত বিচিত্র বিনোদ (রসিকতা) যেমন (আনন্দদায়ক) হয়; তেমনি বিষয়েঞ্জিয়সংযোগে যে সুখ হয়, এবং যাহা জীবকে পোষণ করে, পরন্তু, রাজহংস যেমন প্রস্তরবধোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারায়; তেমনি সমস্ত অর্জিত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণও বিনষ্ট হয় এবং অকৃত (পুণ্য)-রূপ ধনের পুঞ্জিও কয়প্রাপ্ত হয়; আর, পূর্বে যে সুখ ভোগ করিয়াছে তাহা অপেক্ষ মত অদৃশ্য হয়, আর কেবল সর্বস্বহানির কষ্টের মধ্যে লুটাইতে হয়; এইভাবে, ইহলোকে যে সুখের এই পরিণাম দেখা যায়, তাহা পরলোকে বিষতুল্য হইয়া দাঁড়ায়; কারণ যেখানে ইঞ্জিয়গ্রামকে প্রেয়স দিয়া, ধর্মের ক্ষেত্রকে জ্বালাইয়া বিধ্বংস করিয়া, কেবল বিষয়সুখ-ভোগের উৎসব লাগিয়া থাকে; সেখানে, পাপরাশি বলবান হইয়া নরকপ্রাপ্তি করায়; যে সুখ এইভাবে পরলোকেও হানিকর হয়; (৮০০) দেখ, বিষের নাম ‘মধুর’ (মধুর), পরন্তু অতি তীক্ষ্ণ হইয়া<sup>১</sup> প্রাণ নাশ করে, তেমনি যে সুখ আদিতে মধুর মনে হয়, কিন্তু অন্তে কটু হইয়া দাঁড়ায়; হে পার্থ, সেই সুখ কেবল রজোগুণে তৈয়ারী—এইজন্য এই সুখকে কখনও অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিও না;

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিজ্রালম্বপ্রমাদোখং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

আর অপেক্ষ পান করিলে, অথবা ভোজন করিলে, শৈবিরী জীব সান্নিধ্যে যে সুখ হয়; কিম্বা, অপর লোককে বধ করিলে, পশুহত্যায়,<sup>২</sup> কিম্বা ভাটের স্ততিশ্রবণে, যে সুখ উৎপন্ন হয়; যে সুখ আলস্তে পুষ্ট হয়, নিজায় অজুড়ত হয়, বাহা দ্বারা আকৃত (সত্য) পথের তুল হয় (বাহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত জুটিক পথ—নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে ভ্রম আনয়ন করে); হে পার্থ, সেই সুখকে সর্বথা ‘তামস’ সুখ বলিয়া জানিবে,—এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিতে চাহি না—কারণ ইহা প্রকৃতই ‘অসংভাব্য’ (নিশ্চিনী);

১ যে সুখ পরিণামে বিপত্তি আনয়ন করে,      ২ অন্তে তীক্ষ্ণ হইয়া;

৩ পরমাপহরণে;

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্তাং ত্রিভিঃ ১৭ : ॥ ৪০

এইভাবে, মূলকর্মভেদে ফলপ্রাপ্তিরূপ স্বৰ্গও ত্রিবিধ হয়,—ইহা আমি তোমাকে জানাইয়াছি; কর্তা, কর্ম ও কর্মফল, এই ত্রিগুণী ভিন্ন কি এই জগতে মূল কি স্বল্প কোন বস্তু আছে? আর, হে কিরীটি, বস্তু যেমন তত্ত্ব দ্বারা বোনা হয়, তেমনি, এই ত্রিগুণীও, গুণত্রয়ের দ্বারা নির্মিত; এইজন্ত, স্বর্গলোকে বা মৃত্যুলোকে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা বদ্ধ বা লিপ্ত হয় না; (৮১০) উল বিনা কি কল হয়? মৃত্তিকা বিনা কি মাটির ডেলা হয়? কিম্বা, জল বিনা তরঙ্গ হয়? তেমনি, গুণাগুণ ভিন্ন এই সৃষ্টির রচনা হইয়াছে, একগুণ নহে,—এ জগতে গুণাগুণের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই এমন কোনও প্রাণী নাই; এইজন্ত, এই জগতের সমস্ত পদার্থ কেবল এই তিনটি গুণের দ্বারা তৈয়ারী—ইহাই জানিবে;

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরস্তপ ।

কর্ণাগি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু ১৮ : ॥ ৪১

এই গুণই দেবতাকে জ্ঞানী (ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) করিয়াছে, জিলোক (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল) স্বজন করিয়াছে, চতুর্ধর্ষের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কর্মের নির্দেশ দিয়াছে; এই চারি বর্ণ কি তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর,—তবে শুন,—ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই মুখ্য বর্ণ; অস্ত্র ছুটি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইহাদেরও মান ব্রাহ্মণের সমান—কারণ ইহারাও বৈদিক কর্ম করিবার অধিকারী; হে ধনজয়, চতুর্ধর্ষ বে শূদ্র—ইহারা বেদের অধিকারী নয়,—তাহাদের বৃত্তি (অস্ত্র) বর্ণত্রয়ের অধীন; ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত ইহাদের বৃত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ—এইজন্তই ‘শূদ্র’ চতুর্ধর্ষ বর্ণ হইল; শ্রীমন্ত ব্যক্তিগণ যেমন ফুলের (সুগন্ধের) সহিত, যে স্ত্রে ঐ ফুল গাঁথা হয় তাহাকেও আভ্রাণ করে,—তেমনি প্রতি বিজের সহিত শূদ্রবর্ণকেও স্বীকার করিয়াছে; হে পার্শ্ব,

৪ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই অগ্রগণ্য”, “ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই মুখ্য ও অগ্রগণ্য”;

ইহাই চাতুৰ্ঘ্য ব্যবহা—এখন ইহাদের প্রত্যেকের বিহিত কর্মের (কর্ম-মার্গের) কথা বলিব ; (৮২০) যে কর্মের গুণের প্রভাবে এই চারি বর্ষ জন্ম-মৃত্যুর কর্তারী (কাঁচি) এড়াইয়া' (সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া) আত্মবন্ধন (ঈশ্বর) প্রাপ্ত হয় ; আত্মপ্রবৃত্তির সত্ত্বাদি এই তিন গুণই চারি বর্ষের মধ্যে কর্মকে চতুর্ধা বণ্টন করিয়া দিয়াছে ; পিতা যেমন বোশাজিত ধন পুত্রগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়, সূর্য যেমন পথিকের আপন আপন পথ দেখায়, অথবা প্রভু যেমন সেবকদের মধ্যে কর্মের বিভাগ করিয়া দেয় ; তেমনি প্রকৃতির এই গুণত্রয় কর্মকে চারিবর্ষের মধ্যে বণ্টন' করিয়া দিয়াছে ; ইহার মধ্যে সত্ত্বগুণ আপনাকে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুটি বর্ষের ব্যবহা করিয়া তাহাদের কার্যক্ষেত্রে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে ; আর সন্মিশ্রিত রজোগুণের দ্বারা বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন হইল, রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে শূদ্র বর্ণ হইল ; হে প্রবুদ্ধ অর্জুন, এইভাবে এক প্রাণিবর্গকে এই গুণত্রয় চতুর্বর্ণে বিভক্ত করিয়াছে, জানিবে ; (অন্ধকারে) নিজের রক্ষিত ধন যেমন দীপের আলোকে সহজে দৃষ্ট হয়, তেমনি গুণ-সংযোগে কর্ম তিন্ন তিন্ন প্রকারের হয়, ইহা শাস্ত্র দেখাইয়াছে ; তাহার মধ্যে, এখন, কোন্ কোন্ বর্ষের কি কি বিহিত কর্ম, তাহার লক্ষণ বলিতেছি—হে শ্রবণসৌভাগ্যনিধি (ভাগ্যবান শ্রোতা), শ্রবণ কর ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ৰান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

যে বুদ্ধি সর্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিজের হাতে ধরিয়া আত্মবন্ধনের সহিত প্রিয়ান ভায় একান্তে মিলিত হয় ; (৮৩০) বুদ্ধির যে এই প্রকার শাস্তিপূর্ণ স্থিতি—ইহাকেই 'শম' বলে—এই গুণই যে কর্মের উপক্রম (আরম্ভ, ভিত্তি) ; আর, যে গুণ শাস্ত্রবিধানের কণ্ড দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া তাহাদের অধর্মের দিকে কখনও যাইতে দেয় না ; তাহাই 'দমের' মহামুক, দ্বিতীয় গুণ 'দম'—বাহ্য অধর্ম্যাচরণ পালনে (ইন্দ্রিয়গ্রামকে) পরিচালিত করে ; যজ্ঞপূজার যাজ্ঞিতে যেমন দীপ নির্বাণ করে না, তেমনি,

যে গুণের দ্বারা মন সদা ঈশ্বর-নির্ণয়ের চিন্তা বহন করে; তাহাই ‘তপ’ নামক তৃতীয় গুণের স্বরূপ; আর নির্মল ‘শৌচ’ বা শুচিতা—যে কর্ষে এই বিবিধ শৌচ আছে; মন শুদ্ধভাবে ভরিয়া থাকে, অঙ্গ সংকর্ষ দ্বারা অলঙ্ঘিত হয়—এইভাবে অন্তর্বাহ সমস্ত জীবন যে গুণের দ্বারা ভূষিত হয়; হে পার্থ, তাহারি নাম ‘শৌচ’—ইহাই কর্ষের চতুর্থ গুণ; আর, পৃথ্বীর জায়, যে গুণের দ্বারা সর্বদা সব কিছু সহ্য করা যায়; হে পাণ্ডব, তাহাই পঞ্চম গুণ ‘কমা’ ( কান্তি )—সপ্তস্বরের মধ্যে পঞ্চম স্বরের জায় মধুর; আর, ( গঙ্গার ) প্রবাহ বন্ধ হইলেও গঙ্গা যেমন ঋজু ( সরল ) ভাবে বহিতে থাকে, কিম্বা, ইন্দ্রগুণ বাড়িবার সময় আকাবাকা হইয়া উঠিলেও যেমন তাহার মিষ্টত্ব সমান ভাবে থাকে; তেমনি, বিষম ( প্রতিকূল বৃত্তিসম্পন্ন ) জীবের প্রতিও সরল ব্যবহার করাকেই ‘আর্জব’ বলে—ইহাই ( কর্ষের ) ষষ্ঠ গুণ; ( ৮৪০ ) আর, মালী প্রেষণ করিয়া বৃক্ষের মূলে জল ঢালিয়া নিরন্তর পরিশ্রম করে—পরন্তু, সে যেমন জানে যে বৃক্ষে ফল ধরিবে এবং তাহার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে’; তেমনি, শাস্ত্রানুমোদিত কর্মদ্বারাই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়, ইহা সঠিক-ভাবে জানাকেই ‘জ্ঞান’ বলে; ইহাই কর্ষের সপ্তম গুণ; আর, বিজ্ঞানের লক্ষণ এইরূপ; সত্বশুদ্ধি হইলে, শাস্ত্রের অহুশীলনে বা ধ্যানযোগে যে নিশ্চিত, একনিষ্ঠ ( অটল ) বুদ্ধি ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত সমরল হইয়া মিলিত হয়; ইহাই ‘বিজ্ঞান’ নামক হৃদয় অষ্টম গুণরত্ন, আর ‘আন্তিক্য’ই নবম গুণ, জানিবে; দৈথ, রাজমুদ্রা অঙ্কিত ( রাজকমতাপ্রাপ্ত ) মহুগ্ধকে সমস্ত প্রজাই সেবা করে, তেমনি শাস্ত্রসম্মত মার্গমাত্রাকেই আদরপূর্বক অহুসরণ করাকেই আমি ‘আন্তিক্য’ বলিতেছি—ইহাই কর্ষের নবম গুণ; এই গুণ যে কর্ষে থাকে তাহাই সঠিক কর্ম; এইভাবে, যে কর্মে শয়াদি নষ্টগুণ থাকায় তাহা নির্দোষ হয়, সেই কর্মই ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম; যে ( ব্রাহ্মণ ) এই নবমত্বের দ্বারা ধারণ করে সে নবগুণরত্নাকর ( সমুদ্র ) হইয়া যায়,—যেমন দিনকর তাহার অঙ্গ হইতে কিছু ত্যাগ না করিয়াই প্রকাশ ধারণ করে ( প্রকাশ ত্যাগ না করিয়াই প্রকাশযুক্ত হয় ); অথবা, যেমন চম্পকবৃক্ষ চম্পকফুলে অশোভিত হয়, চন্দ্রমা যেমন আপন প্রভায় উজ্জ্বল হয়, চন্দন যেমন নিজের

সৌরতে চর্চিত হয় (৮৫০) ; তেমনি, এই নবগুণের তিলক ব্রাহ্মণের একটি অব্যব ( নিক্ষেপ ) অলঙ্কার,—ব্রাহ্মণের অঙ্গ কখনও ইহা পরিত্যাগ করে না ;

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥ ৪৩

এখন, হে ধনজয়, ক্ষত্রিয়ের বাহা উচিত কর্ম্ম তাহাই বলিব—আপনার সারা বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া শ্রবণ কর ; সূর্য্য যেমন আপন তেজ প্রকাশ করিবার সময় কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, কিম্বা, সিংহের যেমন কোনও জুড়িদারের ( সহায়কের ) প্রয়োজন হয় না ; তেমনি, সহজাত পরাক্রম ও অপরের সাহায্য বিনা বীরত্ব প্রদর্শন করাকেই ‘শৌর্য্য’ বলে—ইহা ( ক্ষাত্রকর্ম্মের ) প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গুণ ; আর সূর্য্যের প্রতাপে ( প্রকাশে ) কোটি নক্ষত্র অদৃশ্য হয়, পরন্তু চন্দ্রের সহিত সমস্ত নক্ষত্রগুলি সূর্য্যকে বিলুপ্ত করিতে পারে না ; তেমনি, বাহা স্বীয় তেজস্বিতায় ( সামর্থ্যে ) জগতের বিশ্বয় উৎপন্ন করে, পরন্তু কোনও প্রসঙ্গ দ্বারা নিজেকে বিক্ষুব্ধ হয় না ; এই যে অলৌকিক সামর্থ্য—তাহাই ‘তেজ’—( ক্ষাত্র ) কর্ম্মের দ্বিতীয় গুণ ; আর ‘ধৈর্য্য’ তাহার তৃতীয় গুণ ; আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও যে গুণের প্রভাবে বৃক্ষের চক্ষু মুদ্রিত হয় না এবং মনও বিচলিত হয় না—তাহাই সাহস, ধৈর্য্য ; জল বত বিদ্যুত বা গভীর হউক না কেন, কমল তাহার উপর উঠিয়া বিকশিত হয়, কিম্বা কোনও পদার্থ যত উচু হউক না কেন, আকাশ সর্বদা তাহার উর্দ্ধে থাকে ; তেমনি, হে পার্থ, যে কোনও অবস্থা বা প্রসঙ্গ উপস্থিত হউক না কেন, তাহা জয় করিয়া, বাহা দ্বারা বুদ্ধি সফলতা লাভ করিতে পারে ; ( ৮৬০ ) তাহাই ‘দক্ষতা’ ( দক্ষত্ব )—ইহাকেই নির্মল চতুর্থ গুণ বলিয়া জানিবে ; আর অলৌকিক যুদ্ধবিক্রমই পঞ্চম গুণ ; সূর্য্যমুখী ফুলের ঝাড় যেমন সর্বদা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকে তেমনি সর্বদা শত্রুর সম্মুখীন হইয়া থাকে ; গভির্গী জীলোক যেমন স্বামীর শয্যা ( সজ ) সম্বন্ধে পরিহার করে, তেমনি রণাঙ্গনে যে গুণ শত্রুর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে যায় না ; তাহাই ক্ষাত্রবৃত্তির পঞ্চম ও শ্রেষ্ঠ গুণ জানিবে,—যেমন চার পুরুষার্থের মধ্যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ ( পুরুষার্থ-শিরোমাণ ) ; আর, বৃক্ষ যেমন ফল-পুষ্পে শোভিত হইলে তাহা ( অপরের জ্ঞান ) দান করে,—কিম্বা পদ্ম

হস্ত<sup>১</sup> যেমন উদারভাবে তাহার পরিমল বিকীরণ করে; অথবা, চন্দ্রমার জ্যোৎস্না (চাঁদনী) যেমন যে কেহ ইচ্ছামত উপভোগ করিতে পারে, তেমন প্রার্থীকে তাহার ইচ্ছামত দান করা; তাহাকেই গীমাহীন (অপরিমের) দান বলে—ইহাই বঠ গুণরত্ন;—আর বাহা দ্বারা আপনাকে আজ্ঞার একায়তন করা যায় (অপরকে নিজের আজ্ঞাহুবত্তী করা যায়); নিজের অবয়বগুলি পোষণ করিয়া যেমন তাহাদের কাজের যোগ্য করিয়া লওয়া হয়, তেমনি প্রজাবর্গকে স্নেহে পালন করিয়া তাহাদের শ্রীতির ভিত্তির উপর জগৎকে ভোগ করা; তাহারি নাম ‘ঈশ্বর ভাব’; ইহাই সমগ্র উপকরণের<sup>২</sup> আকর এবং গুণশ্রেষ্ঠ সপ্তম গুণ; সপ্তবিমগুল যেমন আকাশকে অলঙ্কৃত করে, তেমনি এই যে শৌর্যাদি সাতটি বিশেষ গুণ; (৮৭০) এই সপ্তগুণালঙ্কৃত বিচিত্র কৰ্ম, বাহা জগৎকে পবিত্র করে, তাহাই ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রা-কৰ্ম, জানিবে; অথবা এই (সপ্তগুণবিলিষ্ট) ক্ষত্রিয় (সাধারণ) মহত্ব নহে,—সে সত্ত্বরূপী সোনার মেরুপর্বত,—বাহা এই সপ্তগুণরূপ স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছে; অথবা, ইহা সপ্তগুণালঙ্কৃত ক্রিয়া নহে, ইহা সপ্তগুণার্ণবপরিবেষ্টিত স্নানর গৃহী—বাহা এই ক্ষত্রিয় বীর উপভোগ করে; কিবা সপ্তগুণরূপ প্রবাহ—এই জগতে ক্রিয়াক্রম গঙ্গা—বাহা (ক্রা-প্রকৃতিরূপ) মহোদধিতে গিয়া মিশিয়া শোভা পাইতেছে; এইভাবে বহুপ্রকারে বলা যায়; শৌর্যাদি গুণাত্মক কৰ্মই ক্রা-জ্ঞাতির স্বাভাবিক কৰ্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাস্বকং কৰ্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

হে মহামতি, এখন বৈশ্যজ্ঞাতির বাহা উচিত (যোগ্য) কৰ্ম তাহাই তোমাকে স্পষ্টভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর; ভূমি, বীজ ও লাঙ্গলকে মূলধন-স্বরূপ খাটাইয়া প্রচুর লাভ করা, অর্থাৎ, কৃষিকার্য্যে জীবন নির্ভর করা, গোধন পালন করা, কিবা, সস্তায় খরিস করিয়া বেশী দামে বিক্রয় করা; +

১. পদ্মবন;

২. সামর্থ্যের;

+ এখানে পাঠান্তরে অন্য একটি ভাষা দেখা যায়—“হে পাণ্ডব, এই কৰ্মদ্বয়ই বৈশ্যকৰ্ম, ইহাই বৈশ্যজ্ঞাতির স্বাভাবিক বৃত্তি জানিবে”;

আর, জ্ঞানকণ কজির ও বৈষ্ণ—এই তিন বিজবর্ণের সেবা করাই শূত্রের কর্ম (বৃত্তি), আর সত্যই বিজবর্ণের সেবার বাহিরে শূত্রের অন্য কোনও গতি (কর্ম) নাই; এইভাবে আমি চতুর্বর্ণের বিহিত কর্মের কথা বলিলাম; (৮৮০)

স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

এখন, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের যেমন শব্দাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, তেমনি, হে বিচক্ষণ অর্জুন, এই চারি বর্ণের ইহাই ভিন্ন ভিন্ন উচিত (যোগ্য) কর্ম; অথবা, হে পাণ্ডুহৃদ, মেঘচ্যুত জলের যেমন নদীই উচিত পাত্র, এবং সমুদ্রই নদীর উপযুক্ত স্থান; তেমনি, বর্ণাশ্রম অহুসারে করণীয় যে যে কর্ম স্বাভাবিক-ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গৌরপুরুষের গৌরবর্ণের দ্বায় শোভা পায়; হে বীরোত্তম, শাস্ত্রোক্ত বিধান অহুসারে এই স্বভাববিহিত কর্মের আচরণ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধিকে অটল রাখিবে; নিজের রত্ন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য যেমন তাহাকে জহরী দ্বারা পরখ করাইতে হয়, তেমনি স্বকর্ম শাস্ত্রাহুমোদিত কিনা তাহা শাস্ত্রদ্বারা পরখ করাইয়া দ্বির করিবে; দৃষ্টি নিজের স্থানেই আছে, পরন্তু দীপ বিনা সে দৃষ্টির ভোগ (ব্যবহার) হয় না, পথ না মিলিলে, পা থাকিলেও কি তাহা উপযোগী হয়? সেইজন্ত, জ্ঞান অহুসারে যে যে স্বাভাবিক ও সঠিক কর্মে অধিকার আছে, তাহাও আপন শাস্ত্রের বিধান অহুসারে নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়া লইবে; হে পাণ্ডব, দীপ যখন ঘরের মধ্যে বস্তুত ধন চক্ষুকে দেখাইয়া দেয়, তখন তাহা পাইতে কি কোনও আলস্ত হয়? তেমনি, যে কর্ম স্বভাবতঃ আপন ভাগে পড়ে (আপন অধিকার অহুসারী কর্ম) এবং যাহা শাস্ত্রসম্মত,—যিনি সেই আপন বিহিত কর্মের আচরণ করেন; পরন্তু, আলস্ত ত্যাগ করিয়া, ফলের ইচ্ছা দূরে সরাইয়া, কায়মনে ঐ কর্মের আচরণে মগ্ন হইয়া থাকেন; (৮৯০) জল যেমন জলপ্রবাহে পড়িয়া আর অগ্নিদিকে যায় না, তেমনি বাহার আচরণ শাস্ত্রব্যবস্থাসম্মত হয়; হে অর্জুন, যিনি এইভাবে বিহিত কর্মের আচরণ



করেন, তিনি মোক্ষের এপায়ের দ্বার (প্রবেশপথ) প্রাপ্ত হন; অকরণীয় ও নিবিদ্ধ কর্ণের সহিত কোনও লব্ধ থাকে না বলিয়া তিনি (আত্মপ্রাপ্তির) সমস্ত বিরুদ্ধতাব' হইতে মুক্ত; আর, কাম্য কর্ণের দিকে কিরিয়্যাও তাকান না বলিয়া চন্দনের বেড়ী দ্বারা (তাহার পদদ্বয়) আবদ্ধ হয় না; অস্ত্র নিত্য-কর্ষ বাহা করেন তাহা কলভ্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণ করেন বলিয়া মোক্ষের সীমা পর্যন্ত পৌছিয়া বান; এইভাবে, শুভাশুভ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিশ্চিতভাবে বৈরাগ্যপথে মোক্ষ দ্বারে গিয়া দাঁড়ান; যে বৈরাগ্য সকল ভাগ্যের সীমা (পরিপূর্ণতা), বাহা মোক্ষলাভের নিশ্চিত পথ, অথবা, যেখানে সমস্ত কর্মমার্গের প্রমের অন্ত হয়; যে বৈরাগ্য মোক্ষফলের অঙ্গীকার (জামিন) স্বরূপ, স্মৃতিতত্ত্বের (পুণ্যকর্মরূপ তত্ত্ব) ফল, সেই বৈরাগ্যের পথে ভ্রমরের শ্রায়, লঘুপদক্ষেপে চলিতে থাকেন; যে বৈরাগ্যরূপ অরুণোদয় আত্মজ্ঞানরূপ সূর্যোদয়ের সূচনা করে, এই (কর্মবন্ধনমুক্ত) পুরুষ সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন; অধিক কি বলিব? যে বৈরাগ্যদ্বারা আত্মজ্ঞানরূপ গুপ্তধন হস্তগত হয়, তিনি সেই বৈরাগ্যরূপ 'দিব্যাজ্ঞান অন্তরের চকুতে লাগান; (২০০) হে পাণ্ডুরত,তিনি বিহিত কর্ণের অনুসরণ করিয়া এইভাবে মোক্ষের যোগ্যতা অর্জন করেন; হে পাণ্ডব, এই বিহিত কর্ণই জীবের (আত্মপ্রাপ্তির) অনন্ত উপায়'; আর, ইহাই সর্বাত্মক ভগবানের প্রেমসেবা' স্বরূপ; পরিপূর্ণ ভোগের দ্বারা পতিততা দ্বী যেমন আপন প্রিয় পতির সহিত ক্রীড়া করে—তাহার সেই আচরণকে (পতির স্তব্ধের জন্ত) তপস্তা করা বলে; কিবা, বালকের যেমন মাতা ভিন্ন জীবন-ধারণের অস্ত্র উপায় নাই এবং সেইজন্ত তাহার সেবা করাই তাহার মুখ্য ধর্ম; অথবা, শুধু জলের বিচারে যেমন মৎস্য গজার জল ত্যাগ করে না, এবং সেইজন্ত তাহার সর্ব তীর্থবাসের ফলপ্রাপ্তি হয়; তেমনি আপন বিহিত কর্ণই (জীবের) একমাত্র উপায়, ইহা বিশ্বত না হইয়া যদি ঐ কর্ণের আচরণ করা হয়, তবে সমস্ত ভার গিয়া জগন্নাথের উপর পড়ে (জগতের প্রভুকে ঋণে আবদ্ধ করা হয়); আপন আপন বিহিত কর্ণ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং বিহিত কর্ণ করিলে নিঃসন্দেহে পরিতোষ (তৃপ্তি)

পাওয়া যায় ; দাসী যদি প্রভুর অন্তঃকরণরূপ কষ্টিপাথরে বাচাই হইয়া উত্তীর্ণ হয়, তবে তাহার প্রণয়িনী ( স্বামিনী ) হইয়া যায়, তেমনি,¹ বিহিত কর্ম করাই যেমন সেবার পরাকাষ্ঠা ( মাতা )² ; তেমনি, হে পাণ্ডব, স্বামীর ( ঈশ্বরের ) মনোভাব অনুসারে কর্ম করিতে অকৃতকার্য না হওয়াই ( অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করাই ) পরম সেবা, অত্থথা যে কর্ম করা হয় তাহা বাণিজ্য করার তুল্য ;

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকর্্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

এইজ্ঞ, ইহা শুধু বিহিত কর্মের আচরণ নহে—ইহা সেই পরমাত্মার মনোগত ইচ্ছা পালন করা—যাহা হইতে এই ভূতন্ত্ৰি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; ( ২১০ ) যে পরমাত্মা অবিভ্যাক্রূপ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জীবরূপী পুতুল তৈয়ারী করিয়া তাহাদের ত্রিগুণের³ অহংকাররূপ রজ্জ্বদ্বারা খেলাইতেছেন ; দীপের তেজের ত্রায় যিনি সমস্ত জগতের অন্তর বাহির পূর্ণভাবে ভরিয়া আছেন ; হে বীর, সেই সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে স্বকর্্মরূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করিলে, তাহার অপার সন্তোষ হয় ; এইজ্ঞ, সেই পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া আত্মরাজ পরমাত্মা বৈরাগ্যসিদ্ধিরূপ প্রসাদ প্রদান করেন ; ঐ বৈরাগ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরের চিন্তায় মন সর্ব্বক্ষণ ভরিয়া থাকে এবং সারা জগৎ বমনের ত্রায় স্থগিত মনে হয় ; প্রাণনাথের চিন্তায় বিরহিণীর যেমন জীবনই দুর্ব্বহ⁴ মনে হয়, তেমনি ( বৈরাগ্য হইলে ) সংসারের সমস্ত সুখ নিশ্চিতভাবে⁵ দুঃখের ত্রায় মনে হয় ; জ্ঞানের এমনই যোগ্যতা যে সম্যক জ্ঞান হইলে⁶ ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময়তা আসিয়া যায় ; এইজ্ঞ মোক্ষলাভের জ্ঞাত যে মনে ইচ্ছা ( ব্রত ) পোষণ করে, তাহাকে উত্তমরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের আশ্রয় লইতে হয় ;

শ্রোয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বলুপ্তিতাৎ ।

স্বভাবনীয়তং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিঞ্চিৎ ॥ ৪৭

স্বধর্ম্ম আচরণ যদি কঠিনও হয় তথাপি তাহার পরিণামের ফলের দিকে

১-২ সেবা করিলে যেমন প্রভু মাখায় করিয়া রাখে ; ৩ গুণের ; ৪ ( দুঃখের ত্রায় ) পীড়া দেয় ; সুখের সমৃদ্ধি ; ৫ সম্যক জ্ঞান হইবার পূর্ব্বই ;

লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; হে ধনঞ্জয়, নিজের সুখের ( স্বাস্থ্যের ) জন্ত যদি নিম্নের  
রস সেবন করিতে হয়, তবে তাহার কটুস্বাদ ভোগ করিতে হয় কিনা ?  
( ২২০ ) কদলী বৃক্ষে ফল ফলিবার পূর্বেই যদি ফল সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া  
তাহাকে কাটিয়া ফেলা যায়, তবে কোন উত্তম ফল জুটিবে ? তেমনি, স্বধর্মের  
আচরণ কঠিন দেখিয়া তাহাকে যদি অন্তঃকৃত্ত বলিয়া ত্যাগ করা হয়, তবে  
মোক্ষলাভস্বপ্ন দূরে যাইবে ; আপন মাতা যদি কুজাও হয় তথাপি তাহার  
মাতৃস্নেহ, বাহা ( সন্তানকে ) জীবিত রাখে, তাহা কখনও অসরল ( বক্র ) হয়  
না ; অপর জীলোক—বস্তা অপেক্ষা সুন্দরী হইলেও,—এই ( মাতৃস্নেহবর্জিত )  
বালকের কি করিবে ? ঘূতে জল অপেক্ষা অবশ্যই অনেক অধিক গুণ আছে,  
পরন্তু তাহাতে কি মৎস্য বাস করিতে পারে ? যে পদার্থ সমস্ত জগতের পক্ষে  
বিষ, তাহার মধ্যস্থিত কীটের পক্ষে তাহাই অমৃত—আর গুড় বাহা জগতের  
লোকের কাছে মিষ্ট, তাহা দেখ ঐ কীটের মরণস্বরূপ ( প্রাণঘাতক ) ;  
সেইজন্ত, বাহার জীবনের জন্ত বাহা বিহিত কর্ম, এবং যে কর্মের আচরণে  
সংসারের বন্ধন টুটিয়া যায়—সেই কর্ম যতই কঠোর হউক না কেন,  
‘তাহাকে তাহা করিতেই হয় ; অপরের ধর্ম বা আচার উত্তম বলিয়া তাহাই  
অবলম্বন করিয়া থাকিলে—পায়ে চলিবার কর্ম সম্বন্ধ করিলে যেমন হয়,  
তেমনি ( অনিষ্টকর ) হয় ; এইজন্তই, যে কর্ম আপন জাতিধর্ম অনুসারে  
স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া যায় তাহার আচরণ করা কর্তব্য—তাহাচারাই  
কর্ম-বন্ধনকে জয় করা যায় ;

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সর্বরম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

আর, হে পাণ্ডব, স্বধর্মের পালন করিবে ও পরধর্মের বর্জন করিবে—এই  
নিয়ম কেন করা হইবে না ? ( ২৩০ ) আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত কি কর্মের  
আচরণ বন্ধ রাখা যায় ? ‘আর কর্মের আচরণ করিতে হইলে, প্রথমে তাহা  
আয়াসসাধ্যই হয় ; এইজন্ত সমস্ত কর্মের আরম্ভ যদি আয়াসসাধ্যই হয়, তবে  
স্বধর্মের আচরণে কি দোষ ? বল ; সরল পথে চলিলে পায়ের বা কষ্ট হয়,

দুর্গম বিপথে চলিলেও সেই কষ্টই হয় ; হে ধনঞ্জয়, প্রস্তরের বোঝাই হটক বা নিজের খাণ্ডব্রব্যের সম্ভারই হটক, তাহা বহন করিতে কষ্টই হয়, পরন্তু বাহ্য বহন করিলে বিশ্রাম ( বা শ্রমের উপশম ) হয় তাহাই লওয়া উচিত ; নতুবা শস্ত কুটিতে বা ভূমি ছাড়াইতে সমান পরিশ্রম হয়, নরমাংসরন্ধনঃ বা যজ্ঞের হবি পাক করা সমানভাবে শ্রমসাধ্য ; পরন্তু, ধর্ম্মপত্নীকে প্রতিপালন করিতে কিম্বা উপপত্নী পোষণ করিতে যদি সমান অর্থব্যয় করিতে হয়, তবে অশ্বে অপঘণ<sup>১</sup> বা কলঙ্ক লেপন করিবে কেনু ? হে বিচক্ষণ অর্জুন, দধি স্নান করা বা জল আলোড়ন করা একই ব্যাপার ( কিয়া ), তেমনি ঘানিতে বালুকা বা তিল পেষণ করা একই কিয়া + ; পূর্ঠে আঘাত লাগিয়া যদি মরণ হইতে রক্ষা না পাওয়া যায়, তবে ( শক্রর ) সম্মুখে দাঁড়াইলে আর অধিক কি হইবে ?<sup>২</sup> কুলজ্ঞীকে যদি অপরের ঘরে আশ্রয় লইয়া সেখানেও দণ্ডাঘাত সহ করিতে হয়, তবে নিজের পতিকে ত্যাগ করা কি নিরর্থক হয় না ? তেমনি, যখন আপন প্রিয় কর্ম্মও শ্রম বিনা অস্বাধীত হয় না, তখন কোনমুখে বলা যায় যে বিহিত কর্ম্মের আচরণ কষ্টসাধ্য বা কঠিন ? (২৪০) হে পাণ্ডুহৃদ, যে অমৃতদ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার স্বল্প পরিমাণ লাভ করিতে যদি সর্ব্বস্বও বেচিয়া দিতে হয়, তাহাতেই বা কি ? অপর পক্ষে, যে বিবে মুতু্য হয় এবং উপরন্তু আত্ম-হত্যার পাতক হয়, তাহাই বা অর্থ ধরচ করিয়া কিনিয়া পান করিবে কেন ? তেমনি, ইঞ্জিয়গুলিকে কষ্ট দিয়া, আয়ুর দিন ( পরিমাণ ) ক্ষয় করিয়া, পাপ সঞ্চয় করিলে, দুঃখ ব্যতীত আর কি থাকে ? এইজন্যই স্বধর্ম্মের আচরণ করা উচিত—যাহা সকল শ্রম হরণ করে এবং যোগ্য, ও পরম পুরুষার্থরাজ ( শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ) অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত করায় ; এইজন্য, হে কিরীটি, সঙ্ঘটে নিদ্ধমন্ত্রের জ্ঞান, স্বধর্ম্মের আচরণ কখনও তুলিয়াও ত্যাগ করিবে না ; কিম্বা, সমুদ্রে যেমন নৌকা, মহারোগে যেমন দিব্যৌষধি পরিত্যাজ্য নহে, তেমনি এই জগতে বুদ্ধি কখনও স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিবে না ;

১ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—কুকুরের মাংসরন্ধন ।

২ অপকীর্ষি ; অধ্যাত্তি ;

+ এখানে পাঠান্তরে অস্ত্র একটি ওবী আছে—“নিত্য হোমের জন্তই হটক, বা গৃহের অস্ত্র কাজের জন্তই হটক, অগ্নি জ্বালাইতে হইলে কুঁ দিতে হয় এবং ধূমের কষ্ট সহিতে হয়” ;

২ সম্মুখে কেন দাঁড়াইবে না ?

অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকস্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সংশ্রাসেনাধিগচ্ছতি ৪৯

হে কপিধ্বজ, যে স্বকর্মরূপ মহাপূজা দ্বারা ঈশ্বরকে শব্দষ্ট করে, তিনি তাহার তম ও রজোগুণ সম্পূর্ণভাবে নাশ করিয়া; তাহাকে স্বধারূপ সত্ত্বগুণের<sup>১</sup> পথে চালিত করেন, এবং তখন সে আপন (আত্মপ্রাপ্তির) উৎকর্ষায় ভববর্গস্থলকে কালকূট বিয়ের ত্রায় মনে করিতে থাকে; যে বৈরাগ্যের কথা পূর্বক্লোকে\* ‘সংসিদ্ধি’ রূপে বর্ণনা করিয়াছি; অধিক কি বলিব? (সেই মুমুক্শু পুরুষ) সেই বৈরাগ্যের পদপ্রাপ্ত হয়; এই বৈরাগ্য-ভূমি জয় করিয়া এই পুরুষ সর্বত্র (সর্বাবস্থার) যে আচরণ করে আর ঐ আচরণের দ্বারা যাহা লাভ করে, এখন তাহাই বলিতেছি; (১৫০) বায়ু যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পুরুষ দশইন্দ্রিয়রূপ<sup>২</sup> এই সংসারের পাশ—যাহা সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে—তাহাতে আবদ্ধ হয় না; ফল পাকিলে যেমন বোঁটায় লাগিয়া থাকে না, বোঁটাও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, তেমনি (সংসারের প্রতি) তাহার স্নেহ (স্বীতি) সর্বত্র শিথিল হয়; বিষের পাত্রের প্রতি যেমন কাহারও আসক্তি হয় না, তেমনি পুত্র, বিত্ত ও কলত্র স্বতন্ত্র হইয়া গেলেও সে কখনও বলে না ‘উহারা আমার’; সমস্ত বিষয় হইতে বল্লাইয়া (বিরক্ত হইয়া) বুদ্ধি পিছু হটিয়া আসে এবং হৃদয়ের একান্তে প্রবেশ করে; এইরূপ পুরুষের মন বাহ্য বিষয়ের দিকে গেলেও—দাসী যেমন প্রভুর ভয়ে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না—তেমনিভাবে তাহার (বিষয় সম্বন্ধে) শপথ উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না; হে কিরীটি, তখন চিন্তকে ঐক্যের মুঠির মধ্যে ধরিয়া তাহাকে আত্মার অঙ্গসন্ধানে প্রবৃত্ত করায়; তখন, আগুনের উপর চাপা দিলে যেমন ধোঁয়া অন্তর্হিত হয়, তেমনি দৃষ্টাদৃষ্ট (ঐহিক ও পারলৌকিক) বিষয়ে স্পৃহাও মরিয়া যায়; এইভাবে মন নির্মল<sup>৩</sup> হইলে, স্পৃহা স্বতঃই নাশপ্রাপ্ত হয়—আর অধিক কি বলিব? সেই পুরুষ এই প্রকার স্থিতি প্রাপ্ত হয়; হে পাণ্ডব, তখন সমস্ত অগ্রথা জ্ঞান (বিপরীতজ্ঞান)

১ শ্রদ্ধারূপ সত্ত্বগুণের; শুদ্ধ সত্ত্বগুণের;

\* “যে যে কর্মব্যতিরিক্তঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ”; (৪৫ শ্লোক)

২ দেহাদি;

৩ নিয়ন্ত্রিত;

অন্তর্হিত হয় এবং জীব শুদ্ধ সত্যজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত হয় ; সঞ্চিত জল যেমন ( দৈনিক ব্যবহারে ) খরচ হইয়া যায়, তেমনি তাহার পূর্বজন্মার্জিত ( প্রায়ক ) কর্ম ভোগের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, এবং যাহাই করুক না কেন, নূতন কোনও কর্ম উৎপন্ন হয় না ; (২৬০) হে বীরেশ, এই অবস্থাকে 'কর্মসাম্যদশা' বলে, এই অবস্থায় সহজেই শ্রীগুরুর দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় ; রাত্রির চারিপ্রহর অতীত হইলে যেমন নিশ্চিতভাবে তমোনাশকারী সূর্যের দর্শন পাওয়া যায় ; কিম্বা, কদলীবৃক্ষে ফল ধরিলে যেমন তাহার ( বৃক্ষের ) বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়— শ্রীগুরুর দর্শনে মুমুক্শুরও তেমনি অবস্থা হয় ; হে বীরোত্তম, পূর্ণিমাপ্রাপ্ত হইলে চন্দ্রমার যেমন কোনও ন্যূনতা থাকে না, গুরুকৃপাতেও তাহার তেমনি হয় ; তখন যে স্বল্প পরিমাণ অজ্ঞান তাহার মধ্যে তখনও অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাহার রূপায় নষ্ট হইয়া যায় ; রাত্রি শেষ হইলে আধার যেমন স্বতঃই চলিয়া যায় ;+ তেমনি ভাবে, অজ্ঞানের সহিত সমস্ত কর্মসমূহ নষ্ট হইয়া যায়,—এই-ভাবে 'সমূল' ( মূল সহিত, পূর্ণ ) সংগ্রাসের সম্ভব হয় ; এইভাবে 'সমূলজ্ঞান-সংগ্রাস' হইলে ( অজ্ঞান আমূল নষ্ট হইলে ), এই দৃশ্যগৎরূপ মায়ার আধারও বিলুপ্ত হয় এবং তখন ঐ পুরুষ শুধু আপনিই 'জ্যে' স্বরূপ হ'য় ; কেহ যদি স্বপ্নে আপনাকে গভীর জলে ডুবিতে দেখে, জাগিয়া উঠিয়া কি সে সেখান হইতে আপনাকে তুলিতে চেষ্টা করে ? তেমনি, 'আমি কিছুই জানি না', 'এখন জানিতে চেষ্টা করিব'—এইরূপ দুঃস্বপ্নের অন্ত হইলে, 'জ্ঞাতা' ও 'জ্যে' রূপ ভাবনাবিহীন হইয়া সে ( চৈতন্যস্বরূপ আকাশ<sup>১</sup> ) জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যায় ; হে বীরেশ, মূখের প্রতিবিম্বসহ দর্পণ দূরে সরাইলে যেমন ভ্রষ্ট<sup>২</sup> বিনা ভ্রষ্টাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (২৭০) ; তেমনি অজ্ঞান চলিয়া গেলে জ্ঞাতৃত্বকে ও সঙ্গে লইয়া যায়, এবং শুধু নিষ্ক্রিয় 'চিন্মাত্র'ই ( চৈতন্য ) অবশিষ্ট থাকে ; হে ধনঞ্জয়, এই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যে স্বভাবতঃ কোনও ক্রিয়া থাকে না, সেইজন্য এই স্থিতিকে 'নৈকর্ম্য' বলে ; তাহাই ( নৈকর্ম্য ) আপনার মূলস্বরূপ,—তাহাতে ( অজ্ঞানবশতঃ ) অস্তিত্ব ( ক্রিয়ালীলত্ব ) স্মারোপ করা হয় ; বায়ু বন্ধ হইলে

১ জ্ঞানরহিত স্থিতিতে,

+ পাঠান্তরে এখানে অন্ত একটি শব্দী আছে—“তেমনি অজ্ঞানের গর্ভে যে কর্ম, কর্মী ও কার্যরূপ ত্রিপুটী থাকে তাহাও, গভীর্ণী ( পশুর ) হারিলে যেমন তাহার গর্ভও নষ্ট হয়” ;

২ চিদাকার ( চৈতন্যস্বরূপ ) ;

যেমন তরঙ্গরাজি সমুদ্রে লীন হয় ; তেমনি, যে স্থিতিতে কোন কৰ্মই হয় না—তাহাই উৎপন্ন হয়—তাহাকেই ‘নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি’ বলে—ইহাই সৰ্ব্বসিদ্ধির মধ্যে সহজেই পরমাসিদ্ধি’ ; ( শীর্ষে ) কলস স্থাপন করিলে যেমন মন্দির-নিৰ্ম্মাণের কাজ শেষ হয়, গঙ্গা সমুদ্রে প্রবেশ করিলে যেমন পরমপদপ্রাপ্ত হয়, কিম্বা, বোল আনা কমে যেমন স্ববর্ণগুচ্ছ সম্পন্ন হয় ; তেমনি ‘জ্ঞান’ ও ‘অজ্ঞান’ এ দুইয়েরই নাশ হইলে’ যে স্থিতির উদ্ভব হয় ; এই দশা প্রাপ্ত হইলে আর অস্ত্র কিছুই করিবার থাকে না, এই জগুই ইহাকে ‘পরমসিদ্ধি’ বলে ।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ ৫০

এই যে ‘আত্মসিদ্ধি’—বাহা ভাগ্যবান কোনও পুরুষ শ্রীগুরু<sup>১</sup> কৃপা লাভ করিয়া প্রাপ্ত হয় ; সূর্য্যের উদয় হইলে আধার যেমন প্রকাশে পরিণত হয়, কিম্বা দীপের সংস্পর্শে আসিয়া<sup>২</sup> তত্ত্ব যেমন দীপাকার হয়<sup>৩</sup> ; লবণের খণ্ড যেমন জলের স্পর্শ লাগিবামাত্র জলস্বরূপ হইয়া যায় ; ( ১৮০ ) কিম্বা, নিদ্রিত মনুষ্য জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সহিত তাহার নিদ্রা টুটিয়া যায়, এবং আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসে ; তেমনি, যদি কোনও ( ভাগ্যবান ) পুরুষ দৈবযোগে গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া দৈতভাব হইতে মুক্ত হয় এবং স্বরূপে বিভ্রাম লাভ করে ; তাহার কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট আছে—ইহা কি কেহ বলিতে পারে ? আকাশকে কি এখানে ওখানে যাতায়াত করিতে হয় ? এইজন্ত নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এইরূপ ( আত্মসিদ্ধিপ্রাপ্ত ) পুরুষের কোন কৰ্মই অবশিষ্ট থাকে না,—পরন্তু, যদি কেহ এই প্রকার অধিকারী না হয় ; হে কিরীটি, এরূপ কেহ কেহ থাকিতে পারে যাহারা গুরুবাক্য শ্রবণমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া উঠে ( না ) ; সাধারণতঃ তাহারা বিহিত কৰ্ম্মাচরণরূপ অগ্নিতে কাম্য ও নিবদ্ধ কৰ্ম্মের ইন্ধন দ্বারা প্রথমেই বজঃ ও তমোগুণ এ দুটিকেই জ্বালাইয়া ফেলে । পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গস্থখাদির বাসনাকে দ্বাসের দ্বারা অবশে

১ প্রেমসিদ্ধি ;                      ২ অজ্ঞানকে যে জ্ঞান নাশ করে তাহারও নাশ হইলে ;

৩ সৎগুরু ;                      ৪-৫ কপূর যেমন দীপ-স্বরূপ হয় ;

আনয়ন করে; সর্বদা<sup>১</sup> বিষয়ভোগের জন্য যে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়দ্বারা মলিন হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়সংযম)রূপ তীর্থের জলে স্নান করা ইয়া পবিত্র করে; আর, স্বার্থ আচরণের শুদ্ধ ফল দ্বারা অর্পণ করিয়া অটল বৈরাগ্যপদ প্রাপ্ত হয়; এইভাবে আত্মসাক্ষাৎকারী জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভের জন্য যে সাধন-সামগ্রী প্রয়োজন হয়, তাহা পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়; (২২০) আর, সেই সময় যদি সদগুরুর সাক্ষাৎ মিলে, এবং তিনি কিছু বাকী না রাখিয়া<sup>২</sup> দান করেন (অর্থাৎ উদ্ধারভাবে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেন); পরন্তু ঔষধ সেবন মাজাই কি শরীর সুস্থ হয়? কিম্বা, স্বর্ঘ্যোদয় (দিন) হইলেই কি মধ্যাহ্ন আসিয়া যায়? জলমিত্ত হৃৎকেন্দ্রে যদি উত্তম বীজ বপন করা হয়, তবে প্রচুর ফসলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু তাহা যোগ্য সময়েই পাওয়া যায়; প্রাঞ্জলমার্গ (সরল, সুগম পথ) জুটিল, সুসঙ্গ ও পাওয়া গেল, গন্তব্যস্থানে সহজেই পৌছান যাইবে, কিন্তু (তাহার জন্য) সময়ের দরকার; তেমনি যখন বৈরাগ্যপ্রাপ্তি হয়, এবং তাহার পর সদগুরুর দর্শনলাভ হয়—অন্তরে বিবেকের অঙ্গুর ফুটিয়া উঠে; এবং তাহার প্রভাবে—‘ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অস্ত্র সমস্তই ভ্রান্তি’—এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মায়; পরন্তু, এই যে সর্বাত্মক, সর্বোত্তম পরব্রহ্ম, যাহার সংস্পর্শে মোক্ষের কার্য শেষ হয় (যাহার মধ্যে মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা সমাপ্ত হয়); যে বস্তু (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপ) তিন অবস্থাকে গ্রাস করেন, যাহাতে জ্ঞানই লয়প্রাপ্ত হয়; যাহার মধ্যে ঐক্যের একতা ডুবিয়া যায়, অদ্বয়-কণাও<sup>৩</sup> বিলীন হয়, অস্তে কোনও কিছু অবশিষ্ট না থাকিলেও যিনি (শূন্যরূপ) অবশিষ্ট থাকেন; সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত সময়স হইয়া ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি—তাহা কামবাসনা জয় করিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায়; (১০০০) ক্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে বড় রসায় পরিবেশন করিলে যেমন প্রতি গ্রাসের সহিত তাহার তৃপ্তি বাড়িয়া যায়; তেমনি, বৈরাগ্যের সহায়তায় যখন বিবেকের দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন আত্মজ্ঞানরূপ ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়; যে যোগ্যতার সিদ্ধিধারা আত্মজ্ঞান (আত্মস্বার্থ) ভোগ করা যায়, সেই যোগ্যতা নিরবধি যাহার অঙ্গের ভূষণ; যে ক্রমধারা তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি সুগম হয়, এখন সেই ক্রমের রহস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর;



বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো যুত্যাশ্বানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ ব্যাদস্ত চ ॥ ৫১

গুরুপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি বিবেকভীর্থেষ তটে পৌছিয়া বুদ্ধির মলিনতা ধুইয়া ফেলেন; তখন রাহমুক্ত হইয়া চন্দ্রের প্রভা যেমন চন্দ্রমাকে আলিঙ্গন করে, তেমনি বুদ্ধি সহজেই শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়; কামিনী যেমন দুই কুল (মাতৃকুল ও স্বপুত্রকুল) ত্যাগ করিয়া ক্রিয়াকে (ধার্মিক বিধিকে) অহুসরণ করে, তেমনি, বুদ্ধি ও বস্তু (স্বধর্ম্মঃখাদি) ত্যাগ করিয়া আত্মচিন্তায় রত হয়; আর, নিরন্তর জ্ঞানের মূলতত্ত্ব প্রাপ্তির আশায়,— ইন্দ্রিয়গ্রাম যে শব্দাদি বিষয়কে প্রেত্নয় দিয়া বাড়ায়; সেই পঞ্চ বিষয়কে ধৃত্তিরোধের দ্বারা (ইন্দ্রিয়গুলিকে ধৃত্তিদ্বারা নিরোধ করিয়া), স্বর্ধের রশ্মিজাল প্রত্যাহত হইলে যুগজল যেমন অদৃশ্য হয়, তেমনি ভাবে বিলুপ্ত করিয়া দেয়; অধমের (ভ্রষ্টাচার অন্ত্যজের) অন্ন না জানিয়া গ্রহণ করিলে যেমন বমন করিয়া ফেলিতে হয়, তেমনি ভাবে তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় ও বিষয়বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন; (১০১০) আর আত্মাকার প্রবৃত্তিরূপ পবিত্র গঙ্গাতটে ইন্দ্রিয়গ্রামকে লইয়া যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহাদের নির্মূল করেন; তদনন্তর, সাত্বিক ধৈর্য্যদ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করিয়া যোগধারণায় তাহাদের মনের সহিত ঐক্যসাধন করেন; তেমনি, প্রাক্তন কর্ম্মের জন্ত এ জন্মে যে ইষ্টানিষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাতে ‘অনিষ্ট’ (কষ্টকর) ভোগ দেবিয়া দেব করেন না; অথবা, কদাচিত্ যদি কোনও উত্তম (সুধকর) ভোগ জুটিয়া যায়, তাহার জন্তও (অভিলাষ) অহুসরণ প্রকাশ করেন না;

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।\*

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

এইভাবে, হে কিরীটি, তিনি ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পর্ত্তত্ত্বহায় কিছা গহন অরণ্যে গিয়া বাস করেন; লোকালয়ের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অঙ্গের অবয়বগুলি সঙ্গে লইয়া বনের মধ্যে

বাস করেন ; শমদম দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই তাঁহার খেলা, যৌনাবলম্বনই তাঁহার ভাষণ, সদা গুরুবাক্য মননে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার সময়ের জ্ঞান থাকে না ; আর, অঙ্গের পুষ্টিসাধন হউক, বা ক্ষুধার নিবৃত্তি হউক, কিম্বা জিহ্বার মনোরথ পূর্ণ হউক ; ভোজন করিবার সময়ে এই তিন বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না,—পরিমিত আহারে তাঁহার যে সন্তোষ, তাহা মাপ করা যায়<sup>১</sup> ; ভোজনে<sup>২</sup> বসিলে উদ্দীপ্ত জঠরাগ্নি<sup>৩</sup> যতটুকু অন্ন হজম করিয়া প্রাণ পোষণ করে, শুধু ততটুকু অন্নই গ্রহণ করেন ; ( ১০২০ ) আর, পরপুরুষ কামনা করিলেও যেমন কুলবধু তাহাকে অঙ্গ দান করে না, তেমনি নিত্রা বা আলস্তের বশীভূত হইয়া নিজের আসন<sup>৪</sup> ত্যাগ করেন না ; শুধু দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবার সময়েই তাঁহার অঙ্গ ভূমি স্পর্শ করে—নতুবা, তিনি বিবেচনাশূণ্য হইয়া ভূমিতে লোটান না ; দেহের কার্যনির্বাহের জগুই হস্ত পদ ব্যবহার করেন,—কিং বহুনা, তিনি সবাহ শরীর ( অস্তর ও বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ) সর্বদা স্ববশে রাখেন ; আর, হে বীর, তিনি আপন বৃত্তিগুলিকে মনের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্তও বাইতে দেন না—এই অবস্থায়, মনের ক্রিয়া কথা দ্বারা প্রকাশ করিবার অবকাশ কোথায় ? এইভাবে, তিনি দেহ, বাক্য ও মনরূপী বাহ্যপ্রদেশ জয় করিয়া, ধ্যানাকাশ দখল করেন ; গুরুবাক্যে যে আত্মবোধ নিশ্চিতভাবে জাগ্রত হয়, তাহাকে সর্বদা হস্তেগৃহ্য দর্পণে স্বরূপ দেখার গ্রায়, দেখিতে থাকেন ; তিনি স্বয়ং ধ্যাভা, অস্তঃকরণের ধ্যানরূপ বৃত্তির মধ্যে ধ্যেয়বস্তুর সহিত একরূপ হইয়া যান—ইহাই তাঁহার ধ্যানের পদ্ধতি, জানিবে ; হে পাণ্ডুহৃত, যতক্ষণ না ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাভা—এই ত্রিপুটি একরূপ প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ ধ্যান করিতে থাকেন ; এইজগু, এইরূপ মুমুকু পুরুষ আত্মজ্ঞানবিষয়ে দক্ষ হইয়া যান, পরন্তু, যোগাভ্যাসের পক্ষ সম্মুখে মেলিয়া রাখেন ( যোগাভ্যাসে রত থাকেন ) বলিয়াই ( ইহা সম্ভব হয় ) ; হে ধনঞ্জয়, অপানরক্তধারের ( শুষ্ক ও শিশ্নুধারের ) মধ্যবর্তী স্থানে পায়ের গোড়ালি দ্বারা দাবাইয়া মূলবন্ধ আসন রচনা করেন ; ( ১০৩০ ) অধোভাগ সঙ্কুচিত করিয়া ( মূল, ওড়িয়ান ও আলঙ্কার এই ) তিন বন্ধের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর ভেদ ঘুচাইয়া তাহাদের

তত্ত্ব করিয়া একত্র করেন; কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া মধ্যমাকে (স্বয়ম্বাকে) বিকসিত করিয়া (প্রাণবায়ুকে) আধারচক্র হইতে আজ্ঞা (অগ্নি) চক্র পর্যন্ত সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া (উর্দ্ধদিকে প্রেরণ করেন); তখন (ব্রহ্মরজ্জ্বস্থিত) সহস্রদল কমলরূপ মেঘ হইতে প্রচুর অমৃতবর্ষণ হয়, এবং সেই অমৃতপ্রবাহ মূলবন্ধ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে; ব্রহ্মরজ্জ্বরূপ পুণ্যগিরির (কৈলাস পর্বতের) উপরে নৃত্যরত চিদ্রৈভবের ভোজনপাত্র তখন মন ও পবনের (প্রাণবায়ুর) খিচুড়ী পরিবেশন করেন; এইভাবে ধ্যানের প্রবল সৈন্তদল সম্মুখে রাখিয়া তিনি তাহার পশ্চাতে ধ্যানের আসন অটলভাবে স্থাপন করেন (ধ্যানকে স্বতঃসিদ্ধ করেন); আর, প্রথমেই ধ্যান ও যোগসাধনাকে নির্বিঘ্নে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত; বৈরাগ্যের দ্বারা একটি মিত্র সংগ্রহ করিয়া রাখেন—এই বৈরাগ্যই সমস্ত ক্ষেত্রে (অবস্থায়) তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সহায়তা করে; যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত যদি দীপ দৃষ্টির সজ্জা ত্যাগ না করে (দীপের আলো পাওয়া যায়), তবে (অভীষ্ট বস্তু) দেখিতে দেবী হইবে কেন? তেমনি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত উৎযুক্ত মুমুক্শুর অন্তঃকরণের বৃত্তি ঝড়ি ব্রহ্মে লীন হয়, এবং সেই পর্যন্ত বৈরাগ্য তাঁহার সঙ্গে থাকে, তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ‘ভঙ্গ’ (হানি) হইবে কি প্রকারে? এইজন্ত, যে ভাগ্যবান পুরুষ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া জ্ঞানাত্যাস করেন তিনি আত্মলাভের ‘যোগ্য হইয়া যান; (১০৪০) এইভাবে বৈরাগ্যের বজ্রকবচ (অভেদ্য কবচ) অঙ্গে ধারণ করিয়া রাজযোগরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া; যে সব ছোট বড় বিষ দৃষ্টিতে পড়ে, তাহাদের নিরাকরণের জন্ত ধ্যানরূপ খড়গ বিবেকের দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া; সূর্য যেমন অন্ধকারে প্রবেশ করে, তেমনিভাবে, মোক্ষরূপ বিজয়-শ্রী হইতে বরমাল্য লাভের জন্ত তিনি সংসারমণ্ডলে (নিঃশকতিতে) প্রবেশ করেন;

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শীতো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

এই বিজয়বাজায় যে ঘোষরূপী বৈরাগ্যের তিনি বিশ্বস্ত করিয়া পরাজিত করেন, তাহাদের মধ্যে ‘দেহাহঙ্কার’ই মুখ্য শত্রু; যে অহঙ্কার মহত্ত্বের স্বভাব পরও তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না, অগ্রগ্রহণ করিলেও তাহাকে বাচিতে

দেয় না,—এই হাড়ের খাঁচায় পুরিয়া তাহাকে কষ্ট দেয় ; এই বীর যোদ্ধা অহঙ্কারের আধার দেহকে নাশ করিয়া দ্বিতীয় বৈরী ‘বল’কেও বধ করেন ;—যে বলরূপ শত্রু বিষয়ের নামে চতুর্গুণ বলীয়ান হইয়া উঠে, এবং তাহার ফলে, জগতের সর্বত্র জীবিতকালেই মৃত্যুর অবস্থা ক্রমত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ; ইহা বিষয়বিষয়ের বলস্বরূপ,<sup>১</sup> সমস্ত দোষের রাজা, পরন্তু উহা ধ্যানখণ্ডের আঘাত কি করিয়া সহ করিবে ? আর, প্রিয়বিষয়প্রাপ্তি হইলে যে সুখাত্মক হয় তাহাধারা আচ্ছাদিত হইয়া ( তাহার বোরখা পরিয়া ) যে শত্রু জীবের অঙ্গ আক্রমণ করে ; যে সন্মার্গ ভুলাইয়া, অধর্মের অরণ্যে প্রবেশ করাইয়া, নরকাদি ব্যাঘ্রের কবলে ফেলিয়া দেয় ; ( ১০৫০ ) এই বিশ্বাসঘাতক রিপু ‘দর্প’কে তিনি মারিয়া ফেলেন ; আর, অহো, যে শত্রুর ভয়ে তাপসগণ পর্যন্ত কম্পমান ; ‘ক্রোধ’রূপ মহাদোষ যাহার পরিণাম, যাহার উদয়পুষ্টি করিলে তাহার ক্ষুধা আরও অধিক বাড়িয়া যায় ; এই ‘কাম’রূপ শত্রুকে তিনি সমূলে বিনাশ করেন,—যাহার ফলে ক্রোধের নাশও সহজে হয় ; বৃক্ষের মূল কাটিয়া ফেলিলে যেমন শাখাও মরিয়া যায়, তেমনি, কামের নাশ করিলে ‘ক্রোধ’ও বিনষ্ট হয় ; এইজন্ত, কামরূপ বৈরীকে বধ করিলে ক্রোধের প্রকাশও বন্ধ হয় ; সমর্থ ব্যক্তি যেমন আপন বোঝা অপরের মস্তকে চাপাইয়া জ্বরদগ্ধি ( প্রতিজ্ঞাপূর্বক ) বহন করায়, তেমনি ‘পরিগ্রহ’, যাহা একবার স্বীকার করিলে ক্রমশঃ ‘গাঢ়’ হয় ( বাড়িয়াই যায় ) ; যাহা মস্তকে বোঝা ( গৃহদ্বারাদি ভার ) চাপায়, অঙ্গে বন্ধন<sup>২</sup> চড়ায়, মমত্বের ‘দণ্ড’ ( নিশান ) হস্তে দিয়া ( মল্লভ্রুকে অহংতা ও মমতার পাশে আবদ্ধ করে ) ; শিশু শাস্ত্রাদির ‘বিলাস’ ( আড়ম্বরপূর্ণ শোভা ) রচনা করিয়া, মঠাদি মৃত্যুর ( আকারের ) ছলে নিঃসঙ্গ সংজ্ঞাসীকে আপনাই পাশে আবদ্ধ করে ; ঘরে ( সংসারে ) আত্মীয়স্বজনের মনস্ব ত্যাগ করিয়া বনে গেলেও সেখানে বনের পদার্থে আসক্ত হয়—এমনিভাবে ‘পরিগ্রহ’ উল্লঙ্ঘ সংজ্ঞাসীকেও অঙ্গে লাগিয়া থাকে ; এইরূপ যে দুর্জয় শত্রু ‘পরিগ্রহ’—তাহার ভিত্তি ছেদন করিয়া এই বীর যোদ্ধা ভববিজয়ের উৎসাহ ( আনন্দ ) ভোগ করেন ; ( ১০৬০ ) তখন ‘অমানিষ’ আদি জ্ঞানের গুণসমূহ কৈবল্যদেশের রাজমণ্ডলীর জায় ( তাহার সম্মুখে

আসিয়া) উপস্থিত হয়; নতুবা,—তঁাহাকে সম্যক জ্ঞানস্বরূপ সাম্রাজ্য অর্পণ করিয়া নিজেরা তাঁহার পরিবার হইয়া অবস্থান করে; প্রবৃত্তিরূপ রাজমার্গে চলিবার সময়, অবস্থাভ্রমরূপী (জাগৃতি, স্বপ্ন ও স্তব্ধি) প্রমদাগণ প্রতি পদে তঁাহাকে স্থমরূপী 'নিমলোণ' দ্বারা আরতি করে; সম্মুখে ব্রহ্মবোধের বেজ্রদণ্ডের সাহায্যে, বিবেক সমস্ত মায়িক দৃশ্যাবলীর বিস্তার দূরে সরাইয়া চলিতে থাকে, এবং যোগভূমি (যোগাবস্থা) যেন তঁাহাকে আরতি করিতে করিতে চলে; তখন ঋদ্ধিসিদ্ধি সমুদায় আলিয়া এই ভয়যাত্রায় যোগদান করে, এবং তাঁহার সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তঁাহাকে স্নান করায়; এইভাবে, ব্রহ্মৈক্যরূপ স্বরাজ্য সমীপস্থ হইলে, (তাঁহার কাছে) ত্রিভুবনই আনন্দে স্তূশোভিত (পরিপূর্ণ) দেখায়; তখন, হে ধনঞ্জয়, তাঁহার কাছে সবাই সমান আদর প্রাপ্ত হয়—'এ শত্রু,' 'এ মিত্র' একথা বলিবার অবকাশ থাকে না; শুধু ইহাই নহে—যদি কখনও, কোনও কারণে তিনি 'আমার' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন, তথাপি দ্বৈতভাব তঁাহাকে স্পর্শ করে না, কারণ তিনি অধিতীয় হইয়া যান; হে পাণ্ডুহৃত, আপন এক সত্যায় ('এক-স্বরূপে) সর্ব জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন এইজন্ত 'মমত্ব' রূপ দ্বৈতভাব কখনও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে না—তিনি সর্বতোভাবে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন; এইভাবে, যখন তিনি রিপুবর্গকে জয় করিয়া জগৎকে আপনার করিয়া লন' (জগৎসংসার যখন ঐক্যভাবে লীন হয়), তখন তাঁহার যোগরূপ তুর্য্য আপনা আপনি স্থির হইয়া যায়; (১০৭০) তখন যে বৈরাগ্যরূপ দুর্ভেদ অঙ্গত্রাণ (বর্ষ, কবচ) ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বল্প পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন; আর, তাঁহার ধ্যানের খড়্গ দূরে সরাইয়া দেন,—দ্বিতীয় কোনও কিছু সম্মুখে না থাকায়, তাঁহার বৃত্তির হাতও গুটাইয়া লন; উত্তম রসায়ন ঔষধ যেমন নিজের কার্য সম্পন্ন করিয়া নিঃশেষ হয়, এখানেও তেমনি অবস্থা হয়; গন্তব্যস্থান দেখা গেলে যেমন পদব্র্মের দ্রুতগতি থামিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মসুখীপ্যে অভ্যাসের বেগও কমিয়া যায়; মহাপাণ্ডবে গিয়া মিলিত হইলে গঙ্গার বেগ যেমন থামিয়া যায়,—কিছা কামিনী যেমন পতির কাছে গিয়া শান্ত হয়; অথবা, ফল লাগিলে

কদলীবৃক্ষের বাড়ি যেমন বন্ধ হয় ; কিংবা, গায়ে পৌছিয়া পথ যেমন শেষ হয় ; তেমনি, আত্মসাক্ষাৎকারের প্রত্যক্ষ অমুভূতি হইলে সাধক সাধনের হাতিনারগুলি নীচে' রাখিয়া দেন ; হে ধনঞ্জয়, এইজন্ত ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ঐক্য হইবার সময় সাধনের উপায়গুলি আন্তে আন্তে অন্তর্হিত হয় ; বৈরাগ্যের গোধুলিলয় ( পূর্ণ বৈরাগ্য ), জ্ঞানাত্যাসের বার্ককা, যোগফলের যে পরিপক্ব অবস্থা ; হে স্বভগ অর্জুন, সেই পরম শাস্তি তাঁহার অঙ্গে পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হয়, এবং তখন সেই মহাপুরুষ ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হইয়া বান ; ( ১০৮০ ) পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে চতুর্দশীর চন্দ্রের কলা যতটা কম, কিষ্কা, ষোল আনা কসের সোনা হইতে পনের আনা কসের সোনার যতটা তফাৎ ; নদীর জল যেখানে বেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, নদীর সেই ( চঞ্চল ) রূপ, এবং যে শাস্ত সমুদ্রে নিশ্চল হইয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ ; ব্রহ্ম ও ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির যোগ্য পুরুষের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ; শাস্তির প্রভাবে সেই পুরুষ অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্ম হইয়া বান ; পরন্তু, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি বিনাও ব্রহ্মত্বের যে অমুভূতি হয়, তাহাই ব্রহ্ম হইবার যোগ্যতা, জানিবে ;

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মান শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

হে পাণ্ডুহৃত, যখন পুরুষের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির যোগ্যতা হয়, তখন তিনি আত্মবোধপ্রসন্নতা লাভ করেন ( আত্মজ্ঞানলাভের প্রসন্নতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন ) ; যে ( অগ্নির ) তাপে অন্ন পাক করা হয়, সেই তাপ অন্ন হইতে চলিয়া গেলে যেমন সেই অন্ন প্রসন্ন ( গ্রহণোপযোগী ) হয় ; অথবা শরৎকালে যেমন গঙ্গা ( নদী ) বর্ষাকালের ( বজ্রার ) উন্নততা ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে ধারণ করে, কিষ্কা, নদীত শেষ হইলে যেমন আত্মবুদ্ধিক ( উপাদ ) বাত্মাদিও বন্ধ হয় ; তেমনি, আত্মবোধ লাভ করিবার উত্তোগে যে শ্রম হয়, তাহাও আত্মপ্রাপ্তির সহিত শান্ত হইয়া যায় ; হে মহামতি, এই আত্মবোধ-প্রসন্নতাই সেই শান্ত স্থিতির ভূমিকা—এবং এই যোগ্যপুরুষ তাহাই ভোগ করেন ; সেই অবস্থায়, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্ত শোক করা বা কাম্য বস্তুর

কামনা করা'—এ দুইই বন্ধ হইয়া যায়—কারণ তিনি সমভাবে ভরিয়া যান ; (১০২০) ; স্বর্ষ্যের উদয়ের সহিত যেমন সমস্ত নক্ষত্রগুণ তাহাদের অঙ্গের দীপ্তি হারায় ; তেমনি, হে পার্থ, আত্মাত্মভবের উদয় হইলেই যেদিকে তাকান যায়, সেখানেই ভূতসৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রকার ভেদভাব বিলুপ্ত হয় ; প্লেটের উপর ( লিথিবীর পাটায় ) লিখিত অক্ষর যেমন হস্ত দ্বারা মুছিয়া ফেলা যায়, তেমনি তাহার দৃষ্টিতে সমস্ত ভেদভাব নষ্ট হইয়া যায় ; এমনভাবে, জাগৃতি ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় যে অজ্ঞতাজ্ঞান ( বিপরীতজ্ঞান ) উৎপন্ন হয়, তাহা অব্যাক্তের ( মূল অজ্ঞানের ) মধ্যে লীন হয় ; আত্মবোধ বাড়িতে থাকিলে এই অব্যাক্ত ( মূল অজ্ঞান ) ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে পূর্ণ আত্মজ্ঞানের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায় ; অথবা চলিতে চলিতে যেমন পথের দূরত্ব কমিতে থাকে, এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলে পথেরও শেষ হয় ; ভোজনকালে যেমন ক্ষুধা অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে, এবং পূর্ণ হুষ্টি হইলে একেবারেই মিটিয়া যায় ; কিম্বা যেমন যেমন জাগৃতি উদ্দীপ্ত হয় ( ক্রমশঃ জাগিতে থাকিলে ) নিদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে টুটিতে থাকে, এবং পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিলে নিদ্রাও অন্ত হয় ; অথবা, ( পূর্ণিমায় ) চন্দ্রের কলা পূর্ণ হইবার পর যেমন তাহার ( কলার ) বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, এবং গুরুপক্ষেরও নিঃশেষে অন্ত হয় ; তেমনি, সমস্ত বোধ্যবস্তু ( জ্ঞেয় ) গ্রাস করিয়া জ্ঞাতা যখন পূর্ণ জ্ঞানের সহিত আমার স্বরূপে মিশিয়া সমরস হইয়া যান, তখন অজ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে<sup>১</sup> বিনষ্ট হয় ; (১১০০) তখন কল্লাস্তের সময় যেমন নদী ও সমুদ্রের সীমা ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া যায় এবং সারা ব্রহ্মাণ্ড জলে ভরিয়া যায় ; অথবা, ঘট ও মঠের অস্তিত্ব গেলে ( আকার নষ্ট হইলে ) যেমন শুধু আকাশই রহিয়া যায়, কিম্বা, কাষ্ঠ জলিয়া গেলে যেমন তাহা অগ্নিই হইয়া যায় ; অথবা, নানা আকারের অলঙ্কার স্বর্ণকারের পায়ে গলাইলে যেমন তাহাদের নামরূপাত্মক ভেদ নষ্ট হইয়া শুধু সোনাই থাকে ; ইহাও থাকুক : যেমন কোনও মনুষ্য জাগিয়া উঠিলে স্বপ্ন অদৃশ্য হয় এবং শুধু সে নিজেই থাকিয়া যায় ; তেমনি, সেই ( ব্রহ্মভূত ) পুরুষের দৃষ্টিতে আমি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না—নিজের অস্তিত্বও লোপ পায়—এই স্থিতিকেই আমার প্রীতি চতুর্থা ভক্তি কহে—তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন ;

১ কোনও বস্তু পাইবার ইচ্ছা করা ;

২ আনন্দ ;

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

অপর ‘আর্ত’, ‘জিজ্ঞাসু’ ও ‘অর্থার্থী’ ভক্তগণ যে মার্গে আমাকে ভজনা করেন—সে তিন পন্থাই ইহা হইতে ভিন্ন,—সেইজন্তই ইহাকে ‘চতুর্থী’ ভক্তি বলিতেছি ; নচেৎ ইহা তৃতীয়াও নহে, চতুর্থীও নহে, প্রথমীও নহে, অস্তিমও নহে—এই ভক্তি আমারই সহজ স্থিতি ; যাহা অজ্ঞানের মধ্যে আমাকে প্রকাশ করে, ( অজ্ঞানকে নাশ করিয়া আমার স্বরূপ প্রকট করে ), বিপরীত জ্ঞানকে আমার স্বরূপ দেখায়, সর্ব লোককে সর্বত্র ( সর্বভূতে আমার স্বরূপ দেখাইয়া ) ভজনা করিতে প্রবৃত্ত করে ; যে ভক্ত যেখানে যেভাবে ( আমাকে ) দেখিতে চায়, সে সেখানেই সেইভাবে আমাকে দেখে,—যাহা আমার অখণ্ড প্রকাশকে এমনভাবে দেখায় ; স্বপ্নে দেখা বা না দেখা যেমন নিজের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তেমনি, যে ‘প্রকাশ’ দ্বারা বিশ্বের ‘ভাব’ ( অস্তিত্ব ) বা অভাব ভাসমান হয় ; ( ১২১০ ) হে কপিধ্বজ, এই যে আমার সহজ প্রকাশ—সেই তেজকেই ভক্তি বলে ; এইজন্ত, ‘আর্ত’ ভক্তের মধ্যে ইহাই আভির্কূপে প্রকাশ পায়, এবং এই আর্ত ব্যক্তির যাহা কিছু অপেক্ষণীয় ( যাহা তাহার আর্তি দূর করিতে পারে ) আমাকেই তাহা কল্পনা করে ; হে বীরেশ, তেমনি ‘জিজ্ঞাসু’ ভক্তের কাছে ইহাই ‘জিজ্ঞাসা’ হইয়া আমাকেই ‘জিজ্ঞাস্ত’ বিষয়রূপে দেখায় ; হে অর্জুন, এই ভক্তিই অর্থার্থী ভক্তের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছার রূপ ধারণ করে, এবং আমাকে অর্থরূপে প্রকাশ করিয়া আমাকেই ‘অর্থ’ নাম প্রদান করে ; অথবা, অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহা ঈষ্টাস্বরূপ আমাকে দৃশ্য বস্তু করিয়া দেয় ; ইহাতে কোনও ভুল নাই যে মুখ একটিই এবং তাহাই দর্পণে দেখা যায়, পরন্তু দর্পণ এই মিথ্যা বৈতন্ধ্য আনয়ন করে ; দৃষ্টিতে চন্দ্রকে দেখা যায় ঠিকই, পরন্তু ‘তিমির’ এমনি রোগ যে একটি চন্দ্রকে দুটি দেখায় ; তেমনি, এই ভক্তিদ্বারাই আমার উক্ত আমাকে সর্বত্র দেখিতে পায়, ১ পরন্তু, আমাতে যে বৃথা দৃশ্য আয়োগ করে তাহা অজ্ঞানবশতঃই ;



এখন অজ্ঞান নষ্ট হইলে আমার দ্রষ্টব্য আমার মধ্যে তেমনিভাবে লীন হয়, যেমন প্রতিবিম্ব নিজের বিম্বের সহিত একরূপ হইয়া যায় ; দেখ, খাদমিশ্রিত হইলেও সোনার স্বর্ণ স্বর্ণ অবিচ্ছিন্ন থাকে, পরন্তু খাদ জলিয়া বাহির হইয়া গেলে যেমন শুদ্ধ সোনাই অবশিষ্ট থাকে ; ( ১১২০ ) অহো, পূর্ণিমার আগে কি চন্দ্র সম্পূর্ণ থাকে না ? § পরন্তু, পূর্ণিমার দিনই তাহার পূর্ণতা দেখা যায় ; তেমনি, জ্ঞানের দ্বার দিয়া আমাকে ভিন্নরূপে ( ভিন্নভিন্নভাবে ) দেখা যায়, পরন্তু, ‘দৃশ্য’ নষ্ট হইলে আমাকে আমার মধ্যেই লাভ করা যায় ; এইজন্যই, হে পার্থ, আমি বলিয়াছি যে আমার এই চতুর্থা ভক্তি দৃশ্যপথের অতীত ( দৈততাবশ্যক অগ্ন্য পথ হইতে শ্রেষ্ঠ ) ; এই জ্ঞানভক্তির যোগে যে ভক্ত আমার সহিত সহজভাবে ঐক্যপ্রাপ্ত হন, তিনি মরুপ হইয়া বান—ইহা তুমি অনিয়াছ ; হে কপিধ্বজ, সপ্তম অধ্যায়ে আমি উভয় হস্ত তুলিয়া বলিয়াছি যে জানী পুরুষ আমার আত্মাই হইয়া বান\* ; এই ভক্তি সম্বন্ধেই, আমি কল্লারস্তে ভাগবতের কথাচ্ছলে ব্রহ্মাকে উত্তম ভক্তি বলিয়া উপদেশ করিয়াছি ; জানী ইহাকে ‘স্বসংবিত্তি’ বলে, শৈব ইহাকে শক্তি আখ্যা দেয়, আমি ইহাকে আত্মাতে ‘পরমাভক্তি’ বলি ; আমার সহিত মিলিবার সময়, ক্রমযোগী<sup>১</sup> তাহার ফলস্বরূপ এই ভক্তি লাভ করেন, এবং ( তাঁহার দৃষ্টিতে ) তখন সমস্ত জগৎ শুদ্ধ আমার স্বরূপে ভরিয়া যায় ; তখন বিবেকের সহিত বৈরাগ্য, মোক্ষের সহিত বন্ধন, আবৃত্তি<sup>২</sup> ( পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা )র সহিত বৃত্তি পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় ( ডুবিয়া যায় ) ; ‘এপারে’ সমস্তই আসিয়া যায়, ‘ওপার’ বলিয়া কিছুই থাকে না, ( ‘এপার’ ও ‘ওপারে’র মধ্যে ভেদ নষ্ট হয় )—চারি ভূত ( পৃথ্বী, অপ, তেজঃ, ও মরুৎ ) গ্রাস করিয়া যেমন আকাশ ( ব্যোম ) থাকিয়া যায় ; ( ১১৩০ ) তেমনিভাবে সাধ্য-সাধনাভীত আমার যে শুদ্ধ স্বরূপ, § তাহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন ; সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া গঙ্গা যেমন সমুদ্রের উপর ঝলমল করে ( উছলিত হয় ), তাঁহার

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“চন্দ্র কি নির্দোষ ( নিখুঁত ) থাকে না ?” “চন্দ্র কি সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট নহে ?”

\* “উদারঃ সর্ব্ব এতৈতে জানী স্বাষ্টেব মে মত্তম্ ।” ৭।১৮

১ কর্মযোগী ;                      ২ অবৃত্তি ( নিবৃত্তি ) ;

§ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“সাধ্যসাধনাভীত, কুটম্ব, আমার যে শুদ্ধ স্বরূপ” ;

আত্মানন্দভোগও তদ্রূপ হয়, জানিবে; কিম্বা, একটি দর্পণ স্বচ্ছ করিয়া আর একটি দর্পণের সম্মুখে রাখিলে যেমন পরস্পর পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে দেখে, ( মজ্জপ হইয়া ) তাঁহারও আত্মানন্দ উপভোগ তেমনি হয়; আগিয়া উঠিলে স্বপ্নের অন্ত হয়, এবং ঐ অবস্থায় আপনার স্বরূপ দেখিয়া জাগ্রত মনুষ্য যেমন একলাই ( অগ্র কাহারও সঙ্গ বিনা ) আপনার একাকিত্ব উপভোগ করে; অধিক কি বলিব? দর্পণ সরাইয়া লইলে মুখের প্রতিবিম্ব ( মুখাভাস ) অদৃশ্য হয়, তখন দ্রষ্টা যেমন একাই তাহার স্বরূপানন্দ আন্বাদন করে; বাহারা মনে করে কোনও বস্তুর সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে উপভোগ করা যায় না, তাহাদের জিজ্ঞাসা করি ‘শব্দের দ্বারা কি করিয়া শব্দের উচ্চারণ করা হয়?’; তাহাদের গ্রামে ( দেশে ) কি দীপ জ্বালাইয়া সূর্য্যকে দেখিতে হয়? কিম্বা আকাশকে ধরিয়া রাখিবার জন্য বারান্দা রচনা করিতে হয়? রাজস্ব<sup>১</sup> ( রাজকীয় গুণ ) অঙ্গে না থাকিলে রাজা রাজ্যপদ ভোগ করিবে কি প্রকারে? কিম্বা, অঙ্ককার কি সূর্য্যকে আলিঙ্গন করে? আর, যে আকাশ নহে সে আকাশ ( আকাশের ব্যাপ্তি ) কি করিয়া জানিবে? কুঁচের গহনা কি রত্নের অলংকারের দ্বারা শোভা পায়? এইজন্ত, যে মজ্জপ হইয়া যায় না, সে আমায় স্বরূপ জানিবে কি প্রকারে? সে আমাকে ভজনা করে একথা কেমন করিয়া বলা যায়? ( ১১৪০ ) এইজন্তই আমি বলিতেছি যে ক্রমযোগী<sup>২</sup> মজ্জপ হইয়া আমাকে উপভোগ করেন,—যেমন তরুণাদী স্ত্রী তাহার তারুণ্যকে উপভোগ করে; তরুঙ্গ সর্ব্বদা জলকে চুষন করে, প্রভা সূর্য্যবিম্ব হইতেই সর্ব্বত্র বিলম্বিত হয়; অথবা অবকাশ যেমন আকাশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে; তেমনি, ( এই ক্রমযোগী ভক্ত ) মজ্জপ হইয়া এবং ক্রিয়াবিহীন হইয়া আমাকে ভজনা করেন,—সোনার ঘনাকার<sup>৩</sup> ( পিণ্ড ) যেমন স্বাভাবিকভাবে সোনাকে উপভোগ করে; চন্দ্রনের স্বগন্ধ যেমন আপনা হইতেই চন্দনকে ভজনা করে ( চন্দ্রনের অঙ্গে লাগিয়া থাকে ), কিম্বা, চন্দ্রের কিরণ যেমন চন্দ্রের গর্ভে চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে<sup>৪</sup>; তেমনি অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যে ক্রিয়ার কোনও স্থান না থাকিলেও, ভক্তি থাকিতে পারে—ইহা অসম্ভব করা যায়, কিন্তু বাক্য-

১ রাজস্ব; রাজস্ব; রাজস্ব; ২ ক্রমযোগী;

৩ অলংকার; ৪-৫ অকৃত্রিমভাবে ( ক্রিয়াহীনভাবে ) চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে ।

স্বারা বর্ণনা করা যায় না ; তখন ( এই ভক্ত ) পূর্বসংস্কারবশে যদি কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা আমাকেই প্রার্থনা করিয়া বলেন, এবং আমিও তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া থাকি,—কারণ যে বলিতেছে সে আমিই ; যে বলিতেছে সে আপনারই সাক্ষাৎ পায়, সেখানে কিছু বলাই হয় না—তখন মৌনাবলম্বনই আমার সর্বোত্তম স্তুতি ; হৃদয়ঃ, যখন এইরূপ ভক্ত কথা বলে, তখন কথা বলিতে গিয়া আমারই দেখা পায় এবং মৌন হয়,—তাহার মৌনাবলম্বন তত্ত্বতঃ আমারই স্তুতি ; তেমনি, হে কিরীটি, সে যখন বুদ্ধিধারা বা দৃষ্টিধারা কিছু দেখে, তখন তাহার ‘দর্শন’ দৃশ্য বস্তুকে সরাইয়া দ্রষ্টাকেই ( অর্থাৎ তাহার স্বরূপকেই ) দেখায় ; দর্পণে যেমন নিজের মুখই দেখা যায়, তেমনি তাহার দৃষ্টি ( দর্শন ) দ্রষ্টাকেই দেখায় ; ( ১১৫০ ) দৃশ্য বস্তু অদৃশ্য হইলে, দ্রষ্টা দ্রষ্টাকেই দেখে, তখন শুধু দ্রষ্টাই একা থাকে বলিয়া ‘দ্রষ্টৃত্ব’ও লোপ পায় ; অগ্নে দৃষ্ট প্রিয়াকে আলিঙ্গন দিতে গেলে, নিদ্রাভঙ্গে যেমন দুজনই ( প্রিয়া এবং যে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যায় ) অদৃশ্য হয়, এবং শুধু সে নিজেই ( স্বপ্ন-দ্রষ্টা ) থাকিয়া যায় ; কিম্বা, দুই কাষ্ঠখণ্ডকে ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা যেমন কাষ্ঠখণ্ড দুটির অস্তিত্ব নাশ করিয়া শুধু নিজেই থাকিয়া যায় ; অথবা, সূর্য্য যদি ( জলের মধ্যে ) আপনার প্রতিবিম্বকে ধরিতে যায়, তখন যেমন তাহার ( প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হইয়া ) বিম্বত্বই চলিয়া যায় ; তেমনি যখন দ্রষ্টা মজ্জপ হইয়া দৃশ্য বস্তু ধরিতে যায় তখন ‘দ্রষ্টৃত্ব’ের সহিত দৃশ্য বস্তুও অদৃশ্য হয় ; সূর্য্য অন্ধকারকে প্রকাশিত করিলে, যেমন প্রকাশিতা আর অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি দ্রষ্টামজ্জপ হইয়া গেলে, দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দৃশ্যত্বও থাকে না ; যখন এই অবস্থা হয় যে দৃশ্য বস্তু দেখাও যায় আর দেখা যায়ও না, তখনই আমার সত্যস্বরূপ দর্শন হয় ; তখন, হে কিরীটি, যে কোনও পদার্থই তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ুক না কেন, তিনি সর্বদা দৃশ্যাদৃশ্যের ‘অতীত’ এক দৃষ্টি ভোগ করেন ; আর, আকাশ যেমন পূর্ণভাবে আকাশে ভরিয়া থাকার জগৎ টলে না, তেমনি, আত্মস্বরূপে লীন হইয়া ( তিনি অবিচলিত থাকেন ) ; কল্যাণে জল জলকে বোধ করায় ( সর্বত্র জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় ) যেমন প্রবাহ বন্ধ হয়, তেমনি তাঁহার আত্মাও আমার মধ্যে পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় ( ১১৬০ )

পদদ্বয় কি নিজের (পায়ের) উপর চড়িতে পারে? অগ্নি কি আপনাকে জ্বালাইতে পারে? জল কি জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নান করিতে পারে? এইজন্ত, (ভক্ত) যখন পূর্ণরূপে মজ্জপ হইয়া যান, তখন তাঁহার যাওয়া আসা আদি ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়, এবং তাহাই আমার অদ্বয় সত্তার দিকে যাত্রা; জলের উপর তরঙ্গ যত বেগেই ধাবিত হউক না কেন, তাহা (জল ছাড়াইয়া) ভূমিভাগ অতিক্রম করে না; কারণ, যাহা সরিয়া যায় কিম্বা যাহা কাছে আসে, যাহা গতি প্রাপ্ত হয়, যাহা গতি প্রদান করে—এ সমস্তই জল ভিন্ন কিছুই নহে; হে পাণ্ডুসুত, জল যেদিকে যতদূর যাউক না কেন তাহার উৎকর্ষ বজায় থাকার জন্ত যেমন তরঙ্গের ‘নিশ্চলতা’ (একাত্মতা) নষ্ট হয় না; তেমনি, মজ্জপ হইয়া<sup>১</sup> তিনি সর্বতোভাবে আমার মধ্যে আসিয়া যান—তাঁহার এই যাত্রা—আমার স্বরূপের দিকে উত্তম তীর্থযাত্রা; আর শরীরের স্বভাব-ধর্মের জন্ত যদি কোনও কিছু করিতে বলেন, তবে সেই কর্মের ছলে আমরা বেষ ধারণ করেন<sup>২</sup>; এই অবস্থায়, হে পাণ্ডুসুত, ‘কর্ম’ ও ‘কর্তা’ উভয়েরই লোপ হয়, এবং তিনি আত্মস্বরূপে আমাকে দেখিয়া মজ্জপ হইয়া যান; দর্পণ দর্পণকে দেখিলে যেমন তাহাকে দেখা বলা যায় না,—সোনার উপর যেমন সোনার আবরণ দেওয়া যায় না; দীপ দ্বারা দীপকে প্রকাশ করিলে তাহাতে প্রকাশ করা হয় না—তেমনি, মজ্জপ হইয়া কর্ম করিলে তাহাকে কি কর্ম করা বলা যায়? (১১৭০) কর্ম করা হয়, কিন্তু যখনই ‘কর্ম করিতেছি’ এই অভিমান নষ্ট হয়, তখন কর্ম করিলেও তাহা না করাই হয়; সমস্ত কর্মই মজ্জপ হইয়া গেলে, তাহা করিলেও কিছুই করা হয় না—তাহারি নাম আমার পূজা করা—তাহাই আমার পূজার লক্ষণ; এইজন্ত, হে কপিধ্বজ, যথারীতি কর্ম করিলেও তাহা কর্ম না করাই হয়,—এই মহাপূজা দ্বারা আমারই পূজা করা হয়; এমনি ভাবে, তিনি যাহা বলেন তাহা আমারই স্মৃতি, যাহা দেখেন তাহা আমারই দর্শন, তিনি যেখানে যান তাহা অদ্বয়স্বরূপ আমারই দিকে যাত্রা; হে কপিধ্বজ, তিনি যাহা কিছু করেন তাহা আমারি পূজা, যাহা কিছু কল্পনা করেন তাহা আমারই জপ, তাঁহার স্থিতিও<sup>৩</sup> আমারি লয়াধি;

১ “একাত্মতা” পাঠই সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়;      ২ অহংভাব ত্যাগ করিয়া,

৩ দর্শন পান;      ৪ তিনি নিম্না গেলে তুহাও;

( স্বর্ণের ) করণ যেমন স্বর্ণেই অনন্তভাবে থাকে, তেমনি ইনিও ভক্তিবোধে আমার সহিত ঐক্যলাভ করেন ; কিং বহুনা, তত্ত্ব সহিত বস্তুর, বৃত্তিকার সহিত ঘটের যেমন ঐক্য, তেমনি তিনিও সমরস হইয়া আমার মধ্যে অবস্থান করেন ; জলে তরঙ্গ, কর্পূরে সুগন্ধ, রত্নে ঔজ্জ্বল্য যেমন অনন্তভাবে থাকে ; হে স্মৃতি, এই অনন্তা ( একনিষ্ঠ ) ভক্তিবোধে, তিনি সমস্ত দৃশ্য পদার্থের মধ্যে আত্মস্বরূপ 'দ্রষ্টা' আমাকেই জানিতে পারেন ; ( স্বপ্ন, জাগৃতি ও সুস্থি এই ) তিন অবস্থার যোগে উপাধি ( ক্ষেত্র ) ও 'উপহিত' ( উপাধিযুক্ত ক্ষেত্রজ ) আকারে, এই বিধে যে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ ব্যক্ত ( ভাব ) ও অব্যক্ত ( অভাব ) রূপে ক্ষুরিত হয় ; ( ১১৮০ ) হে বীর অর্জুন, এ সমস্তই দ্রষ্টা আমারই স্বরূপ— ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া সেই অল্পভবের আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন ; রজ্জু দৃষ্টগোচর হইলে, সর্পাকারে ভাসমান বস্তুটি যে রজ্জুই ইহা যেমন নিশ্চিত ভাবে জানা যায় ; অলঙ্কার গলাইলে যেমন জানা যায় যে তাহার মধ্যে রতি-পরিমাণও সোনা ভিন্ন অল্প কিছু নাই ; তরঙ্গ জল বিনা আর কিছুই নয়, ইহা সঠিক জানিলে যেমন তরঙ্গের আকারকে ( সত্য বলিয়া ) ধরে না ; কিম্বা, জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে বিচার করিলে যেমন আপনা হইতে ভিন্ন অল্প কিছুই দেখা যায় না ; তেমনি, যাহা কিছু আছে বা নাই— ব্যক্ত বা অব্যক্ত, ভাব বা অভাব রূপে [ক্ষুণ্ণ] হয়, ঐতাহা সব কিছুই 'জ্ঞাতা' আমারই স্বরূপ—এই প্রতীতি জন্মিলে—তিনি তাহারই অল্পভবানন্দ উপভোগ করেন ; এবং জানিতে পারেন 'আমি জন্মজরারহিত, অক্ষয়, অবিনাশী, সম্পূর্ণ ও অপার আনন্দস্বরূপ' ; 'আমি অচল, আমি অচ্যুত, অনন্ত, অদ্বৈত, আত্ম, অব্যক্ত ও ব্যক্ত' ( নিরাকার ও সাকার ) ; 'আমি সকলের দৈশ ( প্রভু ) দৈশ্বর, আমি অনাদি, অমর ও অভয় ( ভয়হীন ), আমি আধার ও আধেয়' ; 'আমি স্বামী, নিত্যসিদ্ধ, সহজ, ( স্বয়ম্ভু ), ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, সর্বরূপ, সর্ব-গত ( সর্বাস্তর্ধামী ), সর্বাভীত' ; 'আমি নব, আমি পুরাণ, আমি শূন্য, আমি সম্পূর্ণ, আমি অশূল, আমি অনগ্রা ( অণু হইতেও সূক্ষ্ম ), যাহা কিছু আছে তাহা আমিই' ; 'আমি নিষ্ক্রিয়, আমি এক, আমি অসঙ্গ, অশোক, ব্যাপ্য ও ব্যাপক,

§ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর — "যাহা জন্মরূপে ক্ষুণ্ণ হয়" ;

† তৃতীয় চরণের পাঠান্তর — "আমি শূল, আমি অণু" ( অণু হইতেও অণু ) ;

‘আমি পুরুষোত্তম’ ; ‘আমি অশক ( শক্যাতীত ), অশ্রোত্র, অরূপ, অগোত্র, সর্বত্র সমান ও স্বতন্ত্র ( স্বয়ংসিদ্ধ ), আমি পরব্রহ্ম’ ; এইভাবে, তিনি আমার সহিত আত্মস্বরূপে এক হইয়া এই ভক্তি দ্বারা আমাকে নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারেন, আর, এই আত্মবোধের দ্বারা জানা—সেই আত্মজ্ঞানই আমি, তাহা বুঝিতে পারেন ; জাগ্রত হইবার পর যেমন নিজের একাকিত্বই অবশিষ্ট থাকে, এবং ইহা নিজেই অহুভব করে ; কিম্বা, সূর্য্য প্রকট হইলে যেমন সে নিজেই প্রকাশক হয়, এবং যাহা প্রকাশ করে তাহা যেমন ছোড়ক ( প্রকাশক ) হইতে অভিন্ন ; তেমনি, বেদ্য পদার্থ বিলুপ্ত হইলে শুধু বেতাই অবশিষ্ট থাকে এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তিনি তাহাই—ইহা যিনি জানেন ; হে ধনঞ্জয়, যে জ্ঞানশক্তি ( জ্ঞপ্তি ) দ্বারা নিজের অদ্বয়তা জানা যায়,† তাহাই ‘আমি’, স্বয়ং ঈশ্বর,—ইহা তিনি বুঝিতে পারেন ; অদ্বৈতের অতীত‡ যে আত্মা, তাহা নিঃশব্দে ‘আমি’ই, ইহা যখন বুঝিতে পারেন, এবং এই জ্ঞানের যখন প্রত্যক্ষ অহুভূতি হয় ; তখন, জাগিয়া উঠিলে যে একাকিত্ব দেখা যায়, সেই একাকিত্ব চলিয়া গেলে যে কি অবস্থা হয়, তাহা যেমন জানা যায় না ; ( ১২০০ ) কিম্বা, স্বর্ণের স্বরূপ চোখে পড়িবার সঙ্গেই যেমন তাহার ঘনাকার ( গিওত ) লোপ পায় ; অথবা, লবণ জল হইয়া গেলেও জলে তাহার লবণত্ব থাকে ; পরন্তু লবণের স্বাদ চলিয়া গেলে যেমন লবণের অস্তিত্বই যায় ; তেমনি, ‘আমিই সেই পরব্রহ্ম’ এই যে অহুভূতি—ইহা যখন স্থানন্দাহুভবরূপ শাস্ত্রসে লীন হইয়া যায়, তখন তিনি আমারি মধ্যে প্রবেশ করেন ; আর, তখন ‘সে’ বলিয়া কোনও শব্দ থাকে না, ‘আমি’ শব্দই বা কোথায় থাকিবে ? এইভাবে, ‘আমি’ ও ‘সে’ আমার স্বরূপে লীন হয় ; কপূর জলিয়া শেষ হইলে অগ্নিও নিবিয়া যায়, তখন যেমন উভয়াতীত শুধু আকাশতত্ত্বই থাকিয়া যায় ; কিম্বা, এক হইতে এক বিয়োগ করিলে যেমন শুধু শূন্যই বাকী থাকে, তেমনি, ‘আছে’ ও ‘নাই’, ভাব ও অভাবের লয়‡ হইলে শুধু আমিই অবশিষ্ট থাকে ; সেই অবস্থায়, ‘ব্রহ্ম’ ‘আত্মা’ ‘ঈশ্বর’ এই সব শব্দের উচ্চারণ আত্মানন্দের ব্যাঘাত ঘটায়—আর ‘না’ অর্থাৎ ‘কিছু নাই’—একথা বলিবারও অবকাশ থাকে না ; ‘না’

† প্রথম চরণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ;

১ বৈতথ্যেতের অতীত ;      ২ অলঙ্কার ;      ৩ শেষ ;

এই কথা উচ্চারণ না করিয়াও মুখ ভরিয়া বলা হয়, ‘জ্ঞান’ ও ‘অজ্ঞানকে’ না জানিয়াই তাহাকে জানা হয় ; সেই অবস্থায় বোধদ্বারাই বোধকে জানা যায়, আনন্দেই আনন্দ অহুভব করা হয়, সুখেই শুধু সুখভোগ হয় ; তখন লাভের লাভ হয়, প্রভা প্রভাকে আলিঙ্গন করে, বিশ্বয় বিশ্বয়ের মধ্যে ডুবিয়া যায় ; ( ১২১০ ) ‘শম’ যেখানে শাস্ত হয়, বিশ্রাম বিশ্রাম লাভ করে, অহুভব অহুভূতিবশে পাগলের গ্রায় হয় ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তখন তিনি ক্রমযোগের সৌন্দর্য্য সেবন করিয়া তাহার ফলস্বরূপ শুদ্ধ মজুপ প্রাপ্ত হন ; § হে কিরীটি, এই ক্রমযোগের রাজচক্রবর্তীর মুকুটে আমি চিদ্রত্ন ( চৈতন্যরূপ রত্ন ) হইয়া থাকি, এবং বিনিময়ক্রমে তিনি আমার মুকুটমণি হইয়া শোভা পান ; কিম্বা, ক্রমযোগরূপ মন্দিরের মোক্ষরূপী কলসের উপরে তিনি আকাশরূপ বিস্তার হইয়া থাকেন , অথবা, সংসার অরণ্যে ক্রমযোগরূপ উত্তম মার্গ আছে—যাহা মর্দেক্যরূপ নগরের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয় ; এই প্রকার ক্রমযোগের প্রবাহের সহিত ভক্তিরূপ চিত্তগঙ্গায় পড়িয়া তিনি ‘আমি’ যে আত্মানন্দরূপ সমুদ্র, তাহাতে বেগে গিয়া মিলিত হন ; হে স্বর্গজ অর্জুন, ক্রমযোগের মহিমা এতই অধিক ; এইজগুই আমি বারবার তোমাকে ইহার বর্ণনা করিতেছি ; ইহা ঠিক নয় যে আমাকে ‘দেশ’, ‘কাল’, ‘পদার্থ’ের আবহুল্যে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, আমি সহজ ভাবে সকলের মধ্যে আপনা হইতেই অবস্থান করি ; যৎপ্রাপ্তির উপায় জানিবার জগুই গুরুশিষ্যসম্প্রদায়রূপ সঠিক ‘ব্যবহার’ ( রীতি ) প্রচলিত হইয়াছে ; এই-জগুই আমাকে প্রাপ্তির জগু কোনও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না,—এই উপায়েই ( ক্রমযোগদ্বারা ) আমাকে সত্যই লাভ করা যায় ; ( ১২২০ ) হে কিরীটি, বহুদার গর্ভে নিধান ( সঞ্চিত গুণধন ), কাষ্ঠের অভ্যস্তত্বে বহি, স্তনের মধ্যে ছুঁক, স্বাভাবিকভাবে থাকে ; পরন্তু, এই স্বভাবসিদ্ধ বস্তু লাভ করিতে হইলে উপায় করিতে হয়, তেমনি আমি স্বতঃসিদ্ধ হইলেও উপায়ের দ্বারা সাধ্য ;”

§ ১২১২ হইতে ১২১৭ ওবী পর্ধ্যন্ত পাঠান্তরে “ক্রমযোগ” এই শব্দের স্থলে “কর্মযোগ” এই পাঠ আছে ; কোনও কোনও “পু”খিতে “ক্রমযোগ” কিম্বা “কর্মযোগ” আছে ; জ্ঞানদেবীর সংস্করণে সমস্ত ওবীতেই “ক্রমযোগ” এই পাঠ আছে ।

১ কর্মযোগ ; ২ ভক্তের চিত্তগঙ্গায় ; জ্ঞানভক্তিরূপ গঙ্গায় ; ভক্তিরূপ চিদ্রূপায় .

৩ কর্মযোগের ;

যদি কেহ প্রশ্ন করে, ভগবান ফলপ্রাপ্তির কথাই পড়ে উপায়ের প্রস্তাব কেন করিতেছেন, তবে ইহার অভিপ্রায় এই— ; মোক্ষলাভের সমস্ত উপায় সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ দেওয়াই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য, (অন্ত) শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায় প্রমাণসিদ্ধ নহে; বায়ু মেঘকে উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকে নির্মাণ করিতে পারে না; কিষা হাত (জলের উপরিস্থিত) শৈবাল সরাইতে পারে, কিন্তু জল তৈয়ারী করিতে পারে না; তেমনি, আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধক যে অবিজ্ঞা (অজ্ঞান), শাস্ত্র সেই অবিজ্ঞার মল নাশ করে, পরন্তু আমার নির্মল প্রকাশ স্বয়ংসিদ্ধ; এইজন্ত, সমস্ত শাস্ত্র শুধু অবিজ্ঞাবিনাশের পাত্র<sup>১</sup> (যোগ্য), ইহার অতিরিক্ত, তাহাদের আত্মবোধ করাইবার স্বতন্ত্র যোগ্যতা নাই; আত্মবোধের<sup>২</sup> সত্যতা প্রমাণের প্রসঙ্গ যখন উঠে, তখন এই সব শাস্ত্রকে যেখানে ঠাইতে হয় তাহা এই গীতা; সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিক অলঙ্কৃত করে, তখন অন্ত সব দিকই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়,—তেমনি সমস্ত<sup>৩</sup> গীতাই অন্ত শাস্ত্রকে সনাথ করিয়াছে; আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই; পূর্ব্বের অধ্যায়গুলিতে এই শাস্ত্রের আত্মপ্রাপ্তির অনেক উপায় বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে; (১২৩ঃ) পরন্তু, প্রথম ভ্রমণে অর্জুন কদাচিৎ ইহা বুঝিতে পারিয়াছে কি না—পরম অহঙ্কম্পাতের এইভাবে চিন্তা করিয়া, ত্রিহরি— ; এখন, একবার বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার জন্ত পুনবার সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছেন; আর এই প্রসঙ্গে গীতার সমাপ্তি আসন্ন দেখিয়া তাহার আদি ও অন্তের একার্থত্ব বা একস্বত্বতা (অর্থাৎ আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত একই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই) বুঝাইতেছেন; গ্রন্থের মধ্যভাগে, প্রসঙ্গানুসারে নানা বিষয় সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা হইয়াছে; সেইসব সিদ্ধান্তই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, —পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ না জানিয়া যদি কেহ ইহা না মানিয়া লয়<sup>৪</sup>; তবে বলিতে হয়,—মহাসিদ্ধান্তের সারস্বরূপ এইসব বহুসংখ্যক ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলি মিলিয়া গীতার আয়ত্তের সহিত সমাপ্তির ঐক্যসাধন করে; অবিজ্ঞার নাশই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল—আর এহুটি

১ শত্রু;

২ অধ্যাত্মশাস্ত্রের;

৩ শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ;

৪ মনে করে; মানিয়া লয়;



বিষয়ে জ্ঞানই একমাত্র সাধন ; এ বিষয়ে এই গ্রন্থে নানাতাবে বিস্তার করিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে, এখন তাহাই ছুঁকথায় ( অল্পকথায় ) বলা হইতেছে ; এইজন্য, ‘উপেয়’ ( উপায় দ্বারা যে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় ) হস্তগত হইলেও, যে উপায়রূপ সাধনদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ভগবান পুনরায় এইভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ;

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্তং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

ভগবান বলিলেন, “হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, এইরূপ নিষ্ঠাদ্বারা ক্রমবোগী<sup>১</sup> মজ্জপ হইয়া আমার স্বরূপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন ; (১২৪০) স্বকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ লক্ষ ফল<sup>২</sup> দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে পূজা করিয়া পূজার প্রসাদস্বরূপ ( আমাকে প্রসন্ন করিয়া ) জ্ঞান-নিষ্ঠা অর্জন করেন ; সেই নিষ্ঠা হস্তগত হইলে, আমাতে ভক্তি উল্লসিত হয় ( উৎকর্ষ লাভ করে ), তখন আমার সহিত লয়স হইয়া স্থখী হন ; আর, বিশ্বপ্রকাশকারী আমাকে, অর্থাৎ আপন আত্মাকে ; সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছে ( সর্বব্যাপী ) জানিয়া তাহাকেই সর্বভাবে অনুসরণ করেন ; লবণ যেমন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া জলকে আশ্রয় করে, কিম্বা, বায়ু যেমন সব জায়গায় ঘুরিয়া<sup>৩</sup> ব্যোমের ( আকাশের ) মধ্যে নিশ্চল বা স্তব্ধ হইয়া থাকে ; তেমনি, যিনি বুদ্ধি, বাক্য ও কার্য্যে<sup>৪</sup> আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তিনি কদাচিৎ কোনও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও ; রাস্তার, নালা ও মহানদীর জল যেমন গজায় মিলিয়া এক হইয়া যায়, তেমনি আমার স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান হওয়ায় তাহার পক্ষে শুভাশুভ সব কর্ম্ম একরূপ হইয়া যায় ; কিম্বা মলয়চন্দন ও অগ্নি দুর্গন্ধযুক্ত<sup>৫</sup> কাষ্ঠের মধ্যে প্রভেদ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না ছুটিকে অগ্নি ধরিয়া গ্রাস করে ; অথবা, পাঁচকস ( হীনকস ) ও বোলকস সোনার মধ্যে প্রভেদ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না পরশ-পাথরের স্পর্শে তাহারা একরূপ হইয়া যায় ; তেমনি, শুভাশুভ এইরূপ আভাস ততক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, যতক্ষণ না আমার সর্বব্যাপী প্রকাশের উপলব্ধি হয় ; রাত্রি ও দিনের বৈতন্ধ্য ( বন্দ ) ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সূর্য্যের

অভ্যন্তরে ( গাঁয়ে ) না প্রবেশ করা যায় ; ( ১২৫০ ) হুতরাং, হে কিরীটি, আমার দর্শন হইলে তাঁহার সর্ব কর্ণের অবসান হয়, এবং তিনি সায়ুজ্যের পদে ( আসনে ) উপবেশন করেন ; দেশ, কাল ও স্বভাবের জন্ত বাহ্যর কয়েক সম্ভাবনা নাই, আমার সেই অবিনাশি ( অক্ষয় ) পদ প্রাপ্ত হন ;

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

কিং বহনা, হে পাণ্ডুহুত, যিনি আমার আত্মার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, এমন কি লাভ আছে যাহা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন না? এইজন্ত, হে ধনঞ্জয়, তুমি আপনার সমস্ত কর্ম আমার স্বরূপে সংশ্রাস ( সমর্পণ ) কর ; পরন্তু, হে বীর, করণীয় নিত্যকর্মের সংশ্রাস করিবে না,—আপন মনোবৃত্তিকে সর্বদা আত্মবিবেকে ( বিচারে ) নিযুক্ত করিবে ; এই বিবেকবলে ( আত্ম-বিচারের সামর্থ্যে ) আমার স্বরূপের মধ্যে নিজের নির্মল আত্মস্বরূপ দেখিবে—যাহা সমস্ত কর্ম হইতে স্বতন্ত্র ( অলিপ্ত ) থাকে ; আর, সর্ব কর্মের জন্মভূমি যে প্রকৃতি ( মায়ী ), তাহা আত্মা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত,—তাহাও বুঝিতে পারিবে ; হে ধনঞ্জয়, ছায়া যেমন রূপ ( বস্তু ) হইতে স্বতন্ত্র নয়, তেমনি প্রকৃতিও আত্মতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না ; এইভাবে, প্রকৃতির ( অজ্ঞানের ) নাশ হইলে, অনায়াসে সমূল কর্মের সংশ্রাস হইবে ; সমস্ত কর্মের অবসান হইলে কেবল ‘আমি’ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকিবে, এবং বুদ্ধি তখন পতিত্রতা জীর গ্রায় শুদ্ধ আত্মতত্ত্বেই অটলভাবে অবস্থান করিবে ; ( ১২৬০ ) বুদ্ধি যখন একরূপ অনন্ত যোগদ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন চিত্ত ( মন ) ‘চৈত্য’ ( চিন্তনীয় বিষয় ) ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করে ; এইভাবে, সমস্ত ‘চৈত্য’ ত্যাগ করিয়া চিত্ত যাহাতে আমার মধ্যে অটল হইয়া থাকে সदा স্বরাগিত হইয়া তাহারই উপায় কর ;

মচ্চিত্তঃ সর্বভুগাণি মৎপ্রসাদাৎ তিরিহ্যসি ।

অথ চেত্বমহংকারাম শ্রোয়্যসি বিনঙ্কর্যসি ॥ ৫৮

যখন এইপ্রকার ভেদভাবহীন-সেবাধারা তোমার চিত্ত আমাতে ভরিয়া বাইবে ( মজ্জপ হইবে ) তখনই জানিবে যে আমার প্রসাদ পূর্ণভাবে প্রাপ্ত

হইয়াছে ; তখন, জন্মমৃত্যুজনিত যে সকল দুঃখের স্থিতি ভোগ করিতে হয়, তাহা দুর্গম ( দুঃখদায়ক ) হইলেও তোমার পক্ষে সুগম ( সুখকর ) হইবে ; চক্ষু যখন সূর্য্যের সহায়তা লাভ করে, তখন সেখানে অন্ধকারের কি সামর্থ্য ? তেমনি, আমার প্রসাদ দ্বারা যখন জীবন্মুখের কণা পূর্ণভাবে পিষ্ট হয় ( অর্থাৎ জীবন্মুখ নষ্ট হইয়া যায় ), তখন সংসারের বন্ধন তাহাকে বাধিবে কি প্রকারে ?<sup>১</sup> এই জন্ত হে ধনঞ্জয়, আমার প্রসাদে তুমি এই সংসারদুর্গতি উত্তীর্ণ হইবে ; অথবা, অহংভাবের জন্ত যদি তুমি আমার এইসব কথা তোমার কান কি মনকে স্পর্শ করিতেই না দেও ; + যে দেহসম্বন্ধের জন্ত প্রতিপদে আত্মঘাত ভোগ করিতে হয়, এবং মুহূর্ত্তের জন্তও তাহার বিরতি হয় না ;

যদহঙ্কারমাত্রিত্য ন যোঃশু ইতি মন্ত্রসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিযোক্যতি ॥ ৫৯

যদি আমার উপদেশ গ্রহণ না কর, তবে মৃত্যু হউক বা না হউক,<sup>২</sup> এমনি দারুণ মৃত্যুযজ্ঞা ভোগ করিতে 'হইবে' ; ( ১২৭০ ) পথ্যকে ঘেব করিলে যেমন জ্বর পোষণ করিতে হয়, কিম্বা দীপকে ঘেব করিলে যেমন অন্ধকার ভোগ করিতে হয়, তেমনি বিবেককে ঘেব করিয়া যদি তুমি অহঙ্কার পোষণ কর ; নিজের দেহকে 'অর্জুন', পরদেহকে 'স্বজন',— আর এই সংগ্রামকে 'মলিন পাপাচার' ; এইভাবে আপন বুদ্ধিতে এই তিনটিকে তিন নামে অভিহিত করিয়া, হে ধনঞ্জয়, 'যুদ্ধ করিব না'—ইহাই ; যদি নিজের মনে অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া থাক, তবে তোমার নৈসর্গিক স্বভাব ( ক্রান্তধর্ম ) তাহা বুধাই দেয়ী করিয়া দিবে<sup>৩</sup> ; আর, 'আমি অর্জুন', 'ইহারা আমার আত্মীয়', 'ইহাদের বধ করিলে পাতক হইবে'— এইরূপ ভাবনার 'মায়' ভিন্ন অস্ত্র কি 'তত্ত্ব' ( সত্য ) আছে ? প্রথমে তুমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, যুদ্ধের জন্ত শস্ত্রও ধারণ করিয়াছ, এখন তুমি

১ সংসাররূপ বাঙল তাহাকে কি করিয়া পীড়িত করিবে ;

+ পাঠান্তরে এখানে অস্ত্র একটি ওবী আছে—“তবে তুমি নিতা, মৃত, অব্যয় হইলেও তাহা ব্যর্থ হইবে—দেহসম্বন্ধের আঘাত তোমার অঙ্গে লাগিবে” ;

২ মৃত্যু বিনাই ।      ৩ ব্যর্থ করিয়া দিবে ;

যুদ্ধ করিবে না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছ' ; হুতরাং তখন 'যুদ্ধ করিব না' বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে,—লৌকিক দৃষ্টিতেও তোমার একথা কেহ মানিয়া লইবে না ; তুমি যে যুদ্ধ করিবে না বলিয়া মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছ, প্রকৃতিই (তোমার স্বভাব) তাহা অগ্রথা করিবে (তাহা উল্টাইয়া তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে) ; জলের প্রবাহ পূর্বমুখী হইলে যদি পশ্চিম-দিকে সস্তরণ করা যায়, তবে আগ্রহই সার হইবে, প্রবাহ সস্তরণকারীকে আপন আয়ত্তের মধ্যে আনিবে ; কিন্তু, যদি ধাতুর বীজকণিকা বলে 'আমি ধাতুরূপে অঙ্কুরিত হইব না', তবে কি তাহার স্বভাব-ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে ? ( ১২৮০ ) তেমনি হে বুদ্ধিমান অর্জুন, তোমার প্রকৃতি ক্ষাত্রসংস্কার অনুসারে গঠিত, এখন তুমি যদি যুদ্ধ করিতে উঠিব না বলিয়া স্থির কর, তবে তোমার ক্ষাত্রধর্মই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে ; হে পাণ্ডুহস্ত, তোমার নিয়ন্ত্রী ক্ষাত্রপ্রকৃতিই তোমাকে শৌর্য্য, তেজ, দক্ষতা আদি গুণাবলী দিয়াছে ;

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ সেন কৰ্ম্মণা ।

কর্ত্ত্বুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্ববশোহপি তৎ ॥ ৬০

হে ধনঞ্জয়, সেই ক্ষাত্র গুণাবলীর বিরুদ্ধে<sup>১</sup> (মনস্থির করিয়া) কিছু না করিয়া স্তব্ধ হইয়া বলিয়া থাকিলেই চলিবে—এরূপ মনে করিও না ; হুতরাং, হে কোদণ্ডপাণি, এই (ক্ষাত্র) গুণাবলী তোমাকে এমনভাবে বাঁধিয়াছে যে ক্ষাত্রোচিত মার্গে তোমাকে চলিতেই হইবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি আপনার জন্মের মূল (ব্রহ্ম) বিচার না করিয়া কেবল 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া অটল ব্রত ধারণ করিয়া থাক ; তবে, হাত পা বাঁধিয়া (কোনও মহত্মাকে) রথে উঠাইলে যেমন সে নিজে না চলিলেও, দিগন্ত পর্য্যন্ত যায় ; তেমনি, তুমি যদি আপন হইতে 'কিছু করিব না' বলিয়া বসিয়াও থাক, তথাপি তোমাকে নিশ্চিতভাবেই (যুদ্ধ) করিতে হইবে+ ;

১ গন্ধর্ব্বনগর ;

২ অশুরগণ ;

+ এখানে পাঠান্তরে দুটি গুণী দেখা যায়—“বিরাতের রাজকুমার উত্তর যখন (রণক্ষেত্রে হইতে) পলায়ন করিতেছিল, তখন তুমি কেন যুদ্ধ করিয়াছিলে ? (তোমার ক্ষাত্রধর্মই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল) সেই ক্ষাত্রধর্মই এখন তোমাকে যুদ্ধ করাইবে, তুমি এগার অশ্বোহিষ্ট

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

দেখ, রোগী কি রোগ ভালবাসে? দরিদ্র কি দারিদ্র্য পছন্দ করে? পরজ, বলবান (অলজ্য) অদৃষ্টই তাহাদের ভোগ করায়; ঈশ্বরের বশে থাকার অগ্র অদৃষ্ট অগ্রথা করিবে না, সেই ঈশ্বর তোমার নিকটেই আছেন; সর্বভূতের অন্তরে, হৃদয়রূপ মহাকাশে, চিদ্বক্তিরূপ সহস্র-কিরণযুক্ত (ঈশ্বররূপ) যে সূর্য উদ্ভিত হন; (১২২০) তিনিই অবস্থারূপ তিন লোককে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়া অগ্রথা দৃষ্টি (মায়ী) দ্বারা বিমোহিত (জীবরূপী) পথিককে আগ্রত করেন; দৃশ্যবস্তু (জগৎ) রূপ জলের সরোবরে, বিষয়কমল প্রস্ফুটিত করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়ষট্‌পদ (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-রূপ ষট্‌পদবিশিষ্ট) জীবভ্রমরকে চরাইয়া থাকেন (সেই কমলের মকরন্দ সেবন করান); এ রূপক এখন থাকুক; সকল ভূতের অন্তরে সেই ঈশ্বর অহঙ্কারের আধরণ পরিধান করিয়া নিরন্তর বিলাস করিতেছেন; স্বকীয় মায়ারূপ পরদার আড়ালে থাকিয়া একাই সূত্র ধরিয়া বাহিরে (জগতের পটভূমিতে) চৌরাশী লক্ষ\* বিচিত্র ছায়ানটদের নাচাইতেছেন; তিনিই ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত সমস্ত ভূতমাত্রকেই যোগ্যতা অনুসারে দেহাকারে সজ্জিত করিতেছেন; যে ভূতের সম্মুখে ত্রাহার যোগ্যতা অনুসারে যে দেহাকার স্থাপিত হয়, সে 'এই দেহই আমি' মনে করিয়া তাহাতেই আকৃষ্ট হয়; একটি সূত্র যেমন অগ্র একটি সূত্রের সহিত লাগিয়া থাকে, তখন যেমন তখনকে বাঁধে, অথবা বালক যেমন জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব ধরিতে যায়; তেমনিভাবে, দেহাকারে আপনার দ্বিতীয় ছায়া অর্থাৎ আপনাকেই দেখিয়া,

মহাবীর সৈন্তকে রখাদনে পশুদন্ত (উলঙ্গ) করিয়াছিলে, হে কোদণ্ডপাপি, সেই স্বভাবই তোমাকে মুক্ত করাইবে”;

দ্বিতীয় ওবাঁটি মহাভারতের যুদ্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত; গীতা এই যুদ্ধের পূর্বের কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ—এইজন্ত এই দ্বিতীয় ওবীর সভ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়;

১ তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন;

\* লক্ষ ২০ লক্ষ, কীট ১১ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ ও মনুষ্য ৪ লক্ষ;

জীব তাহাতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে (‘এই দেহই আমি’—এই বুদ্ধি পোষণ করে) ; এইরূপে ভূতমাত্রকেই শরীররূপে স্বতন্ত্র স্থাপন করিয়া (হৃদয়স্থ ঈশ্বর) প্রাচীন কর্মের স্মৃতি নাড়িতে থাকেন ; তখন যে ভূতের সহিত যে কর্মস্মৃতি স্বতন্ত্রভাবে জড়িত, সে সেই কর্মস্মৃতি অহুসারে গতিপ্রাপ্ত হয় ; (১৩০০) কিং বহুনা, হে ধর্মজর, বায়ু যেমন তৃণশৃঙ্খলিকে আকাশে আবর্তিত করে, তেমনি ভূতমাত্রই (প্রারম্ভ কর্মফলে) স্বর্ণ ও সংসারের মধ্যে ঘুরিতে থাকে ; যেমন চুষকের আকর্ষণে লোহা ঘুরিতে থাকে, তেমনি ঈশ্বরসত্তার প্রভাবে (তাহার ইচ্ছামত) ভূতমাত্রই কর্মে চেষ্টিত হয় ; হে ধনঞ্জয়, চন্দ্রের সান্নিধ্যে যেমন সমুদ্রাদি আপন আপন চেষ্টা (ব্যবহার) করিতে থাকে ; যথা, সমুদ্র সম্পূর্ণ ভরিয়া উঠে (সমুদ্রে জোয়ার হয়), সৌম্যকান্ত মণি দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে, কুম্ভ বিকসিত হয় এবং চকোরের সঙ্কোচ দূর হয় ; তেমনি, একমাত্র ঈশ্বরই, মূল প্রকৃতির সংযোগে, সমস্ত ভূতমাত্রকেই চেষ্টিত করেন,—সেই ঈশ্বর তোমার হৃদয়েই আছেন ; হে পাণ্ডুহত, ‘অজ্ঞানত্ব’ তুলিয়া যে ‘আমি’ তোমার অন্তরে উঠিতেছে, ততঃ তাহাই তাহার (ঈশ্বরের) স্বরূপ ; এইজন্তই বলিতেছি, তিনিই প্রকৃতিকে নিশ্চিত প্রবৃত্ত করাইবেন, এবং তুমি যুদ্ধ করিতে না চাহিলেও প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবে ;

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম ॥ ৬২

সুতরাং ঈশ্বরই সকলের স্বামী (প্রভু), তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই প্রকৃতির নির্দেশ অহুসারেই ইন্দ্রিয়গুলিকে আপন আপন পথে সহজে চলিতে দিবে ; (যুদ্ধ) করা বা না করা—ইহার বিচার প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দাও ;—যে প্রকৃতি হৃদয়স্থ (ঈশ্বরের) অধীন ; অহংভাব, বাক্য ও শরীর তাহাকেই অর্পণ করিয়া তাহারই শরণ লও—যেমন গঙ্গা মহোদধিতে প্রবেশ করিয়া তাহারি শরণ লয় ; (১৩১০) তাহারি প্রসাদে, সর্বোপশান্তিরূপ প্রমদার কান্ত হইয়া, আত্মানন্দে স্বস্বরূপে রমণ করিতে থাকিবে ; যাহা হইতে সৃষ্টির (উদ্ভবের) সম্ভব হয়, বিশ্রান্তি যেখানে বিশ্রাম লাভ করে, অহুভূতি যাহা হইতে অহুভব প্রাপ্ত হয় ; তুমি সেই নিজাত্মপদের রাজা হইয়া অব্যয় লাভ করিবে—ইহাই লক্ষ্মীনাথ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন ;

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।

বিস্তৃষ্টোতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩

“ইহা গীতা নামে প্রসিদ্ধ, সমস্ত বাস্তবশাস্ত্র মহন করিয়া প্রাপ্ত সার, ইহা দ্বারাই আত্মরূপ রহস্য হস্তগত হয়; বেদান্তশাস্ত্রে ইহা ‘জ্ঞানী’ বলিয়া প্রসিদ্ধ, বাহার মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া এই শাস্ত্র জগতে অসীম কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে; বুদ্ধি আদি দৃষ্টিশক্তি বাহার প্রতিফলিত ( নিশ্লেজ ) প্রকাশ মাত্র, বাহা দ্বারা সর্বত্রষ্টা আমার দর্শন পাওয়া যায়; এই যে আত্মজ্ঞান— ইহা অব্যক্ত আবারি গুপ্তধন, পরন্তু, তোমাকে ইহা না বলিয়া কি করিব? এইজন্তই, হে পাণ্ডব, তোমার প্রতি করুণা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া আমি আমার এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তোমাকেই অর্পণ করিলাম; প্রেমের আতিশয্যে ভুলিয়া মাতা যেমন তাহার সন্তানকে প্রেমপূর্ণ বাক্য বলে, তেমনি তোমার প্রতি আমার প্রীতি আমাকে অহরূপ ব্যবহার করিতে কেন প্রবৃত্ত করিবে না? আকাশকে ছাঁকিলে যেমন হয়, অমৃতের ছাল উঠাইলে<sup>১</sup> বাহা হয়, কিম্বা দিব্যকেই দিব্য করান; ( ১৩২০ ) যে সূর্যের অঙ্গপ্রকাশে পাতালের পরমাণু পর্যন্ত দেখা যায়, তাহার নেত্রে দিব্যাঙ্গন লাগাইলে যেমন হয়; তেমনি, হে ধনঞ্জয়, সর্বজ্ঞ আমি সর্বতোভাবে বিচার করিয়া, বাহা নিশ্চিতভাবে সঠিক ও সত্য, তাহাই তোমাকে বলিয়াছি; এখন, তোমার কি কর্তব্য তাহা তুমিই সঠিক নির্ধারণ কর, বিচার করিয়া বাহা ভাল মনে হয় তাহাই কর”; ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—তখন ভগবান বলিলেন—“তুমি সত্যই অবজ্ঞক ( আত্মপ্রত্যারণা করিতে পার না ); ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি অন্নপরিবেশনকারীকে সঙ্কোচপূর্বক বলে ‘আমার পেট ভরিয়াছে’, তবে নিজের দোষেই ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে; তেমনি সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণর দর্শন পাইয়া যদি কেহ লজ্জা বা সঙ্কোচবশতঃ আত্মনির্ণয় সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে; তবে নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়, এবং তাহার সত্যই আত্মবঞ্চিত<sup>২</sup> পাপ স্পর্শে; পরন্তু, হে ধনঞ্জয়, তোমার মৌনভাব দেখিয়া বুঝিতেছি যে তোমার মনের অভিপ্রায় এই যে জ্ঞান সম্বন্ধে আর একবার স্মদত্তভাবে বুঝাইয়া

বলি” ; তখন পার্থ বলিলেন—“হে উদার ব্রতু, আপনি আমার অন্তরের কথা ভালই জানেন—একথা যদি বলি, তবে আপনি ভিন্ন কি অস্ত্র কোনও দ্বিতীয় জ্ঞাতা আছে ? অস্ত্র সবাই তো ‘জ্ঞেয়’, শুধু আপনিই স্বভাবতঃ একমাত্র ‘জ্ঞাতা’—সূর্য্যকে সূর্য্য বলিলে কি তাহার বর্ণনা করা হয় ?” ( ১৩৩৫ ) ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“তুমি বাহা বুঝিয়াছ ( স্তুতি দ্বারা আমার যে বর্ণনা করিতেছ ) তাহাকে কি সামান্য মনে করিতেছ ?

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

এখন তুমি আর একবার পূর্ণভাবে মনোযোগ দিয়া আমার নির্মল বাক্য শ্রবণ কর ; ইহা ‘বাচ্য’ ( বলিবার যোগ্য ) বলিয়া আমি বলিতেছি, কিম্বা সহজে বুঝা যায়\* বলিয়া তুমি শুনিবে, এমন নহে, পরন্তু ইহা তোমার পরম ভাগ্য ; হে ধনঞ্জয়, মাতা কৃষ্ণীর দৃষ্টিতেই তাহার শাবকেরা পুষ্ট হয়, আকাশই ( আকাশের মেঘ ) চাতকের ঘরে জল লইয়া যায় ; যেখানে কোনও বাবহারই ( কর্ত্ত্বের অস্থান ) হয় নাই, সেখানেও তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়—দৈব। অল্পকূল হইলে কি না লাভ করা যায় ? সাধারণতঃ বাহা বৈতর্ক্য দূর করিয়া ঐক্যের ঘরেই ভোগ করা যায়, তাহাই এই রহস্য—জানিয়া রাখ ; হে বীরোত্তম, বাহা নিরূপচার ( সাধনার অতীত ) প্রেমের বিষয় হয়, তাহা ‘আত্মা’ ( আত্মস্বরূপ ) ভিন্ন অস্ত্র কিছুই নহে, জানিবে ; হে ধনঞ্জয়, দর্পণে ভাল করিয়া মুখ দেখিবার জন্তই তাহা পরিষ্কার ( স্বচ্ছ ) করা হয়,—তাহা যেমন দর্পণের জন্ত নহে ; তেমনি, হে পার্থ, তোমাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমি নিজেই আপনার উদ্দেশে বলিতেছি—তোমার আমার মধ্যে কি কোনও ( ‘তুমি’-‘আমি’ ) বৈতর্ক্য আছে ? এইজন্তই, আমার অন্তরের গুহ্য রহস্য আমার প্রাণস্বরূপ তোমাকে বলিতেছি—কারণ অনন্তগতি ( একনিষ্ঠ ) ভক্তগণই ( ভক্তগণের বাহ্য পূরণ করাই ) আমার বাসনস্বরূপ ; ( ১৩৪০ ) হে পাণ্ডুহৃদ, দেখ, লবণ জলকে আপনার সর্ব্বদ্ব দিবার সময় এমনি ভুলিয়া যায় যে সর্ব্বাংশে তরুণ হইতে লব্ধিত হয় না ; তেমনি, তুমি যখন



আমার কাছে কিছুই গোপন রাখিতে জ্ঞান না, তখন আমিই বা কি করিয়া তোমার কাছে কিছু গোপন করিব ? হৃদয়ঃ যে রহস্যের কাছে জগতের অন্ত সব গুহ্য রহস্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া যায়, আমার সেই নির্মল গুহ্য বচন শ্রবণ কর ;

মন্যনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈশ্বাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫

হে বীর, সর্বব্যাপক আমাকে তুমি তোমার সমস্ত অন্তর্বাহ্য ব্যাপারের বিষয় কর ; বায়ু যেমন আকাশের সমস্ত অঙ্গে মিশিয়া আছে, তেমনি তুমি সর্ব কর্ণে আমারি মধ্যে অবস্থান কর ; বেশী কি দূরীয়া যায় ? আপনার মনকে শুধু আমারি মন্দির ( একায়তন ) কর, আর কান ভরিয়া শুধু আমারি কথা শ্রবণ কর ; আত্মজ্ঞানে বিশুদ্ধ যে সব সমস্তজন আমারি প্রতিমূর্তি হইয়াছেন, তোমার দৃষ্টি তাঁহাদের উপর তেমনি প্রেমসহকারে পড়ুক, যেমন কামিনীর দৃষ্টি তাহার পতির উপর পড়ে ; আমিই সর্ব বস্তুর আবাসস্থল, আমার নির্মল নাম তোমার জিহ্বায়', লাগাইয়া ( নিরন্তর উচ্চারণ করিয়া ) তাহাকে জীবিত রাখ ; হৃদয়ের কৃত্য, পায়ের চলন বাহাতে আমারি জগ ( অহুষ্ঠিত ) হয় তাহাই কর ; হে পাণ্ডব, যে সব কর্মদ্বারা আপনার ( স্বজনের ) বা পরের উপকার করিবে, সেই সব যজ্ঞে তুমি আমারি উত্তম যাজ্ঞিক হইবে ; ( ১৩৫০ ) এক এক করিয়া আর কত শিখাইব ? তুমি আপনার অঙ্গে সেবকভাব ধরিয়া ( সেবকরূপে ) অগ্র সবাইকে মজ্ঞপ কল্পনা করিয়া তাহাদের সেবা কর ; ইহাতে ভূতদেব দূর হইবে, এবং সর্বত্র ( সর্বভূতে ) একমাত্র আমাকেই নমস্কার করিবে,—এইভাবে আমার মধ্যে আত্যন্তিক ( পূর্ণভাবে ) আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে ; তখন এই ভরা জগতের মধ্যে তৃতীয়ত্বের কোনও ব্যাপার ( আভাস ) না থাকায় তুমি ও আমি একান্তে মিলিব ( 'একান্ত হইয়া থাকিব' ) ; তখন, যে অবস্থাই হউক না কেন, আমি তোমাতে, ও তুমি আমাতে, পরম্পর ঐক্য উপভোগ করিব—এইভাবে আমাদের স্মৃতি বাড়িবে ; আর, সেই অবস্থায় তৃতীয়ত্বের ( জগদ্ব্যক্তির )

বাধা দূর হইলে, তুমি মজ্জপ হইয়া অন্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে; জলের নাশ হইলে (জল শুকাইলে) জলের মধ্যের প্রতিবিম্ব বিধে মিলাইবে, ইহাতে প্রতিবন্ধক কি আছে? বায়ু আকাশে মিশিবে, তরঙ্গ সাগরে মিলাইবে,—ইহাতে কে বাধা দিতে পারে? দেহধর্মের জগ্গই তোমাকে ও আমাকে স্বতন্ত্র দেখায়, দেহের ‘বিরাম’ (নাশ) হইলে, তুমি মজ্জপ হইয়া যাইবে; আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোনও সন্দেহ করিও না—ইহাতে যদি অগ্রথা কর, তবে তোমার শপথ! পরন্তু, তোমাকে তোমারি শপথ দিলে আত্মস্বরূপকেই স্পর্শ করিবে,—প্রীতির ধরণই এই যে লজ্জা ভুলাইয়া দেয় (লজ্জার কথা স্মরণ করিতে দেয় না); (১৩৬০) নতুবা, বিনি প্রপঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন, যাহার সত্যায় এই বিশ্বাস সত্য মনে হয়, যাহার আজ্ঞার ‘নটনৃত্য’ (প্রতাপ) কালকে জয় করে; বিনি পিতায় জ্ঞায় জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—সেই যে সত্যসঙ্কল্প ভগবান ‘আমি’—আমাকে শপথের আক্ষেপের (ঝঙ্কাটের) মধ্যে কেন বাইতে হইবে? পরন্তু, হে অর্জুন, তোমার প্রেমে আমি আমার দেবত্বের সংজ্ঞা (প্রতিষ্ঠা) ত্যাগ করিয়া অসম্পূর্ণ (অর্দ্ধেক) হইয়াছি, আর তুমি (মজ্জপ হইয়া) সম্পূর্ণ হইয়াছে; হে ধনঞ্জয়, নিজের কার্যসিদ্ধির জন্ত রাজাকে যেমন স্বয়ং আপনার শপথ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও তেমনি হইয়াছে”; তখন অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, আপনি এই প্রকার অসম্ভব কথা বলিবেন না,—কেবল আপনার নাম স্মরণ করিলেই আমার কার্যসিদ্ধি হয়; আপনি আমাকে উপদেশ দিতে বলিয়াছেন, আর কথা বলিতে বলিতে শপথ দিতেছেন, আপনার কৌতুকপূর্ণ লীলার কি পার আছে? রবির আংশিক প্রকাশই কমলবনকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে, তথাপি সূর্য্য নিত্যই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে; প্রচণ্ড বর্ষায় পৃথিবীর তাপ শান্ত হয়, সাগরও ভরিয়া যায়, চাতক তাহার নিমিত্ত মাত্র নহে কি? স্তূতরাং, হে দাতাশ্রেষ্ঠ, কৃপাশীল ভগবান, একখণ্ড কি বলা উচিত নহে যে আপনার এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশের আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র?” তখন ভগবান কহিলেন—“একথা থাকুক, এখন এসব কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক; পরন্তু আমি যে তোমাকে সাধনের কথা বলিয়াছি তাহাই

নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় ; (১৩৭০) হে ধনঞ্জয়, সৈন্ধব লবণ সমুদ্রে পড়িলেই তৎক্ষণাৎ গলিয়া যায়,—উহার না গলিবার কি কোনও কারণ আছে ? তেমনি বাহা কিছু হউক বা বাউক, সমস্তই মজ্জপ,—ইহা জানিয়া সর্বত্র ( সর্বভূতে ) আমাকে ভজনা করিলে অস্তে তুমিও তদ্বতঃ মজ্জপ হইবে ; এইভাবে, কর্ম হইতে ( কর্মযোগের পথে ) আমাকে প্রাপ্তি পর্যন্ত সাধনের যে সরল উপায় আছে, তাহা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ; হে পাণ্ডুহৃত, প্রথমে সর্বকর্ম আমাকে অর্পণ করিলে, সর্বত্র আমার ভাবনায়, চিন্তে প্রসন্নতা লাভ করিবে ; পরে আমারি প্রসাদে আমার সম্বন্ধে জ্ঞান পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, এবং ঐ জ্ঞানের দ্বারা আমার স্বরূপে নিশ্চিতভাবে মিশিয়া যাইবে ; হে পার্থ, ঐ অবস্থায়, সাধ্যসাধন কিছুই থাকিবে না,—এক কথায়, তখন তোমার কোন কর্মই অবশিষ্ট থাকিবে না ; তুমি সমস্ত কর্মই আমাকে অর্পণ করিয়াছ, এইজন্ত আজ তুমি আমার প্রসন্নতা ( প্রসাদ ) লাভ করিয়াছ ; আর এই প্রসাদের সামর্থ্যে যুদ্ধ সম্বন্ধে সমস্ত বাধা দূর হইবে—একবার তোমাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, এখন আর তাহাতে দ্বাস হইবে না ; বাহা দ্বারা সপ্রপঞ্চ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং বাহা একমাত্র আমাকে সর্বত্র গোচরীভূত করায়,—সেই জ্ঞানই তত্ত্বনির্ণয়ের বিস্তাররূপে গীতায় প্রকট হইয়াছে ; আমি তোমাকে নানাতাবে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছি, ধর্মার্থরূপ ভ্রান্তি উৎপন্নকারী অজ্ঞানকে তুমি সেই জ্ঞানের সহায়তার দূর কর<sup>১</sup> ; (১৩৮০)

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্য সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

আশা যেমন দুঃখজনক, নিন্দা হইতে যেমন পাপের উৎপত্তি হয়, দুর্দৈব যেমন দৈন্তের কারণ ; তেমনি স্বর্গনরকসূচক ধর্ম্মার্থ অজ্ঞানপ্রসূত, জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানকে সমূলে নাশ কর ; বজ্রকে হাতে ধরিলেই যেমন তাহার সর্পাভাস চলিয়া যায়, কিম্বা নিজাত্যাগে যেমন অগ্নে দৃষ্ট গৃহাদি প্রপঞ্চের অবলান হয় ; অথবা, পাণুরোগ হইতে মুক্ত হইলে যেমন চন্দ্রের

নীতবর্ণ অদৃশ্য হয়,<sup>১</sup> বা, ব্যাধিমুক্ত হইলে যেমন জিহ্বার (মুখের) কটু আঘাত চলিয়া যায়; দিনান্তে যেমন যুগজল অদৃশ্য হয়, কিম্বা কাষ্ঠভ্যাগে যেমন (তাহাতে নিহিত) বহ্নিকেও ত্যাগ করা হয়; তেমনি, যে অজ্ঞান ধর্ম্মা-ধর্ম্মরূপ ভ্রান্তির মূল কারণ সেই অজ্ঞানকে দূর করিয়া দিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সকল ঝগড়া মিটিয়া যায়; অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমিই একা অবশিষ্ট থাকি, নিদ্রার সহিত স্বপ্ন চলিয়া গেলে যেমন শুধু নিজের অস্তিত্বই থাকে; তেমনি, অজ্ঞানের নাশ হইলে এক আমি ছাড়া ভিন্নাভিন্ন আর কিছুই থাকে না, আত্মজ্ঞানে<sup>২</sup> তখন জীব আত্মস্বরূপের সহিত অনন্ত হইয়া যায়; আপনার অস্তিত্বের কোনও ভেদ (ভিন্নতা) না রাখিয়া, আমার সহিত একরূপ হইয়া যাওয়াকেই আমার শরণ লওয়া বলে; এইজন্য, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ঘটাকাশ আকাশে মিলাইয়া যায়,<sup>৩</sup> তেমনি আমার শরণ লইলে আমার সহিত ঐক্যপ্রাপ্তি হয়; (১৩২০) সোনার মণি যেমন সোনার মধ্যে লীন হয়, তরঙ্গ যেমন জলে মিশিয়া যায়, তেমনি, হে ধনঞ্জয়, তুমি আমাতে শরণ লও; আর না হয়, হে কিরীটি, বড়বানল সাগরের গর্ভে শরণ লইলেও তাহাকে না জ্বালাইয়া ছাড়ে না,—তুমি এ প্রকার কল্পনা পরিত্যাগ কর (জ্বালাইয়া দাও); আমাতে শরণ লইবার পরও জীবিত্তে অবস্থান করা—এ কল্পনায় শিক,—যে বুদ্ধি ইহা বলে তাহা কেন লজ্জিত হইবে না? হে ধনঞ্জয়, কোনও সাধারণ জীলোক যদি রাজার গলায় পড়ে, তবে দাসী হইলেও সে মান্ত<sup>৪</sup> হয়; যদি কেহ বলে ‘আমার বিশ্বেশ্বর দর্শন হইয়াছে, কিন্তু জীবগ্রন্থির মোচন হয় নাই’—এ প্রকার যুগিত বাক্য কানেও শুনিবে না; এইজন্য, যজ্ঞ হইয়া আমার সেবা করা সহজ, তুমি তেমনি ভাবে সেবা কর, কারণ ইহাবার জ্ঞান হস্তগত হয়; ঘোল মছন করিয়া একবার মাখন বাহির করিবার পর সেই মাখনকে পুনরায় ঘোলে নিক্ষেপ করিয়া যত কিছুই করা হউক না কেন, আর যেমন তাহার সহিত মিশান যায় না;• লোহা পড়িয়া থাকিলে মাটি হইয়া যায়, পরন্তু পরশপাথরের স্পর্শে সোনা হইয়া গেলে আর তাহাতে ময়লা লাগে না; যথেষ্ট বলা হইল; কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি বাহির করিলে যেমন সে অগ্নি আর কাষ্ঠের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না; তেমনি,

১ খুইয়া যায়;    ২ সোচ্ছজ্ঞানে;    ৩ প্রবেশ করে;    ৪ তাহার সমান;

যদি তুমি একবার অবৈতবুদ্ধিতে আমার শরণ লও, তবে তোমাকে ধর্মার্থের ব্যাপার আর সহজে স্পর্শ করিতে পারিবে না; (১৪০০) হে অর্জুন, সূর্য্য কি আধার ঘেষিতে পার? আগ্রত হইলে কি আগ্নের প্রাপ্তি আর প্রকট হয়? তেমনি আমার সহিত ঐক্যপ্রাপ্তি হইলে, সর্ব্বস্বরূপ 'আমি' ছাড়া অস্ত্র কিছু অবশিষ্ট থাকিবার কোনও কারণ আছে? হুতরাং, তোমার মনে (আমি ছাড়া) অস্ত্র কোনও চিন্তা আসিতে দিও না, তোমার সব পাপপুণ্য আমিই হইব; লবণ জলে পড়িয়া যেমন বিচিত্রভাবে জ্বল হইয়া যায়, তেমনি অনন্তভাবে আমার শরণ লইলে তুমিও মজ্জপ হইয়া যাইবে; সমস্ত বন্ধনের লক্ষণ যে পাপ, তাহা বৈতত্যের জগত্ই বাচিয়া থাকে, আমার স্বরূপের জ্ঞান হইলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়; হে ধনঞ্জয়, এরূপ হইলে তুমি আপনা আপনি মুক্ত হইয়া যাইবে, —তুমি আমার শরণ লও, আমি আমার প্রকাশ দ্বারা তোমাকে মুক্ত করিব; হে স্মৃতি, এই কারণে, এখন হইতেই তোমাকে কোন হুশিষ্টা পোষণ করিতে হইবে না,—আমার জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি একমাত্র আমাতেই শরণ লও<sup>১</sup>; সর্ব্বরূপের রূপ (বিশ্বস্বরূপ), সর্ব্বদৃষ্টির দৃষ্টি (সর্ব্বদ্রষ্টা), সর্ব্ব দেবতার নিবাসস্থল,<sup>২</sup> শ্রীকৃষ্ণ (অর্জুনকে) এইভাবে বলিলেন; তাহার পর, তিনি আপনার করুণযুক্ত শ্রামবর্ণ দক্ষিণ বাহ প্রসারিত করিয়া স্বশরণাগত তক্তরাজ অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন; বাহাতে তন্ময় হইয়া,<sup>৩</sup> বাক্য বুদ্ধিকে কুক্ষিগত করিয়া পিছু হটিয়া আসে; (১৪১০) এমন যে এক বস্তু—বাহা বাক্য ও বুদ্ধির অগম্য—তাহাই (অর্জুনের) কল্যাণের জন্ত তাঁহাকে প্রদান করিলেন; + দীপ যেমন অস্ত্র দীপকে জ্বালায় তাঁহাদের আলিঙ্গনও তেমনি হইল, বৈতত্য বজায় রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে আত্মস্বরূপ করিয়া লইলেন; তখন অর্জুনের হৃদয়ে স্মৃতির বজ্রা আসিল, এবং তাহাতে ভগবান মহান (সর্ব্বব্যাপী) হইয়াও ডুবিয়া গেলেন; সমুদ্র সমুদ্রে মিশিলে জল দিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই জল উছলিয়া উর্দ্ধমুখে আকাশে উঠে<sup>৪</sup>; তাহার দৃষ্টানে মিলিয়াও তেমনি

১ সর্ব্বদেশের নিবাস (সর্ব্বব্যাপী);

২ বাহাকে না পাইয়া;

+ এখানে পাঠান্তরে অস্ত্র একটি গুণী আছে—“হৃদয় ক্লমের সহিত মিলিত হইল, ক্লমের রহস্য (জ্ঞান) ক্লমের ঢালা হইল,—এইভাবে বৈতত্য না ভাঙিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আপনার করিয়া লইলেন”;

৪ ঐ এবং ও বিস্তার চরনের পাঠান্তর আছে—অর্থ আর একই;



হইলেন, তাঁহাদের স্বপ্নের প্রেম দুজনকে ছাপাইয়া উঠিল—ইহা কেমন হইল তাহা কে বলিবে? কিং বহনা, সমস্ত বিশ্ব শ্রীনারায়ণের সত্তায় ভরিয়া গেল; এইভাবে, বেদের মূলসূত্র, এই গীতাশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রকট করিলেন,—ইহা প্রবণে পঠনে সকলেরই অধিকার, এবং সেইজন্ত ইহা পবিত্র; আপনারা যদি বলেন গীতা যে বেদের মূল ইহা কি করিয়া জানিলে? তবে তাহার প্রসিদ্ধ (সর্বজনবিদিত) প্রমাণ বলিতেছি; যাহার নিঃশ্বাসে বেদের জন্ম হইয়াছে, সেই সত্যপ্রজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই (গীতাশাস্ত্র) বলিয়াছেন; এই-জন্ত, গীতাশাস্ত্রই যে বেদের মূল, একথা বলা ঠিকই, আর ইহার অন্ত এক প্রমাণও আছে; যদি কোনও বস্তুর স্বরূপ নষ্ট না হইয়া তাহার বিস্তার অন্ত পদার্থের মধ্যে লুপ্ত (গীন) হইয়া থাকে, তবে ঐ পদার্থকে জগতে সেই বস্তুর বীজ কহে; (১৪২০) বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে গুপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি কাণ্ডায়াক্ষক সমস্ত বেদরাশি গীতার মধ্যে (সঞ্চিত হইয়া) আছে; এইজন্ত আমার মনে হয় শ্রীগীতাই বেদের বীজ, আর ইহা সহজেই দৃষ্ট (বোধগম্য) হয়; রত্নভূষণে আপনার' সর্বাক্ষ যেমন (সুশোভিত) হয়, তেমনি বেদের তিন ভাগ (কাণ্ড) গীতার মধ্যে পরিষ্কার ভাবে প্রকট হইয়া আছে; বেদের কৰ্মাদিক তিন কাণ্ড গীতার কোন কোন স্থানে (সন্নিবিষ্ট) আছে, তাহা নয়নগোচর হয় এমনভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছি, শুন; ইহার প্রথম অধ্যায় গীতাশাস্ত্রের প্রেরণার প্রস্তাবনা মাত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রকট করা হইয়াছে; মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে ইহাই স্বতন্ত্র জ্ঞান-প্রধান শাস্ত্র—ইহাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে; অজ্ঞানে বদ্ধ জীবকে মোক্ষপথে বসাইবার জন্ত কি সাধনের প্রয়োজন, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহারি কথারম্ভ; তাহা এই যে—দেহাভিমানের বন্ধন উৎপন্নকারী কাম্য ও নিবিকল্প কৰ্ম ত্যাগ করিয়া, (নিত্যনৈমিত্তিক) বিহিত কৰ্মের আচরণ নিতুলভাবে করা উচিত; এইভাবে, কৰ্মের আচরণ করা উচিত ইহাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে নির্ণয় করিয়াছেন—এইজন্ত এই অধ্যায়কে কৰ্মকাণ্ড বলিয়া জানিবে; আর, নিত্য-নৈমিত্তিক আবশ্যক কৰ্মের আচরণে কি করিয়া অজ্ঞানের বন্ধন মোচন হয়; (১৪৩০) এই সম্বন্ধে মনে জানিবার ইচ্ছা হইলে,—বধন বদ্ধজীব মুক্ত

পৰ্য্যয়ে ( স্থিতিতে) আসিয়া পৌঁছে, তখন তাহার সমস্ত কৰ্ম ব্রহ্মার্পণ করিয়া অহুষ্ঠান করা উচিত—ইহাই ভগবান বলিয়াছেন ; কায়িক, বাচিক বা মানসিক যে সব বিহিত কৰ্ম করিতে হয়, সে সমস্তই ঈশ্বরোদ্দেশে করিবে—ইহাই তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় ; কৰ্মযোগে, ঈশ্বরের ভজন কখন কিতাবে করিতে হয় তাহারি কথা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং “সৰ্বকৰ্ম ঈশ্বরে অৰ্পণ করিয়াই তাঁহার ভজনা করা উচিত”—এই তত্ত্বই বিশ্বরূপদৰ্শনের একাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন ; ( চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ) এই যে অষ্টাধ্যায়ী দেবতাকাণ্ড ( উপাসনাকাণ্ড )—ইহাতেই গীতাশাস্ত্র সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করিয়া প্রতিপাত্ত বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছে ; আর, ঈশ্বরপ্রসাদে এবং শ্রীগুরু-সম্প্রদায়যোগে লব্ধ যে সত্য ও কোমল ( প্রেমপূর্ণ ) জ্ঞান আগ্রত হয় ; সেই জ্ঞান, অদেহাঙ্গি গুণ<sup>১</sup> অথবা ( ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ) অমানিত্বাদি গুণাবলী দ্বারা বাড়ান উচিত—ইহাই দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রতিপাত্ত বিষয় ; দ্বাদশ অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞানের পরিপক্ব ফলই<sup>২</sup> নিরূপণের বিষয় ; এইজন্ত, উৰ্দ্ধমূল পর্য্যন্ত এই চারি অধ্যায়ে “জ্ঞানকাণ্ডে”র বিষয়ই নিরূপণ করা হইয়াছে ; এইভাবে, কাণ্ডত্রয়নিরূপণী<sup>৩</sup> শ্রুতি গীতা পঞ্চ ( শ্লোক ) রূপ স্বত্বালকারে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে ; ( ১৪০ ) যথেষ্ট বলা হইল ; কাণ্ডত্রয়াত্মক শ্রুতি বাহা মোক্ষরূপ এক ফল প্রত্যেকেরই প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া<sup>৪</sup> উল্লেখের ঘোষণা করিয়াছে ; সেই মোক্ষফলের একমাত্র সাধন—‘জ্ঞানের’ সহিত যে অজ্ঞানবর্গ প্রতিদিন বৈরিতা করে, ষোড়শ অধ্যায়ে তাহাদের বিষয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এইসব বৈরী শাস্ত্রের মৰ্ম্মার্থ জানিয়া<sup>৫</sup> জয় করিতে হইবে,—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ের নির্দেশ ; এইভাবে প্রথম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবান আত্ম-নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন বেদের প্রতিপাত্ত বিষয়ই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন ; এই সমস্ত অধ্যায়ের তাৎপর্য্যার্থের সংক্ষিপ্ত বিচার অষ্টাদশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে—ইহাই গীতার কলসাধ্যায় বা গীৰ্ঘস্থানীয় অধ্যায় ; এইভাবে সকল

১ আশি মনে করি ;

২ জ্ঞানের পরিপক্ব ফলপ্রাপ্তি ;

৩ কাণ্ডত্রয়রূপী ;

৪ সহায়তায় ;

সাংখ্যশাস্ত্রের সমুদ্র (সার) শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ মূর্তিমান বেদই—পরন্তু ঐদার্য্যে বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ, জানিবে; বেদ সম্পন্ন (জ্ঞান-সমুদ্র) সন্দেহ নাই, পরন্তু তাহার জ্ঞান রূপণও অল্প কিছু নাই—কারণ বেদ শুধু (ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈজ্ঞ এই) ত্রিবর্ণেরই কর্ণ স্পর্শ করে; অপর, ভবব্যথাপিড়িত জীশূজাদি প্রাণীর ইহাতে অধিকার নাই—ইহাই কি বেদ সাব্যস্ত করে নাই? আমার মনে হয়, পূর্বের এই ক্রটি মোচনের জন্য বেদ, গীতারূপে সকলেরই সাধ্য হইয়াছে; শুধু ইহাই নহে—অর্থরূপে মনে প্রবেশ করে, অবগের মধ্য দিয়া কর্ণে লাগিয়া থাকে, অপের বা আবৃত্তির ছলে বদনে বাস করে; (১৪৫০) গীতার পাঠ বাহার কর্তৃক, তাহার সাহায্যে যে গীতা লিখিয়া শুধু পুস্তকরূপে নিজের কাছে রাখিয়া দেয়; এইরূপ বাহারা শুধু নিমিত্ত মাত্র হয়, তাহাদের সকলের জন্য যেন সংসারের চৌরাস্তার উপরে মোক্ষস্থলের একটি উত্তম অন্নসত্র (সদাশ্রিত) খোলা হইয়াছে; আকাশচারী বা পৃথিবীর বাসিন্দার পক্ষে রবিকিরণই যেমন জীবন-ধারণের জন্য উন্মুক্ত অন্নসদৃশ<sup>১</sup>; তেমনি, গীতাও উত্তম-অধমের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া (কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া) সকলের সেবা (উপকার) করে এবং কৈবল্যদান করিয়া যেমন<sup>২</sup> অগৎকে শান্ত রাখে; এইজন্য, পূর্বের নিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া বেদ গীতার উদরে প্রবেশ করিয়াছে,—এখন তাহার কীর্তি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে; সুতরাং, গীতাই বেদের সেই মূর্তিরূপ, যাহা সকলের সুসেবা এবং বাহ্য শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুহৃত অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন; পরন্তু, বৎসের প্রতি শ্রীতির জন্য গাভী যে দুগ্ধ দান করে, তাহাতে সমস্ত পরিবারের উপকার হয়, তেমনি অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া সারা বিশ্বের উপকার হইল<sup>৩</sup>; চাতকের প্রতি করুণায় মেঘ জল লইয়া দৌড়িয়া আসে, তাহাতে যেমন চরাচর অগৎ শীতল হয়; কিম্বা, অনন্তগতি কমলের জন্য প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় হয়, তাহাতে যেমন ত্রিভুবনের নয়ন সুখী হয়; তেমনি, অর্জুনকে উপদেশের ছর্দে শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ গীতা প্রকাশ করিয়া জগতের সংসারসদৃশ প্রকাণ্ড বোকা দূর করিলেন; (১৪৬০) এই গীতা কি লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের

১ সাব্যস্ত করিয়াছে;      ২ রবিকিরণে জীবনধারণের জন্য আকাশই যেমন একমাত্র  
অন্ন;      ৩ সমানভাবে;      ৪ অগৎকার হইল;



বক্তৃতাশৈলীর স্বৰ্ণ্য নহে, বাহা সৰ্বশাস্ত্ররূপ রত্নের জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়াছে? যে কুলে পার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার<sup>১</sup> (এই শাস্ত্রের) পাত্র হইয়াছেন এবং গীতাশাস্ত্রের<sup>২</sup> অজন সৰ্বজগৎবাসীর জন্ত উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই ধন্য কুলই পবিত্র;

ইদং তে নাতপস্কায় নাতক্তায় কদাচন ।

ন চাশুক্রাষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

এই প্রসঙ্গ থাকুক; অনন্তর, সৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে স্বয়ংরূপে মিশিয়া গিয়াছেন দেখিয়া বৈতম্ভাবে আনন্দন করিলেন; পরে কহিলেন—“হে পাণ্ডব, তুমি কি এই শাস্ত্র অন্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ?” তখন অর্জুন বলিলেন—“হে দেব, ইহা আপনারই কৃপা”; (ভগবান বলিলেন) —“হে ধনঞ্জয়, ভাগ্যক্রমে ধনসম্পত্তি পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাপ্ত ধনস্বৰ্ণ্য ভোগ করিবার ভাগ্য কদাচিৎ হয়; দেখ, ক্ষীরলাগরের গ্রান্ন অবিকৃত দুগ্ধের ভাণ্ড মন্থন করিতে সূর্যাস্তরের কেমন (কষ্ট) হইয়াছিল; সেই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অমৃত উঠিল তাহা তাহার নিজচক্ষে দেখিল, পরন্তু পরে তাহা বদ্ব করিয়া রাখিতে অপরাধ ঘটিল; বাহা অমরত্বপ্রাপ্তির জন্ত জুটিল, তাহাই মরণের কারণ হইল, ভোগ করিতে না জানিলে ধনপ্রাপ্তির পরিণাম ইহাই হয়; নহব নৃপতি স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন,<sup>৩</sup> পরন্তু সেখানকার আচরণে ভ্রমে পড়িয়া ভূজঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা কি তুমি অবগত নও? হে ধনঞ্জয়, তুমি অনেক পুণ্য কৰ্ম করিয়াছ—সেইজন্তই আজ এই সৰ্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গীতার যোগ্য হইয়াছ; (১৪৭০) এই শাস্ত্রের প্রবাহুযায়ী ঐতিহ্য অম্লসরণ করিয়া উত্তমরূপে শাস্ত্রার্থের অহুষ্ঠান কর; নতুবা, হে অর্জুন, যদি সম্প্রদায়ের প্রবাহুযায়ী অহুষ্ঠান না হয়, তবে তাহার ফল অমৃতমন্থনের গ্রান্ন হইবে; হে কিরীটি, উত্তম দুগ্ধবতী গাভী জুটিল,—কিন্তু সন্ধ্যাকালে তাহাকে দোহন করিবার কোঁশল জানা থাকিলেই তবে তাহার দুগ্ধ পান করা সম্ভব হইবে; তেমনি, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে শিষ্য নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে বিদ্যালভ করিবে, পরন্তু সম্প্রদায়ের

১ এই জ্ঞানের;      ২ বত্স (গীতাকে জগতে বত্স অজন করিয়াছেন); অন্নসদ; আশ্রয়;      ৩ স্বর্গাধিপতি হইয়াছিলেন;

প্রবাহমান করিলেই এই বল প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এইজন্য, এই ( গীতা ) শাস্ত্রের  
 যে উচিত সম্প্রদায় ( প্রথা ) তাহাই এখন অত্যন্ত নিষ্ঠানসহকারে শ্রবণ কর ;  
 হে পার্থ, তুমি গভীর শ্রদ্ধাধারা এই গীতাশাস্ত্র লাভ করিয়াছ—ইহা কদাচ  
 তপোহীন ব্যক্তিকে উপদেশ করিবে ( বলিবে ) না ; অথবা যদি কেহ তপসও  
 হয়, কিন্তু তাহার হৃদয়ে গুরুভক্তি ভীত ( সঙ্কুচিত, শিথিল ) হয়, তাহাকেও  
 বেদ যেমন অস্ত্রাজকে বহিষ্কার করে, তেমনিভাবে পরিহার করিবে ; অথবা  
 বৃদ্ধ কাককে যেমন যজ্ঞের আহুতির অবশিষ্ট ভাগ ( পুরোডাশ ) কখনও  
 দেয় না, তেমনি গুরুভক্তিহীন তপসকেও গীতার উপদেশ দিবে না ; কিন্তু  
 যদি কেহ দেহে তপঃপরায়ণ হয়, এবং গুরুদেবকেও ভক্তি করে, পরন্তু  
 ( গীতা ) শ্রবণ বিষয়ে অহুরাগী না হয় ; তবে, পূর্বোক্ত দুটি বিষয়ে ( তপ ও  
 গুরুভক্তি ) জগতে উত্তম বলিয়া গণ্য হইলেও, গীতাশ্রবণের যোগ্য হয় না ;  
 ( ১৪৮০ ) মুক্তা যত ভালই হউক না কেন, তাহাতে যদি ছিদ্র না থাকে,  
 তবে কি তাহার মধ্যে সূত্র প্রবেশ করিতে পারে ? সাগর যে গভীর তাহা কে  
 না বলে ? পরন্তু তাহাতে বৃষ্টি পড়িলে তাহা ব্যর্থ হয় ; তৃপ্ত মহন্তকে দিব্যায়  
 ( স্থপকায় ) পরিবেশন করিয়া তাহা নষ্ট করা অপেক্ষা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে  
 তাহা দান করিয়া নিজের ঔদার্য কেন দেখাইবে না ? এইজন্য কোন ব্যক্তি  
 যতই যোগ্য হউক না কেন, তাহার যদি শ্রবণে অহুরাগ না থাকে, তবে  
 কৌতুক করিয়াও যেন তাহাকে শাস্ত্রের কথা বলা না হয় ; নেত্র রূপের  
 সৌন্দর্য বিচার করিতে পারে, কিন্তু স্বাসের মর্ম কি বুঝিবে ? ( ‘স্বাসের  
 অভ্যর্থনা করিবে কি প্রকারে?’ ) যাহার বাহাতে যোগ্যতা আছে,  
 তাহাতেই বলপ্রসূ হয় ; হুতরাং, হে হুভদ্রাপতি, তপস্বী ও ভক্ত পুরুষকে  
 সম্মান করিবে, পরন্তু শাস্ত্রশ্রবণে যাহার বিতৃষ্ণা ( অন্তমনস্কতা ) তাহাকে  
 পরিহার করিবে ; অথবা তপও আছে, ভক্তিও আছে, শ্রবণে অহুরাগও  
 আছে—এইভাবে কাহারও মধ্যে যদি এ সমস্ত গুণ বর্তমানও থাকে ;  
 তথাপি, সে যদি গীতাশাস্ত্রনিষ্ঠাতা, সকললোকনিয়ন্তা আমার সম্বন্ধে  
 অশ্রদ্ধাসহকারে কথা বলে ; আর আমার সঙ্কন ভক্তজনের ও আমার নিন্দা  
 করে, তাহাকেও একেবারেই ( গীতাশ্রবণের ) যোগ্য বলিও না ; তাহার

অস্ত্র সূর্যত গুণ (সামগ্রী)কে রাজ্যে দীপ বিনা দীপাধারের জ্ঞান মনে করিবে ; (১৪২০) এক গৌরবর্ণ তরুণ দেহ, অলঙ্কারে অসজ্জিত, পরন্তু সে দেখে প্রাণ নাই ; সুন্দর স্বর্ণনির্মিত গৃহ বা মন্দির, কিন্তু তাহার দ্বার নাগিনীর দ্বারা রুদ্ধ ; দ্বিবার উত্তমভাবে রক্ষন করা হইয়াছে, পরন্তু তাহার মধ্যে কালকূট— আর কি বলা যায় ? কপটগর্ভিণী মৈত্রী যেমন হয় ; হে জ্ঞানি অর্জুন, যে আমার বা আমার ভক্তের নিন্দা করে, তাহার তপভক্তিমেধা ঐ প্রকারের (কপটতাপূর্ণ) জানিবে ; এইঅস্ত্র, হে বৎস ধনঞ্জয়, এই প্রকার পুরুষ ভক্ত মেধাবী ও তপস্বী হইলেও তাহাকে এই শাস্ত্র স্পর্শ করিতে দিবে না ; আর কি বলিব ? নিন্দুক, স্বয়ং ব্রহ্মার জ্ঞায় যোগ্য হইলেও, কৌতুক করিয়াও তাহাকে গীতা (শ্রবণ করিতে) দিবে না ; হুতরাং, হে ধনুর্ধর, তপরূপ (প্রস্তরের) ভিত্তি নীচে স্থাপন করিয়া, তাহার উপর যে গুরুভক্তিকল্পী সম্পূর্ণ (সুদৃঢ়) মন্দির<sup>১</sup> নির্মাণ করা হয় ; আর দ্বারের শ্রবণেচ্ছারূপ সমুখের দরজা সদা উন্মুক্ত থাকে, দ্বারের শিখরে নির্দোষ<sup>২</sup> (অব্যক্ত) রত্নের সুন্দর কলস স্থাপিত হয় ; এইরূপ শুদ্ধ নির্মল ভক্তালয়ে (ভক্তরূপমন্দিরে) গীতারত্নরূপ দেবতা প্রতিষ্ঠা করিলে তুমি এই জগতে আমারি সমান যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবে ;

য ইদং পরমং গুহ্যং মন্তুক্তেন্নভিধাতুতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃতা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

কারণ, (‘অ’ ‘উ’ ও ‘ম’ এই) তিন মাত্রার গর্ভে প্রণব (ওঁ) একাক্ষর-রূপে গর্ভবাসী হইয়া আবদ্ধ ছিল ; (১৫০০) সেই বেদের বীজ ‘প্রণব’ গীতারূপ বৃক্ষের শাখায় ডালে বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিম্বা গীতার শ্লোকরূপ ফুল ও ফল লইয়া সাক্ষাৎ গায়ত্রীই অবতীর্ণ হইয়াছে ; সেই মন্ত্রবহু গীতা যিনি আমার ভক্তজনকে প্রাপ্ত করাইয়া দেন—অনন্তপ্রাণ (মাতা ভিন্ন যে অস্ত্র কাহাকেও জ্ঞান না) বালক যেমন অনন্তজীবিতা<sup>৩</sup> মাতাকে প্রাপ্ত হয় ; তেমনি যিনি আমার ভক্তগণকে আদর (প্রদা) পূর্বক গীতার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন, তিনি দেহাবসানের পর আমার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যান ;

ন চ তস্মান্নমুশ্রোষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃন্তমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদগ্নাঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯

আর যতদিন দেহরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া তিনি ( দেহভাব হইতে ) অলিপ্ত থাকিবেন, ততদিন তিনি মনেপ্রাণে আমার অত্যন্ত প্রিয় হইবেন ; জানী, কর্ণঠ ও তাপস মহুয়গণের মধ্যে, তিনি আমার এমনই একমাত্র প্রিয় ভক্ত ; হে পাণ্ডব, সারা সংসারে তাঁহার গ্রায় অগ্নি কাহাকেও দেখিতে পাই না ; যিনি ভক্তজনের সম্মেলনে গীতা পাঠ করেন ;

অধ্যোয্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ শ্রামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

আমার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে প্রজ্ঞা রাখিয়া যিনি শাস্তিচিন্তে সম্ভজনের সভায় গীতা পাঠ করিয়া ( সভার ) ভূষণরূপ হন ; ( সম্ভ্রোতৃমণ্ডলীর ) অঙ্কে নব-পল্লবের গ্রায় রোমাঞ্চ হয়, মন্দানিলে কম্পনের গ্রায় শরীরে কম্পন হয়, জলসিক্ত ফলের গ্রায়<sup>১</sup> তাঁহাদেব নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বরিতে থাকে ; কোকিলের মধুর স্বরে ভক্তগণ গদগদভাবে ( ভগবৎমহিমা ) কীর্ত্তন করিতে থাকেন,—এইভাবে যিনি যদভক্তরূপ উপবনে বসন্তের গ্রায় প্রবেশ করেন ; কিম্বা, গগনে চন্দ্রের উদয় হইলে চকোরের জন্ম সফল হয়, অথবা যেমন ময়ূরের কেকাধ্বনিতে নবঘনমেঘ সাড়া দিয়া উপস্থিত হয় ; ( ১৫১০ ) তেমনি, যিনি আমার স্বরূপপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, সম্ভজনের সভায় গীতাপণ্ডরূপ রত্নের প্রচুর বর্ষণ করেন ; তাঁহার গ্রায় প্রিয় প্রকৃত ভক্ত পূর্বেও দেখা যায় নাই, পরেও দেখা যাইবে না ; হে অর্জুন, এইভাবে যিনি গীতার্থ পরিবেশন করিয়া সম্ভজনের আতিথ্য সংকার করেন, আমি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করি ; তোমার আমার সম্মেলনে এই যে মোক্ষধর্মপ্রবর্তক কাহিনী বিস্তার লাভ করিয়াছে ; সেই সকলার্থপ্রসাদরূপ<sup>২</sup> এই যে আমাদের উভয়ের সংবাদ—যিনি পদভেদ ( এক অক্ষরও পরিবর্তন ) না করিয়া পাঠ করেন ; হে হুমতি, তিনি জ্ঞানরূপ প্রজলিত অগ্নিতে মূল অবিজ্ঞাকে আহুতি দিয়া পরমাত্মা আমার

সন্তোষ লাভন করেন ; গীতার অর্থ অমূল্যমান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেমন বিচক্ষণতা' প্রাপ্ত হন, গীতা গান ও আবৃত্তি করিয়া তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; গীতাপাঠক গীতার অর্থবেত্তার দ্বায়ই সমান ফল পাইয়া থাকেন—কারণ গীতামাতা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে কোনও প্রভেদ করেন না ;

শ্রদ্ধাবাননমুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভাংলোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৭১

আর, কোন মার্গেরই নিষ্ফল না করিয়া, যিনি শুদ্ধ আত্মার সহিত গীতা-শ্রবণে শ্রদ্ধাবান ; তাহার কর্ণে গীতার অক্ষর প্রবিষ্ট হইলেই, সঙ্গে সঙ্গেই পাপ পলায়ন করে ; (১৫২০) অরণ্যের মধ্যে অগ্নি সহসা প্রবেশ করিলে যেমন বনচর জীব দিগন্তের পলায়ন করে ; কিম্বা উদয়াচলের প্রান্তে সূর্য্য উঠিয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিলেই যেমন অন্ধকার অন্তরালে অদৃশ্য হয় ; তেমনি, কানের মহাদ্বারে গীতার জপ করিলেই সৃষ্টির প্রথম হইতে যত পাপরাশি সমস্ত বিনষ্ট হয় ; এমনিভাবে, জন্মমরণের লতা ( পরম্পরা ) বিধৌত হইয়া পবিত্র হয়, এবং পুণ্যরূপ স্নানর ফুলে শোভিত হয়,—যাহা হইতে অপার ফল লাভ হয় ; কর্ণ দ্বারে গীতার বতগুলি অক্ষর প্রবেশ করে, ততগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফল-প্রাপ্তি হয় ; এইজন্ত, গীতাশ্রবণে পাপ নষ্ট হয় আর ধর্ম্মের ( পুণ্যের ) বৃদ্ধি হয়,—তাহা হইতে অন্তে স্বর্গরাজ্য সম্পত্তি লাভ হয় ; আমার স্বরূপপ্রাপ্তির পথে প্রথমে স্বর্গই তাহার বিশ্রামস্থল হয়, সেখানে যতদিন ইচ্ছা স্থখ ভোগ করিয়া পরে আমারি সহিত মিলিত হয় ; হে ধনঞ্জয়, গীতা শ্রবণ ও পঠনের ফলে মহানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—আর অধিক কি বলিব ?

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসাম্ ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

এই জন্ত, এইপ্রসঙ্গ এখন থাকুক ; যে কাজের জন্ত আমি এই শীতপ্রসঙ্গ বিস্তার করিলাম, তোমার সেই কাজ সম্বন্ধে তোমাকে প্রেরণ করিব ; হে পাণ্ডব, বল, এই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কি তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ ?

( ১৫৩০ ) আমি যেভাবে এবং যে যীতিতে ইহা তোমার কর্ণে ঢাঙ্গিয়াছি তেমনি ভাবে কি ইহা তোমার মনে প্রবেশ করিয়াছে ?+ তোমার নিজের জ্ঞানজনিত যে মোহ পূর্বে তোমাকে তুলাইয়াছে তাহা কি এখনও আছে—কি নাই ? আর অধিক কি প্রশ্ন করিব ? তুমি শুধু বল, আপনীর মধ্যে কি কর্মাকর্ম কিছু দেখিতে পাও ?” পার্থ স্বানন্দৈক্যরসে নিমগ্ন ছিলেন, এই প্রশ্নের ছলে ভগবান তাঁহাকে বৈতভাবে আনয়ন করিলেন+ ; নতুবা, সর্বজ্ঞ হইয়া কি তিনি নিজকর্ণের কথা জানিতেন না ? পরন্তু, এইজন্যই ( অর্জুনকে বৈতভাবে আনিবার জগ্নই ) তিনি এই প্রশ্ন করিলেন ;+  
অর্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা স্বপ্রসাদাশ্রয়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

কীরাকি হইতে উঠিয়া, গগনে স্বীয় কিরণজালের প্রভায় অলঙ্কৃত হইয়া পূর্ণচন্দ্র যেমন ( কীরাকি হইতে ) পৃথক না হইয়াও পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় ; তেমনি “আমিই ব্রহ্ম” ইহা তুলিয়া, সর্ব জগৎ ব্রহ্মরূপ দেখিতে থাকেন, পরক্ষণে এ ভাবও চলিয়া যায়, তখন ব্রহ্মত্বও ক্ষীণ হইতে থাকে ; এইভাবে ব্রহ্মভাবে উত্থানপতনে, অতিকষ্টে দেহাভিমানের সীমায় আসিয়া, “আমি অর্জুন”—ইহা স্মরণ করিয়া দাঁড়াইয়া বান ; তখন, কম্পিত করতল দ্বারা রোমাঞ্চিত দেহের রোমাবলী দাবাইয়া, অঙ্গের পুলকস্বেদবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া ; প্রাণবায়ুর কোণ্ডে আন্দোলিত দেহকে নিজের অঙ্গের দ্বারাই ঠেকাইয়া,

+ ইহার পর, পাঠান্তরে অষ্ট দুটি শ্লোক হইবে—

“অথবা, ইহার মধ্যে এমন কোনও কথা থাকিয়া গেল বাহা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল না বা তুমি উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে ? আমি যেমন ভাবে উপদেশ দিয়াছি তাহা যদি তেমনি ভাবে ফলদে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে বাহা প্রশ্ন করিতেছি, সম্বরণ তাহার উত্তর দাও” ;

+ ইহার পর, পাঠান্তরে অষ্ট একটি শ্লোক আছে—“পার্ব পূর্ণ ব্রহ্মরূপ হইয়াছিলেন, পরন্তু ভাবভ্রমের কার্যসিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণনাথ তাঁহাকে ( বৈতভাবে ) সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দিলেন না” ;

+ ইহার পরও পাঠান্তরে আর একটি শ্লোক দ্বারা—“এইভাবে প্রশ্ন করিয়া, অর্জুনকে স্বীয় হারান অর্জুনকে ( বৈতভাবে ) আনয়ন করিয়া, তিনি যে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন—এই কথাই তাঁহার দ্বারা বলাইলেন” ,

শরীরের চলনকে অতিকষ্টে স্তম্ভন করিয়া; ( ১৫৪০ ) নেত্রযুগলে যে আনন্দাশ্রয় বস্তা উছলিয়া উঠিতেছিল তাহা যোধ করিয়া; নানা প্রকারের উৎকর্ষার চাপে যে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইতেছিল, তাহা অন্তরের মধ্যে দাবাইয়া; বাক্যের জড়তা প্রাপ্তের মধ্যে সন্মরণ করিয়া, নিঃশ্বাসের অস্থিরতা দমন করিয়া; অর্জুন বলিতে লাগিলেন—“হে দেব, আপনি কি প্রশ্ন করিতেছেন যে মোহ আমাকে ছাড়িয়াছে কি না? উহা তো সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে; ইহা কি কোথায়ও সম্ভব যে সূর্য্য কাছে আসিয়া চক্ষুকে অন্ধকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে? ( অর্থাৎ সূর্য্য উঠিলে কি অন্ধকার দেখা যায়? ) তেমনি আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার চক্ষুর গোচর হইয়াছেন,— ইহাই কি ( মোহনাশের পক্ষে ) যথেষ্ট নয়? তদুপরি, আপনি মাতার অধিক স্নেহে মুখ ভরিয়া ( সবিম্বারে ) যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, তাহা কোনও প্রবৃত্ত করিয়াও অস্ত্র কাহারও কাছে জানা যায় না; এখন, মোহ আছে কি নাই—এই প্রশ্ন কেন করিতেছেন? আপনার প্রসাদে আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি; + আপনার প্রসাদে যে আত্মবোধ লাভ করিয়াছি, তাহা এই মোহকে সমূলে নাশ করিয়াছে; এখন, যে বৈত ভাবের জ্ঞান ‘করা’ বা ‘না করা’ এই প্রশ্ন উঠে, ( তাহা চলিয়া যাওয়ার ) আমি আপনি ভিন্ন কোথায়ও কিছু দেখিতে পাই না; ( ১৫৫০ ) এবিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহই নাই, আমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি যেখানে আমার কোন কর্মই নাই; স্মরণ্য, হে প্রভু, আমি দেখিতেছি আপনার আজ্ঞা ( পালন ) ভিন্ন আমার অস্ত্র সমস্ত কর্মই শেষ হইয়াছে; কারণ, বাহ্যঃ সমস্ত দৃশ্য জগৎ নাশ করে, যে ‘বৈত’ অস্ত্র বৈতভাবে গ্রাস করে, বাহ্য ‘এক’ হইয়া সর্ব্বদেশে সদা বাস করে; বাহার সহিত লব্ধ হইলে সমস্ত বন্ধন

১ আপনার গোত্রবর্গ নইয়া;

+ এখানে পাঠান্তরে অস্ত্র একটি ওরী আছে—“ আমি অর্জুন এই প্রতিমানশীর্ষে আবদ্ধ ছিলাম; এখন আপনার বরূপপ্রাপ্তির ফলে সেই মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছি—এখন প্রমোত্তর—এ ছাটির একটিও নাই”;

§ পাঠান্তরে—“আপনার কৃপায় আমি আপনার বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে—হে প্রভো, এখন আপনার আজ্ঞা ( পালন ) ভিন্ন অস্ত্র কিছুই ( করিবার ) নাই”;

২ যে দৃশ্য বস্তু;

টুটিয়া যায়, বাহার আশা অল্প সমস্ত আশা নষ্ট করে, বাহার দর্শন হইলে সর্বত্র আশ্চর্যরূপের দর্শন হয়; সেই আমার আরাধ্য গুরুদেবতা আপনিই; যিনি ঐক্যভাবে সহায়ক, বাহার অল্প অধৈতবোধের সীমা পার হওয়া যায়; ব্রহ্মরূপ হইয়াও কৃত্যাকৃত্যকর্মের শেষ করিয়াও, বাহার নিঃসীম সেবা করা কর্তব্য; + সেই আপনি সর্ব বিষয়ে উদার, নিরুপাধি, সকলের সেবা—† আমাকে ব্রহ্মরূপ দর্শন করাইয়া আমার উপকার করিয়াছেন—ইহাই মানিয়া লউন; আপনার ও আমার মধ্যে বাধারূপ যে ভেদভাবের কপাট ছিল, হে দেব, তাহা উন্মুক্ত করিয়া আপনি আমার পথ সহজ করিয়াছেন‡; হে সকল-দেবরাজ, এখন আপনি আমাকে যে বিষয়ে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই পালন করিব”; অর্জুনের এই কথা শুনিয়া ভগবান হুলিতে¹ লাগিলেন, এবং (নিজমনে) বলিলেন—“আজ আমি (অর্জুনরূপ) বিশ্বের শ্রেষ্ঠকল² লাভ করিয়াছি;” (১৫৬০) চন্দ্র (গ্রহণাদি) ন্যূনতা হইতে মুক্ত হইলে, আপন কুমার সেই চন্দ্রকে দেখিয়া কি ক্ষীরসাগর তাহার সীমা বিস্তৃত হয় না (উল্লঙ্ঘন করে না)? এমনি ভাবে, সংবাদরূপী বেদীর উপরে দুইজনের হৃদয়ের মিলন (বিবাহ) দেখিয়া সঞ্জয়ের ও হৃদয় (আনন্দে) ভরিয়া গেল; .

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদনিমমশ্রৌষমন্তুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

আনন্দাপ্ত হৃদয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—“হে রাজন, মহর্ষি বাদরায়ণ আমাদের দুজনকে কিভাবে রক্ষা করিয়াছেন; আজ আপনার

+ পাঠান্তরে এখানে অল্প একটি ওরী দৃষ্ট হয়—“গঙ্গা সমুদ্রকে সেবা করিতে গিয়া যেমন সমুদ্রকে পাইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়, তেমনি যিনি ভক্তকে নিজপদের উত্তম ভাগ দান করেন”;

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“সেই আপনি আমার নিরুপাধি, সেবা, সঙ্গরূপ

‡ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“তাহা উন্মুক্ত করিয়া আপনি আমাকে মধুর সেবাসুখ প্রাপ্ত করাইয়াছেন”;

১ আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে;

২ সকল কল; কল;



সাংসারিক চর্চাচক্রে<sup>১</sup> তিনি জ্ঞানদৃষ্টি ব্যবহার করিবার শক্তি দিয়াছেন ; আর, আমি তো শুধু অবশ্যপরীকার জগতই এই রথিবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়া-  
 ছিলাম, আজ ( তাঁহার কৃপায় ) এই প্রসঙ্গ আমার গোচর হইল ; অধিকন্তু, এই যুদ্ধের পরিণতি এত দারুণ বিভীষিকাময় যে উভয় পক্ষই—বাহারই পরাজয় হউক না কেন, মনে করিবে আমাদেরই হার হইয়াছে ; এমন সঙ্কট-  
 সময়ে ( আমার উপর ) কি অপার অহুগ্রহ—যে ব্রহ্মানন্দের ভাণ্ডার ( আমার জগত ) উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং আমি তাহা ভোগ করিতেছি” ; সঞ্জয় এই-  
 ভাবে বলিলেন, পরন্তু চন্দ্রকিরণে<sup>২</sup> নীতল পাষণ যেমন দ্রবীভূত হয় না, তেমনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃকরণ গলিল না, তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন ;  
 তাঁহার ঐ দশা দেখিয়া সঞ্জয় আর কিছু বলিলেন না<sup>৩</sup> ( বাক্যবর্ষণ করিলেন না ), পরন্তু, হুখে পাগল হইয়া বলিতে লাগিলেন ; শুধু হর্ষের আবেগে  
 ভুলিয়াই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন,—নতুবা তিনি জানিতেন তাঁহার ( ধৃতরাষ্ট্রের ) শুনিবার আগ্রহ একেবারে নাই ; ( ১৫৭০ ) সঞ্জয় বলিলেন—“হে কুরুরাজ, আপনার ভ্রাতৃপুত্র ( অর্জুন ) এইরূপ বলিলে,  
 স্রোধাক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দ হইল ; পূর্ব-পশ্চিমের সাগর,—নামে ভিন্ন হইলেও, তাহাদের সমস্ত জল যেমন একই ; তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থ, দেহের জগত ভিন্ন দেখাইলেও, উহাদের সংবাদে ( কথোপকথনে ) কোনও ভেদ ছিল না ; ছুটি দর্পণ স্বচ্ছ করিয়া সামনাসামনি রাখিলে যেমন একটি অস্ত্রটির মধ্যে আপনার রূপ দেখে ; তেমনি, অর্জুন ভগবানের মধ্যে ভগবানের সহিত আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন, আর শ্রীঅনন্ত পার্থের মধ্যে পার্থের সহিত আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের জগত অন্ধের যে যে স্থানে বিশেষ করিয়া দেখেন নাই,<sup>৪</sup> তত্ব সেই সেই স্থানে উভয়কে<sup>৫</sup> দেখিতে লাগিলেন ; অগ্ন্য কেহ ( বৈতম্ভাব ) না থাকায় তাঁহারা কি করিলেন ? উভয়ে মিলিয়া একরূপ হইয়া গেলেন ; এখন, ভেদম্ভাব ( বৈতম্ভাব ) দূর হইলে প্রমোত্তর কি করিয়া হইবে ? ভেদ না থাকিলে সংবাদহীন কোথা হইতে আসিবে ? এইভাবে, বৈতম্ভাবে সম্ভাষণ চলিল, এবং সেই সম্ভাষণ বৈতম্ভাবকে গ্রাস করিল ; আমি ইহাদের উভয়ের সম্ভাষণ শুনিয়াছি ; ছুটি

১ চর্চাচক্রে দৃষ্টি নাই, পরন্তু ;      ২ চন্দ্রকিরণের স্পর্শে ;      ৩ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ;      ৪ দেখিতে লাগিলেন ;

দর্পণকে স্বচ্ছ করিয়া সামনাসামনি রাখিলে কোনটি কোনটিকে দেখিতেছে তাহা জানা যায় না ; ( ১৫৮০ ) কিম্বা একটি দীপকে অল্প একটি দীপের সম্মুখে রাখিলে, কোনটি কাহার প্রকাশ চাহিতেছে কে জানে ?+ এবিষয়ে নির্ণয় করিতে গেলে ‘নির্দ্ধারণ’ই ( স্তব্ধ ) বন্ধ হয়,—এই ( কৃষ্ণার্জুন ) সংবাদে উভয়েই তেমনি একরূপ হইয়া গেলেন+ ; তেমনি, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদ মনে ধ্যান করিতে গিয়া আমার স্থিতিও তক্রূপ হইল” ; এইভাবে সামান্ত কথা বলিতে বলিতে তিনি ( অষ্ট ) সাংখ্যিকভাবে অভিজুত হইয়া নিজের ‘সঙ্কল্প’ তুলিয়া গেলেন ; যেমন যেমন রোমার্ধ জাগিল, তেমনি অল্পও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, ‘স্তম্ভন’ ও ‘স্বেদ’ ছাপাইয়া ‘কম্পন’ আরম্ভ হইল ; অহয়ানন্দের স্পর্শে তাঁহার দৃষ্টি প্রেমময় হইল, এবং আনন্দাশ্রয় বস্তা বহিল—যেন প্রেমানন্দই গলিয়া ঝরিতেছে ; মনে হয় যেন অন্তরের ব্যগ্রতা’ অন্তরে দমন করা গেল না, যেন কণ্ঠে অবরুদ্ধ হইয়া খাসোচ্ছাসের সহিত মিলিয়া গেল ( মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না ) ; অধিক কি বলিব ? অষ্ট সাংখ্যিকভাব প্রকট হইয়া সঙ্কল্পকে অত্যন্ত মুক করিল, এবং তিনি ভাবভবনের চৌরাস্তা হইয়া পড়িলেন ( ভাবে সমাধিস্থ হইলেন ) ; এই স্থতের এমনি স্বভাব যে ইহা আপনা হইতেই শান্তি, আনয়ন করে ; তখন সঙ্কল্প শীঘ্রই দেহস্থিতি ফিরিয়া পাইলেন ;

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

তখন, আনন্দের বেগ উপশমিত হইলে, তিনি কহিলেন—“বাহা উপনিষদেরও অজ্ঞাত আমি ব্যাসপ্রসাদে তাহা শ্রবণ করিলাম ;+ ( ১৫৯০ )

+ পাঠান্তরে এখানে অল্প একটি ওরী আছে—“অথবা সূর্যের সম্মুখে যদি অল্প একটি সূর্যের উদয় হয়, তবে কোনটি প্রকাশক আর কোনটি প্রকাশ্য তাহা কে বলিবে ?”

+ এখানে পাঠান্তরে অল্প একটি ওরী দেখা যায়—“দুটি জলের প্রবাহ আসিয়া মিশিবার সময় তাহাদের মধ্যে একটি লবণের ছাপ পড়িয়া কি তাহাদের রোধ করিতে পারে ? না, নিমেষের মধ্যে তাহাও জল হইয়া যায় ?”

১ বাগর্ধ—সমার্থ ; ২ সংবাদসুতের ;

+ পাঠান্তরে এখানে অল্প একটি ওরী আছে—“ইহা গুনিবামাত্র আমি ব্রহ্মকে লীন হইলাম, তখন ‘তুমি’ ‘আমি’ এই বৈতন্ধ্যের দৃষ্টি লুপ্ত হইল” ;

সমস্ত বোগমার্গ বাহার মধ্যে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আমি ব্যাসের প্রসাদে সহজেই প্রাপ্ত হইলাম ; অহো, অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে বৈতভাবে সাজাইয়া নিজের উদ্দেশ্যেই যে সব কথা বলিলেন ; সেই ভাষণ' শুনিবার জন্য আমার কর্ণই যে পাত্ৰ হইল—সেজন্য গুরু ব্যাসদেবের অভূত ( স্বতন্ত্র ) সামর্থ্যের কি বর্ণনা করিব ?”

রাজন্ সংস্বত্য সংস্বত্য সংবাদমিমমভূতম্ ।

কেশবর্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃদ্যামি চ মুহুমূহঃ ॥ ৭৬

‘রাজন্’ এই কথা উচ্চারণ করিতেই তিনি নিজের অস্তিত্ব ( আত্মস্থিতি ) হারাইলেনঃ—রত্নের প্রভার মধ্যে যেমন রত্নকে ঢাকা যায় ; হিমালয়ের উপরে সর্বোবর যেমন চন্দ্রোদয় হইলে জমিয়া ফটিকরত্নের জ্বায় হইয়া যায়, এবং সূর্য্যোদয় হইলে গলিয়া পূর্ববৎ জল হয় ; তেমনি শরীরের স্থিতি ফিরিয়া আসিলে কৃষ্ণার্জুনসংবাদও সঞ্জয়ের চিত্তে ফিরিয়া আসিল, এবং পুনরায় দেহস্থিতি হারাইলেন—এইরূপ হইতে লাগিল ;

তচ্চ সংস্বত্য সংস্বত্য রূপমভূতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃদ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

তখন সঞ্জয় উঠিয়া কহিলেন—“হে রাজন্, শ্রীহরির বিশ্বরূপ দেখিয়াও আপনি কেমন করিয়া নিস্তর হইয়া বসিয়া আছেন ? বাহা না দেখিলেও দেখা যায়, অস্তিত্বহীনতার মধ্যেই বাহার অস্তিত্ব, বাহা ভুলিবার চেষ্টা করিলেও স্মরণে আসে, তাহা কি করিয়া এড়ান যায় ? চমৎকৃত হইবারও অবকাশ নাই,—এই আনন্দের বস্তা আমার অস্তিত্বের স্থিতির সহিত আমাকেও ভাসাইয়া লইয়া বাইতেছে” ; এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদের সঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া তিনি অহংভাবে ( শ্রীকৃষ্ণে ) অর্পণ করিলেন ; (১৬০০) তখন

১ শ্রেষ্ঠ ;

৪ প্রথম চরণের পাঠান্তর—“ইহা বলিতেই বিম্বিত হইলেন” ; ‘রাজন্’ এই কথা বলিতেই বিম্বিত হইলেন” ;

২ ভিলাঙ্গলিপ্রদান ;

অদম্য আনন্দে, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, 'সগদগদকণ্ঠে বারবার "ত্রিকূক" "ত্রিকূক" বলিতে লাগিলেন ; পরন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের এই অবস্থা' সন্দেহে কিছুই না বুঝিয়া বখন অস্ত্র কিছু কল্পনা করিতেছিলেন ; তখন, সঞ্জয় আপনার সুখাহুত্ব আঁপনার অন্তরে লীন করিয়া নিজের বিহ্বলতা শাস্ত করিলেন ; সেই সময়ের উপযুক্ত কোনও প্রশ্ন না করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে বলিলেন—“সঞ্জয়, এ তোমার কি ব্যবহার ? ব্যাসদেব তোমাকে এখানে কি উদ্দেশ্যে বসাইয়াছেন ? অপ্রাসঙ্গিক এ সব কথা কি বলিতেছ ?” একটি জঙ্গলী মল্লভূকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলে সে দশদিক শূন্য দেখে ( হতভম্ব হইয়া যায় ), কিম্বা, নৃত্য উঠিলে নিশাচরের পক্ষে রাজি হয় ; যে যে বিষয়ের গৌরব জানে না, সে তাহাকে নীরস বা ভয়ঙ্কর মনে করে, সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র যে সঞ্জয়ের বাক্য অপ্রাসঙ্গিক বলিবেন—ইহাতে আর ( বিচিত্র ) কি ? ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন—“এই যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কোন্ পক্ষ অবশেষে জয়লাভ করিবে, তাহাই বল ; সর্বতোভাবে<sup>১</sup> এবং বহুবার আমার ইহাই মনে হইতেছে যে দুর্ঘোষনের প্রতাপই সর্বদা অধিক ; আর অন্তপক্ষের তুলনায় ইহাদের সৈন্যদলও দেড়গুণ বেশী, সেইজন্য ইহাদেরই জয় হইবার সম্ভাবনা, নয় কি ? (১৬১০) আমার ইহার মনে হয়,—তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কি জানি না, বাহাই হউক, হে সঞ্জয়, তুমি আমাকে বল” ;

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র ত্রীবিজয়ো ভূতিক্ষ্রবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

এই কথার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন—“হে রাজন্, দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে জানি না, তবে ইহা ঠিকই যে যেখানে আরু আছে সেখানেই জীবন ; যেখানে চন্দ্র সেখানেই চাঁদনী, যেখানে শত্রু সেখানেই অধিকা, যেখানে সন্তজনের সম্মুখ সেখানেই বিবেক ( জ্ঞান ) থাকিবে ; যেখানে রাজা সেখানেই সৈন্য, যেখানে সৌজন্ত সেখানেই আত্মীয়তা, যেখানে বহি সেখানেই দাহিকাশক্তি ; যেখানে দয়া সেখানেই ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানেই সুধাগর, যেখানে সুখ, সেখানেই যেমন পুরুষোত্তম ; যেখানে

বসন্ত সেখানেই উত্থান, উত্থানেই ফুলরাশি, যেখানে ফুল সেখানেই ভ্রমরের  
 ঝাঁক ; যেখানে গুরু সেখানেই জ্ঞান, জ্ঞানেই আত্মদর্শন, আত্মদর্শনেই যেমন  
 শান্তি ; ভাগ্য থাকিলেই সুখোপভোগ হয়, সুখেই উন্নতি,—আর কত  
 বলিব ? যেখানে সূর্য্য সেখানেই প্রকাশ ; তেমনি, যাহার দ্বারা সকল  
 পুরুষার্থ সিদ্ধ ও সনাথ বা সামর্থ্যযুক্ত হয়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষে,  
 সেখানেই লক্ষ্মী থাকিবেন ; আর, আপনার কান্তের সহিত মাতা জগদম্বা  
 যাহার পক্ষে, অগ্নিমান্নি ( অষ্টসিদ্ধি ) কি তাহার দাসী হইয়া থাকিবে  
 না ? ( ১৬২০ ) + সেই দেশের বৃক্ষ কি বাজি রাখিয়া কল্লতরুকে জয় করিবে  
 না ?—এই পিতামাতা কি সামান্য ? সেখানে সমস্ত প্রস্তুতরথও চিন্তামণিরত্ন  
 কেন হইবে না ? সেখানকার ভূমি স্ববর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে না কেন ? সেই  
 গাঁয়ের নদীতে যদি অমৃতের স্রোত বহিয়া যায়, হে রাজন, তাহাতে আশ্চর্য্য  
 কি আছে ? তুমিই বিচার কর ; সেখানকার মহম্মদের মুখনিঃসৃত সহজ  
 ( অনিয়ন্ত্রিত ) বাক্য যেন সুখে বেদধ্বনি উচ্চারণ করিবে, সন্দেহ হইলেও  
 তাহার সচ্চিদানন্দ কেন হইবে না ? শ্রীকৃষ্ণ যাহার পিতা, কমলা যাহার  
 মাতা, স্বর্গ ও মোক্ষ এই উভয় পদই তাঁহার অধীন ; সেইজন্তই ( বলিতেছি )  
 যে পক্ষে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে সর্বপ্রকার সিদ্ধিই স্বতঃই  
 থাকিবে, ইহার অশ্রুধা জানি না ; আর সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ যেমন সমুদ্র  
 হইতেও অধিকতর উপযোগী হয়, পার্থের ও তাঁহার আজ তেমনি হইল ;  
 কনকত্রে দীক্ষা দিতে পরশপাথর সত্যই লোহার গুরু, পরন্তু জগতের ব্যবহারে  
 সবাই সোনাতেই জানে ; এখানে গুরু ন্যূনত্ব প্রাপ্ত হন—একথা যেন কেহ  
 না বলে—বহি যেমন স্বীয় প্রকাশ দীপদ্বারা আপনাকেই প্রকাশ করে ;  
 তেমনি, ভগবানের শক্তিদ্বারাই পার্থ ভগবান হইতে অধিকতর শক্তিশালী  
 দেখাইতে লাগিলেন, পরন্তু, ইহা মানিতে হয় যে পার্থের এই স্তুতিদ্বারা

+ পাঠান্তরে এই স্থলে অস্ত্র ছুটি ওবী দেখা যায়—

“যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিজয়ধ্বজ, তিনি যে পক্ষে আছেন, স্বয়ং বিজয়ও সেখানে । অর্জুন বিজয়  
 নামে বিখ্যাত আর শ্রীকৃষ্ণনাথও বিজয়ধ্বজ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে যেখানে ইহার আছেন,  
 লক্ষ্মীসহ বিজয়ও সেখানেই থাকিবে ।”

২ গুরুত্ব ;

ভগবানেরই গৌরববৃদ্ধি হইল; ( ১৬৩০ ) পুত্র আমাকে সর্বগুণে পরাজিত করুক—ইহাই পিতার ইচ্ছা,—শাদ্‌পানি ত্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছা ফলবতী হইল; কিং বহনা, হে রাজন্, পার্থ কৃষ্ণরূপায় কৃতার্থ হইলেন—তিনি যে পক্ষের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন ( সহায়তা করিতেছেন ) ; সেই পক্ষই যে বিজয়ী হইবে, ইহাতে আপনার সন্দেহ হইতেছে কেন ? সেই পক্ষ যদি বিজয়ী না হয়, তবে স্বয়ং ‘বিজয়’ই ব্যর্থ হইবে; সুতরাং, যেখানে লক্ষ্মীপতি’ ত্রীকৃষ্ণ, এবং যেখানে ‘পাণ্ডুপুত্র অর্জুন—সেখানেই বিজয়, সেখানেই সমস্ত অভ্যুদয় ( উৎকর্ষ ) ; যদি ব্যাসদেবের সত্যতা আপনার মন মানিয়া লয়, তবে আমার এই বাক্য ধ্রুব বলিয়া মানিয়া লউন ; যেখানে শ্রীবল্লভ ত্রীকৃষ্ণ, যেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে স্বথ, সেখানেই কল্যাণপ্রাপ্তি ; আমার এই কথার যদি অগ্রথা হয়, তবে আমি ব্যাসদেবের শিষ্যই নই”—সঞ্জয় বাহ তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া এই কথা বলিলেন ; এইভাবে, সমস্ত মহাভারতের সারাংশ একটি শ্লোকের মধ্যে আনিয়া সঞ্জয় কুরুনায়কের হস্তে প্রদান করিলেন ; অগ্নির শক্তি কেহ জানে না ( ইহা অসীম ), পরস্তু সলিতার অগ্রভাগে লাগাইলে যেমন ইহা সূর্য্যের অভাব মোচন করে ( সূর্য্যাস্তের পরঅন্ধকার দূর করে ) ; তেমনি, শব্দব্রহ্ম ( বেদ ) অনন্ত হইয়াও, সওয়া লক্ষ শ্লোকে রচিত মহাভারত হইল, এবং মহাভারতের সারাংশ সাতশত শ্লোক-বিশিষ্ট গীতায় সন্নিবেশিত হইল ; ( ১৬৪০ ) সেই সাতশত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই অন্তিম শ্লোকে পরিচ্ছূট—যাহা ব্যাসশিষ্য সঞ্জয়ের পূর্ণোদগার ( পূর্ণ-জ্ঞানে অহুপ্রাণিত ভাষণ ) ; এই একটি শ্লোক যে সমস্তে হৃদয়ে ধারণ করে সে সমস্ত অজ্ঞানরাশি পূর্ণভাবে জয় করে ; এই সাতশত শ্লোক যেন গীতার পদের গ্রাম যাহা ভ্রম্যহাকে বহন করিতেছে, অথবা, ‘পদ’ না বলিয়া ইহাদের গীতাকাশের পরমামৃত বলিলে ভাল হয় ; কিধা, এই শ্লোকগুলি গীতারূপ আত্মবাক্যসত্যের স্তম্ভ—ইহাই আমার অমৃতবে মনে হয় ; কিধা এই সপ্তশতী গীতাই সপ্তশতীমন্ত্রপ্রতিপাত্ত সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী, যিনি মোহরূপ মহিষাসুরকে মুক্তিদান করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন ; সুতরাং যে মনে,

৪ তৃতীয় ও চতুর্থ চতুর্ণের পাঠান্তর আছে—অর্থ একই ।

১ যেখানে লক্ষ্মী ; যেখানে লক্ষ্মী সেখানেই ;

প্রবণে<sup>১</sup>ও বাক্যে এই গীতাদেশীর সেবক হইবে, সে স্বানন্দ (আত্মানন্দ) সাত্ত্বিকের চক্রবর্তী রাজা হইবে; কিম্বা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিবার জন্ত, শ্লোকরূপ সূর্য্যের সহায়তার, গীতারূপে খেলা করিয়াছেন<sup>২</sup>; কিম্বা, গীতা শ্লোকাকররূপী ব্রাহ্মকালতামণ্ডিত একটি মণ্ডপ, যেখানে সংসার-পঞ্চাঙ্গ পথিক বিপ্রায় করিতে পারে; কিম্বা, শ্রীকৃষ্ণবদনরূপ সরোবরে গীতার এই শ্লোকগুলি কমলরূপে বিবাজিত, বাহাতে ভাগ্যবান সন্তজন ভ্রমর-রূপে মধুশান করেন; কিম্বা, এই শ্লোকগুলি আর কিছুই নহে,—আমার মনে হয় উহারা গীতার মহিমাকীৰ্ত্তনকারী সাতশত ভাট বা চারণ; ( ১৬৫০ ) কিম্বা, সাতশত শ্লোকে বেষ্টিত সুন্দর এই গীতানগরে যেন সর্বশাস্ত্র বাস করিতে আসিয়াছে; কিম্বা আপনপতি পরমাত্মাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবার জন্ত গীতা এই শ্লোকরূপী বাহবিস্তার করিয়া আছেন; কিম্বা, ( এই শ্লোকগুলি ) গীতাকমলের ভূদ্র, অথবা গীতাসাগরের তরঙ্গ, কিম্বা শ্রীহরির গীতারূপ রথের তুরঙ্গ; কিম্বা, অৰ্জ্জুন সিংহস্থ হওয়ার জন্ত, গীতারূপী অভূত গঙ্গা শ্লোকরূপ সর্বতীর্থ লইয়া আসিয়াছেন<sup>৩</sup>; কিম্বা, ইহার শ্লোকশ্রেণী নহে, শ্লোকে গাথা চিন্তামণির মালাসদৃশ<sup>৪</sup>—কিম্বা নির্বিকল্প ( ব্রহ্ম ) প্রাপ্তির উপায়বরূপ কল্পতরুর বীথিকা; এইরূপ সাতশত শ্লোকের প্রত্যেকটি প্রত্যেক শ্লোক হইতে শ্রেষ্ঠ,—এখন কে ইহাদের কোন্ একটিকে পৃথকভাবে বাছিয়া লইবে? দীপ সম্বন্ধে কি বলা যায় ইহা তাহার অগ্রভাগ, ইহা পশ্চাদ্ভাগ? সূর্য্যকে কি ছোট বা বড়, অমৃতসিদ্ধিকে কি গভীর বা অগভীর, বলা যায়? কামধেনুকে দেখিয়া যেমন বলা যায় না যে এই গাভী বৎসসম্পন্ন ( দুধ দেয় ) কিম্বা বৃদ্ধা ( দুধ বন্ধ করিয়াছে ) ; তেমনি গীতার শ্লোকগুলির মধ্যে ‘ইহা প্রথম শ্লোক’, ‘ইহা অন্তিম শ্লোক’—একথা বলা যায় না, পারিজাত ফুল সম্বন্ধে কি বল যায় এটি শুক (বালি), এটি তাজা; আর গীতার শ্লোকের মধ্যে যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনও তর্ক<sup>৫</sup> নাই—একধার

§ দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“সূর্য্যের সহিত বাজি জিতিয়া গীতারূপে এই শ্লোক প্রকাশ করিলেন”;

† প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“গীতাগঙ্গার মধ্যে শ্লোকরূপ সর্বতীর্থ-সমবহন হইয়াছে”;

‡ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“চিন্তাহীন ( বিরক্ত ) চিন্তের আধারক চিন্তামণি” ; ‘অচিন্তা ( ব্রহ্ম ) প্রাপ্তির উপায়বরূপ চিন্তামণি’;

অধিক সমর্থন আর কি করিব ? ইহাতে বাচ্য ও বাচকের মধ্যে কোনও ভেদ নাই ; ( ১৬৬০ ) এই ( গীতা ) শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই ‘বাচ্য’ ও ‘বাচক’—ইহা সর্বসাধারণ লোকই জানে ; গীতার অর্থ জানিলে বাহা হয়, গীতা পাঠ করিলেও নিশ্চিতভাবে সেই ফলই হয়,—গীতাশাস্ত্র ‘বাচ্য ও ‘বাচক’র একতা সাধন করে ; এইজন্য আমার সমর্থন করিবার মত এখন আর কোন বিষয়ই রহিল না,—গীতাকে প্রত্যুত বাঙময়ী শ্রীমুর্তি বলিয়াই জানা উচিত ; ( অন্ত ) শাস্ত্র আপন বাক্যের অর্থ প্রকট করিয়া আপনার মধ্যেই লুপ্ত হয়, গীতা-শাস্ত্র সেরূপ নহে—ইহা আমূল পরম তত্ত্বস্বরূপ ; অহো, কেমন বিশ্বের উপর রূপা করিয়া ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া, এই মহা আনন্দকে হৃগম ( সহজে প্রাপ্য ) করিলেন ; , পূর্ণকলাযুক্ত চন্দ্র যেমন চকোরকে নিমিত্ত করিয়া ত্রিভুবনের তাপ শাস্ত করে ; তেমনি শ্রীকৃষ্ণরূপী গাভী, পার্থকে বৎস করিয়া, গীতারূপ দুগ্ধ পূর্ণভাবে’ দান করিয়াছেন ; কিম্বা, যেমন ভগবান গিরীশ ( শঙ্কর ) গৌতমকে নিমিত্ত করিয়া, কলিকালরূপ জরে পীড়িত লোকের জন্য গঙ্গার প্রবাহ ( পৃথিবীতে ) আনয়ন করিলেন ; গীতার মধ্যে অন্তরের সহিত ডুবিয়া গেলে ( ‘অন্তরকে গীতার জলে স্নান করাইলে’ ) ব্রহ্ম-স্বরূপই হইয়া যাইবে ; শুধু ইহাই নহে, গীতাপাঠের উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে যদি ভিজান যায় ; তবে লোহার এক অংশে পরশপাথর ঠেকাইলে যেমন সমস্ত লৌহখণ্ডই আপনা আপনি সোনা হইয়া যায় ; ( ১৬৭০ ) । তেমনি, গীতাপাঠরূপ বাটি ( পানপাত্র ) যদি ওষ্ঠে লাগান হয়, তবে অন্ধে ব্রহ্মস্বের পুষ্টি আসিবে ; অথবা, যদি মুখে না লাগাইয়া, মুখ ঘুরাইয়া বসি যায়, তবে গীতার অক্ষর বাহা কানে পড়িবে তাহাতেই ফলপ্রাপ্তি হইবে ; কিম্বা, সমগ্র মাতা যেমন কাহাকেও ‘নাই’ বলেন না, তেমনি শ্রবণে, পঠনে বা অর্থগ্রহণে গীতা মোক্ষ ভিন্ন অণ্ড ফল দেয় না ; হতরাং সকলের সঙ্গে একমাত্র গীতারই সেবা করিবে,—অন্ত সমস্ত শাস্ত্র কি-করিবে ? আর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একান্তে যে সব কথা দ্বন্দ্বলভাবে ও অবাধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা জীব্যাসদেব, বাহাতে সকলের করতলগত ( সবার পক্ষে হৃগম ) হয়, এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; মাতা যখন প্রেমভরে বালক-

১ অর্থাৎ পূর্ণ করিয়া। ২ অন্তরিকেও ; ৩ জ্ঞানীলোকের সঙ্গে ; গীতার জ্ঞান-বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে ;



পুত্রকে খাওয়াইতে বসে, তখন সে সহজে গিলিতে পারে এমন ( ছোট ছোট )  
 গ্রাস তৈয়ারী করে ; কিংবা অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত বায়ুকে আয়ত্তে আনিবার জন্য  
 যেমন পাখি তৈয়ারী করা হয় ; তেমনি বাহা শব্দের দ্বারা লাভ করা যায় না,  
 তাহাকে অল্পটুকু ছন্দের রূপ দান করিয়া ( শ্রীব্যাসদেব ) জীশূত্রাদির বোধ-  
 গম্য করিয়াছেন ; স্বাতী নক্ষত্রের জলে যদি মুক্তা উৎপন্ন না হইত, তবে তাহার  
 স্থলরী জীলোকের সঙ্গে কিরূপে শোভা পাইত ? বাস্তবে যদি নাদ না হইত, তবে  
 তাহা কি প্রকারে শ্রবণগোচর হইত ? ফুল না থাকিলে, তাহার সুগন্ধি কেমন  
 করিয়া ভ্রাণে লওয়া যাইত ? ( ১৬৮০ ) পকানে মিষ্টত্ব না থাকিলে জিহ্বা তাহা  
 কেমন করিয়া ভোগ করিত ? দর্পণ বিনা নয়ন নয়নকে ( নয়নের রূপ )  
 দেখিত কি করিয়া ? ( সাকার ) শ্রীগুরুমূর্তি যদি দ্রষ্টার দৃশ্যপথে না পড়িত,  
 তবে কাহার উপাসনা হইত ? তেমনি, অসীম ব্রহ্মবস্তুর সাতশত ( শ্লোকের )  
 সংখ্যায় প্রকট না হইলে, তাহা কে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত ? মেঘ সমুদ্র  
 হইতে জল উঠাইয়া লয়, তথাপি জগতের লোক ( জলের জন্য ) মেঘের দিকেই  
 তাকায়, কারণ বাহা ( সমুদ্র ) অপরিমেয়, তাহা কোন মতেই উপযোগী হয়  
 না ; আর বাহা বাক্য দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা যদি এই স্থলর  
 শ্লোকের রূপ ধারণ না করিত, তবে কর্ণ ও মূখ তাহা কিরূপে গ্রহণ করিত ?  
 হুতরাং শ্রীব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই গ্রন্থের আকারে সঙ্কলন করিয়া বিশ্বের  
 মহান উপকার করিয়াছেন ; আর আমি এখন ব্যাসদেবের প্রত্যেক পদ পুঙ্খানু-  
 পুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া মারাঠি ভাষায় ( সকলের ) শ্রবণযোগ্য করিয়াছি ;  
 যেখানে ব্যাসাদি মহর্ষির জ্ঞানও সশব্দ ( বিধাগ্রস্ত ) হইয়া ধামিয়া যায়,  
 সেখানে আমার শ্রায় অল্পমতি মহন্ত এ কী বাচালতা দেখাইতেছে ? পরন্তু,  
 ভোলা ( সরল ) গীতেশ্বর যদি ব্যাসের বচনরূপ কুহুমমালা ধারণ করিয়া  
 থাকেন, তবে আমার দুর্দ্বাদল লইতে 'না' বলিবেন না ( অস্বীকার করিবেন  
 না ) ; হস্তীর পাশ জলের জন্য সমুদ্রতটে যায়, সেখানে কি মশকুর যাওয়া  
 নিবেদন ? ( ১৬৯০ ) পাখীর ছান্নার নুতন ডানা গজাইলে তাহার আকাশে  
 উড়িতে পারে না, তবে কি করা যায় ? অথচ দেখ, বৃহৎ গরুড় পক্ষী আকাশ  
 উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় ; ভূতলে রাজহংস কেমন ( স্বন্দর প্রতিভা ) চলে, তবে  
 কি অন্ত সবাইকে কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হইবে ? অহো, আপনার

† তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর—“অন্ত কেহ কি ( নিজের চালে ) চলিবে না ?”

পরিমাণ অল্পসারে কলসীতে প্রচুর জল ধরে, তাই বলিয়া কি অল্প জল লওয়া যায় না ?<sup>১</sup> মশাল আকারে বড়, হুতরাং তাহার প্রকাশও বেশী, বাতি কি আপন ক্ষুদ্র আকার অল্পসারে স্বতন্ত্র<sup>২</sup> প্রকাশ করে না ? সমুদ্রের বিস্তার অল্পসারে তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যেও তাহার আকার অল্পসারে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় ; তেমনি, ব্যাসাদি মহামতি এই গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমি সেখানে পদার্পণ করিতে পারিব না—ইহা যুক্তিযুক্ত নহে ; মন্দরপর্বতাকার বড় বড় জলচর জীব যে সমুদ্রে সঞ্চারণ করে, সেখানে কি অগ্র শফরী ( ক্ষুদ্র মংস্ত ) সঞ্চারণ করিতে পারিবে না ? অরুণ ( সূর্য্যের সারথি ) সূর্য্যের কাছে থাকে বলিয়া সূর্য্যকে দেখে, ভূতলে পিপীলিকাও কি তাহাকে দেখে না ? এইজন্ত, যদি আমাদের প্রাকৃত দেশী ভাষায় গীতা রচনা করা হয়, তবে তাহা অমুচিত ( কারণ ) হইবে না ; আর, পিতা অগ্রে অগ্রে দ্রুতগতিতে চলে, আর বালক ( পশ্চাতে ) ধীরে ধীরে অনুসরণ করে, সে কি পিতা যেখানে যায় সেখানে পৌছিতে পারে না ?<sup>৩</sup> ( ১৭০০ ) ; তেমনি, আমি যদি ব্যাসদেবের পশ্চাতে চলিয়া, ভাষ্যকারগণের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হই, তবে আমি অযোগ্য হইলেও, গন্তব্য স্থানে না যাইয়া কোথায় যাইব ? আর, যাহার ক্ষমাগুণে পৃথ্বী স্বাবর-জঙ্গমের উপদ্রব সহ্য করে, যাহার অমৃতে চঞ্জমা জগতের তাপ দূর করিয়া তাহাকে শান্তি করে ; যাহার অঙ্গের পূর্ণ তেজ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য অন্ধকারের প্রসার নষ্ট করে ; যাহা হইতে সমুদ্র জল প্রাপ্ত হয়, জল মাধুর্য্য পায়, এবং আধুর্য্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয় ; যাহা হইতে পবন তাহার বল, আকাশ তাহার বিস্তার, এবং জ্ঞান তাহার উজ্জ্বল সার্বভৌম মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় ; বেদ তাহার সুন্দর বাণী, সুখ তাহার আনন্দ প্রাপ্ত হয়,—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিশ্ব যাহা হইতে সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয় ; সেই সর্বোপকারক, সুমর্থ, সদ্গুরু ত্রিনিবৃত্তিনাথ আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছেন ; এখন, আমি মারাঠি রীতিতে ( ভাষায় )

১ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর :—“তাহাতে কি অল্প জল ভরা যায় না ?” “হাতের তালুতে কি অল্পজল লওয়া যায় না ?”

২ প্রকাশ আনয়ন করে না ?

৩ এই ওষীর পাঠান্তর আছে—“পিতা অগ্রে অগ্রে চলে, আর বালক তাহার পদচিহ্ন ধরিয়া চলে...”

জগতে এই অনায়াসলভ্য গীতা প্রচার করিতেছি—ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? শ্রীগুরু (জ্যোতির্গুরু) নামে পর্বতশিখরে মুক্তিকানির্মিত মুক্তি স্থাপন করিয়া কোলী\* একলব্য জিজ্ঞাগতে আপনার কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল; চন্দনবৃক্ষের সংস্পর্শে অস্ত্র বৃক্ষ চন্দনের দ্বায় হৃগন্ধ হয়, বশিষ্ঠ ঋষি আপন গৈরিক বস্ত্র বিছাইয়া সূর্যের সহিত বিরোধ (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) করিয়াছিলেন; (১৭১০) আমি তো সচেতন পুরুষ, আর শ্রীগুরু এত অধিক সমর্থ যে তাঁহার (রূপা) দৃষ্টি দ্বারাই আমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন; প্রথম হইতেই যদি নিখুঁত দৃষ্টি থাকে, তাহার উপর যদি সূর্যের সহায়তা মিলে, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে না এমন কোন বস্তু থাকে? এইজন্ত, আমার খালোচ্ছাসের সঙ্গেই নিত্য নব গ্রন্থ রচিত হইতে পারে—জ্ঞানদেব বলে গুরু-রূপায় কি না হয়? এই কারণে, আমি মারাঠি ভাষায় গীতার্থ এমন (সহজ) ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি বাহাতে সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে; পরন্তু মারাঠি ভাষায় রজনী (সুন্দর) শব্দযোজনায়ঃ যদি কেহ গীতার পদগুলি বুঝিতে চেষ্টা করে, (অথবা, যদি কেহ গীতার পদগুলি রজনী মারাঠি ভাষায় গান করে), তবে গায়কের ন্যূনতা সত্ত্বেও তাহা সসম্পূর্ণ হইবে; লেইজন্ত এই পদগুলি যদি গান করা হয়, তবে হয়তো তাহাতে গানের চাতুর্য থাকিবে না,† তথাপি গীতা তাহার মূল্যে কোনও ন্যূনতা আসিতে দিবে না; অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ না করিলেও অমনিই সুন্দর দেখায়, অঙ্গে পরিলে আরও সুন্দর দেখাইবে—ইহাই কি উচিত নহে? মুক্তা এমনি পদার্থ যে যদি সোনার বসন হয়, তবে সোনার মান বৃদ্ধি করে (সোনা আরও সুন্দর দেখায়), পরন্তু এমনি তাহার গুণ যে সোনার সহিত যুক্ত না হইয়াও অঙ্গে শোভা পায়;‡ অথবা বসন্ত ঋতুতে বর্জুলাকার ঋত্নিকা ফুল ফুটিলে,— তাহা মালায় গাঁথা হউক বা খোলাভাবেই থাকুক,—তাহার সুগন্ধের ন্যূনতা হয় না; তেমনিভাবে আমি প্রেমপূর্ণ§ ওনী ছন্দে এই পদ রচনা করিয়াছি,— বাহা গান করিলেও শোভা¶ পরয়, গান বিনাও রমণীয় হয়; (১৭২০) এই

\* পাহাড়ী ভীল;

† তৃতীয় চরণের পাঠান্তর—“তাহার আকর্ষণী শক্তিতে”;

‡ অপূর্ণতা থাকিবে না, ২ গীতা ৩ তাহা মানের ফুল হইবে; § নর অঙ্গেও শোভা পায়; ৫ লাভজনক;

ওবী ছন্দে রচিত পণ্ডে আমি এমন ব্রহ্মরসে পূর্ণ হুয়াহু অক্ষর ব্রাহ্মনা করিয়াছি বাহা আবালবৃদ্ধ সকলেই সহজে বুঝিতে পারে ; এখন, চন্দনবৃক্ষের কাছে যেমন সুগন্ধের জন্ত নিমেষমাত্রও প্রতীক্ষা করিতে হয় না ; তেমনি, এই পণ্ডগ্রন্থের ছন্দ শ্রবণে প্রবেশ করিবারাত্র সমাধি আনয়ন করে—ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণে কি লোকের মন মোহিত হইবে না ? এই গ্রন্থ পাঠ করিতে গেলে পাণ্ডিত্য এমন শোভা পাইবে যে তাহার আকর্ষণী শক্তি অমৃতকেও হার মানাইবে ; ইহার স্বতঃসিদ্ধ অস্তুর্নিহিত কবিত্ব এমনভাবে প্রকট হয় যে তাহা শ্রবণ করিলে ‘মনন’ ও ‘নিদিধ্যাসন’ পরাজিত হয় ( অর্থাৎ, ইহার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অপেক্ষা অধিক উপযোগী হয় ) ; ইহা শ্রবণে প্রত্যেক লোক আত্মানন্দানুভূতির শ্রেষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহাতে সর্ব ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হইবে ; চতুর চকোর আপন শক্তিতে চক্রকে উপভোগ করে, পরন্তু সর্বজীবের জন্ত যেমন চাঁদনী উপযোগী হয় ; তেমনি অধিকারী পুরুষই এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের অন্তরঙ্গ রহস্য ( অস্তুর্নিহিত তত্ত্ব ) জানিতে পারে, অন্ত সাধারণ লোকও ইহার বাক্‌চাতুর্য্যে সুখী হয় ; এইভাবে ইহা সত্যই ত্রিনিবৃত্তিনাথের গৌরব—ইহা গ্রন্থ নহে—তাঁহারি স্কন্ধপার বৈভব ;

ক্ষীর-সিদ্ধুর ধারে ত্রিপ্রিয়ারি পার্কতীর কর্ণকুহরে যাহা<sup>১</sup> বলিয়াছিলেন ; ( ১৭৩০ ) তাহা ক্ষীরসমুদ্রের কল্লোলের অভ্যন্তরে মকরের উদরে গুপ্ত ছিল,— তাহাই তিনি ( মৎস্তেন্দ্রনাথ ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সেই ( মৎস্ত হইতে উৎপন্ন ) মৎস্তেন্দ্রনাথ সপ্তশৃঙ্গ<sup>২</sup> পর্বতের উপর আসিলে ভগ্নাবয়ব চৌরঙ্গীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব অবয়বে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন ; অব্যয় ( অটল ) সম্রাটের হুঁস ভোগ করিবার জন্ত মৎস্তেন্দ্রনাথ ত্রিগৌরবনাথকে সেই জানরহস্য দান করিয়াছিলেন<sup>৩</sup> তিনি ( গৌরবনাথ ) যোগরূপ কমলিনীর সর্বোবর ও বিষয়বিরুদ্ধসংকারী বীজ ছিলেন, মৎস্তেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্ব অধিকার প্রদান করিয়া আপন ( ঘোঁসৈবর্ধ্যের ) পদে অধিষ্ঠিত করিলেন ; তাহার পর, তিনি সেই শাস্ত্র ( শব্দ হইতে প্রাপ্ত ) অবৈতানন্দরূপ বৈভব সন্ন্যাসার্থের সহিত<sup>৪</sup>

১ পাঠান্তরে “পাঠ” আছে : “পাক” শব্দ অপেক্ষা ইহাই অধিকতর গ্রাহ্য মনে হয় ;  
২ শাস্তি উৎপন্ন করে ; ৩ না জানি কি ; ৪ শতবৃন্দ .  
৫ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর—“ভোগ করিবার ইচ্ছার” ;  
৬ সমূল ; আপন সামর্থ্যের সহিত ;

শ্রীগহিনীনাথকে প্রদান করিয়াছিলেন ; যখন গহিনীনাথ দেখিলেন কলিকাল নিশ্চিতভাবে ভূতমাজকেই গ্রাস করিতেছে তখন তিনি শ্রীনিবৃত্তিনাথকে এইরূপ আজ্ঞা দিলেন ; “অনাদি গুরু শঙ্কর হইতে” যে জ্ঞানৈশ্বর্য শিষ্য-পরম্পরায় আমাদের সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়াছে ; সেই সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া তুমি দ্রুতবেগে যাও, এবং কলি যে জীবগণকে গ্রাস করিতেছে তাহাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা কর” ; শ্রীনিবৃত্তিনাথ স্বভাবতঃই কৃপালু, তাহার উপর গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন,—বর্ষাকালের মেঘ যেমন ক্ষুদ্র হইয়া প্রচুর বর্ষণ করে ; তেমনি তিনি আর্ন্তের প্রতি প্রেমের আতিশয্যে, গীতার্থ গাথিবার ছলে,<sup>১</sup> শান্তিরস বর্ষণ করিয়াছেন—তাহাই এই গ্রন্থ ; ( ১৭৪০ ) সেই সময়, আমি চাতকের গ্রায় আপন আর্ন্তি ( উৎকট ইচ্ছা ) প্রকাশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি,—তাই আমি এইপ্রকার বশ প্রাপ্ত হইয়াছি ; এইভাবে, গুরুপরম্পরায় যে সমাধিকরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই আমার স্বামী ( গুরুদেব ) গ্রন্থরচনা করিয়া আমাকে দান করিয়াছেন ; নতুবা, আমি লেখাপড়া জানি না, আবৃত্তিও করিতে পারি না, গুরুর সেবা করিতেও জানি না,—আমার এই গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা কোথা হইতে আসিবে ? পরন্তু, আপনারা জানিবেন যে শ্রীগুরুনাথ, আমাকে নিমিত্ত করিয়া, এই গ্রন্থ রচনা দ্বারা জগৎকে রক্ষা করিলেন ; তথাপি গুরুদেবের কৃপায় আমি কম-বেশী যাহা বলিয়াছি, হে শ্রোতৃবৃন্দ, তাহার দোষগুণ আপনারা মাতার গ্রায় সহন করুন ; শব্দযোজনা কিরূপে করিতে হয়, সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া পরিশুদ্ধ করিতে হয়, অলঙ্কার কাহাকে বলে,—আমি ইহার কিছুই জানি না ; কাষ্ঠপুত্তলী যেমন ( সূত্রধারের ) সূত্রের দ্বারা চালিত হয়, তেমনি আমার স্বামী আমাকে মুখপাত্র করিয়া নিজেই সবকথা বলিয়াছেন ; এইজন্ত, দোষগুণ ক্ষমা করিতেও বিশেষভাবে বলিতেছি না,—কারণ আমার আচার্যদেব দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি ; আর আপনাদের এই সন্ত-সত্য যদি এই গ্রন্থের কৌনও ন্যূনতা দাঁড়াইয়া যায়, এবং তাহা পূর্ণ না হয়, তবে আপনারাই কোপগ্রস্ত হইবেন ; পরশমণির স্পর্শে যদি লৌহের হীনবশা দূর না হয়, তবে কাহার দোষ বলিব ? ( ১৭৫০ ) ক্ষুদ্র জ্ঞাপ্রণালী বা নদী গঙ্গায়

গিয়া পড়িতে পারে—বদি গন্ধার সহিত মিক্সিয়া এক না হইয়া যায়, তবে তাহার কি করিবে? এইজন্য মহৎ ভাগ্যযোগে যখন আমি আপনাদের ছাত্র সন্তজনের চরণে আসিয়া পৌছিয়াছি, তখন জগতে আমার কিসের অভাব? অহো, আমার গুরুজী আমাকে সন্ত আপনাদের সঙ্গ প্রাপ্ত করাইয়াছেন—যাহাতে আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল; দেখুন, আপনাদের ছাত্র মাতৃগৃহ (আশ্রয়) প্রাপ্ত হইয়া আমার দৈমিত গ্রন্থরচনার কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইয়াছে; অহো, শুদ্ধ সোনার ভূতল রচনা করা যায়, চিন্তামণি রত্নের দ্বারা কুলাচল (বৃহৎ পর্বত) নির্মাণ করা যায়; সপ্ত সমুদ্র অমৃতে ভরাও সহজ, নক্ষত্রগুলিকে চন্দ্রে পরিণত করাও কঠিন নহে; কল্পতরুর উদ্ভাৱন রচনা করাও বিশেষ কষ্টকর (বিষম) নহে, পরন্তু, গীতার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা যায় না; আমি এক সম্পূর্ণ মুক ব্যক্তি হইয়াও গীতার্থ শুদ্ধ মারাঠি ভাষায় এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি যে সর্বলোকে ইহা স্পষ্ট দেখিতে (বুঝিতে) পারে; আমি যে এইরূপ বৃহৎ গ্রন্থসাগর পার হইয়া অপর পারে কীর্ত্তিবিজয়ের পতাকা নাচাইয়াছি; কলসসহ গীতার্থের স্বন্দর মহামেধ<sup>১</sup> রচনা করিয়া তাহাতে আমার শ্রীগুরুর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছি; (১৭৬০) গীতার ছাত্র নির্মল অকপট মাতাকে হারাইয়া যে<sup>২</sup> বালক লক্ষ্যশূণ্য হইয়া ঘূর্ণিতেছিল, তাহাকে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছেন—ইহা আপনাদেরই ধর্ম্ম (শুণ); আমি বিচার করিয়া (বুঝিয়া) বলিতেছি ইহা সজ্জন আপনারাই করিয়াছেন—জ্ঞানদেব বাহা বলিতেছে তাহা সামান্য (তুচ্ছ) নহে; আর অধিক কি বলিব? এই গ্রন্থসমাপ্তির উৎসব বাহা দেখান হইল, তাহাতেই আমার জন্ম সকল হইল (সকল জন্মফল লাভ হইল); আপনাদের উপর ভরসা রাখিয়া আমি যে যে আশা করিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই পূর্ণ করিয়া আমাকে অত্যন্ত সুখী করিয়াছেন; হে প্রভো, আপনারা আমার জন্য যে এই গ্রন্থরূপ দ্বিতীয় সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি (দ্বিতীয় বিশ্বনির্দীপন<sup>৩</sup>) বিশ্বামিত্রকেও উপহাস করিতেছি; কারণ, ত্রিশঙ্ক রাজার অন্য খাতা ব্রহ্মাকে ছোট করিবার উদ্দেশ্যে (বিশ্বামিত্র) নন্দর সৃষ্টি উপায় করিয়াছিলেন, f এইরূপ সৃষ্টির সার্থকতা কি? শঙ্ক উপমন্তুর উপর

এসর হইয়া কীরসাগর উৎসার করিয়াছিলেন, পরন্তু তাহা বিবৰ্ণ বলিয়া ইহার (গীতাগ্রন্থের) লিখিত উপমার যোগ্য নহে; অন্ধকাররূপ নিশাচর চরাচর জগৎ প্রাস করিলে সূর্য্য দোড়াইয়া আসে, পরন্তু জগৎকে প্রচণ্ড তাপে দহ করে; তাপদহ জগতের জন্ত চন্দ্র চাঁদনী বিকীরণ করে, তবে কলঙ্কিত চন্দ্রকে কিরূপে উপমার যোগ্য বলা যায়; এইজন্ত আপনারা সন্তজন আমাদারা যে গ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন, তাহা ত্রিজগতের উপযোগী হইল,— সে গ্রন্থ সভাই অহংময়—ইহা আমি পুনরায় বলিতেছি; (১৭৭০) সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই ধর্ম্মকীর্ত্তনের যে সমাপ্তি হইল তাহা আপনাদেরই কীর্ত্তি, ইহাতে আমার শুধু সেবকত্বই অবশিষ্ট রহিল; এখন, বিশ্বাস্যক দেব পরমেশ্বর আমার বাগ্‌যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই প্রসাদ দান করুন—যে ধলপ্রকৃতি ছুটজন তাহাদের কুটিলতা ত্যাগ করুক, তাহাদের সংসর্গে<sup>১</sup> রতি হউক, এবং ভূতমাত্রই পরম্পর আন্তরিক মৈত্রীভাবাপন্ন হউক; পাপের অন্ধকার নষ্ট হউক, অধর্ম্মরূপ সূর্য্যের আলোকে বিশ্ব প্রকাশিত হউক, এবং প্রাণিমাত্রই বাহ্যিক বস্ত্র প্রাপ্ত হউক; ঈশ্বরনিষ্ঠ সন্তমণ্ডলী—ঐহারা নিরন্তর ভূতলে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ বর্ষণ করেন—ভূতমাত্রই যেন সর্ব্বদা তাঁহাদের দর্শন পায়; তাঁহারা চলন্ত কল্পতরুর পুষ্পোচ্চান, চেতনারূপ চিন্তামণির গ্রাম, অথবা সবার্জ্জমুতের সাগর; নিকলজ চন্দ্রমার স্রাব, তাপহীন মার্ভণ্ডের স্রাব, এই সব সজ্জন (সন্তমণ্ডলী) সর্ব্বদা জগতের পরমাত্মীয় হইয়া থাকুন; আর অধিক কি বলিব? ত্রিভুবন যেন সর্ব্ব স্থখে পূর্ণ হইয়া অখণ্ডভাবে আদিপুরুষের ভজনা করে; আর, বিশেষতঃ, এই গ্রন্থ (গীতা)-ই যাহাদের উপজীবিকা তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে বিজয়ী (স্থবী) হউক; তখন বিশ্বেশ্বর প্রভু (ত্রিনিবৃত্তিনাথ) বলিলেন—“তথাস্ত, তোমাকে এই বর দান করিলাম”—তাহাতে জ্ঞানদেব স্থবী হইলেন; (১৭৮০)

এই কলিযুগে, মহারাষ্ট্রমণ্ডলে (প্রদেশে) গোদাবরী নদীর—কিন্তু তটে ভুবনৈকগবিজ্ঞ, অনাদি পঞ্চকোশক্ষেত্র আছে—যেখানে জগতের জীবনমূত্ররূপা ত্রিমহালঙ্গা<sup>২</sup> দেবী বিদ্যাজমানা; সেখানে ইন্দুবংশশিরোমণি,<sup>৩</sup> সকলকলানিধি,

জ্ঞানের পোষক ক্ষিতীশ ত্রীমামচন্দ্র রাক্ষস করিতেছেন; এইখানে ত্রিশদ্বয় হইতে পরম্পরাক্রমে অহুগামী ত্রিনিবৃত্তিনাথশিষ্য জ্ঞানদেব গীতাকে যারাপি ভাবারূপ অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন; এইভাবে, মহাভারতের প্রসিদ্ধ ভীষ্মপর্বে ত্রীকৃষ্ণার্জুনের যে (গীতারূপ) উত্তম সংবাদ (কথোপকথন) আছে; বাহা উপনিষদের সার, সর্বশাস্ত্রের জন্মস্থান,—সেই সরোবর যেখানে পরমহংস যোগিগণ ক্রীড়া করেন; ত্রিনিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ই সেই গীতামন্দিরের পূর্ণ কলসস্বরূপ; এই গ্রন্থের পুণ্য সম্পত্তি দ্বারা সর্বভূত উত্তরোত্তর সম্পূর্ণ হুথ প্রাপ্ত হউক। ( ১৭৮৮ )।

ওঁ তৎ সৎ

ইতি ত্রীমন্তগবদগীতার ত্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে

মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥

“বারশতবারশকে জ্ঞানেশ্বর এই টীকা রচনা করিয়াছেন, এবং লক্ষিধানন্দ-বাবা অত্যন্ত প্রজ্ঞাসহকারে ইহার লেখক হইয়াছেন ॥” ( ২২ )

॥ সমাপ্ত ॥





## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১৫	*	+
"	( পাদটীকা )	*	+
১৭৭	১৫	অক্ষকাবের	অহংকাবের
২৭৫	( পাদটীকা )	প্রভূতের	প্রভূতের
৩১৪	১২	আশপাশের	আশাপাশের
৩৩৪	( পাদটীকা )	৩ আদিকরণ	৩ আদিকারণ
৩৬৩	২২	বন্ধনযুক্ত	বন্ধনমুক্ত
৫৫৮	২	ভ্যাগে	ভাগে







